

আনন্দগিরিকৃত টীকাসম্বলিত

শাকরগ্রন্থরত্নাবলী ।

দ্বিতীয় ভাগ :

অর্থাৎ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এণ্ডিত
প্রকরণগ্রন্থসমূহের মধ্যে
সাতখানি গ্রন্থ ।

কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-সর্বদর্শনতীর্থ-বিষ্ণুসংহিতাপাঠিক

পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী এবং

কাব্য-ব্যাকরণ-বেদান্ততীর্থোপাঠিক

পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীযুক্ত ভূতনাথ শর্ম্মা এবং

তর্কতীর্থোপাঠিক

পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ শর্ম্মার

দ্বারা অনূদিত ।

—*—

“আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ” এণ্ডিতা দ্বারা ও বেদান্তাদি

বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদক ও সম্পাদক

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক

সম্পাদিত ।

প্রকাশক—শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ ।

৬নং পার্শ্ববাগান লেন, কলিকাতা ।

শকাব্দ ১৮৫১, বঙ্গাব্দ ১৩৩৫

১৮৬১০৮
শঙ্কর/প্র
২৪/৬/৮

কমার্শিয়াল গেজেট প্রেস
৬নং পার্শ্ববাগান লেন, কলিকাতা হইতে
শ্রীযুক্ত অজিতকুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

সংগ্রহীতকৃত পুস্তক

১০০০

১৯৭০

২৩.২.৭২.

নিবেদন।

শাস্ত্রগ্রন্থসম্বলী, উপদেশ প্রকরণের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে এবার সাতখানি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। সেই গ্রন্থগুলি, যথা—

- (১) অজ্ঞানবোধিনী
- (২) আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ
- (৩) আত্মানাত্ম বিবেকঃ
- (৪) পক্ষীকরণম্
- (৫) প্রবোধস্থধাকরঃ
- (৬) বেদান্তকেশরী
- (৭) স্বাত্মনিরূপণ

ইহাদের মধ্যে (৪) পক্ষীকরণ (৫) প্রবোধস্থধাকর (৬) বেদান্ত-কেশরী এবং (৭) স্বাত্মনিরূপণ—এই চারিখানি গ্রন্থ এ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। এই প্রথম বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইহাদের বিশেষ পরিচয় এই—

১। অজ্ঞানবোধিনী গ্রন্থখানি গল্প-পণ্ডে লিখিত। ইহাতে বেদান্তের তত্ত্বগুলি বিশদভাবে অতি সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মনে হয়, প্রথম শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। ইহার কোনরূপ টীকা পাওয়া যায় নাই। এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বহুল প্রচারিত হইয়াছে।

২। আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি গ্রন্থখানি গল্পে লিখিত। অনেকস্থলে মনে হয়—ইহা যেন সূত্রগ্রন্থ। কিন্তু ঠিক সূত্রগ্রন্থ ইহাকে বলা যায় না। ইহাতে আনন্দগিরির টীকা আছে। টীকাটি অতি

ব্যুৎপাদক এবং উপাদেয়। এজ্ঞা মূল ও টীকা উভয়েরই অমুবাদ ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা ব্রহ্মজ্ঞান-মননের পক্ষে অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহার রচনাপ্রণালীই অভিনব বলিয়া মনে হয়। সমস্ত বিচারের সারসংগ্রহ করিয়া কিরূপে তাহার আবৃত্তি করিতে হয়, তাহা ইহাতে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। টীকার অমুবাদ সহ এই গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এই দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হইল। পূর্ব সংস্করণ অপেক্ষা ইহার শুদ্ধতা ও অমুবাদের পূর্ণতাই এবারের বিশেষত্ব।

৩। **আত্মানাত্মবিবেক** গ্রন্থখানি (১) অজ্ঞানবোধনীর অমুরূপ। ইহাতেও বেদান্তের তত্ত্বগুলি অতি বিশদভাবে সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহারও বঙ্গভাষায় বহুল প্রচার হইয়াছে।

৪। **পঞ্চীকরণ**। এই গ্রন্থখানি এই প্রথম বঙ্গভাষায় প্রচারিত হইল। ইহাতে প্রথমতঃ মূলের অমুবাদ আছে। তৎপরে আচার্য্যের প্রধানশিষ্য সুরেশ্বরচাৰ্য্যকৃত বার্তিক, কোন অজ্ঞাতনামা মহাত্মার বার্তিকাভরণ নামক বার্তিকটীকা, এবং বার্তিকের বঙ্গামুবাদ আছে। তৎপরে পুনরায় মূল, আনন্দগিরিকৃত বিবরণনামক টীকা, তাহার বঙ্গামুবাদ এবং সেই বিবরণ টীকার উপর রামতীর্থকৃত তত্ত্বচন্দ্রিকা নামক টীকা আছে। এই গ্রন্থে বেদান্তের বহু দুর্লভ তত্ত্বের অতি সুন্দর সমাবেশ করা হইয়াছে। নিদিধ্যাসন-অভ্যাসীর পক্ষে ইহা পরম সহায়। বঙ্গভাষায় ইহার এই প্রথম প্রকাশ।

৫। **প্রবোধসুধাকর**। এই গ্রন্থখানি বেদান্তের বহু সিদ্ধান্ত প্রকারান্তরে বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রথমপ্রবর্তকের পক্ষে সাধনসংক্রান্ত বহু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাও ইতঃপূর্বে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।

৬। **বেদান্তকেশরী** বা **বেদান্তশতশ্লোকী**। ইহাতে অতিশয় কবিত্বের সহিত বেদান্তের বহু সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার

আনন্দগিরিকৃত টীকাটি অতি বিস্তৃত এবং বহু তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ। কলেবরবাহুল্যভয়ে এই টীকাটির আর অমুবাদ প্রদত্ত হয় নাই। বঙ্গভাষায় ইহা এই প্রথম প্রকাশিত হইল।

৭। স্বাত্মনিরূপণ। ইহাও একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাতে বেদান্তের বহু তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে এবং পরিশেষে জীবমুক্তের অবস্থা অতি বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। ইহাও ইতি পূর্বে বঙ্গভাষায় অনূদিত হয় নাই।

এই সকল গ্রন্থের অমুবাদকার্য্য নানাকারণে প্রথমভাগের শ্রায় পণ্ডিতপ্রবর অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয় করিতে পারেন নাই, এজন্য অপর পণ্ডিতগণের সাহায্য লইতে হইয়াছে; যথা—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী মহাশয়

(২) আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি

(৪) পক্ষীকরণ গ্রন্থের মূল ও বার্তিক এবং

(৬) বেদান্তকেশরী

নামক গ্রন্থের অমুবাদ করিয়াছেন,

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অনন্তচরণ তর্কভীর্থ মহাশয়

(৫) প্রবোধসুধাকর

নামক গ্রন্থের অমুবাদ করিয়াছেন,

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বেদান্তভীর্থ মহাশয়

(২) আত্মানুজীবিক,

(৪) পক্ষীকরণের আনন্দগিরিকৃত টীকা এবং

(৭) স্বাত্মনিরূপণ—

গ্রন্থের অমুবাদ করিয়াছেন এবং

(১) অজ্ঞানরোধিনী

নামক গ্রন্থখানির অমুবাদকাৰ্য্য আমিহঁ করিয়াছি।

শাক্তগ্রন্থরত্নাবলী প্রথমভাগে যে ৩৬খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহারা আচার্যাকৃত উপদেশ গ্রন্থের অন্তর্গত একশত শ্লোকের কম গ্রন্থবিশেষ। কিন্তু এই দ্বিতীয় ভাগে যে ৭ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, তাহাতে একশত শ্লোকের অধিক শ্লোক আছে। প্রথম ভাগের ভূমিকার আচার্য্যের ১৫১গ্রন্থের একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যাইবে—আচার্য্যের আর কতগুলি গ্রন্থ এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে। আচার্য্যাকৃত ৫৪ খানি গ্রন্থের যে এগারখানি অবশিষ্ট রহিল, তাহারা এই—

- | | | | |
|---------------------|------------|--------------------------|-------------|
| ১। অপরোক্ষাত্মভূতি | ১৪৪ শ্লোক। | ৭। বোধসার | ১৬২ শ্লোক। |
| ২। অমরুশতক | ১০১ „ | ৮। সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত- | |
| ৩। উপদেশসাগরী | গল্প পঞ্চ। | সংগ্রহ | ১০০৬ „ |
| ৪। জ্ঞানগঙ্গাশতক | ১০০ শ্লোক। | ৯। সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ | ৫৪৬ „ |
| ৫। প্রপঞ্চসারতন্ত্র | ২৪৬৪ „ | ১০। শঙ্করস্মৃতি | ১২ অধ্যায়। |
| ৬। বিবেকচূড়ামণি | ৫৮১ „ | ১১। সন্ন্যাসপদ্ধতি | গল্প। |

ভগবানের ইচ্ছা হইলে অতঃপর ক্রমে অবশিষ্ট গ্রন্থগুলিও প্রকাশিত করা হইবে।

বর্তমান পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে আজকাল অনেকেই এই সকল গ্রন্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের রচিত কি না বলিয়া সন্দেহ করেন। এ বিষয়ে আমাদের বাহ্য বক্তব্য, তাহা আমরা প্রথম ভাগের ভূমিকায় বলিয়াছি। সুতরাং এ বিষয়ে যাহার জিজ্ঞাসা হইবে, তিনি উক্ত ভূমিকা দেখিতে পারেন। তথাপি সংক্ষেপে এস্থলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, রচনাভঙ্গী বা ভাষা দেখিয়া বা উপাসনাদির কথা

ইহাদের মধ্যে (৪) জ্ঞানগঙ্গাশতক ও (৭) বোধসার গ্রন্থদ্বয় নরহরিন্দাস রচিত বোধসারের অংশবিশেষ রূপে দেখা যাইতেছে। সুতরাং ইহাদের প্রকৃত রচনা কর্তা এক; তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

দেখিয়া শঙ্কররচিত নহে বলা অসম্ভব পথ নহে। যদি কোন হস্ত-
লিখিত পুথির শেষে অপরের রচিত বলিয়া নির্দেশ থাকে, অথবা কোন
গ্রন্থকার অপরের রচিত বলিয়া উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তবেই তাহা
শঙ্কররচিত বলিয়া সন্দেহ করা উচিত।

এবার প্রত্যেক গ্রন্থের সূচীপত্র ও পত্রাঙ্ক পৃথগ্ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে,
সুতরাং সাধারণভাবে আর সূচীপত্র প্রদত্ত হইল না।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা দিবস।
২৪শে আশ্বিন ১৩৩৬ সাল।
ইং ১০ই অক্টোবর ১৯২৯।
৩নং পার্শ্বাঙ্গান লেন, কলিকাতা।

বিনীত—
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ
সম্পাদক।

শাক্তব୍ରহ্মରত্নাবলୀ

(উপদেশ প্রকরণ—দ্বিতীয় ভাগ ।)

অজ্ঞানবোধিনী ।

(১)

ত্রীমুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক

অনূদিত ও সম্পাদিত ।

নিবেদন ।

অজ্ঞানবোধিনী গ্রন্থখানি বঙ্গদেশেই অনূদিত হইয়া বোধ হয় প্রথম মুদ্রিত হয়। স্বর্গীয় অন্নদাচরণ বসু মহোদয় ১২৯২ সালে এই গ্রন্থ বোধ হয় প্রথম প্রকাশ করেন। তদবধি কলিকাতার প্রকাশিত শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থবেলীমধ্যে এই গ্রন্থখানি অনেকেই প্রচার করিয়াছেন। পুণা বা ত্রীরঙ্গমে যে শঙ্করাচার্য্যের সমগ্র গ্রন্থমালা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ইহার স্থান হয় নাই। আমরা এই সংস্করণে যথাসাধ্য শুদ্ধ করিয়া বিষয়বিল্লেষণ ও বিষয়-নাম-নির্দেশপূর্ব্বক “শঙ্করগ্রন্থরত্নাবলী” উপদেশ-প্রকরণ দ্বিতীয় ভাগের প্রথম গ্রন্থরূপে প্রকাশিত করিলাম।

এই অজ্ঞানবোধিনী গ্রন্থখানি দেখিলে প্রথমেই মনে হইবে, অন্নসংস্কৃতজ্ঞ বেদান্তশাস্ত্রে প্রথম প্রবর্ত্তকের জন্ত ইহা লিখিত, আর তজ্জন্ত গুরুশিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে বেদান্তের মহামূল্য সিদ্ধান্তগুলির একত্র সমাবেশ করিয়া গ্রন্থখানিকে সমাপ্ত করা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা অষ্টৈতত্ত্বজ্ঞান সাধনের জন্ত অমূল্য উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ। বাদিবিজয় বা বেদান্তশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের অভিপ্রায়ে এ গ্রন্থ নহে। গুরুর নিকট থাকিয়া জ্ঞানসাধন করিতে গেলে যে সব কথা সর্ব্বদা শ্রবণ মনন করা আবশ্যক, ইহাতে সেই সকল কথাই অতি সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যদি ইহা যথার্থই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের লিখিত হয়, তাহা হইলে শৃঙ্গেরীতে যখন তিনি শিষ্যাহুশিষ্যক্রমে অধ্যাপনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন ইহা আচার্য্যকর্ত্ত্বক প্রথমশিক্ষার্থী সাধক-সন্ন্যাসীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল বোধ হয়। ইহা আচার্য্যের নিজের রচিত কি না তাহা

নির্ণয় করিবার কৌশল “শাক্তগ্রন্থরত্নাবলী” প্রথম ভাগের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার আলোচনা বাহ্যিক মাত্র। এ গ্রন্থ তাঁহার রচিত নহে বলিয়া এ পর্য্যন্ত আমরা কোন প্রমাণ পাই নাই।

যাহা হউক, বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়সকল অতি সহজে আয়ত্ত করিবার পক্ষে এ গ্রন্থখানি যেরূপ উপযোগী, এমন অতি অল্প গ্রন্থই আছে। বেদান্তরাজ্যে প্রবেশ করিবার পক্ষে ইহা যেমন অতি সুগম ও সুপ্রশস্ত পথ, তদ্রূপ বেদান্তপ্রদর্শিত পথে সাধন করিবার পক্ষে ইহা সাক্ষাৎ গুরুদেবের গায়—পরম সহায়।

বিনীত

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

সম্পাদক।

সূচিপত্র ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মঙ্গলাচরণ	১	ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারীর কর্তব্য	১১
ভূমিকা—গ্রন্থরচনা প্রতিজ্ঞা	...	শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ কর্তব্যবিষয়ে	...
অধ্যাত্মবিদ্যায় অধিকারী	২	শ্রুতিপ্রমাণ	১২
সংক্ষেপে আত্মজ্ঞানের উপদেশার্থে অবিদ্যা	...	ব্রহ্মাত্মিকাজ্ঞানের উপদেশের প্রকার	...
বন্ধ ও মোক্ষের নির্ণয়	৩	তৎপদার্থের তাৎপর্যজ্ঞানদ্বারা	...
পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে অবিদ্যারূপ	...	ব্রহ্মাত্মিকাজ্ঞান সম্ভব	১৩
অধ্যাসের স্বরূপ বর্ণন	...	তৎপদার্থের শোধনে যুক্তি	...
আত্মার স্বরূপ	৩	শরীরের দৃষ্টদৃশ্যধনে প্রথম যুক্তি	১৪
সংসার কাহার ?	...	দ্বিতীয় যুক্তি	...
সংসার স্বাভাবিক হইলে মোক্ষের	...	তৃতীয় যুক্তি	১৫
অসম্ভাবনাশঙ্কা	...	চতুর্থ যুক্তি	...
মোক্ষের সম্ভাবনা আছে	৪	ভ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদে দৃষ্টান্ত	১৬
সংসারের নিমিত্তকারণ অবিদ্যার	...	শরীরের জড়দৃশ্যধনে যুক্তি	...
পরিচয়	...	শরীর পক্ষীকৃত পক্ষমহাত্ম্যের অংশ	১৭
অবিদ্যার আবরণ শক্তি	...	শরীর পক্ষমহাত্ম্যের অংশ বলিয়া জড়	...
এ বিক্ষেপশক্তি	৫	শরীর মধ্যে পক্ষমহাত্ম্য পট্ট	...
জীবরূপ বিক্ষিপ্ত আত্মারই সংসার ও	...	প্রকারে অবস্থিত	...
তাহার স্বরূপ	...	সূক্ষ্মশরীরে পক্ষমহাত্ম্যের অংশ	১৮
আত্মারই সংসার এ বিষয়ে	...	প্রত্যেকভূত পাঁচ পাঁচ প্রকার	...
শ্রুতিস্থিতি প্রমাণ	৬	কিরাপে ?	১৯
শশশুদ্ধসদৃশ মায়ার অসম্ভাবনাপত্তি	৭	পৃথিবীর মধ্যে অপর ভূতের অংশ	...
মায়াদিক্রিতে প্রমাণ	৮	জলমধ্যে অপর ভূতের অংশ	২০
অমমাত্রসিদ্ধ বস্তুর সত্যতায় শঙ্কা ও	...	হেতুসম্বন্ধে অপর ভূতের অংশ	...
সমাধান	...	বায়ুমধ্যে অপর ভূতের অংশ	২১
মায়ার সত্য নহে, তথাপি প্রতিভাত হয়	...	আকাশমধ্যে অপর ভূতের অংশ	...
জ্ঞানদ্বারা ভ্রমের নিবৃত্তিতে শঙ্কা	...	শরীরের জড়দৃশ্য সিদ্ধি	২২
ও সমাধান	৯	যেহের চৈতন্যে আশংকা ও	...
জ্ঞানোৎপত্তির উপায়	...	তাহার পরিহার	২৩
ব্রহ্মজ্ঞানের অসম্ভাবনায় শঙ্কা	১০	শরীরের অনিত্যতার যুক্তি	২৪
আচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান-	...	শরীরের অমঙ্গলদেহ যুক্তি	২৫
লাভের সম্ভাবনা	১১	শরীরের দ্বাদশপ্রকার ঘোষ	...

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আত্মা শরীর নহে, তাহার জাতি, বর্ণ ও আশ্রম নাই	অজ্ঞানবশতঃ “আমি কি” জানা যায় না ...	৪১
আত্মার ছয়টা ভাব বিকার নাই ...	২৬	অজ্ঞানের পরিচয়
আত্মার বর্ণাশ্রম নাই	আত্মা অজ্ঞানের আশ্রম—	..
জ্ঞান হইলে প্রতিদ্বন্দ্ব থাকে না ...	২৭	জ্ঞানস্বরূপ ...	৪২
শাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্যের হেতু	..	নিবেদ্যমুখে জ্ঞানের স্বরূপনির্ণয়
দেহাত্মবিজ্ঞান	ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা	..
ইন্দ্রিয়গণ আত্মা নহে	নহে কেন ...	৪৩
ইন্দ্রিয়গণ ভূতেরই কার্য ...	২৮	মন ও বুদ্ধি জ্ঞানস্বরূপ	..
কোন ইন্দ্রিয় কোন ভূতের কার্য	আত্মা নহে
মনের উৎপত্তি ...	২৯	আত্মার জ্ঞানস্বরূপতায়	..
ইন্দ্রিয়োৎপত্তির বিবরণ	শ্রুতি প্রমাণ ...	৪৪
মনের কার্য ...	৩০	বিধিমুখে আত্মার চিত্তরূপ বা	..
বুদ্ধির কার্য	জ্ঞানস্বরূপত্ব ...	৪৫
পঞ্চপ্রাণের বৃত্তি	বন্ধন ও মোক্ষের স্বরূপ
জ্ঞানেন্দ্রিয় জড় কেন ? তদ্বিষয়ে বৃত্তি	৩১	আত্মার জাগ্রদবস্থা ...	৪৬
কর্মেন্দ্রিয়গণও জড়	আত্মার স্বপ্নাবস্থা
প্রাণ জড় বলিয়া আত্মা নহে ...	৩২	আত্মার সুবৃত্তি অবস্থা
প্রাণের জড়ত্বে অন্ত বৃত্তি ..	৩৩	আত্মার সাক্ষিস্বরূপতা বা	..
প্রাণের জ্ঞান নাই	জ্ঞানস্বরূপতা ...	৪৭
প্রাণের চেষ্টা জড়েরই চেষ্টা ...	৩৪	আত্মার সজ্ঞপদ্ব
কর্মই প্রাণকে চেষ্টায়ুক্ত করে	আত্মার আনন্দরূপতা ...	৪৮
লিঙ্গ শরীর আত্মা নহে ..	৩৫	আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব
মন আত্মা নহে তাহার বৃত্তি	সাক্ষীর স্বীকারে দ্বিতীয়ত্বের	..
“ ” “ ইহাতে অন্তবৃত্তি	৩৬	আপত্তি ও খণ্ডন ...	৪৯
“ ” “ তদ্বিষয়ে শ্রুতি	..	আত্মার অখণ্ডত্ব ...	৫০
লিঙ্গশরীর আত্মা নহে—এই	..	আত্মার অচলত্ব
জ্ঞানে লাভালাভ ...	৩৭	আত্মার অজ্ঞত্ব
আত্মার প্রারম্ভ কর্মও নাই	আত্মার অক্রিয়ত্ব
আত্মার সুখদুঃখ নাই ...	৩৮	আত্মার অক্রিয়ত্বে প্রমাণ ...	৫১
আমি শরীর নহি—এই জ্ঞানে	..	আত্মার কূটস্থত্ব ...	৫২
লাভালাভ ...	৪০	আত্মার অনন্তত্ব
আত্মার নয়টি গুণ	আত্মার স্বপ্রকাশত্ব
আমিগদবাচ্যের নির্ণয়	আত্মার ব্রহ্মত্ব ...	৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আত্মার দ্বাদশটি গুণ ...	৬৪	অজ্ঞানপ্রযুক্ত ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না	"
আত্মার দ্বাদশটিগুণের প্রতি ক্রতিপ্রমাণ	৬৪	নিবোধের সীমার আত্মা ...	৬৯
এ স্মৃতি প্রমাণ ...	৬৫	"নেতি নেতি" নিবেধ আত্মার নহে	৭০
জ্ঞানই মুক্তির সাধন ...	৬৬	আত্মা সংস্করণ ...	৭০
জ্ঞানে মুক্তি—এ বিষয়ে ক্রতি প্রমাণ ...	৬৬	ব্রহ্মে প্রমাণের অপেক্ষা নাই ...	৭০
জ্ঞানভিন্ন পথ নাই—এ বিষয়ে অল্প প্রমাণ ...	৬৭	হৃৎশ্রুতে প্রেমেরত্বেরই নিবেধ প্রমাতৃত্বের নিবেধ নহে ...	৭০
বৈতত্বাব—ভয়ের হেতু ...	৬৭	অসিদ্ধ বস্তুর জন্তাই প্রমাণাপেক্ষা ...	৭১
জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের স্বরূপ ...	৬৮	দৃশ্য—অবিদ্যাকৃত ও চিদবিবর্ত ...	৭১
আত্মস্বরূপকথনের উপসংহার ...	৬৮	বিশ্বজগৎ বিকুরই বিস্তার ...	৭২
বেদের দাসত্ব অজ্ঞানীর পক্ষে ...	৬৯	এক জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের নানাত্ব ...	৭২
জ্ঞান হইলে জন্ম হয় না—		ব্রহ্মের বৈবিধ্যপ্রযুক্ত বৈতের	
শঙ্কা ও সমাধান ...	৬৯	সত্যজ্ঞানাকা নিরাস ...	৭৩
জ্ঞানান্বিত্য দক্ষ কর্ম জন্মের কারণ হয় না ...	৭০	ব্রহ্মের অধিতীয়ত্বে ক্রতি প্রমাণ ...	৭৩
জ্ঞানদ্বারা কেবল প্রারম্ভকর্মের নাশই হয় না ...	৭০	বেদান্তবিদের অনুভব ...	৭৪
জ্ঞানীর সমুদায় কর্মক্ষেত্রে		'আমি ব্রহ্ম' জ্ঞান ও 'সর্বমিথ্যা'	
শঙ্কা ও সমাধান ...	৭১	জ্ঞানই চরম সাধন ...	৭৪
প্রারম্ভকর্মের ক্ষয়ে জীবমুক্তের পুনর্জন্ম হয় না ...	৭২	জীবমুক্তের লোকানুগ্রহ ও ব্যবহার ...	৭৪
জ্ঞানের ক্রমিক ফল ...	৭৩	জীবমুক্তের কিছুই নিজের জন্ত নহে ...	৭৫
স্বচ্ছাকৃত প্রারম্ভের নাশ ...	৭৩	দর্শন, ভজন ও সম্ভাষণদ্বারা	
জ্ঞানীর প্রারম্ভভোগের প্রকার ...	৭৪	লোকোপকার ...	৭৫
জ্ঞানীর পাপপুণ্যের ব্যবস্থা ...	৭৪	ব্রহ্মজ্ঞানে গুরুত্বপার	
জ্ঞানীর অনাবরু কর্ম		প্রয়োজন ...	৭৬
নির্বোধ হয় ...	৭৫	অধ্যাত্মবিদ্যাভিন্ন অল্প	
কারণনাশেও কার্য থাকে ...	৭৬	বিদ্যায় দোষ ...	৭৬
জ্ঞানী সর্বদাই মুক্ত ...	৭৬	কর্মফলের অনিত্যতা ...	৭৭
জ্ঞানীর স্বরূপে স্থিতি ...	৭৭	ব্রহ্মে নানাত্বদর্শন পুনঃ পুনঃ	
শরীরাদির নাশে শূন্যত্বের		মৃত্যুর কারণ ...	৭৮
শঙ্কানিরাস ...	৭৭	ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব ...	৭৮
বেদান্ত ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে কেন ?	৭৮	অপাত্রে ব্রহ্মজ্ঞানদান	
		অমুচিত ...	৭৯

ও নমঃ শ্রীগণেশায় ।

শাক্তরত্নবলী ।

অজ্ঞানবোধিনী । (১)

—o—o—o—

চিৎসদানন্দরূপায় সর্বধাবৃতিসাক্ষিণে ।

নমো বেদান্তবেদায় ব্রহ্মণেহনন্তরূপিণে ॥১

যদজ্ঞানাদিদং ভাতি যজ্জ্ঞানাদ্ বিনিবৰ্ত্ততে ।

নমস্তস্মৈ চিদানন্দবপুষে পরমাত্মনে ॥২

অথ অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধিঃ ব্যাখ্যাশ্রামঃ—৩

মঙ্গলাচরণ ।

সং চিৎ ও আনন্দস্বরূপ, সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী, বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদের বেদা, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে নমস্কার ।১

যে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান হইতে এই জগৎপ্রপঞ্চ প্রতিভাত হয়, এবং যে ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান হইতে সেই জগৎপ্রপঞ্চের বিশেষরূপে নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ উচ্ছেদপ্রাপ্ত হয় এবং আর কখন প্রতিভাতও হয় না, সেই সং চিৎ ও আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার ।২

ভূমিকা—গ্রন্থরচনাপ্রতিজ্ঞা ।

এই বার অধ্যাত্মবিদ্যার অর্থাৎ আত্মবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশবিধি অর্থাৎ উপদেশক্রম কিরূপ তাহাই ব্যাখ্যা করিব । অর্থাৎ যথাক্রমে আত্মজ্ঞান বর্ণন করিব ।৩

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শাস্তানাম্ বীতরাগিণাম্ ।

মুমুক্শুগামপেক্ষ্যোহয়মাত্মবোধো বিধীয়তে ॥৪

অনাত্মভূতে দেহাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু দেহিনাম্ ।

সাহবিদ্যা তৎকৃতে বন্ধস্তম্মাশৌ মোক্ষ উচ্যতে ॥৫

অনাদিঃ সাস্তো নৈসর্গিকোহধ্যাসঃ মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ
সর্বলোকপ্রত্যক্ষঃ ৷৬

অশ্রু অনর্থহেতোঃ প্রহাণায় আত্মৈকত্বজ্ঞানং শিশ্যঃ
শ্রীগুরুং পরিপৃচ্ছতি—৷৭৷

অধ্যাত্মবিদ্যায় অধিকারী ।

ভগবৎস্মরণ ও প্রায়শ্চিত্তাদিরূপ তপস্যার দ্বারা ক্ষীণপাপ, শাস্ত, অর্থাৎ অন্তর ও বহিরিঞ্জিয় সংযত, বীতরাগী, এবং মুমুক্শুগণকে লক্ষ্য করিয়া এই আত্মজ্ঞান বিহিত অর্থাৎ উপদিষ্ট হইয়া থাকে ৷৪৷ অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুদ্বকলভোগবিরাগ, শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্শুসম্পন্ন ব্যক্তিই আত্মজ্ঞানের অধিকারী ।

• সংক্ষেপে আত্মজ্ঞানের উপদেশার্থ—অবিদ্যা, বন্ধ ও মোক্ষের নির্ণয় ।

অনাত্মস্বরূপ যে দেহাদি, তাহাতে দেহিগণের যে আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ দেহাদিকে আমি বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা, সেই অবিদ্যা-জগুই বন্ধ, এবং সেই অবিদ্যার নাশই মোক্ষ বলিয়া উক্ত হয় । এই অবিদ্যার অপর নাম অধ্যাস ৷৫

পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যে অবিদ্যারূপ অধ্যাসের স্বরূপ বর্ণন ।

এই অবিদ্যারূপ অধ্যাস অর্থাৎ ভ্রম নৈসর্গিক অর্থাৎ স্বাভাবিক, অনাদি এবং সাস্ত অর্থাৎ অন্তর্বাশিষ্ট, তঁহা মিথ্যাজ্ঞানরূপ এবং সর্বলোকের প্রত্যক্ষের বিষয় ৷৬

সর্ববিধ অনর্থের হেতু এই অধ্যাসের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদের জগু

ভো ভগবন্ ! স আত্মা কীদৃশঃ ?

শ্রীগুরুঃ আহ—তৎ শূণু, চিংসদানন্দাদ্বিতীয়ম্ অথগুণম্
অচলম্ অজম্ অক্রিয়কূটস্থানন্ত-স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপং স্বপ্রকাশং
ব্রহ্ম, স আত্মা । ৮

ভো ভগবন্ ! তর্হি দীর্ঘে অস্মিন্ সংসারে সংসৃতিঃ কস্মি ১৯
তৈশ্চৈব । ১০

স্বাভাবিকী নৈমিত্তিকী বা ? যদি ঈদৃশঃ স্বভাবঃ তর্হি
অবর্জনীয়ত্বাৎ মম মোক্ষাশা নাস্তি । ১১

শিষ্য শ্রীগুরুকে আত্মৈকবৃত্তজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাআর একত্ব-
বিষয়ক জ্ঞানের কথা ঈজ্ঞাসা করিতেছেন । ৭ (ইতি ভূমিকা ।)

আত্মার স্বরূপ ।

[শিষ্য] ৫ ভগবন্ ! সেই আত্মা কিরূপ ?

শ্রীগুরু বলিলেন—তাহা শুন,—সৎ, চিং ও আনন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়,
অগুণ, অচল, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, অক্রিয়, কূটস্থ, অনন্ত, স্বয়ং-
জ্যোতিঃস্বরূপ, এবং স্বপ্রকাশ যে ব্রহ্ম তাহাই আত্মা । ৮

সংসার কাহার ?

শিষ্য বলিলেন—৫ ভগবন্ ! আত্মা যদি এরূপ হয়, তবে এই
দীর্ঘ সংসারে কাহার সংসৃতি হয়, অর্থাৎ গমনাগমন হইয়া থাকে ? ১২

গুরু বলিলেন—তাহারই, অর্থাৎ উক্ত আত্মারই এই সংসারে
গমনাগমন হইয়া থাকে । ১০

সংসার স্বাভাবিক হইলে মোক্ষের অসম্ভাবনাশঙ্কা ।

শিষ্য বলিলেন—এই সংসৃতি স্বাভাবিকী অথবা নৈমিত্তিকী ? যদি
, আত্মা ঈদৃশস্বভাব হয়, তাহা হইলে ইহা অবর্জনীয় বলিয়া আমরা

গুরুঃ আহ—ন হি বৎস ! নৈমিত্তিকী ।১২

তর্হি কিং নিমিত্তম্ ? ১৩

তৎ সাবধানমতিঃ শৃণু—স্বাশ্রয়া, স্ববিষয়া, স্বানুভবগম্যা, স্বভাশ্রা, অবস্ত, অনির্বাচ্যা অবিদ্যা আস্ত ১৪

স। তদাশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্ব-বলেন চিংসদানন্দানন্তাদ্বিতীয়-
স্বভাবম্ আবৃণোতি । যথা গর্ভাক্ষকারণে আগারগর্ভম্ আচ্ছা-
দ্যতে তথা চিদ্রূপং কূটস্থম্ আত্মানং স্বস্বরূপম্ আচ্ছাদ্যম্
ইব বিক্ষিপতি ।১৫

মোক্ষের আশা নাই, অর্থাৎ আত্মার সংসারে গমনাগমন স্বাভাবিক
বলিয়া আত্মার আর মোক্ষ হইতে পারে না ।১২

মোক্ষের সম্ভবনা আছে ।

গুরু বলিলেন—না, বৎস ! উক্ত সংসৃতি অর্থাৎ গমনাগমন
নৈমিত্তিকী, অর্থাৎ কোন কারণবশতঃ ঘটে ।১২

শিষ্য বলিলেন—তাহা হইলে সেই কারণটি কি ? ১৩

সংসারের নিমিত্তকারণ অবিদ্যার পরিচয় ।

গুরু বলিলেন—তাহা অবহিত চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর—স্বাশ্রয়া অর্থাৎ
আত্মা যাহার আশ্রয়, স্ববিষয়া অর্থাৎ আত্মা যাহার বিষয়, স্বানুভবগম্যা
অর্থাৎ আত্মার অনুভবগম্যা, স্বভাশ্রা অর্থাৎ আত্মার প্রকাশ, অবস্ত অর্থাৎ
বস্ত পদবাচ্য ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অনির্বাচ্যা অর্থাৎ সং, অসং ও সদসদ্
ভিন্ন, স্তত্রাং মিথ্যা এতাদৃশ অবিদ্যা বলিয়া একটা কিছু আছে ।১৪

অবিদ্যার আবরণ শক্তি ।

সেই অবিদ্যা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া এবং আত্মাকে
বিষয় করে বলিয়া, সং চিং আনন্দস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ এবং অদ্বিতীয়-
স্বরূপ আত্মাকে আবৃত করে ।১৫

বিক্ষিপ্তশ্চ অনাত্মনি দেহাদৌ আত্মত্বেন অভিমত্-
মানোহপি অপ্রাপ্তাশেষপুরুষার্থঃ প্রাপ্তাশেষানর্থঃ অবিद्या-
প্রকল্পিতৈরেব সাধনৈঃ ইষ্টপ্রাপ্তিঞ্চ অনিষ্টনিবৃত্তিঞ্চ হৃদি
আকাঙ্ক্ষন্ লৌকিক-বৈদিকস্বাভাবিকৈঃ অনুষ্ঠিতৈরপি বিষয়-
সুখার্থঃ মোক্ষাকাংক্ষাম্ অলভমানঃ অলাবুৎ মরকাদিভিরিব
রাগদ্বेषাদিভিঃ ইত্যন্ততঃ আকৃষ্টমাণঃ সুরনরতির্যাগাদি-
প্রভেদভিন্নাসু নানাযোনিষু পরিবর্ত্তমানো মোহেন মুহমানঃ
সংসরতি । ১৬

অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তি ।

যেমন মাতৃগর্ভস্থ শিশুর নিকট গর্ভস্থ অন্ধকার, আগারগর্ভ অর্থাৎ
গৃহাভ্যন্তর আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ জীবাত্মিত অবিদ্যা চিৎস্বরূপ
কূটস্থ ও স্বরূপ আত্মাকে যেন আচ্ছাদনযোগ্য বস্তুর দ্বারা আচ্ছাদিত
করিয়া বিক্ষিপ্ত কবে । অর্থাৎ ব্রহ্মকে জীব ও জগদাদিরূপে যেন
পরিণত কবে (বস্তুতঃ ব্রহ্ম অপরিণামী) । ১৬ ?

জীবরূপ বিক্ষিপ্ত আত্মারই সংসার ও তাহার স্বরূপ ।

আর সেই বিক্ষিপ্ত আত্মা অর্থাৎ জীবই অনাত্মা দেহাদিতে আত্মা-
ভিমান করিয়া অর্থাৎ “আমি” জ্ঞান করিয়া অশেষপুরুষার্থ না পাইয়া
পরন্তু অশেষ অনর্থ প্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যাপ্রকল্পিত সাধনের দ্বারাই ইষ্ট-
প্রাপ্তি এবং অনিষ্টনিবৃত্তি হৃদয়ে আকাংক্ষা করিয়া বিষয়ত্বের জগত্
লৌকিক বৈদিক এবং স্বাভাবিক কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও মোক্ষাকাংক্ষা
লাভ না করিয়া মরকাদিকর্ত্ত্বক আকৃষ্ট অলাবু অর্থাৎ শুষ্ক লাউএর দ্বারা
রাগ ও দ্বেষাদির দ্বারা ইত্যন্ততঃ আকৃষ্ট হইয়া দেবতা মনুষ্য ও তির্যাগাদি
যোনি ভেদে বিভিন্ন নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে করিতে
মোহবশতঃ মুহমান হইয়া সংসারে গমনাগমন করে । ১৬

তথা চ শ্রুতিঃ—

“ন তং বিদাথ য ইমা জজ্ঞান অগ্নং যুগ্মাকমন্তরং বভূব ।

নীহারেণ প্রাবৃত্তা জগ্ন্যাঃ চান্নতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি ॥১৭

(ঋগ্বেদ ৮।৩।১৭ য, বা সং ১৭, ৩১)

আত্মারই সংসার এবিষয়ে শ্রুতিস্থিতি প্রমাণ ।

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—হে মানব! ‘তং’ সেই বিশ্বকর্মাকে ‘ন বিদাথ’ জান না; ‘যঃ ইমা’ যিনি এই ভূতবর্গকে ‘জজ্ঞান’ উৎপাদিত করিয়াছেন। আমি দেবদত্ত, আমি যজ্ঞদত্ত এই প্রকারে আমরা আত্ম-স্বরূপ বিশ্বকর্মাকে জ্ঞান—ইহা যদি বলা হয়, তাহা ঠিক নহে; কারণ, অহংপ্রত্যয়ের গম্য যে জীবরূপ, তাহা বিশ্বকর্মা পরমেশ্বরের স্বরূপ নহে, কিন্তু ‘যুগ্মাকম্’ ‘অগ্নং’ অহংপ্রত্যয়গম্য জীবগণ হইতে অতিরিক্ত সর্ববেদান্তবেদ্য ঈশ্বরতত্ত্ব ‘বভূব’ হইয়া থাকে। আর জীবরূপের গ্রায় তাহাও বেদ্য হউক—এইরূপ বলা যায় না; কারণ, ‘নীহারেণ প্রাবৃত্তাঃ নীহারসদৃশ অজ্ঞানের দ্বারা সেই তত্ত্ব আচ্ছন্ন; অর্থাৎ যেমন নীহার অত্যন্ত অসং নহে; কারণ, তাহা দৃষ্টির আবরণ করে, এবং অত্যন্ত সংও নহে, যে হেতু কাষ্ঠপাষণাদির গ্রায় তাহা সম্বোধনের অযোগ্য, এইরূপ অজ্ঞানও অত্যন্ত অসং নহে, যেহেতু তাহা ঈশ্বরতত্ত্বের আবরণ, এবং সং ও নহে যেহেতু তাহা জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হয়। এই প্রকার অজ্ঞানদ্বারা সকল জীবই আচ্ছন্ন। আর কেবল যে আচ্ছন্ন তাহাও নহে, কিন্তু ‘জগ্ন্যা’ আমি দেবতা, আমি মনুষ্য, এইরূপ মিথ্যা জল্পনায় প্রবৃত্ত। আরও ‘অন্নতৃপঃ’ জীবগণ যে কোন উপায়ে অন্ন অর্থাৎ প্রাণকে তৃপ্ত করে, কিন্তু পরমেশ্বরকে চিন্তা করে না। তাহার পর কেবল ইহাই নহে কিন্তু ‘উক্থশাসঃ’ নানাবিধ যজ্ঞাদিতে ‘উক্থ’রূপ যে প্রভুগ এবং নিঃস্বল্যাণি ঋক্ ও সাম্ মন্ত্রবিশেষ তাহার ‘শংসন্তঃ’ উপদেশ করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে।

স্মৃতিরপি—

পুরুষঃ প্রকৃষ্টো হি ভূক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্কোহস্ত্য সদসদ্যোনিজন্মসু ॥

(গীতা ১৪।৩০) ১৮

স্বামিন্ ! যুগ্মদ্বচনম্ অসমঞ্জসম্ ইদং ভাতি । ১৯

কথম্ ? ইত্থম্— ২০

কূটস্থচিদ্ঘনৈকরসস্ত্য আত্মনঃ শশবিষাণসদৃশাবিচ্ছাবরণ-
বিক্ষেপরূপত্বং কথং সম্ভাব্যতে । ২১। গগনানরবিন্দম্ অসৎ,
তস্ত্য সুরভিত্বং কুতঃ । ২২। অসম্ভাবনীয়মায়া । ২৩

অর্থাৎ কেবল ঐহিক ও আমূল্যিক ভোগপরায়ণ হইয়া থাকে, কিন্তু
পরমেশ্বরকে জানে না । ১৭

স্মৃতিতে ও আছে—পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াই প্রকৃতিসম্ভূত গুণসমূহ
ভোগ করেন, এই পুরুষের সং ও অসং ঘোনিতে জন্মের প্রতি গুণ-
সঙ্গই কারণ । (অতএব সংসার আত্মারই হয়, আপাততঃ এইরূপই
বলিতে হইবে ।) ১৮

শশশৃঙ্গ সদৃশ মায়ার অসম্ভাবনাপত্তি ।

শিষ্য বলিলেন—স্বামিন্ ! আপনার এই কথা অসঙ্গত বলিয়া বোধ
হইতেছে । ১৯

গুরু বলিলেন—কেন ? ২০

শিষ্য বলিলেন—তাহা এইরূপ—কূটস্থ চিদ্ঘন একরস আত্মার পক্ষে
শশশৃঙ্গ সদৃশ অবিচ্ছার দ্বারা আবরণ ও সেই অবিদ্যাশ্রয়কৃত সেই আত্মার
বিক্ষেপরূপত্ব কি করিয়া সম্ভব হয় ? ২১। গগনপদ্ম অর্থাৎ আকাশকুহুম
ত অসৎ অর্থাৎ নাই, তাহার আবার সুরভিত্ব অর্থাৎ সৌরভ
কোথায় ? ২২। অতএব মায়া বা অবিদ্যা অসম্ভব পদার্থ । ২৩

সাধু সাধু অরে ! আত্মাহবিবেকভ্রমমাত্রাসিদ্ধম্ । ২৪

ভো ভগবন্ ! যদ্ ভ্রমমাত্রাসিদ্ধং তৎ কিং সত্যম্ ? ২৫

অরে যথা ইন্দ্রজালং পশুতি জনঃ, ব্যাঘ্রজলতড়াগাদি
সত্যতয়া ন প্রতিভাতি কিম্ ? ২৬। ইন্দ্রজালভ্রমে নিবৃত্তে
সর্বং মিথ্যা ইতি জ্ঞানাতি ২৭। ইদং তু সর্বেষাম্ অন্তঃ-
সিদ্ধম্ ২৮। যথা রজ্জৌ অহিভ্রমে নিবৃত্তে রজ্জুরেব সর্পো ন
অন্তঃ কিঞ্চিদপি তথা অবিবেকভ্রমে নিবৃত্তে তদন্তরং সর্বং
মিথ্যা ইতি জ্ঞায়তে ২৯

মায়াসিদ্ধিতে প্রমাণ ।

গুরু বলিলেন—সাধু সাধু বৎস ! ভাল কথা বলিয়াছ । অবিদ্যা বা
মায়, আত্মবিষয়ক যে অবিবেক অর্থাৎ আত্মার সহিত অনাত্মার যে
পার্থক্য জ্ঞান, তাহার অভাবস্বরূপ অবিবেকরূপ যে ভ্রম, সেই ভ্রমমাত্র-
দ্বারা সিদ্ধ হয় । অর্থাৎ আত্মা ও অনাত্মার পার্থক্যজ্ঞানের অভাবরূপ
ভ্রম হইতে এই মায়ার অনুমান করা যায় ২৪

ভ্রমমাত্রাসিদ্ধবস্তুর সত্যতার শঙ্কা ও সমাধান ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! যাহা ভ্রমমাত্রাসিদ্ধ তাহা কি সত্য
হয় ? ২৫

মায়ার সত্য নহে তথাপি প্রতিভাত হয় ।

গুরু বলিলেন—দেখ, লোকে যখন ইন্দ্রজাল দেখে, তখন কি-
তঁহার নিকট ব্যাঘ্র, জল তড়াগাদি সত্য বলিয়া বোধ হয় না ? ২৬।
ইন্দ্রজালভ্রমের নিবৃত্তি হইলে লোকে সমস্ত মিথ্যা বলিয়া জানে ২৭।
ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ ২৮। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম নিবৃত্ত হইলে
রজ্জুই সর্প, অন্ত কিছুই নহে—বোধ হয়, তদ্রূপ আত্মবিষয়ক অবিবেক-
রূপ ভ্রম নিবৃত্ত হইলে পরকণ্ঠেই সমুদায় মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয় ২৯

ভো ভগবন্ ! তর্হি অশ্রু ভ্রমশ্রু নিবৃত্তিঃ কথম্ ? । ৩০

তৎ শৃণু—অকস্মাৎ স কথঞ্চিৎ পুণ্যবশাৎ বোদোদিতেন
ঈশ্বরার্থং কস্মান্মুষ্ঠানেন অপগতরাগাদিমলঃ অনিত্যাদিদর্শনেন
ইহামূত্রফলবিরাগঃ বেদান্তে প্রতীয়মানঃ ব্রহ্মানুভবঃ
বুভূৎসুঃ আত্মানং জ্ঞাতুং ইচ্ছতি, “জ্ঞানাৎ এব তু কৈবল্যম্”
ইতি শ্রুতঃ । ৩১

জ্ঞানন্তু শ্রবণমনননিদিধ্যাসনম্ অন্তরেণ ন সম্ভবতি ; তথা
চ শ্রুতিঃ—“আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিদি-
ধ্যাসিতব্যঃ” । ৩২

জ্ঞানদ্বারা ভ্রমের নিবৃত্তিতে শব্দ ও সমাধান ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! তাহা হইলে এই ভ্রমের নিবৃত্তি কি
করিয়া হইবে ? ৩০

গুরু বলিলেন—তাহা শুন—সেই ব্রাহ্ম জীব কোন পুণ্যবশতঃ,
ঈশ্বরার্থ বেদোক্ত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে রাগদ্বेषাদি চিত্তমল-
শৃঙ্খল হইয়া কৰ্ম্মফলাদির অনিত্যতা দর্শন করিয়া, ইহলোক ও পর-
লোকের ফলভোগে বৈরাগ্যসম্পন্ন হইয়া, বেদান্তশাস্ত্রে প্রতীয়মান ব্রহ্মরূপ
আত্মার অনুভব করিতে অভিলাষী হইয়া, আত্মাকে জানিবার জন্ত
অকস্মাৎ ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কোন অদৃষ্ট কারণবশতঃ জানিতে চাহে ;
যেহেতু শ্রুতিতে আছে—জ্ঞান হইতেই কৈবল্য হয় । ৩১

জ্ঞানোৎপত্তির উপায় ।

সেই জ্ঞান—শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে হয় না, আর
তজ্জগৎ শ্রুতি, যথা—“আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ, তজ্জগৎ শ্রবণ মনন ও
নিদিধ্যাসন করিবে” । ৩২। কথিত আছে—

• স্বঃ পদার্থবিরেকায় সংশ্রাসঃ সর্বকৰ্মণাম্ ।

শ্রুত্যা বিধীয়তে যস্মাদগ্ৰথা পতিতো ভবেৎ ॥

তস্মাদেব আচার্যাদ্ ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাবাপ্তিঃ । ৩৩

- কথম্ ? । আচার্য্যঃ অজ্ঞো বা স্মাৎ ; যদি অজ্ঞো ন ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানম্ উপদেষ্টুং শক্লুয়াৎ ; অথ বিজ্ঞঃ তদা ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানেন ব্রহ্মৈব ভবতি, ততঃ অজ্ঞানতৎকার্য্যাদেহদ্বয়-নিবৃত্তেঃ । ৩৪। তদা দেহাদিসংবন্ধাভাবাৎ তু ন শিষ্টাদি-শাসনং হি উপপত্ততে । ৩৫। তস্মাদ্ দেহাদিসম্বন্ধঃ অঙ্গী-কর্তব্যঃ । ৩৬। তদা জ্ঞানাৎ অজ্ঞানতত্তৎকার্য্যানিবৃত্তে অনব-গতব্রহ্মাত্মভাবঃ স্মাৎ । ৩৭। তস্মাৎ আচার্য্যাদীনং জ্ঞানম্ অপেক্ষ্যতে ইতি অসমঞ্জসম্ । ৩৮

“স্বঃ-পদার্থের বিরেকের জগ্গ সর্বকর্ম্মের সম্মাস শ্রুতিকর্ত্ত্বক বিধিত হইয়াছে, ইহার অগ্ৰথা হইলে পতিত হয় অর্থাৎ অনাত্মজ্ঞানে থাকে ।” সেই হেতুই আচার্য্য (গুরু) হইতে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ হয় । ৩৩

ব্রহ্মজ্ঞানের অসম্ভাবনায় শঙ্কা ।

শিষ্ট্য বলিলেন—ইহা কি করিয়া হয় ? আচার্য্য ত অজ্ঞ ও হইতে পারেন ? যদি অজ্ঞ হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞান তিনি উপদেশ করিতে পারেন না । আর যদি বিজ্ঞ হন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সহিত আত্মার একত্বজ্ঞানে তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান । আর তাহার ফলে অজ্ঞান এবং তাহার কার্য্য স্থূলশূক্ষ্মরূপ দেহদ্বয় নিবৃত্ত হইয়া যায় । ৩৪ আর তখন দেহাদির সহিত সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া সেই আচার্য্যকর্ত্ত্বক শিষ্ট্যদিগকে উপদেশদান সম্ভব হয় না । ৩৫। সেই হেতু উপদেশদানের জগ্গ আত্মার সহিত দেহাদির সম্বন্ধ অঙ্গীকার করিতে হইবে । ৩৬। আর তাহা হইলে তখন জ্ঞান হইতে অজ্ঞান ও তাহার কার্য্যের নিবৃত্তি

নায়ং দোষঃ; জ্ঞানিনঃ ব্রহ্মজ্ঞানে জাতে তেন বাধিত-
স্তাপি প্রারকফলশ্চ কৰ্ম্মণঃ অবাধিতত্বম্; অতএব জ্ঞানিনা-
মপি প্রারকবেগবশাৎ দেহাদি প্রতিভাসতে । ৩৯। অথ অব-
গতব্রহ্মজ্ঞানঃ সম্প্রদায়ক্রমেণ উপদিশতি; তস্মাৎ আচার্য্যা-
ধীনঃ জ্ঞানং, জ্ঞানাৎ মোক্ষঃ ইতি সিদ্ধম্ । ৪০।

তস্মাদ্ বেদোক্তশমদমাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নো ব্রহ্মবিদ্

হয় না বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান ভাব অনবগত অর্থাৎ সেই আচার্য্যের “আমি ব্রহ্ম”
এই জ্ঞানই হয় নাই—বলিতে হইবে । ৩৭। সেই হেতু আচার্য্যাধীন
জ্ঞান অপেক্ষিত হয়, অর্থাৎ আচার্য্যের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ
করিবে—এ কথা অসঙ্গত হইল । ৩৮।

আচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা ।

গুরু বলিলেন—না, এই দোষ হয় না । জ্ঞানী ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান
জন্মিলে, সেই ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা অপর সমুদায় কৰ্ম্ম (সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ)
বাধিত হইলেও প্রারককৰ্ম্ম অর্থাৎ যে কৰ্ম্মের ফল প্রকৃষ্টরূপে আরক হইয়া
গিয়াছে, তাহা যাবাধিত থাকে । এই হেতু জ্ঞানিগণেরও এতাদৃশ প্রারক
কৰ্ম্মের বেগবশতঃ দেহাদি প্রতিভাসমান হয় । ৩৯। আর এই কারণে যে
ব্যক্তির ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনিও নিজ
নিজ সম্প্রদায়ানুসারে জ্ঞান উপদেশ করিয়া থাকেন, আর সেই হেতু
জ্ঞান আচার্য্যাধীনই হয় অর্থাৎ আচার্য্যের নিকট হইতেই লাভ করিতে
হয় এবং সেই জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হইয়া থাকে ইহা সিদ্ধ হইল । ৪০।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারীর কর্তব্য ।

সেই হেতু বেদোক্ত যে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুক্তফলভোগ-
বিরাগ, শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি এবং যুমুক্শ এই চারিটা সাধনসম্পন্ন

আচার্য্যম্ উপেত্য সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতং কৃৎস্না সমিৎপাণিঃ পুরতঃ
উপবিষ্টা বিজ্ঞাপয়তি ।৪১ .

তথা চ শ্রুতিঃ—“সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ গুরুং
তত্ত্বজ্ঞানার্থম্ অভিগচ্ছেৎ ; ভো ভগবন্ ! সংসারতাপত্রয়াক্ষ-
সন্তপ্তোহহম্, অস্ম্য তাপস্ত নিবৃন্তিঃ কুরু মম, ইতি বিজ্ঞাপিতঃ
সন্ গুরুঃ উপদিশতি ।৪২

কথম্ ? ইথম্—

তব ব্রহ্মাত্মৈকত্বভানে জ্ঞানে জাতে সংসারনিবৃন্তিঃ
ভবিষ্যতি ন অন্তথা ।৪৩

ভো ভগবন্ ! তৎ কেন ভবতি ? ।৪৪

যে শিষ্য তিনি ব্রহ্মবিদ্বদ্ আচার্য্যের নিকট যাইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত
করিয়া, সমিৎপাণি হইয়া, অর্থাৎ হস্তে গুরুর জন্ত যজ্ঞকাষ্ঠাদি লইয়া
গুরুর সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিবেন— ।৪১

শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞানলাভার্থ কর্তব্যবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ ।

এজন্ত শ্রুতি যথা—সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রির ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট
তত্ত্বজ্ঞানের জন্ত গমন করিবে, এবং বলিবে—হে ভগবন্ ! সংসারে
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তাপত্রয়রূপ সূর্য্যের
দ্বারা আমি সন্তপ্ত, আমার এই তাপের নিবৃন্তি করিয়া দিলে ইত্যাদি ।
এই ভাবে প্রার্থিত হইলে গুরু তাঁহাকে উপদেশ দেন— ।৪২

ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের উপদেশের প্রকার ।

যদি বল—কিরূপ উপদেশ দেন ? তাহা এইরূপ—ব্রহ্মের সহিত
তোমার আত্মার একত্বজ্ঞান জন্মিলে সংসারের নিবৃন্তি হয়, অন্তজ্ঞানে
তাঁহা হয় না ।৪৩

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! তাহা কিরূপে হয় ? ।৪৪

তৎ শৃণু—আদৌ স্বংপদার্থশোধনেন জীবস্বং নিরস্ত্র অতি-
শুদ্ধো ভবিষ্যসি, তদা ব্রহ্মাষ্ট্রৈকত্বভাবো ভবতি । যথা
গ্রামাদিস্থিতং চন্দনবৃক্ষং প্রতি অজ্ঞস্ত্র অসম্ভাবনা ভবতি এব
'ন ইহ চন্দনম্' ইতি । অস্ত্রঃ যুক্ত্যা প্রতিবোধয়তি—'কটু-
সুগন্ধশীতলং চন্দনম্' ইতি, তথা ঋত্যবধারিতস্ত্র তস্বং ব্রহ্ম
মহাবাক্যার্থস্ত্র তাৎপর্যাং গুরুঃ যুক্ত্যা প্রতিবোধয়তি, চিৎ-
সদানন্দস্বরূপস্বং তদা সম্ভাবয়তি । ৪৫

ভো ভগবন্ ! সা শোধনযুক্তিঃ কথম্ ?

তস্বং পদার্থের তাৎপর্যজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মাষ্ট্রৈক্যজ্ঞান সম্ভব ।

গুরু বলিলেন—তাহা শুন,—প্রথমে স্বং-পদার্থ শোধনদ্বারা অর্থাৎ
স্বং-পদবাচ্য যে জীব, সেই জীবের স্বরূপ যে শুদ্ধ চৈতন্য তাহার নির্ণয়
করিয়া, জীবভাবের নিরাস করিয়া তুমি অতিশুদ্ধ হইবে, আর তখনই,
ব্রহ্মের সহিত তোমার আত্মার একতা ভাব হইয়া থাকে । যেমন
গ্রামাদিতে অবস্থিত চন্দনবৃক্ষ-বিষয়ে অজ্ঞব্যক্তির নিকট গ্রামে চন্দন
বৃক্ষের অবস্থান অসম্ভব বলিয়াই বিবেচিত হয় । 'গ্রামে চন্দন বৃক্ষ
নাই'—এইরূপ বোধই হয়, এবং তখন অপরে যুক্তিদ্বারা তাহাকে বুঝায়
—'এই যে শীতল ও উৎকট সুগন্ধযুক্ত বৃক্ষ ইহাই চন্দন বৃক্ষ', ইত্যাদি,
(আর তাহাতে তাহার গ্রামে চন্দন বৃক্ষ-বিষয়ক অসম্ভাবনা দূর হয়) ।
তদ্রূপ ঋতির দ্বারা অবধারিত ব্রহ্মতত্ত্ব মহাবাক্যার্থের তাৎপর্য গুরু
যখন যুক্তির দ্বারা শিষ্যকে বুঝান, তখন শিষ্যের নিকট আত্মা যে চিৎ,
সং ও আনন্দস্বরূপ—ইহা সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় ; অর্থাৎ আত্মার
সচ্চিদানন্দস্বরূপতা সম্বন্ধে শিষ্যের অসম্ভাবনাবোধ বিদূরিত হয় । ৪৫

স্বং-পদার্থের শোধনে যুক্তি ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! স্বং-পদার্থশোধনের সেই যুক্তি কিরূপ ?

ইথম্—অরে শিষ্য ! ইদং শরীরং দৃশ্যং জড়ম্ অনিত্যম্
অমঙ্গলং হং ন ভবসি ।৪৬

ভো ভগবন্ ! দৃশ্যং জড়ম্ অনিত্যম্ অমঙ্গলং কথম্ ?

ইথম্—এতচ্ছরীরোৎপত্তেঃ প্রাক্ এতচ্ছরীরং তব নাস্তি,
যতঃ ইদং শরীরং হং ন ভবসি ।৪৭। এতচ্ছরীরনাশাৎ উদ্ধম্
এতচ্ছরীরং তব নাস্তি, যতঃ ইদং শরীরং হং ন ভবসি ।৪৮
আদৌ অস্তে চ যতঃ ইদং শরীরং তব নাস্তি, (যতঃ) ইদং
শরীরং হং ন ভবসি অতঃ বর্তমানতোহপি ইদং দৃশ্যং শরীরং
হং ন ভবসি ।৪৯

কিঞ্চ মম ইদম্ ইতি শরীরং প্রতীয়তে, অতঃ স্বৎসকাশাৎ
ভিন্নঃ, হং দ্রষ্টা, ইদং তব দৃশ্যং শরীরং হং ন ভবসি ।৫০। যথা

গুরু বলিলেন—এইরূপ, অহে শিষ্য ! এই শরীর—দৃশ্য, জড়,
অনিত্য ও অমঙ্গলস্বরূপ ; ইহা তুমি নহ ।৪৬

শরীরের দৃশ্যস্বসাধনে প্রথম যুক্তি ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! এই শরীর—দৃশ্য জড় অনিত্য ও
অমঙ্গলস্বরূপ কি করিয়া ?

গুরু বলিলেন—এইরূপে ; এই শরীরোৎপত্তির পূর্বে এই শরীর
তোমার থাকে না, যেহেতু এই শরীর তুমি নহ ।৪৭। এই শরীর নাশের
পরও এই শরীর তোমার থাকে না, যেহেতু তুমি এই শরীর নহ ।৪৮
এইরূপে যেহেতু আদিতে ও অস্তে এই শরীর তোমার থাকে না, যেহেতু
এই শরীর তুমি নহ ; সেইহেতু বর্তমান থাকিলেও এই দৃশ্য শরীর তুমি
নহ” ।৪৯

শরীরের দৃশ্যস্বসাধনে দ্বিতীয় যুক্তি ।

অন্য যুক্তি এই যে, এই শরীর আমার বলিয়া প্রতীত হয়, এই হেতু

দাহ্যং কাষ্ঠাদ্ ব্যতিরিক্তঃ দাহকঃ প্রকাশকঃ অগ্নিঃ, তথা
দৃশ্যং তু দেহাৎ দ্রষ্টা স্বং ব্যতিরিক্তঃ ইতি সিদ্ধম্ ।৫১

অগ্ন্যং চ ; স্বপ্নাস্তে দিব্যশরীরভেদম্ আস্থায় তচ্ছচিত্তান্
ভোগান্ ভুঞ্জন্ এবং প্রতিবুদ্ধো মনুষ্যশরীরম্ আত্মানং পশ্যন্
আহ দেবো মনুষ্যো বা যো বেত্তি, * দেবশরীরে বধ্যমাণেহপি
অহমাম্পদম্ অবাধ্যমানম্ ; অতঃ স্বং শরীরাদ্ ভিন্ন এব ;
স্বপ্নমরণাদৌ দর্শনাৎ ।৫২

অপিচ যোহয়ং কোমারে নানাক্রীড়াম্ অনুভবন্ সোহয়ং
স্ববিরে অনির্বৃতিঃ স্থিতঃ এবং বদতি, তথা স্ববিরকোমার-
শরীরদ্বয়ং তস্মৈ ব্যবহারদ্রষ্টা, ইদং শরীরং স্বং ন ভবসি ।৫৩

ইহা তোমা হইতে ভিন্ন, তুমি দ্রষ্টা, আর এই শরীর তোমার দৃশ্য,
এজ্ঞ ইহা তুমি নহ ।৫০। যেমন দাহ্য কাষ্ঠ হইতে দাহক ও প্রকাশক
অগ্নি ভিন্ন, তদ্রূপ দৃশ্য এই দেহ হইতে দ্রষ্টা তুমি ভিন্ন ইহা সিদ্ধ হইল ।৫১

শরীরের দৃশ্যত্বসাধনে তৃতীয় যুক্তি ।

অপর যুক্তি এই যে, স্বপ্নমধ্যে জীব দিব্যশরীর-বিশেষ ধারণ করিয়া,
দেবগণোচিত ভোগ্যসমূহ ভোগ করতঃ জাগরিত হইয়া নিজেকে
মনুষ্যশরীরধারী দেখিয়া বলে—আমি দেবতা নহি, কিন্তু মনুষ্যই,—
এইরূপে দেবশরীর বাধিত হইলেও আমির যাহা আম্পদ অর্থাৎ আশ্রয়
তাহা বাধিত হয় না ; এই হেতু তুমি শরীর হইতে ভিন্নই ; যেহেতু স্বপ্ন
ও মরণাদিতে দেহ হইতে আত্মাকে ভিন্নই দেখা যায় ।৫২

শরীরের দৃশ্যত্বসাধনে চতুর্থ যুক্তি ।

অন্যযুক্তি এই যে, সকলেই বলে—যে এই ব্যক্তি কোমারে নানা

* এস্থলে “পশ্যন্ আহ দেবো মনুষ্যো বা যো বেত্তি” ইহার পরিবর্তে—“পশ্যন্ আহ
নাহং দেবঃ মনুষ্য এব ইতি” এই পাঠ সঙ্গত বোধ হয় ।

দ্রষ্টা দৃশ্যং অণ্ডাঃ—ইতি প্রসিদ্ধঃ শ্রীয়াঃ লোকে দৃশ্যতে, ঘটাদিবৎ ।৫৪। যথা ঘটাদয়ঃ রূপাদিমন্তঃ চক্ষুরাদিভিঃ করণৈঃ উপলভ্যন্তে তথা দেহো রূপাদিমান্ চক্ষুরাদিভিঃ করণৈঃ উপলভ্যতে ।৫৫। অতঃ ইদং শরীরং তব দৃশ্যং হং দ্রষ্টা ইতি সিদ্ধম্ ।৫৬

অপি চ জড়ং প্রদর্শতি—পক্ষীকৃতপঞ্চমহাভূতানি যমেব জানাসি, তানি স্বাত্মানং ন জানাস্তি, পরস্পরমপি ন জানাস্তি, অত্যন্তজড়ানি তানি হং ন ভবসি ।৫৭। তদংশোদ্ভবমিদং শরীরমপি হং ন ভবসি ।৫৮

প্রকার ক্রীড়া করিয়াছে, আর সেই এই ব্যক্তিই বার্ক্ক্যে অশাস্তিতে অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ বার্ক্ক্য ও কোমার অবস্থার শরীরদ্বয় এবং তাহার যে সব ব্যবহার, তাহার দ্রষ্টা যে তুমি তাহা এই শরীর নহে ।৫৩

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদে দৃষ্টান্ত ।

ঘটাদি হইতে ঘটদ্রষ্টা যেমন ভিন্ন, তজ্জপ দ্রষ্টা হইতে দৃশ্য ভিন্ন—এই প্রসিদ্ধ নিয়মটী লোকমধ্যে দেখা যায় ।৫৪। এজন্য যেমন রূপাদি-যুক্ত ঘটাদি চক্ষুরাদি করণসমূহদ্বারা উপলব্ধ হয়, সেইরূপ রূপাদিবিশিষ্ট দেহ-চক্ষুরাদি করণসমূহদ্বারা উপলব্ধ হয় ।৫৫

এইহেতু এই শরীর তোমার দৃশ্য আর তুমি দ্রষ্টা—ইহা সিদ্ধ হইল ।৫৬

শরীরের জড়ত্বসাধনে যুক্তি ।

এইবার শরীরের জড়ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে—এই যে পক্ষীকৃত পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুদ্ ও বোম—ইহাদিগকে তুমিই জানিতেছ, তাহারা নিজেকে জানে না, পরস্পরকেও জানে না, এজন্য তাহারা অত্যন্ত জড়, অতএব তুমি এই পঞ্চ মহাভূত নহে ।৫৭। সূত্রাঃ তাহাদের অংশসমুৎপন্ন এই যে শরীর তাহাও তুমি নহে ।৫৮

স্বামিন্ ! তদংশোদ্ভবম্ ইদং শরীরং কথম্ ? ৷৫৯

ইথং—যৎ কাঠিষ্ঠং সা পৃথিবী, যদ্ দ্রবঙ্গং তদাপঃ, যদ্ উষ্ণং তৎ তেজঃ, যঃ সঞ্চরতি স বায়ুঃ, যৎ সূষিরং তৎ আকাশম্ ইতি ৷৬০৷ যতঃ তানি সৰ্ব্বাণি ভূতানি অস্মিন্ শরীরে দৃশ্যন্তে, তানি সূক্ষ্মাণি অস্থিমাংসপ্রভৃতীনি পঞ্চ-বিংশতিগুণানি পঞ্চমহাভূতানি, তেষাং সমূহা এব ইদং শরীরং জড়ং, হং ন ভবসি ৷৬১

ভো ভগবন্ ! সূক্ষ্মশরীরে পঞ্চমহাভূতানি পঞ্চীকরণানি ক্রিয়ন্তে, পঞ্চ তু দৃশ্যন্তে, তানি কানি পঞ্চবিংশতি গুণানি ? ৷৬২

শরীর পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতের অংশ ।

শিষ্ঠা বলিলেন—“স্বামিন্ ! এই শরীর যে উক্ত পঞ্চীকৃতপঞ্চ-মহাভূতের অংশ তাহা কিরূপ ? ৫৯

গুরু বলিলেন—“এই প্রকার ; এই শরীরে যে কাঠিষ্ঠ দেখিতেছ তাহা পৃথিবীর ধর্ম, যে দ্রবভাব তাহা জলের ধর্ম, যে উষ্ণতা দেখিতেছ তাহা তেজের ধর্ম, যাহা সঞ্চরণ করিতেছে দেখিতেছ তাহাই বায়ু, এবং যাহা গর্ত বা ছিদ্র তাহাই আকাশ” ৷৬০

শরীর পঞ্চভূতের অংশ বলিয়া জড় ।

“যেহেতু এই সকল ভূতই এই শরীরে দেখা যায়, এবং সেই সূক্ষ্ম অস্থি মাংস প্রভৃতি পঁচিশটি গুণও পঞ্চমহাভূতই এবং তাহাদের সমষ্টিই এই শরীর, সেই হেতু এই শরীর—জড়, ইহা তুমি হইতে পার না” ৷৬১

শরীর মধ্যে পঞ্চভূত পঁচিশ প্রকারে অবস্থিত ।

শিষ্ঠা বলিলেন—“হে ভগবন্ ! এই সূক্ষ্মশরীরে পঁচিশটি মহাভূত পঁচিশটি করিয়া অর্থাৎ পঁচিশরূপে আছে শুনিতেছি, কিন্তু যাহা

উচ্যন্তে—অস্থিমাংসস্নায়ুহৃক্‌রোমাণি পৃথ্বী পঞ্চধা ভবতি
 ‘রেতঃ পিত্তং তথা শ্বেদো লাল। রক্তং তথৈব চ’—এবম্ আপঃ
 পঞ্চবিধা ভবন্তি, ক্ষুধাতৃষ্ণানিদ্রাকান্তিঃ আলম্ভম্—এবং তেজঃ
 পঞ্চবিধং ভবতি, ধারণং প্রসারণম্ উৎক্রামণঃ চলনং সংকো-
 চনম্—এবং বায়ুঃ পঞ্চধা ভবতি, কট্যুদরহৃদয়কণ্ঠশিরঃ—এবম্
 আকাশং পঞ্চবিধং ভবতি । ৬৩

ভয়ং পৃথিবী, মোহঃ উদকং, ক্রোধঃ অগ্নিঃ, কামঃ বায়ুঃ,
 লোভঃ আকাশম্—ইতি মতাস্তরে । ৬৪

দেখা যাইতেছে তাহা পাঁচটা মাত্র, এক্ষণে বলুন—সেই পঁচিশটা
 কি কি ?” ৬২

গুরু বলিলেন,—বলিতেছি ; দেখ, পৃথ্বী ভূতটী—অস্থি, মাংস, স্নায়ু,
 হৃক্ ও রোমরূপে আমাদের শরীরमध्ये—এই পাঁচ প্রকারে অবস্থিত ;
 জল ভূতটী—রেত, পিত্ত, ঘর্ম্ম, লাল। ও রক্ত এই—পাঁচ প্রকারে
 আমাদের শরীরে অবস্থিত ; তেজঃ ভূতটী—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কান্তি ও
 আলম্ভ—এই পাঁচ প্রকারে আমাদের শরীরে অবস্থিত ; বায়ু ভূতটী—
 ধারণ, প্রসারণ, উৎক্রামণ, চলন ও সংকোচন—এই পাঁচ প্রকারে
 আমাদের শরীরে অবস্থিত ; আকাশভূতটী—কটি, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ ও
 মস্তক—এই পাঁচ প্রকারে আমাদের শরীরमध्ये অবস্থিত । সুতরাং পাঁচটা
 ভূত প্রত্যেকে পাঁচ পাঁচ প্রকার হইয়। মোট পঁচিশ প্রকার হইল । ৬৩

সূক্ষ্মশরীরে পঞ্চভূতের অংশ ।

মতাস্তরে বলা হয়—ভয় হইতেছে—পৃথিবী, মোহ হইতেছে—জল,
 ক্রোধ হইতেছে—অগ্নি, কাম হইতেছে—বায়ু, এবং লোভ হইতেছে—
 আকাশ । বস্তুতঃ এগুলি মনোবৃত্তিবিশেষ, এজন্য সূক্ষ্মশরীরে পঞ্চভূত
 কি ভাবে অবস্থিত—এতদ্বারা তাহাই বলা হইল । ৬৪

ভো ভগবন্ ! একৈকভূতং পঞ্চমা কিম্ ইতি চেৎ ? ১৬৫

উচ্যতে—পরম্পরানুপ্রবেশাৎ পৃথ্বীকরণম্ ১৬৬

ভো ভগবন্ ! কস্ম ভূতস্ম কো বা অংশঃ, কস্মিন্ ভূতে
প্রবিষ্টঃ, কা স্থিতিঃ ? ১৬৭

উচ্যতে—অস্থি মুখ্যা পৃথিবী, কাঠিগুবিচারবলাৎ ;
পীতবর্ণং মাংসম্ উদকং সজ্জবহ্নাৎ ; স্নায়ুঃ তেজঃ, জ্বরস্ত পরী-
ক্ষণহ্নাৎ ; ত্বক্ বায়ুঃ, স্পর্শধর্মহ্নাৎ ; রোমঃ আকাশঃ, ছেদনে
হৃৎখাভাবাৎ ১৬৮

প্রত্যেক ভূত পাঁচ পাঁচ প্রকার কিরূপে ?

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! একএকটি ভূত পাঁচপাঁচ প্রকার
কিরূপে হয় ? ১৬৫

গুরু বলিলেন—বলিতেছি ; পরম্পর পরম্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ-
প্রযুক্ত পৃথ্বীকরণ হয় ১৬৬

পৃথিবীর মধ্যে অপর ভূতের অংশ ।

শিষ্য বলিলেন—কোন্ ভূতের কোন্ অংশ কোন্ ভূতে প্রবিষ্ট এবং
কিরূপেই বা তাহার স্থিতি হয় ? ১৬৭

গুরু বলিলেন—বলিতেছি ; দেখ, পৃথিবী—অস্থি, মাংস, স্নায়ু, ত্বক্ ও
রোমরূপে পাঁচপ্রকার ; তন্মধ্যে অস্থি—মুখ্যরূপ পৃথিবী, যেহেতু পৃথিবীর
কাঠিগু ধর্মের বিচার করিলে ইহা সিদ্ধ হয় । পীতবর্ণ মাংসরূপ যে
পৃথিবী, তাহাতে জলের অংশ আছে, যেহেতু তাহা দ্রবত্বযুক্ত অর্থাৎ
তরল । স্নায়ুরূপ যে পৃথিবী তাহাতে তেজের অংশ আছে, যেহেতু
তাহাতে জ্বরের সন্তাপ পরীক্ষা হয় । ত্বগুরূপ যে পৃথিবী, তাহাতে
বায়ুর অংশ আছে, যেহেতু তাহাতে স্পর্শধর্ম আছে । রোমরূপ যে

রেতো মুখ্যম্ উদকং, গভোৎপত্তেঃ, শুভ্রবর্ণম্ ; পিত্তং
তেজঃ, উন্মাদ্ভাৎ ; স্বেদো বায়ুঃ, শ্রমপ্রসঙ্গ্ভাৎ ; নাসা
আকাশম্, উৰ্দ্ধাধোগামিভাৎ ; রক্তং পৃথিবী, লোহিতভাৎ । ৬৯

ক্ষুধা মুখ্যাগ্নিঃ, পচনসমর্থভাৎ প্রসন্নভাৎ ; তৃষ্ণা বায়ুঃ,
কণ্ঠৌষ্ঠশোষকভাৎ ; নিদ্রা আকাশং, শূন্যস্বভাবভাৎ ; কাস্তিঃ
উদকং, শীতোষ্ণসম্বন্ধাৎ কৃষ্ণলোহিতভাৎ ভবতি ; আলস্ত্রং
পৃথিবী, জড়ভাৎ । ৭০

পৃথিবী তাহাতে আকাশের অংশ আছে, যেহেতু তাহা ছেদন করিলে
কোনরূপ দুঃখ হয় না । ৬৮

জলমধ্যে অপর ভূতের অংশ ।

জল—রেত, পিত্ত, ঘর্ম্ম, লাল। ও রক্ত—এই পাঁচ প্রকার ; তন্মধ্যে
রেত—মুখ্য জল, যেহেতু উহা শুভ্রবর্ণ এবং গভোৎপত্তির হেতু ; পিত্ত-
রূপ যে জল তাহাতে তেজের অংশ আছে, যেহেতু তাহা অঙ্গে উষ্ণতার
কারক ; স্বেদরূপ যে জল তাহাতে বায়ুর অংশ আছে, যেহেতু তাহা
শ্রমের আত্মসঙ্গিক ; নাসারূপ যে জল তাহাতে আকাশের অংশ আছে,
যেহেতু তাহা উৰ্দ্ধাধোগামী ; রক্তরূপ যে জল তাহাতে পৃথিবীর
অংশ আছে, যেহেতু তাহা লোহিতবর্ণ । ৬৯

তেজঃমধ্যে অপরভূতের অংশ ।

তেজঃ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কাস্তি ও আলস্ত্র—এই পাঁচপ্রকার ;
তন্মধ্যে ক্ষুধা—মুখ্য অগ্নি, যেহেতু তাহা পচনে সমর্থ, এবং প্রসন্নতাকারক ;
তৃষ্ণারূপ যে অগ্নি তাহাতে বায়ুর অংশ আছে, যেহেতু তাহা কণ্ঠের
শোষক ; নিদ্রারূপ যে অগ্নি তাহাতে আকাশের অংশ আছে, যেহেতু
তাহা শূন্যস্বভাব ; কাস্তিরূপ যে অগ্নি তাহাতে জলের অংশ আছে,
যেহেতু শীত ও উষ্ণের সম্বন্ধবশতঃ তাহা কৃষ্ণবর্ণ অথবা লোহিত-

ধারণা মুখ্যো বায়ুঃ, সবলত্বাৎ ; প্রসারণম্ আকাশঃ,
ব্যাপকত্বাৎ ; উৎক্রামণঃ তেজঃ, উৎকৃষ্টব্যাপারত্বাৎ ; চলনম্
উদকং, শিথিলত্বাৎ ; সংকোচনং পৃথিবী, জাড্যাৎ । ৭১

শিরসি অবকাশঃ মুখ্যম্ আকাশম্, অনাহতশব্দস্থানত্বাৎ ;
কণ্ঠস্থ অবকাশঃ বায়ুঃ, মুখনাসিকয়োঃ সঞ্চরণত্বাৎ ; হৃদি
অবকাশঃ চ অগ্নিঃ, সর্বদা উষ্ণঃ স্থিতঃ ; উদরস্থ অবকাশঃ
জলং, জলাশয়ত্বাৎ ; কটেঃ অবকাশঃ পৃথিবী, গন্ধস্থানত্বাৎ । ৭২

বর্ণাদি হয় ; এবং আলস্তরূপ যে অগ্নি তাহাতে পৃথিবীর অংশ আছে,
যেহেতু তাহা জড় । ৭০

বায়ুমধ্যে অপর ভূতের অংশ ।

বায়ু—ধারণা, প্রসারণ, উৎক্রামণ, চলন, ও সংকোচন—এই পাঁচ-
প্রকার, তন্মধ্যে ধারণ—মুখ্য বায়ু, যেহেতু তাহা সবল, অর্থাৎ ধারণে বল
আবশ্যক হয় ; প্রসারণরূপ যে বায়ু তাহাতে আকাশের অংশ আছে,
যেহেতু তাহা ব্যাপক ; উৎক্রামণরূপ যে বায়ু তাহাতে তেজের অংশ
আছে, যেহেতু তাহা উৎকৃষ্টব্যাপার, অর্থাৎ উজ্জ্বল আকর্ষণরূপ ব্যাপার,
চলনরূপ যে বায়ু তাহাতে জলের অংশ আছে, যেহেতু তাহা
শিথিলতার কারক ; এবং সংকোচনরূপ যে বায়ু তাহাতে পৃথিবীর অংশ
আছে, যেহেতু তাহাতে জড়তা ন্যায় । ৭১

আকাশমধ্যে অপর ভূতের অংশ ।

আকাশ—কটি, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ, ও মস্তক—এই পাঁচ প্রকার ; তন্মধ্যে
নস্তকে যে কাঁক তাহা মুখ্য আকাশ ; যেহেতু তাহা অনাহত শব্দের
স্থান, কণ্ঠের মধ্যে অবকাশরূপ যে আকাশ তাহাতে বায়ুর অংশ আছে,
যেহেতু তাহা মুখ ও নাসিকাতে সঞ্চরণ করে ; হৃদয়ে অবকাশরূপ যে
আকাশ, তাহাতে অগ্নির অংশ আছে, যেহেতু তাহা সর্বদা উষ্ণ থাকে ;

এবং সমূহাশ্রকং জড়ং ত্বং ন ভবসি । ৭৩

ভো ভগবন্ ! সুখদুঃখে জানৎ কথং শরীরং জড়ম্ ? ৭৪

এতৎ শৃণু—দেহো ন জানাতি সুখদুঃখে, যতঃ ভৌতিকঃ, দৃশ্যো, জড়শ্চ । ৭৫। ভূতানি কদাচিদপি ন জানন্তি ; পক্ষী-কৃতানি পক্ষবিংশত্যংশানি তদংশা অপি ন জানন্তি ; অতঃ তদংশজাতঃ দেহঃ কথং জানীয়াৎ ? ৭৬

অপি চ দেহঃ সন্ অপি উত্থিতং পতিতং বা ন জানাতি ; স্মৃশুপ্তৌ চৌরৌ গৃহং প্রবিষ্ট্য অপহৃত্য আভরণানি যাতি ইতি ন জানাতি ; অতঃ অত্যন্তজড়ঃ, ঘটঃ যথা দৃশ্যো জড়শ্চ ইতি, তথা দেহ ইতি । ৭৭

উদরের অবকাশরূপ যে আকাশ তাহাতে জলের অংশ আছে, যেহেতু তাহা জলের আধার ; কটির যে অবকাশরূপ আকাশ, তাহাতে পৃথিবীর অংশ আছে, যেহেতু তাহা গন্ধের স্থান । ৭২। এইরূপে ইহাদের সমষ্টিরূপ যে শরীর তাহা জড়ই হয়, আর তাহা তুমি নহ । ৭৩

শরীরের জড়ত্ব সিদ্ধি ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! যে শরীর সুখ ও দুঃখ অনুভব করে, তাহা জড় হয় কি করিয়া ? ৭৪

গুরু বলিলেন—ইহা শুন, দেহ—সুখ দুঃখ অনুভব করে না, যেহেতু তাহা ভৌতিক, অর্থাৎ ভূত হইতে উৎপন্ন, দৃশ্য এবং জড় । ৭৫। ভূতগণ কখনও অনুভব করিতে পারে না। পক্ষীকৃত পঞ্চভূতের যে পঁচিশটি অংশ হয়, তাহার ১০ তাহাদের অংশগুলিও অনুভব করিতে পারে না । এই হেতু তাহাদের অংশজাত যে দেহ তাহা কি করিয়া জানিবে ? ৭৬

আরও দেখ, দেহ থাকিলেও তাহা উত্থিত কি পতিত তাহা সে জানিতে পারে না ; স্মৃশুপ্তিকালে চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া অলঙ্কারাদি

নমু ঘটো জাতঃ তথৈব তিষ্ঠতি, দেহস্ত বর্দ্ধতে, অতঃ
ঘটবৎ দেহঃ বক্তুং ন শক্যতে—ইতি পৃষ্টঃ গুরুঃ উপ-
দিশতি—৭৮

বর্দ্ধমান ইতি দেহঃ কিং চৈতন্যং ভবতি ? বুদ্ধিহ্মমপি
চৈতন্যং নাস্তি, এবং ইয়া কুত্র দৃষ্টং কেন উক্তম্ ? অতঃ দৃষ্টান্তাৎ
পরিহরতি—যথা তৃণং গোময়ঞ্চ যত্র নিক্ষিপ্যাতে স রাশিঃ
কিং চৈতন্যং ভবতি ? কিংবা ঘটীয়ন্তুকূপে তৎক্ষিপ্যমাণমুদি
বর্দ্ধমানতীরে কিং চৈতন্যং ভবতি ? কূপাদিনির্মাতা মুহুমূহুঃ
নিক্ষিপ্যমাণমূদ্বর্দ্ধমানবেদিকা কিং চৈতন্যং ভবতি ? ৭৯

অপহরণ করিয়া চলিয়া যায়, তাহাও এই দেহ জ্ঞানিতে পারে না ; এই
হেতু অত্যন্ত জড় ঘট যেমন দৃশ্য এবং জড়, এই দেহও তদ্রূপ ৭৭

দেহের চৈতন্যে আশঙ্কা ও তাহার পরিহার ।

আচ্ছা, ঘট উৎপন্ন হইয়া সেই প্রকারই থাকে, দেহ কিন্তু বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত
হয়, এই হেতু দেহ ঘটের ন্যায়—এ কথা বলিতে পারা যায় না ?

গুরু এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—৭৮

বুদ্ধিশীল এই যে দেহ, ইহা কি কখন চৈতন্য হয় ? বুদ্ধি থাকিলেও
চৈতন্য থাকে না । বুদ্ধি থাকিলেই চৈতন্য থাকে—ইহা তুমি কোথায়ও
দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ—বল দেখি ? এই হেতু গুরু দৃষ্টান্ত অবলম্বনে
এতাদৃশ আশঙ্কার পরিহার এইরূপে করেন ; যথা—দেখ, গোময় যেখানে
নিঃক্ষিপ্ত হয়—সেই স্থানে গোময়রাশি বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয় বলিয়া কি তাহা
চৈতন্য হইয়া থাকে ? কিংবা ঘটীয়ন্তুদ্বারা যে মৃত্তিকা নিঃক্ষিপ্ত হয়,
সেই মৃত্তিকাদ্বারা সেই ঘটীয়ন্তু-কূপের তীরে যে বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়, তাহাতে
কি সেই তীরের চৈতন্য হয় ? কূপাদির খননকারী কর্তৃক মুহুমূহুঃ যে
মৃত্তিকা নিঃক্ষিপ্ত হয়, তাহার দ্বারা সেই মৃত্তিকার স্থপ বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়,

এবং প্রতিদিনম্ অনুরূপেণ সমর্প্যমাণঃ দেহরূপঃ যুৎসঞ্চয়ঃ
সম্যগ্ বর্দ্ধমানোহপি অত্যন্তজড় এব । অতঃ স্বং—জড়ো দেহঃ
ন ভবসি, চৈতন্যম্ এব । ৮০

অনিত্যং প্রদর্শয়তি—আকাশম্ অবকাশং ভবিতুম্
' অর্হতি; পবনো ধাবিতুম্বেব যততে; অগ্নিঃ জলিতুম্বেব ঈহতে;
উদকং দ্রবিতুং জিগমিষতি; পৃথিবী বিশীর্ণাভবিতুম্ ইচ্ছতি । ৮১
এবং সর্বানি ভূতানি স্বস্বমার্গম্ অনুগন্তুম্ ইচ্ছন্তি । ৮২। অতঃ
শরীরস্ত অনিত্যতা তব নিশ্চিতা । ৮৩

আর এইরূপে বুদ্ধিপ্রাপ্ত যে মুক্তিকাস্তৃপ, তাহা কি চৈতন্য হয়?
কখনই নহে । ৭২

এইরূপে প্রত্যহ অনুরূপ পদার্থের দ্বারা সমপিত হইয়া এই দেহরূপ
যে পদার্থ, তাহা মুক্তিকাসঞ্চয়ের দ্বারা সম্যকরূপে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও
তাহা অত্যন্ত জড়ই হয়, এই হেতু তুমি এই জড়দেহ নহ, কিন্তু
চৈতন্যই । ৮০

শরীরের অনিত্যতায় যুক্তি ।

এই বার গুরু শিষ্যকে শরীরের অনিত্যতা প্রদর্শন করিতেছেন, যথা
—এই যে আকাশ, ইহা যেন অবকাশ (ফাঁক) হইতেছে, এই যে বায়ু
ইহা যেন ধাবিত হইবার জন্ত যত্ন করিতেছে, এই যে অগ্নি ইহা যেন
জলিত হইবার সর্বদাই চেষ্টা করিতেছে, এই যে জল ইহা যেন দ্রব
হইবার জন্ত চলিয়াছে, এই যে পৃথিবী ইহা যেন বিশীর্ণ হইবার জন্ত ইচ্ছা
করিতেছে । ৮১। এইরূপ সমুদয় ভূতসকল যেন নিজ নিজ মার্গে অনুগমন
করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকে । ৮২। এইহেতু ইহাদের সমষ্টি 'যে শরীর
তাহা নিয়ত রূপান্তর হইবার জন্ত উত্তত বলিয়া তোমার এই শরীর যে
অনিত্য তাহা নিশ্চিত । ৮৩

অমঙ্গলত্বং প্রদর্শয়তি—জন্মকালে পরিদৃশ্যমানঃ দেহঃ
মলাত্যন্তঃ অশুদ্ধ এব ৷৮৪৷ অতএব দ্বাদশদোষত্বো দেহঃ
ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্ ৷৮৫৷

ভো ভগবন্ ! কে অত্র দোষাঃ ? ৷৮৬৷

তৎ শৃণু—অশুদ্ধং শোচ্যং দুর্গন্ধম্ অস্থিতং মলং ভগ্নং খণ্ডং
দক্ষং শিথিলং নানারোগগ্রস্তম্ অক্ষবম্ আমিষম্ ৷৮৭৷ অতঃ
হেতোঃ স্থলশরীরং ত্বং ন ভবসি—এতৎ সত্যম্ ৷৮৮৷

ভো ভগবন্ ! ইদং স্থলশরীরম্ অহং ন ভবামি, এতাবতা
মম কিং জাতং হিতম্ ৷৮৯৷

শরীরের অমঙ্গলত্বে যুক্তি ।

এইবার গুরু, শরীরের অমঙ্গলত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—দেহ, জন্ম-
কালে এই যে পরিদৃশ্যমান দেহ, ইহা অত্যধিক মলযুক্ত থাকে, এবং
তজ্জন্ম ইহা অশুদ্ধই ৷৮৩৷ বস্তুতঃ এই কারণেই দ্বাদশটি দোষযুক্ত এই যে
দেহ, ইহা তুমি নহ—ইহা সিদ্ধ হইল ৷৮৫৷

শরীরেব দ্বাদশ প্রকার দোষ ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! এই দেহে সেই দ্বাদশ প্রকার দোষ
কি কি ? ৮৬

গুরু বলিলেন—ইহা শুন, এই দেহ—অশুদ্ধ, শোচ্য অর্থাৎ শোকে
বিষয়, দুর্গন্ধযুক্ত, অস্থিত অর্থাৎ অস্থায়ী, মলযুক্ত, ভগ্ন, খণ্ডযুক্ত, দাহ্য,
শিথিল, নানারোগগ্রস্ত, অক্ষব অর্থাৎ অনিত্য, এবং আমিষ ৷৮৭৷ এই
হেতু এই স্থল শরীর যে তুমি নহ—ইহা সত্য ৷৮৮৷

আত্মা শরীর নহে, তাহার জাতিবর্ণ আশ্রম নাই ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! আত্মা এই স্থলশরীর আশ্রম নহি,
কিন্তু এতদ্বারা, আমার কি লাভ হইল ? ৮৯

সাধু সাধু অরে সাবধানমতিঃ শৃণু—যদা ইদং শরীরং হং
ন ভবসি তদা নিত্যজাতিবর্ণাশ্রমাশ্চ হং ন ভবসি ।৯০

ষড়্ভাববিকারাঃ তব ন সন্তি—“জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে
বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্চতি” ইতি ।৯১

বর্ণধর্মাশ্রমাচারশাস্ত্রযন্ত্ৰেণ যোজিতঃ ।

নির্গতোহসি জগজ্জালাং পিঞ্জরাদিব কেশরী ॥

বর্ণাশ্রমো ধর্মাধর্মো অপি তব ন স্তঃ ।৯২

গুরু বলিলেন—সাধু সাধু বৎস ! মনোযোগসহকারে শুন—যখন এই
শরীর তুমি হইলে না, তখন তুমি দেহাপেক্ষা নিত্য যে জাতি সেই
নিত্য জাতি অর্থাৎ মনুষ্যত্বাদি বা বর্ণ অর্থাৎ ব্রহ্মণাদি, বা আশ্রম
অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদিরূপ তাহাও আর হইলে না, অর্থাৎ দেহেরই জাতি
বর্ণ ও আশ্রমাদি থাকে, তাহা আর তোমার আর থাকিল না ।৯০

আত্মার ছয়টি ভাববিকার নাই ।

কেবল তাহাই নহে, আত্মা শরীররূপ নহে বলিয়া তাহার ছয়টি
ভাববিকারও নাই । সেই ভাববিকার ছয়টি, যথা—জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি,
বিপরিণাম, অপক্ষয় এবং নাশ । যাবৎ ভাববস্তুর এই ছয়টি অবস্থা
অক্ষ, শরীর ভাববস্তু বলিয়া শরীরেরই তাহা আছে, আত্মা কিন্তু
ভাববস্তু নহিয়াও তাহার ইহা নাই ।৯১

আত্মার বর্ণাশ্রম নাই ।

দেখ, এতদিন তুমি দেহকে আত্মা জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মণাদি বর্ণধর্ম
এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমাচার বিধায়ক শাস্ত্ররূপ যন্ত্ৰে যোজিত ছিলে
অর্থাৎ জগৎস্বরূপ জালে পতিত ছিলে, এক্ষণে তুমি পিঞ্জর হইতে সিংহের
গ্রাম সেই জগজ্জাল হইতে নির্গত হইলে । অর্থাৎ বর্ণ ও আশ্রম এবং
ধর্ম ও অধর্মও তোমার আর নাই—বুঝিলে ।৯২

বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিদাসো ভবেন্নরঃ ।

বর্ণাশ্রমবিহীনশ্চ বর্ততে শ্রুতিমূর্খনি ॥২৩

যতঃ শাস্ত্রম্ আহ—

যাবদেহাত্মবিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমাণতঃ ।

প্রামাণ্যং কৰ্মশাস্ত্রাণাং তাবদেবোপলভ্যতে ॥”ইতি ১২৪

অহং দেহো ন ভবামি ইতি যদা জ্ঞানং জাতং তদা সৰ্ব্ব-
কর্তৃত্বমপি তব নাস্তি ১২৫

ভো ভগবন্ ! ইদং স্থূলশরীরম্ অহং ন ভবামি, তদাজ্ঞয়া
অজ্ঞাসিষম্ ; স্থূলশরীরসম্বন্ধাভাবাৎ বর্ণাশ্রমকুলগোত্রজাতি-
স্ত্রীপুরুষনামরূপষড়্ভাববিকারধৰ্ম্মাধৰ্ম্মা মম ন সন্তি এব, তব
কৃপাকটাক্ষনিরীক্ষণাৎ সম্যাক্ ময়া জ্ঞাতম্ ১২৬। অগ্ন্যং চ,

জ্ঞান হইলে শ্রুতিদাস থাকে না ।

দেখ, মানব বর্ণ ও আশ্রমে আভিমান করিয়া ‘আমি ব্রাহ্মণ’ ‘আমি
ব্রহ্মচারী’ এইরূপ জ্ঞান করিয়া শ্রুতির দাস হইয়া থাকে, পূর্বোক্ত প্রকারে
জ্ঞান জন্মিয়া বর্ণাশ্রমবিহীন হইলে শ্রুতির মন্তকে অবস্থান করা যায় ১২৩ ।

শাস্ত্রসমূহের প্রমাণের হেতু দেহাত্মবিজ্ঞান ।

যেহেতু শাস্ত্র বলিয়াছেন—যতদিন বেদাস্তরূপ প্রমাণদ্বারা দেহাত্ম-
বিজ্ঞান অর্থাৎ “আমি দেহ” এই জ্ঞান না বাধিত হয়, তত দিন পর্য্যন্ত
কৰ্মশাস্ত্রসমূহের প্রামাণ্য থাকে ১২৪। এই হেতু, ‘আমি দেহ নহি’ এই
জ্ঞান যখন জন্মিল, তখন সকল প্রকার কর্তৃত্বও তোমার নাই ১২৫

ইন্দ্রিয়গণ আত্মা নহে ।

শিশু বলিলেন—হে ভগবন্ ! এই স্থূল শরীর আমি নহি, আপনার
আজ্ঞায় ইহা বুঝলাম ; তাহার পর এই স্থূলশরীরের সহিত আমার
সম্বন্ধের অভাববশতঃ বর্ণ, আশ্রম, কুল, গোত্র, জাতি, স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব,

ভো ভগবন্ ! ইন্দ্রিয়াণাম্ অভাবে শরীরচলনাবাৎ
কাণোহহং বধিরোহহম্ ইত্যাত্মভূতবাক ইন্দ্রিয়াণি অহম্ ? ১৭

ইতি পৃষ্ঠো গুরুঃ আহ—তৎ ন ভবসি । ১৮

কথম্ ? ইথং—তদ্ ভূতকর্যমেব । ১৯

ভো ভগবন্ ! কস্ম ভূতস্য কিং কার্যম্ ? ১০০

উচ্যতে—নভসঃ সকাশাৎ শ্রোত্রবাচী ছে করণে সমুৎপন্নে ।
বায়ুসকাশাৎ শ্বক্পাণী ছে করণে সমুৎপন্নে । তেজঃ-সকাশাৎ
চক্ষুঃপাদৌ ছে করণে সমুৎপন্নে । উদকসকাশাৎ রসনোপস্থে
ছে করণে সমুৎপন্নে । পৃথিবীসকাসৎ জ্ঞানপায়ু ছে করণে

নাম, রূপ, ছয় প্রকার ভাববিকার, ধম্ম এবং অধম্ম আমার নাই—ইহাও
আমি আপনার রূপাকটাক্ষনিরীক্ষণদ্বারা সম্যাকরূপে জানিয়াছি । ১৬ ।

এখন কথা হইতেছে এই যে, হে ভগবন্ ! এই ইন্দ্রিয়সমূহের অভাবে
শরীরের চলাচল হয় না, আর “আমি কাণ,” “আমি বধির” ইত্যাদি
অনুভব হয় বলিয়া এই ইন্দ্রিয়সমূহই আমি কি নহি ? ১৭

গুরু এই ভাবে ভিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—হে বৎস ! তুমি ইন্দ্রিয়
নঃ । ১৮

ইন্দ্রিয়গণ ভূতেরই কার্য ।

বদি বলা হয় তাহা কিরূপে হয় ? তাহা হইলে বলিব, তাহা এইরূপে
হয়—সেই ইন্দ্রিয়সকল ভূতসমূহেরই কার্য অর্থাৎ ভূতসকল হইতেই
ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হইয়াছে । ১৯

কোন্ ইন্দ্রিয় কোন্ ভূতের কার্য ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! কোন্ ভূতের কি কার্য । ১০০

গুরু বলিলেন—বলিতেছি, আকাশ হইতে শ্রোত্র ও বাক্ এই দুই
ইন্দ্রিয়রূপ দুইটি করণ উৎপন্ন হয় ; বায়ু হইতে শ্বক্ ও হস্ত এই দুইটি

সমুৎপন্নে । ১০১। পঞ্চাংশেন সহ মনো জাতম্ । বুদ্ধিঃ—মনো-
বিশেষ এব । ১০২

এতদেব বিবৃণোতি—বাক্শ্রোত্রে আকাশকার্য্যমেব,
বিচারপ্রাধান্তে সতি শব্দাভিব্যঞ্জকত্বাৎ, প্রায়েণ শব্দোৎপত্তিঃ
বাচি । স্বকৃপাগ্নী বায়ুবিকারো, স্পর্শগ্রহণসাধনত্বাৎ, স্পর্শ-
বত এব দ্রব্যস্ত হস্তেন উপাদাতুং শক্যত্বাৎ । চক্ষুঃপাদৌ
তেজোবিকারো, রূপস্য গ্রাহকত্বাৎ, প্রায়েণ উষ্ণত্বং পাদয়োঃ
ভ্রমণেনাপি চ অনুমেয়ম্ । উপস্থজিহ্বে চাপি জলবিকারো,
রসগ্রাহকত্বাৎ স্নিগ্ধত্বাৎ, প্রায়েণ উপস্থে আনন্দত্বাৎ । ভ্রাণ-
পায়ু চ পার্থিবে, গন্ধগ্রাহকত্বাৎ পায়োঃ বিসর্গাৎ । ১০৩

ইন্দ্রিয়রূপ দুইটী করণ উৎপন্ন হয় ; তেজঃ হইতে চক্ষু ও পদ—এই
দুইটী ইন্দ্রিয়রূপ দুইটী করণ উৎপন্ন হয়, জল হইতে রসনা ও উপস্থ—
এই দুইটী ইন্দ্রিয়রূপ দুইটী করণ উৎপন্ন হয়, পৃথিবী হইতে ভ্রাণ ও পায়ু
—এই দুইটী ইন্দ্রিয়রূপ দুইটী করণ উৎপন্ন হয় । ১০১ *

মনের উৎপত্তি ।

পাঁচটা ভূতেরই অংশ লইয়া মন উৎপন্ন হয়, বুদ্ধি—মনো-
বিশেষই । ১০২

ইন্দ্রিয়োৎপত্তির বিবরণ ।

ইহারই বিবরণ করিতেছেন—বাক্ ও শ্রোত্র ইন্দ্রিয় আকাশের
কার্য্যই ; কারণ, ইহারা বিচারপ্রধান হইয়া শব্দের অভিব্যঞ্জক হয় ;
আর শব্দোৎপত্তি প্রায়ই বাগিন্দ্রিয়েতেই হয় । স্বকৃ ও হস্ত ইন্দ্রিয় বায়ুর
বিকার, যেহেতু ইহারা স্পর্শ ও গ্রহণের সাধন । কারণ, স্পর্শশুণ-
বিশিষ্ট দ্রব্যেরই হস্তদ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায় । চক্ষু ও পাদেই

মনঃ সাধারণঃ পঞ্চানাং কার্যাং, পঞ্চবৃত্তিগ্রাহকত্বাৎ । ১০৪

বুদ্ধিঃ মনোবিশেষঃ, দাহকপাচকবৎ । ১০৫। পঞ্চপ্রাণবৃত্তিঃ
বায়ুবিকার এব, তদাত্মকত্বেন উপলভ্যমানত্বাৎ । ১০৬। এবং
ভূতানি জড়ানি তদংশযোগে ইন্দ্রিয়ানি জড়ানি ১০৭

তেজের বিকার, যেহেতু চক্ষুঃ রূপের গ্রাহক, এবং পাদদ্বয়ে উষ্ণতা
প্রায়ই বিচরণদ্বারা অনুমান করা যায়। উপস্থ ও জিহ্বা ইন্দ্রিয়
জলের বিকার, যেহেতু রসনা রসের গ্রাহক ও সর্বদা স্নিগ্ধ এবং
উপস্থে প্রায়ই আনন্দত্ব দেখা যায়। ভ্রাণ ও পায়ু ইন্দ্রিয় পৃথিবীর
বিকার, যেহেতু ভ্রাণ ইন্দ্রিয় গন্ধের গ্রাহক, এবং পায়ু হইতে মলত্যাগ
হইয়া থাকে । ১০৩

মনের কাৰ্য্য ।

মনটী পঞ্চভূতের সাধারণ কাৰ্য্য, যেহেতু উহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি—
শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধরূপ পাঁচটীরই গ্রাহক । ১০৪

বুদ্ধির কাৰ্য্য ।

বুদ্ধি মনোবিশেষই। অগ্নি যেমন দাহক ও পাচক উভয়ই হয়
ইহাও তদ্রূপ মনের কাৰ্য্য ‘সংকল্প বিকল্প’ এবং নিজ কাৰ্য্য ‘নিশ্চয় করা’
—এই উভয়ই করিয়া থাকে । ১০৫

পঞ্চপ্রাণের বৃত্তি ।

প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান—এই পাঁচটীই প্রাণ। ইহাদের
যে পাঁচটী বৃত্তি, যথা—শ্বাসত্যাগ, শ্বাসগ্রহণ, ভুক্তদ্রব্য জীর্ণকরণ, উদগার,
সর্বশরীররক্ষা, ইত্যাদি—ইহারা বায়ুরই বিকার। যেহেতু ইহাদিগকে
বায়ুরূপেই উপলব্ধ হয় । ১০৬

এইরূপে ভূতগণ জড়, আর তাহাদের অংশসমুৎপন্ন যে ইন্দ্রিয়গণ
তাহারাও জড় । ১০৭

ভো ভগবন্ ! স্বস্ববিষয়ং জানন্তি কথম্ ইন্দ্রিয়াণি
জড়ানি ? ১০৮

তৎ শৃণু—অরে শ্রোত্রম্ আত্মানং ন জানাতি ; পরম্পর-
মপি ন জানাতি ; স্বস্ববিষয়ং শব্দং জ্ঞাতুং ন ইষ্টে ; অণুবিষয়-
মপি জ্ঞাতুং ন সমর্থম্ ; উভয়থা জড়ং, কিন্তু শব্দজ্ঞানসাধনম্
ইত্যর্থঃ, প্রদীপবৎ ১০৯। যথা প্রদীপং রূপাদিজ্ঞানসাধনং,
যথা প্রদীপেন রূপাদি গৃহ্যতে তথা শ্রোত্রেণ শব্দ ইতি, এবম্
ইতরাণি অপি করণানি ১১০। কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি ক্রিয়াসাধনানি
এব, যথা দর্শীবৎ, অত্যন্তজড়ানি ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্, ত্বং
তু জ্ঞানম্ এব ১১১

জ্ঞানেন্দ্রিয় জড় কেন—তদ্বিষয়ে যুক্তি ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! ইন্দ্রিয়গণ যখন নিজ নিজ বিষয়
জানিয়া থাকে, তখন তাহারা কিরূপে জড় হইবে ? ১০৮

গুরু বলিলেন, তবে শুন—দেখ, বৎস ! শ্রোত্র নিজকে জানে না,
পরম্পরকেও অর্থাৎ অপর ইন্দ্রিয়কেও জানে না ; নিজ বিষয় যে শব্দ
তাহাকেও সে (চৈতন্যের সাহায্যব্যতীত) জানিতে পারে না, অপর
ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহও জানিতে সমর্থ হয় না ; এইহেতু উভয় প্রকারেই
তাহা জড়, কিন্তু প্রদীপের ন্যায় শব্দজ্ঞানের সাধনমাত্র ১০৯। যেমন
প্রদীপ রূপাদি জ্ঞানের সাধন, অর্থাৎ প্রদীপের দ্বারা যেমন রূপাদি গৃহীত
হয়, সেইরূপ শ্রোত্রের দ্বারা শব্দ গৃহীত হয় । এইরূপ অপর জ্ঞানেন্দ্রিয়-
গণও জ্ঞানসাধন অর্থাৎ জড় ১১০

কৰ্ম্মেন্দ্রিয়গণও জড় ।

বাক্য পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি—ক্রিয়ার সাধন, অর্থাৎ
যেমন দর্শী অর্থাৎ হাতা পাকক্রিয়ার সাধন হইয়া থাকে, ইহারাও তদ্রূপ

ভো ভগবন্ ! প্রাণে সতি দেহঃ চেষ্টতে, ইন্দ্রিয়াণি অপি চেষ্টন্তে ; প্রাণে গতে দেহঃ চেষ্টাহীনঃ ভবতি, ইন্দ্রিয়াণি অপি তাদৃশানি ভবন্তি ।১১২। অহং ক্ষুধাবান্, অহং পিপাসাবান্— ইত্যাদি অনুভবাৎ চ, অতঃ প্রাণ এব অহম্ ।১১৩

ক্বং ন ভবসি । কথং ? চৈতন্যভাবাৎ, সুষুপ্তৌ স্বপ্নে উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপেণ বর্তমানোহপি অয়ম্ অন্তর্বহিষ্চ ন জানাতি ।১১৪। চৌরে গৃহং প্রবিশ্য অপহৃত্য আভরণানি গচ্ছতি সতি ন জানাতি ; অতঃ অত্যন্তজড়তা এব প্রাণাদয়ঃ দেহবৎ এব ।১১৫। অপি চ একস্মিন্ পর্য্যাক্ষে শয়ানে সহ স্ত্রিয়া

ক্রিয়ারসাধন স্ততরাং অত্যন্ত জড়ই । এই হেতু তুমি ইন্দ্রিয় নহ—ইহা সিদ্ধ হইল, তুমি কিন্তু জানই ।১১১

প্রাণ জড় বলিয়া আত্মা নহে ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! প্রাণ থাকিলে দেহ চেষ্টায়ুক্ত হয়, ইন্দ্রিয়গণও সচেষ্ট হয়, আর প্রাণ চলিয়া গেলে দেহ চেষ্টাহীন হয়, ইন্দ্রিয়গণও নিশ্চেষ্ট হয় ।১১২। আর “আমি ক্ষুধায়ুক্ত” “আমি পিপাসায়ুক্ত” ইত্যাদি অনুভব হয় বলিয়া “আমি প্রাণই” । প্রাণ না থাকিলে একরূপ অনুভবও হয় না ; অতএব আমি প্রাণই ?১১৩

গুরু বলিলেন—না, বৎস ! তুমি প্রাণ নহ । যদি বল কেন ? তাহা হইলে বলি—সুষুপ্তিতে এবং স্বপ্নকালে নিঃশ্বাস ও প্রাশ্বাসরূপে প্রাণ বর্তমান থাকিলেও চৈতন্যের অভাবপ্রযুক্ত প্রাণ অন্তর ও বাহিরের কোন কিছু জানিতে পারে না ।১১৪। দেখ, চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া অলঙ্কারাদি অপহরণ করিয়া চলিয়া গেলেও প্রাণ ইহা জানিতে পারে না ; এই হেতু দেহেরই গ্ৰায় প্রাণাদি অত্যন্ত জড়ই হয় ।১১৫

আরও দেখ, এক পর্য্যাক্ষে স্ত্রীর সহিত পুরুষ শয়ন করিয়া

পুরুষে সতি কস্মিংশ্চিৎ জাগরে আগত্য স্ত্রিয়াঃ ভূষণানি *
অপহৃত্য গচ্ছতি সতি “ইথং ন কর্তব্যম্” ইতি যতঃ স ন
নিবারয়তি অতঃ অত্যন্তজড়ঃ । ১১৬

প্রবুদ্ধঃ জানাতি ইতি চেৎ ? সর্বাসু অবস্থাসু উচ্ছ্বাস-
নিঃশ্বাসরূপেণ অস্ম্য উপরতিঃ নাস্তি এব, স্থিতোহপি অসৌ
ন জানাতি । ১১৭

কথম্ ? ইথম্—‘ইদানীং কস্মিন্ ভাগে শ্বাস বর্তসে’ ইতি
পৃষ্টোহপি ‘অস্মিন্ ভাগে অহং বর্তে,’ ইতি প্রতিবক্তুঃ ন
জানাতি । অতঃ স্থিত্যপি ন জানাতি তস্মাৎ অয়ম্ অর্থঃ । ১১৮

আছে, এমন সময় যদি কোন চোর আসিয়া স্ত্রীর ভূষণগুলি অপহরণ
করিয়া লইয়া যায়, তখন সেই পুরুষ সেই চোরকে “ইহা তোমার কর্তব্য
নহে” বলিয়া নিবারণ করিতে পারে না, অতএব প্রাণ অত্যন্তই
জড় । ১১৬

প্রাণের জড়ত্বে অস্তু যুক্তি ।

যদি বল সেই ব্যক্তি জাগরিত থাকিলে সেই প্রাণই জানিতে পারে ?
কিন্তু তাহাও নহে । কারণ, সকল অবস্থাতেই নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসরূপে
সেই প্রাণের বিরাম নাই, এজন্য ইহা থাকিয়াও জানিতে পারে না । ১১৭

*

প্রাণের জ্ঞান নাই ।

যদি বল—প্রাণ থাকিয়াও কেন জানে না ? তবে শুন, তাহা এইরূপ
—“এখন শরীরের কোন্ ভাগে শ্বাসরূপে প্রাণ তুমি বর্তমান রহিয়াছ” ?
এইরূপ যদি প্রাণকে জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে সে “আমি এই

* এস্থলে “কস্মিংশ্চিজাগরে আগত্য স্ত্রিয়া ভূষণানি” এই অংশে লিপিকরপ্রমাদ
ঘটিয়াছে বোধ হয় । ইহা “কস্মিংশ্চিচ্চোবে আগত্য স্ত্রিয়াঃ ভূষণানি” এইরূপ হয় ত
হইবে ।

নমু জড়শ্চেৎ প্রাণঃ কথং জড়ং শরীরং চেষ্টয়তি ?

উচ্যতে—জড়োহপি জড়ং চেষ্টয়ন্ লোকে দৃশ্যতে । কুত ? প্রচণ্ডমারুতো গৃহস্থ উপরি ছাদনপর্ণশাখাবৃক্ষম্ অগ্ন্যত্র পাতয়তি ; জড়স্তাপি অয়মেব স্বভাবঃ । ন এতাবতা আত্মা ভবতি । প্রাণস্ত স্বচেষ্টা ন স্বতন্ত্রতা কৰ্ম্মাধীনৈব । ১১৯

কথম্ ? ইত্থম্—জাগ্রৎস্থিতিনিমিত্তং কৰ্ম্ম উদ্ভূতং ভবতি । তদুপক্ষয়ে সৰ্ব্বাণি করণানি গৃহীত্বা বুদ্ধ্যুপাধিসম্পর্কজনিত-বিজ্ঞানেন সহ স্বপ্নং সুষুপ্তং বা গচ্ছেৎ, এবং স্থানত্রয়ম্ অন-বরতং গচ্ছতি । ১২০

ভাগে রহিয়াছি” এইরূপে উত্তর দিতে জানে না । এইহেতু প্রাণ বর্তমান থাকিয়াও সে জ্ঞানিতে পারে না, আর সেইজন্ত তাহা অত্যন্ত জড় । ১১৮

প্রাণের চেষ্টা—জড়েরই চেষ্টা ।

যদি বল—প্রাণ যদি জড় হয় তাহা হইলে কি করিয়া তাহা শরীরকে চেষ্টাযুক্ত করে ? তাহা হইলে বলিব—জড়ও জড়কে চেষ্টাযুক্ত করে, ইহা লোকমধ্যে দেখা যায় । কারণ, জড়স্বরূপ প্রচণ্ড বায়ু, গৃহের উপরিস্থিত আচ্ছাদন তৃণ, বৃক্ষের শাখা এবং বৃক্ষকে অগ্ন্যত্র পাতিত করে ; জড়েরও এইরূপই স্বভাব । কিন্তু ইহার দ্বারা সেই বায়ু চেতন বা আত্মা হয় না । বস্তুতঃ প্রাণের যে স্বচেষ্টা তাহা তাহার স্বতন্ত্রতার পরিচায়ক নহে, কিন্তু তাহার সে চেষ্টা জীবের কৰ্ম্মাধীনই হয় । ১১৯

কৰ্ম্মই প্রাণকে চেষ্টাযুক্ত করে ।

যদি বল—কেন ? তবে শুন, তাহা এই প্রকার ;—জাগ্রৎ অবস্থায় চিন্তিতর যাহা নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ, তাহা কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় । সেই কৰ্ম্মের ক্ষয় হইলে আত্মা সমুদায় করণগুলিকে লইয়া বুদ্ধিরূপ উপাধির

কৰ্মনিমিত্তং চেৎ অঙ্গ গমনাগমনম্ ; প্রাণোহপি তৎ-
কৰ্মবশাদেব শরীরং পরিপালয়ন্ কৰ্ত্ততে, অত্ৰাশ্চাপি ব্যাপার-
চেষ্টাং কৰ্ত্তুং ন সমর্থঃ । অতঃ জড়। এব প্রাণাদয়ঃ । ১২১
এবম্ ইন্দ্রিয়সমূহাত্মকং সপ্তদশকম্ লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসি ।
ইতি সিদ্ধম্ । ১২২

মাভূৎ ভগবন্ ! মনসি সূস্থে পশুতি শৃণোতি, ‘অহং
সংকল্পবান্ বিকল্পবান্’ ইতি ‘অনুভবাৎ চ ; মনসি ব্যাগ্রে ন
শৃণোতি, অতঃ মন এব অহম্ ? । ১২৩

সম্পর্কজনিত যে বিজ্ঞান, সেই বিজ্ঞানের সহিত স্বপ্ন অথবা স্মৃতি
প্রাপ্ত হয়, এইরূপে আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্মৃতি তিনটি অবস্থা অনবরত
লাভ করিয়া থাকে । ১২০

লিঙ্গশরীর আত্মা নহে ।

এখন উক্ত অবস্থাত্তরে আত্মার এই গমনাগমন যদি কৰ্মনিমিত্ত
বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রাণও সেই কৰ্মবশেই শরীরকে
স্বপ্নাদিকালে পালন অর্থাৎ রক্ষা করিয়া অবস্থান করে, অত্ৰ কাহারও
কোন ব্যাপারের চেষ্টা জন্মাইতে সমর্থ হয় না । এইহেতু প্রাণাদি
জড়ই হয় । ১২১ । এইরূপে ইন্দ্রিয়সমূহস্বরূপ সপ্তদশ অবয়বাবিশিষ্ট লিঙ্গ
বা সূক্ষ্ম শরীর তুমি নহ, ইহা সিদ্ধ হইল । ১২২

মন আত্মা নহে, তাহার যুক্তি ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! প্রাণ আত্মানা হউক, কিন্তু মনই আত্মা,
কারণ, মন সূস্থ থাকিলে লোকে দেখে বা শুনে ; আর লোকে অনুভবও
করে “আমি সংকল্পবান্, আমি বিকল্পবান্” । এই মন যদি ব্যাগ্র বা
অত্ৰ নিবিষ্ট হয় তবে আর লোকে শ্রুতিতেও পায় না, এই কারণে—
মনই আমি অর্থাৎ মনই আত্মা । ১২৩

ত্বং ন ভবসি তৎ । ‘ইদানীং মে মনঃ অন্ত্রাৎ, ইদানীং স্থিরীভূতম্,’ উভয়াং বৃত্তিঃ যো বেত্তি স ত্বং মনঃ ন ভবসি । মনঃ সকাশাৎ ত্বং দ্রষ্টা ভিন্ন এব । ১২৪

অপি চ ‘তন্মনঃ’ ‘সা বুদ্ধিঃ’ ইতি উচ্যামানে প্রতিক্ষণং বিলক্ষণে অযুগপৎ ভাবনীয়ম্ । তয়োঃ একস্ম ন্যাশে অন্ত্রাৎ উৎপত্তিঃ । মনঃউৎপত্তিঃ মনোবিনাশঃ স্মৃশুপ্তেঃ অভাবাৎ— ইতি তব এব অনুভবঃ । ১২৫

অত্র ক্রতিরপি—“আত্মনো মনো জাতম্ ইতি তত্রৈব বিলীয়তে” ইতি; অতঃ মনঃ ত্বং ন ভবসি—ইতি সিদ্ধম্ । ১২৬।
এবম্ ইন্দ্রিয়সমূহাত্মকং সপ্তদশকং লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্ । ১২৭

গুরু বলিলেন—না, মন তুমি নহ। কারণ, এত সময় আমার মন অন্ত্র রহিয়াছে, এখন স্থির হইয়াছে,—এই উভয় বৃত্তিকে যে জানে সেই তুমি মন হইতে পার না। তুমি দ্রষ্টা, মন দৃশ্য, মন হইতে সেই তুমি ভিন্নই । ১২৪

মন আত্মা নহে—ইহাতে অস্ত্র যুক্তি ।

আরও “তাহা মন” “তাহা বুদ্ধি” এইরূপ যখন বলা হয়, তখন তাহার প্রতিক্ষণেই বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তু, এবং অযুগপৎ বলিয়া বুঝিতে হইবে । তাহাদের মধ্যে একের ন্যাশে অপরের উৎপত্তি হয় । মনের উৎপত্তি, মনের বিনাশ—ইত্যাদি স্মৃশুপ্তির অভাবকালে তোমারই অনুভব হয় । ১২৫

মন আত্মা নহে তদ্বিষয়ে ক্রতি ।

এ বিষয়ে ক্রতিও আছে—“আত্মা হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে” “আত্মাতেই মন বিলীন হয়” ইত্যাদি । এইহেতু মন তুমি নহ—ইহা

ভো ভগবন্ ! এতৎ সত্যং, লিঙ্গশরীরম্ অহং ন ভবামি ;
অনেন জ্ঞানেন মম কো লাভো ভবিষ্যতি ? ১২৮

অরে সাবধাননতিঃ শৃণু—যদা লিঙ্গশরীরং হ্ৰং ন ভবসি
তদা গমনাগমনে স্বর্গনরকাদিভোগোহপি তব নাস্তি এব। ১২৯
যথা জাহ্নুনি ভগ্নে পঙ্গুরিব তথা লিঙ্গশরীরনাশে গমনাগমনং
তব নাস্তি এব। অপি চ প্রারন্ধফলভোগোহপি তব নাস্তি
এব। ১৩০

ভো ভগবন্ ! তৎ কথম্ ? ১৩১

ইথম্—দেহো ভোগায়তনং, বিষয়াণি ভোগ্যানি,
ইন্দ্রিয়াণি ভোগসাধনানি, মনো বুদ্ধিঃ ভোক্তা। ১৩২। এবং

সিদ্ধ হইল। ১২৬। এইরূপে ইন্দ্রিয়সমূহাত্মক সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গ-
শরীর তুমি নহ—উহা সিদ্ধ হইল। ১২৭

লিঙ্গশরীর আত্মা নহে—এই জ্ঞানে লাভালাভ।

শিষ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! লিঙ্গশরীর আমি নহি ইহা সত্য বটে,
কিন্তু এই জ্ঞানে আমার কি লাভ হইবে ? ১২৮

গুরু বলিলেন—হে বৎস ! অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর—যখন লিঙ্গশরীর
তুমি নহ, তখন গমনাগমন এবং স্বর্গনরকাদিভোগও তোমার নাই। ১২৯।
যেমন জাহ্নুদ্বয় ভগ্ন হইলে পঙ্গুর আয় হয়, সেইরূপ লিঙ্গশরীরনাশে
গমনাগমনাদি তোমার নাইই, আব প্রারন্ধফলভোগও তোমার নাইই
—বুদ্ধিতে হইবে। ১৩০

আত্মার প্রারন্ধ কর্ত্তব্য নাই।

শিষ্য—হে ভগবন্ ! তাহা কিরূপ ? ১৩১

গুরু—তাহা এইরূপ, এই দেহ ভোগের আয়তন, বিষয়সমূহ ভোগ্য,
ইন্দ্রিয়নিচয় ভোগের সাধন, মন এবং বুদ্ধি ভোক্তা। ১৩২। এইরূপে

ভোক্তা ভোগায়তনং ভোগ্যানি ভোগসাধনানি এতৎ চতুষ্টয়ং
 হং ন ভবসি। তস্মাৎ „আরন্ধকর্মফলভোগঃ তব নাস্তি
 এব। ১৩৩

ভো ভগবন্! জাগ্রতি স্বপ্নে সুখদুঃখম্ অহম্ অনুভবামি
 কথং সুখদুঃখং মম নাস্তি ? ১৩৪

তৎ শৃণু—অরে! চক্ষুরদরগতচক্ষুঃশূলোদরবেদনাদয়ঃ
 সুষুপ্তাবস্থাপন্নস্ত বুদ্ধিরহিতস্ত তব ন প্রতীয়ন্তে, অতঃ তে তব
 ধর্ম্মা ন ভবন্তি ক্ষেত্রৈশ্চিব। ১৩৫। আত্মনি ভ্রয়ি মন্যতে মূঢ়ো
 যথা জলস্থচন্দ্রে। ১৩৬। যতঃ শাস্ত্রম্ আহ—

“ন হ বৈ সশরীরস্ত স্বতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ উপহৃতিরস্তি
 অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ৌ স্পৃশতঃ” ইতি। ১৩৭

ভোক্তা, ভোগায়তন, ভোগা এবং ভোগসাধন—এই চারিটা তুমি নহ ;
 সেইহেতু প্রারন্ধকর্মের ফলভোগ তোমার নাইই। ১৩৩

আত্মার সুখদুঃখ নাই।

শিষ্য—হে ভগবন্! জাগ্রত এবং স্বপ্নে আমি ত সুখ ও দুঃখ
 অনুভব করি, তবে কি করিয়া আমার সুখদুঃখ নাই ? ১৩৪

গুরু—তাহা শুন, দেখ, চক্ষুগত যে চক্ষুশূল এবং উদরগত যে উদর-
 বেদনাদি, তুমি সুষুপ্তাবস্থায় বুদ্ধিরহিত হইলে তোমার ত অনুভব হয়
 না, এইহেতু তাহার। তোমার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু দেহরূপ ক্ষেত্রেরই ধর্ম্ম
 হইয়া থাকে। ১৩৫। মূঢ় ব্যক্তি যেমন জলস্থ চন্দ্রে জলের কম্পনাদি
 চন্দ্রের কম্পনাদি মনে করে, তদ্রূপ আত্মস্বরূপ তোমাতে সুখদুঃখ মনে
 করা হয় মাত্র। ১৩৬

যেহেতু ঋতিতে আছে—সশরীর ব্যক্তির অর্থাৎ যাহার শরীরে

শ্রুতিশাখা—“কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা
ধৃতিঃ অধৃতিঃ হ্রীঃ ধীঃ, ভীঃ, ইতি এতৎ সৰ্ব্বং মন এব” ১৩৮

অত্র শ্রীভগবদ্বচনম্—

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥১৩৯

স্মৃতিরপি—

রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদি সত্যং বুদ্ধৌ প্রবর্ততে ।

স্মৃশুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্ বুদ্ধেস্ত নান্মনি ॥

অন্তঃকরণধৰ্ম্মম্ ইত্যর্থঃ । ইতি শ্রুতিস্মৃতৌ ১৪০

‘আমি’ বলিয়া অভিমান থাকে, তাহার স্বতঃ প্রিয় এবং অপ্রিয়ের বিনাশ
নাই, অশরীরী হইলে অর্থাৎ ‘আমি শরীর নহি’ এইরূপ অভিমানশূন্য
হইলে প্রিয় এবং অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না ১৩৭

শ্রুতির শাখাবিশেষে আছে—কাম, সংকল্প, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা,
ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, বুদ্ধি ও ভয় এই সকলই মনই । সুতরাং সুখদুঃখ-
বোধ তোমার নহে, কিন্তু মন বুদ্ধি বা ক্ষেত্রের ধৰ্ম্ম ১৩৮

এ বিষয় গীতায় শ্রীভগবানের বাক্য এই—

ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ দেহ, চৈতন্য অর্থাৎ
জ্ঞানাত্মক চিত্তবৃত্তি ও ধৃতি—ইহাই বিকারসহিত ক্ষেত্র, সংক্ষেপে কথিত
হইল ১৩৯

স্মৃতিতেও আছে—রাগ, ইচ্ছা, সুখ ও দুঃখাদি, বুদ্ধি থাকিলে
প্রবর্তিত হয়, স্মৃশুপ্তিতে সেই বুদ্ধির নাশ হইলে তাহার থাকে না,
এইহেতু ইহারা বুদ্ধিরই ধৰ্ম্ম, আত্মার নহে । অর্থাৎ ইহারা অন্তঃকরণের
ধৰ্ম্ম । ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে প্রমাণিত হইল ১৪০

গুরুণা অনুভাবাৎ শরীরম্ অহং ন ভবামি ইতি যদা
জ্ঞানং জাতং তদা নানামোনিভ্রনণভ্রংশঃ নবগুণরহিতো
ভবসি । ১৪১

ভো ভগবন্ ! তে গুণাঃ কে ?

বুদ্ধিঃ রাগঃ প্রযত্নো দ্বেষঃ সংস্কারো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখং
দুঃখং চ ইতি । ১৪৪

ভো ভগবন্ ! অন্তঃকরণবাহকরণেযু অপি অহম্ অনু-
সন্ধানাৎ, দেহোহহং ন ভবামি, ইন্দ্রিয়াণি অহং ন ভবামি,
প্রাণোহপি অহং ন ভবামি, মনোবুদ্ধিরহং ন ভবামি ।—এতৎ
সর্ব্বশ্চ অনুসন্ধানাৎ ‘মাম্ অহং ন জানামি’ ইতি ভ্রমঃ বিচিত্রঃ,
অতঃ কোহহং দেহী ইতি নিঃসন্দেহং ভ্রান্তিনিরাসং কুরু
মম ।—ইতি বিজ্ঞাপিতঃ সন্ গুরুঃ উপদিশতি । ১৪৩

আমি শরীর নহি—এই জ্ঞানে লাভ ।

এখন গুরুর মহিমায় “আমি শরীর নহি” এইরূপ জ্ঞান তোমার
যখন হইয়াছে, তখন তুমি নানা যোনিতে ভ্রমণরহিত হইলে এবং
নবগুণরহিতও হইলে । ১৪১

আত্মার নয়টি গুণ ।

শিষ্য—হে ভগবন্ ! “সে গুণ নয়টি কি কি ?”

গুরু—বুদ্ধি, রাগ, প্রযত্ন, দ্বেষ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখ
ইহারা ই আত্মার—সেই নয়টি গুণ । ১৪২

আমি-গদবাচ্যের নির্ণয় ।

শিষ্য—হে ভগবন্ ! অন্তঃকরণ এবং বাহকরণ যে ইন্দ্রিয়সমূহ, তাহা
অনুসন্ধান করিয়া অর্থাৎ বিচার করিয়া বুঝিলাম—“আমি দেহ নহি,”

তং কথম্? ইথং—কিং ন জানাসি ইতি তব কারণশরীরম্
অব্যাকৃতম্ অজ্ঞানসংজ্ঞকম্ অস্তি? ১৪৪

তং কথম্? ইথম্—ইদং সর্বং দৃশ্যং পৃথক্ পৃথক্ রূপং
হং ন জানাসি। ‘আত্মানমেব ন জানামি’ ইতি বদসি।
এতদেব তব আত্মাজ্ঞানম্ ইদমেব কারণশরীরম্। অশ্চ
আশ্রয়ঃ স্বমেব ১৪৫

“আমি ইন্দ্রিয় নহি,” “আমি প্রাণ নহি,” “আমি মন ও বুদ্ধিও নহি”।
কিন্তু এই সকলের অমুসন্ধানেও আমি আমাকে জানিতে পারিতেছি
না—ইহা ত এক বিচিত্র ভ্রম! অতএব হে দেব! এই দেহী ‘আমি’
কে—এই বিষয়ে আপনি নিঃসন্দ্বিগ্নরূপে আমার ভ্রান্তি নিরাস করুন।

এইরূপ বিজ্ঞাপিত হটলে গুরু যেরূপ উপদেশ করেন, তাহা
এই— ১৪৬

অজ্ঞানবশতঃ ‘আমি কি’ জানা যায় না।

গুরু—আমি দেহাদি নহি—ইহা জানিয়াও কেন ‘আমি কে’
জানিতে পারি না? তাহার কারণ এই—তুমি কি জান না যে অব্যাকৃত
অজ্ঞাননামক তোমার একটি ‘কারণ শরীর’ আছে? ১৪৪

অজ্ঞানের পরিচয়।

শিষ্য—তাহা কিরূপ?

গুরু—তাহা এইরূপ—দেখ, এই যে সমুদয় দৃশ্যপদার্থ, ইহারা যে
পৃথক্ পৃথক্ রূপ, তাহা যে তুমি জান না,—এবং আত্মাকেই অর্থাৎ
নিজকেই জানি না—এইরূপ যে তুমি বালতেছ—ইহাই তোমার অজ্ঞান;
ইহাই তোমার কারণশরীর। আর ইহার আশ্রয় তুমিই। এই অজ্ঞানের
জগুই “তুমি দেহ নহ” ইহা জানিয়াও তুমি আত্মাকে জানিতে
পারিতেছ না ১৪৫

তৎ কথম্ ? ইত্থম্—তদগ্ৰ্যঃ কোহপি ন জানাতি ইতি, স্বমেব বদসি—‘মাম্ অহং ন জানামি’ ইতি । অতঃ অস্ত্য অজ্ঞানস্ত্য স্বমেব আশ্রয়ঃ । অজ্ঞানভ্রমং চ ত্বং সম্যক্ বেৎসি ; অতঃ ত্বং জ্ঞানং তস্য অজ্ঞানস্ত্য আশ্রয়ঃ । ১৪৬

কিং জ্ঞানম্ ?

তব জ্ঞানমপি স্বমেব । ত্বয়ি স্থিতম্ অজ্ঞানং যতঃ জানাসি । অতঃ তস্য পৃথক্ সাক্ষিস্বরূপঃ ‘ত্বম্’ । তব দৃশ্যমানঃ ত্বং ন ভবসি স্থূলসূক্ষ্মশরীরবৎ । অতঃ কারণশরীরাদ্ ভিন্নঃ ত্বম্ । ১৪৭

এবম্ আশ্রয়বিলক্ষণজ্ঞানমাত্ৰসাক্ষিস্বরূপঃ ত্বম্ এবং মাং

আত্মা অজ্ঞানের আশ্রয়—জ্ঞানস্বরূপ ।

শিষ্য—আমিই অজ্ঞানের আশ্রয়—ইহা কিরূপ ?

গুরু—তাহা এইরূপ—দেখ, তুমি যে তোনার অজ্ঞানের আশ্রয় ইহা তোমা ভিন্ন কেহই জানে না ; যেহেতু তুমিই বলিতেছ—“আমি আমাকে জানি না” ইত্যাদি । অতএব এই অজ্ঞানের আশ্রয় তুমিই । অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞানজনিত যে ভ্রম, ইহা তুমিই সম্যকরূপে জান, এইহেতু তুমি জ্ঞানস্বরূপ এবং সেই অজ্ঞানের আশ্রয় । ১৪৬

নিষেধমুখে জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় ।

শিষ্য—জ্ঞান কি ?

গুরু—তোমার জ্ঞানও তুমিই । যেহেতু তোমাতে অবস্থিত অজ্ঞানকে তুমি জান । এইহেতু সেই অজ্ঞান হইতে পৃথক্ তুমি সাক্ষি-স্বরূপ । স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর যেমন তুমি নহ, তদ্রূপ তোমার দৃশ্যমান এই যে অজ্ঞান তাহাও তুমি নহ । এইহেতু তুমি কারণশরীর হইতে ভিন্ন । ১৪৭

এইরূপ আশ্রয়বিলক্ষণ যে জ্ঞান, অর্থাৎ অজ্ঞানের আশ্রয় ও নিজেই

‘কোহহম্’ ইতি বদসি ।১৪৮। অনবচ্ছিন্নাখণ্ডদণ্ডায়মানজ্ঞান-
স্বরূপো ভবান্ ‘কোহহম্’ ইতি বদসি ।১৪৯

তৎ নিঃসংশয়ং শৃণু—ইন্দ্রিয়াণি স্বাত্মানং স্ববৃত্তিঃ চ ন
জানন্তি, পরস্পরমপি ন জানাতি, অতঃ জড়ানি ; ইং তু .
ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়বৃত্তিঃ চ সদা জানাসি ।১৫০

মনঃ স্বাত্মানং ন জানাতি, পরস্পরবুদ্ধাদিব্যাপারং কর্তুং
ন সমর্থঃ অতঃ জড়ানি ।১৫১। ইং তু মনোবুদ্ধাদীনি সদা
জানাসি, অতঃ তব স্বরূপং জ্ঞানমেব ; যথা রাহোঃ শিরঃ,
শির এব রাহুঃ, তথা তব জ্ঞানম্, জ্ঞানমেব ইম্ ।১৫২

নিজের আশ্রয়রূপ যে জ্ঞান, তাদৃশজ্ঞান মাত্র ও সাক্ষিস্বরূপ তুমি এইরূপে
আমাকে “আমি কে ?” এইরূপ জিজ্ঞাসা কারিতেছ ।১৪৮। দেশ কাল ও
বস্তুর দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ডরূপে দণ্ডায়মান যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানস্বরূপ
তুমি “আমি কে” এইরূপ বলিতেছ ।১৪৯

ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নহে কেন ?

এই বিষয় এক্ষণে নিঃসংশয়ে শ্রবণ কর—ইন্দ্রিয়গণ নিজকে এবং
নিজ বৃত্তিকে জানে না, পরস্পরকেও জানে না, এইহেতু তাহারা জড়,
তুমি কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে সর্বদা জানিতেছ ।১৫০

মন ও বুদ্ধি—জ্ঞানস্বরূপ আত্মা নহে ।

মন নিজকে জানে না, মন ও বুদ্ধির যে ব্যাপার অর্থাৎ মনের
ব্যাপার যে সংকল্পবিকল্প এবং বুদ্ধির ব্যাপার যে নিশ্চয়, তাহা পরস্পরে
সম্পাদন করিতে পারে না, অর্থাৎ মন বুদ্ধির কার্য্য করিতে পারে না ;
এবং বুদ্ধিও মনের কার্য্য করিতে পারে না, এজন্ত মনঃ ও বুদ্ধি উভয়ই
জড় ।১৫১। তুমি কিন্তু মন ও বুদ্ধি প্রভৃতিকে সর্বদা জান, এইহেতু

তথা চ শ্রুতিঃ—“যেন বা পশ্যতি, যেন বা শৃণোতি, যেন বা গন্ধান্ জিহ্বতি, যেন বা বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাচ্ছ বা অস্বাচ্ছ চ বিজানাতি তদ্ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম” ১৫৩

“যো বেত্তি বিশ্বং ন চ তস্ম্য বেত্তা

তমাহরগ্রং পুরুষং পুরাণম্ ।”

“যস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ।” ১৫৩

স্মৃতিরপি—

“ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।

মনসস্ত পরা বুদ্ধি বুদ্ধে যঃ পরতস্ত সঃ ॥”

জ্ঞানমাত্রঃ হম্ ইতি ভাবঃ ১৫৪

তোমার জ্ঞান ও তুমি পৃথক্ নহ; তোমার যে স্বরূপ তাহা জ্ঞানই, যেমন রাহুর মস্তক বলিলে ‘রাহুই মস্তক’ বুঝায়, কিন্তু রাহু ও মস্তক পৃথক্ বুঝায় না, অথবা অঙ্গাঙ্গিভাবেও সম্বন্ধ—এরূপ বুঝায় না, সেইরূপ তোমার জ্ঞান বলিলেও তুমিই জ্ঞানস্বরূপ বুঝায় ১৫২

আত্মার জ্ঞানস্বরূপতায় শ্রুতিপ্রমাণ ।

আর তদ্রূপ শ্রুতিও আছে, যথা—যাহার দ্বারা লোকে দেখে, বা যাহার দ্বারা শ্রবণ করে, অথবা যাহার দ্বারা গন্ধগ্রহণ করে, কিংবা যাহার দ্বারা বাক্য ব্যবহার করে, অথবা যাহার দ্বারা স্বাচ্ছ ও অস্বাচ্ছ জানে, তাহা বিজ্ঞান—তাহা ব্রহ্ম ।

যিনি বিবেকে অর্থাৎ সমুদয় জানেন তাহার বেত্তা কেহ নাই, তাহাকেই অগ্র অর্থাৎ অজ বা শ্রেষ্ঠ, পুরাণ পুরুষ বলা হয় । যাহার প্রকাশে এই সকল প্রকাশিত হয় ১৫৩

স্মৃতিতেও আছে—দেহ হইতে ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন

অথ বিধিমুখেন প্রতিবোধয়তি—যতো জ্ঞপ্তিস্বরূপঃ স্বম্
অতঃ তব অজ্ঞানং নাস্তি, যথা সূর্যো তমঃ । ১৫৫। অতঃ তস্য
অজ্ঞানস্য নিবর্তকং জ্ঞানমপি তব নাস্তি, জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ ; যথা
দীপস্য অগ্নদীপেচ্ছা নাস্তি এব প্রকাশস্বরূপত্বাৎ । ১৫৬। তস্মাদ্-
অজ্ঞানোদ্ভবৌ বন্ধমোকৌ অপি তব নাস্তি ; অতঃ নিত্যমুক্ত
এব স্বম্ । ১৫৭

যত শাস্ত্রম্ আহ—

অনায়াগ্যাত্মধীর্বন্ধ স্তম্মাশৌ মোক্ষ উচ্যতে ।

বন্ধমোকৌ ন বিদ্যেতে নিত্যমুক্তস্য চাত্মনঃ ॥ ইতি ।

অতঃ স্বং চিদ্রূপম্ । ১৫৮

শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে ঘির্মান শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা ।
অর্থাৎ তুমি জ্ঞানমাত্র—ইহাই ইহার ভাবার্থ । ১৫৪

বিধিমুখে আত্মার চিদ্রূপত্ব বা জ্ঞানস্বরূপত্ব ।

এইবার আত্মার চিদ্রূপত্ব বিধিমুখে অর্থাৎ “ইহা এই” এইরূপে
শিষ্টকে গুরু উপদেশ করিতেছেন—যেহেতু তুমি জ্ঞপ্তি অর্থাৎ জ্ঞান-
স্বরূপ এইহেতু তোমার অজ্ঞান নাই, যেমন সূর্য্যে অন্ধকার নাই । ১৫৫।
এইহেতু সেই অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞানও তোমার নাই, যেহেতু তুমি
জ্ঞানস্বরূপ । ১৫৬। এই কারণে—অজ্ঞানসম্ভূত যে বন্ধ এবং মোক্ষ তাহাও
তোমার নাই । আর এইহেতু তুমি নিত্যমুক্ত । ১৫৭

বন্ধন ও মোক্ষের স্বরূপ ।

যেহেতু শাস্ত্র বলিয়াছেন—অনায়াগ্যে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করাই
বন্ধন, আর তাহার যে নাশ তাহাই মোক্ষ বলিয়া কথিত হয় । নিত্য-
মুক্ত যে আত্মা তাহার বন্ধ ও মোক্ষ—এই উভয়ই নাই । এইহেতু তুমি
চিদ্রূপ—ইহা সিদ্ধ হইল । ১৫৮

সদ্রূপত্বং দর্শয়তি—চক্ষুরাদীনি করণানি আদিত্যাচ্ছনু-
গৃহীতানি স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্তন্তে, তত্র বুদ্ধিঃ করণব্যাপারম্
অনুভবতি, ত্বং চৈতন্যোজ্জলিতোভয়াত্মকদ্রষ্টৃদৃশ্যাকারং
বিপরিণমতে তৎ জাগরণং ভবতি । ১৫৯

তস্য সাক্ষী ত্বং চৈতন্যোজ্জলিতোভয়াত্মক-দ্রষ্টৃদৃশ্যাকারং
বিপরিণমতে তৎ স্বপ্নং ভবতি । ১৬০। যথা পটে চিত্রপটবৎ
তস্য পৃথগ্ভূতঃ সাক্ষী স্বমেব । ১৬১

জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাসর্বসংস্কারৈঃ সহ বুদ্ধিঃ স্বাস্তানমূল্য-

আত্মার জাগ্রদবস্থা ।

একগুণে শিশুর সদ্রূপত্ব প্রদর্শিত করিতেছেন—যখন চক্ষুরাদি যে
করণনিচয়, তাহারা আদিত্যাদি দেবতাবৃন্দের দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া
অর্থাৎ পরিচালিত হইয়া নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্তিত হয়, তন্মধ্যে বুদ্ধি
করণের ব্যাপার অনুভব করে এবং তুমি যে চৈতন্যস্বরূপ তাহা সেই
চৈতন্যদ্বারা উজ্জলিত দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়াকারে পরিণত হয়, তখন
জাগ্রত অবস্থা বলা হয় । ১৫৯

আত্মার স্বপ্নাবস্থা ।

এই জাগ্রদবস্থার সাক্ষী তুমি ; বুদ্ধি যখন সেই তুমিরূপ চৈতন্যদ্বারা
উজ্জলিত হইয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্য—এই উভয়াকারে পরিণত হয়, (চক্ষুরাদি
ইন্দ্রিয় নিজ নিজ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না), তখন স্বপ্নাবস্থা হয় । ১৬০।
যেমন পটে চিত্রিত পট, পট হইতে পৃথক্, তদ্রূপ সাক্ষীর স্বরূপ তুমি সেই
জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থা হইতে পৃথক্ অর্থাৎ তোমাতে এই জাগ্রতস্বপ্নাবস্থা
আরোপিত । ১৬১

আত্মার স্মৃতি অবস্থা ।

জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থার সকল সংস্কারের সহিত বুদ্ধি, তাহার মূল

ইবিজ্ঞায়াং লীনা, সাহবিজ্ঞা সংস্কারমাত্রাহবশিষ্টা ত্বয়ি বিজ্ঞাম্য
নির্বিকল্পানুভবো ভূত্বা তিষ্ঠতি । ইয়ং সুষুপ্তাবস্থা । ১৬২

“যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি,
তৎ সুষুপ্তম্ ।”

যো বেত্তি তস্মা ত্বং সাক্ষিস্বরূপম্ । ১৬৩। এবম্ অবস্থা-
ত্রয়ভাবাভাবসাক্ষী অনুভূতং পৃথগ্ভূতং চৈতন্যং ত্বম্ । ১৬৪
অতঃ কালত্রয়স্থায়ী সর্বদা ভাবস্বরূপম্ ইত্যর্থঃ । ১৬৫

অন্যস্মা সত্ত্বাম্ অসত্ত্বাং চ স্বয়ং জানাসি । স্বসত্ত্বা স্বত এব
প্রমাণম্ । স্বসত্ত্বা জ্ঞানাত্মনঃ বিনা ন সম্ভবতি । ১৬৬।

কারণ, যে আত্মাবিষয়ক অজ্ঞানরূপ অবিজ্ঞা, সেই অবিজ্ঞাতে লীন হয়,
এই অবিজ্ঞা সংস্কারমাত্রের অবশেষরূপ অর্থাৎ অতি সূক্ষ্মরূপ ; ইহা
তোমাতে থাকিয়া নির্বিকল্প অনুভবরূপে অবস্থান করে । অর্থাৎ সেই
অবিজ্ঞাবশতঃ নির্বিকল্প অনুভব হয়—এইরূপ নির্বিকল্পক অনুভবের নাম
সুষুপ্তি অবস্থা । ১৬২

শ্রুতিতে আছে—যাহাতে সুষুপ্ত ভীষ কোন কিছু কামনা করে না,
কোন কিছু স্বপ্ন দেখে না, তাহাই সুষুপ্তি ।

আত্মার সাক্ষিস্বরূপতা বা জ্ঞানস্বরূপতা ।

সেই সুষুপ্তি অবস্থাকে যিনি জানেন তিনিই সাক্ষিস্বরূপ তুমি । ১৬৩

এইরূপে জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ অবস্থাত্বয়ের এবং তাহাদের
ভাবাভাবের সাক্ষী, স্তবরাং পৃথগ্ভূতং অনুভূত যে চৈতন্য তাহাই
তুমি । ১৬৪। এই হেতু তুমি কালত্রয়স্থায়ী সর্বদা ভাবস্বরূপ—ইহাই
বৃত্তিতে হইবে । ১৬৫

আত্মার সঙ্গপদ ।

তাহার পর অন্তের সত্ত্বা এবং অসত্ত্বা তুমি স্বয়ং জ্ঞান, আর নিজের

অতঃ স্বসত্ত্বা অনুভবসিদ্ধা, অতঃ তব স্বরূপং সদ্ভূপম্। ১৬৭

আনন্দরূপতাং দর্শয়তি—ব্যাবৃত্তেষু ইন্দ্রিয়েষু স্ববিষয়াৎ
অত্যন্তশ্রমিতঃ সন্ হুয়ি সুখস্বরূপে বিশ্রাম্য তেন সুখং রূপং,
পুনঃ সুখস্বরূপবৎ উত্থিতানি কোহর্থঃ। স্বব্যাপারে সমর্থানি
ভবন্তি ইত্যর্থঃ। যথা পটে সুগন্ধবৎ। অতঃ তব স্বরূপম্
আনন্দরূপম্। ১৬৮

অথ অদ্বিতীয়ত্বং দর্শয়তি—আত্মাদিপিপীলিকাস্তম্

সত্ত্বায় তুর্নি নিজেই প্রমাণ। নিজসত্ত্বা জ্ঞাতার আশ্রয়ব্যাতিরেকে সত্ত্ববপর
হয় না। অর্থাৎ নিজসত্ত্বাই সিদ্ধ হয় না। ১৬৬। এইহেতু নিজের যে সত্ত্বা
তাহা অনুভবসিদ্ধ, আর এই কারণে তোমার যে স্বরূপ তাহা সদ্ভূপ। ১৬৭

আত্মার আনন্দরূপতা।

এক্ষণে গুরু শিষ্যের আনন্দরূপতা দেখাইতেছেন—জাগ্রদ্ অবস্থায়
ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত থাকিয়া অত্যন্ত পরিশ্রান্ত
হইলে যখন নিজ নিজ বিষয়সমূহ হঠাৎ নিবৃত্ত হয়, তখন সুখস্বরূপ
তোমাতে বিশ্রাম করিয়া থাকে, আর তাহার ফলে তাহার সুখরূপ হয়,
এবং পুনরায় সুখস্বরূপবৎ হইয়া উত্থিত হয়। এই “উত্থিত হয়,” পদের
কি অর্থ জ্ঞান? ইহার অর্থ—ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ ব্যাপারে সমর্থ হয়।
আর যেমন, পটে সুগন্ধ এস্থলেও তদ্ভূপ হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ
সুখস্বরূপ না হইলেও সুখস্বরূপ আত্মাতে বিশ্রাম করে বলিয়া সুখ-
স্বরূপবৎ হইয়া উত্থিত হয়—বুঝিতে হইবে। এইহেতু তোমার যে স্বরূপ
তাহা আনন্দরূপ। ১৬৮

আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব।

এইবার গুরু শিষ্যের অদ্বিতীয়ত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—দেখ; ব্রহ্মা
হইতে পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমুদায় প্রাণীতে অনুস্থ্যত একই অন্তর্য্যামী

অনুসৃতম্ অন্তর্যামী সাক্ষী এক এব ; অতঃ তব স্বরূপম্
অদ্বিতীয়ম্ । ১৬৯। তথা চ শ্রুতিঃ—

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তুরাত্মা ।

কস্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ ॥”

ইতি । ১৭০

সাক্ষী প্রপঞ্চসদ্বিতীয়ঃ কিং ন ভবতি ?

শৃণু—মূদ্বিকারেষু মূদিব, সুবর্ণবিকারেষু সুবর্ণমিব, তন্তু-
বিকারেষু তন্তুরিব, চিদ্বিবৰ্ত্তঃ চিদেব, রজ্জুসর্পবৎ শুক্তিকারজত-
বৎ, অতঃ ইম্ অদ্বিতীয়ঃ । ১৭১

এবং সাক্ষী বস্তু বিত্তমান । এইহেতু তোমার যাহা স্বরূপ তাহা
আদ্বিতীয় স্বরূপ । ১৬৯। আর এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—সর্বভূতমধ্যে
গূঢ়ভাবে অবস্থিত একই দেব সর্বব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা ।
তিনিই কক্ষের অধ্যক্ষ সর্বভূতের নিবাসস্থান ; তিনিই সাক্ষী, চৈতন্য-
স্বরূপ, কেবল ও নিগুণ । ১৭০

সাক্ষীস্বীকারে সদ্বিতীয়ত্বের আপত্তি ও খণ্ডন ।

যদি বল—এই প্রপঞ্চ সদ্বিতীয় নহে কেন ? অর্থাৎ সর্বসাক্ষী আত্মাও
আছে এবং এই প্রপঞ্চও আছে—এইরূপই নহে কেন ? সাক্ষী থাকিলে
যাহার সাক্ষী এবং সাক্ষী—এই উভয়ই ত থাকে ?

তবে শুন—ঘটনাবাদি মূর্ত্তিকানিষ্মিত বস্তুতে মূর্ত্তিকার গ্রায়, সুবর্ণ
দ্বারা নিষ্মিত বস্তুতে স্বর্ণের গ্রায়, তন্তুর বিকাররূপ পটাদিতে তন্তুর
গ্রায়, রজ্জুতে যে সর্প দৃষ্ট হয় তাহা যেমন রজ্জুই হয়, শুক্তিতে যে রজত
দৃষ্ট হয়, তাহা যেমন শুক্তিই হয়, তদ্রূপ চিদ্বস্তুর যাহা বিবৰ্ত্ত অর্থাৎ
চিদ্বস্তুরে আরোপিত হইয়া যাহা প্রতিভাত হয়, তাহা বস্তুতঃ চিংই
হয় । এইহেতু তুমি অদ্বিতীয় । ১৭১

অখণ্ডঃ দর্শয়তি—বিজাতীয়-স্বজাতীয়-স্বগতভেদরহিতত্বাৎ
একরসম্ অখণ্ডঃ স্বঃ, সৈন্ধবঘনবৎ । ১৭২

অচলঃ দর্শয়তি—জন্মমৃত্যুরহিতত্বাৎ স্বম্ অচলঃ । ১৭৩

অজঃ দর্শয়তি—অনাদিত্বাৎ কারণরহিতত্বাৎ স্বম্ অজঃ । ১৭৪

অক্রিয়ঃ দর্শয়তি—যথা ভ্রামকসন্নিধিসন্তামাত্রেণ জড়ময়ঃ

আত্মার অখণ্ডঃ ।

একগুণে গুরু শিষ্টের নিকট আত্মার অখণ্ড প্রদর্শন করিতেছেন,—
বিজাতীয় স্বজাতীয় এবং স্বগত ভেদ রহিত বলিয়া তুমি ঘন সৈন্ধববৎ
একরস, এইহেতু তুমি অখণ্ড । অর্থাৎ সৈন্ধবপিণ্ডের মধ্যে যদি অল্প
কোন দ্রব্য মিশ্রিত না থাকে অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদশূন্য হয়, এবং সেই
পিণ্ডটী যদি একমাত্র পিণ্ডই হয়,—তজ্জাতীয় পিণ্ড আর না থাকে, অর্থাৎ
স্বজাতীয় ভেদরহিত হয়, এবং সেই পিণ্ডের মধ্যে একস্থানে একরূপ, অল্প
স্থান অল্পরূপ না হয়, অর্থাৎ যদি তাহাতে স্বগত ভেদ না থাকে, তাহা
হইলে তাহা যেমন একরস হয়, অর্থাৎ কেবল লবণরসাত্মকই হয়, সুতরাং
সম্পূর্ণরূপ নির্বিশেষ হয়, তদ্রূপই তুমি, অর্থাৎ তুমি তদ্রূপ অখণ্ড । ১৭২

আত্মার অচলঃ ।

এইবার গুরু শিষ্টের নিকট আত্মার অচল প্রদর্শন করিতেছেন—
তোমার জন্মমৃত্যু নাই বলিয়া তুমি অচল । কারণ, যাহার জন্মমৃত্যু
আছে, তাহাই সচল । ১৭৩

আত্মার অজঃ ।

এইবার গুরু শিষ্টের নিকট আত্মার অজ প্রদর্শন করিতেছেন—
অনাদি এবং কারণরহিত বলিয়া তুমি অজ ; যেহেতু যাহার আদি আছে
এবং কারণ থাকে তাহারই জন্ম থাকে । ১৭৪

আত্মার অক্রিয়ঃ ।

যেমন ভ্রামকরূপ চুষকের সন্ধিরূপ সন্তামাত্রেই জড়রূপ বস্তু

লোহং চেষ্টতে, তথা অহংকার-মমকারেচ্ছাপ্রযত্নরহিতস্ত সচ্চিদা-
নন্দরূপস্ত তব সন্তাসন্নিসিদ্ধিমাত্রৈণ• দেহেইন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধি-
সকাশাৎ সদসংক্রিয়া উৎপত্ত্যন্তে । অতঃ তব স্বরূপম্
অক্রিয়ম্ । ১৭৫। তথা চ

“আত্মচৈতন্যমাত্মিত্য দেহেইন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ ।

স্বকীয়ার্থেষু বর্তন্তে সূর্য্যালোকে জনাইব ॥” ১৭৬

অত্র শ্রীভগবান্ আহ

শরীরবাঙ্-নোভির্ষৎ কন্মপ্রারভতে নরঃ ।

জায়াং বা বিপরীতং বা পঠৈতে তস্ত হেতবঃ ॥

(গীতা ১৮।১৫) ১৭৭

চেষ্টায়ুক্ত হয়। অর্থাৎ চলে, তদ্রূপ “অগ্নি আমি ভাব” “আমার আমার
ভাব”, ইচ্ছা ও প্রযত্নরহিত যে সং চিৎ ও আনন্দস্বরূপ তুমি, তোমার
সত্তারূপ সন্নিসিদ্ধিমাত্র দেহ ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি হইতে সং এবং অসং
ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই হেতু তোমার বাহ্য স্বরূপ তাহা অক্রিয় অর্থাৎ
ক্রিয়ারহিত । ১৭৫

আত্মার অক্রিয়ত্বে প্রমাণ ।

যেহেতু বলা হয়—দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মচৈতন্যকে
আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হয়, যেমন সূর্য্যালোকে জন-
সমূহ নিজ নিজ কাষে প্রবৃত্ত হয় । ১৭৬

এ বিষয়ে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—শরীর বাক্ ও মনঃপ্রভৃতিদ্বারা
মানব যে কন্ম করে, তাহা জায়াই হউক বা বিপরীতই হউক—
তাহার কারণ শরীর, অহংকার, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, চেষ্টা ও দৈব প্রভৃতি
পাচটীই । ১৭৭

সচ্চিদানন্দম্ অক্রিয়ং স্বরূপং তব সত্যস্বভাবঃ, যথা—
অগ্নেঃ উষ্ণত্বং, সবিতুঃ প্রকাশবৎ । ১৭৮

অথ কূটস্থস্বরূপত্বং দর্শয়তি—কূটস্থম্ অবিকারি, কূটবৎ
তিষ্ঠতি কূটস্থঃ, অতঃ ত্বং কূটস্থঃ । ১৭৯

অনন্ততাং দর্শয়তি—অব্যক্তাদীনি পৃথিবীপর্যাস্তঃ সর্ব-
তত্ত্বেষু পূর্বং ব্যাপকং চৈতন্যম্ । যথা—ঘটোৎপত্তেঃ পূর্বং
ব্যাপকং নভঃ ; অতঃ ত্বম্ অনন্তস্বরূপঃ । ১৮০

স্বপ্রকাশত্বং দর্শয়তি—তব দৃশ্যমানম্ ইদং সর্বং ত্বং ন

অর্থাৎ অগ্নির যেমন উষ্ণতা, সূর্যের যেমন প্রকাশ, তদ্রূপ তোমার
যাহা সত্যস্বরূপ অর্থাৎ যথার্থস্বভাব, তাহা সৎ চিৎ ও আনন্দ এবং
অক্রিয়স্বরূপ । ১৭৮

আত্মার কূটস্থত্ব ।

এইবার গুরু শিষ্যের নিকট আত্মার কূটস্থস্বরূপত্ব প্রদর্শন করিতে-
ছেন—আত্মা কূটস্থস্বরূপ, অর্থাৎ অবিকারী যে কূট সেই কূটের গায়
ধাকে, অর্থাৎ কর্মকারের “নাই” এর মত অবিকৃত থাকে । তুমি সেই
আত্মা, অতএব তুমি কূটস্থস্বরূপ । ১৭৯

আত্মার অনন্তত্ব ।

এক্ষণে গুরু শিষ্যের নিকট আত্মার অনন্তত্ব প্রদর্শন করিতেছেন—
অব্যক্ত হইতে পৃথিবী পর্যাস্ত সর্বতত্ত্বমধ্যে চৈতন্য পূর্ব হইতেই ব্যাপক-
ভাবে বিস্তৃত, যেমন ঘটোৎপত্তির পূর্বে আকাশ ব্যাপকরূপে বর্তমান ।
তুমি সেই চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তুমি অনন্তস্বরূপ । ১৮০

আত্মার স্বপ্রকাশত্ব ।

এক্ষণে গুরু শিষ্যের নিকট আত্মার স্বপ্রকাশত্ব প্রদর্শন করিতে-
ছেন—তোমার দৃশ্যমান এই সমুদয় তুমি নহ,—ইহা তোমারই অল্পভব

ভবসি—ইতি তবৈব অনুভবঃ । সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ স্বং ভবসি,
তবৈব স্বসংবেদ্যম্, অতঃ স্বং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপঃ । ১৮১

ব্রহ্মস্বং দর্শয়তি—

বৃহদ্বাদ্ বৃহৎপ্রবৃত্তাদ্ বা প্রত্যগাত্মৈহ চোচ্যতে ।

তত্ত্বং ব্রহ্মপরং রূপং গীয়তে বহুধা শ্রুতিঃ ॥ ১৮২

অতঃ স্বং ব্রহ্ম । অতঃ (স্বং) চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়ম্ অখণ্ডম্
অচলম্ অজম্ অক্রিয়ং কূটস্থানন্তুস্বরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম । ১৮৩

এবং দ্বাদশভিঃ বিশেষণৈঃ বিশেষিতং পরং ব্রহ্ম, তদেব
অহম্ ইতি প্রতিপদ্যতে, যথা নীলমহাসুগন্ধ্যুৎপলবৎ । ১৮৪

হয় । তুমি কিন্তু সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ । তুমি যে এই দৃষ্ট নহ—
ইহা তোমারই অনুভবগম্য বিষয় । এইহেতু তুমি স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ
অর্থাৎ স্বপ্রকাশ । ১৮১

আত্মার ব্রহ্মত্ব ।

এইবার গুরু শিষ্যের নিকট আত্মার ব্রহ্মত্ব সবিশেষে প্রদর্শন
করিতেছেন—বৃহত্ত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ আত্মা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া এবং
বৃহৎপ্রযুক্ত অর্থাৎ আত্মা সকলের বুদ্ধির হেতু বলিয়া এ শাস্ত্রে
আত্মাকে প্রত্যগাত্মা বলা হয় । শ্রুতি ইহাকেই তত্ত্ব, ইহাকেই ব্রহ্ম
এবং ইহাকেই পররূপ বলিয়া গান করিয়াছেন । ১৮২

আত্মার দ্বাদশটি গুণ ।

এইহেতু তুমি ব্রহ্ম ; এইহেতু ‘তুমি’ পদবাচ্য আত্মা—সৎ চিৎ ও
আনন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, অনন্তস্বরূপ,
এবং স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ । ১৮৩

এইরূপে দ্বাদশটি বিশেষণদ্বারা বিশেষিত যে পরব্রহ্ম, তাহাই
আমি—ইহাই প্রতিপন্ন হইল ; যেমন ‘নীল মহাসুগন্ধযুক্ত পদ্ম’ বলিলে

আত্মা এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তম্ অনুপ্তবৎ স্বম্ ইতি তবৈব
অনুভবঃ ক্রাতঃ । ১৮৫

তত্র ঋতিপ্রমাণম্—“প্রজ্ঞানস্ত নামধেয়ানি ইতি,”
“আত্মা বা ইদম্ একমেব অগ্র আসীৎ” “তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনু-
প্রাবিশৎ” “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্ অন্তরম্ অবাহম্”
“স বাহ্যভ্যন্তরঃ হি অজঃ” “অশরীরেষু” “জ্ঞানাদেব সর্ব-
পাপহানিঃ” “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি” “যোহয়ং
প্রজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ” “যোহয়ম্ অসঙ্গো হুয়ং পুরুষঃ” “যোহয়ম্
অবিনাশী পুরুষঃ” “প্রত্যগানন্দময়ঃ পুরুষঃ” “সহস্রলীৰ্ঘ অয়ং
পুরুষঃ” “যোহয়ম্ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ” “বিজ্ঞানম্ আনন্দঃ
ব্রহ্ম” “প্রজ্ঞাং প্রতিষ্ঠিতা ব্রহ্ম” “সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম”
“একমেব অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” “অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম” । ১৮৬

পদ্মসি অভিন্নভাবে নীলস্ব মহস্ব ও স্নগন্ধবিশিষ্ট দ্ব্যায় এস্থলেও উক্ত
বিশেষণ গুলির সহিত আত্মা অভিন্ন বলিয়া বুঝিতে হইবে । ১৮৪।
এইরূপে তুমি আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ ও মুক্ত এবং অনুপ্তবৎ ইহা
তোমারই অনুভব হইল । ১৮৫

আত্মার ষাণ্ঠাঙ্গী গুণের প্রতি ঋতি প্রমাণ ।

এ বিষয়ে ঋতি প্রমাণ, যথা—“সমুদায়ই প্রজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের নাম,”
“ইহা অগ্রে এক আত্মাই ছিল,” “তাহা সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই প্রবিষ্ট
হইয়াছেন,” “তিনি জনসমূহের অন্তরে প্রবিষ্ট এবং শাসনকর্তা, অর্থাৎ
অন্তর্ধ্যামী,” “তিনি সকলের অন্তর অর্থাৎ মধ্যে বিদ্যমান, তাহার বাহ্য
অর্থাৎ বহির্দেশ নাই” “তিনি বাহ্য এবং অভ্যন্তর এবং জগদ্রহিত,”
“তিনি অশরীর অর্থাৎ শরীরবিহীন” “জ্ঞান হইতেই সকল পাপ বিনষ্ট

স্বতিভাষ্য—“ক্ষেত্রজ্ঞাপি মাং বিদ্ধি” “নবদ্বারে পুরে দেহী” “অনাদিহ্মান্নিগুণহাৎ” “সমং সর্বেষু ভূতেষু” “উত্তমঃ পুরুষস্ত অশ্রুঃ” “ন জায়তে ম্রিয়তে বা” “নাদন্তে কস্মচিৎ পাপম্” “অবিভক্তং বিভক্তেষু” “বিদ্যাবিনয়সম্পন্নৈ” “বাসুদেবঃ সর্বমিতি” “উপদেষ্টানুমন্তা চ” “সর্বৈশ্রিয়গুণাতাসম্” “আটৈশ্চ দেবতাঃ সর্বাঃ” ১৮৭

এতৈঃ অনৈশ্চ বিশেষণৈঃ বিশেষিতং পরং ব্রহ্ম, তত্ত্বমসি,

হয়,” “এই সময় এই পুরুষ স্বয়ংজ্যোতিঃ অর্থাৎ স্বপ্রকাশস্বরূপ হয়” “এই যে প্রজ্ঞানময় পুরুষ,” “যে এই অসঙ্গ ইনিই পুরুষ,” এই যে অবিনাশী পুরুষ,” “প্রত্যগ্ আনন্দময় পুরুষ,” “এই পুরুষ সহস্রশীর্ষ” “যে এই অমৃতময় পুরুষ,” “বিজ্ঞান এবং আনন্দই ব্রহ্ম,” “সত্য, জ্ঞান এবং অনন্ত ব্রহ্ম,” “একই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম” “এই আত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি ১৮৬

আত্মার ষাটশটীপের প্রতি স্বতি প্রমাণ ।

স্বতিসমূহ হইতেও ইহার প্রমাণ—“আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞও বলিয়া জানিও” “নয়টী দ্বারবিশিষ্ট পুরে দেহী,” “অনাদি এবং নিগুণ বলিয়া,” “সর্বভূতে সম,” “উত্তমপুরুষ করাকররূপ পুরুষদ্বয় হইতে অশ্রু,” “জন্মে না ও মরে না,” “কাহারও পাপভাগী হয় না,” “বিভক্ত-সমূহমধ্যে অবিভক্ত,” “বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে ঘিনি সমদর্শী,” “বাসুদেবই সব,” “উপদেষ্টা ও অনুমন্তা,” “সমুদায় ইচ্ছিয় ও গুণের অর্থাৎ বিষয়ের আভাসযুক্ত,” “আত্মাই সমুদায় দেবতা” ইত্যাদি ১৮৭

জ্ঞানই মুক্তির সাধন ।

এই সকল বিশেষণ এবং অশ্রু বিশেষণদ্বারা পরব্রহ্ম বিশেষিত অর্থাৎ অশ্রু হইতে পৃথক্কৃত । তত্ত্বমসি অর্থাৎ ‘তাহাই তুমি’ ইহা নিজের

তৎ হম্ অসি ইতি স্মানুভবঃ ; “ব্রহ্মাহম্ অস্মি” ইতি শ্রুতিং
গৃহীত্বা শ্রীগুরোঃ আজ্ঞয়া এবং বেদবাক্যতঃ শ্রীগুরুতঃ স্বতঃ
—ত্রিপ্রকারেণ “ব্রহ্ম অহম্ অস্মি,” “অহং ব্রহ্ম অস্মি”—ইতি
জ্ঞাত্বা স মুক্তঃ ইতি । ১৮৮

তথা চ শ্রুতিঃ—

“বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।
তমেব নিদিষ্টা অতিমৃত্যুমেতি নাশ্চ পস্থা বিদ্যতেহয়নায় ॥”
অহম্ এতং পুরুষং—পুরুষোত্তমং বেদ—জানামি । মহাস্তম্—
ব্যাপকম্ । আদিত্যবর্ণং—জ্যোতির্শ্রয়ম্ । তমসঃ—প্রকৃতেঃ ।
পরস্তাৎ—পরায়ণম্ । উক্তরূপং পুরুষম্ এব বিদিত্বা—জ্ঞাত্বা
মৃত্যুং অতিক্রম্য প্রতিগচ্ছতি । অয়নায়—অগমনায়, অপুনরা-
বৃত্তয়ে অশ্রুতঃ পস্থা ন বিদ্যতে । ১৮৯

অনুভবের বিষয় । ব্রহ্মাহমস্মি অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম আমি’ এই শ্রুতিকে গ্রহণ
করিয়া শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞায় অর্থাৎ বেদবাক্য হইতে, এবং শ্রীগুরুর
বাক্য হইতে অর্থাৎ শ্রীগুরুরূপায় এবং নিজ হইতে অর্থাৎ নিজ বুদ্ধি-
বলে—হই তিন প্রকারে ব্রহ্মাহমস্মি অর্থাৎ “আমি ব্রহ্ম” জানিলে সে
মুক্ত হয় । ১৮৮

জ্ঞানে মুক্তি—এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ ।

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—“আদিত্যবর্ণ তমঃ এর পরস্তাৎ এই মহান্
পুরুষকে আমি জানিয়াছি । তাঁহাকেই জানিয়া অতিমৃত্যু অর্থাৎ
মুক্তিলাভ হয়, মুক্তির অশ্রুত পথ নাই” ; ইহার অর্থ—আমি এই পুরুষকে
অর্থাৎ পুরুষোত্তমকে “বেদ” অর্থাৎ জানিয়াছি । “মহাস্তম্” শব্দের অর্থ—
ব্যাপক । “আদিত্যবর্ণ” শব্দের অর্থ—জ্যোতির্শ্রয় । “তমসঃ পদের অর্থ—
প্রকৃতির । “পরস্তাৎ” শব্দের অর্থ—পরায়ণ । সুতরাং বাক্যার্থ হইল—

তত্রাহ—

অন্যথা শাস্ত্রগর্ভেষু লঠতাং শ্ভবতামিহ ।

ভবত্যকৃতপ্রজ্ঞানাং কল্লৈরপি ন নির্বৃতিঃ ॥১৯০

যাবদজ্ঞানভাবঃ স্ম্যৎ তাবদ্ দ্বৈতাস্তি ভাবনা ।

ভেদভাবাদ্ ভয়ো ভাতি সর্বশ্মিল্লেকতানয়ঃ ॥১৯১

জ্ঞানং ভক্তিঃ চ বৈরাগ্যমেতদেব ন সংশয়ঃ ।

জ্ঞাহৈবং সহজং প্রেম বিবেকেনৈব নান্বতঃ ॥

তস্মাৎ সাধনাস্তরং নাস্তি ৷১৯২

উক্তরূপ পুরুষকে উক্তরূপে “বিদিত্বা” অর্থাৎ জানিয়া মৃত্যুকে “অতি এতি” অর্থাৎ অতিক্রম করিয়া প্রতিগমন করে । “অয়নায়” অর্থাৎ অগমনের জন্ত অর্থাৎ অপুনরারুতিরূপ মোক্ষের জন্ত অন্য পথ নাই । মোক্ষ—উৎপাদ্য প্রাপ্য সংস্কার্য বা বিকার্য নহে বলিয়া অগমনস্বরূপ সূতরাং অপুনরারুতিস্বরূপ বলা হয় ৷১৮৯

জ্ঞান ভিন্ন পথ নাই—এ বিষয়ে অন্ত প্রমাণ ।

এ বিষয়ে এইরূপ বলা হয়—এইরূপ জ্ঞানপথ অবলম্বন না করিলে • এ সংসারে অকৃতপ্রজ্ঞব্যক্তিগণ শাস্ত্রগর্ভে বিলুপ্তিত হইয়া বহুকল্পেও নির্বৃতি লাভ করে না ৷১৯০

দ্বৈতভাব—ভয়ের হেতু ।

যতদিন অজ্ঞানভাব থাকে, ততদিন দ্বৈতভাবনা থাকে, ভেদভাব হইতে ভয় হয় ; সমুদায় জীবে এই নীতির একতা দৃষ্ট হয় ৷১৯১

জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের স্বরূপ ।

এইরূপ ধারণাই জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য ; ইহাতে সংশয় নাই । বিবেকসহকারে এইরূপ জানিলে সহজ প্রেমের উদয় হয়, অন্য উপায়ে হয় না । এই কারণে জ্ঞান ভিন্ন আর অন্য সাধন নাই ৷১৯২

অত্র ত্রীভগবদ্বচনম্—

“য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ ।

সর্ব্বথা বর্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে” ॥১৯৩

“বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপত্ততে ।

বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা স্মৃহ্লভঃ” ॥১৯৪

তস্মাৎ সর্ব্বম্ অহং বাসুদেবাখ্যাম্ অব্যয়ং জ্ঞাতবাম্
“এতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেব আত্মসংস্থং ন অতঃপরং বেদিতব্যং হি
কিঞ্চিৎ” এক এব আত্মা পরং ব্রহ্ম সংসারধর্ম্মবিমুক্তঃ স্বম্
ইতি সিদ্ধম্ ॥১৯৫

এবং স্বম্ অভয়ং প্রাপ্নোসি সংসারদুঃখাং মুক্তোহসি
ইতি । এতৎ সর্ব্বং বিমুখ্য যথেষ্টসি তথা কুরু ॥১৯৬

এ বিষয়ে ত্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যথা—

যিনি এইরূপে গুণের সহিত প্রকৃতি এবং পুরুষকে জানেন তিনি
সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় থাকিয়াও পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না ॥১৯৩। বহু
জন্মের শেষে জ্ঞানবান্ আমাকে ‘বাসুদেবই সব’ এইরূপে জানিতে
পারে । এতাদৃশ মহাত্মা হ্লভ হইতেও হ্লভ ॥১৯৪

আত্মস্বরূপ কথনের উপসংহার ।

সেইহেতু সমুদায় বাসুদেবাখ্য অব্যয়স্বরূপ যে আমি তাহাই জ্ঞাতব্য,
যথা—“ইহাই জ্ঞেয়; এবং নিত্যই আত্মসংস্থ অর্থাৎ আত্মস্বরূপে অবস্থান ।
ইহার পর জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই ।” অতএব তুমি একমাত্র আত্ম-
স্বরূপ পরব্রহ্ম এবং সংসারধর্ম্ম হইতে বিমুক্ত—টহা সিদ্ধ হইল ॥১৯৫

এইরূপে তুমি অভয়স্বরূপ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলে এবং সংসার-দুঃখ হইতে
মুক্ত হইলে । এক্ষণে এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া তুমি যাহা ইচ্ছা
হয় কর ॥১৯৬

অতঃ স্বং বেদকিঙ্করো ন ভবসি । যতঃ শাস্ত্রম্ আহ—

“আত্মানমব্যয়ং কশ্চিজ্ঞানমুতি জগদৌশ্বরম্ ।

যো বেত্তি তৎ ন কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ” ॥১৯৭

“আত্মবেদং জগৎ সর্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা ।

যদিচ্ছ্যা বর্তমানং তং নিবেদ্যুং ক্ষমতে কঃ” ॥১৯৮

ভো ভগবন্ ! যত্বেপি জ্ঞানোৎপত্তানন্তরং পুনর্জন্মাব্যবঃ উক্তঃ তথাপি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ অত্র জন্মানি কৃতানাং কর্মণাম্ উত্তরকালভাবিনাং চ যানি চ অতিক্রান্তানি অনেকজন্মকৃতানি তেষাং চ ফলম্ অদত্বা নাশো ন যুক্ত ইতি ॥১৯৯। তস্মাৎ ত্রিপ্রকারাণি অপি ত্রীণি জন্মানি প্রারভেৎ, সংহতানি বা

বেদের দাসত্ব—অজ্ঞানীর পক্ষে ।

আর এই হেতু তুমি আর বেদের দাসও নহ । যেহেতু শাস্ত্র বলিয়াছেন—যিনি আত্মাকে অব্যয় জগদৌশ্বর বলিয়া জানেন, এবং যিনি জানেন যে সেই তৎপদবাচ্য আত্মা কিছুই করেন না, তাঁহার কোথাও ভয় হয় না ॥১৯৭

যে মহাত্মা জানিয়াছেন—আত্মাই এই সব, তিনি যে ভাবেই বর্তমান থাকুন না, তাঁহাকে নিষেধ করিতে কে সমর্থ হয় ? ॥১৯৮

জ্ঞান হইলে জন্ম হয় না—সত্য ও সবাধান ।

দিশ্য বলিলেন—হে ভগবন্ ! যদিও জ্ঞানোৎপত্তির পর পুনর্জন্ম হয় না—বলা হইল, তাহা হইলেও জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে, এই জন্মে কৃত কর্ম-সমূহের এবং জ্ঞানোৎপত্তির পর যে সব কর্ম করা হইবে সেই সকল কর্মের, এবং যে সকল অতীত অনেক জন্মে কৃত কর্ম তাহাদের ফল না দিয়া তাহারা নষ্ট হয়—এরূপ বলা ত বৃত্তিযুক্ত হয় না ॥১৯৯। সেই হেতু উক্ত তিন প্রকার কর্ম—তিন জন্মের আরম্ভ করিয়া দিবে,

সৰ্বাণ্যেব জন্ম আরভেৎ ৷২০০৷ অগ্ৰথা কৃতবিনাশে সৰ্বত্র
অনাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ, শাস্ত্রানর্থক্যঃ স্ত্যং ইতি । “অবশ্যমেব
ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভম্” ইতি ৷২০১৷

ন, জন্ম জায়তে—ইতি অযুক্তম্ । তত্ত্বজ্ঞানায়ু্যপস্পৃষ্টানি
সৰ্বকৰ্ম্মবীজানি দহন্তে ন অক্ষুরয়ন্তি ৷২০২৷

তথা চ শ্রুতিঃ—

“বীজানুয়ু্যপদক্ষানি নারোহন্তি যথা পুনঃ ।

জ্ঞানদন্ধৈস্তথা ক্লেশৈ নাত্মা সংপত্ততে পুনঃ ॥” ইতি ৷২০৩৷

অস্ত তাবৎ জ্ঞানোৎপত্ত্যুত্তরকালকৃতানাম্ কৰ্ম্মণাম্ জ্ঞানেন

অথবা সবগুলি সংহত অর্থাৎ মিলিত হইয়াই একটা জন্ম আরম্ভ করিয়া
দিবে ৷২০০৷ ইহা যদি স্বীকার না করা যায়, তবে কৃত কৰ্ম্মের বিনাশে
সৰ্বকৰ্ম্মফলে অবিশ্বাসপ্রসঙ্গ হইয়া পড়ে এবং ‘শুভাশুভ কৃতকৰ্ম্ম অবশ্যই
ভোগ করিতে হইবে’—এইরূপ শাস্ত্রও অর্থশূন্য হইয়া যায় ? ৷২০১৷

শুক বলিলেন—না, একথা ঠিক নহে । ‘জন্ম হয়’ একথা অযুক্ত ।
• তত্ত্বজ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা সংস্পৃষ্ট হওয়ায় সকল কৰ্ম্মের বীজ দগ্ধ হইয়া
যায়, তাহা আর অক্ষুর জন্মাইতে পারে না । সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তির
পর যে উত্তরকালভাবি কৰ্ম্ম তাহার আব বীজ থাকে না ৷২০২৷

জ্ঞানায়িরদ্বারা দগ্ধ কৰ্ম্ম জন্মের কারণ হয় না ।

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—বীজসকল অগ্নির দ্বারা উপদগ্ধ হইলে অর্থাৎ
ভাজা হইলে পুনরায় অক্ষুর উৎপাদন করে না । তদ্রূপ অবিজ্ঞা,
অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশরূপ ক্লেশসমূহ জ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বারা
দগ্ধ হইলে আত্মা পুনরায় জন্মপ্রাপ্ত হয় না ৷২০৩৷

জ্ঞানদ্বারা কেবল প্রারম্ভ কৰ্ম্মেরই নাশ হয় না ।

যদি বল—জ্ঞানোৎপত্তির পরে কৃতকৰ্ম্মসমূহের দাহ জ্ঞানের দ্বারা

দাহো জ্ঞানসহভাবিত্বাৎ, ন তু ইহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তেঃ
প্রাক্ কৃতানাং অতীতানেকজন্মান্তরকৃতানাং কৰ্ম্মণাং দাহো ন
যুক্তঃ ? ২০৪

তৎ ন, “তস্মৈ তাবদেব চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষে” “ইষীকা-
তূলবৎ সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি প্রদহন্তে” ২০৫ স্মৃতিরপি—

“জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা” ২০৬

ভগবন্! সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ইতি বিশেষণাৎ যথা বৰ্ত্তমান-
জন্মান্তরারম্ভককৰ্ম্মাণি ন ক্ষীয়ন্তে ফলদানায় প্রবৃত্তান্তেব ;
সত্যপি জ্ঞানে তথা অনারক্ষফলানাংপি কৰ্ম্মণাং ক্ষয়ো ন
যুক্তঃ ইতি ২০৭

হউক, যেহেতু তাহারা জ্ঞানসমকালে অমুষ্টিত, কিন্তু ইহজন্মে জ্ঞানোৎ-
পত্তির পূর্বে কৃত যে সব কৰ্ম্ম, এবং অতীত অনেক জন্মে কৃত যে সব
কৰ্ম্ম, তাহাদের দাহ হওয়া ত যুক্তিযুক্ত হয় না ? ২০৪

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা সম্ভব হয় না। কারণ, ঋতি
বলিয়াছেন—তাঁহার তত দিনই বিলম্ব যতদিন না তাঁহার এই দেহপাত
হয়,” অর্থাৎ ইষীকা তৃণ বা তুলার গ্রায সমুদায় কৰ্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায় ২০৫

স্মৃতিও বলিয়াছেন—“তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি তাহার সমুদায় কৰ্ম্ম
ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে” ইত্যাদি ২০৬

জ্ঞানীর সমুদায় কৰ্ম্মক্ষয়ে শঙ্কা ও সমাধান ।

শিষ্য বলিলেন—ভগবন্! উক্তবাক্যে “সমুদায় কৰ্ম্ম” বলিয়া “সমুদায়কে”
কৰ্ম্মের বিশেষণ বলায়, যেমন বৰ্ত্তমান জন্মের আরম্ভক কৰ্ম্মসকল ক্ষয়
হয় না, যেহেতু তাহারা ফলদানে প্রবৃত্তই হইয়াছে, তদ্রূপ জ্ঞান হইলেও
অনারক্ষফলক কৰ্ম্মসমূহের অর্থাৎ সঞ্চিত কৰ্ম্মসমূহের ক্ষয় হয়—এরূপ
বলা ত যুক্তিসম্মত হয় না ২০৭

তৎ অসৎ । (যথা) তেবাং মুক্তেশুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাৎ ; যথা পূৰ্ব্বং লক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইবুঃ বহুযঃ লক্ষ্যবেধোত্তরকালমপি আরব্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবৰ্ত্ততে, এবং শরীরাসক্তকৰ্ম্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিবৃত্তেহপি আসংস্কারবেগক্ষয়াৎ পূৰ্ব্ব-বদ বৰ্ত্ততে এষ ১২০৮। কিং বহুনা ? অয়ং দেহযাত্রামাত্রার্থম্ ইচ্ছানিচ্ছাপরেচ্ছাপ্রাপ্তানি আরোপিতসুখদুঃখলক্ষণানি আরব্ধ-ফলানি অভূভবন্ অন্তঃকরণাভাসাদীনাম্ অবভাসকঃ সন্ তিষ্ঠত্যেব। প্রারব্ধকৰ্ম্মক্ষয়াৎ জীবমুক্তানাং পুনর্জন্মভাবঃ ১২০৯

প্রারব্ধ কৰ্ম্মের ক্ষয়ে জীবমুক্তের পুনর্জন্ম হয় না ।

গুরু বলিলেন—না, এ কথা ভাল নহে । কারণ, ধনু হইতে মুক্ত বাণ যেমন ফলদানে প্রবৃত্ত, প্রারব্ধ কৰ্ম্মও তদ্রূপ ফলদানে প্রবৃত্ত । অর্থাৎ যেমন লক্ষ্যবেধের জন্ত যে বাণ পূৰ্ব্ব হইতেই ধনু হইতে মুক্ত, অর্থাৎ নিক্ৰিপ্ত করা হইয়াছে, তাহা লক্ষ্যবেধ করিবার পরও সেই আরব্ধ বেগের ক্ষয় হইলে পতনঘারাই নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ শরীরের আরব্ধক যে কৰ্ম্ম, তাহা শরীরস্থিতির প্রয়োজন নিবৃত্ত হইলেও সংস্কাররূপ বেগের ক্ষয় যতদিন না হয় ততদিন পূৰ্ব্ববৎই থাকে ১২০৮

অধিক কি ? এইরূপ জ্ঞানী বা জীবমুক্তপুরুষ কেবল মাত্র দেহযাত্রা নির্বাহের জন্ত, কি ইচ্ছাপ্রাপ্ত, কি অনিচ্ছাপ্রাপ্ত, অথবা কি পরেচ্ছাপ্রাপ্ত আত্মাতে আরোপিত সুখদুঃখস্বরূপ যে প্রারব্ধকৰ্ম্মের ফলসমূহ, তাহা অভূভব করিতে কহিতে অন্তঃকরণের আভাসসমূহের অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের অবভাসক হইয়া অবস্থান মাত্র করেন ; এই প্রারব্ধকৰ্ম্মের ক্ষয় হইলে জীবমুক্তপুরুষের পুনর্জন্ম আর হয় না, (অর্থাৎ লক্ষিত কৰ্ম্মবশতঃ আর অজ্ঞ জন্ম হয় না, শক্তিত কৰ্ম্ম জ্ঞানেই নষ্ট হয় । প্রারব্ধশেষ থাকিলে তন্মাস্তর জ্ঞানীর ও হয়) ১২০৯

তথাচ—

“শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ পরমার্থবুদ্ধিঃ,
কার্যক্ষমং নশ্চতি চাপরোক্ষাৎ ।
প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশঃ
এবং ক্রমান্বয়শ্চিতি চাত্মমায়া ।২১০

কৰ্ম্মণঃ মায়ামূলত্বাৎ মায়ামাশে সৰ্ব্বং কৰ্ম্ম ভস্মসাদ্ ভবেৎ।২১১

নহু স্বেচ্ছয়া কৃতানাং কৰ্ম্মণাং শরীরান্তরেণাপি ভোগো
ভবতু ইতি চেৎ ? তৎ ন । তস্মৈ কৰ্ম্মফলোপচয়কৰ্ত্তৃত্বাভিমানো
নাস্তি এব ।২১২

জ্ঞানের ক্রমিক ফল ।

যথা—আত্মাবিষয়ক শাস্ত্রজ্ঞানরূপ পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অনাত্মা দেহাদি
জগৎপ্রপঞ্চে সত্যতাবুদ্ধি নষ্ট হয়, এবং অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা কার্যক্ষমতা
নষ্ট হয়, অর্থাৎ ‘আমি কর্তা’ এইরূপ জ্ঞান নষ্ট হয় ; অতঃপর প্রাক্কর্মে-
নাশ হইলে প্রতিভাস নষ্ট হয়, অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মদেহাদিরূপ যাবৎ দৃশ্যবস্তু
নষ্ট হয় অতঃপর ক্রমে আত্মমায়া অর্থাৎ আত্মাতে আশ্রিত আত্ম-
বিষয়ক মূল অজ্ঞান নষ্ট হয় ।২১০। কৰ্ম্মসমূহের মূলকারণ মায়া, সেই
মায়ার বিনাশ হইলে সমুদায় কৰ্ম্ম ভস্মসাৎ হইয়া যায় ।২১১

স্বেচ্ছাকৃত প্রাক্কর্মের নাশ ।

যদি বল—স্বেচ্ছাকৃত কৰ্ম্মসমূহের অপর শরীরেও ভোগ হউক ?
তাদৃশ কৰ্ম্মবশতঃ শরীরান্তর পরিগ্রহ কেন হইবে না । এবং ভোগই
বা কেন হইবে না ? তাহা হইলে বলিতে হইবে—না, তাহা হয় না ।
কারণ, সেই স্বেচ্ছাকৃত কৰ্ম্মে কৰ্ম্মফলোপচায়ক যে কৰ্ত্তৃত্বাভিমান তাহা
থাকেই না । অর্থাৎ “আমি কর্তা” জ্ঞান না থাকায় স্বেচ্ছাকৃত
প্রারব্ধকৰ্ম্মের ফল সঞ্চিত হইয়া আর জন্মান্তর হয় না ।২১২

“অসঙ্গো ন হি সজ্জতে,” “এতে ইচ্ছাদয়ঃ আত্মনি
আরোপ্যন্তে ক্ষেত্রধর্ম্মাঃ।” “সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতে-
জ্ঞানবানপি” ; “ধ্যায়বতীব” ইতি শ্রুতেঃ। “গুণাঃ গুণেষু
বর্ত্তন্তে” ইতি অনুসন্ধানে শরীরযাত্রাস্থিতিঃ ন প্রসিদ্ধেৎ। ২১৩

তথাচ—

“গতসঙ্গশ্চ মুক্তশ্চ জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২১৪

জীবমুক্তস্য প্রারব্ধক্ৰমে শরীরপাতাৎ পূৰ্ব্বং লিঙ্গং ভগ্নম্।

“তদধিগমে উত্তরপূৰ্ব্বাঘয়োঃ অল্লেখ্যবিনাশো” “তস্য পুত্রা

জ্ঞানীর প্রারব্ধভোগের প্রকার।

যেহেতু “অসঙ্গ আত্মা কোন কিছুতেই লিপ্ত হয় না,” “এই সকল
ইচ্ছাদি, ক্ষেত্রধর্ম্ম অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহের ধর্ম্ম, ইহারা আত্মাতে
আরোপিত হয় ;” “জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা
করিয়া থাকেন,” যেহেতু “যেই তিনি ধ্যান করেন,” এইরূপ শ্রুতিই আছে,
“গুণসকল অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল গুণে অর্থাৎ বিষয়সমূহে প্রবর্ত্তিত হয়”—
এইরূপ অনুসন্ধানসহকারে জ্ঞানী ব্যক্তি স্বেচ্ছাজনিত প্রারব্ধ ভোগ
করেন, আর তাহাতেই তাঁহার শরীরযাত্রা নির্বাহ হয়, নচেৎ তাঁহার
শরীরযাত্রা বা দেহের স্থিতিই সম্ভবপর হয় না। ২১৩।

বস্তুতঃ এই কথাই গীতামধ্যেও কথিত হইয়াছে—জ্ঞানে অবস্থিত-
চিত্ত গতসঙ্গ ও যুক্ত ব্যক্তির, যজ্ঞের জগ্ন আচরিত সমগ্র কৰ্ম্ম বিলুপ্ত
হইয়া যাইয়া (৩২৩ শ্লোক)। ২১৪

জ্ঞানীর পাপপুণ্যের ব্যবস্থা।

ইহার কারণ, জীবমুক্তব্যক্তির প্রারব্ধক্ৰমে শরীরপাতের পূর্বেই
লিঙ্গশরীর অথবা পুনর্জন্মের হেতুসমূহ ভগ্ন হইয়া যায়। শ্রুতি

দায়ম্ উপয়ন্তি, সুহৃদঃ সাধুকৃত্যান্, দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যান্”
“ন তস্য প্রাণা উক্রামন্তি অত্রৈব সমলীয়ন্তে” ১২১৫।

কিং চ—

“প্রারকঃ নিশ্চয়াদ্ ভুঙ্ক্তে শেষং জ্ঞানেন দহতে ।

শারীরং হিতরং কৰ্ম তদ্বৈষিপ্রিয়বাদিনোঃ ॥

অনারকঃ হি জ্ঞানেন নিবীৰ্য্যঃ ক্রিয়তে তথা ॥”

অপি চ অশ্রু জীবন্মুক্তশ্চ 'প্রারকভোগার্থঃ শরীরধারণে
কো দোষঃ ? ২থা উৎখাতদংষ্ট্রোরগবৎ অবিভ্যাকার্যাদ্বেহদ্বয়ম্
অস্তি, তৎ কিং করিষ্যতি ? ২১৬

বলিয়াছেন—ব্রহ্ম অধিগত হইলে পূৰ্ব্বকৃত এবং বর্তমান শরীরে কৃত
পাপ সকল বিলিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হয়,” “তাঁহার পুত্র তাঁহার ধন-সম্পত্তি
অধিকার করে, সুহৃদগণ পুণ্যগ্রহণ করেন, এবং শত্রু সকল পাপ গ্রহণ
করে।” “তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না, এই স্থলেই সম্যাকরূপে
বিলীন হয়।” ২১৫

জ্ঞানীর অনারক কৰ্ম নিবীৰ্য্য হয় ।

তাঁহার পর জ্ঞানী ব্যক্তি প্রারক নিশ্চয়ই ভোগ করে, অবশিষ্ট কৰ্ম
অর্থাৎ সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কৰ্ম জ্ঞানদ্বারা দহ হইয়া যায় ; শরীরদ্বারা
নিম্পাত্ত অশ্রু কৰ্ম তাঁহার শত্রু এবং তাঁহার প্রিয়বাদিগণ গ্রহণ করে ;
আর বাহ্যার ফল আরক হয় নাই, তাহা জ্ঞানদ্বারা নিবীৰ্য্য হইয়া যায় ।
অর্থাৎ আর ফলপ্রসূ করিতে পারে না, অর্থাৎ অশ্রু শরীর ধারণ
করাইতে পারে না ; আর এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির প্রারকভোগার্থ শরীর
ধারণেই বা দোষ কি ? যেমন উৎখাদিতদন্ত সর্প কিছুই করিতে পারে
না, তদ্রূপ অবিভ্যার কার্য এই লিঙ্গদেহ এবং স্থলদেহ থাকে, কিন্তু তাহা
জন্মগ্রহণ করাইতে পারে না ১২১৬

স্বামিন্ ! কারণনাশে কার্যম্ অস্তি, তন্তুনাশে পটঃ
অস্তি, ইতি কুত্র দৃষ্টম্ ? ২১৭

উচ্যতে—কারণনাশে কার্যম্ অস্তি—ইতি লোকে
দৃশ্যতে । যথা রজ্জুস্বরূপে জ্ঞাতে সর্পজ্ঞানং নিবর্ততে, তথাপি
ভয়জনিতং কম্পাদিকং বর্ততে । ২১৮

তথা চ শ্রুতিঃ—“যদ্ যথা অহিনিষ্যয়নী বন্ধ্যীকে মৃত্যু-
প্রত্যস্তা শয়িতা এবমেব ইদং শরীরম্” । অস্মিন্ বিদ্ব-
চ্ছরীরে পতিতে স্থিতে বা স মুক্ত ইতি ।

শ্রুতিরপি—“সদৈব মুক্তঃ” ইতি । “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মা-
প্যোতি, বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে” । স্বভাবতঃ হং নিতমুক্ত এব । ২১৯

কারণনাশেও কায্য থাকে ।

শিষ্য বলিলেন—প্রভো ! কারণের নাশেও কায্য থাকে, যেমন
তন্তুনাশে পট থাকে,—ইহা কোথায় দেখিয়াছেন ? অর্থাৎ অজ্ঞানের
আবরণনাশে অজ্ঞানসমুত স্থলস্থলদেহ কি করিয়া থাকিতে পারে ? ২১৭

গুরু বলিলেন—“বলিতেছি, দেখ—কারণের নাশ হইলেও কার্য্য
থাকে—ইহা লোকমধ্যে দেখা যায় । যেমন রজ্জুর স্বরূপের জ্ঞান হইলে
সর্পজ্ঞান নষ্ট হয়, কিন্তু তথাপি সেই সর্পজ্ঞানজন্ম যে ভয় এবং সেই
ভয়জন্ম যে কম্পাদি তাহা কিয়ৎকাল থাকে । ২১৮

জ্ঞানী সদাই মুক্ত ।

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—যেমন সর্পের খোলস বন্ধ্যীকে মৃত ও বিকৃত-
ভাবে শায়িত থাকে, ঠিক তদ্রূপই এষ্ট শরীর পড়িয়া থাকে । অর্থাৎ
বিদ্বান্ ব্যক্তির এই শরীর পতিতই হউক, অথবা থাকুকই, তিনি মুক্তই ।

অন্য শ্রুতিতেও আছে—তিনি সদাই মুক্ত, ব্রহ্মই হইয়া অর্থাৎ
ব্রহ্মাকার অন্তরঙ্গবৃত্তির দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, বিমুক্ত হইয়া অর্থাৎ

ইদানীমপি যথা স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নগতভয়েনৈব প্রবুদ্ধঃ স্বপ্নব্যবহারে সৰ্ব্বস্মিন্ মিথ্যাভূতে নিরস্তে সত্যস্বরূপং স্বয়মেব অবশিষ্ট্যতে, তথৈব ভ্রান্তিমূলসংসারমহাস্বপ্নব্যবহারে সৰ্ব্বস্মিন্ মিথ্যাভূতে নিরস্তে সত্যস্বরূপং স্বয়মেব অবশিষ্ট্যতে ।২১০

ননু প্রারককৰ্ম্মক্ষয়াৎ শরীরনাশঃ, শরীরনাশাৎ পুন-
র্জন্মাভাবঃ, সৰ্ব্ববিশেষরহিতং শূন্যমেব জাতম্ । তর্হি নৈব
অয়ম্ ইতি ?

উচ্যতে—স্ভাবতঃ ত্বং নিত্যমুক্ত এব । কিং চ প্রমাণ-
বিষয়ত্বাৎ নাস্তি ব্রহ্ম ইতি (ন) প্রসজ্যতে ।২২১

স্ভাবতঃই মুক্ত থাকিয়াও অজ্ঞাননাশপ্রযুক্ত বিমুক্ত হন, অর্থাৎ তুমি
স্ভাবতঃ নিত্য মুক্তই ।২১২

জ্ঞানীর স্বরূপে অবস্থিতি ।

এখনও যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নগতভয়ের দ্বারাই জাগরিত হয় ও সমুদায়
মিথ্যাভূত স্বপ্নব্যবহার নিরস্ত হইয়া সত্যস্বরূপ স্বয়ংই অবশিষ্ট থাকে,
তদ্রূপই মিথ্যাভূত সমুদায় ভ্রান্তিমূলক সংসাররূপ মহাস্বপ্নব্যবহার
নিরস্ত হইলে সত্যস্বরূপ স্বয়ংই অর্থাৎ আত্মাই অবশিষ্ট থাকে ।২২০

শরীরাদির নাশে শূন্যত্বের শঙ্কানির্দাস ।

বদি বলা হয়—প্রারককৰ্ম্মের ক্ষয়ে শরীরের নাশ হয়, শরীরের নাশ
হইলে পুনর্জন্মের অভাব হয়, এইরূপে সৰ্ব্ববিশেষরহিত শূন্যই হইয়
গেল, আর তাহা হইলে আত্মাই অবশিষ্ট থাকে—একথা আর বলা
যায় না ?

তাহা হইলে বলিতে হইবে, স্ভাবতঃ তুমি নিত্যমুক্তই এবং
বেদরূপ শব্দ-প্রমাণের বিষয় বলিয়া “ব্রহ্ম নাই” এইরূপ কথা উঠিতেই
পারে না ।২২১

অথ বেদপ্রশস্তং সত্যস্বরূপং স্বয়মেব অবশিষ্ট্যতে, তৎ
কিমর্থম্ অঙ্গীকরণীয়ম্ ? ২২২

তৎ অসৎ, শৃণু—

নির্ম্মুচ্যাপি হুচং সর্পঃ স্বস্বরূপং ন মুঞ্চতি ।

নাস্ত্যাত্মেতি চ যো হেতু রিতি বক্তুং ন যুক্ত্যতে ॥২২৩

কিং চ—

“যথা চন্দ্রোহন্ধভাবেন মলিনত্বান্ন দৃশ্যতে ।

অমাবস্ত্যাং যথা চন্দ্রঃ কৰ্ম্মযোগাৎ ন দৃশ্যতে ।

মায়াযোগাৎ তথা দ্রষ্টু র্ব্যবহারো ন দৃশ্যতে” ॥২২৪

বেদোক্ত ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকে কেন ?

আর যদি বল—সংসারস্বরূপ মহাস্বপ্ন-ব্যবহার নিরস্ত হইলে বেদে
প্রসিদ্ধ সত্যস্বরূপ স্বয়ংই অর্থাৎ ব্রহ্মই যে অবশিষ্ট থাকে, তাহা কেন
অঙ্গীকার করিতে হইবে ? ২২২

তাহা হইলে বলিব—তাহা অনঙ্গীকার করা ভাল নহে, শুন—
সর্প যেমন খোলস ত্যাগ করিলেও নিজ স্বরূপ ত্যাগ করে না, তদ্রূপ
“আত্মা নাই” এবং আত্মা নাই বলিবার যে “হেতু” কি, তাহা বলিতে
পারা যায় না ২২৩

অজ্ঞানপ্রযুক্ত ব্রহ্মের জ্ঞান হয় না ।

আরও বলা হয়—যেমন অন্ধতাবশতঃ যে দৃষ্টিমালিণ্ড হয়, সেই
দৃষ্টিমালিণ্ডপ্রযুক্ত চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং যেমন অমাবস্তাতে জীবা-
দৃষ্টরূপ কৰ্ম্মযোগহেতু চন্দ্র দেখা যায় না, (যেহেতু জীবের কৰ্ম্মফল-
ভোগের জগুই ঈশ্বরকর্তৃক জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে) তদ্রূপ আত্মার
সহিত মায়াব সম্বন্ধবশতঃ দ্রষ্টৃস্বরূপ আত্মার ব্যবহার দেখা যায় না,
অর্থাৎ আত্মার জ্ঞান জন্মে না ২২৪

“অথাস্ত্র আদেশো নেতি নেতি অন্বুলম্ অনণু
অহুস্বম্ অদীর্ঘম্ অলোহিতম্” ইতি ঋতে: ১২২৫

“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”

“যদ্বাচো ন অভ্যুদিতম্” ইত্যাদিনিষেধস্য সিদ্ধিঃ
নাস্তি, সর্বস্ব নিষেধস্ত সাবধিত্বাৎ । অতএব সত্যস্বরূপঃ
অবশিষ্টতে ১২২৬

যন্নিষেধদ্বারা অসহুত্বং তৎ সর্বং প্রপঞ্চস্ত ন তু আত্মনঃ ।
যদি আত্মনঃ অসহুত্বং ভবতি, বক্ষ্যাপুঞ্জেন কার্য্যং কথং (ন)
নির্বহতি ? অতএব সদেব প্রমাণম্ আত্মনঃ ১২২৭

শ্রুতি বলিয়াছেন—“এক্ষণে আত্মবিষয়ে উপদেশ এই—ইহা নহে,
ইহা নহে, অর্থাৎ এই দেহ আত্মা নহে ; আত্মা স্থূল নহে, অণু নহে
দ্রব নহে, দীর্ঘ নহে, লোহিত বর্ণ নহে অর্থাৎ নির্মূল” ইত্যাদি ১২২৫

নিষেধের সীমায় আত্মা ।

তাহার পর “যে আত্মাকে না পাইয়া মনের সহিত বাক্য নিবৃত্ত হয়,
অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা বলা যায় না” ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যে নিষেধ
করা হইয়াছে, তাহার সিদ্ধিই হয় না, যদি আত্মা না থাকে ; যেহেতু
সকল নিষেধের সীমা আছে, অর্থাৎ সমুদায়ের নিষেধ সম্ভবপর নহে ।
অতএব সত্যস্বরূপ আত্মাই অবশিষ্ট থাকে ১২২৬

“নেতি নেতি” নিষেধ আত্মার নহে ।

“নেতি নেতি” বলিয়া যাহার নিষেধ করিয়া অসৎ বলা হইয়াছে
সে সমস্ত নিষেধ প্রপঞ্চেরই নিষেধ, আত্মার নিষেধ নহে । যদি উক্ত
শ্রুতিতে আত্মার অসত্তা কথিত হইত, তাহা হইলে বক্ষ্যাপুঞ্জের দ্বারা
কিরূপে কার্য্য নির্বাহ হয় ? অর্থাৎ বক্ষ্যাপুঞ্জের দ্বারা কার্য্য নির্বাহ
হইতে পারিত । অতএব সত্তাই আত্মার প্রমাণ ১২২৭

সংসম্পত্তিসম্ভাবে ঋতিঃ প্রমাণম্—“সদেব সৌম্যোদম্
অগ্র আসীৎ” “সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম” ।

স্মৃতিরপি—“অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্”
ইত্যাদি । ২২৮

কিং চ ব্রহ্মসম্ভাবে প্রমাণাপেক্ষা নাস্তি ; স্বতঃপ্রমাণং
ব্রহ্ম ; জাগ্রদবস্থাভ্রয়েষু প্রমাতৃত্বাব্যভিচারাৎ কূটস্থনিত্যতা
সিদ্ধিঃ । ২২৯

স্বষুপ্তৌ ব্যভিচরতি—ইতি চেৎ ? ন । তত্রাপি প্রমেয়ত্ব-

আত্মা সংস্করণ ।

আত্মার সংসম্পত্তির সম্ভাবে অর্থাৎ আত্মার সংস্করণতায় ঋতি
প্রমাণ, যথা—হে সৌম্য ! ইহা অগ্রে অর্থাৎ সংই ছিল” “ব্রহ্ম সত্য
জ্ঞান ও অনন্ত ।”

স্মৃতিতেও আছে—“যাহা দ্বারা এই সমুদায় ব্যাপ্ত তাহাকে
অবিনাশি বলিয়া জানিও ।” ইত্যাদি ২২৮

ব্রহ্মে প্রমাণের অপেক্ষা নাই ।

তাহার পর ব্রহ্ম যে আছেন—এ বিষয়ে প্রমাণের অপেক্ষাই নাই ।
যেহেতু ব্রহ্ম স্বতঃপ্রমাণ । ইহার কারণ, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই
অবস্থাভ্রয়ে প্রমাতৃত্বের ব্যভিচার নাই । এইরূপে ব্রহ্মের কূটস্থনিত্যতা
সিদ্ধ হয় । ২২৯

সুষুপ্তিতে প্রমেয়ত্বই নিষেধ, প্রমাতৃত্বের নিষেধ নহে ।

যদি বল—সুষুপ্তিতে প্রমাতৃত্বের ব্যভিচার হয়, অর্থাৎ সুষুপ্তিতে
প্রমাতা থাকেন, সুতরাং তাহার কূটস্থনিত্যতা কিরূপে সিদ্ধ হয় ?

ইহার উত্তর এই যে—এ আশংকা ঠিক নহে । কারণ, সেখানে যে
নিষেধ করা হয়, তাহা প্রমেয়ত্বেরই নিষেধ করা হয় । দেখ—লোকে

মেব নিবারয়তি ; সৰ্ব্বঃ লোকঃ কথং ন অহম্ অত্র স্মৃপ্তে
কিঞ্চিৎ উপলব্ধবান্—ইতি ন প্রমাতৃত্বম্ । ২৩০

অসিদ্ধস্ত হি বস্তুনঃ পরিস্থিতিং প্রতি প্রমাণাপেক্ষা ন তু
আত্মনঃ । ২৩১। আত্মনশ্চেৎ প্রমাণাপেক্ষাসিদ্ধিঃ, কস্ত প্রমাতৃত্বং
স্তাৎ ? যস্ত প্রমাতৃত্বং স এব আত্মা ইতি নিশ্চীয়তে । ততঃ
স্বতঃসিদ্ধ এব আত্মা, ন প্রমাণাপেক্ষা । ২৩২

যদ্ব ইদং দৃশ্যজাতং তদ্ব অবিজ্ঞয়া কৃতং প্রতীতিমাত্রম্ ।
কূটস্থনিত্যতাসিদ্ধত্বাৎ আত্মসত্তাসামান্যম্ অনুম্নাতং বৰ্ত্ততে
এব । “নাভাবো বিদ্যতে সতঃ” অতঃ সৎ স্থূলং কার্য্যম্, অসৎ
সূক্ষ্মং কারণম্ । তৎ সৰ্ব্বং চিদ্ বিবৰ্ত্তিতরূপেণ ব্রহ্মৈব ভাতি । ২৩৩

কেন বলে—‘আমি এই স্মৃপ্তি কালে কিছুই উপলব্ধি করি নাই’ ?
এইহেতু স্মৃপ্তিকালে প্রমেয়ত্বেরই নিষেধ হয়, প্রমাতৃত্বের নিষেধ
হয় না । ২৩০

অসিদ্ধ বস্তুর জন্তই প্রমাণাপেক্ষা ।

যে হেতু অসিদ্ধ বস্তুরই পরিস্থিতির জন্ত প্রমাণের অপেক্ষা
থাকে, কিন্তু আত্মার জন্ত নহে । ২৩১। আত্মায় যদি প্রমাণের অপেক্ষা
সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে কাহার প্রমাতৃত্ব হইবে ? অতএব যাহার প্রমাতৃত্ব
তিনিই আত্মা—ইহাই নিশ্চিত হইতেছে ; আর তাহা হইলে স্বতঃসিদ্ধই
আত্মা, তাহার আর প্রমাণাপেক্ষা নাই । ২৩২

দৃশ্য—অবিজ্ঞাকৃত ও চিদবিবৰ্ত্ত ।

এই যে দৃশ্যসমূহ তাহা অবিজ্ঞাকৃত এবং প্রতীতিমাত্র, অর্থাৎ
ইহার জ্ঞানই হয় কিন্তু ইহা বস্তুতঃ নাই । বস্তুতঃ আত্মার কূটস্থ-
নিত্যতা সিদ্ধ হয় বলিয়া এই দৃশ্যসমূহে সামান্যভাবে আত্মসত্তা
অনুম্নাত হইয়া রহিয়াছে । যেহেতু “সদ্বস্তুর অভাব হয় না,” এই-

তথা চ—

বিস্তারঃ সৰ্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ ।

দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্ যস্মাদ্ তদ্ভেদো ন বিচক্ষণৈঃ ॥২৩৪

যস্মাৎ জ্ঞানাৎ স্বতে নাস্তি অর্থসত্তা, তস্মাৎ জ্ঞানং তু
কথম্ একং বহুধাকারম্ ? ২৩৫

শৃণু—অনিৰ্ব্বাচ্য মহতী মায়ালক্ষণা শক্তিঃ, যথা নানা
ভাবং নয়তি । তথা চ শ্রুতিঃ—

“ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে” ১২৩৬

হেতু যাহা স্থূল ও সূক্ষ্ম তাহা কাৰ্য্য, এবং যাহা অসং ও সূক্ষ্ম তাহাই
কারণ । সেইহেতু সমস্তই চিদ্বিবক্তিরূপে ব্রহ্মই ১২৩৩

বিশ্ব জগৎ বিষ্ণুই বিস্তার ।

আর তাহাই কথিত হইয়াছে—যেহেতু পণ্ডিতগণকর্তৃক সৰ্বভূত
স্বরূপ বিষ্ণুর বিস্তারই এই বিশ্বজগৎ বলিয়া দেখা উচিত, সেইহেতু
আত্মার ত্রায় তাহার ভেদ নাই । অর্থাৎ আত্মার সহিত যেমন
বিষ্ণুরূপ ব্রহ্মের ভেদ নাই, তদ্রূপ এই জগতেরও সহিত তাহার ভেদ
নাই । যেহেতু সকলই ব্রহ্মের বিবর্ত ১২৩৪

এক জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের নানাত্ব ।

শিষ্য বলিলেন—যেহেতু জ্ঞান ব্যতিরেকে বিষয়ের সত্তা নাই, সেই
হেতু নানা প্রকার জ্ঞান কিরূপে একই প্রকার হয় ? ২৩৫

গুরু বলিলেন—শুন, মায়াৰূপ শক্তি যেমন নানাভাব প্রাপ্ত হয়,
তদ্রূপ অনিৰ্ব্বচনীয় অর্থাৎ সদসদৃভিন্না মহতী শক্তিবশে একই জ্ঞান-
স্বরূপ ব্রহ্ম নানা আকার ধারণ করেন ।

এ বিষয়ে শ্রুতি যথা—“ইন্দ্রিয় অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়াৰ দ্বারা নানারূপ
ধারণ করেন” ১২৩৬

নমু “দ্বাবেতো ব্রহ্মণঃ রূপঃ” ইতি উক্তত্বাৎ বাস্তবং দ্বৈতং
ভবতু ? ২৩৭

মৈবম্ । অবিদ্যায়া কৃতত্বাৎ দ্বৈতমেব ন বাস্তবম্ ।
তথা চ—

“যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তৎ ইতর ইतरং পশুতি,
ইतर ইतरং জিহ্বতি, যত্র তু অশ্রু সৰ্বম্ আত্মা এব অভূৎ
তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং জিহ্ব্যেৎ ? যেন ইদং সৰ্বং
বিজ্ঞাতং তৎ কেন বিজ্ঞানীয়াৎ ? নান্থঃ অস্তি শ্রোতা নান্থঃ
অস্তি দ্রষ্টা, নান্থঃ অস্তি বিজ্ঞাতা, যদ্ অয়ং সৰ্বম্ আত্মা ;
বিজ্ঞাতারমেব কেন বিজ্ঞানীয়াৎ ?” ইতি । ২৩৮

ব্রহ্মের দ্বৈবিধ্যপ্রযুক্ত দ্বৈতের সত্যাশংকা নিরাস ।

যদি বল “ব্রহ্মের রূপ এই দুইটা” এই শ্রুতিতে দ্বৈততত্ত্ব বলায়
দ্বৈতবস্তু মিথ্যা কেন হইবে ? উহা বাস্তবই হইবে না কেন ? ২৩৭

তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে । দ্বৈতমাত্রই অবিচ্ছিন্ন
বলিয়া বাস্তব নহে ।

ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব শ্রুতি প্রমাণ ।

এ বিষয়ে শ্রুতি আছে, যথা—(যাহা বাস্তবিক অদ্বৈততত্ত্ব তাহা)-
যখন দ্বৈতসদৃশ হয়, অর্থাৎ যে অবস্থায় অদ্বৈতবস্তু দ্বৈতের ন্যায় প্রতীত
হয়, তখন একে অপরকে দেখে, একে অপরকে আভ্রাণ করে, কিন্তু যে
অবস্থায় এই পুরুষের সমুদায় আত্মাই হইয়া যায়, তখন কাহার দ্বারা
কাহাকে দেখিবে ? কাহার দ্বারা কাহাকে আভ্রাণ করিবে ? বাহার দ্বারা
এই সমুদায় বিজ্ঞাত হয়, তাহাকে কিসের দ্বারা জানা যাইবে ? অগ্নি
শ্রোতা নাই, অগ্নি দ্রষ্টা নাই, অগ্নি বিজ্ঞাতা নাই, যেহেতু এই সমুদায়
‘আত্মাই, বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে ?’ ইত্যাদি । ২৩৮

ଏତৎ ସର୍ବମ୍ ଅଧିକମ୍ ଆତ୍ମା ଏବ, ଅତଃ ତଦ୍ଭାସକଂ ନିତ୍ୟ-
ଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧମୁକ୍ତସ୍ବଭାବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଚୈତନ୍ତମେବ ଆତ୍ମା ତଥାମ୍—ଇତି
ବେଦାନ୍ତବିଦନ୍ତୁଭବଃ । ୧୨୦

ଅତିଶୁଦ୍ଧପ୍ରସାଦେନ ଜାୟମାନବ୍ରହ୍ମାପରୋକ୍ଷବୃତ୍ତିସାଧନେନ
ପ୍ରବୁଦ୍ଧା ସର୍ବମିଥ୍ୟାଭୂତେ ଅପ୍ରମେୟଂ ସ୍ବୟମେବ ଅବଶିଷ୍ଟାତେ । ୧୨୧

ମାୟାନିଦ୍ରାୟାଃ ପ୍ରବୁଦ୍ଧଃ ସନ୍ ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତଃ ପ୍ରାରବ୍ଧକର୍ମଜନିତ-
ଫଳାବଧି ଲୋକମ୍ ଅଭୁଗ୍ନୁକୁନ୍ ପୂର୍ବବଂ ତିଷ୍ଠତି । ୧୨୨

ବେଦାନ୍ତବିଦେର ଅନୁଭବ ।

ଏହି ଅଧିକ ସମୁଦାୟ ଆତ୍ମାହି, ଏହିହେତୁ ଏହି ସମୁଦାୟେର ପ୍ରକାଶକ ନିତ୍ୟ
ଶୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧ, ମୁକ୍ତସ୍ବଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ଚୈତନ୍ତ ଆତ୍ମାହି ତଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦାୟେର
ପ୍ରକୃତସ୍ବରୂପ, ଇହାହି ବେଦାନ୍ତବିଦ୍ଗଣେର ଅନୁଭବ । ୧୨୦

“ଆମି ବ୍ରହ୍ମ” ଜ୍ଞାନ ଏବଂ “ସର୍ବଜ୍ଞତ ମିଥ୍ୟା” ଜ୍ଞାନହି ଚରମ ସାଧନ ।

ଶୁଦ୍ଧର ଅତିଶୟ ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଲେ ଅନ୍ତଃକରଣେର ସେ ବ୍ରହ୍ମସାକ୍ଷାତ୍‌କାରାତ୍ମକ
ବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ “ଆମି ବ୍ରହ୍ମ” ଏହିରୂପ ଭାବ ଜନ୍ମେ, ତାଦୃଶ ବୃତ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରୂପ
ସେ ସାଧନ, ସେହି ସାଧନଦ୍ବାରା ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗଦ୍ରୂପ ସ୍ବପ୍ନ ହିତେ
ଜାଗ୍ରତ ହିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତେର ସମୁଦାୟ ମିଥ୍ୟା ବଳିଆ ନିଶ୍ଚୟଜ୍ଞାନ ହିଲେ
ଅପ୍ରମେୟସ୍ବରୂପ ସ୍ବୟଂହି ଅବଶିଷ୍ଟ ଥାକେ । ୧୨୧

ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତେର ଲୋକାନ୍ତର୍ଗତ ଓ ବାହ୍ୟହାର ।

ଏହି ସମୟ ମାୟାନିଦ୍ରା ହିତେ ପ୍ରବୁଦ୍ଧ ହିୟା ଜୀବନ୍ମୁକ୍ତପୁରୁଷ ପ୍ରାରବ୍ଧକର୍ମ-
ଜନିତ ସେ ଫଳସମୂହ ତାହା ସତ୍ତାଦିନ ନା ଶେଷ ହୟ, ତତ୍ତାଦିନ ଲୋକ ସକଳକେ
ଅଭୁଗ୍ନୁହିତ କରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଦିଗକେ ଜ୍ଞାନୋପଦେଶ ଦିୟା ଏବଂ ସ୍ବର୍ଦ୍ଧେ
ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାହିୟା ପୂର୍ବେର ଶ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହିବାର
ପୂର୍ବେ ସେରୂପ ସ୍ବର୍ଦ୍ଧାଚରଣ କରିୟା ଆସିତେହିଲେନ, ସମୁଦାୟ ମିଥ୍ୟା ନିଶ୍ଚୟ
କରିୟାଓ ସେହି ଭାବେ ଅବସ୍ଥାନ କରେନ । ୧୨୨

শাস্ত্রমপি—

জ্ঞাত্বাপাসর্পং সর্পোথং যথা কৃষ্ণং ন মুঞ্চতি ।

বিশ্বস্তাহখিলমোহোহপি মোহকার্য্যং তথাঅনি ॥২৪২

অশু জীবমুক্তশু দেহধারণং লোকশু উপকারার্থম্ ইতি ।

ঋতিরপি—“আসনাচ্ছাদনশরীরং ন উপভোগার্থায় চ পরিগ্রহেৎ” ১২৪৩

ভো ভগবন্ ! লোকশু কং উপকারঃ ? .

উপকারঃ—ত্রিবিধশ্চ ইতি । তৎ কথম্ ? ইথম্—দর্শনং ভজনং সন্তাষণং চ ইতি ১২৪৪। দর্শনেন পাপক্ষয়ো ভবতি, ভজনেন চ উত্তরোত্তরং বুদ্ধিঃ, সন্তাষণেন শ্রেয়ো মোক্ষো ভবতি ১২৪৫

শাস্ত্রও বলিয়াছেন—রজ্জ্বকে সর্প নহে বলিয়া জানিয়াও যেমন কৃষ্ণাদি ভ্যাগ হয় না, অখিল মোহ বিশ্বস্ত হইলেও আত্মাতে মোহ-কার্য্য তদ্রূপ ভ্যাক্ত হয় না, অর্থাৎ “আমি কর্ত্তা” জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াও জ্ঞানী বাবহার করেন ১২৪২

জীবমুক্তের কিছুই নিজের জন্ত নহে ।

এই জীবমুক্ত পুরুষের দেহধারণ লোকের উপকারের জন্ত । এ বিষয়ে ঋতিও বলিয়াছেন—“আসন, আচ্ছাদন অর্থাৎ বস্ত্রাদি, এবং নিজ শরীর—ইহাদিপকে উপভোগের জন্ত বলিয়া স্বীকার করিবে না” ১২৩৩

দর্শন, ভজন ও সন্তাষণদ্বারা লোকোপকার ।

শিগ্ৰু বলিলেন—হে ভগবন্ ! লোকের সেই উপকার কিরূপ ?

গুরু বলিলেন—উপকার তিন প্রকার । তাহা কিরূপ ? শুন,—তাহা—দর্শন, ভজন এবং সন্তাষণস্বরূপ ১২৪৪। দর্শনদ্বারা অর্থাৎ জীবমুক্তের দর্শন করিলে লোকের পাপক্ষয় হয়, ভজনদ্বারা অর্থাৎ জীবমুক্তের

এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবস্বরূপঃ অহম্ । এবংবিধঃ
বোধঃ ; আচার্য্যপ্রসাদাৎ অজ্ঞানপ্রবুদ্ধঃ সংসারবিনিম্মুক্তঃ
ভবতি । ২৪৬

শ্রুতিরপি—“আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদ,” “আচার্য্যাদেব
বিদ্যা বিদিতা” “তরতি শোকম্ আত্মবিৎ” । “ক্ষীয়ন্তে চাস্ত
কস্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাহবরে ।” “জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকস্মাণি
ভস্মসাৎ কুরুতে তথা” “ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি” । ২৪৭

ইদানীম্ অন্ত্রবিদ্যোপাসনে দোষম্ আহ—অন্ত্রবিদ্যাঃ
ক্রিয়া উপদিশন্তি, কালান্তরে অনিত্যফলতাং দর্শয়ন্তি । ২৪৮

প্রতি ভক্তি করিলে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়, এবং সম্ভাষণদ্বারা অর্থাৎ
জীবমুক্তের সহিত কথাবার্তা করিলে শ্রেয়ঃস্বরূপ মোক্ষলাভ হয় । ২৪৫

ব্রহ্মজ্ঞানে গুরুকৃপার প্রয়োজন ।

এইরূপে আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্যস্বভাবস্বরূপ । ইহাই বোধ
অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান । আচার্য্যের প্রসাদে ইহার দ্বারা অজ্ঞান হইতে
প্রবুদ্ধ হইয়া জীব সংসার হইতে বিনিম্মুক্ত হয় ২৪৬

শ্রুতিও বলিয়াছেন—আচার্য্যাবান্ পুরুষই জানেন, অর্থাৎ যিনি
আচার্য্যের নিকট হইতে উপদেশ লাভ করেন, তিনি ব্রহ্মকে জানিতে
পারেন । “আচার্য্য হইতেই বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান বিদিত হয় ।” যিনি
আত্মজ্ঞ তিনি শোক অতিক্রম করেন” “সেই পরাহবর ব্রহ্মের দর্শন হইলে
জীবের কণ্ড সমুদয় কণ্ড প্রাপ্ত হয়” “জ্ঞানরূপ অগ্নি, ইন্ধনকে ভস্মীকরণের
দ্বারা সমুদয় কণ্ড ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে,” “ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন” । ২৪৭

অধ্যাত্মবিদ্যা ভিন্ন অন্ত্রবিদ্যার দোষ ।

একণে অন্ত্র বিদ্যার উপাসনা করিলে দোষ হয় বলিতেছেন—অন্ত্র
বিদ্যাসমূহ ক্রিয়ার উপদেশ করে, অর্থাৎ ক্রিয়া করিতেই বলে, স্মৃতির

শ্রুতিরপি—“সৰ্ববিদ্যা ক্রিয়াপরা, যদি ক্রিয়াফলং মোক্ষো ভবেৎ, অনিত্যত্বং প্রসজ্যতে, ঘটবৎ,” স্বর্গাদিঃ ন স্ত্যাৎ ইতি—অয়মেব অর্থঃ ।২৪৯

শ্রুতিরপি আহ—“তদ্ যথৈহ কৰ্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেব অমৃত পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে” ইতি ।২৫০

স্মৃতিরপি—ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশস্তি” অতঃ আচরণে দুঃখং, ফলে স্পর্ধা দুঃখং ; ভোগান্তে পতনং দুঃখম্ ।২৫১

এবম্ অন্ত্রবিদ্যোপাসনে দুঃখাৎ দুঃখম্ আপ্নোতি ।২৫২

সমায়ান্তরে তাহাদের ফল যে অনিত্য তাহাই তাহারা বুঝাইয়া দেয় । তাহাতে অজ্ঞান নষ্ট হয় না, অর্থাৎ মোক্ষ হয় না ।২৪৮

শ্রুতি বলিয়াছেন—“অপর সমুদায় বিদ্যা ক্রিয়াপর, মোক্ষ কিন্তু ক্রিয়ার ফলরূপ নহে ; যদি মোক্ষ—ক্রিয়ার ফলরূপ হইত, তাহা হইলে ঘটাদি উৎপন্ন বস্তুর ত্রাণ, তাহা অনিত্য হইত ।” এইহেতু স্বর্গাদি মোক্ষ নহে । অর্থাৎ ক্রিয়ারই ফল স্বর্গাদি ; মোক্ষ যদি ক্রিয়ার ফল হইত, তাহা হইলে স্বর্গাদি আর মোক্ষ ভিন্ন হইত না, স্তত্রাং থাকিতও না ।২৪৯

কৰ্ম্মফলের অনিত্যতা ।

এবিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন—কৰ্ম্মাজ্জিত লোক যে শর্যাদি তাহা যেরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পরলোকে পুণ্যাজ্জিত লোক যে স্বর্গাদি তাহাও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।২৫০

স্মৃতিও বলিয়াছেন—“পুণ্যক্ষয় হইলে জীব মর্ত্যালোকে প্রবেশ করে ।” অতএব কৰ্ম্মাচরণে দুঃখ, কৰ্ম্মের ফল যখন হয় তখন স্পর্ধা জন্মে এবং তাহার ফলে দুঃখই হয় । আর কৰ্ম্মের ফল ভোগ হইয়া গেলে পতনরূপ দুঃখ হয় ।২৫১। এইরূপে অন্ত্র বিদ্যার উপাসনায় উত্তরোত্তর দুঃখই লাভ হইয়া থাকে ।২৫২

ঋতিরপি—“মৃত্যোঃ স মৃত্যুং আপ্নোতি য ইহ নানৈব
পশ্যতি ।” “যঃ অগ্নিদেবতাম্ উপাসতে স দেবানাং পশুঃ”
“অগ্নোহসৌ অগ্নোহহম্ অগ্নি ইতি উপাসতে ন স বেদ যথা
পশুঃ” ১২৫৩

তস্মাৎ অগ্নিবিদ্যাং পরিত্যজ্য ইমম্ অধ্যাত্মবিদ্যাম্
আশ্রয় ১২৫৪

সা বিদ্যা কীদৃশী ? অত্র শ্রীভগবতা উক্তম্—

“রাজবিদ্যা রাজগৃহং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।

প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যাং সুসুখং কৰ্ত্তুমব্যয়ম্ ॥” ১২৫৫

(গীতা) ৯।২

ব্রহ্মে নানাঙ্কদর্শন পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কারণ ।

এ বিষয়ে ঋতিও আছে—এই ব্রহ্মমধ্যে যে ‘নানা’ দেখে, সে মৃত্যু
হইতেও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।” “যে
অগ্নি দেবতার উপাসনা করে সে দেবগণের পশু অর্থাৎ দেবগণের
ভোগ্যবস্তুবিশেষ” “তিনি অর্থাৎ ব্রহ্ম অগ্নি,—আগি অগ্নি, এইরূপে যিনি
উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না, যেমন পশুগণ
জানে না” ১২৫৩

সেই হেতু তুমি অগ্নি বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া এই অধ্যাত্মবিদ্যা
আশ্রয় কর ১২৫৪

ব্রহ্মবিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব ।

যদি বল—সেই বিদ্যা কিরূপ ? তবে শুন—এ বিষয়ে ভগবান্
বলিয়াছেন—ইহা রাজবিদ্যা, রাজগৃহ, ইহা পবিত্র, ইহা উত্তম, ইহা
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ধর্ম, ইহার অনুষ্ঠানে ও সুখ আছে, ইহা অব্যয় অর্থাৎ
অবিনশ্বর ২৫৫

কিং চ যথা অগ্নিহোত্রাদীনাং স্বর্গাদিকলং দর্শয়তি ক্রতি-
রপি, তথা ব্রহ্মবিদ্যাবিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং দর্শয়তি
ক্রতিরপি । ২৫৬

ক্রতয়ঃ ব্রহ্মবিদ্যানন্তরং মোক্ষং প্রদর্শয়ন্তি, মধ্যে
কাষ্যাস্তরং বারয়ন্তি; ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্—ইতি বেদানু-
শাসনম্, ইতি বেদানুশাসনম্ ইতি । ২৫৭

অথ শঠানাং ধূর্তানাং অশ্রদ্ধধানানাং নাস্তিকানাং
উৎপথগামিনাম্ এতাং বিদ্যাং ন প্রকাশয়েৎ । ২৫৮

“যস্মৈ দেবে পরাভক্তি র্থথা দেবে তথা গুরো ।

তস্মৈতে কথিতা ত্বর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥”

ইতি ক্রতেঃ । ২৫৯

আরও, ক্রতি যেমন অগ্নিহোত্রাদির ফল—স্বর্গ বলিয়াছেন, তদ্রূপ
ক্রতিই ব্রহ্মবিজ্ঞার বিশেষরূপ জ্ঞান হইতে যে পরমপুরুষার্থ লাভ হয়—
তাহাও বলিয়াছেন । ২৫৬

ক্রতিসমূহ বলিয়াছেন—ব্রহ্মজ্ঞানের অব্যবহিত পরেই মোক্ষ হয়,
ক্রতি, ব্রহ্মজ্ঞান ও মোক্ষের মধ্যে কাষ্যাস্তর বারণ করিয়াছেন । যেহেতু
“ব্রহ্মবিৎ পর প্রাপ্ত হন অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স লাভ করেন” ইহাই বেদের
অনুশাসন; ইহাই বেদের অনুশাসন । ২৫৭

অপাত্রে ব্রহ্মজ্ঞানদান অনুচিত ।

এখন ণঠ ধূর্ত অশ্রদ্ধালু স্তিক এবং উৎপথগামিগণকে এই বিজ্ঞা
দাবে না । ২৫৮। কারণ, ক্রতিতে আছে—“যাহার দেবতাতে পরাভক্তি
আছে, এবং দেবতাতে বৈরূপ ভক্তি সেইরূপ ভক্তি গুরুতেও আছে,
সেই মহাত্মার নিকট ইহা কথিত হইলে ইহা প্রকাশিত হয়” । ২৫৯

ଇତି ଶ୍ରୀସଂକ୍ଷିପ୍ତବେଦାନ୍ତଶାସ୍ତ୍ରପ୍ରକ୍ରିୟାଂ ଶ୍ରୀମତ୍ପରମହଂସ-
 ପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ-ଶ୍ରୀମତ୍-ଶଙ୍କରକୃତ-ବହିଃସ୍ମୁଧାନ୍ତ-
 ପ୍ରକରଣମ୍ ଅଜ୍ଞାନବୋଧିନୀ ନାମ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-
 ବିଦ୍ୟୋପଦେଶବିଧିଃ ସମାପ୍ତଃ । ୧୬୦

ଶ୍ରୀମତ୍ ପରମହଂସ ପରିବ୍ରାଜକାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀମତ୍ ଶଙ୍କରଭଗବତ୍ କୃତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ
 ବେଦାନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାତେ ବହିଃସ୍ମୁଧାନ୍ତଃପ୍ରକରଣରୂପ ଅଜ୍ଞାନବୋଧିନୀ
 ନାମକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମବିଦ୍ୟୋପଦେଶବିଧି ସମାପ୍ତ । ୧୬୦

শাক্তরত্নস্বরসারস

(উপদেশ প্রকরণ—দ্বিতীয় ভাগ ।)

—:—

আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ ।

(২)

—:—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক

সম্পাদিত ।

—

নিবেদন।

“আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ” গ্রন্থখানি “অজ্ঞানবোধিনী” গ্রন্থের দ্বায়—
অনুদিত হইয়া বোধ হয় বঙ্গদেশেই প্রথম মুদ্রিত হয়। স্বর্গীয় অন্নদাচরণ
বসু মহোদয় ১২৯২ সালে এই গ্রন্থ, বোধ হয়, বঙ্গাক্ষরে প্রথম প্রকাশ
করেন। কিন্তু তথাপি কোথাও শৃঙ্খরাচার্য্যের গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই
গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। পুণা, ত্রীরঙ্গম্ ও কালী
হইতে আচার্য্যের বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও ইহার
কোনও সংস্করণ দেখা যায় না। আমরা এক্ষণে এই গ্রন্থখানি যথাসাধ্য
গুহ্য করিয়া মূল, আনন্দগিরির টীকা এবং উভয়েরই বঙ্গানুবাদ সহ
প্রকাশিত করিলাম, এবং অকারাদিক্রমে সাজাইয়া শাক্তগ্রন্থরত্নাবলীর
উপদেশ প্রকরণের দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে দ্বিতীয় গ্রন্থরূপে সম্মিবেশিত
করিলাম।

পূর্বে এই গ্রন্থখানি যখন প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন ইহাকে
সূত্রাত্মক গ্রন্থরূপে মুদ্রিত করা হইয়াছিল। কিন্তু এ সংস্করণে আমরা
সেই সূত্রগুলিকে একটা একটা বিষয়বিশেষে বিভক্ত করিয়া একত্র ভাবে
বিষয়নির্দেশক শিরোনামাসহকারে প্রকাশিত করিলাম। ইহার
ভাষা দেখিয়া ইহাকে সূত্রাত্মক বলিয়া বোধ হয় না, এবং টীকাকারও
কোথাও সেইরূপ কোন কথা বলেন নাই। টীকাটির যে অনুবাদ প্রদত্ত
হইল, তাহাও বিষয়নির্দেশক শিরোনামাসহ মুদ্রিত করা হইল, এবং
উভয়েরই সূচীপত্র প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থখানি যে ভাবে রচিত তাহাতে মনে হয়, ইহা বিচারশীল উচ্চ-
শ্রেণীর জ্ঞানী সাধকের আত্মজ্ঞান অনুশীলনের জগুই লিখিত। ইহাতে
দেহ মন বুদ্ধি প্রভৃতি অনাত্মবস্তুকে দৃষ্ট করিয়া কিরূপে গুহ্য আত্মবস্তুকে

পৃথক্ করিয়া লইতে হয়—কিরূপে আত্মবস্তুতে মনন ও নির্দিধ্যাসন করিতে হয়, তাহাই ত্রায়ামুদিত ক্রমসংকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদান্তের তর্কবিচার যে উচ্চাঙ্গের জ্ঞানসাধনা, তাহা এই গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু বুঝিতে পারা যায়। গৃহস্থ পণ্ডিতগণের হস্তে বেদান্তশাস্ত্র পতিত হইবার পর কালক্রমে বেদান্তের বিচারকে সাধারণ পণ্ডিতবর্গ বেদান্তসম্প্রদায়ামুদিত তর্কশাস্ত্রবিশেষ বলিয়া বুঝিয়া আসিতেছেন এবং সেইরূপই আজ কাল বিদ্যালয়াদিতে পঠনপাঠন হইয়া থাকে। আজ কাল বেদান্তবিচারের চর্চা যেন মানবমনের একটা ক্রমবিকাশের স্তরের পরিচয় মাত্র—ইহা একটা প্রাচীরের মানবীয় চিন্তাধারার ইতিহাস-বিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কিন্তু সাধক-সন্ন্যাসী পণ্ডিতের নিকট এ শাস্ত্র পাড়িলে এ ধারণা প্রায়ই জন্মিতে পারে না। বেদান্তদর্শন শাস্ত্রভাষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধির ক্ষুরধারোপম স্তৌক্য বিচার, সাধক-সন্ন্যাসী পণ্ডিতের নিকট পঠিত হইলে পরম সাধনার সামগ্রী বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে—সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থ সেই জাতীয় সাধনার সারসংক্ষেপরূপ। এই দৃষ্টিতে এই গ্রন্থ খানি পঠিত হইলে এই গ্রন্থের প্রতি সুবিচার হইবে। আনন্দগিরির টীকাটি অতীব উপাদেয়। ইহা যেন বেদান্তসিদ্ধান্তের একটা সারসংগ্রহবিশেষ।

এই গ্রন্থের মূলের অনুবাদকাব্য আমিই করিয়াছি। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য বেদান্ত ও সর্বদর্শন তীর্থ—মহাশয় আনন্দগিরির টীকাটির অনুবাদকাব্য করিয়াছেন।

বিনীত

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

সম্পাদক।

মূলগ্রন্থের সূচীপত্র :

বিষয়	পৃষ্ঠা	ক্রিয়	পৃষ্ঠা		
প্রথমঃ খণ্ডঃ ।		তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।			
গ্রন্থারম্ভপ্রতিজ্ঞা	...	১	জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিবিচারের		
আত্মনির্ণয় প্রস্তাবনা	...	৯	আবশ্যিকতা	...	৬৬
দেহ আত্মা নহে কেন ?	...	১১	জাগ্রদবস্তুর পরিচয়	...	৬৮
অনাস্থ্যাত্মিক আত্মার অনুমান	...	১৩	প্রত্যগাত্মাপদের সার্থকতা	...	৬৯
দেহ আত্মা নহে- তাহার অনুমান	...	১৪	বুদ্ধির আয়তনপতা. আত্মার		
পূর্বোক্ত অনুমানে হেতুসিদ্ধি			• বুদ্ধিরূপতা নহে	...	৭১
শক্তি ও পরিহার	...	১৫	অব্যভিচারিভূই আত্মত্ব	...	৭৩
চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আত্মা নহে কেন ?	...	১৮	বুদ্ধির দৃশ্যাকারতা	...	৭৫
মন আত্মা নহে কেন ?	...	২১	আত্মাব জাগ্রদাবস্থা	...	৭৭
বুদ্ধি আত্মা নহে কেন ?	...	২২	আত্মার স্বপ্নাবস্থা	...	৭৮
প্রাণ আত্মা নহে কেন ?	...	২৩	আত্মার সুষুপ্তাবস্থা	...	৮১
আত্মার আয়ত্বে শক্তি ও সমাধান	...	২৬	চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।		
বুদ্ধিরই জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়	...	২৯	আত্মার স্বরূপ	...	৮৩
অন্তঃকরণেবই গমনাগমন	...	৩১	তুরীয় আয়ত্বে জ্ঞানিবার কৌশল	...	৮৫
আমি-পদবাচ্য অহংকার আত্মা নহে	...	৩৫	তুরীয় ও সাক্ষি	...	৮৭
আত্মজ্ঞানের সম্ভাবনায় শক্তি ও সমাধান	...	৩৮	তুরীয় অবস্থান্তর হইলে		
দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ ।			আত্মা শূন্য হয়	...	৮৮
আত্মার স্বরূপ	...	৪০	অবস্থাত্রয় আত্মার বিশুদ্ধি-		
নিরাধার আকাশের স্থায় আত্মা			জ্ঞানের হেতু	...	৯০
সর্বপ্রাণিসুদৃষ্ট	...	৪৬	স্বয়ংস্বিতেও দ্রষ্টা হইবে		
প্রযত্নরহিত আত্মার দ্রষ্টা শক্তি	...	৪৭	ব্যভিচার নাই	...	৯২
আত্মার দ্রষ্টা- প্রথম আপত্তি	...	৪৮	আত্মার প্রমাণাপেক্ষা নাই	...	৯৪
আত্মার দ্রষ্টা- দ্বিতীয় আপত্তি	...	৫৩	আগমদ্বারা আত্মা পরিচ্ছিন্ন		
আত্মার দ্রষ্টা- তৃতীয় আপত্তির উত্তর	...	৫৫	হয় না	...	৯৬
আত্মার দ্রষ্টা- প্রথম আপত্তির উত্তর	...	৫৬	সোহইম স্মৃতির প্রতিসন্ধানে		
আত্মার কর্তৃত্বের উপপত্তি	...	৫৯	আত্মস্বরূপের ক্ষুদ্রি	...	৯৯
আত্মার কর্তৃত্ব উপচরিত	...	৬১	আত্মজ্ঞানসিদ্ধির প্রমাণ		
আত্মা বুদ্ধির দৃশ্য নহে	...	৬৩	নিজ অনুভব	...	১০২
প্রকাশ প্রকাশ্য নহে বলিয়া			এইটুকু আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি:		
আত্মা দৃশ্য নহে	...	৬৫	দ্বারা কৃতকৃত্যতা	...	১০৪

টীকাগ্রন্থের সূচীপত্র :

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথমঃ খণ্ডঃ ।		প্রাণ আত্মা নহে কেন ?	... ২৪
মঙ্গলাচরণ	...	প্রাণ আত্মা নহে—অস্ত্রহেতু	... ১,
অধশব্দধারা গ্রন্থকারকর্তৃক		স্বষ্টিবিশেষণের সার্থক্য	...
মঙ্গলাচরণ	...	স্বষ্টিকালের প্রাণের চৈতন্য-	
অধশব্দের মঙ্গলার্থ নির্ণয়	...	• রাহিত্য স্থাপন	... ২৫
আত্মজ্ঞান শব্দধারা গ্রন্থের বিষয়		স্বষ্টিকালে ইল্লিয়নিবৃত্তিবশতঃ	
সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নিরূপণ	...	প্রাণের চৈতন্যতাব শব্দ	... ২৬
উপদেশবিধি পদের অর্থ নির্ণয়	...	ইল্লিয়গণ প্রাণের অধীন নহে	... ২৭
অধিকারী নিরূপণ	...	বিজ্ঞানের ইল্লিয়স্বামিত্ব	...
আত্মজ্ঞান যে প্রয়োজন তাহাতে		ইল্লিয়গণ আত্মাধিষ্ঠিত	
শব্দ ও তাহার পরিহার	...	বুদ্ধিকর্তৃক অধিষ্ঠিত	... ২৮
জ্ঞতা ও দৃশ্যের পার্থক্য অবলম্বনে		জাগরিত প্রাপককর্তৃক স্বষ্টিনাশক	২৯
উপদেশসূচনা	...	ইল্লিয়সমূহে আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব	
আত্মনির্ণয় প্রস্তাবনা	...	ব্যতিরেক প্রদর্শন	... ৩০
দেহ আত্মা নহে কেন ?	...	মোক্দের পূর্বে প্রতিদিন আত্মার	
দেহ অনাত্মা—এই অনুমানে ব্যাপ্তি		স্থানত্রেয় গমন	... ৩১
ও পক্ষধর্মতা প্রদর্শন	...	স্থানত্রেয় গতাগতি কর্তৃনিমিত্ত	... ৩২
• দেহ অনাত্মা—এই অনুমানে		আত্মার কর্তৃনিমিত্ত স্থানত্রেয় গমন	...
ব্যাপ্তিচারের শব্দ ও সমাধান	...	আত্মার স্বষ্টিদশাপ্রাপ্তি—	
অনাত্মভিন্নত্বই আত্মার অনুমান	...	অমাপনোদনের নিমিত্ত	... ৩৩
দেহ আত্মা নহে কেন ?		প্রাণের করণাস্তর্ভাব পরিহার	... ৩৪
দ্বিতীয় অনুমান	...	অহংকারের আত্মত্ব খণ্ডন	... ৩৬
পূর্বোক্ত অনুমানে হেতুসিদ্ধি-		অহংকারের অনাত্মত্বে দৃশ্যত্বহেতু	...
শব্দ ও পরিহার	...	স্বষ্টিতে অহংপ্রত্যয়ের ব্যাপ্তিচার	... ৩৭
চক্ষুরাধি ইল্লিয় আত্মা নহে কেন ?	১৮	স্বপ্নদুঃখাদিধর্মবিশিষ্ট বলির	
করণের অনাত্মত্ববিষয়ে ব্যাপ্তি		অহংকার আত্মা নহে	... ১,
ও পক্ষধর্মতা প্রদর্শন	...	দেহাদিতে আত্মত্বশব্দকার নিবারণ	
চক্ষুর জ্ঞার অজ্ঞাত ইল্লিয়ের অনাত্মত্ব	২০	জিজ্ঞাসা	... ৩৮
মন আত্মা নহে কেন ?	...	অবিবেকই দেহাদিতে আত্মত্ব	
বুদ্ধি আত্মা নহে কেন ?	...	শব্দকার কারণ	... ৩৯

দ্বিতীয়: খণ্ড: ।

আত্মবিষয়ে জিজ্ঞাসা ও পরিচয় ...	৪০	ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ..	৫২
আত্মার আন্তরতমত্ব ..	"	বুদ্ধি ও আত্মার সংযোগাত্মবশত।	৫৩
আত্মার ব্যাপকত্ব ..	৪১	বুদ্ধি ও আত্মার অধ্যাত্মিক সম্বন্ধ	৫৪
আত্মার স্থলত্ব ...	৪২	বুদ্ধি ও আত্মার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ- বিষয়ে সাদৃশ্য ...	"
আত্মার নিত্যত্ব ও বৌদ্ধমতখণ্ডন	"	আধ্যাত্মিকসম্বন্ধবীকারদ্বারা সমাধান	৫৫
জৈনমত খণ্ডন ...	"	বুদ্ধি ও আত্মার বাস্তব সম্বন্ধ নিরাস	৫৬
বৈশেষিকাদিমত খণ্ডন ...	৪৩	আত্মার কূটস্থচিন্মাত্ররূপ দৃষ্টে ...	"
আত্মার নির্দোষত্ব ...	"	প্রবক্তাদিনিরপেক্ষ আদিত্যপ্রকাশ	৫৮
আত্মার ক্রিয়ারাহিত্য ...	"	আত্মাতে প্রকাশকত্বের আরোপ	"
আত্মার অহঙ্কারাদিরাহিত্য ...	"	দার্ষ্টান্তিক আত্মার দৃষ্টান্ত	
আত্মার স্বয়ংপ্রকাশত্ব নিরূপণ		চূষক যোজনা ...	৫৯
বা জড়ত্ব খণ্ডন ...	৪৪	আত্মার ঔপচারিক কর্তৃত্ব ...	৬০
আত্মার ভূতসম্বন্ধরাহিত্য ...	"	কর্তৃত্বোপচারের নিমিত্ত ...	৬১
আত্মার বুদ্ধাদিকরণরাহিত্য ...	"	কারকশব্দের অর্থ ...	৬২
আত্মার সত্ত্বাদিগুণরাহিত্য ...	৪৫	আত্মার সন্নিধিহেতু বুদ্ধাদির প্রবৃত্তি	"
আত্মার প্রাণাদিসম্বন্ধরাহিত্য ...	"	আত্মার আরোপিত কর্তৃত্ব ...	"
আত্মার প্রাণবুদ্ধিশরীরধর্ম- রাহিত্য কখন ...	"	আত্মার বুদ্ধিদৃশ্যমানত্বপ্রদ্বয় ...	৬৩
আত্মা সকল প্রাণীর জন্মে অবস্থিত	"	আত্মার বুদ্ধিদৃশ্যহারোপ ...	"
আত্মার সর্ববুদ্ধিসাক্ষিক ও		বাস্তবিকপক্ষে আত্মা বুদ্ধির দৃশ্য নহে	৬৪
আত্মাবল্লভের উপসংহার ...	৪৬	আদিত্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ...	"
সর্বপ্রাণীর হৃদিস্থিত আত্মা কেন ?	"	আদিত্যদৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক আত্মার যোজনা ...	"
আত্মার বুদ্ধাধারত্বাত্মব ও		আত্মার বুদ্ধিপ্রকাশাদি খণ্ডন ...	৬৫
আকাশের দৃষ্টান্ত ...	৪৭		
আত্মার প্রবক্তরাহিত্য ও		তৃতীয়: খণ্ড: ।	
সর্ববুদ্ধিরদ্রষ্টে শব্দা ও সমাধান	৪৮	বুদ্ধির অবহাজির আত্মাতে আরোপিত	৬৬
প্রবক্তরহিত বস্তুর দ্রষ্টে বিরুদ্ধ (পূ: পূ:)	"	পরিভাষাগর্ভে অবহাজির কখন ...	৬৭
দ্রষ্টৃভলক্ষেণে দোষান্তর প্রদর্শন ...	"	আত্মার বিশুদ্ধার্থ অবহাজিরের	
প্রবক্তরহিত বস্তুর দ্রষ্টৃত্ববিরোধ ...	৪৯	উপাধিকত্ব প্রতিপাদন ...	"
আত্মার দ্রষ্টৃত্বাত্মব ...	৫০	জাগ্রদবস্থায় স্বরূপজিজ্ঞাসা ...	৬৮
আত্মার ক্রিয়ারাদিমত্ব স্বপ্নবিষয়- দ্রষ্টৃত্বাপত্তি ...	৫১	দেবতাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি	"
আত্মার অজ্ঞবিষয় দ্রষ্টৃত্বখণ্ডন ...	৫২	জাগ্রদবস্থায় বুদ্ধি করণশক্তিপাতিগী	৬৯
আত্মার অজ্ঞবিষয় দ্রষ্টৃত্বনিরাস ...	"	বুদ্ধিরই দ্রষ্টৃদৃশ্যরূপে পরিণাম ...	"
		প্রত্যক বিশেষণের সার্থক্য প্রদর্শন	৭০
		অধ্যাসবশত: বুদ্ধাদিতে আত্মবশত	৭২

অগ্নিসংযুক্ত জলের দৃষ্টান্ত	...	৭৩	সকল অবস্থাতে অব্যভিচারিহুই	
আত্মার অনাক্ষরভাব	...	৭৪	আত্মস্বরূপ	৯১
আত্মার অবিচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষরূপ	...	৭৪	সৃষ্টিকালে দৃষ্ট ভাববশত	৯২
আত্মার নিরূপচরিতপ্রত্যক্ষ কথন	...	"	সৃষ্টিকালে দৃষ্ট ভাব	৯৩
আত্মার প্রত্যক্ষবিশেষণ-			সৃষ্টিতে দৃষ্ট ভাববিশেষের	
যোগ্যত্বের উপসংহার	...	"	প্রমাণজিজ্ঞাসা	"
আত্মার মুখ্য প্রত্যক্ষ	...	৭৫	সৃষ্টিকালে আত্মস্বরূপের অনুভবপ্রদর্শন	"
প্রত্যক্ষাভিচ্ছিন্নত্ব	...	৭৬	অব্যভিচারিত্বের ফলবত্তা	৯৪
দ্রষ্টাকার ধারণ	...	৭৬	প্রমাণাপেক্ষাব্যতীত আত্মার সিদ্ধি	৯৫
বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণামধারণ	...	"	আত্মাব প্রমেরয়কে দোষ প্রদর্শ	৯৬
আত্মার আরোপিত জাগ্রদবস্থা	...	৭৭	প্রমাতাই আত্মা	"
আত্মার আরোপিত স্বপ্নাবস্থা	...	৭৮	আত্মাব আগমপ্রমাণগননশক্তি	৯৭
আত্মার অস্ত্য:করণ ধর্ম্মানুকরণের হেতু	...	৭৯	আত্মা আগমপ্রমাণেরও অবিসয়	"
আত্মার জাগ্রৎস্বপ্ন স্বাভাবিক নহে কেন	৮০		আগম পরম্পরায় আত্মপ্রতিপত্তিহেতু	"
সৃষ্টিবুদ্ধিকথন	...	"	জাগম অবিজ্ঞাত একত্বপ্রতিপাদক	
কারণরূপে অবস্থিতিবশতঃ সৃষ্টিতে			বলিয়া প্রমাণ	৯৮
বুদ্ধির অনুপলব্ধি	...	৮১	আত্মাতে ফলজনকভাবের হেতু	"
			অবস্থাত্রয় ইহাতে আত্মার বিভিন্নত্ব	৯৯
			পূণ্যাপারাহিত্যবশতঃ আত্মা	

চতুর্থঃ খণ্ডঃ ।

আত্মার চিন্মাত্রব্ধাবিসিদ্ধি	...	৮৩	অবস্থাত্রয় ভিন্ন	"
আত্মার কার্যকারণাদিরাহিতা	...	"	আত্মার নিত্যত্ব	১০০
আত্মার শুদ্ধত্ব	...	৮৪	আত্মার শুদ্ধত্ব	"
আত্মার স্বপ্রতিষ্ঠিতত্ব	...	৮৫	আত্মার বুদ্ধত্ব	"
অবস্থাসমূহ বুদ্ধির ধর্ম্ম	...	"	আত্মার মুক্তত্ব	১০১
আত্মার অবস্থাত্রয়ভাব	...	৮৬	আত্মার অধিকারিত্ব	"
আত্মাকে জানিবার প্রকার	...	"	আত্মার আলুপ্তদৃষ্টিরূপত্ব	"
তুরীয়ার্থ প্রতিপাদন	...	৮৭	আত্মার একত্ব	১০২
তুরীয়ে—অবস্থাত্রয়ব্যতিরিক্ত	...	৮৮	আত্মস্বরূপে বিবর্তনমুভব প্রমাণ	১০৩
তুরীয়ে শূন্যতাপত্তি	...	৮৯	আচার্য্যামুগ্রহে বিদ্যালাত	"
কল্পিতবস্তুরূপের অধিষ্ঠানত্বস্বরূপে			মোক্ষোপায়—জ্ঞান	১০৪
আত্মাসিদ্ধি	...	"	সর্বকালে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা	১০৫
অবস্থাত্রয়ে আত্মবিশুদ্ধিতে আপত্তি	৯০		আত্মার সম্বন্ধে প্রমাণ	"
অবস্থাত্রয় আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপত্তিহেতু	৯১		গ্রন্থসমাপ্তি	১০৬

শাকরগ্রন্থরত্নাবলী ।

আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ । (২)

প্রথমঃ পত্রঃ ।

অথ আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ ব্যাখ্যান্যামঃ ; যুমুক্ষবে
শ্রদ্ধানায় যতয়ে বীতরাগায় ; আত্মলাভাৎ পরলাভা-
ভাবাৎ ।১

গ্রন্থারম্ভপ্রতিজ্ঞা ।

‘অথ’ । আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠ লাভ আর নাই বলিয়া
যুমুক্ষু, শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সংযতেন্দ্রিয় এবং বীতরাগী ব্যক্তির জন্য
আত্মবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশ অর্থাৎ গুরুসম্প্রদায়—কি প্রকার
তাহাই ব্যাখ্যা করিব অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বর্ণনা করিব ।১

আনন্দজ্ঞানকৃত টীকা ।

বিধূতবিবিধানর্থকল্পনং কল্পনাম্পদম্ ।

অগন্দানন্দসন্দোহং বন্দেহং পুরুষোত্তমম্ ॥১

মঙ্গলাচরণ ।

যাহাতে বিবিধ অনর্থকল্পনা দূরীভূত হইয়াছে, যিনি সমস্তকল্পনার
অধিষ্ঠান, যিনি নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ, আমি সেই পুরুষোত্তমকে
বন্দনা করি ।১

যন্ত প্রসাদমাসক্ত সঙ্গতিং বহবো গতাঃ ।

তমহং প্রত্যহং বন্দে শুদ্ধানন্দপদং গুরুম্ ॥২

আত্মজ্ঞানার্থ্যং প্রকরণম্ অশেষোপনিষদর্থসারসংগ্রাহকং প্রারভমাণে
ভগবান্ ভাষ্যকারঃ চিকীর্ষিতপ্রকরণপ্রত্যহপরিমাপ্তিপ্রচয়গমনাভ্যাং
শিষ্টাচারপরিপালনায় চ মঙ্গলাচরণং বুদ্ধাচারপ্রমাণকং প্রকুর্কন—

“ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা ।

কণ্ঠে ভিত্ত্বা বিনিখ্যাতৌ তেন মাজ্জলিকাবৃতৌ ॥”

ইতি স্মৃতিম্ অহুসৃত্য অথশব্দোচ্চারণম্ আদৌ সম্পাদয়তি—“অথ”
ইত্যাদি ।

ন চ অয়ম্ অথশব্দো বিশিষ্টম্ অধিকারিণম্ আনন্তর্য্যোক্তিদ্বারা

যাহার অহুগ্রহ লাভ করিয়া অসংখ্য মানব সঙ্গতি অর্থাৎ মুক্তি
প্রাপ্ত হইয়াছেন, বিগুহ আনন্দের আশ্বাস সেই গুরুকে অথবা “শুদ্ধানন্দ”
নামক গুরুর পদযুগলকে আমি প্রত্যহ বন্দনা করি ।২

অথ-শব্দদ্বারা গ্রন্থকারকর্তৃক মঙ্গলাচরণ ।

সমুদায় উপনিষদের প্রতিপাত্ত বিষয়ের সারসংগ্রহরূপ আত্মজ্ঞাননামক
এই প্রকরণগ্রন্থের আরম্ভ করিতে প্রবৃত্ত ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্করাচাৰ্য্য,
প্রণয়নোক্ত প্রকরণ-গ্রন্থের বিঘ্ননিবৃত্তি ও গ্রন্থপ্রচার-মানসে এবং মনু ও
বাসাদি শিষ্টগণের আচার পরিপালন করিবার নিমিত্ত, প্রাচীন মনীষী-
গণের আচার যাহাতে প্রমাণস্বরূপ এবং বিধ মঙ্গলাচরণ করিতে যাইয়া
—“ওঁকার ও ‘অথ’শব্দ—প্রথমে ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল,
এই জন্ত এই দুইটা শব্দ মঙ্গলজনক”—এই স্মৃতিবাক্য অহুসরণ করিয়া
‘অথ’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রথমে ‘অথশব্দের’ উচ্চারণ করিতেছেন ।

অথ-শব্দের মঙ্গলার্থনির্ণয় ।

যদি বল,—এই প্রথম বাক্যস্থ অথ-শব্দের অর্থ—আনন্তর্য্য, আর তাহা
হইলে তাহা শমদমাদিবিশিষ্ট অধিকারীকে বুঝাইতেছে ? কিন্তু তাহা

সমর্থয়িতুম্ অর্হতি, তস্মৈ বক্ষ্যমাণতয়া পৌনরুক্ত্যপ্রসঙ্গাৎ । ন চ অস্ত
অধিকারার্থত্বং বাক্যার্থে অস্বয়াযোগাৎ । ন চ প্রকৃতাদ্ অর্থাস্ত্বার্থ-
ত্বম্ প্রকৃতানিরূপণাৎ । ন চ হৃদয়াত্ত্বদানেষ্ট্রি বক্রমর্থত্বম্, ক্রমবতঃ
অভাবাৎ । তেন পারিশেষ্যাদ্ অস্ত মঙ্গলার্থত্বমেব যুক্তম্ ।

এবম্ ওঙ্কারোচ্চারণবৎ অথশব্দম্ উচ্চাৰ্য্য কৃতমঙ্গলাচরণো বিষয়াত্ত্বম্-

বলিতে পারা যায় না । কারণ, তাহা হইলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে ।
যেহেতু দ্বিতীয় বাক্যে তাদৃশ বিশিষ্ট অধিকারী প্রতিপাদিত হইবে ।
সুতরাং অথ-শব্দের অর্থ এখানে আনস্তব্য নহে ।

আর ‘অথ’ শব্দের অর্থ অধিকার অর্থাৎ আরম্ভও বলা যায় না, কারণ,
তাহা হইলে বাক্যের অর্থমধ্যে ‘অথ’ শব্দের অস্বয় হইতে পারে না ।

আর ‘অথ’ শব্দের অর্থ—প্রকৃতবিষয় হইতে বিষয়াস্তরতা অর্থাৎ
‘অথ’ শব্দটী ভিন্ন বিষয়ের সূচক—এরূপও বলিতে পারা যায় না ; কারণ,
প্রকৃতবিষয়ের নিরূপণ করা হয় নাই ।

আর কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত পশুযাগে—পূৰ্বে পশুর হৃদয়চ্ছেদন করিয়া হোম
করিবে, অনন্তর বক্ষঃস্থলের দ্বারা, তদনন্তর জিহ্বার দ্বারা হোম করিবে
—ইত্যাদি স্থলে ‘অথ’ শব্দ যেমন ক্রমার্থক, অর্থাৎ অথ-শব্দে ক্রমে
হোম করিবে—এইরূপ অর্থ বুঝাইতেছে, এখানে সেইরূপ ‘অথ’ শব্দ
ক্রমার্থক হইবে—এরূপও বলিতে পারা যায় না ; কারণ, তথায় যেমন
ক্রমবিশিষ্ট কৰ্ম্ম প্রতীত হইতেছে, প্রকৃতস্থলে সেইরূপ ক্রমবিশিষ্ট
কোন পদার্থ পরিলক্ষিত হইতেছে না ।

এইহেতু যখন ‘অথ’ শব্দের অণ্ড কোন অর্থই সঙ্গত হইল না, তখন
অবশেষে ‘অথ’ শব্দের মঙ্গলরূপ অর্থই যুক্তিযুক্ত হইতেছে । অর্থাৎ
অথ-শব্দ উচ্চারণ করিয়া গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণই করিয়াছেন ।

‘আত্মজ্ঞান’ শব্দদ্বারা গ্রন্থের বিষয় সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নিরূপণ ।

এইরূপে গ্রন্থকার ঔকারের উচ্চারণের দ্বায় অথ-শব্দের উচ্চারণের

বক্তনর্থঃ দর্শয়ন্ উদ্দেশ্যং প্রতিজানীতে । আত্মনো নিরূপচারিতস্বরূপস্য প্রতীচো জ্ঞানম্ ইত্যুক্ত্য। প্রকরণবিষয়ত্বম্ অশ্রু উচ্যতে । তেন বিষয়-
বিষয়িভাবঃ সম্বন্ধোহপি তস্মৈ সূচিতো বেদিতব্যঃ । জ্ঞানশব্দপ্রয়োগাৎ
জিজ্ঞাসুনাং ইষ্টত্বাৎ জ্ঞানশ্রু প্রয়োজনত্বং ধ্বনিতম্ । তস্মৈ উপদেশ-
দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়া ‘বিষয়,’ ‘প্রয়োজন’ ‘অধিকারী’ ও ‘সম্বন্ধ’রূপ—
অনুবন্ধচতুষ্টয় প্রদর্শন করিবার জন্ত ‘উদ্দেশ্যে’ তাহার প্রতিজ্ঞা করিতে-
ছেন । অর্থাৎ গ্রন্থের নামমাত্রদ্বারা গ্রন্থের বক্তব্যবিষয়াদিরূপ অনুবন্ধ
চতুষ্টয়ের সূচনা করিতেছেন । (যেহেতু ‘নামধেয়েন স্বরূপকথনম্ উদ্দেশ্যঃ’
অর্থাৎ নাম উল্লেখ করিয়া বস্তুর স্বরূপকথনের নাম ‘উদ্দেশ্য’ ।)

এখানে “আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ” এই গ্রন্থের এই নাম বা উদ্দেশ্য-
দ্বারা ইহার স্বরূপ অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়াদি কথিত হইল । আর তাহার
ফলে—“আত্মজ্ঞান” এই শব্দদ্বারা আত্মজ্ঞান এই প্রকরণের ‘বিষয়’—
ইহা উক্ত হইল । কারণ, “আত্মজ্ঞান”শব্দের অর্থ—আত্মার জ্ঞান ।
অর্থাৎ গ্রন্থমধ্যে পরে বক্তব্য, অনারোপিতস্বভাব যে আত্মা, তাহারই
জ্ঞান—ইহা বলা হইল । সুতরাং আত্মজ্ঞানই এই প্রকরণগ্রন্থের ‘বিষয়’
—ইহাই বলা হইল ।

আর এতদ্বারা এই গ্রন্থের বিষয়বিষয়িকরূপ ‘সম্বন্ধ’ও সূচিত হইল—
বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ ‘আত্মজ্ঞান’ এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ‘বিষয়’, এবং
গ্রন্থ হইল বিষয়ী, সুতরাং ‘আত্মজ্ঞান’ ও ‘এই প্রকরণ গ্রন্থের’ মধ্যে
‘বিষয়বিষয়িভাবরূপ সম্বন্ধ’—ইহাই বলা হইল ।

বাক্যমধ্যে “জ্ঞান”শব্দের প্রয়োগ থাকায় এবং জ্ঞান জিজ্ঞাসুগণের
অভিলষিত বলিয়া জ্ঞানই যে এই গ্রন্থের ‘প্রয়োজন’—ইহাও ধ্বনিত
হইল । সুতরাং “আত্মজ্ঞান” এই একটি শব্দদ্বারাই এই গ্রন্থের
“বিষয়” “প্রয়োজন” ও “সম্বন্ধ” এই অনুবন্ধত্রয় প্রাপ্ত হওয়া গেল ।
(অধিকারী নামক অনুবন্ধের কথা পরে কথিত হইতেছে ।)

বিধিঃ—উপদেশপ্রকারঃ । “আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ” ইতি শ্রুতেঃ, আচার্য্যোপদেশম্ অন্তরেণ আত্মজ্ঞানং লক্ষ্যম্ অশক্যমিতি দর্শয়িতুম্ উপদেশগ্রহণম্, উপদেশশ্চ গুরুসম্প্রদায়ঃ । ন চ তন্মাত্রম্ আত্মজ্ঞানম্ উৎপাদয়িতুম্ অলম্ অধিকারিভেদাৎ । যদ্যপি গুরুপদেশমাত্রাদ্ উক্তমঃ অধিকারী তত্বে প্রতিপত্ত্বং প্রভবতি, তথাপি মন্দমধ্যময়োঃ ন তথা সম্ভবতীতি সর্বাদিকারিণঃ অনুরোধঃ প্রকারভেদবাচী বিধিশব্দঃ । এতেন তস্য জ্ঞানম্ উপদিশতীতি উপদেশশব্দস্য বিধিপরিণামত্বাৎ উপদেশবিধিরিতি পৌনরুক্ত্যমিতি প্রত্যুক্তম্ । তং বিশেষং বিশদতয়া প্রকথয়িষ্যামো যেন সংশয়াদেঃ অনবকাশত্বম্ ইত্যর্থঃ ।

“উপদেশবিধি”পদের অর্থ-নির্ণয় ।

এখন এই আত্মজ্ঞানের ‘উপদেশবিধি’ অর্থাৎ উপদেশের প্রকার—
এই অর্থে “আত্মজ্ঞানোপদেশবিধি” শব্দটী নিম্নে হইয়াছে । “আচার্য্য-
কত্বক উপদিষ্ট পুরুষই জানিতে পারেন”—এইকপ শ্রুতি থাকায়,
আচার্য্যের উপদেশ ভিন্ন যে আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না—
ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এতলে ‘উপদেশ’ শব্দের গ্রহণ করা হইয়াছে ।
উপদেশ শব্দের অর্থ—গুরুসম্প্রদায় অর্থাৎ গুরুমুখলকবিষয় । আর
কেবল মাত্র গুরুসম্প্রদায় বা উপদেশের দ্বারা সকলের তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন
হয় না ; কারণ, অধিকারীর ভেদ আছে । যদিও উক্ত অধিকারী
কেবল মাত্র গুরুর উপদেশবশতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়া
পারেন, তথাপি মন্দ (অধম) ও মধ্যম অধিকারীর পক্ষে তাহা সম্ভব
হয় না, এই নিমিত্ত সকল অধিকারীর অনুরোধে প্রকারবিশেষবাচক
“বিধি”শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে । এতদ্বারা “তাহাকে জ্ঞান উপদেশ করে,”
এই বাক্যে “উপদেশ” শব্দ “বিধি”শব্দের পর্য়ায় শব্দ হয় বলিয়া
“উপদেশবিধি” পদের অর্থ “বিধিবিধি” হইয়া পুনরুক্তি দোষ হয়—
এইরূপ আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইল । সুতরাং “উপদেশবিধি” পদের

অভিধেয়াত্ত্ববন্ধম্ উপক্ষিপতি “মুমুক্বে” ইত্যাদি। ন হি মোক্ষাপেক্ষাম্ অন্তরেণ তদুপায়ে জ্ঞানে পুরুষঃ অধিক্রিয়তে, অতং হি এবমেব ভগবদ্দশেভাঃ “তরতি শোকম্ আত্মবিন্” ইতি, “সোহহং ভগবন্ শোচামি তং মা ভগবন্ শোকস্ত পারং তারয়তু” ইতি প্রক্ৰমনিদর্শনাং, “ব্রহ্মবিদ্ আপ্নোতি পরম্” ইত্যাদিবচনাক্ত সংসারং

অর্থ হইল—উপদেশের প্রকার। আত্মজ্ঞানের সেই প্রকারবিশেষকে “ব্যাখ্যাস্যামঃ” অর্থাৎ বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিব, অর্থাৎ যাহাতে সংশর ভ্রান্তি প্রভৃতির অবকাশ না থাকে একরূপভাবে ব্যাখ্যা করিব। ইহাই “অথ আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ” বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ।

অধিকারী নিরূপণ।

‘মুমুক্বে’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা গ্রন্থকার অভিধেয়াদি অর্থাৎ বিষয়াদি অন্তবন্ধচতুষ্টয়ের উপসংহার করিতেছেন, অর্থাৎ অধিকারী নামক চতুর্থ অন্তবন্ধের বিষয় বলিতেছেন। মোক্ষে যদি অপেক্ষা না থাকে, তাহা হইলে মোক্ষের উপায় যে জ্ঞান তাহাতে পুরুষ অধিকারী হয় না। “ভবাদৃশ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ইহা শ্রুত হইয়াছে,” “আত্মজ্ঞ শোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন,” “হে ভগবন্! সেই আমি শোক করিতেছি, আপনি আমাকে শোকের পরপারে লইয়া যান” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উপক্রমে দৃষ্ট হওয়ায়, এবং “ব্রহ্মবিন্ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উপসংহারে দেখা যায় বলিয়া লোকের সংসার পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রেমার বিশেষণতাতে অধিকারী হয়—বুঝা যায়, অর্থাৎ কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে লোকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির ক্রম যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছা-যুক্ত হয়—তাহা বুঝা যায়। আর তাদৃশ ব্যক্তির অপেক্ষিত যে মোক্ষ, সেই মোক্ষের উপায় যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানে, এবং সেই জ্ঞানের বহিরঙ্গ-হেতু যে কর্মাদি, সেই কর্মাদিতে, এবং তাহাদের উপদেশে, এবং সেই উপদেশকর্ত্তা যে আচার্য্য সেই আচার্য্যে শ্রদ্ধাব্যতীত, মোক্ষের

পরিত্যাজ্য ব্রহ্মপ্রেমাবিশেষণতাদ্যাম্ অবিকারিণো ভবন্তীতি অবগম্যতে ।
ন চ তস্মৈ অপেক্ষিতমোক্ষৈ তদুপায়ে জ্ঞানে তদনন্তরং বহিরঙ্গহেতুষ্
তদুপদেশে তৎকর্তরি চ আচার্যো ব্রহ্মা অন্তরেণ অপেক্ষিতমোক্ষৌপায়িকৈ
জ্ঞানে অধিকারো যুজ্যতে, “ব্রহ্মস্ব সৌম্য ব্রহ্মাবিত্তো ভূত্বা” “ব্রহ্মবান্
লভতে জ্ঞানম্” ইত্যাদি প্রতিশ্রুতিপ্রামাণ্যং তৎকলতদুপায়য়োঃ
ব্রহ্মধানশ্চৈব অধিকারাদিগমাং, ন চ পুত্রাণ্যেযণাব্রহ্মপরিত্যাগাভাবে
তৎপরবশস্ত প্রকৃতে অধিকারঃ সেক্ষুম্ অর্হতি । “আত্মানমেব
লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি” ইতি জ্ঞানাধিকারিণি পারিত্যাজ্যবিধানাং
“শাস্তো দাস্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ” ইতি চ তস্মিন্ শমাদিভিঃ সহ উপরতি-
শক্তিতকর্মপরিত্যাগপ্রবণাচ্চ । ন চ ঐহিকামুদ্বিকার্ত্তভোগবিরাগাদ্ ঋতে

উপায়ভূত উক্ত জ্ঞানে অধিকার হয়—এরূপ সম্ভব হয় না । কারণ,
“হে প্রিয়দর্শন ! তুমি ব্রহ্মালু হও, ব্রহ্মা যাঁহার বিত্ত এইরূপ হইয়া
আত্মজ্ঞান লাভ কর,” “ব্রহ্মবান্ জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন” ইত্যাদি
প্রতি ও শ্রুতির প্রামাণ্যহেতু জ্ঞানের কল যে মোক্ষ, এবং মোক্ষের
উপায় যে জ্ঞান, তাহাতে ব্রহ্মালু ব্যক্তির অধিকার অবগত হওয়া
যাইতেছে । আর পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা—এই ত্রিবিধ
এষণা অর্থাৎ কামনা পরিত্যাগ না করিলে এষণাপরতত্ত্ব ব্যক্তির
প্রকৃত আত্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে না । কারণ, “মুমুক্শুগণ আত্মরূপ
‘লোক’ লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ
করিয়া থাকেন” ইত্যাদি প্রতিতে জ্ঞানাধিকারীর পক্ষে সন্ন্যাস
বিহিত হইয়াছে, এবং “শাস্ত, দাস্ত, উপরত, তিতিক্ষু” ইত্যাদি
প্রতিতে শমাদির সহিত উপরতিশব্দবাচ্য কর্মপরিত্যাগও প্রতি হওয়া
যাইতেছে । আর ঐহিক সুখে ও পারলৌকিক স্বর্গাদিরূপ বিষয়ভোগে
বৈরাগ্য ব্যতীত প্রস্তুতবিত জ্ঞানে অধিকার সম্ভব হয় না ; কারণ,
“ব্রাহ্মণ কর্মসংজ্ঞিত অথবা কর্মসংজ্ঞিত লোক অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু সকল

প্রকৃতজ্ঞানে অধিকারঃ সম্ভবতি, “পরীক্ষা লোকান্ কণ্ঠাচিতান্ ব্রাহ্মণেঃ নির্বেদম্ আয়াৎ” ইতি চ অধিকারিবিশেষণত্বেন বৈরাগ্যং ক্ষয়তে । তদেবম্ অধিকারিণে সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্টায় আত্মজ্ঞানম্ উপদেষ্টব্যং তেষু হি সংস্র ব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতুং শক্যতে জ্ঞাতুং চ ইতিদর্শনাদ্ ইত্যর্থঃ ।

নতু প্রয়োজনম্ ইষ্টলক্ষণম্ ইষ্টং, তচ্চ অভ্যাস্যে নিঃশ্রেয়সং চ ইতি প্রসিদ্ধম্, আত্মজ্ঞানাৎ কেচিদ্ উদ্বিগ্ধভাজো দৃশ্যাস্তে তথাচ কথম্ আত্মজ্ঞানং প্রকরণস্ত প্রয়োজনত্বেন প্রদর্শিতম্ ? ইতি তত্রাহ “আত্মা” ইত্যাদি । অনাত্মলাভস্ত জ্ঞানত্বেন অনর্থক্যং, তন্নাভস্ত জ্ঞানাত্মনঃ

পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ তাহাদের অনিত্যত্ব নিশ্চয় করিয়া বৈরাগ্য লাভ করিয়া থাকেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে অধিকারীর বিশেষণরূপ বৈরাগ্য শ্রুতহওয়া যাইতেছে । অতএব সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্ট অধিকারীকে আত্মজ্ঞান উপদেশ করিবে, এবং সেই সকল সাধন থাকিলে মানব ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিতে এবং জানিতে সমর্থ হয়—ইহা শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয় । সাধনচতুষ্টয় বলিতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুক্তার্থফলভোগবিরাগ, শমদমাদিসাধনসম্পাদ্য এবং মুমুক্শু—এই চারিটী বুঝায় । ইহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা বা ব্রহ্মজ্ঞানের যে অধিকারী হইবে তাহার বিশেষণ । এইরূপে এই বাক্যদ্বারা এই গ্রন্থের অভিধেয়াদি অন্তবদ্ধচতুষ্টয় কথিত হইল ।

আত্মজ্ঞান যে প্রয়োজন তাহাতে শঙ্কা ও তাহার পরিহার ।

এখন শঙ্কা হইতেছে যে, আত্মজ্ঞানকে যে ‘প্রয়োজন’ বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সম্ভব হয় ? কারণ, ইষ্টলক্ষণ যে ইষ্ট তাহাই প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ যথার্থ অভিলষিত বস্তুই ‘প্রয়োজন’ হইয়া থাকে । আর সেই ‘প্রয়োজন’ অভ্যাস ও নিঃশ্রেয়স—এই দুইটী বলিয়া প্রসিদ্ধ । কিন্তু দেখা যায়, কোন কোন লোক আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াও উদ্বিগ্ধযুক্ত থাকেন, আর তাহা হইলে আত্মজ্ঞান কিরূপে এই প্রকরণগ্রন্থের প্রয়োজনরূপে প্রদর্শিত হইল ? এই প্রশ্নকার উত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য,

দ্রষ্টাঃ দৃশ্যঃ অন্তঃ—ইতি প্রসিদ্ধঃ লোকে । অথ কঃ
আত্মা ইতি । ২

আত্মনির্ণয় প্রস্তাবনা ।

দ্রষ্টা হইতে দৃশ্য পৃথক্—ইহা লোকমাধ্যে প্রসিদ্ধ, এখন
তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—আত্মা কি ? ২

তন্নিবৃত্ত্যে ন পুরুষাখ্যাত, তস্মৈব নিঃশ্রেয়সদ্ব্যং । তস্মাৎ পরস্ত নিরতি-
শয়স্ত লাভস্ত অভাবাৎ, অভ্যুদয়স্য ততঃ অক্কাচীনদ্বেন পুরুষাখ্য-
ভাসদ্ব্যং । “আত্মলাভাৎ ন পরং বিত্ততে” ইতি স্মৃতেঃ আত্মজ্ঞানান্নি-
রুতানাম্ উদ্বিগেহপি সাধনাবশেষবতাম্ অধিকৃতানাং তত্র সমধিকা-
রিভিঃ কাঁচদশনাং তস্ত প্রয়োজনম্ ইতি বচনম্ উচিতমেব ইত্যর্থঃ । ১

নচ আত্মনঃ নিত্যলব্ধাদ্ অলাভাভাবাৎ অজ্ঞানাৎ তদলাভাভিमानে

‘আত্মলাভাৎ’ ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন । অনাত্মবস্তুর লাভ অজ্ঞান-
রূপ বলিয়া তাহা অনর্থ, কিন্তু জ্ঞানস্বরূপ আত্মার লাভ অবিচ্ছানিবর্ত্তক
বলিয়া পুরুষার্থ, আর তাহাই নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি । অতএব ‘পর’ অর্থাৎ
নিবর্ত্তিশয় লাভ না হওয়ায় স্বর্গাদি অভ্যুদয়কে আত্মলাভ হইতে ধীন
বলিতে হইবে, তজ্জন্ম অভ্যুদয়কে পুরুষার্থাভাস বলা হয় । ‘আত্মলাভ
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লাভ কিছুই নাই’ ইত্যাদি স্মৃতি থাকায় আত্মজ্ঞানে
অনর্নিকারিগণের উদ্বিগ হইলেও পুরুষোক্ত শমাদি সাধনাবশেষযুক্ত
অধিকারিগণের আত্মজ্ঞানে সমাক্রুপে কচি দেখা যায় বলিয়া ‘আত্ম-
জ্ঞানই প্রয়োজন’—এই বাক্য যুক্তিযুক্তই হইতেছে । ১

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পার্থক্য অবলম্বনে উপদেশস্থচনা ।

যদি বল—আত্মা স্বরূপ বলিয়া তাহা ত নিত্যলব্ধ, তাঁহার কখনও
অপ্রাপ্তি নাই, অজ্ঞানবশতঃ আত্মলাভ হয় নাই বলিয়া অভিমান হইয়া
থাকে, সুতরাং আত্মজ্ঞানকেই আত্মলাভ বলা হয় বলিয়া জ্ঞানের উপায়

জ্ঞাননৈস্য তন্নাভত্যাং জ্ঞানোপায়ানভিধানে কুতো জ্ঞানসিদ্ধিঃ—ইত্যাশঙ্ক্য
 দ্রষ্টৃদৃশ্যবিবেকাত্মকজ্ঞানোপায়ম্ উপদিদিক্: আদৌ প্রসিদ্ধম্ অর্থং
 নির্দিশতি—**দ্রষ্টু**রিত্যাदि । দেবদত্তাদ্ দ্রষ্টু: সকাশাং দৃশ্যো ঘট: অন্তো
 ভবতি ইতি কৃত্বা লোকব্যবহারমেব নিমিত্তীকৃত্য দ্রষ্টৃদৃশ্যবিবেকাত্মকো
 জ্ঞানশ্চ উপায়: প্রসিদ্ধ: অস্তি ইত্যর্থ: ।

নহু দ্রষ্টৃশব্দেন আত্মা উচ্যতে, স চ দেহাদিষু অগ্নতমত্যাং প্রসিদ্ধিম্
 উপগতো ন ব্যুৎপাদ্যতাম্ অপেক্ষতে, তথাচ আত্মজ্ঞানম্ উপদেষ্টুম্
 অসম্ভবম্ প্রবৃতি: ইতি মত্বান: চোদয়তি—**অর্থ** ইত্যাদি ৷২

কি তাহা না বলিলে কিরূপে জ্ঞানোৎপত্তি হইবে? এইরূপ আশঙ্কা
 করিয়া দ্রষ্টা আত্মা ও দৃশ্য অনাত্মবস্তুর বিবেকরূপ জ্ঞানোপায় উপদেশ
 করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে ‘দ্রষ্টু: দৃশ্য: অগ্ন:’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রসিদ্ধ
 পদার্থের নির্দেশ করিতেছেন। অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে যে প্রসিদ্ধ
 ভেদ, সেই ভেদ দ্বারা উপদেশ করিতেছেন। অর্থাৎ দ্রষ্টা যে দেবদত্ত,
 তাহার নিকট হইতে দৃশ্য ঘট ভিন্ন হইয়া থাকে, এইরূপ বলিয়া—
 লোকব্যবহারকেই নিমিত্ত করিয়া অর্থাৎ অবলম্বন করিয়া দ্রষ্টা ও দৃশ্যের
 বিবেকরূপ যে জ্ঞানোপায়, যাহা লোকমধ্যে প্রসিদ্ধই আছে, তাহাই
 বলিতেছেন।

আত্মনির্ণয়প্রস্তাবন।

এখন তাহা যদি হয় তবে “দ্রষ্টু:” শব্দের দ্বারা ত আত্মাই কথিত
 হইতেছে, আর তাহা দেহাদির মধ্যে অগ্নতম, অর্থাৎ দেহ, ইন্দ্রিয়,
 প্রাণ, মন: ও বুদ্ধি প্রভৃতির মধ্যে কোন একটি বলিয়া প্রসিদ্ধ থাকায়,
 তাহার আর ব্যুৎপাদন করিবার অপেক্ষা করে না। অর্থাৎ তাহাকে
 আর বুঝাইয়া দিবার আবশ্যকতা নাই। আর তাহা হইলে আত্মজ্ঞানের
 উপদেশ করিবার প্রবৃতি সঙ্গত নহে—ইহাই মনে করিয়া ‘অর্থ’ ইত্যাদি
 দ্বারা পূর্বপক্ষ করিতেছেন ৷২

দেহস্তাবৎ আত্মা ন ভবতি, রূপাদিমন্ত্বেন উপলভ্য-
মানত্বাৎ ; যথা ঘটাদয়ঃ রূপাদিমন্ত্বে চক্ষুরাদিকরণৈঃ
উপলভ্যন্তে এবং দেহোহপি রূপাদিমান্, চক্ষুরাদিকরণৈঃ
উপলভ্যতে ‘অন্নম্’ ইতি । ৩

দেহ আত্মা নহে কেন ?

দেহ কিন্তু আত্মা হইতে পারে না, যেহেতু তাহা রূপাদি-
বিশিষ্টরূপে উপলভ্যমান হয়, যেমন ঘটাদি রূপাদিবিশিষ্ট
বলিয়া চক্ষুরাদি করণসমূহদ্বারা উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ দেহও
রূপাদিবিশিষ্টরূপে চক্ষুরাদি করণসমূহদ্বারা ‘এই’ বলিয়া
উপলব্ধ হয় । ৩

দেহাতিরিক্তম্ আত্মানং বক্তুং দেহস্য অনাত্মত্বম্ অমুশৃণোতি—
দেহেত্যাदि । দেহবিষয়াহম্প্রত্যয়স্য অমুগতিঃ অগ্রে বক্ষ্যতে । রূপাদি-
মন্ত্বেন উপলভ্যমানত্বাৎ চ ইতি হেতুদ্বয়ং বিবক্ষিতং ; রূপবস্ত্বং স্পর্শবস্ত্বম্
ইতি একং হেতুং বিবক্ষিত্বা রূপাদিমন্ত্বেন ইতি আদি-পদম্ ।

দেহ আত্মা নহে কেন ?

‘দেহস্তাবৎ’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মাকে প্রতিপাদন
করিবার নিমিত্ত দেহের অনাত্মত্ববিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন । ‘আমি
গৌর’ ‘আমি স্থল’ ইত্যাদি অহংপ্রত্যয়ের সমাধান পরে বলা হইবে ।
“আমি দেহ নহি” ইহার প্রতি রূপাদিমন্ত্বে ও উপলভ্যমানত্ব—এই দুইটি
হেতুই এখানে বক্তার অভিপ্রেত । রূপবস্ত্ব ও স্পর্শবস্ত্ব—এই একটা হেতুকে
বিবক্ষা করিয়া বাক্যে ‘রূপাদিমন্ত্বেন’ এই ‘আদি’ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ।
সুতরাং ‘দেহ আত্মা নহে’ ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত অমুমান করা
হইল, যথা—দেহ অনাত্মা (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তাহা রূপাদিমান এবং
উপলভ্যমান (হেতু), যেমন ঘটাদি (দৃষ্টান্ত) । এখানে দেহ—‘পক্ষ,’
অনাত্মত্ব—‘সাধ্য’ এবং রূপাদিমন্ত্বে ও উপলভ্যমানত্ব ‘হেতু’ ।

যো রূপাদিমান্ উপলভ্যমানশ্চ অসৌ ন আত্মা, যথা ঘটাদিঃ ইতি ব্যাপ্তিঃ ব্যনক্তি—“যথেষ্ট”ত্যাди। ব্যাপ্তিঃ পক্ষধর্মতা ইতি উভয়ম্ অন্তর্মানাক্ষম্ অঙ্গীক্রিয়তে, তত্র ব্যাপ্তিম্ উক্ত্ব। পক্ষধর্মতাঃ হেতুত্বম্ উপপত্ত্যতি। ন চ উপলভ্যমানম্ আত্মনি অনৈকান্তিকমিতি বৃক্তং, তস্ত বৃত্তিব্যাপ্যত্বেপি ফলজেন ফলব্যাপ্যত্বানভ্যাপগমাৎ ফলব্যাপ্যত্বস্ত চ উপলভ্যমানত্বশ্চেন অভিলাপাৎ ইত্যবধেয়ম্। ৩

“দেহ অনাত্মা”—এই অনুমানে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা প্রদর্শন।

‘যথা’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যাহা রূপাদিধর্মবিশিষ্ট, তাহা আত্মা নহে, যেমন ঘটাদি—ইত্যাদিরূপ ব্যাপ্তি এখন প্রকাশ করিতেছেন। ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা—এই দুইটিকে অন্তর্মানের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে; হেতুর সাধ্যসামান্যাদিকরণ্য এবং সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবের নাম ‘ব্যাপ্তি’ এবং হেতুর পক্ষে থাকার নাম ‘পক্ষ-ধর্মতা।’ এস্থলে ব্যাপ্তির কথা বলিয়া পূর্বোক্ত হেতুত্বের পক্ষধর্মতা বলিতেছেন।

দেহ অনাত্মা—এই অনুমানে ব্যক্তিচারের শক্তি ও সমাধান।

আর উপলভ্যমানত্বরূপ হেতু, সাধ্য যে অনাত্মত্ব তাহার অভাবের অধিকরণ যে আত্মা, সেই আত্মাতে থাকায়, (যেহেতু আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে,) হেতুতে অনৈকান্তিক হেত্বাভাস অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতারূপ সব্যভিচার নামক হেত্বাভাস হইল?—ইহা বলিতে পারা যায় না। কারণ, আত্মা বৃত্তিব্যাপ্য অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তির বিষয় হইলেও স্বয়ং ফলরূপ অর্থাৎ প্রকাশরূপ বলিয়া আত্মার ফলব্যাপ্যত্ব স্বীকার করা যায় না, অতএব এখানে উপলভ্যমানত্বশব্দের অর্থ—ফলব্যাপ্যত্ব বলা হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। আর তাহার ফলে হেতু “উপলভ্যমানত্ব” সাধ্যাভাবাধিকরণ আত্মাতে আর থাকিল না। স্তত্রাং হেতুর অনৈকান্তিকতা দোষ আর হইল না। ৩

যথা দাহপ্রকাশ্যকাষ্ঠাদিব্যতিরিক্তঃ দাহকপ্রকাশকঃ
অগ্নিঃ, তথা দৃশ্যং দেহাৎ দ্রষ্টা ব্যতিরিক্তঃ আত্মা, সিদ্ধঃ । ৪

অনায়া ভিন্ন আত্মার অনুমান ।

যেমন দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ ও প্রকাশ্য কাষ্ঠাদি
হইতে ভিন্ন, তদ্রূপ দৃশ্য দেহ হইতে ভিন্ন দ্রষ্টা আত্মা সিদ্ধ
হইয়া থাকেন । ৪

দেহস্য অনাত্মত্বম্ অনুমায় তদ্ব্যতিরিক্তস্য আত্মত্বম্ অনুমাতুং ব্যাপ্তিং
কথয়তি—যথেষ্ট্যাদি । যে দাহকঃ প্রকাশকে বা স দাহাৎ
প্রকাশ্যাস্ত্য ব্যতিরিচ্যতে, যথা কাষ্ঠাদেঃ অগ্নিঃ, ইতি বিষয়বিষয়িণোঃ
ব্যতিরেকসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ । সম্প্রতি অনুমানম্ আহ—বিমতো দ্রষ্টা দৃশ্যাদ্
ভিচ্ছতে, দ্রষ্টৃত্বাৎ, দেবদত্তবৎ । যদ্বা দেহঃ স্বব্যতিরিক্তদ্রষ্টৃকঃ, দৃশ্যত্বাদ্,

অনায়াভিন্নত্বই—আত্মার অনুমান ।

‘যথা’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেহ যে আত্মা নহে—ইহা অনুমান করিয়া
অনায়াভিন্ন বস্তু ধ্যে আত্মা—ইহা অনুমানের দ্বারা প্রতিপাদন করিবার
নিমিত্ত ব্যাপ্তি বলিতেছেন । যে দাহক বা প্রকাশক হয়, সে দাহ ও
প্রকাশ্য হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে, যেমন দাহ ও প্রকাশ্য কাষ্ঠাদি হইতে
দাহক ও প্রকাশক অগ্নি ভিন্ন, এইরূপে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ সিদ্ধ
হইল ; অর্থাৎ কাষ্ঠ দাহ ও প্রকাশ্য বলিয়া দাহ ও প্রকাশের বিষয়,
অগ্নি দাহক ও প্রকাশক বলিয়া বিষয়ী—ইহাই তাৎপর্য্য ।

এখন অনুমান বলিতেছেন—বিবাদের বিষয়ীভূত দ্রষ্টা—দৃশ্য হইতে
ভিন্ন (প্রতিজ্ঞা), দ্রষ্টৃত্ব প্রযুক্ত (হেতু), যেমন—দেবদত্ত (দৃষ্টান্ত) ।
অর্থাৎ দ্রষ্টা দেবদত্ত ঘটাদি দৃশ্যবস্তু হইতে ভিন্ন, যেহেতু সে দ্রষ্টা ।

অথবা—দেহ—দেহভিন্নদ্রষ্টৃযুক্ত (প্রতিজ্ঞা) ; দৃশ্যত্বপ্রযুক্ত (হেতু),
যেমন—ঘট (দৃষ্টান্ত) ।

এতন্মাদপি কারণাৎ দেহব্যতিরিক্তঃ আত্মা, স্বাপ-
মরণাদিদর্শনাৎ ।৫।

দেহ আত্মা নহে—তাহার অনুমান ।

এই কারণেও আত্মা দেহব্যতিরিক্ত, অর্থাৎ স্বপ্ন ও
মরণাদি দেখা যায় বলিয়া আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন ।৫

ঘটবৎ । অথবা দেহঃ স্বব্যতিরিক্তপ্রকাশকপ্রকাশঃ, প্রকাশ্যত্বাৎ, কাষ্ঠাদি-
বৎ । আত্মা বা স্বপ্রকাশ্যাৎ ভিণ্ডতে, প্রকাশকত্বাৎ, অগ্নিবৎ ইত্যর্থঃ ।৪

অত্রৈব অনুমানান্তরম্ আহ—এতন্মাদিত্যাदि । তদেব কারণং
দর্শয়তি । স্বাপমরণমূচ্ছাস্থ সত্যপি দেহে গমনাদিব্যবহারাভাবাৎ
জাগরিতাদৌ চ তদর্শনাৎ আগন্তকব্যাপারবত্ত্বাৎ পরাধীনম্ অশ্চ তদ্বত্ত্বং

অথবা—দেহ—দেহভিন্ন-প্রকাশক বস্তুর দ্বারা প্রকাশ (প্রতিজ্ঞা),
প্রকাশকত্বপ্রযুক্ত (হেতু), যেমন—কাষ্ঠাদি (দৃষ্টান্ত) ।

অথবা—আত্মা—আত্মপ্রকাশ্য বস্তু হইতে ভিন্ন (প্রতিজ্ঞা),
প্রকাশকত্বপ্রযুক্ত (হেতু), যেমন—অগ্নি (দৃষ্টান্ত) । ইহাই হইল—
আত্মার সিদ্ধিতে অনুমান ।৪

দেহ আত্মা নহে কেন ? তাহার দ্বিতীয় অনুমান ।

‘এতন্মাদপি’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা দেহভিন্ন আত্মার অস্তিত্ববিষয়ে
অগ্র অনুমান বলিতেছেন । এস্থলে “স্বাপমরণাদিদর্শনাৎ” এই বাক্যে
অনুমানের সেই ‘হেতু’ প্রদর্শন করিতেছেন । ইহার অর্থ—নিদ্রা মরণ ও
মূচ্ছা অবস্থায় দেহ বিজ্ঞমান থাকিলেও গমনাদিব্যবহার না থাকায়, এবং
জাগরিতাদি অবস্থায় সেই গমনাদি দৃষ্ট হয় বলিয়া এবং সেই গমনাদি
ব্যাপার আগন্তক হইয়া থাকে বলিয়া, অর্থাৎ সর্বদা দেহের গমনাদিব্যাপার
থাকে না বলিয়া দেহের সেই ব্যাপার পরাধীন ; সেই ‘পর’ এখানে আত্মা,
ইহা বুঝা যাউতেছে । সুতরাং অনুমানের আকার হইল—দেহ—দেহভিন্ন
চেতনপ্রযুক্ত ব্যাপারের আশ্রয় (প্রতিজ্ঞা), কাদাচিৎকব্যাপারবত্ত্ব-

যস্মিন্ কালে দেহং সংব্যাপ্য বর্ততে আত্মা কাষ্ঠাদিবৎ
তদা দেহো ব্যবহারযোগ্যঃ ভবতি, যদা দেহাৎ অপসর্পতি
তদা দেহঃ কাষ্ঠাদিসদৃশঃ ভবতি, তস্মাৎ দেহব্যতিরিক্তঃ
আত্মা সিদ্ধঃ ৷

পূর্বোক্ত অনুমানে হেত্বসিদ্ধিশঙ্কা ও পরিহার ।

যে সময় আত্মা দেহ ব্যাপিয়া থাকে, কাষ্ঠাদির জ্যায় দেহ
তখন ব্যাপার অর্থাৎ চেষ্টা করিবার যোগ্য হয়, আর যখন
দেহ হইতে অপসৃত হয়, তখন দেহ কাষ্ঠাদিসদৃশ হয় ; সেই-
হেতু আত্মা দেহভিন্ন ইহা সিদ্ধ হইল ৷

গম্যতে । দেহঃ স্বব্যতিরিক্তচেতনপ্রযুক্তব্যাপারাদিভ্যঃ, কানাচিৎক-
ব্যাপারবৎস্বাং, রথাদিবৎ ইত্যর্থঃ ৷

নহু দেহস্ত স্বসত্তাকালে স্বপরাত্তরব্যবহারাব্যভিচারিণো ন যুক্তম্
আগন্তুকব্যাপারবৎস্বম্ ইতি হেত্বসিদ্ধিম্ আশঙ্ক্য পরিহরতি । যথাহি
প্রযুক্ত অর্থাৎ কানাচিৎ-উৎপন্নব্যাপারবৎস্বপ্রযুক্ত (হেতু), যেমন—রথাদির
ব্যাপার (দৃষ্টান্ত) । ইহাই অর্থ ৷

পূর্বোক্ত অনুমানে হেত্বসিদ্ধিশঙ্কা ও পরিহার ।

একণে—“যস্মিন্” ইত্যাদি বাক্যে পূর্বোক্ত অনুমানে যে ‘কানাচিৎক-
ব্যাপারবৎস্ব’ হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হইতেছে যে,
যখন দেহের নিজ সত্তা থাকে, তখন দেহ কিংবা দেহভিন্ন আত্মা—এই
উভয়ের মধ্যে একটীর ব্যবহার অবশ্য থাকে, তাহার কখনও ব্যভিচার
হয় না । সুতরাং দেহের আগন্তুকব্যাপারবৎস্ব যুক্ত নহে—এইরূপে হেতুর
অসিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষরূপ দেহে আগন্তুকব্যাপারবৎস্ব হেতুতা থাকিতেছে
না—এইরূপ অসিদ্ধি আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন ।

(তাৎপৰ্য্য এই যে এস্থলে, আগন্তুকস্ব হেতু দেখিয়াই দেহের ক্রিয়াদি-
ব্যাপার আত্মপ্রযুক্ত বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, কিন্তু ক্রিয়াদিব্যাপার

কাষ্ঠনিষ্ঠো বহ্নিঃ সৰ্বং তদ্ব্যাপ্য দাহপাকাদিব্যবহারযোগ্যতাম্ উপগতো দৃষ্টতে, ন পুনঃ অসৌ তত্র শক্ত্যনাক্রমেণ ব্যবহারযোগ্যঃ অঙ্গীকৃত্যে তদা কাষ্ঠস্যাপি দাহাদিব্যবহারযোগ্যতা উপপত্ততে, তথা যত্র জাগ্রদবস্থায়াম্ আত্মা দেহব্যাপ্তিং তস্মিন্ ‘অহম্’-অভিমানরূপাং কৃৎস্না ব্যব-তিষ্ঠতে তদা দেহঃ স্বয়ম্ অভিমানবদনাদিব্যবহারযোগ্যঃ সম্পত্ততে, যদা চ স্বাপাদৌ দেহাৎ আত্মা অপসৰ্পতি তত্র অহমভিমানপরিত্যাগ-রূপাম্ অপস্থতিম্ উপগচ্ছতি তদা দেহঃ অভিমানবদনাদিযোগ্যো ন ভবতি । ন হি কাষ্ঠাদেঃ তথাবিধযোগ্যতা উপলভ্যতে ।

যং তু দেহস্য স্বসত্ত্বায়াং স্বপরাণ্ডতরব্যবহারবিষয়ত্বং তং কাষ্ঠাদেবর্পি আত্মপ্রযুক্ত হইলে আগন্তুকত্বহেতুই সিদ্ধ হয় না । কারণ, আত্মা সৰ্ব-ব্যাপী, তাহার সহিত দেহের যোগ সৰ্বদাই আছে । সূতরাং আত্মা ক্রিয়াদির প্রয়োজক হইলে দেহে ক্রিয়াদি সৰ্বদা বর্তমান থাকা উচিত । অতএব দেহরূপ পক্ষে উক্ত হেতুই সিদ্ধ হয় না । ইহার পরিহার এই—)

যেমন কাষ্ঠে অবস্থিত অগ্নি, সমস্ত কাষ্ঠ ব্যাপিয়া থাকিয়া সেই কাষ্ঠ দাহ ও পাকাদি ব্যবহারের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়—ইহা দেখা যায়, কিন্তু অগ্নির অস্তিত্ব থাকিলেই যে তাহার দাহ ও পাকাদি ব্যবহারযোগ্যতা হয়, ইহাত স্বীকার করা যায় না । বস্তুতঃ সমস্ত কাষ্ঠ ব্যাপিয়া বহ্নি থাকিয়া কাষ্ঠেরও দাহাদিব্যবহারযোগ্যতা উৎপন্ন হয় । সেইরূপ যখন জাগ্রদ্রূপে আত্মা দেহ ব্যাপিয়া অর্থাৎ আত্মা দেহে ‘আমি’ এইরূপ অভিমান স্থাপন করিয়া অবস্থান করেন, তখন দেহ নিজে অভিমান-বিশিষ্ট অনাদিব্যবহারের যোগ্যতা লাভ করে । আর যখন সুষুপ্তি-কালে দেহ হইতে আত্মা চলিয়া যান, অর্থাৎ দেহে ‘আমি’ এইরূপ অভিমান ত্যাগ করেন, তখন দেহ অভিমানবিশিষ্ট অনাদি ব্যবহারযোগ্য হয় না । আর কাষ্ঠাদিরও দাহপাকাদিযোগ্যতা দেখা যায় না ।

আর যে বলা হইয়াছে—দেহের অবস্থান কালে দেহ কিংবা দেহভিন্ন

তুলাং স্বয়ংকর্তৃকাদিব্যবহারগোচরত্বং তু দেহস্য আগন্তুকমেব ইতি নাস্তি
হেত্বসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ ।

ন চ উক্তানাম্ অন্তর্মানানাম্ অনাত্মত্বম্ অভিধেয়ম্, তত্র হেত্ব-
ভিধানানভিধানয়োঃ তদযোগাদিতি মত্ৰা প্রাপ্তক্সানুমানানাং কলম্ উসং-
হরতি—তন্মাদিতি । ৬

আত্মা এই উভয়ের একটির ব্যবহারবিষয়ত্ব দেখা যায়, তাহা কাষ্ঠাদির
পক্ষেও সমান । কিন্তু দেহের স্বয়ংকর্তৃকাদিব্যবহারগোচরতা আগন্তুকই
হয়, অর্থাৎ দেহ স্বয়ং কর্তা হইয়া গমনাদিব্যবহার সর্বদা করে না; কারণ,
নিদ্রাদি অবস্থায় ব্যবহার থাকে না, সুতরাং দেহের ব্যাপার আগন্তুক,
অতএব হেত্বসিদ্ধি দোষ নাই । অর্থাৎ দেহরূপ পক্ষে কাদাচিৎক-
ব্যাপারবত্ত্ব বা আগন্তুকব্যাপারবত্ত্ব হেতুটা থাকিল ।

(তাৎপর্য এই যে, আত্মা ব্যাপক, সুতরাং তাহার সর্বসময়েই দেহের
সহিত নির্লেপভাবে সংযোগ আছে সত্য, কিন্তু কেবল সংযোগবশতঃই
আত্মা দেহকে পরিচালিত করে না, দেহে অহংভাব যুক্ত হইলে তবে
দেহ পরিচালিত হয় । এই অহংভাব বা অহম্-অভিমান দেহব্যাপারের
হেতু, ইহাকেই আত্মার দেহব্যাপ্তি বলা যায় । যেরূপ কাষ্ঠে যতক্ষণ অগ্নি
ব্যাপিয়া থাকে ততক্ষণই তাহার দাহকত্ব ও পাচকত্ব প্রভৃতি ব্যবহার-
যোগ্যতা দেখা যায় । সত্ত্বাত্মেরই অগ্নিদ্বারা কাষ্ঠে উক্ত ব্যাপারসমূহ
সাদিত হয় না । সেইরূপ আত্মা যতক্ষণ দেহকে ব্যাপিয়া থাকেন, অর্থাৎ
দেহে অহংরূপ অভিমান করেন, ততক্ষণই দেহ গমন ও কর্তৃত্বাদি
ব্যবহারযোগ্যতা লাভ করে, কিন্তু যখন নিদ্রাদি অবস্থায় আত্মা দেহ
হইতে অপমৃত হয়, অর্থাৎ দেহে অহংভাব পরিত্যাগ করে, তখন দেহ
তাদৃশ যোগ্যতাবিহীন হইয়া নিক্রিয়প্রাপ্ত কাষ্ঠাদির ত্র্যয় পড়িয়া থাকে ।
অবস্থানরূপ ব্যবহার সর্বদা থাকিলেই যে অজ্ঞান সকল ব্যবহারকেও
আগন্তুক বলিতে হইবে তাহাও নহে । অবস্থান-ব্যবহার কাষ্ঠাদিতেও

চক্ষুরপি আত্মা ন ভবতি, রূপগ্রহণসাধনত্বাৎ প্রদীপবৎ । ৭।
যথা প্রদীপেন করণেন রূপম্ উপলভ্যতে, তথা চক্ষুৰপি
করণেন রূপম্ উপলভ্যতে । ৮। এবম্ এব ইত্তরাণি অপি
করণানি । ৯

চক্ষুরাদি ইল্লিয় আত্মা নহে কেন ?

চক্ষুও আত্মা হইতে পারে না, যেহেতু তাহা প্রদীপের
ত্ৰায় রূপগ্রহণের সাধন । ৭। অর্থাৎ যেমন প্রদীপরূপ করণ-
দ্বারা রূপ উপলব্ধ হয়, তদ্রূপ চক্ষুরূপ করণদ্বারা রূপ উপলব্ধ
হয় । ৮। এইরূপই অপর করণ গুলিও, অর্থাৎ কর্ণ নাসা
জিহ্বা স্বক প্রভৃতিও করণ, তাহারা আত্মা নহে । ৯

কেচিদ্ ইন্দ্ৰিয়ানাম্ আত্মত্বম্ ‘অন্ধোহহমিতি’ প্রত্যয়ম্ আশ্রিত্য
আশ্রয়ন্তে । তত্র চক্ষুষো মমপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ কেবলে চ তন্মিহ্ন অহং-
সর্বদা বর্তমান আছে, কিন্তু কাষ্ঠাদির দাহযোগ্যতা দি ব্যবহার যে
আগন্তুক—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না । সুতরাং দেহের
কর্তৃত্বাদি ও গমনাদি ব্যবহার আগন্তুক ব্যাপার—ইহা যুক্তিসিদ্ধ ।
অতএব হেতুসিদ্ধি দোষ হইতে পারে না ।)

পূর্বে যে সকল অল্পমান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহারা;যে অনাত্ম-
বস্তুকে সাধন করিতেছে, তাহা মনে করা উচিত নহে । কারণ, সেই সকল
অল্পমানে উক্ত হেতুর প্রয়োগ ও অপ্ৰয়োগের সহিত অনাত্মবস্তুর সম্বন্ধ
নাই । ইহা মনে করিয়া গ্রন্থকার ‘তস্মাৎ’ ইত্যাদি দ্বারা পূর্বোক্ত অল্প-
মানের যে ফল তাহার উপসংহার করিতেছেন । অর্থাৎ উক্ত অল্পমানের
ফলে আত্মাই সিদ্ধ হয়, অনাত্মা সিদ্ধ হয় না—ইহাই বলিতেছেন । ৬

চক্ষুরাদি ইল্লিয় আত্মা নহে কেন ?

কোন কোন বাদী ‘আমি অন্ধ’—এইরূপ প্রত্যয়ের অল্পরোধে
ইন্দ্ৰিয়সমূহের আত্মত্ব স্বীকার করেন । তন্মধ্যে ‘আমায় চক্ষু’—এইরূপে

প্রত্যয়াভাবাদ্ অক্ষত্বাদিবিশিষ্টেন চ তত্র তৎপ্রত্যয়শ্চ অধ্যাসানপি সিদ্ধেঃ
ন তশ্চ আত্মত্বম্ ইতি অনুমানেন সাধয়তি—**চক্ষুরিত্যা**দি । রূপগ্রহণং
করণসাধ্যং, ক্রিয়াত্বাৎ, চ্ছিদিক্রিয়াবৎ ইত্যনুমানাৎ পরিশেষতঃ রূপোপ-
লক্ষিসাধনত্বেন চক্ষুঃ সিধ্যতি—ইতি হেতুসাধনাথং রূপগ্রহণবিশেষণম্ ।
উপকরণেহপি প্রদীপে সাধনশক্তিকারকরূপত্বমাত্ৰম্ অন্তীতি মন্বানো দৃষ্টান্ত-
মাহ—**প্রদীপবদ**তি । ৭

যৎ করণং তৎ ন আত্মা, যথা প্রদীপঃ, ইতি ব্যাপ্তিং সাধয়তি—
যথেষ্টত্যাদি । ব্যাপ্তশ্চ হেতোঃ অসিদ্ধিম্ উদ্ধৰ্ত্তুং পক্ষধৰ্ম্মতামাহ—
তথেষ্টত্যাদি । ৮

চক্ষুঃ মমপ্রত্যয়ের বিষয় হওয়ায়, কেবল চক্ষুঃতে ‘আমি অক্ষ’—এইরূপ
যে অহংপ্রত্যয়, তাহা হয় না বলিয়া, আর চক্ষুঃ অক্ষত্বাদিবিশিষ্ট হওয়ায়
চক্ষুতে অহংপ্রত্যয়ের আরোপহেতু ‘আমি অক্ষ’ এইরূপ প্রত্যয় সিদ্ধ
হয় । অতএব ‘চক্ষুরপি’ ইত্যাদি বাক্যে অনুমানের দ্বারা চক্ষুর
অনাত্মত্ব সাধন করিতেছেন ।

যথা—রূপজ্ঞান—করণসাধ্য (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু রূপজ্ঞান ক্রিয়া
(হেতু), যেমন ছেদন ক্রিয়া (দৃষ্টান্ত)—এইরূপ অনুমানের দ্বারা
পরিশেষে, অর্থাৎ অত্যাশ্রিত ইন্দ্রিয়ের রূপগ্রহণযোগ্যতা বাধিত হওয়ায়,
রূপের উপলক্ষির সাধনত্বরূপে চক্ষুঃ সিদ্ধ হইল । এইরূপ হেতুর সাধনের
জন্য ‘রূপগ্রহণ’ এই বিশেষণটী প্রযুক্ত হইয়াছে । প্রদীপ উপকরণ
হইলেও সাধনশব্দবাচ্য কেবল করণত্ব তাহাতে আছে, এইটী মনে
করিয়া ‘প্রদীপবৎ’ এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন । ৭

করণের অনাত্মত্ববিষয়ে ব্যাপ্তি ও পক্ষধৰ্ম্মতা প্রদর্শন ।

‘যথা’ ইত্যাদি দ্বারা যাহা করণ, তাহা আত্মা নহে, যেমন প্রদীপ—
এই বলিয়া গ্রন্থকার ব্যাপ্তির সাধন করিতেছেন । ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর
অসিদ্ধি—নিরাসের জন্য ‘তথা’ ইত্যাদি দ্বারা পক্ষধৰ্ম্মতা বলিতেছেন । ৮

চক্ষুশ দর্শিতঃ গ্রায়ঃ শ্রোত্রাদিষু অতিদিশতি—এষমিত্যাदि ।
ন হি ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকম্ 'আত্মত্বম্' অবকল্পতে, মমপ্রত্যয়বিরোধাতঃ,
অহংপ্রত্যয়শ্চ চ তেষু অগ্রেষু যথাসিদ্ধে উক্তত্বাৎ । ন চ “মম আত্মা”
ইতিবৎ ঔপচারিকঃ, তত্র মমপ্রত্যয়োহপি ইতি যুক্তং, মুখ্যত্বে বাধকা-
ভাবাতঃ, আত্মনি চ মমপ্রত্যয়শ্চ আত্মশব্দবিরোধাতঃ এব ঔপচারিকত্ব-
প্রোব্যাতঃ । ন চ তেষাং তত্র তত্র করণত্বেন অঙ্গীকৃতানাং আত্মত্বম্

চক্ষুর গ্রায় অগ্ন্যস্ত ইন্দ্রিয়ের অনাস্বত্ব কথন ।

চক্ষুতে যে গ্রায় অর্থাৎ যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ‘এবমেব’
ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ে অতিদেশ করিতেছেন । (‘ইহা
অপরের মতন’—এইরূপ সাদৃশ্য প্রতিপাদের নাম অতিদেশ ।) ইন্দ্রিয়-
সমূহের মধ্যে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই আত্মা হইতে পারে না ; কারণ, তাহা
হইলে ‘আমার শ্রোত্র’ এইরূপ মমপ্রত্যয়ের সহিত বিরোধ ঘটে ।
‘আমি বধির’ এইরূপ অহংপ্রত্যয় ইন্দ্রিয়সমূহে যেকূলে সিদ্ধ হয়, তাহা
পূর্বেই বলা হইয়াছে, অর্থাৎ অধ্যাসবশতঃ ‘আমি বধির’ ইত্যাদি জ্ঞান
হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা বাস্তব নহে—ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে । আর
‘আমার আত্মা’ এইরূপ প্রত্যয়েব গ্রায় ‘মম শ্রোত্রঃ’ এই প্রত্যয়ও
ঔপচারিক হউক, আর তাহা হইলে “আমার আত্মা” জ্ঞান হইলেও যেমন
‘আমিই আত্মা’ সিদ্ধ হয়, তদ্রূপ ‘আমার কর্ণ’ বলায় ‘আমিই কর্ণাদি
ইন্দ্রিয় হউক’—এইরূপ বলা যায় না ; কারণ, “আমার শ্রোত্র” ইত্যাদি
প্রয়োগে যে মুখ্য তাহাতে বাধক কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু—‘আমার
আত্মা’এস্থলে আত্মা ও আমি এক বলিয়া তথায় ‘আমার’ অর্থে আত্ম-
শব্দপ্রয়োগে বিরোধ ঘটে ; সুতরাং “আমার আত্মা” এখানে গৌণপ্রয়োগ
নিশ্চিত, ইহা জানা যায় । “আমার শ্রোত্র” বলিলে এইরূপ বিরোধ
ঘটে না । সুতরাং “আমার শ্রোত্র” ইত্যাদি প্রয়োগবশতঃ আমি শ্রোত্রাদি
ইন্দ্রিয় নহি—ইহা সিদ্ধ হইল ।

মনোহপি আত্মা ন ভবতি, দৃশ্যত্বাৎ, করণত্বাৎ চ
প্রদীপবৎ । ১০

মন আত্মা নহে কেন ?

মনও আত্মা হইতে পারে না, যোহেতু তাহা প্রদীপের
ন্যায় দৃশ্য ও করণ । ১০

উপপত্ত্যতে, প্রদীপাদিষু আত্মত্বাদর্শনাৎ । ন চ বহুযু তেষু প্রত্যভিজ্ঞানং
প্রকল্পতে । ন চ একশরীবাকুত্বাৎ তেষু প্রত্যভিজ্ঞানম্ অবিকল্পমিতি
শ্রদ্ধেয়ম্, এককুণ্ডরাকুত্বেষু চৈত্রমৈত্রাদিষু তদমূলপলস্তাৎ । তস্মাৎ ন
ইন্দ্রিয়ানাম্ আত্মত্বম্ ইত্যর্থঃ । ১০

আর সর্বত্র করণ বলিয়া স্বীকৃত শ্রোত্রাদির আত্মত্ব উপপন্ন হয় না,
কারণ, প্রদীপাদিতে আত্মত্ব দৃষ্ট হয় না । অর্থাৎ করণ কখন ও কর্তা হয়
না । আর বহু ইন্দ্রিয়ে “সেই আমি” এইরূপ অসুভব ও স্মরণাত্মক জ্ঞান-
রূপ যে প্রত্যভিজ্ঞা তাহাও সিদ্ধ হয় না ; কারণ, যে আমি পূর্বে দর্শন
করিয়াছি, সেই আমি এখন শ্রবণ করিতেছি,—এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাও হয়
না । সুতরাং ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলা যায় না । আর চক্ষুঃ শ্রোত্রাদি
ইন্দ্রিয় সকল এক একটি শরীরেই অবস্থান করে বলিয়া “আমি ইন্দ্রিয়”
বলিয়া প্রত্যভিজ্ঞাতে কোন বিরোধ ঘটে না—এইরূপ বলিতে পার না ;
কারণ, একটি হস্তীতে আকুট চৈত্র ও মৈত্র প্রভৃতি নানা ব্যক্তিতে
প্রত্যভিজ্ঞার উপলব্ধি হয় না । অর্থাৎ চৈত্রের প্রত্যভিজ্ঞা মৈত্রের
প্রত্যভিজ্ঞা হয় না । অর্থাৎ একটি শরীরে চক্ষুঃ আছে, শ্রোত্রও আছে,
যেমন একটি হস্তীতে চৈত্রও আছে মৈত্রও আছে, সুতরাং চক্ষুঃ যাহা
দেখিবে, শ্রোত্র তাহা প্রত্যভিজ্ঞা করিবে, চৈত্র যাহা দেখিবে মৈত্র
তাহা প্রত্যভিজ্ঞা করিবে—একথা বলা যায় না । অর্থাৎ যে আমি
দেখিয়াছি, সেই আমি স্পর্শ করিতেছি—এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয় না ।
অতএব ইন্দ্রিয় সকল আত্মা নহে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ । ১০

বুদ্ধিরপি আত্মা ন ভবতি, দৃশ্যত্বাৎ করণত্বাৎ, প্রদীপবৎ । ১১

বুদ্ধি আত্মা নহে কেন ?

বুদ্ধি ও আত্মা হইতে পারে না, যেহেতু তাহা প্রদীপের
আয় দৃশ্য এবং করণ । ১১

কেচিৎ তু মনসঃ অহংপ্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ অহম্প্রত্যয়ালম্বনশ্চ চ আত্মত্বাৎ
তদেব আত্মা ইতি মন্ত্বে তান্ প্রতি আহ—মনোহপি ইতি । তত্রাপি
পূর্ববদ্ অহংপ্রত্যয়শ্চ মমপ্রত্যয়গ্রহতশ্চ প্রমাণানুপপত্তিরিতি ভাবঃ । ১০

বৌদ্ধান্ত বুদ্ধিরেব আত্মা ইতি আচক্ষতে, তান্ প্রতি উক্তং—
বুদ্ধিরিত্যাदि । সা চেদ্ দৃশ্য ন সিধ্যোৎ, স্বপ্রকাশত্বে তস্যা জন্মান্ত-
যোগাদিপ্রতিপত্তিঃ । দৃশ্যত্বে যথোক্তার্থসিদ্ধিঃ । তস্মাচ্চ কর্তৃত্বে

মন আত্মা নহে কেন ?

কেহ কেহ বলেন ‘আমি সংকল্পবান’ ইত্যাদি প্রয়োগবশতঃ মন
অহংপ্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া সিদ্ধ হয়, আর যাহা অহংপ্রত্যয়ের আলম্বন
তাহাই আত্মা ; সুতরাং মনই আত্মা ; এক্ষণে ‘মনোহপি’ ইত্যাদি দ্বারা
তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতেছেন । এস্থলেও পূর্বোক্ত ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব-
খণ্ডনের বিচারের আয় “আমার মন” এইরূপ মমপ্রত্যয়ের দ্বারা
প্রতিহত অহংপ্রত্যয়ের অর্থাৎ “আমি সংকল্পবান্” এইরূপ জ্ঞানের কোন
প্রমাণ নাই । অর্থাৎ “আমার মন” “আমার সংকল্প” ইত্যাদি জ্ঞান হয়
বলিয়া “আমি মন” অর্থাৎ মনই আত্মা—এরূপ জ্ঞান যথার্থ হয় না,
সুতরাং মন আত্মা নহে । ১০

বুদ্ধি আত্মা নহে কেন ?

বৌদ্ধগণ বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া থাকে, ‘বুদ্ধিরপি’ ইত্যাদি বাক্য-
দ্বারা গ্রন্থকার তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতেছেন । বুদ্ধি যদি দৃশ্য না
হয়, তাহা হইলে বুদ্ধির স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করিতে হইবে, আর যদি
বুদ্ধি স্বপ্রকাশ হয়, তাহা হইলে তাহার জন্ম, নাশ প্রভৃতির সহিত

প্রাণোহপি আত্মা ন ভবতি, স্মৃশ্বশ্চৌ চৈতন্যভাবাৎ । ১২
প্রাণস্য ইতরস্মিন্ কালে ভূতাস্বামিনোরিব সঙ্কীর্ণয়োঃ ন
জায়তে ‘কস্য ইদং চৈতন্যম্’ ইতি । ১৩। স্মৃশ্বশ্চৌ তু পুনঃ
বিজ্ঞানরহিতঃ প্রাণ উপলভ্যতে । ১৪

প্রাণ আত্মা নহে কেন ।

প্রাণও আত্মা হইতে পারে না, যেহেতু স্মৃশ্বশ্চৌকালে
চৈতন্যের অভাব হয় । ১২। অতীত সময়ে প্রাণের, ভূত ও
প্রভূর ন্যায় অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা ও রাজকর্মচারীকে যেমন
নির্ণয় করা যায় না, তদ্রূপ সঙ্কীর্ণতা হয় বলিয়া অর্থাৎ চৈতন্য-
স্বরূপ আত্মার সহিত প্রাণের মিশ্রিতভাবে প্রাপ্ত হয় বলিয়া
কাহার চৈতন্য ইহা জানা যায় না । ১৩। স্মৃশ্বশ্চৌতে কিন্তু
পুনরায় বিজ্ঞানরহিত প্রাণ উপলব্ধ হয়, সুতরাং প্রাণের
চৈতন্য নাই । ১৪

ব্যতিরিক্তা বুদ্ধিঃ সিধ্যোং, কর্তুঃ অতিরিক্তকরণাপেক্ষাত্ চক্ষুরাদীনাং চ
নিশ্চয়কসাধারণকরণব্যতিরেকেণ প্রবৃত্ত্যযোগাৎ করণেষু প্রদীপবদ্
অনাত্মত্বম্ অবিবাদম্ ইত্যর্থঃ । ১১

হৈরণ্যগর্ভাস্ত প্রাণম্ আত্মানং প্রতিপত্ত্বৈ, তান্ প্রতি আহ—
সম্বন্ধ নাই, একরূপ জ্ঞান হইত । কিন্তু বুদ্ধির জন্ম নাশ প্রসিদ্ধই আছে ।
আর যদি বুদ্ধি দৃশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার অনাত্মত্বই সিদ্ধ হয় ।
আর তাহার কর্তৃত্ব যদি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কর্ত্তী বুদ্ধির
অতিরিক্ত করণরূপ একটি বুদ্ধি স্বীকার করিতে হইবে । কারণ, কর্ত্তা
হইতে অতিরিক্ত করণের অপেক্ষা দেখা যায় । আর নিশ্চয়বৃত্তিবিশিষ্ট
একটি সাধারণ করণ ব্যতীত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহেরও প্রবৃত্তি হয় না,
আর বুদ্ধি করণ হইলে প্রদীপের ন্যায় বুদ্ধি যে আত্মাভিন্ন অনাত্মা,
ইহাতে কোনরূপ বিবাদ নাই । ১১

প্রাণ ইতি। তস্তাপি সমপ্রত্যয়বিষয়ত্বেন দৃশ্যত্বাৎ আত্মত্বানুপপত্তিঃ।
“প্রাণেন রক্ষস্বরং কুলায়”মিতি করণত্বাঙ্গীকারাচ্চ। ঋতিবিরোধে
চ আগমস্ত অপ্রামাণ্যত্ব ইত্যর্থঃ।

‘প্রাণস্ত অনাত্মত্বে হেতুস্তরম্ আহ—স্বষ্ণৌ ইতি। ন হি তস্তাম্
অবস্থায়াম্ প্রাণে ব্যাপারবতি ভাত্যপি চৈতন্যম্ উপলভ্যতে। ন চ
তান্মনু ভাত্যেব চৈতন্যানুপলব্ধৌ তস্ত আত্মতা যুক্তা, তেন ন অসৌ
আত্মা ইত্যর্থঃ। ১২

নহু স্বষ্টিবিশেষণাদ্ অবস্থাস্তরে প্রাণস্ত চৈতন্যম্ অহুগতম্ ইতি,

প্রাণ আত্মা নহে কেন?

হিরণ্যগর্ভের উপাসকগণ প্রাণকে আত্মা বলিয়া থাকেন, ‘প্রাণো-
হপি’ ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতেছেন। প্রাণও মম-
প্রত্যয়ের বিষয় বলিয়া দৃশ্য, স্তূতরাঃ তাহার আত্মত্ব সঙ্গত হয় না।
‘প্রাণের দ্বারা অপর অর্থাৎ নিকট স্থলশরীরকে রক্ষা করিয়া’ ইত্যাদি
ঋতিতে প্রাণের করণত্ব স্বীকৃত হইয়া থাকে। ঋতিবিরুদ্ধ অত্র শাক্ত
প্রমাণকৃত নহে—ইহাই অর্থ।

প্রাণ আত্মা নহে—ইহাতে অজ্ঞ হেতু।

প্রাণ যে আত্মা নহে, এ বিষয়ে ‘স্বষ্ণৌ’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা অত্র
হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। স্বষ্টিকালে প্রাণ নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসাদি ব্যাপার-
বিশিষ্টরূপে উপলব্ধ হইলেও চৈতন্য উপলব্ধ হয় না। আর নিঃশ্বাস-
প্রশ্বাসাদি ব্যাপারের উপলব্ধি হইলেই, চৈতন্য উপলব্ধ না হইলে,
প্রাণকে আত্মা বলা সঙ্গত নহে। অতএব প্রাণ আত্মা নহে—ইহাই
তাৎপর্য্যার্থ। ১২

স্বষ্টিবিশেষণের সার্থক্যপ্রদর্শন।

‘স্বষ্ণৌ চৈতন্যাত্মত্বাৎ’ বাক্যে এই ‘স্বষ্টি’ এই বিশেষণ থাকায়
স্বষ্টি ভিন্ন জাতিদাদি অবস্থাতে প্রাণের চৈতন্য অঙ্গীকৃত হয়, ইহা বুঝা

প্রতিভাতি, দৃশ্যতে হি “দক্ষিণেন অক্ষা ন পশ্যতি” ইত্যুক্তে বামে ন পশ্যতি
ইতি অত্রাহ—প্রাণশ্চেতি । জাগরিত্যদৌ চৈতন্ত্যাদ্যে সন্দেহসম্ভবাৎ
অসন্দেহার্থং স্মৃপ্তগ্রহণং দৃশ্যতে খলু একস্মিন্নেব প্রদেশবিশেষে স্মৃ-
বেতয়োঃ ভূত্যস্বাগিনোঃ নানাবিধপদাতিবাচ্ছিন্নচক্ষুর্যামরপতাকাদি-
পরিচারিবৃত্তয়োঃ ‘অয়ং নরপতিঃ’ ইতিনির্দ্ধারণাসিদ্ধৌ কস্য ইদমিতি
সন্দিহমানস্য, তথা ইহাপি সংশয়সম্ভবাৎ যুক্তম্ অসন্দেহার্থং বিশেষণম্ ।
ন পুনঃ অবস্থান্তরে প্রাণস্য চৈতন্ত্যজ্ঞানার্থম্ । ১৩

নহু স্মৃপ্তবিশেষণেহপি কথং প্রাণস্য চৈতন্ত্যরাহিত্যং নির্দ্ধাযাতে

যাইতেছে । যেহেতু দেখা যায় “দক্ষিণ চক্ষুর দ্বারা দেখে না” এ কথা
বলিলে বাম চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পায়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে;
এজন্য তাহার উত্তরে গ্রন্থকার ‘প্রাণশ্চ’ ইত্যাদি বলিতেছেন । জাগরণাদি
অবস্থাতে চৈতন্ত্য কাহার—এই বিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে বলিয়া সেই
সন্দেহ যাহাতে না হয়, তজ্জন্ত ‘স্মৃপ্তির’ গ্রহণ করা হইয়াছে । দেখা
যায়—একটি প্রদেশে নানাবিধ পদাতি, হস্তী, ধ্বজা, ছত্র, চামর,
পতাকা প্রভৃতি পরিচারকপরিবৃত রাজা ও তাঁহার ভূত্যবর্গ অবস্থান
করিলে “ইনি রাজা” এইরূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না । আর
তজ্জন্ত “এই সকল সৈন্যাদি কাহার” ? “কে রাজা” এইরূপ সন্দেহই
থাকিয়া যায় । সেইরূপ এস্থলেও অর্থাৎ আত্মা ও প্রাণের মধ্যে ‘চৈতন্ত্য
কাহার’ এইরূপ সংশয় থাকায় অসন্দেহের নির্মিত স্মৃপ্তি-বিশেষণ গ্রহণ
সঙ্গতই হইয়াছে । পরন্তু জাগ্রদাদি অবস্থাতে প্রাণের চৈতন্ত্য স্বীকারের
জন্য স্মৃপ্তি গ্রহণ নহে । ১৩

স্মৃপ্তিকালে প্রাণের চৈতন্ত্যরাহিত্য স্থাপন ।

যদি বলা হয় ‘স্মৃপ্তি’ এই বিশেষণ প্রদত্ত হইলেও প্রাণের যে
চৈতন্ত্য নাই—ইহা কিরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইবে ? তাহার উত্তরে ‘স্মৃপ্তে

করণোপরমাং বিজ্ঞানাভাবঃ প্রাণস্য ইতি চেৎ ? ন, স্বামিনি ব্যাপ্তিয়মাণে করণোপরমাভাবাৎ, রাজপুরুষবৎ ; অতএব ন প্রাণস্য এতানি । যঃ স্বাপে ন উপরতঃ তস্য এতানি করণানি উপরতানি । ১৫

প্রাণের আত্মত্বে শঙ্কা ও সমাধান ।

যদি বলা হয় ইন্দ্রিয়রূপ করণের উপরমবশতঃ সুষুপ্তিতে প্রাণের বিজ্ঞানাভাব হয় মাত্র, বস্তুতঃ প্রাণের চৈতন্য থাকে, অর্থাৎ প্রাণই আত্মা ? তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে । কারণ, রাজা স্বয়ং কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিলে যেমন রাজ-কর্ম্মচারিবৃন্দের কার্য্যে অব্যাপ্ত থাকা অসম্ভব, তদ্রূপ প্রভু-স্বরূপ প্রাণ কার্য্যে ব্যাপ্ত থাকিলে ভূতাস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণের উপরম অসম্ভব ; অতএব ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অধীন—বা ভূত বিশেষ । কিন্তু যাহা (বুদ্ধি) নিদ্রাকালে উপরত হয় না, তাহারই এই সকল করণ নিদ্রাকালে উপরত হয় । ১৫

তত্রাহ—সুষুপ্তে ইতি । তদা হি প্রাণোপলব্ধেহপি চৈতন্যাহুপলব্ধাৎ তস্য অচেতনত্বং নিশ্চিতম্ ইত্যর্থঃ । ১৪

চেতনসৈব প্রাণস্য সুষুপ্তে বিজ্ঞানহেতুনাং শ্রোত্ৰেনেত্রাদিকরণানাম্ উপসংহারাৎ বিজ্ঞানাভাবো, ন তু অচেতনত্বাদ্, ইতি শঙ্কতে—করণোতি । যদি করণানি প্রতি প্রাণঃ স্বামী স্যাৎ তদা তস্মিন্ তু' ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন । অর্থাৎ সুষুপ্তিসময়ে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসাদি-দ্বারা প্রাণের উপলব্ধি হইলেও চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, এজ্জ প্রাণের চৈতন্য নাই, ইহা নিশ্চিত হইতেছে । ১৪

সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়নিবৃত্তিবশতঃ প্রাণের চৈতন্যভাবশঙ্কা ।

প্রাণই চেতন, তবে যে সুষুপ্তিকালে প্রাণের চৈতন্য থাকে না ; তাহার কারণ, জ্ঞানের হেতুভূত অবগ, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের নিবৃত্তি

ব্যাপারাবিষ্টিতে ভূতাস্থানীয়ানাং করণানাম্ উপরমো ন উপপত্ততে ; ন হি নরপতৌ পরেণ নরপতিনা সহ সন্ধিষিগ্রহাদৌ ব্যাপ্রিয়মাণে তদীয়-
পুরুষা নির্ব্যাপারা নিবৃণ্ণতি ।

ততশ্চ চেতনসৌব প্রাণস্য করণোপরমাধীনং বিজ্ঞানান্ভাববচনম্
অনুচিতম্ ইতি পরিহরতি—ন ইত্যাদি ।

স্বযুগ্মে করণোপরমাং প্রাণস্য চ অনুপরতত্বাৎ ন তস্য করণস্বামিত্বম্
ইত্যাশ—অতএবেতি ।

তদ্বি করণানাং স্বতন্ত্রত্বাসম্ভবাৎ কস্য করণস্বামিত্বম্ এষ্টবাম্ ইতি
আশঙ্ক্য আহ—য ইত্যাদি । কারণাত্মন্য বুদ্ধেঃ অবস্থানং স্বাপঃ অভি-

হয় বলিয়া বিজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্তের অভাব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু
প্রাণের স্বাভাবিক অচেতনত্বহেতু যে চৈতন্তের অভাব, তাহা নহে ;
ইহাই ‘করণোপরমাদ্’ ইত্যাদি বাক্যে আশঙ্কা করিতেছেন । ইহা
পূর্বপক্ষ বাক্য । প্রাণ যদি ইন্দ্রিয়গণের স্বামী হয়, তাহা হইলে প্রাণ
ব্যাপারবান্ হয়, এজগৎ ভূতাস্থানীয় ইন্দ্রিয়গণের বিরাম উপপন্ন হয় না ।
যেহেতু রাজা অগ্নি রাজার সহিত সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি কার্যে ব্যাপৃত
থাকিলে তাঁহার অনুচরবর্গ কখনও নিশ্চেষ্ট থাকে না ।

অতএব ইন্দ্রিয়গণের বিরতিবশতঃ চেতন প্রাণেরই চৈতন্তের
অভাব হয়—এই বাক্য অনুচিত, এই আশঙ্কারই পরিহার ‘ন স্বামিনি’
ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা করিতেছেন ।

ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের অধীন নহে ।

স্বযুগ্মিকালে ইন্দ্রিয়গণের নিবৃতি হইলেও প্রাণের বিরাম হয় না
বলিয়া, প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের স্বামী নহে—ইহাই ‘অতএব’ ইত্যাদি বাক্যে
বলিতেছেন ।

বিজ্ঞানের ইন্দ্রিয়স্বামিত্ব ।

যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের নিজ নিজ ব্যাপারে স্বাতন্ত্র্যের সম্ভাবনা

লপ্যতে, তেন উপরতে দর্শনস্পর্শনাদিবিজ্ঞানবিরহী যঃ অবতিষ্ঠতে তস্য বিজ্ঞানাত্মনঃ শ্রোত্রাদীনী করণর্চন, ন স্বতন্ত্রাণি করণরূপাঘাতাং, তথা চ বিজ্ঞানাত্মা করণস্বামী ইত্যর্থঃ । ১৫

স্বাপেন উপরতস্য করণস্বামিত্বম্ ইত্যত্র অস্বয়ব্যতিরেকৌ প্রমাণয়ন্ আদৌ অস্বয়ম্ আচটে । সুষুপ্তো হি পুরুষো যস্মিন্ কালে করণাত্মকম্ অন্তঃকরণং তত্র উপকৃত্য বাহ্যবিষয়াভিমুখম্ আপাত্ত স্বয়মপি তদ্বারা বাহিমুখো ভূত্বা বুদ্ধিদ্বারেণ তত্তদবিষয়াভিমুখানি শ্রোত্রাদীনী করণানি হইল, তাহা হইলে কাহার ইন্দ্রিয়স্বামিত্ব অঙ্গীকার করিতে হইবে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ‘যঃ’ ইত্যাদি দ্বারা তাহার উত্তর বলিতেছেন । কারণরূপে বুদ্ধির অবস্থানের নাম স্বাপ বা সুষুপ্তি; কারণস্বরূপে বুদ্ধির লয় হইলে দর্শন স্পর্শনপ্রভৃতি বিশেষজ্ঞানবিরহিত হইয়া যিনি অবস্থান করেন, শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ সেই বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবাত্মার অধীন । ইন্দ্রিয়গণ স্বতন্ত্র নহে, স্বতন্ত্র হইলে করণত্বের হানি হইবে; যেহেতু করণ কখনও স্বতন্ত্র হয় না । অতএব বিজ্ঞানাত্মা ইন্দ্রিয়গণের স্বামী—ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে । ১৫

ইন্দ্রিয়গণ আত্মাধিষ্ঠিত বুদ্ধিকর্তৃক অধিষ্ঠিত ।

সুষুপ্তিকালে যিনি উপরত হন না, স্বস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিই ইন্দ্রিয়গণের স্বামী—ইহাতে অস্বয় ও ব্যতিরেক প্রমাণ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রথমে অস্বয় বলিতেছেন । “তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বা অস্বয়ঃ, তদসত্ত্বে তদ-সত্ত্বা ব্যতিরেকঃ,” যেটা থাকিলে যেটা থাকে তাহার নাম অস্বয়, যাহা না থাকিলে যেটা থাকে না—তাহার নাম ব্যতিরেক । যে সময় সুষুপ্ত পুরুষ অর্থাৎ আত্মা করণস্বরূপ অন্তঃকরণকে অজ্ঞানরূপ কারণ হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে শব্দ, স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়ে অভিমুখ করিয়া নিজে আত্মাও অন্তঃকরণের দ্বারা বাহিমুখ হইয়া বুদ্ধির দ্বারা সেই সেই শব্দাদি-বিষয়মুখী শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠান হইয়া অবস্থান করেন,

যদা অসৌ বহিঃ নির্গত্য করণানি অধিষ্ঠিত্তি তদা
সৰ্বাণি করণানি স্বস্ববিষয়ে প্রবর্তন্তে, যদা জাগ্রৎস্থিতি-
নিমিত্তং কৰ্ম উদ্ভূতং ভবতি তদা স্বাপাৎ উপরতঃ ভবতি । ১৬

বুদ্ধিরই জাগ্রাদি অবস্থাৱয় ।

যখন তাহা (বুদ্ধি নিজ কারণ অজ্ঞান হইতে) বহির্গত হইয়া
করণসমূহে অধিষ্ঠান করে, তখন সমুদায় করণ নিজ নিজ
বিষয়ে প্রবর্তিত হয়, আর যখন জাগ্রৎস্থিতির নিমিত্তস্বরূপ
কৰ্ম উদ্ভূত হয়, তখন নিদ্রা হইতে উপরত হয় । ১৬।
অধিষ্ঠায় তিষ্ঠতি, তস্মিন্ কালে করণানি সৰ্বাণি প্রতিনিয়তেষু বিষয়েষু
প্রবর্তানি তত্তদাকারান্ বুদ্ধিপরিণামান্ দর্শনশ্রবণাদিশক্তিতান্ উৎপাদ্য
পর্যবস্যতি । তথাচ আত্মাধিষ্ঠিতবুদ্ধ্যা অধিষ্ঠিতান করণাদীন শ্রবণাদি-
হেতবে। ভবন্তি ঈতি আত্মা করণস্বামী সিদ্ধান্তি ইত্যর্থঃ ।

কদা পুনঃ আত্মা বহির্নির্গত্য বুদ্ধিদ্বারা করণানি অধিষ্ঠিত্তি—ইতি
অত্রাহ—যদা ইত্যাদি। যস্মিন্ কালে জাগরিতপ্রাপকং কৰ্ম ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাখ্যাম্
উদ্ভবতি তদা পুরুষঃ সুষুম্নরূপাৎ প্রচ্যুতো ভবতি ইত্যর্থঃ । ১৬

তখন সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রতিনিয়ত স্বস্ববিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হইয়া দর্শন
শ্রবণাদিশব্দবাচ্য সেই সেই আকারে বুদ্ধির পরিণামকে উৎপাদন
করিয়া থাকে । অতএব আত্মকৰ্ত্তৃক অধিষ্ঠিত যে বুদ্ধি, তাহার দ্বারা
অধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণ শ্রবণাদির কারণ হইয়া থাকে, এইহেতু আত্মাই
ইন্দ্রিয়স্বামী, ইন্দ্রিয়গণ নহে—ইহাই সিদ্ধ হইল ।

জাগরিতপ্রাপক কৰ্ম সুষুম্নদশানাশক ।

কখন বিজ্ঞানাত্মা বহির্গত হইয়া বুদ্ধির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা
হইয়া থাকেন, ‘যদা’ ইত্যাদি দ্বারা তাহাই বলিতেছেন । যখন
জাগ্রদশাপ্রাপক ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ কৰ্ম আবির্ভূত হয়, তখন পুরুষ অর্থাৎ
সুষুম্নরূপ হইতে প্রচ্যুত হইয়া থাকেন । ১৬

তৎক্ৰমে সৰ্ব্বাণি করণানি গৃহীত্বা বুদ্ধ্যুপাধিসম্পর্কজনিত-
বিষয়বিজ্ঞানেন স্বপ্নং সুষুপ্তি বা গচ্ছতি ।১৭। এবং স্থান-
ত্রয়ম্ অনবরতং গচ্ছতি ।১৮

সেই কন্ম কয় হইলে সমুদায় করণকে লইয়া বুদ্ধিরূপ উপাধির
সম্পর্কজনিত বিষয়ের বিজ্ঞানকে দ্বার করিয়া স্বপ্ন প্রাপ্ত
হয় বা সুষুপ্তি অবস্থা লাভ করে ।১৭। এইরূপে তাহা (বুদ্ধি
অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মা) জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তিরূপ
স্থানত্রয় অনবরত প্রাপ্ত হইতেছে ।১৮

আত্মনি সুষুপ্তিরূপং পরিত্যজ্য করণানি অধিষ্ঠায় ব্যাপারায় উন্মুখীভূতে
সতি তদধিষ্ঠিতানি ব্যাপারোন্মুখীভূতানি প্রবৃত্তিভাজি ভবন্তি ইতি অন্মযো
দর্শিতঃ, সম্প্রতি ব্যতিরেকং দর্শয়তি—তদ্ ইত্যাদি । তন্ত জাগরিতন্ত
হেতুকর্ষণঃ তন্নিমিত্তোভয়বিধকরণাধিষ্ঠাতৃত্বস্য চ ক্ৰমে সতি জাগরিত-
বাসনাবাসিতত্বেন চিত্রপটবদবস্থিতেন বুদ্ধিরূপোপাধিতৎসম্পর্কবশাৎ
উৎপন্নেন বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নচৈতন্যভাসলক্ষণেন বিজ্ঞানেন করণভূতেন সৰ্ব্বাণি

ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্বে ব্যতিরেক প্রদর্শন ।

আত্মা সুষুপ্তিরূপ পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে অধিষ্ঠান করিয়া
ব্যাপারের নিমিত্ত উন্মুখ হইলে, আত্মাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়সমূহও দর্শনাদি-
ব্যাপারে উন্মুখীভূত হয়—এইরূপে অন্ময় প্রদর্শিত হইয়াছে । এখন
'তৎক্ৰমে' ইত্যাদি দ্বারা ব্যতিরেক প্রদর্শন করিতেছেন । সেই জাগ্র-
দবস্থার হেতুভূত কর্ষের কয় হইলে এবং কর্ষনিমিত্ত অন্তঃকরণ ও
চক্ষুরাদি এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃত্ব কয় হইলে জাগ্রদবস্থার
সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃতত্বহেতু আত্মা, চিত্রপটের গায় অর্থাৎ পটে চিত্রিত
নির্ব্যাপার পুরুষের গায় অবস্থান করেন । কিন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধির
সম্বন্ধবশতঃ বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্যভাসরূপ যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, করণভূত
সেই বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে

কৰ্মনিমিত্তং চ ইদং মনসঃ গমনাগমনম্ । ১৯। স্বপ্ন-
অন্তঃকরণেরই গমনাগমন।

আর মনের অর্থাৎ উক্ত বুদ্ধির এই গমনাগমন কৰ্মনিমিত্ত-

করণানি গৃহীত্বা ব্যাপাররহিতানি কৃত্বা স্বপ্নং গচ্ছতি । তথৈব অজ্ঞানো-
পাধিকেন চৈতন্যভাসাত্মকেন বিজ্ঞানেন বুদ্ধ্যুপাধিকমপি বিজ্ঞানম্
উপসংহৃত্য সুষুপ্তং বা অয়ম্ আত্মা প্রতিপত্ত্বতে “তদেবাং প্রাণানাং
বিজ্ঞানেন বিজ্ঞানম্ আদায়” ইত্যাদি শ্রুতেঃ । ক্রমনিয়মব্যাবৃত্তাথো ‘বা’
শব্দঃ । তথাচ করণেষু আত্মনঃ অধিষ্ঠাতৃত্বাভাবে তেষাম্ অপ্রবৃত্তিঃ
ইত্যর্থঃ । ১৭

মোক্ষাং প্রাগবস্থায়াং সদৈব অয়ম্ আত্মা স্থানত্রয়ং ক্রমাক্রমাভ্যাং
গচ্ছতি ইতি উপসংহরতি—এবমিত্যাди । ১৮

ব্যাপাররহিত করিয়া আত্মা স্বপ্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । সেইরূপ এই
আত্মা অজ্ঞানোপাধিক চৈতন্যভাসরূপ বিজ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি বাহার
উপাধি এরূপ বিজ্ঞানকে উপসংহার করিয়া সুষুপ্তিদশাকে প্রাপ্ত হইয়া
থাকেন । ‘এই বিজ্ঞানস্বরূপ আত্মা এই সকল প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের
বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া থাকেন’ এইরূপ শ্রুতি আছে । বাক্যমধ্যে যে ‘বা’
শব্দ আছে, তাহা ক্রমনিয়মের ব্যাবৃত্তির—অর্থাৎ নিষেধের নিমিত্ত ;
অর্থাৎ স্বপ্নের পর সুষুপ্তি হইবে—এইরূপ ক্রমের কোন নিয়ম নাই—
ইহাই বুঝাইবার জ্ঞাত । অতএব ইন্দ্রিয়সমূহে আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব না
থাকিলে তাহাদের প্রবৃত্তি হয় না । ১৭

মোক্ষের পূর্বে প্রতিদিন আত্মায় স্থানত্রয়গমন ।

বর্তদিন মোক্ষ না হয় ততদিন এই আত্মা সর্বদা ক্রমে ও অক্রমে,
ভাগ্য ও স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন—ইহাই
‘এবম্’ ইত্যাদি দ্বারা উপসংহার করিতেছেন । ১৮



জাগরিতে গচ্ছতি, পুনঃ স্থানদ্বয়নিমিত্তকর্মেচ্ছতশ্রমা-
পনোদনায় সুষুপ্তিমপি গচ্ছতি।২০। প্রাণোহপি তদ্বর্ণ-
বশাদেব শরীরং পালয়ন্ বর্ততে, স্বপ্নসুষুপ্তয়োঃ জাগরিত
ইব মৃতিভ্রাস্তিপরিসারায়।২১

হয়।১৯। এই মনই স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, পুনরায়
জাগ্রত ও স্বপ্নরূপ অবস্থাদ্বয়নিমিত্ত কর্ম হইতে উদ্ধৃত শ্রম
অপনোদনের নিমিত্ত সুষুপ্তি অবস্থাও প্রাপ্ত হয়।২০। এই
সময় প্রাণও কর্মফলভোগরূপ ধর্মের অধীন হইয়াই
জাগ্রদবস্থার জায় স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকালে মরণভ্রাস্তি নিবারণ
করিবার জন্ত ভোগায়তনরূপ শরীরকে পরিচালনপূর্বক
অবস্থান করে। এই সকল কারণে প্রাণও আত্মা নহে।২১

কিমর্থম্ অস্ত্য স্থানত্রয়গমনং কিং নিমিত্তং চেতি শঙ্কমানং প্রতি
আহ—কর্ণোক্ত্যাং। ‘চ’ শব্দাং মিথ্যাজ্ঞানাদি কথ্যতে। এতেন
কর্মফলোপভোগার্থং গমনম্ ইতি অর্থাৎ উক্তম্ ইতি অবধেয়ম্।১৯

নমু “অনন্যগতং পুণ্যেন অনন্যগতং পাপেন” ইত্যাদি কৃত্য।
সুষুপ্তে কর্মতৎফলাভাবঃ অভিলপাতে, তপাচ কর্মনিমিত্তং স্থানত্রয়গমনং
কথং যুক্তম্? ইতি অত্রাহ—স্বপ্নেত্যাদি।

স্থানত্রয়ে গতগতি কর্মনিমিত্ত।

কি জন্ত মনোহবচ্ছিন্ন আত্মার বা বুদ্ধির তিনটি স্থানে গমন এবং
তাহার কারণই বা কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—
‘কর্মনিমিত্তম্’ ইত্যাদি। বাক্যে ‘চ’ শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদি কথিত
হইতেছে। ইহার দ্বারা কর্মফলের উপভোগের নিমিত্ত গমন—ইহাও
অর্থাৎ উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।১৯

আত্মার কর্মনিমিত্ত—স্থানবরে গমন।

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, “আত্মা পুণ্য কিংবা পাপের দ্বারা সম্বদ্ধ

কথং তর্হি নিমিত্তম্ অন্তরেণ স্বপ্নপ্তং প্রতিপত্ততে ? ন হি তত্র কৰ্ম নিমিত্তম্ অস্তি, তত্রাহ—**পুনঃ** ইত্যাদি ।* যথা স্বপ্নজাগরিতাহুকূলকৰ্ম-বশাৎ তৎফলোপভোগার্থং স্থানদ্বয়ং গচ্ছতি, তথা তদুপভোগায়াসোদিত-শ্রমসম্ভবাৎ তন্নিবৃত্তয়ে স্বপ্নপ্তমপি প্রাপ্নোতি ; ন চ তত্র কিঞ্চিদপি কৰ্ম-নিমিত্তম্ অস্তি “অনন্যাগতং”-বচনবিরোধাত্ । ন চ বিষয়বিষয়াকারেণ স্ফুটতরকৰ্মতৎফলাভাববিষয়ম্ এতৎ—ইতি বাচ্যং, নিয়ামকভাবাৎ । হন না” ইত্যাদি ক্রটিতে স্বপ্নপ্তিকালে কৰ্ম এবং কৰ্মফলের অভাব কথিত হইতেছে, তাহা হইলে কৰ্মনিমিত্ত স্থানত্বে গমন ক্রমে সঙ্গত হয় ? এই আশঙ্কার উত্তর ‘স্বপ্ন’ ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন । অর্থাৎ উক্ত আশংকা অমূলক । আত্মার যে কৰ্ম ও কৰ্মফলাভাব কথিত হইয়াছে, তাহা শুদ্ধ আত্মার বৃত্তিতে হইবে ।

আত্মার স্বপ্নপ্তিদশাপ্রাপ্তি—শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত ।

এখন যদি কৰ্মাদি কোন কারণ না থাকিল, তাহা হইলে আত্মা কারণ ব্যতিরেকে ক্রমে স্বপ্নপ্তিদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ? স্বপ্নপ্তি-অবস্থাতে গমনের ত কৰ্মরূপ কোন কারণ নাই ? তাহার উত্তরে বলিতে-ছেন “পুনঃ” ইত্যাদি । যেমন বুদ্ধি স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার অহুকূল কৰ্ম-বশতঃ সেই কৰ্মফলভোগের নিমিত্ত স্বপ্ন ও জাগরণ—এই দুইটী স্থানে গমন করেন, সেইরূপ সেই কৰ্মফলের ভোগ করিতে গিয়া যে আয়াস-প্রযুক্ত শ্রম উৎপন্ন হয়, তাহার নিবৃত্তির নিমিত্ত স্বপ্নপ্তিদশাকেও প্রাপ্ত হইয়া থাকে । স্বপ্নপ্তিদশাপ্রাপ্তিতে কোন প্রকার কৰ্মরূপ নিমিত্ত নাই, স্বপ্নপ্তি কৰ্মনিমিত্ত ঘটে—ইহা স্বীকার করিলে “অনন্যাগতং পুণ্যেন” ইত্যাদি ক্রতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । যদি বল স্বপ্নপ্তিকালে বিষয় ও বিষয়ীর আকারে অর্থাৎ শব্দাদি বিষয় ও শব্দাত্মাকারে অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ বিষয়ী না থাকায় অত্যন্ত পরিস্ফুটরূপে কৰ্ম ও কৰ্মফলের অভাব পরিলক্ষিত হয়, অস্ফুটভাবে কৰ্ম ও অকৰ্মফল থাকে—ইহাই

ন হি সৃষ্টি কৰ্ম বা তৎকলং বা প্রমাণতো দৃশ্যতে । ন চ কারণাভাবাৎ তৎপ্রাপ্তে: অল্পপপত্তিঃ, অবস্থাদ্বয়সজ্জাতশ্রমবশাৎ উপাধিভূতবীজভাব-প্রাপ্তে:, অবিরোধাৎ অজাতব্রহ্মপ্রাপ্তে: স্বাভাবিকত্বাৎ ইতি ভাবঃ । ২০

নহু প্রাণস্ত করণাস্তর্ভাবাৎ তেষু উপরতেষু প্রাণোহপি কস্মাৎ ন উপরমতে ? তথাচ স্বাপাদে: মরণাবস্থাতো বিশেষো ন স্যাদিতি তজ্জাহ—প্রাণ ইত্যাদি । চেতনস্ত হি কৰ্মফলভোগায় শরীরম্ আরকম্, তস্মাৎ প্রাণোপসর্পণে স্বাপাদৌ তস্য স্ববায়নাদিভি: বাবস্থা তদিতরন্ততো-
অনন্থাগাতবাক্যের অর্থ ? কিন্তু ইহা বলিতে পারা যায় না । কারণ, একপ বলার কোন নিয়ামক নাই, যেহেতু সৃষ্টিকালে কৰ্ম ও কৰ্মফল থাকে, ইহা প্রমাণের দ্বারা দৃষ্ট হয় না । আর কস্মাদি কারণের অভাব হইলে যে সৃষ্টিপ্রাপ্তির অভাব হয়, ইহা বলিতে পার না । কারণ, স্বপ্ন ও জাগরণরূপ এই দুইটী অবস্থায় উৎপন্ন শ্রমবশত: বুদ্ধিকৰ্ত্তৃক আত্মার উপাধি যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানরূপ কারণাবস্থা প্রাপ্তিতে কোন বিরোধ নাই এবং অজাতব্রহ্মপ্রাপ্তি ত স্বাভাবিক, অতএব কারণের অভাবে সৃষ্টির অভাব হয়—ইহা বলা গেল না ।—ইহাই তাৎপৰ্য্য । ২০

প্রাণের করণাস্তর্ভাবপরিহার ।

এখন আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রাণ ইন্দ্রিয়গণের অন্তর্ভূত, কারণ সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়গণের সাধারণ বৃত্তির নাম প্রাণ ; প্রাণ বলিয়া পৃথক পদার্থ নাই । সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ ব্যাপারবিরহিত হইলে প্রাণও কেন ব্যাপারবিহীন না হয় ? আর যদি প্রাণের কার্য্য না থাকে, তাহা হইলে মরণাবস্থা হইতে স্বপ্ন ও সৃষ্টির কোনরূপ পার্থক্য রহিল না, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“প্রাণোহপি” ইত্যাদি । চেতনের কৰ্ম-ফলভোগের নিমিত্ত শরীর আরক হইয়াছে । স্বপ্ন ও সৃষ্টি অবস্থায় যদি শরীর হইতে প্রাণ চলিয়া যায়, তাহা হইলে কুকুর ও কাক প্রভৃতি শরীর নষ্ট করিয়া ফেলে ; সুতরাং স্বপ্নাদি অবস্থা হইতে অল্প অবস্থায়

অহমপি আত্মা ন ভবতি, সৰ্বৈঃ আত্মত্বেন অভিমতো-
হপি প্রত্যগাত্মবিবেকরহিতৈঃ ; দৃশ্যত্বাৎ ঘটাদিবদেব । ২২।
ব্যভিচারাত্মা ২৩। সুখদুঃখাত্মনেকবিশিষ্টত্বাৎ চ ; সংসার-
বিশিষ্টত্বাৎ চ কুশলকুলত্বাদিধর্মবিশিষ্টদেহবৎ । ২৪

আমিপদবাচ্য অহংকার আত্মা নহে ।

সমুদয় প্রত্যগাত্মবিবেকরহিত ব্যক্তিগণকর্তৃক আমিকে
আত্মা বলিয়া জ্ঞান করা হইলেও “আমি” অর্থাৎ অহংকার—
আত্মা নহে । যেহেতু তাহা ঘটাদির ন্যায়ই দৃশ্য । ২২। ব্যভিচার
হয় বলিয়াও অহংকার আত্মা নহে, অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায়
অহংপ্রত্যয়ের ব্যভিচার হয় বলিয়া অহংকার আত্মা নহে । ২৩।
তাহার পর কুশলকুলত্বাদিধর্মবিশিষ্ট দেহের ন্যায় সুখ ও
দুঃখাদি অনেক ধর্মবিশিষ্টত্বপ্রযুক্ত এবং সংসারবিশিষ্টত্ব-
প্রযুক্ত অহংকার আত্মা নহে । ২৪

২পকষণে কর্মফলভোগাযোগাৎ মৃতোহয়মিতি ভ্রান্তৌ তৎপরিহারদ্বারা
শরীরপরিপালনায় প্রাণশ্রু ন করণান্তর্ভাবঃ শঙ্কিতুং শকাতে । ‘ন বায়ুক্রিয়ে
পৃথগুপদেশাৎ’ (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।২) ইতি ন্যায়বিরোধাত ইত্যর্থঃ । ২১

আর কর্মফলভোগ হয় না । অতএব স্বপ্নাদিকালে মৃতব্যক্তি বলিয়া
অন্তের যে ভ্রান্তি হইতে পারে, সেই ভ্রান্তি বাহ্যতে কাহারও না হয়,
তজ্জন্ম প্রাণ সেই অবস্থায় শরীরের পরিপালন করিয়া থাকে, অতএব
প্রাণ যে করণসমূহের অন্তর্ভূত, ইহা আশঙ্কা করিতে পারা যায় না । ব্রহ্ম-
সূত্রে ২।৪।২ সূত্রে উক্ত হইয়াছে—“বায়ু অথবা ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রাণ নহে,
কারণ ক্ষতিতে বায়ু ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি হইতে পৃথকরূপে প্রাণকে উপদেশ
করা হইয়াছে,” প্রাণকে করণের অন্তর্ভাব করিলে উক্ত ব্রহ্মসূত্ররূপ
ন্যায়ের সহিত বিরোধ ঘটে । ২১

দৃশ্যত্বং করণত্বং অচেতনত্বং উপভোগোপকরণত্বাচ্চ প্রাণো ন
 আত্মা ইত্যুক্তম্ । অপরে পুনঃ “অহং জানামি” ইতি অহংকারে নিকৃপ-
 চরিতম্ অহংপ্রত্যয়ং প্রতিভাভ্যাসাৎ তদৈব আত্মত্বম্ অভ্যুপগম্যন্তি । সৰ্ব্ব-
 চ অহংপ্রত্যয়ালম্বনম্ অহংকারমেব আত্মানম্ অভ্যুপগম্যন্তে । তত্রাহ—
 অহমিত্যাदि । যে হি প্রত্যগাত্মানং অহংকারসাক্ষিণম্ অহম্ ইত্যত্র
 অনিদং চিদ্ধাতুম্ ইতরশ্চাৎ ইদমঃ সাক্ষাৎ অহংকারাৎ নিকৃপ্য নিশ্চেষ্টুং
 ন উৎসহন্তে, তৈঃ সৰ্ব্বলৌকিকৈঃ বাদিভিঃ আত্মত্বেন অভিমতোহপি
 ন অসৌ আত্মা ভবতি ইত্যর্থঃ ।

তত্র হেতুমাহ—দৃশ্যেত্যাদি । আত্মনি দৃশ্যত্বং পুরস্তাদেব নিরন্তম্,
 অতো ন আত্মা, ব্যভিচারিত্বাৎ, কুণ্ডলাদিবৎ । ২২

অহংকারের আত্মত্বগুণ ।

প্রাণ আত্মা নহে, যেহেতু প্রাণ—দৃশ্য, এবং কারণ অচেতন ও উপ-
 ভোগের সাধন,—ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে । কিন্তু অপরবাদিগণ
 ‘আমি জানি’ এই জগৎ অহংকারে অনারোপিত অহংপ্রত্যয় উপলব্ধি
 করিয়া অহংকারকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন । কারণ, সকল লোকই
 অহংপ্রত্যয়ের আলম্বন বা আশ্রয় যে অহংকার, তাহাকেই আত্মা বলিয়া
 থাকে । এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে ‘অহম্’ ইত্যাদি বাক্য বলিতেছেন ।
 যাহারা ‘অহম্’ এইরূপে ইদংকারের অবিষয় অহংকারের সাক্ষী, চিৎস্বরূপ
 প্রত্যগাত্মাকে, অগ্রপদবাচ্য, ইদংকারের আশ্রয় অহংকার হইতে
 পৃথক্ভাবে নিশ্চয় করিয়া জানিতে সমর্থ না হয়, সেই সকল সৰ্ব্বতো-
 ভাবে লৌকিক বাদিগণকর্তৃক অহংকার আত্মা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও
 তাহা আত্মা নহে ।

অহংকারের অনাত্মত্বে দৃষ্টত্বহেতু ।

এই অহংকার যে আত্মা নহে, ইহাতে যে “হেতু” তাহাই “দৃশ্যত্বাৎ”
 ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন । আত্মাতে দৃশ্যত্ব পূর্বেই নিরাকৃত হইয়াছে ।

প্রসিদ্ধং চ আত্মনি সুষ্পৃশ্যবস্থায়াম্ অনুভূয়মানে তদনুভবিতরি ন
অহং-উল্লেখঃ অস্তি ইতি অহমো ব্যভিচারিত্বমিতি মত্বা আহ—ব্যভি-
চারাদিতি । ২০

ইতচ্চ অহঙ্কারো ন আত্মা, কাদাচিত্তকত্বাৎ ধর্মবত্বাৎ বা সম্প্রতিপন্নবদ্
ইত্যাহ—স্বপ্নেত্যাদি । স্বপ্নদুঃখরাগদ্বेषাদিভিঃ অনেকৈঃ সংসারাত্ম-
দম্মৈঃ অহং স্বপ্নী ইত্যাদিনা বিশিষ্টত্বম্ অহমো দৃষ্টম্, অতচ্চ নাসৌ
আত্মেতি নিশ্চায়তে, আত্মনঃ সর্বধর্মরাহিত্যশ্রবণাৎ । ন হি দেহস্য
কার্যস্বৈল্যোত্যাদিধর্মবিশিষ্টস্য আত্মতা ইতি উপদিষ্টং ভূমিবিজ্ঞানায়
অহঙ্কারাদেশাৎ পৃথগ্ আত্মাদেশানুকরণাদ্ অহংকারস্য অনাত্মত্বম্
অতএব অহঙ্কার আত্মা নহে ; কারণ, ঘটাদির ত্রায় অথবা কুণ্ডলাদির
ত্রায় ব্যভিচার আছে । ২২

সুষ্পৃশ্তিতে অহংপ্রত্যয়ের ব্যভিচার ।

সুষ্পৃশ্তি অবস্থাতে তাহার অনুভবিতা আত্মার উপলব্ধি হইলেও
তাহাতে অহংপ্রত্যয়ের উল্লেখ হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ, অতএব অহং-
প্রত্যয়ের ব্যভিচার আছে, ইহা মনে করিয়া ‘ব্যভিচারাত্’ এই হেতু
বলিয়াছেন । ২৩

স্বপ্নদুঃখাদিধর্মবিশিষ্ট বলিয়া অহঙ্কার আত্মা নহে ।

এই কারণেও অহঙ্কার আত্মা নহে ; কারণ, ইহা আগন্তুক অথবা
ধর্মবিশিষ্ট, যেমন সর্ববাদিসম্মত দেহাদি, ইহাই ‘স্বপ্ন’ ইত্যাদি বাক্যে
বলিতেছেন । স্বপ্ন, দুঃখ, রাগ, দ্বेष, প্রভৃতি অনেক সংসার ধর্মের দ্বারা
‘আমি স্বপ্নী’ এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা অহংপ্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়,
অতএব অহঙ্কার আত্মা নহে, ইহা নিশ্চিত হইতেছে । কারণ, আত্মার
সকল ধর্মরাহিত্য শ্রুত হইয়া থাকে । কৃশত্ব স্থূলত্বাদি ধর্মবিশিষ্টদেহকে
কেহ আত্মা বলিয়া উপদেশ করে না, এবং ছান্দোগ্যোপনিষদের ভূমি-
বিজ্ঞানেও অহঙ্কারের উপদেশ হইতে পৃথক্ ভাবে আত্মার উপদেশ

যদি এবং দেহাদিষু অনাত্মত্বম্, আত্মশব্দা কুতঃ ইতি
চেৎ ? জট্টঃ দৃশ্যবিবেকাভাবাৎ । ২৫

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ।

আত্মজ্ঞানের সম্ভাবনার শব্দা ও সমাধান ।

যদি এইরূপে দেহাদির অনাত্মত্বই সিদ্ধ হইল, তাহা
হইলে তাহাতে আত্মশব্দা হয় কেন ? অর্থাৎ তাহাদিগকে
আত্মা বলিয়া জ্ঞান কোথা হইতে হয় ? তাহা হইলে বলিব—
তাহা জট্টা ও দৃশ্যের মধ্যে যে বিবেক অর্থাৎ পার্থক্যজ্ঞান
তাহার অভাব হইতে হয় । ২৫

ইতি প্রথম খণ্ডের মূলের বঙ্গানুবাদ ।

অবগমিতম্ । তস্মাৎ দেহাদীনাং অহঙ্কারপর্যায়ানাং অনাত্মত্বেন আত্মা-
বিদ্যাকল্পিতত্বং সিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ । ২৪

দেহাদীনাং অনাত্মত্বানুমানানি তেষু অহংপ্রত্যয়প্রতিহতত্বাৎ ন
প্রামাণ্যঃ প্রতিপত্তঃ প্রভবন্তি ইতি প্রত্যবতিষ্ঠতে—যদি ইত্যাদি ।

করায় আত্মাদেশের অনুকরণবশতঃ অহঙ্কারের অনাত্মত্ব অববোধিত
হইয়াছে । অতএব দেহাদি অহঙ্কার পর্যায় সকলের অনাত্মত্বহেতু
ইহাদের আত্মত্ব আত্মবিষয়ক অজ্ঞানকল্পিত, ইহা সিদ্ধ হইল । ২৪

দেহাদিতে আত্মত্বশব্দার নিবারণ জিজ্ঞাসা ।

দেহাদিতে অহংপ্রত্যয় প্রতিহত হয় বলিয়া দেহাদি যে আত্মা নহে
—এবিষয়ে প্রযুক্ত অনুমানসমূহ প্রামাণ্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না—
ইহাই বলিবার জন্ত ‘যন্তেবম্’ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রত্যবস্থান
করিতেছেন ।

দেহাদয়ো দৃশ্যঃ তদ্ব্যতিরেকো দ্রষ্টা ইতি বিবেকানুদয়াদ্ অয়সি দহন-
ব্যাপ্তেঃ দহতিপ্রত্যয়বৎ দেহাদিষু চৈতন্যব্যাপ্তেষু অহংপ্রত্যয়সম্বাৎ
ন তদ্বিরুদ্ধানি প্রাপ্তকানি অনুমানানি ইতি পরিহরতি—দ্রষ্টুঃ
ইত্যাদি । ২৫

দেহাদেবহমন্তস্য শ্রুতিশ্রাব্যানুরোধতঃ ।

ধিয়োহিগ্ৰথাঙ্গাদাত্মত্বহানাদজ্ঞানকল্পনা ॥

ইতি প্রথমঃ খণ্ডঃ ॥

অবিবেকই দেহাদিতে আত্মদৃশ্যকার কারণ ।

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রাণ, অহঙ্কার প্রভৃতি দৃশ্য, দ্রষ্টা তাহা
হইতে ভিন্ন—এইরূপ বিবেকজ্ঞান না হইলে অগ্নিব্যাপ্ত ‘লৌহে যেমন
লৌহ দগ্ধ করিতেছে, এইরূপ প্রত্যয় হয়, সেইরূপ চৈতন্যব্যাপ্ত দেহ-
দিতে অহংপ্রত্যয় সম্ভব হয় বলিয়া, পূর্বকথিত অনুমানসমূহ তাহার
বিরুদ্ধ, ইহাই ‘দ্রষ্টুঃ’ ইত্যাদি দ্বারা পরিহার করিতেছেন । ২৫

শ্রুতি ও শ্রাব্যের অনুরোধে দেহাদি অহঙ্কার পর্য্যন্ত পদার্থ এবং
বুদ্ধির অনাত্মত্বপ্রযুক্ত আত্মত্বহানি হয় বলিয়া তাহাকে অজ্ঞানের কল্পনা
বলিয়া বুঝিতে হইবে । ২৫

প্রথমখণ্ডের টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ।

অথ স আত্মা ক ইতি ? উক্তেভ্যঃ সৰ্কেভ্যঃ ব্যতিরিক্তঃ
আন্তরতমঃ ; আকাশবৎ সৰ্ব্বগতঃ ; সূক্ষ্মঃ, নিত্যঃ, নিরবয়বঃ,
নিগুণঃ ; নিরঞ্জনঃ ; গমনাগমনাদিক্রিয়ারহিতঃ ; অহংকার-
মমকারেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নরহিতঃ ; স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবঃ,

আত্মার স্বরূপ ।

তবে সেই আত্মা কে ? উত্তর—উক্ত দেহাদি সমুদায়
অনাত্মবস্তু হইতে ব্যতিরিক্ত, আকাশের স্থায়
সৰ্ব্বগত, সূক্ষ্ম, নিত্য, নিরবয়ব, নিগুণ, নিরঞ্জন, গমনা-
গমনাদিক্রিয়ারহিত, অহংকার মমকার দ্বেষ ও প্রযত্নরহিত,

দেহাদীনাম্ অনাত্মত্বোক্ত্যা তদ্ব্যতিরিক্তম্ আত্মানম্ প্রত্যজ্ঞাসীৎ,
ইদানীং তমেব প্রতিপাদয়িতুং তস্য অপ্রসিদ্ধত্বাৎ ন প্রতিপাদনং স্বকরম্
ইতি আক্ষিপতি—অথেষ্যাতি ।

যে তাবদ্ আত্মনো ব্যতিরিক্তা দেহাদয়ঃ অহংকারপঞ্চস্তা দর্শিতাঃ
তেভ্যঃ সৰ্কেভ্যঃ অন্তরতমঃ অয়ম্ আত্মা, তস্য সৰ্ব্বাস্তরত্বশ্রুতেঃ ইতি
উত্তরম্ আহ—উক্তেভ্যঃ ইত্যাদি ।

আত্মাবিষয়ে জিজ্ঞাসা ও তাহার পরিচয় ।

দেহাদির অনাত্মত্ব বলায়, দেহাদিভিন্ন আত্মার সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করা
হইয়াছে, এখন সেই আত্মাকে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, তাহার
অপ্রসিদ্ধিহেতু তৎপ্রতিপাদন সহজ নহে—ইহা ‘অথ’ ইত্যাদি বাক্যে
প্রদ্বন্দ্ব করিতেছেন ।

আত্মার আন্তরতমত্ব ।

আত্মা হইতে ভিন্ন দেহাদি অহংকারপঞ্চস্তা যে সকল পদার্থ প্রদর্শিত

অগ্ন্যুষ্ণবৎ সবিতৃপ্রকাশবৎ ; আকাশাদিভূতরহিতঃ ;
বুদ্ধাদিকরণরহিতঃ ; সত্ত্বাদিগুণরহিতঃ ; প্রাণাদিবায়ুভেদ-
রহিতঃ ; অশনায়াপিপাসাশোকমোহজরামরণ-প্রাণবুদ্ধি-
শরীরধর্ম্মরহিতঃ ; যঃ সর্বপ্রাণিহৃদিস্থিতঃ ; সর্ববুদ্ধেঃ দ্রষ্টা ;
স আত্মা ইতি । ১

অগ্নির উষ্ণতার ন্যায়, সবিতার প্রকাশের ন্যায় স্বয়ংজ্যোতিঃ-
স্বভাব, আকাশাদিভূতরহিত, বুদ্ধাদিকরণরহিত, সত্ত্বাদিগুণ-
রহিত, প্রাণাদিবায়ুভেদরহিত, অশনায়া পিপাসা শোক
মোহ জরা মরণ প্রাণ বুদ্ধিপ্রভৃতি শরীরধর্ম্মরহিত, যিনি
সর্বপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত, সর্ববুদ্ধির দ্রষ্টা তিনি আত্মা । ১

তর্হি তস্য বুদ্ধাদিবদ্ অন্তরবস্থিতস্য পরিচ্ছিন্নত্বং প্রাপ্তম্ ইত্যাহ—
আকাশ ইত্যাদি । ‘স পর্য্যগাৎ ইত্যাদি শ্রুতে: ন তস্য পরিচ্ছিন্নত্বাশঙ্কা
সম্ভবতি, সাবয়বত্বানায়াত্বাদিপ্রসক্ত্যা চ তদনুপপত্তি: ইত্যর্থ: ।

হইয়াছে, তাহাদের সকলের অপেক্ষা এই আত্মা আন্তরতম ; কারণ,
শ্রুতিতে আত্মাকে সর্বান্তর বলা হইয়াছে—ইহাই ‘উক্তেভ্য:’ ইত্যাদি
বাক্যদ্বারা পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে বলিতেছেন ।

আত্মার ব্যাপকত্ব ।

বদি আন্তরবস্তুই আত্মা হন, তাহা হইলে বুদ্ধি ত দেহাদির অন্তরে
অবস্থিত আছে আর তাহা হইলে আত্মা বুদ্ধাদির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন হইলেন,
এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—‘আকাশবৎ’ ইত্যাদি । ‘আত্মা
সকল পদার্থ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন’—এই শ্রুতিবশত: আত্মার পরি-
চ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ সমীপত্বশঙ্কা হইতেই পারে না । আত্মার পরিচ্ছিন্নত্ব
স্বীকার করিলে তাহার সাবয়বত্ব ও অনায়াত্ব প্রসঙ্গ ঘটে, অতএব আত্মার
পরিচ্ছিন্নত্ব সঙ্গত নহে । (পরিচ্ছেদ তিন প্রকার, যথা—দেশগত, কালগত
এবং বস্তুগত । এখানে দেশগত পরিচ্ছেদের শংকা নিবারিত হইল ।)

তর্হি সৰ্ব্বকারণাদ্ অশেষাচ্চ বিদ্যমানত্বাৎ তৈঃ অস্যা কস্মাৎ উপলব্ধো ন ভবেৎ, ইত্যাশঙ্ক্য “স্বপ্নাৎ স্বপ্নতরম্” ইত্যাদি শ্রুতিম্ আশ্রিত্য উভয়বিধেজ্জিয়াগোচরত্বম্ উক্তম্—সূক্ষ্মমিতি ।

বৈনাশিকাস্ত্ব প্রতিকণং বিনাশিত্বম্ আত্মনো মন্বন্তে, তান্ প্রাতি অবাদিতপ্রত্যভিজ্ঞায়াঃ স্থায়িত্বম্ আত্মায় উক্তম্—নিত্যমিতি ।

দিগম্বরাঃ তু আত্মানং নিত্যমপি সাবয়বং সন্ধিবন্তে, তদ্ অযুক্তং, সাবয়বস্য ঘটাদিবদ্ অনিত্যত্বপ্রসঙ্গাদ্ ইত্যাহ—নিরবয়ব ইতি ।

আত্মার স্বপ্নত্ব ।

যদি আত্মা সকলের কারণ হন ও অশেষরূপে অর্থাৎ ব্যাপকভাবে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে সকলে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে না কেন? এইরূপ আশঙ্কায় ‘স্বপ্ন হইতে স্বপ্নতর’ ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া ‘স্বপ্ন’ এই বাক্যদ্বারা আত্মা উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের অবিষয়—ইহাই বলা হইল ।

আত্মার নিত্যত্ব ও বৌদ্ধমত খণ্ডন ।

যাহারা পদার্থের নিরসয় বিনাশ স্বীকার করে, তাহাদিগকে বৈনাশিক বলা হয় । সেই বৈনাশিক অর্থাৎ শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ প্রতিকণে আত্মার বিনাশ স্বীকার করিয়া থাকে, তাহাদিগের মত নিরাস করিবার জন্য ‘যে আমি বাল্যে পিতামহকে দেখিয়াছিলাম, সেই আমি এখন বার্ককে পৌত্রকে দেখিতেছি’ এইরূপ অবাদিত প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ আত্মার স্থায়িত্ব স্বীকার করিয়া বলা হইল—‘নিত্যম্’ ।

জৈনমত খণ্ডন ।

জৈনগণ আত্মার নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াও সাবয়বত্ব স্বীকার করিয়া থাকে । তাহা ঠিক নহে । কারণ, সাবয়ব বস্তু ঘটাদির দ্বায় অনিত্য হইয়া পড়ে, এইহেতু ‘নিবয়বঃ’ বলা হইয়া থাকে । (বৌদ্ধ ও জৈনগণ শ্রুতি মান্য করে না, এজ্জ তাহাদের মত খণ্ডনে যুক্তি প্রদর্শিত হইল ।)

বৈশেষিকাদিকন্ত বুদ্ধাদিগুণাধিকরণম্ আত্মানম্ অবতিষ্ঠন্তে, তৎ
ন, “কেবলো নিগুণশ্চ” ইতি শ্রুতে: “অন্তঃকরণস্য তদ্ব্যবহৃত্যবগাদ্
ইত্যাহ—নিগুণ ইতি ।

আত্মনঃ সতো নাশাভাবেহপি হেতুপরাগাৎ নাশো ভবিষ্যতি, অতো
নিগুণত্বেহপি সদোষত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্য আশঙ্ক্যম্ অঙ্গীকৃত্য সংগিরতে—
নিরঞ্জন ইতি ।

গমনাগমনাদিক্রিয়াশক্তিমব্ধম্ আশঙ্ক্য নিষ্ক্রিয়ত্বশ্রুতিম্ আশ্রিত্য
আহ—গমনেত্যাদি ।

কোচিং পুনঃ অহঙ্কারাদীনাম্ আত্মধর্মত্বম্ অঙ্গীকৃত্বতে, তান্ প্রতি
অনুলাদিশ্রুতিম্ অনুমৃত্য আহ—অহঙ্কারেত্যাদি ।

বৈশেষিকাদিমত খণ্ডন ।

বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক প্রভৃতি আত্মাকে বুদ্ধিপ্রভৃতি গুণের আশ্রয়
বলিয়া থাকেন, তাহা যথার্থ নহে । কারণ “আত্মা শুদ্ধ এবং নিগুণ”
ইত্যাদি শ্রুতিবশতঃ বুদ্ধিপ্রভৃতিতে অন্তঃকরণের ধর্ম বলিয়া শ্রুত হইয়া
থাকে । এই জন্ত ‘নিগুণঃ’ বলা হয় ।

আত্মার নির্দোষত্ব ।

আত্মার নাশ না হইলেও নাশজনক হেতুর সম্বন্ধবশতঃ নাশ হইবে,
অতএব আত্মাতে কোন গুণ না থাকিলেও দোষ থাকিতে পারে, এই-
রূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলা হয়—‘নিরঞ্জনঃ’ ।

আত্মার ক্রিয়াবাহিত্য ।

আত্মাতে গমনাগমন প্রভৃতি ক্রিয়াশক্তি থাকিতে পারে—এই-
রূপ আশঙ্কা করিয়া আত্মায় নিষ্ক্রিয়ত্ব শ্রুতিবলে বলিতেছেন—‘গমনা-
গমনাদি’ ইত্যাদি ।

আত্মার অহঙ্কারাদিবাহিত্য ।

কোন কোন বাদী অহঙ্কারাদিকে আত্মার ধর্ম বলিয়া স্বীকার

কেচিৎ জড়ত্বম্ আত্মনো মন্থন্তে, তান্ প্রতি ‘অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং-
জ্যোতিঃ’ ইত্যাদি শ্রুত্যা পরিহরতি—স্বয়ম্ভিত্যাদি । যথা অগ্নেঃ
উষ্ণস্পর্শস্বভাবঃ অভিমতঃ, যথা চ প্রকাশঃ সবিতুঃ স্বীকৃতঃ, তথা আত্মা
সত্যমেব জ্যোতিঃস্বভাবঃ অভ্যুপগম্যত্যাঃ শ্রুতেঃ ইত্যর্থঃ ।

পৃথিবীময়াদিশ্রুতেঃ আত্মনো ভূতসম্বন্ধম্ আশঙ্ক্য ‘নাকাশ’মিত্যাদি
শ্রুতেঃ নৈবম্ ইত্যাহ—আকাশেত্যাদি । পৃথিবীময়াদিশ্রুতিস্ত
সোপাধিকবিষয়ত্বাৎ ন প্রকৃতপ্রতিকূলেতি ভাবঃ ।

“অবাঙ্মনোহচক্ষুঃশ্রোত্রম্” ইত্যাদিশ্রুত্যা করণসম্বন্ধঃ ধূনীতে
বুদ্ধেত্যাদি ।

করেন, তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার জন্ত আত্মার অন্বলম্বাদি শ্রুতি
অনুসরণ করিয়া বলিতেছেন—‘অহঙ্কার’ ইত্যাদি ।

আত্মার স্বয়ংপ্রকাশত্বনিরূপণ বা জড়ত্ব খণ্ডন ।

কেহ কেহ আত্মার জড়ত্ব অর্থাৎ অচেতনত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন,
তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে “স্বষ্টিস্থিতিস্থাপনকালে এই আত্মা
স্বয়ংপ্রকাশ” ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ‘স্বয়ং’ ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা
করিতেছেন । যেমন অগ্নির উষ্ণস্পর্শস্বভাব সকলের অভিমত, এবং
সূর্যের প্রকাশস্বভাব স্বীকৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ
আত্মা যথার্থই স্বয়ংপ্রকাশস্বভাব, ইহা স্বীকার করিতে হইবে ।

আত্মার ভূতসম্বন্ধরাহিত্য ।

পৃথিবীময় অর্থাৎ পৃথিবীর বিকার—ইত্যাদি শ্রুতিবশতঃ আত্মার ভূত-
সম্বন্ধ আশঙ্কা করিয়া ‘আকাশ নহে’ ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা তাহার নিরাস করা
হইতেছে । তাহাই ‘আকাশাদি’ বাক্যে বলিতেছেন । ‘পৃথিবীময়’ প্রভৃতি-
শ্রুতি উপাধিবিশিষ্ট আত্মাবিষয়ক বলিয়া প্রকৃতবিষয়ের প্রতিকূল নহে ।

আত্মার বুদ্ধাদিকরণরাহিত্য ।

‘বুদ্ধাদি’ বাক্যে ‘আত্মা বাক্, মন, চক্ষুঃ ও শ্রোত্ররহিত—ইত্যাদি

নিগুণশ্রুতিমেব অমুসৃত্য গুণত্রয়সম্বন্ধং প্রত্যাাদিশ্রুতি—সম্ব্যেত্যাদি ।

“অপ্রাণে হ্যমনাঃ” ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রাণসম্বন্ধোহপি নাস্তি ইত্যাহ—
প্রাণাদীত্যাদি ।

অশনায়াদিধর্মবস্তাং আত্মনো ন প্রাণাদিসম্বন্ধবৈধূর্য্যম্ ইত্যশঙ্ক্য
“যোহশনায়াপিপাসে শোকমোহং জরামৃত্যুমত্যেতি” ইতি শ্রুত্যো উত্তরম্
আহ—অশনায়েত্যাদি ।

যথোক্তস্য আত্মনো বুদ্ধিস্থত্বেন সন্নিশ্চিতপরত্বঃ “স এব আত্মা হৃদি”-
ইত্যাদি শ্রুত্যা দর্শয়তি—যঃ ইত্যাদি ।

শ্রুতিবশতঃ আত্মার করণসম্বন্ধ, অর্থাৎ করণের সহিত আত্মার সম্বন্ধ
নিরাকরণ করিতেছেন ।

আত্মার সত্তাদিগুণরাহিত্য ।

‘সত্তাদি’ বাক্যে নিগুণশ্রুতিকেই অমুসরণ করিয়া আত্মার সহিত
সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনগুণের সম্বন্ধ নিরাকরণ করিতেছেন ।

আত্মার প্রাণাদিসম্বন্ধরাহিত্য ।

‘প্রাণাদি’ বাক্যে “আত্মা প্রাণ নহে, মন নহে” ইত্যাদি শ্রুতিবশতঃ
আত্মার প্রাণসম্বন্ধও নাই—ইহাই বলিতেছেন ।

আত্মার প্রাণবুদ্ধি-শরীরধর্মরাহিত্যকথন ।

আত্মার অশনায়া অর্থাৎ ক্ষুধাদিধর্ম থাকায় প্রাণাদির সহিত সম্বন্ধ
নাই, একথা বলা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া “যিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা,
শোক, মোহ, জরা, মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন
করিয়া ‘অশনায়া’ ইত্যাদি বাক্যে তাহার উত্তর দিতেছেন ।

আত্মা সকলপ্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত ।

পূর্ব্বোক্ত আত্মা বুদ্ধিতে অবস্থান করিয়া সন্নিহিত হইয়া থাকেন,
তাহা “এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত আছেন” এই শ্রুতির দ্বারা ‘যঃ’
ইত্যাদি বাক্যে প্রদর্শন করিতেছেন ।

সর্ববুদ্ধিবিশিষ্টত্বেন উপলভ্যমানত্বাৎ সর্বপ্রাণিহৃদিশ্চ
ইতি উচ্যতে, ন পুনঃ সর্বগতশ্চ নিরবয়বশ্চ আত্মনঃ বুদ্ধ্যা-
ধারত্বং সম্ভবতি ; যথা আকাশশ্চ ন কশ্চিৎ পদার্থঃ
আধারো ভবতি ।২

নিরাধার আকাশের স্থায় আত্মা সর্বপ্রাণিহৃদিশ্চ ।

সর্ববুদ্ধিবিশিষ্টত্বরূপে উপলভ্যমান হয় বলিয়া আত্মাকে
সর্বপ্রাণীর হৃদয়স্থ বলা হয়, কিন্তু সর্বগত নিরবয়ব আত্মার
আধার বুদ্ধি হইতে পারে না, যেমন আকাশের আধার
কোন পদার্থ হয় না ।২

“এষ হি দ্রষ্টা” ইত্যাদি শ্রুত্যা দ্রষ্টাশ্চানা হৃদয়ে অবস্থানং কথয়তি—
সর্বোত্যাদি ।

যস্য প্রতিপাদনায় প্রক্ৰমঃ কৃতঃ সোহয়ম্ আত্মা কৃটস্থঃ চিদ্ধাতুঃ
উপপাদিতঃ অস্মাভিঃ ইতি উপসংহরতি—স ইত্যাদি ।১

বহুত্বং সর্বপ্রাণিহৃদিস্থিতঃ ইতি তদ্ অযুক্তং স্বমহিমপ্রতিষ্ঠস্য
আত্মনো হৃদয়াধারত্বাৰূপপত্তেঃ ইতি তত্রাহ—সর্বোত্যাদি । সর্বহৃদয়স্থ-

আত্মার সর্ববুদ্ধিসাক্ষি ও আত্মারূপের উপসংহার ।

‘সর্ব’ ইত্যাদি বাক্যে “এই আত্মা দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী” এই শ্রুতি-
দ্বারা দ্রষ্টৃত্বরূপে আত্মা সকলের হৃদয়ে অবস্থান করেন, ইহাই বলিতেছেন ।

এক্কাণে ঐহার বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্ত উপক্ৰম করা হইয়াছিল,
সেই এই আত্মা কৃটস্থ, চৈতন্যস্বরূপ—ইহা আমরা উপপাদন করিয়াছি,
‘সঃ’ ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উপসংহার করা হইতেছে ।১

সর্বপ্রাণীর হৃদিস্থিত আত্মা কেন ?

যদি বল পূর্বে আত্মাকে যে সকল প্রাণীর হৃদয়স্থিত বলা হইয়াছে,
তাঁহা, অসঙ্গত, কারণ, আত্মা নিজ মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার আশ্রয় হৃদয়
হইতে পারে না ? এইরূপ আশঙ্কা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন

কথং পুনঃ অহংকারমমকারেচ্ছা হ্রেষপ্রযত্নরহিতস্ত
আত্মনঃ দ্রষ্টৃত্বম্ ইতি উচ্যতে? দ্রষ্টৃত্বং নাম দর্শন-
ক্রিয়াকর্তৃত্বম্ । ৩

প্রযত্নরহিত আত্মার দ্রষ্টৃত্বং শকা ।

কি করিয়া আবার অহংকার মমকার ইচ্ছা হ্রেষ ও প্রযত্ন-
রহিত আত্মার দ্রষ্টৃত্ব বলা হয়? দ্রষ্টৃত্ব বলিতে যে দর্শন
ক্রিয়ার কর্তৃত্ব বুঝায় । ৩

বুদ্ধিবিশিষ্টতয়া তৎসাক্ষিহেন ক্ষুরণাদ্ ঔপচারিকং আত্মনো হৃদিস্থিতত্বম্
ইতি স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতত্বম্ অবিরুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ ।

সম্ভবতি মুখ্যে হৃদিস্থিত্তে কিমিতি ঔপচারিকম্ ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিসমধি-
গতস্বমহিমপ্রতিষ্ঠিত্ববিরোধাত্ নৈবম্ ইত্যাহ—ন ইত্যাদি । ন হৃদয়প্রতিষ্ঠ-
বুদ্ধ্যাধারত্বম্ আত্মনো মুখ্যম্ আখ্যাভূৎ যুক্তং, সর্বগতত্বাৎ, দ্রব্যত্বে সতি
নিরবয়বত্বাৎ বা গগনবৎ ইত্যর্থঃ । তত্র দৃষ্টান্তং স্পষ্টয়তি—যথেষ্ট্যাদি । ২

‘সর্ববুদ্ধি’ ইত্যাদি । আত্মা, সকলের হৃদয়স্থিত বুদ্ধিবিশিষ্টত্বরূপে এবং
সেই বুদ্ধিবিশিষ্টত্বরূপে উপলব্ধ হন বলিয়া আত্মার হৃদয়স্থিতত্বাদি
আরোপিত, অতএব স্বমহিমা প্রতিষ্ঠার সহিত বিরোধ হইল না ।

আত্মার বুদ্ধ্যাধারত্বাভাব ও আকাশের দৃষ্টান্ত ।

আত্মার মুখ্যহৃদয়স্থিতত্ব সম্ভব হইলে গোণ বলিবার কারণ কি? এই-
রূপ আশঙ্কা করিয়া, শ্রুতিতে আত্মার যে স্বমহিমপ্রতিষ্ঠা অবগত হওয়া
গিয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ ঘটে, তজ্জন্ম ‘ন পুনঃ’ ইত্যাদি শূত্রে
তাহার পরিহার করিতেছেন । আত্মা সর্বগত বলিয়া তাঁহার হৃদয়স্থিত
বুদ্ধ্যাধারত্ব মুখ্য বলিতে পারা যায় না । অথবা আত্মা দ্রব্য হইয়াও
নিরবয়ব, যেমন—আকাশ ।

আত্মার যে কোন আধার নাই, তদ্বিষয়ে ‘যথা’ ইত্যাদি বাক্যে
আকাশকে দৃষ্টান্তরূপে প্রদর্শন করিতেছেন । ২

যদি দর্শনক্রিয়া করোতি ইতি আত্মা দ্রষ্টা স্মৃৎ, তদা
অশেষবুদ্ধিদ্রষ্টৃৎ ন উপপত্ততে ; বিরোধাত্ ; যথা দেবদত্ত

আত্মার দ্রষ্টৃৎ আপত্তি ।

যদি দর্শনক্রিয়া করে বলিয়া আত্মা দ্রষ্টা হয়, তাহা
হইলে ত আত্মার অশেষবুদ্ধির দ্রষ্টৃৎ উপপন্ন হয় না , কারণ,
তাহা হইলে বিরোধ হয় ; যেমন দেবদত্তের ক্রিয়ানুরোধে

যৎপুনরুক্তম্ আত্মা প্রযত্নরহিতঃ সর্ববুদ্ধেঃ দ্রষ্টা ইতি তত্র চোদয়তি
—কথমিত্যাदि ।

প্রযত্নরহিতশ্যপি দ্রষ্টৃৎ কা অমুপপত্তিঃ ইত্যাক্ষা আহ—দ্রষ্টৃৎত্বম্
ইত্যাদি । তচ্চ দর্শনক্রিয়াকর্তৃৎ কর্তৃৎ কারকপ্রয়োজ্যত্বে সতি
কারকপ্রয়োক্তৃৎ, ততশ্চ কর্তা প্রযত্নরহিতশ্চ ইতি বিরুদ্ধম্ ইত্যর্থঃ । ৩

দর্শনক্রিয়াকর্তৃৎ দ্রষ্টৃৎ ইতি অত্রৈব দৃশ্যাস্তরমাহ—যদি ইত্যাদি ।

দর্শনক্রিয়াকর্তৃৎপক্ষে যুগপদেব বুদ্ধিতত্ত্বদ্রষ্টৃৎত্বমুপপত্তিঃ ইত্যত্র

আত্মার প্রযত্নরাহিত্য ও সর্ববুদ্ধির দ্রষ্টৃৎ শঙ্কা ও সমাধান ।

আর যে আত্মাকে প্রযত্নরহিত এবং সকল বুদ্ধির দ্রষ্টা বলা হইয়াছে
—তাহাতে ‘কথম্’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পূর্বপক্ষ বলিতেছেন, যথা—

প্রযত্নরহিত বস্তুর দ্রষ্টৃৎ বিরুদ্ধ (পূর্বপক্ষ) ।

প্রযত্নরহিত বস্তুর দ্রষ্টৃৎ বিষয়ে অসঙ্গতি কি—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া
পূর্বপক্ষী “দ্রষ্টৃৎত্বম্” ইত্যাদি বাক্যে স্বমতের দৃঢ়তা করিতেছেন । দ্রষ্টৃৎ
বলিতে দর্শনক্রিয়াকর্তৃৎ, আর কর্তৃৎ বলিতে কারকের অপ্রয়োজ্যত্ব
সঙ্গে কারকের প্রযোক্ত্য ব্ৰূয় । অতএব কর্তা প্রযত্নরহিত, ইহা
বিরুদ্ধ হয় । ৩

দ্রষ্টৃৎলক্ষণে দোষাস্তর প্রদর্শন ।

‘যদি’ ইত্যাদি বাক্যে দর্শনক্রিয়া কর্তৃৎই দ্রষ্টৃৎ—এই লক্ষণেই
দোষাস্তর প্রদর্শন করিতেছেন ।

ক্রিয়ানুরোধেন যুতযুতসিদ্ধকরণাদিসব্যপেক্ষয়া গমনা-
গমনাদিক্রিয়াকর্তৃত্বম্ ।৪। ন উভয়প্রকারকরণসম্বন্ধরহিতস্য
অবিক্রিয়স্য দৃগ্ৰূপস্য আত্মনঃ দর্শনক্রিয়া স্যাৎ ।৫

যুতসিদ্ধ করণ, যথা—কুঠারাদি ও অযুতসিদ্ধ করণ, যথা—হস্ত-
পদাদি সাপেক্ষ গমনাগমনাদি ক্রিয়ার কর্তৃত্ব সম্ভবপর হয় ।৪
আর উক্ত উভয় প্রকার করণের সহিত সম্বন্ধরহিত অবিক্রিয়-
দ্রষ্টৃরূপ আত্মার দর্শন ক্রিয়া হইতে পারে না ।৫

হেতুমাং—বিরোধাদিতি । নিরবয়বস্ত আত্মনঃ পথ্যায়ণ বিরুদ্ধানেক-
পরিণামাযোগাৎ ইত্যর্থঃ । যদি পুনঃ আত্মা নিরবয়বোহপি পরিণমেত
তদা ক্রমেণৈব পরিণমেত, যুগপৎ পরিণামিণো নিরবয়বস্ত দুরূপ-
পাদত্বাদিতি মত্বা ক্রমপরিণামং দৃষ্টান্তমাং—যথেষ্টাদি । যুতসিদ্ধং
করণং কুঠারাদি, তদ্বি দেবদত্তাৎ পৃথগেব লক্ষ্যাক্রমং, অযুতসিদ্ধং করণং
করচরণাদি, ন হি তস্মা দেবদত্তম্ অপেক্ষা স্বতন্ত্রতয়া সিদ্ধিরস্তি, তদু-

প্ৰযত্নরহিত বস্তুর দ্রষ্টৃত্ব বিরোধ ।

দ্রষ্টৃত্বশব্দের অর্থ—দর্শনক্রিয়াকর্তৃত্ব ; এই পক্ষে যুগপৎ আত্মকর্তৃক
বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্রষ্টৃত্ব অসম্ভব হয়, এই পক্ষে ‘বিরোধাতঃ’ বাক্যে
তাহার হেতু প্রদর্শন করিতেছেন । কারণ, নিরবয়ব আত্মার পথ্যায়ক্রমেও
বিরুদ্ধ নানাবিধ পরিণাম হইতে পারে না, ইহাই তাৎপৰ্য্য ।

আর যদি আত্মা নিরবয়ব হইয়াও পরিণত হয়, বলা যায়, তাহা হইলে
আত্মা ক্রমে ক্রমেই পরিণত হয় বলিতে হইবে । যুগপৎ পরিণাম
নিরবয়ব বস্তুর পক্ষে দুরূপপাদনীয় অর্থাৎ হইতেই পারে না—ইহা
বিবেচনা করিয়া “যথা” ইত্যাদি বাক্যে আত্মার যে ক্রমপরিণামই সম্ভব,
তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বলিতেছেন । যুতসিদ্ধ যে কারণ, যথা—কুঠারাদি
তাহা দেবদত্ত হইতে পৃথকরূপে লক্ষ্য হইয়া থাকে, আর অযুতসিদ্ধ যে
কারণ, যথা—করচরণাদি, তাহা দেবদত্তকে অপেক্ষা না করিয়া স্বতন্ত্র-

বস্য তু পুনঃ করণাদিসব্যপেক্ষয়া দ্রষ্টৃৎ তস্য অল্পবিষয়-
দ্রষ্টৃৎ ক্রমদ্রষ্টৃৎ, অদ্রষ্টৃৎ, অগ্ৰথাদ্রষ্টৃৎ স্যাৎ ; পরি-
ণামিত্বাৎ, করণাদিনিমিত্তসব্যপেক্ষত্বাচ্চ চিত্তপ্রদীপবদেব । ৬

আবার যাহার কিন্তু করণাদি সাপেক্ষ দ্রষ্টৃৎ, তাহার
অল্পবিষয়দ্রষ্টৃৎ ক্রমদ্রষ্টৃৎ, অদ্রষ্টৃৎ বা অগ্ৰথাদ্রষ্টৃৎ হইতে
পারে, যেহেতু চিত্তও প্রদীপের ন্যায় তাহার পরিণামিত্ব এবং
করণাদিনিমিত্তের অপেক্ষা আছে । ৬

ভয়াপেক্ষয়া ক্রমাতুরোধেন তদ্বতো গমনাগমনাদিক্রিয়াস্ব কৰ্ত্তৃৎ দৃষ্টং,
দৃশ্যতে হি কদাচিৎ পৃথগেব সিদ্ধকঠোরকুঠারাপেক্ষয়া কাষ্ঠাদিভেদত্বং
কদাচিৎ অপৃথগেব সিদ্ধচরণাদ্যপেক্ষয়া গমনাদিকৰ্ত্তৃৎ, ন পুনঃ একদৈব
উভয়বিধকরণাপেক্ষয়া নানাবিধক্রিয়াস্ব তস্মৈ কৰ্ত্তৃত্বধীঃ ইত্যর্থঃ । ৪

অন্ত তর্হি পৃথগাত্মনোহপি দ্বিবিধকরণসব্যপেক্ষ্য দর্শনাদিক্রিয়াস্ব
কৰ্ত্তৃৎ ন ইত্যাহ—ন ইত্যাদি । প্রত্যগাত্মনো হি চিন্মাত্রেন কূটস্থা-
সম্বন্ধভাবস্ত দ্বিবিধকরণসম্বন্ধাযোগাৎ ন ক্রমদ্রষ্টৃৎপোপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ । ৫

ভাবে সিদ্ধ হয় না, তদুভয়কে অপেক্ষা করিলে ক্রমের অনুসারেই সেই
করণাবশিষ্ট আত্মার গমনাগমনাদি ক্রিয়াতে কৰ্ত্তৃৎ দেখা যায় । ইহা
দেখাই যায় যে, কখনও পৃথকরূপে সিদ্ধ কঠোর কুঠারাদিকে অপেক্ষা
করিয়া কৰ্ত্তার কাষ্ঠাদিভেদকৰ্ত্তৃৎ হইতেছে, এবং কখনও বা অপৃথকরূপে
সিদ্ধ করচরণাদিকে অপেক্ষা করিয়া কৰ্ত্তার গমনাদিকৰ্ত্তৃৎ, সিদ্ধ হইতেছে,
কিন্তু একই কালে উভয়বিধ করণকে অপেক্ষা করিয়া নানবিধ ক্রিয়াতে
তাহার কৰ্ত্তৃৎ বুদ্ধি হইতেছে—ইহা দেখা যায় না । সুতরাং আত্মার
যদি পরিণাম হয়, তবে ক্রমেক্রমেই হয়—বলিতে হইবে, যুগপৎ হয় না । ৪
আত্মার দ্রষ্টৃত্বাভাব ।

আচ্ছা, তাহা হইলে যুতসিদ্ধ ও অযুতসিদ্ধ দ্বিবিধ করণসাপেক্ষ
এবং দেহাদি অহঙ্কারাস্ত অনাত্ম হইতে পৃথগ্ভূত আত্মার দর্শনাদি

ন এবম্ আত্মনঃ অন্নবিষয়দ্রষ্টৃৎ, ক্রমদ্রষ্টৃৎ, অদ্রষ্টৃৎ, অগ্ন্যধাদ্রষ্টৃৎ চ ইচ্ছতে, বিক্রিয়ান্নাবাৎ, করণাদিনিমিত্ত-
নিরপেক্ষত্বাৎ চ, ব্যতিরেকেণ চিত্তপ্রদীপবৎ । ৭

আত্মার এইরূপ অন্নবিষয়দ্রষ্টৃৎ, ক্রমদ্রষ্টৃৎ, অদ্রষ্টৃৎ এবং
অগ্ন্যধাদ্রষ্টৃৎ ইচ্ছা করা হয় না ; যেহেতু আত্মার বিক্রিয়া
নাই, এবং করণাদিনিমিত্তের অপেক্ষা নাই, ইহার ব্যতিরেকে
দৃষ্টান্ত—যেমন চিত্তপ্রদীপ অর্থাৎ চিত্তপ্রদীপের যেমন অপেক্ষ-
াদি আছে, ইহার সেরূপ নাই । (ইহাই প্রথম আপত্তি) । ৭

যদি তস্মাপি ক্রিয়াবস্তুং করণাপেক্ষত্বং চ ইচ্ছতে তত্রাহ—যশ্চ
ইত্যাদি । যথা চিত্তশ্চ বিক্রিয়াবস্তুং করণসাপেক্ষত্বাচ্চ কতিপয়দ্রষ্টৃৎ
দৃষ্টং, তথা আত্মানোপি ক্রিয়াদিমন্তে কতিপয়দ্রষ্টৃৎ দূর্ব্বারম্ আপত্তে
ইত্যর্থঃ । করণাদি ইতি ‘আদি’পদম্ অর্থাদিসংগ্রহার্থম্ । ৬

ক্রিয়াতে ক্রমিক কর্তৃৎ হউক, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন
—না, তাহা হয় না । ইহাই—“ন উভয়” ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন ।
কারণ, প্রত্যগাত্মা কেবলমাত্র চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া কূটস্থ ও অসঙ্গস্বভাব ;
তাহার উক্ত যুতসিদ্ধ ও অযুতসিদ্ধ এই দ্বিবিধ করণের সহিত সম্বন্ধ
সম্ভব না হওয়ায় ক্রমিক দ্রষ্টৃৎও সম্ভব হয় না । ৫

আত্মার ক্রিয়াদিমন্তে স্বল্পবিষয়দ্রষ্টৃৎ আপত্তি ।

যদি আত্মাকেও সক্রিয় ও করণসাপেক্ষ বল, তাহা হইলে তাহার
উত্তর ‘যশ্চ তু’ ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন । যেমন চিত্তের বিক্রিয়াবস্তু
ও করণসাপেক্ষত্ব প্রযুক্ত কতিপয় বস্তুর দ্রষ্টৃৎ দেখা যায়, সেইরূপ
আত্মারও ক্রিয়াদি স্বীকার করিলে কতিপয় বস্তুর দ্রষ্টৃৎ দূর্ব্বার হইয়া
পড়ে । বাক্যে ‘করণাদি’ এই “আদি”পদ বিষয়াদিসংগ্রহের নিমিত্ত
বুলিতে হইবে । ৬

নহু আত্মনঃ অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বাদি ন অনিষ্টং, তথৈব দ্রষ্টৃত্বাদ্ ইতি তৎ
ন অনঙ্গীকারাদ্ ইত্যাহ—নৈবম্ চ ত্যাদি।

অনঙ্গীকারে হেতুম্ আহ—বিক্রিয়েত্যাদি। “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং
শান্তম্” ইত্যাদি শাস্ত্রাৎ ন তস্মৈ বিক্রিয়া অস্তুতি ন ক্রিয়াম্ অর্হতি। ন
চ বিক্রিয়স্ত দ্রষ্টৃত্বম্ এষ্টুং শক্যতে, তস্মৈ চ কার্য্যাকারণনিমিত্তনিরপেক্ষত্বং
“ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ” ইত্যাদিশ্রুতে: অবগম্যতে। ন চ তস্য
অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বাদি সিধ্যতি “যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্” ইত্যাদিশ্রুতে: ইত্যর্থঃ।

তত্র ব্যতিরেকম্ আহ—ব্যতিরেকেণ ইত্যাদি। যথা চিত্তাখ্যাস্য
প্রদীপস্য ক্রিয়াবদ্ধাৎ করণাপেক্ষত্বাচ্চ কতিপয়দ্রষ্টৃত্বাদি ইষ্টং, ন তথা
আত্মনঃ সম্ভবতি ইত্যর্থঃ। ৭

আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বং খণ্ডন।

যদি বল, আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্ব অনভিমত নহে : কারণ, আত্মার
অল্পবিষয় দ্রষ্টৃত্বই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে বলিব—না, তাহা নহে,
যেহেতু আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্ব স্বীকার করা যায় না, ইহাই—“নৈবম্”
ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন।

আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বনিরাস।

আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্ব অস্বীকার করিবার হেতু বলিতেছেন—
‘বিক্রিয়াভাবাৎ’ ইত্যাদি। কারণ, “আত্মা নিরংশ, নিষ্ক্রিয় ও শান্ত”
এইরূপ শ্রুতি থাকায় আত্মার কোনরূপ বিকার নাই, সুতরাং আত্মাতে
কোনরূপ ক্রিয়া থাকিতে পারে না। আর অবিকারী পদার্থের দ্রষ্টৃত্ব
স্বীকার করা যায় না ; কারণ, “আত্মার কার্য্যরূপ দেহ ও করণরূপ ইন্দ্রিয়
নাই” ইত্যাদি শ্রুতি হইতে আত্মার দেহ, ইন্দ্রিয়াদিরূপ কার্য্যাকারণ-
নিমিত্ত সাপেক্ষরাহিত্য জানা যায়। আর আত্মার অল্পবিষয়দ্রষ্টৃত্বও
সিদ্ধ হয় না, কারণ, “যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্ববিদ” ইত্যাদি শ্রুতি আছে।

ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন।

এই বিষয়ে ব্যতিরেকে দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিতেছেন—‘ব্যতিরেকেণ’

কথং বুদ্ধ্যাত্মনোঃ সংযোগঃ ইতি উচ্যতে । ৮

ইতোহপি সম্বন্ধঃ সম্ভবতি ; সূক্ষ্মত্বাৎ, স্বচ্ছত্বাৎ, নির-
বয়বত্বাৎ চ উভয়োঃ সম্বন্ধযোগ্যতা ভবতি । ৯। তত্র শুদ্ধ-

তাহার পর বুদ্ধির সহিত আত্মার সংযোগ হয়—ইহাই
বা কি করিয়া বলা হয় ? (ইহাই দ্বিতীয় আপত্তি) ৮

আত্মার দ্রষ্টৃত্বে দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর ।

উক্ত আপত্তিদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর এই—
নিম্নলিখিত কারণেও বুদ্ধি ও আত্মার সম্বন্ধ সম্ভবপর হয় ।
অর্থাৎ সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত, স্বচ্ছত্বপ্রযুক্ত, নিরবয়বত্বপ্রযুক্ত বুদ্ধি ও
আত্মার সম্বন্ধযোগ্যতা হইয়া থাকে । ৯। তন্মধ্যে আত্মা—

আত্মনঃ নিরবয়বত্বাৎ করণাদ্যনপেক্ষত্বাদ্ অহঙ্কারাদিরহিতত্বাচ্চ ক্রমা-
ক্রমাত্মাৎ ন দ্রষ্টৃত্বম্ ইতি আক্ষেপো দর্শিতঃ, সম্প্রতি ‘সর্ববুদ্ধিবিশিষ্ট-
তয়া উপলভ্যমানত্বাৎ’ ইত্যত্র বুদ্ধ্যাত্মনোঃ বিশেষণবিশেষ্যভাবস্য মূলত্বেন
সংযোগম্ উক্তম্ আক্ষিপ্যত—কথমিত্যাदि । ন হি মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ বুদ্ধ্যা-
ত্মনোঃ জতুকাষ্ঠয়োরিব সংযোগঃ সম্ভবতি । ন চ কার্য্যকারণয়োঃ

ইত্যাদি । যেমন চিত্তনামক প্রদীপের ক্রিয়াবস্তু ও করণাপেক্ষত্বনিবন্ধন
অল্প কতিপয়বিষয়দ্রষ্ট হাদি অভীষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মার সম্ভব হয় না । ৭

বুদ্ধি ও আত্মার সংযোগাবশল্লা ।

আত্মা নিরবয়ব, করণাদিনিরপেক্ষ ও অহঙ্কারাদিরহিত বলিয়া ক্রমে
অথবা অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ দ্রষ্টা হন না, এইরূপ আশঙ্কা প্রদর্শিত
হইয়াছে । এখন আত্মা পূর্ব্বোক্ত ‘সকলবুদ্ধিবিশিষ্টরূপে উপলব্ধির
বিষয় হন’—এই বিষয়ে বুদ্ধি ও আত্মার বিশেষণবিশেষ্যভাবের মূলস্বরূপ
যে উভয়ের সংযোগ উক্ত হইয়াছে, তাহা ‘কথম্’ ইত্যাদি বাক্যে আশঙ্কা
করিতেছেন । বস্তুতঃ মূর্ত্ত বুদ্ধি ও অমূর্ত্ত আত্মার পক্ষে লাক্ষা ও কাষ্ঠের

দ্রব্যায়োঃ তয়োঃ সম্বন্ধান্তরং বিশেষণবিশেষ্যভাঙ্গকুলম্ অবকল্পতে, দণ্ড-
দেবদত্তয়োঃ অদর্শনাৎ ইত্যর্থঃ ৷ ৮

আক্ষেপষয়ে প্রাপ্তে প্রথমং দ্বিতীয়ম্ আক্ষিপ্য পরিহার্যত—ইতঃ
ইত্যাদি। বুদ্ধ্যাত্মনোঃ বস্তুতঃ সংযোগাসম্ভবেহপি সম্ভবতোব্য আধ্যাত্মিকঃ
সম্বন্ধঃ ইত্যর্থঃ।

উক্তঃ সম্বন্ধমেব ব্যক্তীকর্তুং বুদ্ধ্যাত্মনোঃ সাদৃশ্যং দর্শয়তি—সূক্ষ্মত্যাতি।
অস্তি হি বুদ্ধ্যাত্মনোঃ উক্তোভয়বিধেস্ত্রিয়াগোচরত্বম্, অস্তি চ ক্ষটিকমণিবৎ
উভয়োরপি স্বচ্ছত্বম্, আত্মনশ্চ নিরবয়বত্বে অবিবাদঃ, বুদ্ধেস্ত সাবয়বত্বেহপি
ঘটাদিবৈলক্ষণ্যাৎ তদু উক্তম্ অতঃ তয়োঃ অস্তি সম্বন্ধযোগ্যতা ইত্যর্থঃ ৷ ৯
গ্রায় সংযোগ সঙ্গত হয় না। আর কার্য্যকারণরূপ দ্রব্যদ্বয়ের বিশেষণ-
বিশেষ্যভাবে অঙ্গকুল অত্র কোন সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় না; কারণ,
দণ্ড ও দেবদত্তে সেরূপ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না ৷ ৮

বুদ্ধি ও আত্মার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ।

এইরূপে দুইটি আশঙ্কা প্রাপ্ত হইলে প্রথমতঃ দ্বিতীয় আশঙ্কাকে
আক্ষেপ করিয়া ‘ইতোপি’ ইত্যাদি বাক্যে তাহার পরিহার করিতেছেন।
বুদ্ধি ও আত্মার বাস্তব সম্বন্ধ না হইলেও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ হইতে পারে,
ইহাই তাৎপর্য্যার্থ।

বুদ্ধি ও আত্মার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধবিষয়ে সাদৃশ্য।

একণে পূর্বোক্ত আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে বলিবার জন্য ‘সূক্ষ্মত্যাৎ’
ইত্যাদি বাক্যে বুদ্ধি ও আত্মার সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছেন। বুদ্ধি ও
আত্মার উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের অবিসম্বন্ধ প্রসিদ্ধই আছে; আর ক্ষটিক-
মণির গ্রায় উভয়ের স্বচ্ছত্বও আছে; আর আত্মার নিরবয়বত্বে কোনরূপ
বিবাদও নাই। যদিও বুদ্ধি সাবয়ব নহে, তথাপি সাবয়ব ঘটাদি হইতে
তাহার বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া উভয়ের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ যুক্তিসঙ্গত।
অতএব উভয়ের সম্বন্ধযোগ্যতা আছে। আত্মাতে বুদ্ধির অধ্যাস হয়,
সুতরাং বুদ্ধি ও আত্মার যে সম্বন্ধ তাহা অধ্যাসপ্রযুক্ত—ইহাই অর্থ ৷ ৯

প্রকাশস্বরূপ আত্মা, ক্ষটিকমণিকল্পা চ বুদ্ধিঃ অপ্রকাশ-
স্বরূপা সতী প্রকাশসম্মিধিমাত্রেণ প্রকাশস্বরূপা ভবতি, ইতি
কুত্বা বুদ্ধ্যাঅনোঃ আধ্যাসিকঃ সংযোগঃ ইতি উচ্যতে । ১০
ন পুনঃ অমূর্তয়োঃ বুদ্ধ্যাঅনোঃ জড়কার্ঠবৎ সংশ্লেষঃ
সম্ভবতি । ১১

শুদ্ধ প্রকাশস্বরূপ, এবং বুদ্ধি ক্ষটিক মণির ন্যায় অপ্রকাশ-
স্বরূপ হইয়া প্রকাশের সম্মিধিমাত্রে প্রকাশস্বরূপ হয়—
এইরূপে বুদ্ধি ও আত্মার আধ্যাসিক সংযোগ হয় বলা হয় । ১০
কিন্তু অমূর্ত যে বুদ্ধি ও আত্মা তাহাদের সম্বন্ধ গালা ও
কাঠের সম্বন্ধের ন্যায় সম্ভব হয় না । ১১

- তথাপি ন অসঙ্গ্যা আত্মনো বুদ্ধ্যা সহ সম্বন্ধো বাস্তবঃ সিদ্ধ্যতি ইতি
• অভিসন্ধায় প্রাপ্তকং বুদ্ধ্যাঅনোঃ অধ্যাসিকং সম্বন্ধং প্রকটয়তি—তত্র
ইত্যাদি । তয়োঃ সাদৃশ্যে সতি আত্মনঃ শুদ্ধচিন্মাতোঃ অজড়ত্বাৎ, বুদ্ধেশ্চ
ক্ষটিকবৎ অতিস্বচ্ছত্বত্বপি জড়ত্বাৎ অজড়ত্বাব্যাপ্ত্যাপ্রকাশব্যাপ্তেঃ
অধ্যাসিসিদ্ধ্যা তয়োঃ সঙ্গতিঃ ইত্যর্থঃ । ১০

আধ্যাসিক সম্বন্ধ স্বীকারবারা সমাধান ।

তথাপি অসঙ্গ আত্মার বুদ্ধির সহিত বাস্তবিক সম্বন্ধ সঙ্গত হয় না,—
এই অভিপ্রায়ে বুদ্ধির সহিতও আত্মার পূর্বোক্ত আধ্যাসিক সম্বন্ধ, ‘তত্র’
ইত্যাদির দ্বারা প্রকটিত করিতেছেন । বুদ্ধি ও আত্মার সাদৃশ্য থাকায়
শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অজড়ত্বহেতু এবং বুদ্ধি ক্ষটিকের ন্যায় অতি-
নিখল হইলেও তাহার জড়ত্বহেতু, অজড় আত্মার ব্যাপ্ত অপ্রকাশের
ব্যাপ্তিনিবন্ধন অধ্যাস সিদ্ধ হয় বলিয়া বুদ্ধি ও আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধ
সঙ্গত হয় । অর্থাৎ যেখানে যেখানে অপ্রকাশ জড়বস্তু সেই স্থলেই
প্রকাশ অজড় আত্মা থাকে,—এইরূপ ব্যাপ্তিবশতঃ জড়রূপ বুদ্ধির সহিত
চৈতন্যরূপ আত্মার আধ্যাসিক সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় । ১০

অগ্ন্যাপেক্ষাং চ দ্রষ্টব্যম্ । যথা অহংকারমমকারেচ্ছা-
প্রযত্নরহিতম্ আদিত্যম্ প্রকাশস্বরূপসন্নিধিমাত্রেণ

আত্মার দ্রষ্টব্য, প্রথম আপত্তির উত্তর ।

আর দ্রষ্টব্যের অগ্ন্যাপেক্ষা আছে । যেমন অহংকার,
মমকার, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্নরহিত আদিত্যের প্রকাশক—
নিজ প্রকাশ অবিকৃত থাকিয়া—প্রকাশস্বরূপের সন্নিধিমাত্রে

যথা জতুকাষ্ঠয়োঃ অগ্নিসংযোগদ্বারা বস্তুতঃ সংশ্লেষোহস্তি ন তথা
বুদ্ধ্যাত্মনোঃ মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ বাস্তবঃ সম্বন্ধঃ সেক্ষুন্ম্ অর্হতি, মিথোবিরুদ্ধত্বাৎ
ইতি ব্যবর্ত্তঃ কীর্ত্তয়তি—ন ইত্যাদি । অমূর্ত্তয়োঃ মূর্ত্তামূর্ত্তয়োঃ
ইত্যর্থঃ । ১১

বুদ্ধ্যাত্মনোঃ সম্বন্ধাপেক্ষাং পরিহৃত্য আত্মনো দ্রষ্টব্যাপেক্ষাং পরিহরতি
—অগ্ন্যেত্যাদি । অশেষবুদ্ধিতত্ত্বত্বিসাধকত্বেন কূটস্থচিন্মাত্রম্ আত্মনো
দ্রষ্টব্যম্ ইষ্টং, ন তু দর্শনক্রিয়াকর্ত্তব্যম্, অতো দ্রষ্টব্যম্ অগ্ন্যত্র করণ-

বুদ্ধি ও আত্মার বাস্তব সম্বন্ধনিরাস ।

যেমন অগ্নিসংযোগদ্বারা গালা ও কাষ্ঠের সংযোগ আছে, সেইরূপ
মূর্ত্ত বুদ্ধির সহিত অমূর্ত্ত আত্মার বাস্তব সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না, কারণ—ইহারা
পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব ; ‘ন’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই প্রভেদ কীর্ত্তন
করিতেছেন । বাক্যে যে ‘অমূর্ত্তয়োঃ’ পদ আছে, তাহার অর্থ—মূর্ত্ত ও
অমূর্ত্তের বৃষ্টিতে হইবে । ১১

আত্মার কূটস্থচিন্মাত্রস্বরূপ দ্রষ্টব্য ।

বুদ্ধির সহিত আত্মার সম্বন্ধের অপেক্ষা পরিহার করিয়া অর্থাৎ
দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর দিয়া ‘অগ্ন্যাপেক্ষাচ্ছা’ ইত্যাদি বাক্যে আত্মার
দ্রষ্টব্যাপেক্ষা পরিহার করিতেছেন । অর্থাৎ প্রথম আপত্তির উত্তর
দিতেছেন । সমস্ত বুদ্ধি ও যাবতীয় বুদ্ধিবৃত্তির সাধকত্বহেতু অর্থাৎ
আত্মা থাকাতে সমস্ত বুদ্ধি ও তদবৃত্তিসকল সত্তালাভ করে বলিয়া

অবিক্রিয়মাণেন প্রকাশেন প্রকাশকত্বম্ অন্যথা প্রকাশকত্বা-
ভাবাৎ, তন্মৈবং প্রকাশস্বরূপসন্নিধিসত্ত্বামাত্রেন বর্তমানস্ত
আদিত্যস্ত প্রকাশকত্বম্ অধ্যারোপ্যতে অজ্ঞে: প্রকাশ্যভি-
ব্যক্ত্যপেক্ষয়া ; এবমেব সর্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতস্ত আত্মন:
দৃগ্ৰূপস্ত চৈতন্যস্বরূপেণ অব্যতিরিক্তেন সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিণ:
দৃশ্যসন্নিধিমাত্রেন দ্রষ্টৃত্বম্ উপচর্য্যতে বুদ্ধাদিদৃশ্যভিব্যক্ত্য-
পেক্ষয়া অন্যথা দ্রষ্টৃত্বাভাবাৎ । ১২

সিদ্ধ হয়; কারণ, তাহাতে অন্যপ্রকার প্রকাশকত্ব নাই ; এবং
এইরূপে প্রকাশস্বরূপের সন্নিধিসত্ত্বামাত্রদ্বারা বর্তমান
আদিত্যের প্রকাশকত্ব অঙ্গগণকর্তৃক প্রকাশের অভিব্যক্তিকে
অপেক্ষা করিয়া অধ্যারোপিত হয়, তদ্রূপই সর্ববিক্রিয়া-
বিশেষরহিত চৈতন্যস্বরূপের দ্বারা অব্যতিরিক্ত সর্বপ্রত্যয়-
সাক্ষী দ্রষ্টৃরূপ আত্মার দৃশ্যসন্নিধিমাত্রদ্বারা দ্রষ্টৃত্ব বুদ্ধাদি-
দৃশ্যের অভিব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়াই উপচরিত হয় । কারণ,
অন্য প্রকার দ্রষ্টৃত্ব নাই । ১২

প্রযত্নাদিনিরপেক্ষত্বাভাবাৎ, অন্যথা দ্রষ্টৃত্বাদে: আত্মনি নিত্যজ্ঞপ্তিস্বভাবে
সর্বজ্ঞে সম্ভাবয়িতুম্ অশক্যত্বাৎ ন দ্রষ্টৃত্বক্ষেপ: সম্ভবতি ইত্যর্থ: ।

আত্মার কূটস্থচৈতন্যস্বরূপরূপ দ্রষ্টৃত্ব অভিপ্রেত, কিন্তু দর্শনক্রিয়ার
কর্তৃরূপ দ্রষ্টৃত্ব আত্মার অভিপ্রেত নহে । অতএব আত্মভিন্নস্থলে
যে দ্রষ্টৃত্ব দেখা যায়, তথায় উদ্রিয়প্রযত্নের অপেক্ষা আছে । তাহা না
হইলে নিত্যজ্ঞানস্বভাব, সর্বজ্ঞ আত্মাতে দ্রষ্টৃত্বাদির সম্ভাবনা হয় না
বলিয়া আত্মা দ্রষ্টা নহেন—এইরূপ পূর্বপক্ষেরও সম্ভব হয় না । যদি
আত্মার কূটস্থচিন্মাত্ররূপ দ্রষ্টৃত্ব স্বীকার না কর, অর্থাৎ দর্শনক্রিয়া-
কর্তৃরূপ দ্রষ্টৃত্বই স্বীকার কর, তাহা হইলে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ সর্বজ্ঞ

কথং পুনঃ তত্ত্বস্তেন দ্রষ্টৃশব্দেন কর্তৃবাচিনা প্রযত্নাদিনিরপেক্ষং কূটস্থ-
চিন্মাত্ররূপম্ অপেক্ষিতম্ ইত্যশঙ্ক্য দৃষ্টান্তমাহ—যথেষ্টাদি। আদিত্যস্ত
হি করণপ্রযত্নাদিনিরপেক্ষস্ত ক্রিয়ারহিতেন প্রকাশেন প্রকাশেষু বিষয়েষু
সন্নিধিমাत्रेण প্রকাশকত্বং প্রতিপন্নং, প্রযত্নাদিহারা তস্ত প্রকাশস্বভাবস্ত
প্রকাশকত্বাযোগাদ্ ইত্যর্থঃ ।

দৃষ্টান্তম্ উপসংহরতি—তস্যেত্যাদি। পূর্বেক্তেন প্রকারেণ প্রকাশ-
স্বরূপস্ত প্রকাশেষু অর্থেষু সন্নিধিসূক্তমাत्रेण বর্ত্তমানো যঃ সবিভা তস্ত
প্রকাশকত্বং প্রকাশার্থাভিব্যক্তিম্ অপেক্ষ্য দ্রষ্টৃভিঃ আরোপ্যতে, মুখ্য-
বৃত্ত্যা প্রকাশকর্তৃত্বস্ত প্রকাশরূপে তন্মিহ অসম্ভবাদ্ ইত্যর্থঃ ।

দৃষ্টান্তাহসারেণ আত্মানোহপি প্রযত্নাদিশূন্তস্ত নিতাচৈতন্যস্বভাবস্ত
আত্মাতে জ্ঞান-জ্ঞানরূপ যে দর্শনক্রিয়া, তাহার কর্তৃত্বরূপ দ্রষ্টৃত্বের
সম্ভাবনা হয় না, যদি তাদৃশ দ্রষ্টৃত্বের সম্ভাবনা আত্মাতে না হইল, তাহা
হইলে আত্মা দ্রষ্টা নহেন—এরূপ পূর্ব্বপক্ষই বা কিরূপে হইবে ?

প্রযত্নাদিনিরপেক্ষ আদিত্যপ্রকাশ ।

দৃষ্টান্তের উত্তর কর্তৃবাচ্যে তুচ্ছ—প্রত্যয় করিলে ‘দ্রষ্টৃ’ শব্দ নিষ্পন্ন
হয়, তুচ্ছ-প্রত্যয়ান্ত কর্তৃবাচক দ্রষ্টৃশব্দের দ্বারা প্রযত্নাদিনিরপেক্ষ কূটস্থ-
চিন্মাত্ররূপ দ্রষ্টৃত্ব কিরূপে বলা যায়, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ‘যথা’
ইত্যাদি বাক্যে দৃষ্টান্তের দ্বারা আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন। সূর্য্যের
ইন্দ্রিয়প্রযত্নাদির অপেক্ষা নাই, তাহার ক্রিয়ারহিত অর্থাৎ স্বরূপ
প্রকাশের দ্বারা প্রকাশ্য বিষয়সমূহে সন্নিধানমাত্রেই প্রকাশকত্ব জ্ঞান যায়।
সূর্য্য স্বয়ং প্রকাশস্বভাব, প্রযত্নাদিহারা তাহার প্রকাশকত্ব সম্ভব হয় না।

আত্মাতে প্রকাশকত্বের আরোপ ।

‘তস্ত’ ইত্যাদি বাক্যে পূর্বেক্ত দৃষ্টান্তের উপসংহার করিতেছেন।
পূর্বেক্ত প্রকারে প্রকাশস্বরূপ সূর্য্য প্রকাশ্যবিষয়সমূহের সন্নিধান
অবস্থানমাত্রেই প্রকাশক হয় কিন্তু দর্শকগণ প্রকাশ্য বস্তুর অভিব্যক্তিকে

তন্তু কথং সৰ্ব্ববিক্ৰিয়াবিশেষবহিতন্তু আত্মনঃ কৰ্ত্ত্বম্ ইতি? উচ্যতে—চুষ্কবৎ ভ্রামকবৎ । ১৩। যথা চুষ্কঃ ভ্রামকঃ স্বরূপসন্নিধিসত্ত্বাত্মাশ্ৰেণ লোহন্তু প্রেরকঃ ভবতি, এবমেব সৰ্ব্ববিক্ৰিয়ারহিতোহপি আত্মা কারকাবভাসকঃ ভবতি । ১৪

আত্মার কৰ্ত্ত্বের উপপত্তি ।

সেই সৰ্ব্ববিক্ৰিয়াবিশেষবহিত আত্মার কৰ্ত্ত্ব কি করিয়া হয়, যদি বল ?—তবে বলিতেছি—ভ্রামকচুষ্কের ন্যায় তাহা সিদ্ধ হয় । ১৩। যেমন ভ্রামকচুষ্ক স্বরূপের সন্নিধির সত্ত্বাত্মা-দ্বারা লোহের প্রেরক হয়, সেইরূপই আত্মা সৰ্ব্ববিক্ৰিয়ারহিত হইলেও কারকের অবভাসক হয় । ১৪।

তেনৈব স্বরূপভূতেন চৈতন্তেন বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাক্ষিণো দ্রষ্টৃম্, দৃশ্যবুদ্ধ্যা-
ভ্যভিব্যক্ত্যপেক্ষয়া উপচর্য্যতে, দৃগ্বরূপন্তু আত্মানো দর্শনক্রিয়াকৰ্ত্ত্বত্বলক্ষণ-
দ্রষ্টৃত্বাসম্ভবাদ্ ইতি উদাহরণনিবিষ্টম্ অর্থং দাষ্টাঙ্গিকৈ যোজয়তি—
এবমিত্যাदि । ১২ .

আত্মনঃ সৰ্ব্ববিক্ৰিয়াবিশেষবহিতেন কৃট্টদ্রষ্টৃম্ ইষ্টম্ ইতি চেৎ
অপেক্ষা করিয়া তাহার প্রকাশকত্ব আরোপ করে বস্তুতঃ মুখ্যবৃত্তিতে
প্রকাশকৰ্ত্ত্বত্বরূপ প্রকাশকত্ব প্রকাশস্বরূপ সুধো সম্ভব হয় না ।

দাষ্টাঙ্গিকৈ আত্মার দৃষ্টান্তচুষ্কের যোজনা ।

প্রযত্নাদিরহিত, নিত্যচৈতন্ত্যস্বরূপ, বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী আত্মারও
পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তানুসারে স্বরূপভূত চৈতন্ত্যের দ্বাবাই দ্রষ্টৃত্বসিদ্ধ হয়, এই
দ্রষ্টৃত্ব দৃশ্য বুদ্ধ্যাদির অভিব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়া আরোপিত হইয়া
থাকে । অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধিকে অভিব্যক্তকরে বলিয়া আত্মাকে দ্রষ্টা
বলা হয় মাত্র । কারণ, দৃক্স্বরূপ আত্মার দর্শনক্রিয়াকৰ্ত্ত্বত্বরূপ দ্রষ্টৃত্বের
সম্ভব হয় না, এইরূপ অর্থ যাহা উদাহরণের মধ্যে নিহিত আছে,
তাহা 'এবম্' ইত্যাদি বাক্যে দাষ্টাঙ্গিকৈ যোজনা করিতেছেন । ১২

“কর্তা শাস্ত্রার্থব্ধাৎ” (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।৩৩) ইত্যত্র কর্তৃত্বং তস্ত উক্তম্ অযুক্তম্
আপতেদ ইতি শব্দতে—তস্য ইত্যাদি ।

ভ্রামকসম্মিধিমায়েণ লোহপ্রেৱকত্ববদ্ আত্মনোহপি স্বগতবিকারম্
অন্তরেণ সম্মিধিমায়েণ কারকাবভাসকত্বং কর্তৃত্বং, তং ইদম্ ঔপচারিক-
কর্তৃত্বম্ উপেত্য “যথা চ তক্ষোভয়থা” (ব্রহ্মসূত্রঃ ২।৩।৪০) ইতি গ্রায়েন
পরিহরতি—উচ্যতে ইত্যাদি । ১৩

আত্মার ঔপচারিক কর্তৃত্ব ।

আত্মার সৰ্ববিধ বিকারবিশেষরাহিত্যেহেতু কূটস্থত্বরূপ দ্রষ্টৃত্ব যদি
অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে জীবাত্মা কর্তা ; কারণ, তাহা হইলে ‘যজ্ঞেত’
অর্থাৎ যাগ করিবে, ‘জুহুৱাৎ’ অর্থাৎ হোম করিবে, ‘দক্ষ্যাত’ অর্থাৎ দান
করিবে, ইত্যাদি বিদিশাস্ত্র সার্থক হয় । এই ব্রহ্মসূত্রে আত্মার যে
কর্তৃত্ব, উক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত হয় । ইহাট ‘তস্ত’ ইত্যাদি বাক্যে
আশঙ্কা করিতেছেন ।

(উত্তর-) যেমন ভ্রামক চুষ্ককে সম্মিধানমায়েই লোহপ্রেৱক হইতে
দেখা যায়, সেইরূপ আত্মারও স্বগত বিকার ব্যতিরেকে কেবলমাত্র
সম্মিধিবশতঃ কারকসমূহের প্রকাশকত্বরূপ কর্তৃত্ব হইয়া থাকে । আত্মার
আরোপিত কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া “যথা চ তক্ষোভয়থা” [ব্রহ্মসূত্র
২।৩।৪] এই গ্রায়েকে অবলম্বন করিয়া ‘উচ্যতে’ ইত্যাদি বাক্যে তাহার
পরিহার করিতেছেন ।

সূত্রার্থ যথা—পূর্বে ‘কর্তা শাস্ত্রার্থব্ধাৎ’ [২।৩।৩৩] এই ব্রহ্মসূত্রে
জীবাত্মাকে কর্তা বলা হইয়াছে, এখন আশঙ্কা হইতেছে—সেই কর্তৃত্ব
স্বাভাবিক কিনা ? যদি স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে মুক্তি অসম্ভব ।
তক্ষা অর্থাৎ সূত্রধরের (ছুতরের) গ্রাম আত্মারও উভয় প্রকার অবস্থা
দেখা যায়, যেমন তক্ষা বাস্তাদি করণপ্রভৃতিকে অপেক্ষা করিয়া দৃঃখী
হয় এবং সে গৃহে গিয়া বাস্তাদি ত্যাগ করিয়া স্থখী হয় ; সেইরূপ আত্মা

তত্র কারকাবভাসকচ্ছং নাম কর্তৃহোপচারনিমিত্তম্ । ১৫
বুদ্ধাদীনি করণানি কারকাণি উচ্যন্তে । ১৬। তানি চৈতন্যাব-
ভাসিতানি স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্তন্তে । ১৭। তত্র এবং সতি সৰ্ব্ব-
বিক্রিয়াবিশেষরহিতস্ত আত্মনঃ কর্তৃত্বম্ উপচর্য্যতে । ১৮

আত্মার কর্তৃত্ব উপচরিত ।

তদ্ব্যধো কারকাবভাসকচ্ছং বলিতে কর্তৃত্বের উপচার-
নিমিত্তত্ব বুঝায় । ১৫। এবং বুদ্ধি প্রভৃতি করণসমূহকে কারক
বলা হয় । ১৬। সেই সকল কারক চৈতন্যদ্বারা অবভাসিত হইয়া
নিজ নিজ বিষয়ে প্রবর্তিত হয় । ১৭। এখন এইরূপ হওয়ায়
সৰ্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিত আত্মার কর্তৃত্ব উপচরিত হয় । ১৮

দৃষ্টান্তঃ বিরূপোতি—যথেষ্ট্যাদি । দৃষ্টান্তনিবিষ্টম্ অর্থঃ দাষ্টান্তিকে
নিবেশয়তি—এবমিত্যাди । ১৯

ভ্রামকস্য লোহপ্রেসকচ্ছং সন্নিধিবিশেষবৎ আত্মনি কর্তৃহোপচারে
কিং নিমিত্তম্ ইত্যশঙ্ক্য আহ—তত্র ইত্যাদি । আত্মনি কারকেষু যদ্
অবভাসকচ্ছং, তদ্বি তস্মিন্ কর্তৃহোপচারে নিমিত্তম্ ইত্যর্থঃ । ১৫

স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় অবিজ্ঞাদিসম্বন্ধবশতঃ দুঃখী এবং মুক্তাবস্থায় বিজ্ঞা-
দ্বারা অবিজ্ঞাকে ত্যাগ করিয়া সুখী হন । সুতরাং আত্মার কর্তৃত্ব
স্বাভাবিক নহে, কিন্তু অবিজ্ঞাবশতঃ আরোপিত । ১৬

‘যথা’ ইত্যাদি বাক্যে চুখকের দৃষ্টান্ত বিবৃত করিতেছেন । ‘একম্’
ইত্যাদি বাক্যে দৃষ্টান্তে নিহিত অর্থ দাষ্টান্তিক আত্মাতে নিবেশিত
করিতেছেন । ১৯

কর্তৃহোপচারের নিমিত্ত ।

ভ্রামক চুখক লোহকে প্রেসন করে, তাহাতে যেমন সন্নিধিবিশেষ
নিমিত্ত, সেইরূপ আত্মাতে কর্তৃত্বের উপচারে নিমিত্ত কি ? এইরূপ আশঙ্কা
করিয়া ‘তত্র’ ইত্যাদি বাক্যে তাহার উত্তর বলিতেছেন । আত্মাতে

উক্তমেব প্রপঞ্চয়ন্ প্রথমং কারকাণি ব্যাকরোতি—বুদ্ধ্যেত্যাদি ।
ক্রিয়াং কুর্কং করণং কারকং বুদ্ধাদীনি চ তত্তন্নানাধিক্রিয়াকর্তৃত্বাদ্
ভবন্তি ইতি কারকাণি ইত্যর্থঃ । ১৬

তেষাং জড়ত্বেন স্বতে। ভানাভাবাং চৈতন্ত্যসম্মিধিমাঞ্চেণ ভান-
ভাগিনাং প্রত্যেকং বিষয়েষু শক্তির্ভবতি ইত্যাহ—তানি ইত্যাদি । ১৭

কারকবর্গে চৈতন্ত্যসম্মিধানাদেব ভাসমানে প্রবৃত্তিশক্তিভাগিনি সত্য-
জ্ঞানো নির্বিকারস্যৈব কর্তৃত্বম্ অধ্যারোপ্যতে, দৃশ্যতে হি সম্মিধান-
মাঞ্চেণ লোহপ্রবৃত্তৌ ভ্রামকস্য 'প্রেরকত্বারোপণমিতি ফলিতম্ উপ-
সংহরতি—তত্ত্বেত্যাদি । ১৮

কারকসমূহের যে অবভাসকত্ব আছে, তাহাই আত্মাতে কর্তৃত্বারোপের
প্রতি কারণ হইয়া থাকে—ইহাই অর্থ । ১৫

কারক শব্দের অর্থ ।

উক্ত বিষয়টী বিস্তৃতভাবে বলিবার জন্ত 'বুদ্ধাদীনি' ইত্যাদি বাক্যে
প্রথমে কারক কি তাহা বিবৃত করিতেছেন । ক্রিয়াসম্পাদন করে বলিয়া
করণকে কারক বলে । আর বুদ্ধাদিও সেই সেই বিবিধ ক্রিয়ার কর্তা
হইয়া কারকপদবাচ্য হয় । ১৬

আত্মার সম্মিধিহেতু বুদ্ধাদির প্রবৃত্তি ।

বুদ্ধিপ্রভৃতির জড়ত্বহেতু তাহাদের স্বাভাবিক প্রকাশনা থাকায়
চৈতন্ত্যের সম্মিধানমাঞ্চেই প্রকাশ্য বুদ্ধাদির প্রত্যেক বিষয়ে প্রবৃত্ত হই-
বার শক্তি হইয়া থাকে—ইহা 'তানি, ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন । ১৭

আত্মার আরোপিত কর্তৃত্ব ।

কারকসমূহ চৈতন্ত্যের সম্মিধানবশতঃ প্রবৃত্তিশক্তিবিশিষ্ট হইলে
তাহাতে বিকাররহিত আত্মারই কর্তৃত্বের আরোপ করা হয় । যেহেতু
সম্মিধানমাঞ্চেই লোহের প্রবৃত্তি হইলে চুপকে প্রেরকত্বের আরোপ দেখা
যায়, এই ফলিতার্থ 'তত্ত্ব' ইত্যাদি বাক্যে উপসংহার করিতেছেন । ১৮

এবম্ আত্মানং কথং বুধ্যা বিজানীয়াৎ ইতি, তৎ
ন শক্যতে বক্তুম্ ; বুধ্যে: অবভাসকত্বাৎ, আদিত্য-
জ্যোতির্বৎ । ১৯। যথা আদিত্যঃ রূপেণ ন প্রকাশ্যতে,
তথা আত্মা ন দৃশ্যতে বুধ্যা । ২০।

আত্মা বুদ্ধির দৃশ্য নহে ।

এরূপ হইলে বুদ্ধিদ্বারাই বা আত্মাকে কি করিয়া জানা
যাইবে—যদি বলা হয়, তবে বলিব—তাহা বলিতে পার না,
যেহেতু আদিত্যজ্যোতির দ্বারা আত্মা বুদ্ধির অবভাসক । ১৯
যেমন আদিত্য রূপদ্বারা অর্থাৎ রূপ আছে বলিয়া প্রকাশিত
হয় না, তদ্রূপ আত্মা বুদ্ধির দ্বারা দৃষ্ট হয় না । ২০।

আত্মনঃ সৰ্ব্ববিক্রিয়াবিশেষরহিতত্বে ‘দৃশ্যতে ইথ্যয়া বুধ্যা’ ইতি
শ্রুত্যা তস্য বুদ্ধিদৃশ্যত্বম্ উচ্যমানম্ অহুপপন্নং স্যাৎ ইতি চোদয়তি—
এবমিত্যাदि ।

কিং শ্রুতিবিরোধো বুদ্ধিবিষয়ত্বাভাবে সতি আত্মনঃ চোদ্যতে ?
কিংবা তস্য বুদ্ধিবিষয়ত্বং সাধ্যতে ? ন আত্ম ইত্যাহ—তৎ ইত্যাদি ।
অদ্বিতীয়াত্মাকারেণ জায়মানবুদ্ধিপরিণামস্য আকারসম্পর্কত্বাৎ তজ্জন্তু-

আত্মার বুদ্ধিদৃশ্যত্বাসঙ্গতিঃ প্রশ্নঃ ।

আত্মা যদি সমস্তবিকারবিশেষরহিত হইলেন, তাহা হইলে “উৎকৃষ্ট
বুদ্ধির দ্বারা আত্মাকে দেখা যায়” এই শ্রুতিবশতঃ আত্মাকে যে বুদ্ধির
দৃশ্য বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত হয়, তাহাই ‘এবম্’ ইত্যাদি বাক্যে
আশঙ্কা করিতেছেন ।

আত্মার বুদ্ধিদৃশ্যত্বাঙ্গোপ ।

উক্ত আশঙ্কার উত্তরে জিজ্ঞাস্ত হইতেছে যে, আত্মা বুদ্ধির বিষয়
নহে বলিয়া কি শ্রুতিবিরোধের আশঙ্কা করা হইতেছে ? অথবা আত্মার
বুদ্ধিবিষয়ত্ব সাধন করা হইতেছে ? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ সঙ্গত নহে,

স্বরূপাতিশয়াভাবেহপি তদধীনাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ অতদাত্মনা বুদ্ধ্যা দৃশ্যত্বো-
পচারাৎ ন প্রতিবিরোধঃ চোক্তম্ অবতারণতি ইত্যর্থঃ ।

দ্বিতীয়ঃ দৃশয়তি—বুদ্ধেরিত্যাदि । ন বুদ্ধ্যা বিষয়ীকরণমিতিবিশেষঃ ।
তত্র দৃষ্টান্তমাহ—আদিত্যোত্যাदि । ১২

দার্ষ্টান্তিকেন সহ দৃষ্টান্তং প্রপঞ্চয়তি—যথা ইত্যাদি । আত্মা বুদ্ধি-
প্রকাশ্যো ন ভবতি তদবভাসকত্বাৎ, যো যদবভাসকঃ স তস্য প্রকাশ্যো
ন ভবতি যথা আদিত্যো রূপপ্রকাশকঃ তৎপ্রকাশ্যো ন ভবতীত্যর্থঃ । ১০

ইহাই ‘তৎ’ ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন । অদ্বিতীয় আত্মার আকারে
আকারিত বুদ্ধির পরিণাম আত্মার আকারসমর্পক হয় বলিয়া সেই
আত্মাকারে আকারিত বুদ্ধির পরিণামজ্ঞাত আত্মার প্রকাশবাহুল্য না
হইলেও আকারসমর্পণবশতঃ আত্মবিষয়ক অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহারই
নাম বুদ্ধির দ্বারা আত্মদর্শন । অতদাত্মরূপ অর্থাৎ জড়রূপ বুদ্ধির দ্বারা
আত্মাতে দৃশ্যত্বের আরোপ হওয়ায় পূর্বোক্ত “দৃশ্যতে অগ্রয়া বুদ্ধ্যা”
প্রতির সহিত বুদ্ধিদৃশ্যত্বের কোনরূপ বিরোধ হয় না ।

বাস্তবিক পক্ষে আত্মা বুদ্ধিদৃশ্য নহেন ।

একণে ‘বুদ্ধেঃ’ ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয় পক্ষে আত্মার বুদ্ধিবিষয়ত্ব
দোষ দিতেছেন । সাধনে বুদ্ধির অভাসক আত্মা বলিয়া বুদ্ধির বিষয়ী-
ভূত হন না, ইহাই বিশেষ ।

আদিত্যদৃষ্টান্তপ্রদর্শন ।

‘আদিত্য’ ইত্যাদি বাক্যে এই পক্ষে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন । ১২

আদিত্যদৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক আত্মাতে বোঝনা ।

‘যথা’ ইত্যাদি বাক্যে দার্ষ্টান্তিক আত্মার সহিত দৃষ্টান্ত আদিত্য-
প্রকাশের বোঝনা করিতেছেন । আত্মা বুদ্ধিপ্রকাশ্য নহেন; কারণ, আত্মা
বুদ্ধির অবভাসক অর্থাৎ প্রকাশক । যেহেতু যে যাহার প্রকাশক, সে তাহার
প্রকাশ্য হয় না, যেমন রূপপ্রকাশক সূর্য্য রূপের দ্বারা প্রকাশ্য নহে । ১০

এতস্মাদপি আত্মা ন দৃশ্যতে, বুদ্ধ্যা বুদ্ধে: বেত্তায়া:
বেদিভূতানুপপত্তে: ৷২১৷ যদি তস্মা অপি বেত্তায়া:
বেদিভূতং স্মাৎ তদা বেত্ততা ন স্মাৎ, প্রকাশয়োরিব ৷২২

ইতি দ্বিতীয়: খণ্ড: ।

প্রকাশ প্রকাশ্য নহে বলিয়া আত্মা দৃশ্য নহে ।

এই কারণেও আত্মা দৃশ্য হয় না, যেহেতু বুদ্ধিদ্বারা বেত্ত
বুদ্ধির বেদিভূত উপপন্ন হয় না ৷২১৷ যদি বেত্ত বুদ্ধিরও বেদিভূত
থাকে, তাহা হইলে প্রকাশদ্বয়ের স্মায় বেত্ততা থাকে না +

ইতি দ্বিতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদ ।

কিঞ্চ বুদ্ধি: আত্মপ্রকাশিকা ন ভবাত, বেদ্যত্বাৎ ঘটাদিবদ্ ইত্যাহ—
এতস্মাদিত্যাди ৷২১৷ আত্মবদ্ বুদ্ধেরপি বেদিভূত্রে প্রদীপয়োরিব
সমানস্বভাবত্বাৎ বুদ্ধ্যাঅনো: বেত্তবেদিভূতত্বাবানুপপত্তিরিতি বিপক্ষম্
অন্য্য প্রতিক্ষিপতি—যদি ইত্যাদি ।

চিহ্নাতো: সন্নিধেরেব দৃশ্যবুদ্ধ্যাদিদর্শনাৎ ।

তদজ্ঞেয়ত্বতো জ্ঞাপ্তিমাাত্রমায়া দ্বিতি দ্বিতম্ ৷২২

ইতি দ্বিতীয়: খণ্ড: ।

আত্মার বুদ্ধিপ্রকাশ্যত্বগুন ।

তাহার পর বুদ্ধি আত্মপ্রকাশিকা নহে, যেহেতু বুদ্ধি জ্ঞেয়, যেমন
ঘটাদি । এই অল্পমানটী ‘এতস্মাৎ’ ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন ৷২১৷ আত্মার
স্মায় বুদ্ধিরও জ্ঞাতৃত্ব স্বীকার করিলে প্রদীপদ্বয়ের স্মায় সমানস্বভাবত্বহেতু
বুদ্ধির জ্ঞেয়ত্ব ও আত্মার জ্ঞাতৃত্ব উপপন্ন হয় না—এইরূপ বিপক্ষের
অনুবাদ করিয়া ‘যদি’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা তাহার নিরাস করিতেছেন ।

চিৎস্বরূপ আত্মার সন্নিধানবশতঃ দৃশ্য বুদ্ধ্যাতির প্রকাশ হইয়া থাকে
বলিয়া আত্মার অজ্ঞেয়ত্বহেতু আত্মার কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল ৷২২
দ্বিতীয় খণ্ডের টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ৷২

ভূতান্নঃ ২৩ঃ ।

তত্র জাগ্রৎস্বপ্নমুষ্ণুতানি উপগ্ৰহ্যন্তে, বুদ্ধেঃ অবস্থা-
বিশেষণানি, তেষাং পরিত্যাগার্থম্, আত্মবিশুদ্ধিপ্রতি-
পাদনায় চ ।১

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও মুষ্ণুপ্তিবিচারের আবশ্যকতা ।

একগুণে বুদ্ধির অবস্থা বিশেষ পরিত্যাগের জন্ত এবং
আত্মার বিশুদ্ধিপ্রতিপাদনের নিমিত্ত সেই বুদ্ধির অবস্থা বিশেষ,
জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও মুষ্ণুপ্তির বিষয় উপগ্ৰহ্যাস করা যাইতেছে ।১

সমস্ত বিশেষণশূণ্ণকূটস্থচৈতন্যমাত্রং প্রত্যগাত্মম্ ইতি উক্তম্ ।
ইদানীম্ আত্মনি অবস্থাভ্রয়ভাজি ভাসমানে লক্ষণত্বাসিদ্ধিঃ ইতি আশঙ্ক্য
তস্মিন্ অবস্থাভ্রয়ক্ষুরণম্ অন্তঃকরণোপাধ্যাবিবেকনিবন্ধনম্ ইতি প্রতি-
পাদয়িতুং ক্রমতে—তদ্বৈত্যাदि । বুদ্ধেঃ অন্তঃকরণস্য অবস্থাভ্রয়ত্বানি
বিশেষণানি জাগ্রৎস্বপ্নমুষ্ণুতানি, তানি চ প্রত্যগাত্মনি বুদ্ধ্যাবিবেকাদ্
ভবন্তি ইতি তস্মিন্ ব্যপদিশ্যমানানি ভবন্তি ইত্যর্থঃ ।

বুদ্ধির অবস্থাভ্রয় আত্মাতে আরোপিত ।

সমস্ত বিশেষণশূণ্ণ কূটস্থচৈতন্যমাত্র—প্রত্যগাত্মা, ইহা উক্ত হইয়াছে,
এখন জাগ্রৎস্বপ্নমুষ্ণু—এই অবস্থাভ্রয়বিশিষ্টরূপে আত্মা প্রকাশিত
হইলে পূর্বোক্ত লক্ষণের অসিদ্ধি আশঙ্ক্য করিয়া, বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণের
সহিত আত্মার অবিবেকনিবন্ধন আত্মাতে অবস্থাভ্রয় প্রকাশ পায়,
ইহাই প্রতিপাদনার্থ বলিতেছেন—“তত্র” ইত্যাদি । বুদ্ধি অর্থাৎ
অন্তঃকরণের অবস্থারূপ বিশেষণ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও মুষ্ণুপ্তি; তাহারা বুদ্ধির
সহিত অবিবেকবশতঃ প্রত্যগাত্মাতে অধ্যস্ত হয় এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও
মুষ্ণুপ্তি প্রত্যগাত্মার—এইরূপে কথিত হয় ।

বুদ্ধিগতানি তানি কস্মাদ্ আত্মনিষ্ঠেন কথ্যন্তে, যথাকথনম্ আত্ম-
নিষ্ঠাশ্চেব কিমিতি তানি ন ভবেয়ুঃ ইত্যশঙ্ক্য আহ—**তেষামিত্যা**দি ।
জাগরিतादीनाम् अवस्त्वरूपाणां विशेषणानां परित्यागसिद्धये बुद्ध्या-
पाधिकत्वं तेषाम् उपगच्छन्ते, निरुपाधिकत्वे चैतन्नवम् परित्यागा-
योगाৎ इत्यर्थः ।

তেষাম্ ঔপাধিকহোপবর্ণনস্ত প্রয়োজনান্তরম্ আহ—**আত্মে**ত্যাদি ।
যদি অবস্থাভ্রমম্ আত্মনি ভাসমানম্ উপাধ্যায়ারোপিতম্ ইচ্ছতে তদা
বিশুদ্ধিঃ আত্মনঃ সিধ্যতি, স্বতঃ অবস্থাভ্রমসম্বন্ধাভাবাৎ, অতশ্চ অবস্থা-
ভ্রমস্য ঔপাধিকত্বপ্রতিপাদনম্ অর্থবৎ ইত্যর্থঃ ।১

পরিত্যাগার্থ অবস্থাভ্রম কথন ।

বুদ্ধির ধর্ম যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তাহা কেন আত্মার বলিয়া
• কথিত হয় ? তাহারা যথাক্রমে আত্মার ধর্ম বলিয়া কেন কথিত হয় না ?
এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“তেষাং” ইত্যাদি । জাগ্রৎ,
স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই কয়টি অবস্থারূপ বিশেষণ, ইহাদের পরিত্যাগের
নিমিত্ত তাহারা যে বুদ্ধিরূপ উপাধির ধর্ম, আত্মার ধর্ম নহে, ইহাই
কথিত হইতেছে । যদি এই কয়টি অবস্থা নিরুপাধিক হইত, অর্থাৎ
আত্মার ধর্ম হইত, তাহা হইলে আত্মার চৈতন্যকে যেমন ত্যাগ করা
যায় না, সেইরূপ এই অবস্থাভ্রমকেও ত্যাগ করা যাইত না ।

আত্মার বিশুদ্ধ্যর্থ অবস্থাভ্রমের উপাধিকত্ব প্রতিপাদন ।

জাগ্রদাদি অবস্থাভ্রম যে উপাধিক, তাহা বলিবার অল্প প্রয়োজন
বলিতেছেন—“আত্মা” ইত্যাদি । আত্মাতে ভাসমান অবস্থাভ্রম অধ্যা-
রোপিত বলিয়া অভীষ্ট হয়, অর্থাৎ তাহা আত্মার ধর্ম নহে, কিন্তু উপাধির
ধর্ম তাহাতে আরোপিত বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আত্মার
বিশুদ্ধি সিদ্ধ হয় । যেহেতু স্বভাবতঃ আত্মাতে অবস্থাভ্রমের সম্বন্ধ নাই,
অতএব অবস্থাভ্রমের উপাধিকত্ব প্রতিপাদন সার্থক ।১

তত্র জাগ্রৎ নাম—চক্ষুরাদীনি করণানি আদিত্যা-
ক্ষুগৃহীতানি স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্তন্তে, তত্র বুদ্ধিরপি করণ-
ব্যাপারম্ অনুভবতি ।২

জাগ্রদবস্থা পরিচয় ।

তদ্বাচ্যে জাগ্রৎ বলিতে—যখন আদিত্যাদি দেবতাগণকর্তৃক
অক্ষুগৃহীত চক্ষুরাদিকরণসমূহ নিজ নিজ বিষয়সমূহে প্রবর্তিত
হয়, এবং যখন বুদ্ধিও করণের ব্যাপার অনুভব করে ।২

আত্মনঃ অবস্থাভ্রাতীতত্ত্বব্যবস্থাপনামর্থম্ অবস্থাভ্রয়ং বিবৃণু আদৌ
জাগ্রদবস্থাং প্রস্তোতি—তত্র ইত্যাদি । তাসাম্ অবস্থানাম্ মধ্যে জাগ্রৎ
নাম অবস্থা কীদৃশী ইত্যপেক্ষায়াং তৎপ্রদর্শনং প্রথমং কর্তব্যম্ ইত্যর্থঃ ।

চক্ষুরাদিভিঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ তত্তদেবতাধিষ্ঠিতৈঃ রূপাভ্যর্থেষু প্রবৃত্তৈঃ
তদর্থোপলব্ধিঃ জাগ্রন্নাম, ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থোপলব্ধিঃ জাগরিতম্ ইত্যঙ্গীকারাৎ,
ইত্যাং—চক্ষুরাদি ইত্যাদি ।

জাগ্রদবস্থার স্বরূপ জিজ্ঞাসা ।

আত্মা যে অবস্থাভ্রয়ের অতীত, ইহা ব্যবস্থাপিত করিবার নিমিত্ত
অবস্থাভ্রয় বিবৃত করিয়া প্রথমে জাগ্রদবস্থার বিষয় বলিতে আরম্ভ
করিতেছেন—“তত্র” ইত্যাদি । তিনটি অবস্থার মধ্যে জাগ্রদবস্থা
কিরূপ—এইরূপ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইলে, প্রথমে তাহা প্রদর্শন করা
কর্তব্য—ইহাই অর্থ ।

দেবতাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি ।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ দেবতাকর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া রূপাদি-
বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে তাহাদের বিষয়ের যে উপলব্ধি হয়, তাহার নাম
জাগ্রৎ । ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা বিষয়সকলের উপলব্ধিকে জাগ্রৎ বলে,
এইরূপ জাগ্রৎ-লক্ষণ স্বীকৃত হয়, ইহাই ‘চক্ষুরাদীনি’ ইত্যাদি বাক্যে
বলিতেছেন ।

প্রত্যগাত্মনি প্রত্যগাত্মচৈতন্যবজ্জাতা উভয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ
দ্রষ্টৃদৃষ্টাকারা বিপরিণমতে ; তত্র প্রত্যগাত্মেতি কস্মাৎ
আত্মা বিশিষ্টতে ? ব্যভিচারিণাম্ অনাত্মত্বব্যাপনার্থম্ ৷ ৩

প্রত্যগাত্মা পদের সার্থকতা ।

প্রত্যগাত্মাতে প্রত্যগাত্মচৈতন্যের জায় হইয়া উভয়াত্মিকা
বুদ্ধি, দ্রষ্টা ও দৃষ্টের আকারে বিপরিণত হয়; যদি বল,
এস্থলে আত্মাকে প্রত্যগাত্মা বলিয়া বিশেষিত করা হইল কেন ?
তাহার উত্তর এই যে ব্যভিচারিগণের অনাত্মত্বব্যাপনার্থ ৷ ৩

তস্যাং খলু অবস্থায়ং বুদ্ধেরেব দ্রষ্টৃভ্য ইত্যাদ্য নিরাচাৰ্যে—তত্র
ইত্যাদি । তত্র বুদ্ধিরপি বিজ্ঞানক্রিয়াশক্তিমতী সাত্তাসা সতী তস্যাম্
অবস্থায়াম্ প্রাপ্তচক্রাদিকরণদ্বারেণ রূপাদিবিষয়াকারপরিণামরূপং
ব্যাপারং প্রতিপদ্যমানা দ্রষ্টৃভ্যং ব্যাবৃত্তা করণপক্ষপাতিনী ভবতি
ইত্যর্থঃ । চক্রাদিদৃষ্টান্তার্থঃ অপিশব্দঃ ৷ ২

কথং পুনঃ বুদ্ধিঃ ভ্রড়া সতী বিষয়াকারপরিণামং প্রতিপত্তুং প্রভবতি ?
ন হি ঘটস্য পটাকারপরিণামত্বম্ উপলভ্যতে. তত্রাহ—প্রত্যগিত্যাদি ।

জাগ্রদবস্থায় বুদ্ধি করণপক্ষপাতিনী ।

জাগ্রদবস্থায় বুদ্ধিরই দ্রষ্টৃভ্য, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ‘তত্র’ ইত্যাদি
বাক্যে তাহার পরিহার করিতেছেন । জাগ্রদবস্থায় বুদ্ধিও জ্ঞানক্রিয়া-
শক্তিবিশিষ্ট ও সাত্তাস অর্থাৎ চৈতন্যপ্রতিফলিত হইয়া পূর্বোক্ত
চক্রাদিকরণদ্বারা রূপাদিবিষয়াকারপরিণামরূপ ব্যাপারকে প্রাপ্ত হইয়া
দ্রষ্টৃভ্য হইতে ব্যাবৃত্ত হয়, অর্থাৎ ইঞ্জিরপক্ষপাতিনী নয় । বাক্যে যে
‘অপি’ শব্দ আছে, তাহা চক্রাদি দৃষ্টান্তের ভিত্তি ৷ ২

বুদ্ধিরই দ্রষ্টৃভ্যরূপে পরিণামঃ ।

বুদ্ধি অচেতন হইয়া নিরূপে আত্মার বিষয়াকার পরিণাম লাভ
করিলে করণ হয় ? না বুদ্ধি পটাকারে পরিণত হইয়া তাহার

বুদ্ধিঃ জড়ম্বেদপি প্রত্যগাত্মভূতচৈতন্যভাসব্যাপ্তত্বাৎ পরিণামো ন বিরূধ্যতে । ন চ তদন্ত্যৈশ্চৈতন্যভাসব্যাপ্তিঃ অস্তি, বুদ্ধৌ ইব অহংপ্রত্যয়স্য তস্মিন্ অভাবাদ্ ইত্যর্থঃ । উভয়াত্মিকা ইত্যস্য ব্যাখ্যানং—**জট্টদৃশ্যাকারেতি** । চৈতন্যভাসব্যাপ্তায়াঃ বুদ্ধেঃ অহম্ ইতি পরিণামো জট্টাকারো ভবতি । তস্যাশ্চ রূপাদিদৃশ্যাকারেণ পরিণামান্তরং চক্ষুরাদিধারণকম্ ঈষ্টম্ । তদুভয়পরিণামধারণেণ প্রমাতৃপ্রমাণপ্রমেয়াদিব্যবহারঃ সর্বোহপি নির্বহতি ইত্যর্থঃ ।

বদন্তঃ “প্রত্যগাত্মচৈতন্যবজ্জাতা উভয়াত্মিকা ধী”রিতি, তত্র প্রত্যগাত্ম্যেতি বিশেষণস্য প্রয়োজনং পৃচ্ছতি—**তত্র** ইত্যাদি । প্রকৃতবাক্যং সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে । ন হি ফলবিকলং বিশেষণং প্রযোক্তব্যং

উত্তরে বলিতেছেন—“তত্র” ইত্যাদি । বুদ্ধি জড় হইলেও প্রত্যগাত্ম্যর স্বরূপভূত চৈতন্ত্বের আভাসের দ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া তাহার পরিণাম হইতে কোনরূপ বাধা নাই । আর বুদ্ধিতে অহংপ্রত্যয়ের জ্ঞায় কোন একটা ঘটেরও চৈতন্যভাসের ব্যাপ্তি আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না । কারণ, বুদ্ধিতে অহংপ্রত্যয়ের জ্ঞায় ঘটে অহংপ্রত্যয় নাই । বাক্যমধ্যস্থ ‘উভয়াত্মিকা’ শব্দের অর্থ হইতেছে—“জট্টদৃশ্যাকার” ইত্যাদি । চৈতন্যভাসের ব্যাপ্তবুদ্ধির ‘অহম্’ এইরূপ জট্টাকারে পরিণাম হয়, এবং তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্তবিধ পরিণাম স্বীকৃত হইয়া থাকে । এই উভয়বিধ পরিণামকে দ্বার করিয়া প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয়াদি সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ।

‘প্রত্যক্’ বিশেষণের সার্থক্যপ্রদর্শন ।

জড়া বুদ্ধি ‘প্রত্যগাত্ম্যর স্বরূপভূত চৈতন্ত্বের জ্ঞায় হইয়া উভয়াকারী হয়’—ইহা যে পূর্ববাক্যে বলা হইয়াছে, তাহাতে ‘প্রত্যগাত্ম্য এই বিশেষণের প্রয়োজন কি ? ইহা “তত্র” ইত্যাদি বাক্যে জিজ্ঞাসা করিতেছেন । প্রকৃত বাক্য ‘প্রত্যগাত্ম্যনি’ এই সপ্তমী বিভক্তির সহিত

তত্র বুদ্ধ্যাदीनि करणानि । घटादिव९ दृश्यभूतानि अपि
बाह्यापेक्षया तारतम्याक्रमेण प्रत्यागात्मानसंयोगाद् आत्मानः
भवन्ति, उदकस्य अग्निसंयोगे इव उष्णम्, न तु आत्मानः
तत्संयोगा९ अनाद्यश्च संभवति, उदकसंयोगा९ इव अग्नेः
अभुक्त्वम् । ४

বুদ্ধির আত্ম রূপতা, আত্মার বুদ্ধিরূপতা নহে ।

তন্মধ্যে বুদ্ধি প্রভৃতি করণ । তাহারা ঘটাদির ন্যায়
দৃশ্যরূপ হইলেও, বাহ্যবিষয়ের . অপেক্ষায় তারতম্যক্রমে
প্রত্যগাত্মার সহিত সংযোগবশতঃ, অগ্নিসংযোগে জলের
উষ্ণতার ন্যায়, আত্মস্বরূপ হয়, কিন্তু তাহাদের সহিত সংযোগ-
বশতঃ, আত্মার অনাত্মত্ব হয় না । যেমন উদকসংযোগবশতঃ
অগ্নির অভুক্ষতা হয় না । ৪

যুক্তং, ‘সম্ভবে ব্যভিচারে চ বিশেষণম্ অর্থবদ’ ইতি ন্যায়াদ্, অন্তথা অতি-
প্রসঙ্গাৎ ইত্যর্থঃ । বিশেষণপ্রয়োজনং প্রতিজানীতে—ব্যভিচারিণা-
মিতি । ৩

কে তে ব্যভিচারিণো যেসাম্ অনাত্মত্বং খ্যাপয়িতুম্ ইচ্ছতে ? তদ্
আহ—তত্র ইত্যাদি । ব্যভিচার্য্যব্যভিচারিপ্রসঙ্গে সতি ইতি যাবৎ ।
করণানি ব্যভিচারীণি ইতি শেষঃ ।

সম্বন্ধ হইতেছে । নিম্নলিখিত বিশেষণের প্রয়োগ করা উচিত নহে ; কারণ,
‘সম্ভব হইলে অথবা ব্যভিচার থাকিলে বিশেষণ সার্থক হয়’—এইরূপ ন্যায়
দেখা যায় । ইহার অন্তথা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হয়, অর্থাৎ যদি পূর্বোক্ত
ন্যায় স্বীকার না কর, তাহা হইলে অন্তস্থলেও লক্ষণ যাইতে পারে ।
বিশেষণের প্রয়োজন প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—‘ব্যভিচারিণাম্’ ইত্যাদি । ৩

যে সকল পদার্থের অনাত্মত্ব বলিতে ইচ্ছা করা হইতেছে, সেই সকল
ব্যভিচারী পদার্থ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘তত্র’ ইত্যাদি ।

নহ্ন তেবাং ঘটাদিবদ্ দৃশ্যত্বাদ্ আত্মব্ৰহ্মকৈব ন উপজায়তে, তথাচ তদন্যাক্ষরখ্যাপনম্ অকিঞ্চিৎকরমিতি তত্ৰাহ—ঘটাদীতি । বদ্যপি দেহাদয়ঃ অহংকারপর্যন্তা দৃশ্যভূতা ঘটাদিবদেব তিষ্ঠন্তি, তথাপি প্রত্যগাত্মব্রহ্মভাজো ভবন্তি । দৃশ্যন্তে হি দেহস্য বাহ্যঘটাপেক্ষয়া প্রত্যগাত্মসংযুক্তস্য অহংপ্রত্যয়ালখনত্বেন আত্মত্বম্ । তদপেক্ষয়া চ অন্তরাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যগাত্মসংজ্ঞিনাং বিশেষণবতাম্ অহংপ্রত্যয়-বিষয়াণাম্ আত্মত্বম্ । এবং পূৰ্বপূৰ্বাপেক্ষয়া উত্তরোত্তরস্য মনোবুদ্ধ্যাদেঃ আত্মটৈতত্ত্বব্যাপ্তস্য আত্মত্বং তরতমভাবেন আশঙ্কতে । লৌহপিণ্ডস্য অগ্নিসংযোগাদ্ অগ্নিব্রহ্মকাসম্মেঘবদর্শনাদ ইত্যর্থঃ ।

‘তত্ত্ব’ শব্দের অর্থ—ব্যভিচারী ও অব্যভিচারীর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে।
করণসমূহ ব্যভিচারী—ইহাই অবশিষ্ট বাক্য অর্থাৎ “করণানি” পদের
পর “ব্যভিচারীণি” এইরূপ একটি পদ আছে বর্ণিতে হইবে।

আত্মসম্বন্ধবশতঃ বুদ্ধ্যাদিতে আত্মদ্রশন।

এখন জিজ্ঞাসা হইতেছে যে, বুদ্ধি প্রভৃতি ঘটাদির জ্ঞায় দৃশ্য বলিয়া তাহারা যে আত্মা—একরূপ শব্দাই হয় না, আর তাহা হইলে সেই বুদ্ধ্যাদি ব্যভিচারী পদার্থের অনাস্থকখনও অকিকিৎকর, অর্থাৎ যদি বুদ্ধ্যাদির আত্মরূপ শব্দাই না হইল, তবে 'ইহার আত্মা নহে, কিন্তু অনাত্মা' একরূপ বলারও কোন প্রয়োজন নাই। এইরূপ আশঙ্কা হইলে তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ঘটাদিবৎ' ইত্যাদি। দেহাদি হইতে অহঙ্কার পর্যন্ত সমস্ত পদার্থ ঘটাদির জ্ঞায় দৃশ্য, তাহা হইলে ও তাহার ঐক্যমাত্মা বলিয়া শব্দাত্মক হইয়া থাকে। কারণ, দেহাই বায় অহং-প্রত্যয়ের আশ্রয়রূপে বাহ্য ঘটাদি অপেক্ষা প্রত্যগাত্ম্যবৃত্ত দেহের আশ্রয়রূপ হইতেছে। স্মার-বেই-সেহ অপেক্ষা আরও সমস্তদেহী প্রত্যগাত্ম্য নরবে অভ্যস্তিত হিতকরিত্বীকৃত। অহংপ্রত্যয়ের কিস্বীকৃত হিতকরিত্বীকৃত আশ্রয়রূপ হইতেছে। এইরূপে প্রত্যগাত্ম্য দেহাদি বায়

ন তু আত্মনঃ প্রত্যগাত্মকঃ কদাচিদপি ব্যভিচারতি,
আত্মাভ্যন্তরে বস্তুস্তারাত্মবাৎ • বুদ্ধ্যাদীনামিব ; অতএব
আত্মা প্রত্যগাত্মবিশেষণার্থঃ । এবং চ সতি অব্যভিচারিত্বম্
আত্মকঃ খ্যাপিতঃ ভবতি । ৫

অব্যভিচারিত্বই আত্মক ।

আর আত্মার প্রত্যগাত্মক কখনও ব্যভিচারিত হয় না,
কারণ, বুদ্ধ্যাদির ত্রায় আত্মার অভ্যন্তরে অত্ৰ বস্তু নাই । এই
কারণেই আত্মা প্রত্যগাত্মরূপে বিশেষিত হইবার যোগ্য । আর
এইরূপ হওয়ায় অব্যভিচারিত্বই যে আত্মক তাহা বলা হইল । ৫

অনাত্মনামপি বুদ্ধ্যাদীনাম্ আত্মচৈতন্ত্যভাসব্যাপ্তেঃ আত্মত্বশক্তি
সমুন্নিবর্তি ইত্যত্র দৃষ্টান্তম্ আহ—উদকস্ত ইত্যাদি ।

বুদ্ধ্যাদীনাম্ অনাত্মনাম্ আত্মসম্বন্ধাদ্ আত্মত্বং প্রতিভাতি চেচ্
আত্মনোহপি বুদ্ধ্যাদ্যানাত্মসম্বন্ধাদ্ অনাত্মত্বং কিং ন প্রতিভায়াদ্ ইত্যা-
শঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন নিরাচটে—ন তু ইত্যাদি । বহুঃ স্বসত্তায়াং কদাচিদপি
অনাত্ম পদার্থ অপেক্ষা পর পর অনাত্মবস্তু মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অল্লাধিক
পরিমাণে আত্মা বলিয়া শঙ্কা করা হইয়া থাকে । যেহেতু লোহপিণ্ডেরও
অগ্নিসংযোগবশতঃ অগ্নিত্বশক্তির উদয় হইতে দেখা যায় ।

অগ্নিসংযুক্ত জলের দৃষ্টান্ত কথন ।

বুদ্ধিপ্রভৃতি অনাত্মা হইলেও আত্মচৈতন্ত্যভাসের দ্বারা ব্যাপ্ত হয়
বলিয়া তাহাদের আত্মত্বশঙ্কা হয়, এই বিষয়ে ‘উদকস্ত’ ইত্যাদি বাক্যে
দৃষ্টান্ত বলিতেছেন ।

আত্মার আত্মত্বপ্রমাণ ।

যদি বুদ্ধ্যাদি অনাত্মসমূহের আত্মত্বপ্রমাণতঃ আত্মক প্রতিভাতি হয়,
তাহা হইলে আত্মত্বও বুদ্ধ্যাদি অনাত্মসমূহেরও অনাত্মত্বপ্রতীতি
কেন্দ্রবিন্দু হইবে ।

শৈত্যভাববৎ ভাতি, অনাত্মসংযোগেহপি ন অনাত্মত্বম্ আত্মা প্রতি-
পদ্যতে, বহুরপি সলিলসম্বন্ধেন শৈত্যপ্রসঙ্গাদ্ ইত্যর্থঃ । ৪

বুদ্ধাদীনাং আপেক্ষিকপ্রত্যগাত্মত্ববদ্ আত্মানোহপি প্রত্যক্তম্
আপেক্ষিকং স্যাদ্ ইত্যশঙ্ক্য আহ—**গুনঃ ন তু** ইত্যাদি ।

প্রত্যগাত্মত্বম্ আত্মানো নিরূপচরিতম্ ইত্যত্র হেতুম্ আহ—**আত্মে-**
ত্যাদি । যথা বুদ্ধাদ্যপেক্ষয়া আত্মা অভাস্তবতো গৃহ্যতে ন তথা আত্মা-
পেক্ষয়া কিঞ্চিদভাস্তরং বস্তুস্তরমপি, প্রমাণাভাবাৎ । তস্যা চ সর্বাস্তরত্ব-
শ্রুতে: অতঃ তস্য নিরূপচরিতং প্রত্যক্তমিত্যর্থঃ ।

বুদ্ধাদীনাং উপচরিতপ্রত্যগাত্মত্বভাজ্যম্ অপাকরণার্থং প্রত্যগাত্মেতি
দ্বারা তাহার পরিহার করিতেছেন । অগ্নির নিজের সম্বন্ধে কখনও যেমন
শৈত্যভাব প্রতীতি হয় না, সেইরূপ আত্মা অনাত্মসংযোগেও অনাত্মত্ব
প্রাপ্ত হন না, অর্থাৎ অগ্নিরও জলসম্বন্ধবশতঃ শৈত্যপ্রাপ্তি ঘটে না । ৪

আত্মার অবিচ্ছিন্ন প্রত্যক্‌বস্তুত্ব ।

বুদ্ধিপ্রভৃতির আপেক্ষিক প্রত্যগাত্মত্বের দ্বারা আত্মারও প্রত্যগ্‌ভাব
আপেক্ষিক হউক,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ‘ন’ ইত্যাদি বাক্যে তাহার
পরিহার করিয়াছেন ।

আত্মার নিরূপচরিতপ্রত্যক্তকথন ।

আত্মার প্রত্যগাত্মত্ব আরোপিত নহে—এই বিষয়ে, ‘আত্মা’
ইত্যাদি বাক্যে হেতু বলিতেছেন । লোকে যেমন আত্মাকে বুদ্ধি-
প্রভৃতি হইতে আস্তর বলিয়া জানে, সেইরূপ আত্মাপেক্ষা কোন আস্তর
বস্তু নাই । কারণ, আত্মাপেক্ষা আস্তর বস্তু আছে, ইহাতে কোন
প্রমাণ নাই । যেহেতু শ্রুতি আত্মাকে সর্বাপেক্ষা আস্তর বলিয়াছেন ।
এইহেতু আত্মার প্রত্যক্ত নিরূপচরিত অর্থাৎ গৌণ নহে ।

আত্মার প্রত্যগাত্মবিশেষণবোধ্যত্বের উপসংহার ।

আত্মচৈতন্যব্যাপ্ত হইয়া বুদ্ধাদি উপচরিত অর্থাৎ গৌণ প্রত্যগাত্ম-

তত্র প্রত্যগাত্মাচৈতন্যবজ্জালিতধীঃ জেষ্টদৃশ্যাকারা
বিপরিণমতে, দৃশ্যাদ্যুপরক্তা সতী দৃশ্যাকারা মুখানিষিক্ত-
ক্রততাজাদিবৎ । ৬

বুদ্ধির দৃশ্যাকারতা ।

আর তাহার ফলে, প্রত্যগাত্মার চৈতন্যের আয় উজ্জলী-
ভূত বুদ্ধি, জেষ্ঠা এবং দৃশ্যের আকারে বিপরিণত হয়, অর্থাৎ
মুখাতে নিষিক্ত গলিত তাম্রের আয় বুদ্ধি দৃশ্যাদি-উপরক্ত
হইয়া দৃশ্যাকার হয় । ৬

নিকৃপচরিতপ্রত্যগাত্মত্বম্ আত্মনি বিশেষণম্ উপপন্নম্ ইতি উপসংহরতি
—অতঃ ইত্যাদি । বিশেষণস্য উক্তং ফলবত্ত্বম্ অতঃশব্দেন পরামুশ্রতে ।

বুদ্ধ্যাदीनां बाह्यानां मिथः स्वरूपतश्च बाधितारित्वम् आत्मनस्तु सर्वा-
स्तरस्या समिधिमार्त्रेण सर्वावभासकस्या निकृपचरितं प्रत्यक्तुमिति श्रुते
फलितमाह—एवञ्च इत्यादि । ६

পদবাচ্য হইয়া থাকে, তাহাদের প্রত্যগাত্মত্ব নিবারণ করিবার জন্ত
আত্মাতে নিকৃপচরিত অর্থাৎ মুখ্যপ্রত্যগাত্মত্ব এই বিশেষণ সঙ্গত হয়—
'অতঃ' ইত্যাদি বাক্যে ইহারই উপসংহার করিতেছেন । প্রত্যগাত্ম-
বিশেষণের যে ফলবত্তা কথিত হইয়াছে, তাহা 'অতঃ' ইত্যাদি শব্দের
দ্বারা লক্ষ্য করা হইয়াছে ।

আত্মার মুখ্যপ্রত্যক্ত্ব ।

বুদ্ধ্যাদি বাহ্য পদার্থসমূহ পরস্পর ও স্বরূপতঃ বাধিতারী, অর্থাৎ
তাহাদের মুখ্য প্রত্যগাত্মত্ব হয় না ; অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির যে প্রত্যক্ত্ব, তাহা
উপচরিত বা গৌণ প্রত্যক্ত্ব, কিন্তু আত্মা সর্বাস্তর, তাহার সমিধিমার্त्रে
তাহা সকলের প্রকাশক হয়, সেই আত্মায় যে প্রত্যক্ত্ব, তাহা নিকৃপচরিত
অর্থাৎ মুখ্যপ্রত্যক্ত্ব—ইহা নির্ণীত হইলে যে ফললাভ হইল, তাহাই
বলিতেছেন—“এবং চ” ইত্যাদি । ৬

বুদ্ধে: ত্রুট্টাকারত্বং দৃশ্যাকারত্বং চ ইতি পরিণামদ্বয়ম্ অধস্তাৎ
 আবেদিতং, তত্র অবাস্তরবিশেষম্ আবেদয়তি—তত্র ইত্যাদি। অনাত্মনঃ
 ব্যভিচারিত্বম্ আত্মনশ্চ অব্যভিচারিত্বম্ ইতি স্থিতে সতি অনাত্মনি
 বুদ্ধৌ উক্তপরিণামদ্বয়ং তদনাত্মত্বব্যাক্তীকরণার্থং বক্তব্যম্ ইতি আরম্ভঃ ।
 প্রথমং ত্রুট্টাকারপরিণামং বিবৃণোতি—প্রত্যগিত্যাदि। যথা বহি-
 ব্যাপ্তং তপ্তলোহং বহ্যাকারঃ ভজতে, তদ্বং প্রত্যগাত্মভূতচৈতন্ত্যবাপ্তম্
 অন্তঃকরণম্ অহমিতি ত্রুট্টাকারবৎ ভবতি ইত্যর্থঃ ।

বুদ্ধে: বিষয়াকারং পরিণামং দর্শয়তি—দৃশ্যে ইত্যাদি। আদিশব্দেন
 দর্শনং পরামুশ্রুতে। যথা হি মৃষায়াং নিষিক্তং ক্রুতং তাম্রাদি মৃষাকারং

প্রত্যগাত্মচৈতন্ত্যোল্লিখিত বুদ্ধির ত্রুট্টাকারধারণ।

বুদ্ধ ত্রুট্টাকার ও দৃশ্যাকার এই উভয়বিধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ইহা
 পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন ‘অতঃ’ ইত্যাদি বাক্যে তাহার অবাস্তর
 বিশেষ বলিতেছেন। ‘তত্র’ শব্দের অর্থ—বুদ্ধাদি অনাত্মার ব্যভিচার ও
 আত্মার অব্যভিচার স্থির সিদ্ধান্ত হইলে। অর্থাৎ অনাত্মার ব্যভিচারিত্ব
 এবং আত্মার অব্যভিচারিত্ব স্থির হইলে অনাত্মা বুদ্ধিতে উক্ত ত্রুট্টাকার ও
 দৃশ্যাকার পরিণামদ্বয় এবং তাহাদের অনাত্মত্ব ব্যক্ত করিবার জন্য
 এক্ষণে কিছু বলা উচিত, সেই জন্য এই বাক্যের আরম্ভ করা হইতেছে।
 তন্মধ্যে ‘প্রত্যগাত্মা’ ইত্যাদি দ্বারা প্রথমে বুদ্ধির ত্রুট্টাকারে পরিণাম বিবৃত
 করিতেছেন। যেমন অগ্নির দ্বারা ব্যাপ্ত প্রতপ্ত লোহ, বহির আকার
 প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ প্রত্যগাত্মভূত চৈতন্ত্যের দ্বারা ব্যাপ্ত অন্তঃকরণ
 ‘আমি’ এইরূপ ত্রুট্টাকারত্বলাভ হয়।

বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম দর্শন।

‘দৃশ্যাকারপরিণামং’ ইত্যাদি বাক্যে বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম প্রদর্শন
 করিতেছেন। ‘দৃশ্যাকারপরিণামং’ এখানে যে ‘দর্শন’ শব্দ আছে, তাহার
 অর্থ—দর্শন। অর্থাৎ বুদ্ধিকারক বস্তু হইয়াছে। যেমন ইহা—বুদ্ধি

তত্র এবং সতি তদুভয়সাক্ষিণঃ কালাকাশাদিবৎ সৰ্ব-
গতস্ত নিরবয়বস্ত অবিক্রিয়স্ত দৃগ্ৰূপস্ত আত্মনঃ জাগরণ-
মিব ভবতি । ৭

আত্মার জাগরণাবস্থা ।

এস্থলে এরূপ হওয়ায় অর্থাৎ বুদ্ধি দ্রষ্টৃদৃশ্যাকারে পরিণত
হওয়ায়, দ্রষ্টা ও দৃশ্য এতদুভয়ের সাক্ষী, কাল ও আকাশের
স্থায় সৰ্বগত, নিরবয়ব, অবিক্রিয়, দ্রষ্টৃরূপ আত্মার যেন
জাগরণ অবস্থা হয় । ৭

ভক্ততে, তথা বৃত্তিদ্বারেণ দৃশ্যেষ্ সংসৃষ্টা ধীঃ বিষয়াকারধারিণী ভবতীর্থঃ । ৬

বুদ্ধেঃ উভয়বিধপরিণামবশে কলমাহ—তত্র ইত্যাদি । তস্মিন্ অন্তঃ-
করণে প্রাপ্তকরীত্যা পরিণামদ্বয়বতি সতি দ্রষ্টাকারস্ত দৃশ্যাকারস্ত চ
পরিণামদ্বয়স্ত তদ্বতশ্চ সাক্ষিভূতপ্রত্যগাত্মনে। মিথ্যাত্বতঃ জাগরিভঃ
ভবতীতি সঙ্কঃ । তস্ত মিথ্যাযে হেতুমাহ—কালেত্যাদি । আত্মনঃ
সৰ্বগতত্বাৎ নিরবয়বত্বেন বিক্রিয়াযোগ্যত্বাচ্চ পরিণামপরিম্পন্দয়োঃ
পাত্রে তাস্ম অগ্নিতে গলাইয়া ঢালিলে, সেই গলিত তাম্র ছাঁচের আকার
ধারণ করে, সেইরূপ বৃত্তির দ্বারা দৃশ্যবস্তুসমূহে বুদ্ধি সংস্কৃত হইলে
বিষয়ের আকার ধারণ করে । ৬

আত্মার আরোপিত জাগ্রদবস্থা ।

বুদ্ধির দ্রষ্টাকার ও দৃশ্যাকার এই পূর্বোক্ত উভয়বিধ পরিণামের
যে কি ফল হয়, তাহা ‘তত্র’ ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন । সেই
অন্তঃকরণে পূর্বোক্তরূপে বুদ্ধির দুইপ্রকার পরিণাম হইলে দ্রষ্টাকার ও
দৃশ্যাকার এই দ্বিবিধ পরিণামের ও সেই পরিণামদ্বয়বিশিষ্ট সাক্ষিস্বরূপ
প্রত্যগাত্মার মিথ্যাত্বত জাগরণ হয়, এইরূপ অময় করিতে হইবে ।
আত্মার জাগরণ যে মিথ্যা, তাহাতে হেতু বলিতেছেন—‘কালাকাশাদি-
বৎ’ । আত্মার সৰ্বব্যাপকত্বহেতু নিরবয়বত্ব বলিয়া এবং বিকারের

অথ পুনঃ সা ধীঃ রূপান্তাকারবাসনাবাসিতা রূপান্ত-
স্তরেণ পুষ্পপুটিকেব উভয়াগ্নিক। অবিজ্ঞাকালকর্ষতিঃ
প্রেম্যমাণা সংস্কাররূপা দৃশ্যত্বেনৈব অবতিষ্ঠতে তদ্দর্শনঃ
স্বপ্ন ইব ভবতি, তদনুকারণিত্বাৎ, আত্মনঃ জগচ্ছবৎ ।৮

আত্মার স্বপ্নাবস্থা ।

তাহার পর আবার সেই বুদ্ধি, রূপাদি বিষয়াকারে
আকারিত সংস্কারদ্বারা সংস্কৃত হইয়া রূপাদি বিষয় ব্যতিরেকে
পুষ্পাধারের 'গায় উভয়াগ্নিকারূপ হয়, এবং অবিজ্ঞা কাল ও
কর্ষপ্রভৃতিদ্বারা প্রেরিত হইয়া সংস্কারাকারে দৃশ্যরূপে অবস্থান
করে। এই যে দর্শন ইহাই আত্মার যেন স্বপ্নাবস্থা হয়। যেহেতু
জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের গায় আত্মা সেই বুদ্ধির অনুকারী হয়।৮

অসম্ভবাদ্ আরোপিতমেব তস্মিন্ জাগরিতমিত্যর্থঃ । কিঞ্চ চিদ্রূপা-
ত্মনো ন তস্মিন্ দর্শিতার্থাবিক্রিয়া প্রকল্পতে, ততশ্চ তস্মিন্ অধ্যস্তং
জাগরিতম্ ইত্যাহ—দৃগিত্যাदि ।৭

এবম্ আত্মনি আরোপিতং জাগরিতং নিরূপ্য স্বপ্নং নিরূপয়তি—
অথ ইত্যাদি । জাগ্রদ্ব্যবস্থাকর্মক্ষয়ানন্তরং পুনঃ স্বপ্ননিমিত্তকর্মোক্তবে
অযোগ্যত্বহেতু পরিণাম ও পরিস্পন্দের অসম্ভবত্ববশতঃ আত্মার জাগ্রদ-
বস্থা আত্মাতে আরোপিতই বলিতে হইবে। অপিচ, চৈতন্যরূপ
আত্মার জাগরণ না থাকায় প্রদর্শিত যে অর্থাবিক্রিয়া অর্থাৎ বিষয়াকারে
অপরিণতি তাহা আত্মাতে কল্পনা করা হয়, অর্থাৎ আত্মার তাহা নাই
বলিতে হয়। আর তাহা হইলে জাগ্রদবস্থা আত্মাতে আরোপিত—
ইহাই 'দৃক্' ইত্যাদি দ্বারা বলিতেছেন ।৭

আত্মার আরোপিত স্বপ্নাবস্থা ।

এইরূপে আত্মাতে আরোপিত জাগ্রদবস্থা নিরূপণ করিয়া স্বপ্ন
নিরূপণ করিতেছেন—'অথ' ইত্যাদি । ইহার অর্থ—জাগ্রদবস্থার নিমিত্ত

সতি জাগরিতশব্দিতবিজ্ঞানবিনাশজনিতসংস্কারসহকৃতম্ অস্তঃকরণম্
অবিজ্ঞাদিপ্রেরিতং বিষয়সম্বন্ধম্ অন্তরেণৈব বিষয়বিষয়াকারেণ সংস্কার-
সামর্থ্যাদ্ অবভাসতে । যথা পুষ্পবাসনাবাসিতা পুষ্পপুটিকা বিনৈব
পুষ্পং পুষ্পবুদ্ধিঃ জনয়তি, তথৈব ইদম্ অস্তঃকরণম্ অন্তরেণ বিষয়ং
বিষয়যুক্তচিদংশাত্মনঃ স্বয়ংজ্যোতিষো দৃশ্যতাম্ আপভ্যতে, তৎদর্শনশ্চ
আত্মনঃ স্বপ্নে কল্পতে, করণেষু উপরতেষু জাগরিতসংস্কারজনিতং
সবিসয়ং বিজ্ঞানং স্বপ্ন ইতি অঙ্গীকারাৎ ইত্যর্থঃ ।

অস্তঃকরণাধিকরণধৰ্ম্মাণাম্ আত্মনি অধ্যারোপহেতুম্ আহ—তদ্ভি-
ত্যাदि । আত্মনি অস্তঃকরণাধ্যাসাদ্ আত্মনঃ তদ্ব্যাস্ত্যাকারিত্বাৎ তজ্জাগরণে
জাগরণং, তদীয় স্বপ্নে চ স্বপ্নঃ তত্র ভাতি; ‘ধ্যায়তীব লেলায়তীব’
ইত্যাদি শ্রুতে: ইত্যর্থঃ ।

যে কক্ষ, তাহার ক্ষয় হইলে পর, আবার স্বপ্নের নিমিত্তীভূত কক্ষের
আবির্ভাব হইলে জাগ্রতশব্দবাচ্য বিজ্ঞানের বিনাশজনিত যে সংস্কার
সেই সংস্কার সহিত অস্তঃকরণ, অবিজ্ঞাদির দ্বারা প্রেরিত হইয়া রূপাদি
বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ব্যতীতই কেবল মাত্র সংস্কারের সামর্থ্যবশতঃ
রূপাদি বিষয় এবং রূপাদিবিজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয় । যেমন পুষ্পের পাত
পুষ্পের বাসনাদ্বারা বাসিত হইয়া পুষ্প না থাকিলেও পুষ্পবুদ্ধি জন্মায়,
সেইরূপ এই অস্তঃকরণ, বিষয়ব্যতীতও স্বয়ংপ্রকাশ বিষয়যুক্ত চিদংশ
আত্মার দৃশ্য হয় । আত্মার সেই দর্শন স্বপ্ন বলিয়া কল্পনা হয় । যেহেতু
ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ববিষয় হইতে নির্ব্যাপার হইলে জাগরিত সংস্কারজনিত
বিষয়সম্বন্ধিত বিজ্ঞানের নাম স্বপ্ন, এইরূপ স্বপ্ন-লক্ষণ অঙ্গীকার করা হয় ।

আত্মার অস্তঃকরণধৰ্ম্মানুকরণের হেতু ।

অস্তঃকরণ এক্ষণে যে সকল ধর্ম্মের আধকরণ, আত্মাতে সেই অস্তঃকরণ
ধর্ম্মসমূহের অরোপিত হেতু ‘তৎ’ ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন ।
আত্মাতে অস্তঃকরণের অধ্যাসবশতঃ আত্মা অস্তঃকরণধর্ম্মসমূহের

অথ পুনঃ সা ধীঃ ক্ষুরগরহিতা বাসনারূপেণ স্বরূপশূণ্ণা
ইব চৈতন্যগ্রস্তা সামান্যরূপেণ ব্যবতিষ্ঠতে তৎ সুষুপ্তম্, বট-
কর্গিকারাম্ ইব বক্ষঃ ।৯

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

আত্মার সুষুপ্তাবস্থা ।

তাহার পর আবার সেই বুদ্ধি, যখন ক্ষুরগরহিত হইয়া
সংস্কাররূপে নিজরূপশূণ্ণের ন্যায় চৈতন্যগ্রস্ত হইয়া সামান্য-
কারে অবস্থান করে, তখন সুষুপ্তি অবস্থা হয়, যেমন বট-
কর্গিকাতে বৃক্ষ ।৯

তৃতীয় খণ্ডের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

আত্মনি স্বতো জাগরিতাশ্চভাবে হেতুমাঃ—জলেত্যাди । যথা
ঘটশরাবাদিজলগতচলনমেব চন্দ্রচলনঃ, ন তু পৃথক্ তস্মা চলনম্ অস্তি,
তথা আত্মাণ্যপি বুদ্ধিধর্ম্মানুকারিত্বং দ্রষ্টব্যম্ ইত্যর্থঃ ৮

সম্প্রতি সুষুপ্তং কথয়তি—অথ ইত্যাদি । অবস্থাভেদনিমিত্তকস্ব-
—অনুকরণ করে, আর তজ্জগৎ অন্তঃকরণের জাগরণে আত্মার জাগরণ এবং
অন্তঃকরণের স্বপ্নে আত্মার স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয় । কারণ, ‘আত্মা যেমন
ধ্যান করেন, ক্রিয়া করেন’ এইরূপ শ্রুতিবাক্যই আছে ।

আত্মার জাগ্রৎ স্বপ্ন স্বাভাবিক না হইবার হেতু ।

আত্মাতে স্বাভাবিক জাগরিতাদি অবস্থা না থাকিবার হেতু
‘জলচন্দ্রবৎ’ এই বাক্যে বলিতেছেন । যেমন ঘট কিংবা শরাবে অবস্থিত
জলের চলনকে চন্দ্রের চলন বলা হয়, প্রকৃতপক্ষে জলের পৃথক্ চলন
নাই, সেইরূপ আত্মার স্বাভাবিক জাগ্রৎাদি না থাকিলেও বুদ্ধিধর্ম্মের
অনুকরণ হইয়া থাকে, তাহা বুদ্ধিতে হইবে ।৮

স্বসুপ্তিকথন ।

সম্প্রতি ‘অথ’ ইত্যাদি বাক্যে সুষুপ্তির বিষয় বলিতেছেন । ‘অথ’

নিবৃত্ত্যানন্তরম্ তত্র নিরন্তরসঞ্চারসমুদ্ভূতঃ প্রবভূব শ্রমঃ তন্নিবৃত্তৌ সত্যঃ
প্রকৃতা ধীঃ জাগরিতাত্মনা তদ্বাসনাত্মনা চ স্মরণরহিতা চৈতন্তেন
অজ্ঞানেন গ্রস্তা স্বাত্মনি অন্তর্ভাবিতা স্বরূপশূন্তা ইব ব্যবতিষ্ঠতে ।
চৈতন্তেন স্বাত্মনি অন্তর্ভাবিতস্তে ধিয়ঃ স্বরূপশূন্তত্বমেব মোক্ষদশায়ামিব
যুক্তং, তথা চ “ইব” শব্দো বৃথা ইত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি—সামান্যেত্যাদি ।
সামান্যং সর্বকাব্যসাধারণং সাত্তাসজ্ঞানম্ অব্যাকৃতং, তৎতাদাত্ম্যেন
বুদ্ধে: অবস্থানম্ আত্মনি আরোপিতং তৎ স্মৃপ্তম্ ইত্যর্থঃ ।

কারণাত্মনা ধিয়ঃ অবস্থানে কিম্ ইতুপলন্তো ন ভবৎ ইত্যাশঙ্ক্য
আহ—বটেত্যাদি । যথা বটবৃক্ষে বটকর্ণিকায়ং প্রাগপি জন্মনো
শব্দের অর্থ—পূর্বাধিকৃত স্বপ্ন ও জাগরণরূপ অবস্থাদ্বয় নিমিত্ত কক্ষকয়ের
অনন্তর । উক্ত অবস্থাদ্বয়ে সর্বদা সঞ্চরণ করিতে করিতে বুদ্ধির যে
শ্রম আবির্ভূত হয়, তাহার নিবৃত্তি হইলে পর বুদ্ধি জাগ্রদবস্থারূপে ও
জাগ্রদবাসনারূপে স্মরণরহিতা হইয়া চৈতন্তদ্বারা অর্থাৎ চৈতন্তোপাধি
অজ্ঞানের দ্বারা অভিভূত হইয়া নিজ আত্মাতে অন্তর্ভাবিত থাকিয়া
স্বরূপশূন্তের ন্যায় অর্থাৎ বুদ্ধি যেন নাই—এইরূপে অবস্থান করে ।
চৈতন্তের দ্বারা বুদ্ধির আত্মাতে অন্তর্ভাবিত হইলে মোক্ষদশাতে বুদ্ধির
স্বরূপশূন্তের ন্যায় বুদ্ধির স্বরূপশূন্তত্ব হওয়াই উচিত । তাহা হইলে মূল
বাক্যের ‘শূন্তেব’ এইস্থলে ‘ইব’ শব্দের প্রয়োগ বৃথা হয় । এইরূপ আশঙ্ক্য
করিয়া ‘সামান্যরূপেণ’ ইত্যাদি বলিয়া তাহাকে বিশেষিত করিতেছেন ।
‘সামান্য’ পদের অর্থ—কাব্যসাধারণ যে সাত্তাসজ্ঞান অর্থাৎ চৈতন্ত-
প্রতিবিম্বিত অজ্ঞানবৃত্তি অর্থাৎ অব্যাকৃত (মায়া) ? তাহার সহিত
তাদাত্ম্যরূপে বুদ্ধির যে অবস্থান, বাহ্য আত্মাতে আরোপিত হয়, তাহার
নাম স্মৃপ্তিদশা ।

কারণরূপে অবহিতিবশতঃ স্মৃপ্তিতে বুদ্ধির অমূলকি ।

যখন বুদ্ধি কারণরূপে অবস্থান করে, তখন বুদ্ধির উপলকি হয় না ।

বর্ততে, নরবিষাণবদ্ অসতো জন্মাযোগাৎ, তথাপি নোপলভ্যতে, তথৈক
 কারণাকারাবস্থিতম্ অন্তঃকরণম্ অনভিব্যক্তনামরূপত্বাৎ নাভিব্যক্তি-
 ভাগ্ ভবতি ইত্যর্থঃ ।২

স্থানানাং কল্পনা যস্মিন্ বুদ্ধিদ্বারা প্রসাধিতা ।

তদন্যকল্পিতং ব্রহ্ম দৈতাভাবোপলক্ষিতম্ ।২

ইতি তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ ।

কেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে ‘বট’ ইত্যাদি বলিতেছেন । যেমন
 বটবৃক্ষ তাহার উৎপত্তির পূর্বেও বটকর্ণিকাতে অর্থাৎ বটবীজে অব্যক্ত-
 ভাবে বর্তমান থাকে, যেহেতু না থাকিলে নরশৃঙ্গের দ্বায় অসতের
 কখনও উৎপত্তি সম্ভব হয় না, আর অব্যক্তভাবে থাকিয়াও তাহা যেমন
 উপলব্ধ হয় না, সেইরূপ কারণাকারে অবস্থিত অন্তঃকরণ, নাম ও রূপে
 অভিব্যক্ত না থাকায় তাহার অভিব্যক্তি হয় না ।

যাহাতে বুদ্ধির দ্বারা জাগরণ, স্বপ্নও সুষুপ্তি এই তিনটি স্থানের
 কল্পনা সাধিত হইয়াছে, দৈতাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত সেই অকল্পিত
 ব্রহ্মস্বরূপে আমি অবস্থিত আছি ।২

তৃতীয় খণ্ডের টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

চতুর্থঃ অঙ্কঃ ।

তত্র চিন্মাত্রস্বরূপ এব আত্মা, কার্যকরণাহবিজ্ঞাকাম-
কৰ্ম্মবিনিৰ্ম্মুক্তঃ, সলিলবৎ স্বচ্ছঃ, স্বাত্মস্থঃ ভবতি ।১

আত্মার স্বরূপ ।

তন্মধ্যে চিন্মাত্র স্বরূপই আত্মা, তিনি কার্যরূপ দেহ এবং
করণরূপ ইন্দ্রিয়, অবিজ্ঞা, কাম ও কৰ্ম্ম হইতে বিনিৰ্ম্মুক্ত,
সলিলের ন্যায় স্বচ্ছ এবং নিজ স্বরূপে অবস্থিত হন ।১

অন্তঃকরণবিশেষণীভূতম্ অবস্থাভ্রমম্ অন্তঃকরণাধ্যারোপণাৎ আত্মনি
আরোপিতম্ । ইদানীম্ আরোপিতাবস্থাভ্রমনিৰ্ম্মুক্তম্ অদ্বিতীয়ম্
আত্মত্বম্ প্রতিপাদয়িতুম্ আরভতে—তত্র ইত্যাদি । অবস্থাভ্রমপ্রতিভানং
প্রত্যগাত্মনি পরোপাধিকৃতম্ ইতি স্থিতে সতি প্রত্যগাত্মা চিন্মাত্রস্বভাবঃ
সিধ্যতি ইত্যর্থঃ ।

প্রত্যগাত্মনি অবস্থাভ্রমস্ত স্বাভাবিকস্বাভাবেহপি কথং তস্ত চিন্মাত্রস্ব-

আত্মার চিন্মাত্রস্বভাবসিদ্ধি ।

ভাগরণ, স্বপ্ন ও মূৰ্ছা—এই তিনটি অবস্থা অন্তঃকরণের বিশেষণ,
অন্তঃকরণের সহিত আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস হওয়ায় আত্মাতে আরোপিত
হইয়া থাকে, ইহা পূৰ্ব্ব খণ্ডে বলা হইয়াছে । এখন আরোপিত অবস্থাভ্রম
হইতে বিমুক্ত অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ‘তত্র’
ইত্যাদি বাক্যের অবতারণা করিতেছেন । ‘তত্র’ শব্দের অর্থ—প্রত্যগ্-
আত্মাতে যে অবস্থাভ্রমের প্রতীতি হয়, ইহা বুদ্ধিরূপ অগ্নি উপাধিকৃত, ইহা
স্থিরীকৃত হইলে, প্রত্যগাত্মা যে কেবলমাত্র চৈতন্যস্বরূপ তাহাই সিদ্ধ হয় ।

আত্মার কার্যকরণাদিরাহিত্য ।

প্রত্যগাত্মাতে অবস্থাভ্রম স্বাভাবিক না হইলেও কিরূপে তাঁহার

সিদ্ধি: ইত্যশক্য পরমার্থতঃ অবস্থাত্ৰয়তৎ কারণসম্বন্ধবৈধূর্যাদ্ ইত্যাহ—
 কার্য্যেত্যাदि । কার্য্যঃ—স্থলশরীরপ্রধানং জাগরিতং, করণং—তদুপ-
 লক্ষিতং লিঙ্গশরীরপ্রধানং স্বপ্নাবস্থানম্ । অবিজ্ঞা—স্থানদ্বয়কারণং
 স্থূপ্তাখ্যম্ অজ্ঞানম্ । কামকর্ষণী—মিথ্যাজ্ঞানসহিতে জাগরিতাদি-
 স্থানত্রয়নিমিত্তভূতে কথ্যেতে । তৈঃ অয়ম্ আত্মা বিনিমুক্তঃ অভ্যুপ-
 গম্যতে । ‘ন তস্ত কার্য্যং করণঞ্চ বিজ্ঞেতে ।’ ‘অতমোহবাযুনাকাশ-
 মতিচ্ছন্দোহপহতপাপু’ ইত্যাদি শ্রুতেঃ । তথাচ যথোক্তেভ্যো
 জডেভ্যো বৈলক্ষণ্যাং আত্মনো যুক্তং চিন্মাত্রত্বম্ ইত্যর্থঃ ।

তশ্চৈব শুদ্ধত্বম্ আহ—সলিলেত্যাदि । অবস্থাত্ৰয়তদ্ব্যবস্থায়-
 কাদেব আত্মনঃ অত্যন্তনৈর্ম্মলাং লভ্যতে । ন হি সলিলং দ্রব্যাস্তর-

চৈতন্যস্বরূপত্বসিদ্ধি হয় ? এইরূপ আশঙ্কা করিলে তাহার উত্তর এই যে,
 যেহেতু তাহাতে বাস্তবিকপক্ষে অবস্থাত্ৰয় এবং তাহার কারণ যে, দেহ
 ইঞ্জিয় প্রভৃতি, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ নাই, সেই হেতু আত্মা চিন্মাত্র
 ইহাই ‘কার্য্য’ ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন । ‘কার্য্য’ বলিতে স্থলশরীর-
 প্রধান, জাগ্রদবস্থা । ‘করণ’ বলিতে সেই জাগ্রদবস্থার দ্বারা উপলক্ষিত
 লিঙ্গশরীরপ্রধান স্বপ্নাবস্থা । ‘অবিজ্ঞা’ বলিতে জাগরণ ও স্বপ্ন—এই দুইটা
 স্থানের কারণ, স্থূপ্তি নামক অজ্ঞান । ‘কাম’ ও ‘কর্ষ’ বলিতে মিথ্যাজ্ঞান
 সহিত জাগরণাদি—তিনটা অবস্থার যাহা কারণ, তাহাকে বুঝিতে হয় ।
 তাহাদের দ্বারা এই আত্মা সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত,—ইহা পণ্ডিতগণ স্বীকার
 করেন । কারণ, “আত্মার দেহ নাই এবং ইঞ্জিয় নাই”, “আত্মা তমঃ
 অর্থাৎ অজ্ঞান নহে, বায়ু নহে, আকাশ নহে, নিম্পৃহ ও পাপবিরহিত”
 ইত্যাদি শ্রুতি আছে । আর তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত জডসমূহ হইতে
 আত্মার বৈলক্ষণ্য থাকায় আত্মার কেবল চৈতন্যস্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল ।

আত্মার শুদ্ধত্ব ।

‘সলিলং’ ইত্যাদি বাক্যে সেই আত্মারই বিশুদ্ধত্ব বলিতেছেন ।

এতানি বুদ্ধেঃ অবস্থাবিশেষানি নাত্মনঃ, অবিক্রিয়ত্বাৎ । ২
এতানি পরিত্যজ্য তুরীয় আত্মেতি প্রতিপত্তব্যঃ । ৩

তুরীয় আত্মাকে জানিবার কৌশল ।

এই সকল জাগ্রৎস্বপ্নাদি বুদ্ধির অবস্থা বিশেষ, আত্মার
নহে ; কারণ, আত্মা অবিক্রিয় । ২। এই সকল অবস্থা পরি-
ত্যাগ করিয়া তুরীয় আত্মাকে জানিতে হইবে । ৩

সম্পর্কভাবে স্বাভাবিকং স্বাচ্ছ্যম্ .অপহায় স্বাতুং পারয়তি । “সলিল
একো দ্রষ্টা” ইত্যাদি চ শ্রুতিঃ অমুম্ অর্থম্ অপ্রত্যাহম্ আহ ইত্যর্থঃ ।

অবস্থাভ্রয়াসম্বন্ধাৎ অত্যন্তনৈর্মল্যাৎ আত্মনঃ স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিত্বসিদ্ধিঃ
ইত্যাহ—স্বৈত্যাदि । অবস্থাভ্রয়স্ত ভড়শ্চৈব ধিয়ঃ সম্বন্ধিত্বাৎ আত্মনঃ তদ-
সম্বন্ধোক্তেঃ, “স্বৈ মহিষি” ইতি চ শ্রুতেঃ আধারান্তরনিরপেক্ষতা ইত্যর্থঃ । ১

বুদ্ধ্যুপাধিপরাধীনমপি ইদম্ অবস্থাভ্রয়ং পারমার্থিকং কিম্ ইতি
অবস্থাভ্রয় এবং তাহার হেতু কাৰ্য্যকরণপ্রভৃতির, অভাবপ্রযুক্ত আত্মার
স্বাভাবিক অত্যন্তনৈর্মল্য লক্ষ হয় । যেহেতু জল অগ্নি দ্রব্যের সহিত
সম্পর্কব্যতিরেকে স্বাভাবিক নির্মলতা ত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে
পারে না । “আত্মা সলিলবৎ স্বচ্ছ, এক ও দ্রষ্টা” ইত্যাদি শ্রুতি এই
বিষয়টী নির্বাধে প্রতিপাদন করিতেছে ।

আত্মার স্বপ্রতিষ্ঠিত্ব ।

অবস্থাভ্রয়ের সহিত সম্বন্ধ না থাকায় আত্মার অত্যন্তনৈর্মল্যহেতু
তাঁহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতত্ব সিদ্ধ হইল । ইহাই ‘স্বাত্মনঃ’ এই বাক্যে
বলিতেছেন । অবস্থাভ্রয়—জড়, তাহার সহিত বুদ্ধিরই সম্বন্ধবশতঃ
আত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই । “আত্মা নিজ মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত”
এই শ্রুতিবশতঃ আত্মার অগ্নি কোন আধারের অপেক্ষা নাই । ১

অবহাসমূহ বুদ্ধির ধর্ম ।

অবস্থাভ্রয় বুদ্ধিরূপ উপাধির অধীন হইলেও পারমার্থিকতঃ আত্মার

আত্মনি ন ভবতি ইত্যশঙ্ক্য আহ—এতানি ইত্যাদি । যানি বুদ্ধেঃ অবস্থারূপাণি বিশেষণানি জাগরিতাদীন দর্শিতানি, তানি বুদ্ধিসম্বন্ধা-
দপি, পরমার্থতো ন আত্মনো ভবিতুম্ অর্হন্তি ইত্যর্থঃ ।

হেতুমাহ—অবিক্রিয়ত্বাৎ ইতি । বিক্রিয়াবতি পদার্থে স্তাদপি
কদাচিদ্ ঔপাধিকম্ পারমার্থিকম্ । দৃশ্যতে হি কার্পাসাদৌ অলক্তকাদি-
রসসংস্কৃতবীজপ্রসূতে বাস্তুবলৌহিত্যমিব লৌহিত্যম্ । অবিক্রিয়ে
পুনঃ আত্মনি অনাধেয়াতিশয়ে বুদ্ধ্যুপাধিকৃতম্ অবস্থাত্রয়ং ন পারমার্থিকং
ভবিতুম্ অর্হতি উপাধেরপি কল্পিতত্বাৎ ইতি ভাবঃ ।২

আত্মা তর্হি কথং প্রতিপত্তব্যঃ স্তাদ্ ইত্যশঙ্ক্য আহ—এতানি
ইত্যাদি । বুদ্ধি বিশেষণানি জাগরিতাদীন প্রকৃতানি রজ্জুস্পর্শবদ্ আত্মনি

কেন হয় না?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া 'এতানি' ইত্যাদি বাক্যে তাহার
পরিহার করিতেছেন । জাগ্রৎপ্রভৃতি যাহা বুদ্ধির অবস্থারূপ বিশেষণ
বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধবশতঃই প্রদর্শিত
হইয়াছে । পরমার্থতঃ তাহারা হইতে পারে না ।

আত্মার অবস্থাত্রয়াভাব ।

আত্মার অবস্থাত্রয়রাহিত্যের প্রতি হেতু বলিতেছেন—‘অবিক্রিয়-
ত্বাৎ’ । বিকারযুক্ত পদার্থে ঔপাধিক বিক্রিয়াবত্ত্ব থাকিলেও কখনও
পারমার্থিক বিকারবত্ত্ব থাকিতে পারে । যেহেতু দেখাই যায়—শ্বেত-
কার্পাস বীজ যদি আলতার মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া মাটিতে ছড়াইয়া
দেওয়া যায় এবং তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া যে তুলা উৎপন্ন হয়, তাহাতে
যথার্থ লালরঙের ত্রায় লৌহিত্য জন্মে । কিন্তু অবিকারী অতিশয়রহিত
যে আত্মা, তাহাতে যে অবস্থাত্রয়, তাহা বুদ্ধিরূপ উপাধিকৃত, যথার্থ
নহে । কারণ, উপাধিও আত্মাতে কল্পিত ।২

আত্মাকে জানিবার প্রকার ।

তবে আত্মাকে কিরূপে জানিতে হইবে?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া

তত্র তুরীয়ত্বং নাম সুবর্ণঘনবদ্ বিজ্ঞানঘনত্বম্ ।৪।
তথাপি চৈতন্যস্বরূপসন্নিধিমাভ্যেৰ্ণ সাক্ষিমাভ্যেৰ্ণ ন তু
অবস্থাস্তরম্ ।৫

তুরীয়ত্ব ও সাক্ষিত্ব ।

তদ্ব্যৰ্থে তুরীয়ত্ব বলিতে সুবর্ণঘনবৎ বিজ্ঞানঘনত্ব বুঝায় ।৪।
তথাপি চৈতন্যস্বরূপের সন্নিধিমাভ্যেৰ্ণ য়ে কেবল সাক্ষিভাব
তাহাও তুরীয়ত্ব, কিন্তু তাহা অবস্থাস্তর নহে ।৫

কল্পিতানি ন বস্তুভূতানীতি পরিত্যজ্য আত্মা তুরীয়ে জাগরিতাদি-
স্থানত্রয়রহিতো ভবতীতি প্রতিপত্তব্যাত্মা আচরতি ইত্যর্থঃ ।৩

নহু তুরীয়ত্বস্ত চতুর্থত্বপর্যায়ত্বাৎ অবস্থাত্রয়রূপাবাস্তরসংখ্যায়াঃ তত্র
নিবেশাদ্ আত্মনঃ অবস্থাত্রয়বিনিৰ্মুক্তত্বম্ অসিদ্ধম্ ইত্যশঙ্ক্য আহ—
‘তত্র’ ইত্যাদি । সপ্তম্যা প্রত্যগাত্মা উচ্যতে । ন হি তুরীয়শব্দেন প্রত্যগা-
ত্মনি কাচিদ্ অবস্থা বিবক্ষ্যতে, কিন্তু নিরন্তরসমস্তাবস্থাবিশেষঃ স্বপ্রকাশ-
বলিতেছেন “এতানি” ইত্যাদি । সৰ্প যেমন রজ্জ্বতে কল্পিত, সেইরূপ
প্রকৃত বুদ্ধির বিশেষণভূত অবস্থাত্রয় আত্মাতে কল্পিত, তাহার সত্য
নহে, এইহেতু অবস্থাত্রয়কে ত্যাগ করিয়া আত্মা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়
অপেক্ষা চতুর্থ হইয়া জাগ্রদাদিস্থানত্রয়রহিত হইয়া থাকেন, এইরূপে
আত্মাকে জানিতে হয় ।৩

তুরীয়ার্থ প্রতিপাদন ।

যদি বল তুরীয়শব্দের অর্থ—চতুর্থ । অবস্থাত্রয়রূপ অবাস্তরসংখ্যা
চতুর্থে নিবেশিত থাকায় অর্থাৎ চতুর্থটীও সংখ্যা হওয়ায় আত্মা যে
অবস্থাত্রয়বিমুক্ত, ইহা ত সিদ্ধ হয় না ।—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ‘তত্র’
ইত্যাদিবাक্যে তাহার উত্তর বলিতেছেন । ‘তত্র’ এই সপ্তম্যস্ত পদের
দ্বারা প্রত্যগাত্মা কথিত হইতেছে । স্ততরাং অর্থ হইল—প্রত্যগাত্মাতে ।
কিন্তু তুরীয়শব্দের প্রয়োগ করায় প্রত্যগাত্মাতে কোন অবস্থা বিবক্ষিত

তত্র অবস্থান্তরে আত্মতত্ত্বপ্রতিপত্ত্যভাবাৎ শূন্যত্বপ্রাপ্তেঃ,
কল্পিতানাং চ নিরাশ্পদত্বানুপপত্তেচ্চ ।৬

তুরীয় অবস্থান্তর হইলে আত্মা শূন্য হয় ।

যদি তুরীয়ত্বকে অবস্থান্তর বলা যায়, তবে আত্মতত্ত্বের
জ্ঞানের অভাবে, অর্থাৎ ‘আত্মা কি’ ইহা অনুভব না হওয়ায়
শূন্যত্ব হইয়া উঠে, এবং আত্মা শূন্য হইলে আত্মাতে কল্পিত
পদার্থসমূহের নিরাধারত্বনিগন্ধন তাহাদেরও জ্ঞান সম্ভবপর
হয় না ।৬

বিজ্ঞানতন্মাত্রত্বম্ ইতি অবিজ্ঞাকল্পিতাবস্থাভ্রম্যভাবাপেক্ষয়া সম্বন্ধাভাবেহপি
তুরীয়ম্ ইতি উপচারোপপত্তিঃ ইত্যর্থঃ ।৪

যদি যথোক্তবিজ্ঞানঘনত্বং তুরীয়ত্বং তৎ তর্হি ব্যতিরিক্তত্বমেব
আত্মনো যুক্তং, তস্মৈ অবস্থাভ্রমে সতি প্রতিভানাভাবাদ্ ইত্যশঙ্ক্য
আহ—তথা ইত্যাদি । অবস্থাভ্রমেহপি দ্রাগ্ ইত্যেব তুরীয়স্ত স্মরণা-
ভাবেহপি সন্নিধিমাঞ্জেণ অবস্থাভ্রম্যসাক্ষিত্বমেব তুরীয়স্বরূপং ন স্থানান্তরম্
অনাশ্রিত্ত্বম্ ।৫

হইতেছে না, কিন্তু সম্বন্ধ না থাকিলেও অবিজ্ঞাকল্পিত অবস্থাভ্রম্যকে
অপেক্ষা করিয়া সমস্তাবস্থাবিশেষরহিত স্বপ্রকাশবিজ্ঞানমাত্র স্বরূপত্বই
তুরীয় । এই কারণে তুরীয়ত্বে অবস্থার আরোপই সঙ্গত হয় ।৪

তুরীয়—অবস্থাভ্রম্যব্যতিরিক্ত ।

যদি পূর্বোক্ত বিজ্ঞানঘনতাকে তুরীয় বলা হয়, তাহা হইলে আত্মা
অবস্থাভ্রম্যভিন্ন হওয়া উচিত ; আত্মাতে যদি অবস্থাভ্রম্য থাকিত, তাহা
হইলে আত্মাতে অবস্থাভ্রম্য প্রতীত হইত, কিন্তু তাহা ত হয় না,—এইরূপ
আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—‘তথাপি’ ইত্যাদি । অবস্থাভ্রমে সর্বদা
তুরীয়ের স্মরণ না হইলেও কেবলমাত্র সন্নিধানপ্রযুক্ত অবস্থাভ্রম্যের সাক্ষিত্বই
তুরীয়স্বরূপ, কিন্তু অনাশ্রিত্ত্ব স্থানান্তররূপ নহে, অর্থাৎ অবস্থান্তর নহে ।৫

ইত্যত্র হেতুং আহ—তত্র ইত্যাদি । কূটস্থবোধাতিরিক্তশ্চ মেয়ত্বে-
দিনা ঘটাদিবদ্ অনাত্মত্বাৎ কূটস্থবোধশ্চাপি প্রত্যগাত্মত্বাভাবে তদসিদ্ধেঃ
তদধীনাসিদ্ধিকম্ অত্রাপি ন সিধ্যতি । ন হি প্রত্যগাত্মানং প্রতি-
পত্তারম্ অন্তরেণ অনাত্মজাতং স্বতঃ অত্রতো বা সেক্ষুং অলম্ । তথাচ
সর্বশ্চ শূন্যত্বপ্রসঙ্গাৎ তুরীয়ং বিজ্ঞানঘনমেব আত্মস্বরূপম্ অবিচ্ছাবশাদ্
অবস্থাত্রয়ে যথাবদ্ অপ্রতিপন্নং তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ ।

ভবতু সর্বশ্চৈব শূন্যত্বম্ ইতি শূন্যবাদিনো মন্তস্তে, তান্ প্রতি আহ—
কল্পিতেত্যাদি । সমস্তশ্চৈব দ্বৈতপ্রপঞ্চশ্চ জড়ত্বাত্মনো রজ্জুসর্পবৎ
কল্পিতশ্চ অজড়ং বোধম্ আত্মানং অন্তরেণ অরূপপত্তেঃ আত্মা বিজ্ঞপ্তি-
স্বভাবঃ অভ্যুপেয়ঃ । ন হি নিরধিষ্ঠানকল্পনা কল্পতে । ন চ শূন্যশ্চ

তুরীয়ে শূন্যত্বাপত্তিঃ ।

‘তত্র’ ইত্যাদি দ্বারা এই বিষয়ে হেতু বলিতেছেন । কূটস্থবোধ-
স্বরূপের অতিরিক্ত পদার্থ প্রমাণের বিষয় হওয়ায় ঘটাদির দ্বারা অনাত্মা
বলিয়া কূটস্থবোধস্বরূপভূত বস্তু প্রত্যগাত্মা না হইলে প্রত্যগাত্মার সিদ্ধি
হয় না । অতএব প্রত্যগাত্মার অধীন সম্ভাবিষিষ্ট অত্র বস্তুরও সিদ্ধি
হইল না । কারণ, সকলের প্রতিপাদনকর্তা প্রত্যগাত্মার সিদ্ধিব্যতীত
অনাত্মপদার্থসমূহ স্বভাবতঃ অথবা অত্রের অধীন হইয়া সিদ্ধি হয় না ।
অতএব সকল বস্তুর শূন্যত্বসম্ভাবনা হয় বলিয়া তুরীয় বিজ্ঞানঘনই
আত্মস্বরূপ, অবিচ্ছাবশতঃ অবস্থাত্রয়ে যথার্থভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় না ।

কল্পিতবস্তুরসমূহের অধিষ্ঠানত্বস্বরূপে আত্মসিদ্ধিঃ ।

শূন্যবাদিগণ বলিয়া থাকেন—সমস্ত বস্তুই শূন্য, ‘কল্পিতানাঞ্চ’ এই
বাক্যে তাহাদের মতের উত্তর দিতেছেন । যদি চেতন বোধস্বরূপ
আত্মা না থাকেন, তাহা হইলে জড়স্বরূপ, রজ্জুসর্পের দ্বারা কল্পিত,
সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চের উপপাদন করা যায় না, এই কারণে বোধস্বরূপ আত্মা
স্বীকার্য্য ; কারণ, অধিষ্ঠানবিরহিত কল্পনা স্বীকার করা যায় না । যদি

কথং এতানি আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপত্তিহেতুনি ? এতেষু হি
সংস্খ আত্মবিশুদ্ধিঃ অবগম্যতে । ৭

কথং অবগম্যতে ? ইতি উচ্যতে—এতেষু হি ত্রিষু অপি
স্থানেষু দ্রষ্টব্যাব্যভিচারাত্ ৮

অবস্থাত্রয় আত্মার বিশুদ্ধিজ্ঞানের হেতু ।

এই অবস্থাত্রয় কি করিয়া আত্মার বিশুদ্ধির জ্ঞানের
হেতু হয় ? উত্তর—ইহারা আছে বলিয়াই নিজ আত্মার
বিশুদ্ধি বুঝিতে পারা যায় । ৭

কি করিয়া আত্মার বিশুদ্ধি অবগত হওয়া যায়—ইহাই
বলা হইতেছে—যেহেতু এই তিন অবস্থাতেই দ্রষ্টৃত্বের
ব্যভিচার দেখা যায় না । ৮

অধিষ্ঠানত্বং আরোপিতাত্মবেদাভাবাত্ । তদনুবিক্কেপ্যেব অধিষ্ঠানত্বেন
বা বাধাবধিচ্ছেদেন বা অজড়ম্ আত্মত্বম্ আস্থেয়ম্ ইত্যর্থঃ । ৯

অবস্থাত্রয়কথনং তৎপরিত্যাগার্থমিতি প্রতিজ্ঞাতঃ সমর্থিতম্ ।
যত্কৃতং অবস্থাত্রয়োপবৰ্ণনম্ আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপাদনায় ইতি তদ
আক্ষিপতি—কথং ইত্যাদি । এতানি হি স্থানানি স্বয়ং অন্তর্ভুক্তরূপত্বাৎ

বল, শূণ্যই অধিষ্ঠান, তাহা বলিতে পার না । কারণ, আরোপিত বস্তুর
সহিত আরোপিতের সম্বন্ধ হয় না, অর্থাৎ কল্পিত বস্তু অধিষ্ঠান হয় না ।
আরোপিত বস্তুর সহিত সম্বন্ধই বস্তুর অধিষ্ঠানত্বহেতু, অথবা বাধের
অবধিচ্ছেদহেতু, অর্থাৎ বাধ হইতে হইতে যে অবশিষ্ট থাকে, সেই বাধের
অবধি ; তৎপ্রযুক্ত চেতন আত্মস্বরূপ স্বীকার্য্য । ৯

অবস্থাত্রয়ে আত্মবিশুদ্ধিকথনে আপত্তি ।

অবস্থাত্রয়ের পরিত্যাগের নিমিত্ত অবস্থাত্রয়ের কথন, এই প্রতিজ্ঞাত
বিষয় সমর্থন করা হইয়াছে । আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপাদনের নিমিত্ত যে
অবস্থাত্রয় বর্ণিত হইতেছে, এইরূপ যে পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহার

আত্মনঃ বিশুদ্ধিপ্রতিপত্তৌ ন কারণানি ভবিতুম্ অর্হন্তি । ন হি স্বয়ং
অশুদ্ধস্য অগ্রতঃ শুদ্ধিহেতুত্বম্ উপলব্ধম্ ইত্যর্থঃ ।

তেষাম্ অশুদ্ধিরূপত্বেহপি সংশ্বেব তেষু আত্মনঃ বিশুদ্ধে:
অবগতে: যুক্তং তদ্বিশুদ্ধিপ্রতিপত্তিহেতুত্বমিতি পরিহরতি—এতেষু
ইত্যাদি । ৭

উক্তমেব পরিহারম্ আকাজ্জাঘারা ফোরয়তি—কথম্ ইত্যাদি ।
জাগরিতাদিস্থানেষু পরস্পরং ব্যাভিচারিষু দ্রষ্টৃস্বরূপম্ অব্যভিচারি
লক্ষ্যতে । যোহহং স্বযুগ্মঃ সোহহং স্বপ্নম্ অজ্ঞানম্ সোহহম্ ইদানীং

উপর ‘কথম্’ ইত্যাদি বাক্যে এক্ষণে আপত্তি করিতেছেন । জাগরণ
প্রভৃতি স্থানত্রয় বা অবস্থাত্রয় নিজে অশুদ্ধিরূপ বলিয়া আত্মার বিশুদ্ধি
প্রতিপাদনের কারণ হইতে পারে না । যেহেতু যাহা স্বয়ং অশুদ্ধ হয় ;
তাহা অল্প বস্তুতে শুদ্ধির হেতু হয়, ইহা কোথাও দেখা যায় না । ইহাই
আপত্তি ।

অবস্থাত্রয় আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপত্তির হেতু ।

ইহার উত্তর এই যে, যদিও অবস্থাত্রয় স্বয়ং অশুদ্ধিরূপ, তথাপি
তাহারা থাকিলে আত্মার বিশুদ্ধি অবগত হওয়া যায় । এই কারণে
অবস্থাত্রয়কথন আত্মবিশুদ্ধিপ্রতিপত্তির হেতু, ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত ।
ইহাই প্রতিপাদন করিয়া ‘এতেষু’ ইত্যাদি বাক্যে পূর্বোক্ত আপত্তির
পরিহার করিতেছেন । ৭

সকল অবস্থাতে অব্যভিচারিষুই আত্মস্বরূপম্ ।

এই পরিহার আকাজ্জাঘারা প্রকাশ করিতেছেন ‘কথম্’ ইত্যাদি ।
জাগরণপ্রভৃতি তিনটি স্থান পরস্পর ব্যাভিচারী, অর্থাৎ জাগ্রতে স্বপ্ন ও
স্বযুগ্মি নাই—স্বপ্নে জাগ্রত ও স্বযুগ্মি নাই, এবং স্বযুগ্মিতে জাগ্রতও
স্বপ্ন নাই, ইত্যাদি ; কিন্তু এই তিনটি অবস্থায় দ্রষ্টা অব্যভিচারী, অর্থাৎ
সর্বদা আছেন । ‘যেহেতু “যে আমি স্বযুগ্ম, সেই আমি স্বপ্ন দেখিয়া

স্বষুপ্তেঃ ব্যভিচারতি ইতি চেৎ ? তৎ ন, তত্রাপি দৃশ্যমেব নিবারয়তি সৰ্বলোকঃ । কথম্ ? ‘নান্যম্ অত্র স্বষুপ্তে কিস্বিদপি উপলব্ধবান্’ ইতি ন দৃষ্টিম্ । তস্মাঃ তর্হি সৰ্বত্র অব্যভিচারাৎ কূটস্থনিত্যতা সিদ্ধা ।৯

স্বষুপ্তিতেও দ্রষ্টৃদের ব্যভিচার নাই ।

যদি বলা হয় স্বষুপ্তিতে দ্রষ্টৃদের ব্যভিচার আছে ? উত্তর—না, তাহা নাই । সকল লোকেই স্বষুপ্তিতে দৃশ্যই নিবারণ করে । যদি বল—কি করিয়া ? উত্তর—সকলেই বলে “আমি স্বষুপ্তিতে কিছুই উপলব্ধি করি নাই”—কিন্তু দৃষ্টির নিবারণ করে না । তাহা হইলে সৰ্বত্র সেই দৃষ্টির অব্যভিচারপ্রযুক্ত কূটস্থনিত্যতা সিদ্ধ হয় ।৯

জাগৰ্ম্মি—ইত্যত্র অদ্বয়দৰ্শনাৎ অবস্থাভ্রয়বিনিশ্চয়ং পরিশুদ্ধং প্রত্যগাত্ম-
স্বরূপং সিদ্ধম্ ইত্যর্থঃ ।৮

অবস্থাভ্রয়শ্চ ব্যভিচারেইপি ব্যভিচারাভাবাদ্ আত্মনঃ শুদ্ধতা ইতি অযুক্তং, ন কিস্বিৎ ময়া বেদিতম্ এতাবস্তং কালম্ ইতি স্থাপানন্তরং দ্রষ্টৃভাবাবপরামর্শদৰ্শনাদ্ আত্মনোহপি স্থাপে ব্যভিচারপ্রতীতে: ইতি শব্দতে—স্বষুপ্ত ইত্যাদি ।

ছিলান, সেই আমি এখন জাগ্রত হইয়াছি” এইরূপ অদ্বয় দেখা যায় । অর্থাৎ সকল অবস্থার মধ্যে আত্মার সম্বন্ধ দেখা যায় । এই কারণে অবস্থাভ্রয়রহিত, বিশুদ্ধ প্রত্যগাত্মস্বরূপ সিদ্ধ হইল ।৮

স্বষুপ্তিকালে দ্রষ্টৃভাবাবশকা ।

অবস্থাভ্রয়ের ব্যভিচার হইলেও আত্মার ব্যভিচার না থাকায় যে শুদ্ধতা বলা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে ; কারণ, ‘এতক্ষণ, আমি কিছুই জানি নাই’ এইরূপে স্বষুপ্তির পর দ্রষ্টৃদের অভাবের পরামর্শ দৃষ্ট হওয়ায়

স্বাপ্নেহপি দৃশ্যতঃ সঞ্চক্ষ্যোরেব ব্যভিচারঃ ন স্বরূপদৃষ্টে: ইতি উত্তরম্
আহ—তন্ন ইত্যাদি ।

তত্র প্রমাণং পৃচ্ছতি—কথম্ ইতি ।

অনুভবং প্রমাণয়তি—নাহহম্ ইত্যাদি । অত্র হি স্বপ্নে ন
কিঞ্চিদ্ অহম্ উপলব্ধবান্—ইতি দৃশ্যবিষয়জ্ঞানাভাবমাত্রম্ উখিতো
জন্তুঃ অনুভবতি, ন পুনঃ স্বরূপাভাবমপি নাহহম্ অনুভবমিতি অনুভবা-
ভাবাৎ, “পশুন্ বৈ তৎ ন দ্রষ্টব্যং ন পশুতীতি” চ শ্রুতিঃ ইত্যর্থঃ ।

স্বপ্নস্থিকালে দ্রষ্টৃত্বের ব্যভিচার প্রতীত হয়—ইহাই ‘স্বপ্নে’ ইত্যাদি
বাক্যে আশঙ্কা করিতেছেন, ।

স্বপ্নস্থিকালে দৃশ্যভাব ।

ইহার উত্তর এষ্ট যে, স্বপ্নস্থিকালেও দৃশ্য ও দৃশ্যের সহিত সঞ্চক্ষেরই
ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, স্বরূপভূত দৃষ্টির অর্থাৎ জ্ঞানের ব্যভিচার নহে—ইহাই
‘তন্ন’ ইত্যাদি বাক্যে উত্তর স্বরূপে বলিতেছেন । অর্থাৎ ‘আমি নিদ্রা-
বস্থাতে কিছুই জানি নাই’ এই অনুভবে দৃশ্যভাব বুঝা যায়, দ্রষ্টার অভাব
বুঝা যায় না । যদি তাহা হইত, তাহা হইলে ‘কিছুই জানি নাই’ এই
জ্ঞান ত আছে, স্তবরাং তখন জ্ঞাতার অভাব কি করিয়া হয় ?

স্বপ্নস্থিতে দৃশ্যভাববিষয়ের প্রমাণজিজ্ঞাসা ।

যদি বল ইহাতে প্রমাণ কি ? তাহাই ‘কথম্’ ইত্যাদি বলিয়া
জিজ্ঞাসা করিতেছেন ।

স্বপ্নস্থিকালে আত্মস্বরূপে অনুভব প্রদর্শন ।

উক্ত প্রশ্নের উত্তর ‘নাহহম্’ ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন—অনুভবই
তাহার প্রমাণ । যেহেতু স্বপ্নস্থ্যবাস্তি “আমি কিছুই জানি নাই”—এই-
রূপ বলে । এস্থলে স্বপ্নস্থি হইতে উখিত ব্যক্তি দৃশ্যবস্তুর বিষয়ে জ্ঞানা-
ভাব অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু ‘আমি অনুভব করি নাই’—এইরূপে
আত্মস্বরূপের অভাব অনুভব করে না । যেহেতু সে সময় অনুভবের

অতএব ন প্রমাণাপেক্ষা, অসিদ্ধস্ত্বং হি বস্তুনঃ
পরিচ্ছিন্নিতিঃ প্রমাণাপেক্ষা চ, ন তু আত্মনঃ । আত্মনশ্চেৎ
প্রমাণাপেক্ষাসিদ্ধিঃ কস্ত্বং প্রমাতৃত্বং ত্বাৎ ? যস্ত্বং প্রমাতৃত্বং
স এব আত্মা ইতি নিশ্চীয়তে । ১০।

আত্মার প্রমাণাপেক্ষা নাই ।

এই কারণেই আত্মার প্রমাণাপেক্ষা নাই । যেহেতু
অসিদ্ধ বস্তুরই পরিচ্ছেদ এবং প্রমাণাপেক্ষা থাকে, কিন্তু
আত্মার নহে । আত্মার প্রমাণাপেক্ষার সিদ্ধি যদি হয়, তবে
কাহার প্রমাতৃত্ব হইবে ? যাহার প্রমাতৃত্ব তিনিই আত্মা
ইহাই ত নিশ্চয় করা হয় । ১০

আত্মস্বভাবদৃষ্টেঃ স্মৃপ্তে ব্যভিচারাব্যাবে ফলিতম্ আহ—তত্ত্বাঃ
ইত্যাদি । তর্হি তস্যাং স্মৃপ্ত্যবস্থায়াম্ আত্মস্বরূপদৃষ্টেঃ উপদিষ্টয়া বিধয়া
ব্যভিচারাব্যাবে তথৈব তস্যাঃ সর্বত্র ব্যভিচারাব্যাবাৎ কূটস্থত্বে সতি
নিত্যতা শুদ্ধতা চ সিদ্ধা । পরিণামিত্বে কীরাদিবদ্ ব্যভিচারিত্ব-
প্রসঙ্গাৎ । অন্তর্ভুক্তত্বে অবস্থাত্ত্রয়ান্তর্ভাবেণ ব্যভিচারিত্বতাদবস্থাদ্ ইত্যর্থঃ । ১১
অভাব হয় না । কারণ, ঋতি বলিয়াছেন—‘দেখিয়াও তাহা দ্রষ্টব্য নহে,
তাহা দেখে না’ ইত্যাদি ।

ব্যভিচারিত্বের ফলবত্তা ।

স্মৃপ্তিতে আত্মস্বরূপভূত দৃষ্টির অর্থাৎ জ্ঞানের ব্যভিচার না থাকায়
কি ফল হইল, তাহা ‘তত্ত্বাঃ’ ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন । তাহা হইলে
সেই স্মৃপ্তিকালে পূর্বোক্ত প্রকারে আত্মস্বরূপভূত দৃষ্টির ব্যভিচার না
থাকায়, এবং সেইরূপ জাগ্রতাদি অপর সকল অবস্থায় তাহার ব্যভিচার
না হওয়ায়, আত্মার কূটস্থত্ব হওয়ায়, নিত্যত্ব ও শুদ্ধত্ব সিদ্ধ হইল ।
চুন্মাদির জ্ঞান পরিণামী হইলে ব্যভিচারী হইত । অন্তর্ভুক্ত হইলে অবস্থা-
ত্রয়ের অন্তর্ভাবে ব্যভিচার পূর্ববৎই থাকিয়া যাইত । ১১

নহু অব্যভিচারিত্বেন কূটস্থনিত্যত্বাদ্যহুমানেন তদ্বেদ্যত্বাদ্ এতদ্
অপ্রমেয়ং ধ্রুবম্ ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ স্যাৎ, ইত্যাদিশব্দ্য অব্যভি-
চারিত্বাদিলিঙ্গস্য আত্মনি আরোপিতত্বাদিনিরাসদ্বারা সম্ভাবনামাত্র-
হেতোঃ নিরপেক্ষতয়া নিশ্চায়কত্বাভাবাৎ, অতিরিক্তাহুভবম্ অনপেক্ষ্য
স্বরূপপ্রকাশেন কূটস্থনিত্যতা সিদ্ধা ইত্যাহ—অতঃ ইত্যাদি । লিঙ্গস্য
সম্ভাবনামাত্রহেতুত্বাদেব ন প্রমাণাপেক্ষা আত্মনঃ সিদ্ধিঃ ইতি অক্ষরার্থঃ ।

তস্য প্রমাণগম্যত্বে দৃশ্যম্ আহ—আত্মনঃ ইত্যাদি । আত্মনো-
হপি ঘটাদিবৎ প্রমেয়েত্বে প্রমাত্রাস্তরাভাবাৎ তস্য প্রমেয়েত্বেন সমাপ্তস্য
প্রমাতৃত্বযোগাভাবে প্রমাণপ্রমেয়প্রমিতী নামপি অসম্ভবাৎ ন প্রমাণেন
আত্মসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ ।

প্রমাণাপেক্ষাব্যতীত আত্মার সিদ্ধি ।

যদি বলা হয় অব্যভিচারিস্বরূপ হেতুর দ্বারা আত্মার কূটস্থনিত্যত্ব-
প্রভৃতির অহুমান করিলে আত্মা অহুমান প্রমাণের বেত্ত হইল, তাহা
হইলে “ইহা অপ্রমেয় ও ধ্রুব অর্থাৎ সত্য” এই শ্রুতির সহিত বিরোধ
উপস্থিত হয়?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া—অব্যভিচারিত্বাদিহেতু আত্মাতে
আরোপিতত্বাদি ধর্মের নিরাস করিয়া কূটস্থনিত্যত্বাদির সম্ভাবনা মাত্রের
কারণ হয় ; কিন্তু তাহা নিরপেক্ষ ভাবে নিশ্চায়ক হয় না ; এতদ্ব্য-
স্বরূপাতিরিক্ত অহুভবের অপেক্ষা না করিয়া স্বরূপপ্রকাশের দ্বারাই
কূটস্থনিত্যত্ব সিদ্ধ হয়—ইহা ‘অতঃ’ ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন । লিঙ্গ
অর্থাৎ হেতু হইতেছে কেবল সম্ভাবনার কারণ, অতএব প্রমাণসাপেক্ষতা
আত্মার সিদ্ধি নহে । অর্থাৎ অহুমানের দ্বারা কখনও বস্তুনির্ণয় হয় না,
সম্ভাবনামাত্র হয় । উৎকটেকোটিক জ্ঞানের নাম সংশয় । তাহার
আকার হইতেছে—অত্র বহির্ভবিতুম্ অর্হতি—এখানে অগ্নি থাকিতে
পারে । এইরূপই অহুমানের ফল এই পর্য্যন্ত । অতএব আত্মা অপ্রমেয়ই
বটে, আর তদ্ব্যবহৃত শ্রুতিবিরোধ হইল না ।

ননু আগমেন আত্মা পরিচ্ছিন্নতে ? ন আগমেনাহপি ।
 আত্মনি অধ্যারোপিতাতত্ত্বনিবর্তনদ্বারেণ ব্রহ্মাত্মনোঃ
 একত্বপ্রতিপত্তিং প্রতি প্রমাণত্বং প্রতিপত্ততে । নিজ্ঞাত-
 পদার্থদ্বয়স্ত অনিজ্ঞাতার্থাভিব্যঞ্জকত্বেন, ন তু ফলরূপেণ ।
 স্বতঃসিদ্ধত্বাৎ আত্মনঃ ৷১১

আগমদ্বারা আত্মা পরিচ্ছিন্ন হয় না ।

যদি বলা হয়—আগমদ্বারা আত্মা পরিচ্ছিন্ন হয় ? উত্তর—
 না, তাহাও নহে, আগমও তাহাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে
 না । তবে আত্মাতে অধ্যারোপিত যে অনাস্বদ্বন্দ্ব তাহার
 নিবৃত্তিকে দ্বার করিয়া ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জ্ঞানের প্রতি
 আগমের প্রমাণত্ব প্রতিপন্ন হয় । আর তাহা, নিজ্ঞাত যে
 তৎ ও স্বরূপ পদার্থদ্বয়, তাহাদের একত্বরূপ অনিজ্ঞাত
 অর্থের অভিব্যঞ্জকত্বরূপেই হয়, কিন্তু ফলরূপে নহে । যেহেতু
 আত্মা স্বয়ং সিদ্ধ ৷১১

প্রমেয়াদ্ আত্মনো ব্যতিরিক্তস্ত প্রমাতৃত্বাৎ ন উক্তঃ দোষঃ অস্তি
 ইতি আহ—যন্ত ইত্যাদি ৷১০

আত্মার প্রমেয়ত্বে দোষপ্রদর্শন ।

আত্মার প্রমাণাপেক্ষা স্বীকার করিলে কি দোষ হয়—তাহা ‘আত্মন-
 স্তেৎ’ ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন । আত্মায় ঘটাদির দ্বায় প্রমেয়ত্ব
 স্বীকার করিলে অত্র কোন প্রমাতা না থাকায় আত্মার প্রমেয়ত্বই হয়,
 স্তত্বাৎ প্রমাতৃযোগ্যতা না থাকায় প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমিতির অসম্ভাবনা
 হয়, আর তাহার ফলে প্রমাণের দ্বারা আত্মার সিদ্ধিই হয় না ।

প্রমাতাই আত্মা ।

প্রমেয় আত্মা হইতে যে ভিন্ন, তাহার প্রমাতৃত্বহেতু পূর্বোক্ত দোষ
 হইবে না, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“যন্ত” ইত্যাদি ৷১০

প্রমাণান্তরাপ্রমেয়ত্বেহপি তস্য আগমেন গম্যত্বম্ ঔপনিষদত্বাৎ
এষিতব্যম্ ইতি শঙ্কতে—নমু ইত্যাদি । *

আত্মনো বিষয়ত্বাভাবাৎ আগমেনাপি পরিচ্ছিন্নমানত্বং নাস্তি ইতি
পরিহরতি—ন ইত্যাদি । “পরিচ্ছিন্নম্ আত্মানম্” (?) ইতি অধ্যাহারঃ ।

কথং তর্হি তদ্বিতশ্চত্যা বেদান্তৈকবেদ্যত্বম্ আত্মনো দর্শিতম্ ইতি
তত্রাহ—আত্মনি ইত্যাদি । তস্মিন্ আরোপিতকর্তৃত্বাদিকারণীভূতা-
জ্ঞাননিবর্তকব্রহ্মাত্মৈকত্বাকারবুদ্ধিবৃত্তিজনকত্বেন তত্ত্বমর্থয়োঃ একত্বস্য
প্রতিপত্তৌ প্রমাণভাবম্ আত্মনঃ অমুভবতি ইত্যর্থঃ ।

আত্মার আগমপ্রমাণগম্যত্বশঙ্কা ।

আত্মা অগ্র প্রমাণের অবিষয় হইলেও উপনিষদবেদ্যত্বহেতু আগম-
প্রমাণগম্য হইবেন—ইহা ত স্বীকার করা যায় ? ‘নমু’ ইত্যাদি বাক্যে
• ইহাই আশঙ্কা করিতেছেন ।

আত্মা আগমপ্রমাণেরও অবিষয় ।

আত্মার বিষয়ত্ব নাই বলিয়া আগমের দ্বারা আত্মার পরিচ্ছিন্নমানত্ব
নাই—ইহা বলিয়া ‘ন’ ইত্যাদি বাক্যে উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন ।
“ন আগমেনাপি” এই বাক্যে “পরিচ্ছিন্নম্ আত্মানম্” ইহা অধ্যাহার
করিয়া লইতে হইবে । সূত্ররাং উহার অর্থ হইবে—আগম প্রমাণও
আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না ।

আগম—পরম্পরায় আত্মপ্রতিপত্তির হেতু ।

যদি আত্মা প্রমেয় না হইলেন, তাহা হইলে প্রতিতে যে আত্মাকে
ঔপনিষদ বলা হইয়াছে, তাহার উপায় কি ? উপনিষদ শব্দের উত্তর
‘তাহার বেদ’ অর্থে তদ্বিত প্রত্যয় করিয়া ঔপনিষদ পদ হয় ?—ঐহীকপ
আশঙ্কার উত্তরে ‘আত্মনি’ ইত্যাদি বলিতেছেন । ইহার অর্থ—আত্মাতে
আরোপিত যে কর্তৃত্বাদি, তাহার কারণ যে অজ্ঞান, তাহার নিবর্তক
যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বাকার বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার জনক আগম বলিয়া

তত্ৰ হেতুং আহ—নিজ্জাত্তেত্যাদি । শোধিততত্ত্বংপদার্থস্য আদি-
 কারণং, শাস্ত্রম্ অন্তরেণ অজ্ঞাতং ব্রহ্মাঐক্যত্বম্ অভিব্যক্তত্বং তত্ত্বমগ্নাদি-
 বাক্যম্ উক্তেন প্রকারেণ প্রমাণভাবং ভজতে, অজ্ঞাতজ্ঞাপকং প্রমাণম্ ইতি
 অত্ব্যপগমাৎ । অতঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্যং ব্রহ্মাঐক্যত্বাকারবুদ্ধিবৃত্তিজনকদ্বারেণ
 অজ্ঞানতদুত্থানর্থনিবর্তকত্বাদ্ এষ্টব্যং, ন তু ফলরূপেণ জনকং শাস্ত্রম্ ইত্যর্থঃ ।

আত্মনি শাস্ত্রস্য ফলজনকত্বেন প্রমাণত্বাভাবে হেতুং আহ—স্বতঃ
 ইত্যাদি । “অত্ৰায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ” ইতি ক্রতে: আত্মনঃ স্বয়মেব
 ফলরূপত্বাৎ ন তত্র ফলম্ উৎপাদ্য শাস্ত্রং প্রমাণং ভবতি ইত্যর্থঃ । ১১

তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থের একত্বপ্রতিপাদনে আত্মবিষয়ে আগমের প্রমাণ-
 ভাব অসম্ভব করা হয় ।

আগম—অবিজ্ঞাত একত্বপ্রতিপাদক বলিয়া প্রমাণ ।

‘নিজ্জাত’ ইত্যাদি বাক্যে এই বিষয়ে হেতু বলিতেছেন । শোধিত .
 তৎ ও ত্বং পদার্থের আদি কারণ যে তত্ত্বমগ্নিপ্রভৃতি বাক্য, তাহা শাস্ত্র
 ব্যতীত, অজ্ঞাত যে ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব, তাহাকে অভিব্যক্ত করিয়া
 পূর্বোক্ত প্রকারে প্রামাণ্য লাভ করে । কারণ, অজ্ঞাত বিষয়ের
 জ্ঞাপককে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হয় । অতএব শাস্ত্রের প্রামাণ্য—
 ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তির জনকত্বকে দ্বার করিয়া অজ্ঞান ও
 অজ্ঞানজনিত অনর্থের নিবর্তক হয় বলিয়া অবশ্য অঙ্গীকার্য, কিন্তু
 শাস্ত্র ফলরূপে জনক হয় না, অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রকাশ করা রূপ ফল জন্মাইয়া
 আগম প্রমাণ হয় না ।

আত্মাতে ফলজনকত্বাভাবের হেতু ।

শাস্ত্র আত্মাতে ফলজনকত্বরূপ প্রমাণ নহে, এই বিষয়ে হেতু বলিতে-
 ছেন ‘স্বতঃ’ ইত্যাদি । “আত্মা এই অবস্থায় স্বয়ংপ্রকাশ থাকেন” এইরূপ
 ক্রতিবশতঃ স্বয়ং ফলরূপ বলিয়া শাস্ত্র আত্মাতে প্রকাশরূপ ফল উৎপাদন
 করিয়া প্রমাণ হয় না । ১১

সোহহম ইতি স্মৃত্য। প্রতিসন্ধানাৎ, পুণ্যাপুণ্যসম্বন্ধা-
ভাবাৎ চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্বম্, নিত্যত্বম্, শুদ্ধত্বম্, বুদ্ধত্বম্,
মুক্তত্বম্, অবিক্রিয়ত্বম্, অপরিলুপ্তদৃক্-স্বরূপত্বম্, একত্বং চ
আত্মনঃ । ১২

সোহহমস্মৃতির প্রতিসন্ধানে আত্মস্বরূপের ক্ষুণ্ণি ।

“আমি সেই” এইরূপ স্মৃতির দ্বারা প্রতিসন্ধানহেতু, পুণ্য
ও অপুণ্যের সম্বন্ধাভাবপ্রযুক্ত, আত্মার স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্ব
নিত্যত্ব, শুদ্ধত্ব, বুদ্ধত্ব, মুক্তত্ব, অবিক্রিয়ত্ব, অপরিলুপ্তদৃক্-
স্বরূপত্ব এবং একত্ব সিদ্ধ হয় । ১২

সর্বোক্তহেতুপরামর্শদ্বারা প্রকরণার্থম্ উপসংহতি—সঃ ইত্যাদি ।
অবস্থাত্রয়েইপি সোহহমিতি প্রত্যভিজ্ঞয়া প্রতীচঃ অহুসন্ধানাৎ দ্রষ্টৃ-
ব্যভিচারস্য উপদিষ্টত্বাৎ, অবস্থাত্রয়স্য চ ব্যভিচারাৎ ব্যভিচারিণঃ
স্থানত্রয়াদ্ আত্মনঃ অব্যভিচারিণো ব্যতিরিক্তত্বং তু প্রাপ্তকং যুক্তমেব
ইত্যর্থঃ ।

তত্রৈব হেতুস্বরম্ আহ—পুণ্যেত্যাদি । “অনন্যাগতং পুণ্যেন অনন্য-

অবস্থাত্রয় ইহিতে আত্মার বিভিন্নত্ব ।

সর্ববাদিকথিত হেতুর উপলব্ধি করিয়া এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য
বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন—‘সোহহমিতি’ ইত্যাদি । আগ্রদাদি
তিনটী অবস্থায় ‘সেই আমি’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ প্রত্যগাত্মার
অহুসন্ধান অর্থাৎ অহুভব হয় বলিয়া আত্মার দ্রষ্টৃত্বের কখনও ব্যভিচার
হয় না, ইহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, আর অবস্থাত্রয়ের ব্যভিচার
হয় বলিয়া ব্যভিচারী যে আগ্রদাদি স্থানত্রয় তাহা ইহিতে অব্যভিচারী
আত্মার যে ব্যতিরিক্ততা, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত ।

পুণ্যাপরাহিত্যবশতঃ আত্মা অবস্থাত্রয়ভিন্ন ।

আত্মার অবস্থাত্রয়ব্যতিরিক্ততা-বিষয়ে অল্প হেতু বলিতেছেন—

গতং পাপেন” ইত্যাদি শ্রুতে: আত্মন: তদুভয়সম্বন্ধাভাবাধিগমাৎ অবস্থা-
ত্রয়াতিরিক্তত্বং যুক্তমেব উক্তম্ ইত্যর্থ: ।

যদ্যপি অবস্থাত্রয়ব্যতিরিক্তত্বম্ আত্মন: সিদ্ধং, তদা তস্য নিত্যত্বমপি
সিদ্ধমেব অবধেয়ম্, অবস্থাত্রয়স্য অনিত্যত্বাদ্, আকাশবচ্চ তস্য নিত্যত্ব-
শ্রুতে: ইত্যাহ—নিত্যত্বম্ ইতি ।

নিত্যত্বে শুদ্ধত্বমপি সিধ্যতি অন্তথানুপপত্তে: , “শুদ্ধম্ অপাপবিশুদ্ধম্”
ইতি শ্রুতে: ইত্যাহ—শুদ্ধত্বম্ ইতি । অবস্থাত্রয়স্যৈব অন্তত্বাৎ ততো
ব্যতিরিক্তত্বাচ্চ শুদ্ধত্বং সিদ্ধম্ ইত্যর্থ: ।

কার্ধ্যোণ আত্মন: তাদানৈক্যাক্যো: অভাবম্ অভিধায় কারণেনাপি

‘পুণ্যাপুণ্য’ ইত্যাদি । “আত্মা পুণ্যকশ্মের দ্বারা এবং পাপকশ্মের দ্বারা
সংশ্লিষ্ট হন না” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণবশত: আত্মার পুণ্য ও পাপ এই
উভয়ের সহিত যে সম্বন্ধ নাই, ইহা অবগত হওয়া যায়, এজন্য আত্মার
পূর্বোক্ত অবস্থাত্রয় ব্যতিরিক্তত্বই সঙ্গত ।

আত্মার নিত্যত্ব ।

যদিও অবস্থাত্রয় হইতে আত্মার ভিন্নত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি
তখনই তাঁহার নিত্যত্বও সিদ্ধ হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে ; কারণ,
অবস্থাত্রয় অনিত্য । আর আকাশের ন্যায় আত্মার নিত্যত্বশ্রুতি থাকায়
এই বাক্যে ‘নিত্যত্বম্’ উক্ত হইয়াছে ।

আত্মার শুদ্ধত্ব ।

আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় শুদ্ধত্বও সিদ্ধ হইল ; কারণ, অন্ত
প্রকারে অর্থাৎ শুদ্ধত্বব্যতিরেকে নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না । যেহেতু “আত্মা
শুদ্ধ, পাপসম্বন্ধ নহেন” এইরূপ শ্রুতি আছে । ইহাই ‘শুদ্ধত্বম্’ এই
বাক্যে উক্ত হইল ।

আত্মার বুদ্ধত্ব ।

কার্ধ্যের সহিত আত্মার তাদানৈক্য ও ঐক্য নাই—ইহা বলিয়া কারণের

তস্য তাদাত্ম্যভাবঃ সংগিরতে—বুদ্ধত্বম্ ইতি । জড়াদ্ অবস্থাভ্রয়াদ্ অতিরেকাক্ষ বুদ্ধত্বম্ অধিগম্যতে বিজ্ঞানানাদিত্বশ্রুতেশ্চ তদধিগতিঃ ইত্যর্থঃ ।

ইদানীং কারণেন ঐক্য্যভাবম্ আত্মনো দর্শয়তি—মুক্তত্বম্ ইতি । বুদ্ধাত্মনোঃ অবস্থাভ্রয়াদ্ অতিরেকাক্ষ এতদ্ অধিগম্যত্বম্ অবিদ্যাকাম-কর্ম্মপারতন্ত্র্য্যভাবে পুরুষস্য অসঙ্গতা অবগতা ইতি ।

কূটস্থত্বে হেতুগাহ—অবিক্রিয়ত্বম্ ইতি । অবিক্রিয়াবতঃ অবস্থা-ভ্রয়তিরেকাৎ “নিকলং নিষ্ক্রিয়ম্” ইতি শ্রুতেশ্চ এতদ্ উপপন্নম্ ইত্যর্থঃ ।

যহুত্বম্ আত্মনো বুদ্ধত্বং তদ্ উপপাদয়তি—অপরীত্যাং । “নহি ব্রহ্মদুর্দৈবীপরিলোপোহস্তি অবিনাশিত্বাৎ” ইতি শ্রুতেঃ, তৎপরিলোপে

সহিতও তাঁহার তাদাত্ম্য নাই, ইহাই বলিতেছেন—‘বুদ্ধত্বম্’ ইত্যাদি । জড় অবস্থাভ্রয় হইতে আত্মার ভিন্নত্বহেতু বুদ্ধত্বও অবগত হওয়া যাইতেছে । যেহেতু আত্মার বিজ্ঞানস্বরূপত্ব ও অনাদিত্বপ্রতিপাদক শ্রুতি হইতে বুদ্ধত্ব অবগত হওয়া যাইতেছে ।

আত্মার মুক্তত্ব ।

এক্ষণে ‘মুক্তত্বম্’ এই বাক্যে কারণের সহিত যে আত্মার ঐক্য নাই, —ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন । জ্ঞানস্বরূপ আত্মার অবস্থাভ্রয়ভিন্নত্ব-হেতু মুক্তত্বও বুঝিতে হইবে । পুরুষ অর্থাৎ আত্মা, অবিক্রিয়া কাম ও কর্ম্মাদির অধীন নহেন বলিয়া তাঁহার অসঙ্গতা অবগত হওয়া যায় ।

আত্মার অবিকারিত্ব ।

আত্মার কূটস্থত্বের প্রতি হেতু বলিতেছেন—‘অবিক্রিয়ত্বম্’ । অবিকারী পদার্থ অবস্থাভ্রয় হইতে ভিন্ন বলিয়া এবং “অংশরহিত, নিষ্ক্রিয়” ইত্যাদি শ্রুতিবশতঃ আত্মার অবিকারিত্ব উপপন্ন হয় ।

আত্মার অলুপ্তদৃক্‌স্বরূপত্ব ।

আত্মার যে বুদ্ধত্ব উক্ত হইয়াছে, তাহা ‘অপরিলুপ্ত’ ইত্যাদি বাক্যে

আনুভবেনৈব যম সিদ্ধম্ ইতি জানাতি বিদ্বান্ ।১৩

আচার্য্যপ্রসাদাৎ অজ্ঞাননিজাপ্রবুদ্ধঃ সকলসংসার-
বিমুক্তঃ বিদ্বান্ ।১৪

আত্মজ্ঞানসিদ্ধির প্রমাণ নিজ অনুভব ।

বিদ্বান্‌ব্যক্তি নিজ অনুভবের দ্বারাই ‘আমার আত্মজ্ঞান
সিদ্ধ হইয়াছে’ ইহা জানিয়া থাকেন ।১৩

আচার্য্যের প্রসাদে বিদ্বান্ অজ্ঞানরূপনিজা হইতে
প্রবুদ্ধ হন এবং সকল সংসার হইতে বিমুক্ত হন ।১৪

চ সাধকান্তরসা অশ্বেষ্যত্বাৎ তসৌব দৃগ্বরূপত্বসম্ভবাৎ জ্ঞানানন্দাদিশ্রুতেশ্চ
নিত্যশুদ্ধত্বং দ্রষ্টৃরূপত্বম্ ইত্যর্থঃ ।

“একো দেবঃ সর্বভূতেষু গুঢ়ঃ” ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ “এক এব তু ভূতাত্মা”
ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ অনেকস্মাদ্ অবস্থাত্মাদ্ অতিরেকাদেব সিদ্ধম্ একত্বমপি
ইত্যাহ—একত্বম্ ইত্যাদি ।১২

উপপাদন করিতেছেন । কারণ, “অবিনাশিত্বহেতু দ্রষ্টার দৃষ্টির কখনও
বিলোপ হয় না,” ইত্যাদি শ্রুতি বিদ্যমান আছে । যদি দৃষ্টির লোপ হয়
অর্থাৎ আত্মার দৃক্‌স্বরূপত্বের লোপ হয়, তাহা হইলে অন্য কোন সাধক
প্রমাণের অথবা সাধক আত্মস্বরূপের অন্বেষণ করিতে হইবে বলিয়া
আত্মারই দৃক্‌স্বরূপত্ব সম্ভব হইয়া থাকে । আর আত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব ও
আনন্দরূপত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবশতঃ আত্মার নিত্যশুদ্ধত্বরূপ দ্রষ্টৃস্বরূপত্ব
সিদ্ধ হইল ।

আত্মার একত্ব ।

“একমাত্র দেব সমস্তভূতে গুঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন” ইত্যাদি
শ্রুতি থাকায় অনেক যে অবস্থাত্ম্য তাহা হইতে ভিন্নত্বহেতু
আত্মার একত্বও সিদ্ধ হইল । ইহা ‘একত্বং’ ইত্যাদি বাক্যে
বলিতেছেন ।১২

উক্তাত্মস্বরূপে শাস্ত্রযুক্তী সমধিগতে, বিদ্বদমুভবমপি সমুচ্চিনোতি—
স্বৈত্যাদি ।১৩

যদি এবংভূতম্ আত্মবস্তু বিদ্বান্ প্রতিপদ্যতে, তর্হি কেন প্রকারেণ
পুরুষস্য বিদ্বত্তা সিধ্যতি ইতি আশঙ্ক্য আহ—আচার্য্যেত্যাদি ।
আচার্য্যেণ শাস্ত্রদর্শিতবিশেষণবত্তা অমুগৃহীতো যদা এবং বোধ্যতে—
'নাসি ত্বং দেহাদিসজ্জাতো, নাপি সংসারী, কিন্তু যৎ অশেষোপনিষৎপ্রতি-
পাদ্যম্ অদ্বিতীয়ং সচ্চিদানন্দৈকতানং ব্রহ্ম তদেব ত্বমসি ইতি,'—তদা
বিদ্বান্ আপদ্যতে, যদা চৈবং তদৈব অজ্ঞানলক্ষণায় নিদ্রাণাঃ প্রতিবুদ্ধঃ
তৎপ্রসূতকর্তৃত্বাদিসমস্তসংসারনির্মুক্তো জীবমুক্তো ভবতি ইত্যর্থঃ ।
আচার্য্যোপদিষ্টতত্ত্বমস্যাদিবাক্যপ্রসূতসমাগ্জ্ঞানসমানকালৈব বিদ্বৎ
মুক্তিঃ । তস্য প্রারব্ধকর্ম্মশেষবশাৎ জীবমুক্তস্বরূপেণ বর্ত্তমানস্য বার্ত্ত-
মানিকদেহপতনানন্তরং বিদেহকৈবল্যম্ অবশ্যং ভবতি ইত্যুক্তম্ ।১৪

আত্মস্বরূপে বিদ্বদমুভব প্রমাণ ।

পূর্ব্বোক্ত আত্মস্বরূপে শাস্ত্র ও যুক্তি জ্ঞানা গিয়াছে, এক্ষণে
'স্বামুভবেনৈব' ইত্যাদি বাক্যে বিদ্বদমুভবকেও গ্রহণ করিতেছেন ।১৩

আচার্য্যানুগ্রহে বিদ্যালাত ।

যদি এইরূপ আত্মবস্তুকে বিদ্বান্ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে
কিভাবে পুরুষের বিদ্যাবত্তা সিদ্ধ হয় ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—
'আচার্য্যপ্রসাদাৎ' ইত্যাদি । শাস্ত্রোপদিষ্টবিশেষণযুক্ত আচার্য্য যখন
অমুগ্রহ করিয়া এইরূপে প্রতিবোধিত করেন—তুমি দেহাদিসজ্জাত নহ,
তুমি সংসারীও নহ, কিন্তু সমস্ত উপনিষদের প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয়,
সচ্চিদানন্দস্বরূপ একতান যে ব্রহ্ম তাহাই তুমি হইতেছ, ইত্যাদি,
তখন এতদ্বারা বিদ্বান্ আত্মস্বরূপ অবগত হন । যখন এইরূপ হয়
তখন অজ্ঞানরূপ নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া অজ্ঞানসম্বৃত্ত কর্তৃত্বাদিরূপ
সমস্ত সংসার হইতে বিমুক্ত হন, অর্থাৎ জীবমুক্ত হইয়া থাকেন ।

এব আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ ; এবং জাহ্না কৃতকৃত্যো
ভবতি ন অন্তথা ইতি । ১৫। এবং বেদান্তানুশাসনং
বেদান্তানুশাসনম্ । ১৬

ইতি শ্রীমৎ-পূজ্যপাদ-পরমহংসপরিব্রাজক।চার্য্য-ভগবৎ-

শাক্তর-বিরচিত-আত্মজ্ঞানোপদেশবিধিঃ ।

ইহাই আত্মবিষয়ক জ্ঞানের উপদেশের প্রকার ; এইরূপ
জানিয়া লোকে কৃতকৃত্য হয়, ইহার আর অন্যথা হয় না । ১৫।
এইরূপই বেদান্তের অনুশাসন ; বেদান্তেরই অনুশাসন । ১৬

শ্রীমৎপূজ্যপাদ পরমহংসপরিব্রাজক।চার্য্য ভগবান্ শ্রীশঙ্কর

বিরচিত আত্মজ্ঞানোপদেশবিধির বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

এই আত্মজ্ঞানোপদেশবিধির দ্বারা কৃতকৃত্যতা ।

ইদানীং পরমপ্রকৃতম্ উপসংহরতি—এষঃ ইত্যাদি । অয়মেব
পূর্বাচার্য্যপরম্পরাগতো মোক্ষোপায়ো জ্ঞানোপদেশপ্রকারঃ, ন অন্তঃ
ঈদৃশোহস্তি ইত্যর্থঃ ।

যদ্যপি পূর্বেষাং ভাগধেয়ভাগিনাং যথোক্তাদ্ উপদেশাদ্ আত্ম-
জ্ঞানোদয়দ্বারা কৈবল্যং লব্ধুং শক্যতে, তথাপি ন ইদংযুগীনানাম্ অল্প-

আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট বে তত্ত্বমস্যাদিবাক্য তাহা হইতে যখন সম্যগ্জ্ঞান
উৎপন্ন হয়, তৎকালেই বিদ্বানের মুক্তি হয় । সেই পুরুষ প্রারব্ধকর্ম্মের
শেষবশতঃ জীবমুক্তস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া বর্ত্তমান দেহের পতনানন্তর
অবশ্য বিদেহকৈবল্য প্রাপ্ত হন—ইহা উক্ত হইল । ১৪

মোক্ষোপায় জ্ঞান ।

একণে ‘এষঃ’ ইত্যাদি বাক্যে মুখ্যপ্রস্তাবিত ‘বিষয়ের উপসংহার
করিতেছেন । ইহাই পূর্বাচার্য্যপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত মোক্ষের উপায়কৃত

ভাগ্যানাম্ ইত্যশঙ্কা আহ—এবম্ ইত্যাদি । অদ্যত্বেহপি দেবো মনুষ্যো বা প্রদর্শিতমার্গেণ জ্ঞান্না নিঃশ্রেয়সং প্রতিপদ্যতে, নানুত্থা কৰ্ম্মাদিসাধনাস্তুরেণ ইত্যর্থঃ । ১৫

তত্র প্রমাণমাহ—এবম্ ইত্যাদি । এবম্ ইদমর্থ “তর্হি য এবং বেদ অহং ব্রহ্মস্মীতি স ইদং সৰ্ব্বং ভবতি ।” “তমেবং বিদ্বান্ অমৃত ইহ ভবতি ।” “নাশ্চঃ পশু বিদ্যতে অয়নায ।” “অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবতি অত্র ব্রহ্ম সমনুতে ।” ইত্যাদি বেদান্তবাক্যম্ অত্র প্রমাণম্ ইত্যর্থঃ । পদাভ্যাসস্য প্রকরণপরিসমাপ্তিফলত্বাদ্ ইতিশব্দেন শাস্ত্রার্থ-

যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের উপদেশপ্রকার, ইহার মত অন্য উপায় আর নাই, ইহাই তাৎপৰ্য্য ।

সর্বকালে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা ।

যদিও পূর্ববর্তী ভাগ্যবানগণ পূর্বোক্ত আচার্য্যোপদেশ হইতে আত্মজ্ঞানলাভ করিয়া মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেন, তথাপি অন্ত-ভাগ্য এই কলিযুগের মানবগণ তাহার দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হন না,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উত্তরে ‘এবম্’ ইত্যাদি বলিতেছেন । আজকালও দেবতা অথবা মনুষ্যগণ উপদিষ্ট পথের জ্ঞানলাভ করিয়া নিঃশ্রেয়স মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু অগ্রপ্রকারে অর্থাৎ কৰ্ম্মাদি অন্তসাধনের দ্বারা নহে । ১৫

আত্মার সম্বন্ধে প্রমাণ ।

আত্মবিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—‘এবম্’ ইত্যাদি । এবম্ অর্থাৎ এই বিষয়ে বেদান্তের অনুশাসন আছে, অর্থাৎ “তাহা হইলে আমি ব্রহ্ম—এইরূপে যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি সকলের স্বরূপ হন,” “বিদ্বান্ আত্মাকে জানিয়া এই দেহে অমৃত হইয়া থাকেন,” “জ্ঞানভিন্ন মুক্তির উপায়ান্তর নাই,” “অনন্তর মর্ত্য অমৃত হন, এই দেহে ব্রহ্মলাভ করেন” ইত্যাদি বেদান্তবাক্য প্রমাণ । ‘বেদান্তানুশাসনম্’ এইটীর অভ্যাস

স্যৈব অত্র সংক্ষিপ্য উক্তত্বাং বক্তব্যাবশেষাভাবাং অশেষম্ অতিবিশদ-
মিতি স্মৃতিতম্ । ১৬

সংসারগরলধ্বংসিসুধাধারাবিধিগী ।

আত্মজ্ঞানানুগা টীকা টীকতাং পুরুষোত্তমৈঃ ॥

ইতি শ্রীমদনানন্দজ্ঞান-ভগবদ্বিরচিত টীকায়াং চতুর্থঃ খণ্ডঃ ॥

অর্থাৎ দুইবার বলিবার ফল—প্রকরণসমাপ্তি । “ইতি”শব্দের দ্বারা
শাস্ত্রার্থ সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, এবং বক্তব্যের অবশেষ না থাকায়
ইহাই অশেষ এবং অতি স্পষ্ট,—ইহাই স্মৃতি হইল ।

গ্রন্থ সমাপ্তি ।

সংসারবিষবিশ্বংসিনী সুধাধারাবিধিগী, আত্মজ্ঞানের অনুসারিণী টীকা
পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক অথবা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকর্তৃক অনুগৃহীত হউক ।

শ্রীমদ্ আনন্দজ্ঞানভগবদ্বিরচিত টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ।

চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত ।

শাক্তপ্রহরভাবনী

(উপদেশপ্রকরণ—দ্বিতীয় ভাগ ।)

—:—

আত্মানাত্মবিবেকঃ ।

(৩)

—:—

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক

সম্পাদিত ।

— —

নিবেদন ।

“আত্মানাত্মবিবেকঃ” গ্রন্থখানি পুণা ত্রীরঙ্গম্ কালী ও কলিকাতা প্রভৃতি নানাস্থানে শঙ্করাচার্যের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইতঃপূর্বে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে । কলিকাতায় ইহার যতগুলি সংস্করণ বাহির হইয়াছে, সকলই স্বর্গীয় অন্নদাচরণ বসু মহোদয়ের ১২২২ সালের সংস্করণের অনুলকরণ । আমরা এক্ষণে যাহা প্রকাশিত করিলাম, তাহা পুণা ও ত্রীরঙ্গম্ সংস্করণের আদর্শানুসারে । কলিকাতার সংস্করণ অপেক্ষা এই দুইটি সংস্করণের পাঠ বহুস্থলে ভাল বলিয়া বোধ হইল এবং স্থলে স্থলে অধিকও দেখা গেল । কলিকাতা সংস্করণের আকরস্থান যেমন কালী, তদ্রূপ পুণা ও ত্রীরঙ্গমের সংস্করণের আকরস্থান আচার্য্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত প্রধান মঠ ত্রীক্ষেত্রী । অতএব ইহার পাঠের প্রামাণিকতা অধিক হওয়াই সম্ভব । এজন্য আমরা পাঠান্তরসহ পুণা ও ত্রীরঙ্গম্ সংস্করণের আদর্শ অনুসারে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম ।

এই গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার হইলেও ইহা বেদান্তশাস্ত্রের প্রথমশিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী গ্রন্থ । ইহা এই ভাগের প্রথম গ্রন্থ অজ্ঞানবোধিনী গ্রন্থের ত্রায় সরল, এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় হইলেও ইহা কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় ।

ইহার অনুবাদ কার্য্য পণ্ডিত ত্রীযুক্ত ভূতনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় করিয়াছেন ।

সূচীপত্র : (৩)

বিষয়	পৃষ্ঠা	° বিষয়	পৃষ্ঠা
ঐচ্ছারস্তে প্রতিজ্ঞা	...	১ উপপত্তির দৃষ্টান্ত	... ১১
আত্মার দুঃখহেতু নির্ণয়	...	" মনন কাহাকে বলে	... "
দুঃখের হেতুপরম্পরা	...	২ নির্দিধাসন কাহাকে বলে	... ১২
অজ্ঞানের পরিচয় ও প্রমাণ	...	" নির্দিধাসনের বিবৃত অর্থ	... "
অজ্ঞান হইতে দুঃখোৎপত্তির ক্রম	...	৩ দম কাহাকে বলে	... "
দুঃখনিবৃত্তি কখন হয়	...	" বাহ্য ইন্দ্রিয় কোনগুলি	... "
শরীরপরিগ্রহ কখন নিবৃত্ত হয়	...	৪ উপরতি কাহাকে বলে	... ১৩
কর্মনিবৃত্তি কখন হয়	...	" প্রকারান্তরে উপরতি বর্ণন	... "
রাগাদিনিবৃত্তি কখন হয়	...	" তিতিকার লক্ষণ	... "
অভিমাননিবৃত্তি কখন হয়	...	" সমাধান কাহাকে বলে	... "
অবিবেকনিবৃত্তি কখন হয়	...	৫ শ্রদ্ধা কাহাকে বলে	... ১৪
অজ্ঞাননিবৃত্তি কখন হয়	...	" মুমুক্শু কাহাকে বলে	... "
কর্ম্ম অবিদ্যানিবর্তক নহে	...	" বেদান্তবিচারের অধিকারী	... "
কর্ম্ম অবিদ্যানিবর্তক না হইবার হেতু	...	" বেদান্তবিচারের অধিকারীর অন্ত	... "
বিচার হইতে জ্ঞান হয়	...	৬ কর্তব্য নাই	... "
জ্ঞানের অধিকারী	...	" গৃহস্থ ও আশ্রমবিচারে অধিকারী	... ১৫
সাধনচতুষ্টয়	...	" গৃহস্থের আশ্রমবিচারাদিকারের প্রমাণ	... "
নিত্যানিভাবন্তবিবেক কাহাকে বলে	...	৭ আশ্রমানাশ্রমবিচারের উপসংহার	... "
শমাদি ছয়টি কি কি	...	" আত্মা কি	... "
শম কাহাকে বলে	...	" অনাস্থা কাহাকে বলে	... "
শ্রবণ কাহাকে বলে	...	৮ তিন প্রকার শরীরনির্দেশ	... ১৬
গড়্‌বিধ লিঙ্গ কাহাকে বলে	...	" স্থূল শরীর কাহাকে বলে	... "
উপক্রম-উপসংহার কাহাকে বলে	...	" স্থূল শরীরের প্রমাণ	... "
উপক্রম-উপসংহারের দৃষ্টান্ত	...	" পঙ্কীকরণ প্রকার	... "
অভ্যাস কাহাকে বলে	...	৯ শরীর কাহাকে বলে	... ১৭
অভ্যাসের উদাহরণ	...	" দেহ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	... "
কল কাহাকে বলে	...	" দেহের ভস্মীভূত হওয়ার সংশয়	... "
কলের দৃষ্টান্ত	...	" ত্রিবিধ তাহণ দেহ দক্ষ হয়	... ১৮
অপূর্বতা কাহাকে বলে	...	১০ আধ্যাত্মিক কি	... "
অপূর্বতার দৃষ্টান্ত	...	" আধিভৌতিক কি	... "
অর্থবাদ কাহাকে বলে	...	" আধিদৈবিক কি	... ১৯
অর্থবাদের দৃষ্টান্ত	...	" হৃদয়শরীর কি	... "
উপপত্তি কাহাকে বলে	...	১১ হৃদয়শরীরের সপ্তদশ অববব	... "

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
জ্ঞানেন্দ্রিয়	... ১৯	কারণশরীর	... ২৯
অবশ্যেন্দ্রিয়	... ১৯	কারণশরীরে প্রমাণ	... "
দৃষ্টিেন্দ্রিয়	... ২০	কারণশরীরের ক্ষয়	... "
চক্ষুরিন্দ্রিয়	... "	অনৃত কাহাকে বলে	... ৩০
রসেন্দ্রিয়	... "	জড় কাহাকে বলে	... "
শ্রোত্রেণ্দ্রিয়	... ২১	দুঃখ কি	... "
কর্ণেন্দ্রিয়	... "	সমষ্টি ও বাস্তবরূপ	... "
বাগিন্দ্রিয়	... "	অবস্থাত্মক কথন	... ৩০
বর্ণোচ্চারণের আটটি স্থান	.. "	জাগরণ কাহাকে বলে	... "
পাণ্ড্রিয়	... ২২	স্বপ্ন কাহাকে বলে	... "
পাদেন্দ্রিয়	... "	সুশুপ্তি কাহাকে বলে	... "
পায়ূরিন্দ্রিয়	... "	জাগ্রৎ আদি অবস্থায় অভিমানিনী	
উপহ্বেন্দ্রিয়	... "	দেবতা	... "
অন্তঃকরণ	... ২৩	পঞ্চকোষ	... "
মন আদির স্থাননির্ণয়	... "	আত্মা পঞ্চকোষাতিরিক্ত	... ৩২
মন আদির বিবরণ	... "	অন্নময়কোষ	.. ৩৩
চিন্তা কাহাকে বলে	... "	অপরিচ্ছিন্ন আত্মা কিরূপে	
অহংকার কাহাকে বলে	.. "	আচ্ছাদিত হয়	... ৩৪
চিন্তা বুদ্ধির অন্তর্ভূত	... ২৪	প্রাণময়কোষ	... "
অহংকার মনের অন্তর্ভূত	... "	মনময়কোষ	... ৩৫
বুদ্ধি আদির বিবরণ	... "	বিজ্ঞানময়কোষ	... "
প্রাণাদি পঞ্চবায়ু	... "	আনন্দময়কোষ	... ৩৬
প্রাণাদি বায়ুগণের স্থাননির্ণয়	... "	ত্রিয় মোদ ও অমোদ কাহাকে বলে	৩৭
পঞ্চপ্রাণের বিবরণ	... ২৫	পঞ্চকোষের বিশেষ বিবরণ	... "
পঞ্চ উপবায়ু	... "	পঞ্চকোষ বিভাগের কারণ	... "
পঞ্চ উপবায়ুর কার্য	... "	শরীরত্ব-বিলক্ষণত্ব	... "
ইন্দ্রিয়ত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা	... ২৬	অবস্থাত্মক-বিলক্ষণত্ব	... ৩৮
প্রাণময়কোষ	... ১,	আত্মার পঞ্চকোষবিলক্ষণত্ব	... ১,
মনোময়কোষ	... ২৭	আত্মার সর্ববিলক্ষণত্বে প্রমাণ	... ৩৯
বিজ্ঞানময়কোষ	... "	আত্মার সঙ্গপত্ব	... "
লিঙ্গশরীর	... "	চিহ্নপত্ব কাহাকে বলে	... ৩৯
লিঙ্গশরীরে প্রমাণ	... "	আনন্দস্বরূপ কি	... "
লিঙ্গশব্দের ব্যুৎপত্তি	... ২৮	আনন্দস্বরূপে প্রমাণ	... ৪০
শরীর শব্দের ব্যুৎপত্তি	... "	জীবমুক্তের স্বরূপ	... ১,

শাক্তর গ্রন্থরত্নাবলী ।

—:~:—

আত্মানাত্মবিবেকঃ । (৩)

—:~:—

দৃশ্যং সৰ্ব্বমনায়া স্মাৎ দৃগেবায়া বিবেকিনঃ।

আত্মানাত্মবিবেকোহয়ং কথিতো * গ্রন্থকোটিভিঃ ।১

আত্মানাত্মবিবেকঃ কথ্যতে ।২

আত্মনঃ কিংনিমিত্তং দুঃখম্ ? শরীরপরিগ্রহনিমিত্তম্ ।

“ন বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ অপহতিঃ অস্তি” ইতি
শ্রুতেঃ ।৩

গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা ।

বিবেকী ব্যক্তির নিকট সমস্ত দৃশ্যপদার্থ বা বিষয়ই অনাত্মা এবং যাহা
দৃক্‌স্বরূপ—দ্রষ্টা বা বিষয়ী তাহা আত্মা। আত্মা ও অনাত্মার—অর্থাৎ চিৎ
ও জড়ের এই প্রভেদ কোটি কোটি গ্রন্থদ্বারা কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ
আত্মা ও অনাত্মার ভেদনিরূপণ করা অত্যন্ত দুঃকর, তাহা বিবৃত করিবার
জন্তু অসংখ্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে ।১

একণে তাহাই এই গ্রন্থমধ্যে প্রতিপাদন করা যাইতেছে ।২

আত্মার দুঃখহেতু নির্ণয় ।

আত্মার দুঃখ হইবার কারণ কি ? শরীরধারণ করিবার জন্তু ।

“শরীরী সদ্বস্তুর অর্থাৎ জীবাত্মার—প্রিয় ও অপ্রিয়সংযোগের বিনাশ
নাই”—ইহা শ্রুতিতে আছে ।৩

* পাঠান্তর—১। কথিতো—কথ্যতে। ৩। ন বৈ—নেহ বৈ।

শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি ? কৰ্ম্মণা ৷৪

কৰ্ম্ম কেন ভবতীতি চেৎ ? রাগাদিভ্যঃ ৷৫

রাগাদয়ঃ কৰ্ম্মাৎ ভবন্তীতি চেৎ ? অভিমানাৎ ৷৬

অভিমানোহপি কৰ্ম্মাৎ ভবতি ? অবিবেকাৎ ৷৭

অবিবেকঃ কৰ্ম্মাৎ ভবতি ? অজ্ঞানাৎ ৷৮

অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ ? ন কেনাপি ৷৯

অজ্ঞানং নাম ? অনাদি সদসদ্ভ্যাম্ অনিৰ্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণা-
ত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চদिति বদন্তি । “অহমজ্ঞ”
ইত্যাত্মভবাৎ “দেবাত্মশক্তিঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্” ইত্যাদি
শ্রুতেঃ ৷১০

চুঃধের হেতুপরস্পরা ।

কি জন্ম শরীর ধারণ করিতে হয় ? কৰ্ম্মের জন্ম ৷৪

কি কারণে কৰ্ম্ম উৎপন্ন হয় ? রাগাদির নিমিত্ত অথাৎ আসক্তি
প্রভৃতি থাকিলে কৰ্ম্ম উৎপন্ন হয় ৷৫

যদি বল—রাগ আদি কোথা হইতে হয়, তাহা হইলে বলিব তাহারা
অভিমান হইতে উৎপন্ন হয় ৷৬

অভিমানও কোথা হইতে হয় ? অবিবেক হইতে ৷৭

অবিবেক কোথা হইতে হয় ? অজ্ঞান হইতে ৷৮

অজ্ঞান কেন হয় ? কোনও কারণে উহা হয় না ৷৯

অজ্ঞানের পরিচয় ও প্রমাণ ।

অজ্ঞান কাহাকে বলে ? অনাদি, সং ও অসং হইতে ভিন্ন, অনিৰ্ব্বচনীয়,

৫। কৰ্ম্ম=কৰ্ম্ম বা । ৬। রাগাদয়ঃ কৰ্ম্মাৎ=রাগাদিঃ কেন । ৭। অপি কৰ্ম্মাৎ
=কেন । ভবতি=ভবতীতি ইতি চেৎ । ৮। কৰ্ম্মাৎ=কেন । ভবতি=ভবতীতি
চেৎ । ৯। ন কেনাপি=ন কেনাপি ভবতীতি । ১০। অজ্ঞানং...শ্রুতেঃ=অজ্ঞানম্
অনাস্তনিৰ্ব্বচনীয়ম্ ।

তস্মাদ্ অজ্ঞানাৎ অবিবেকো জায়তে, অবিবেকাৎ অভি-
মানো জায়তে, অভিমানাৎ রাগাদয়ো জায়ন্তে, রাগাদিভ্যঃ
কস্মাণি জায়ন্তে, কস্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জায়তে, শরীর-
পরিগ্রহাৎ দুঃখং জায়তে । ১১

দুঃখস্য কদা নিবৃত্তিঃ ? সৰ্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনাশে
সতি দুঃখস্য নিবৃত্তিৰ্ভবতি । ১২। সৰ্ব্বাত্মপদং কিমর্থম্ ?
স্বসৃষ্ট্যবস্থায়াং দুঃখে নিবৃত্তেহপি পুনরুত্থানসময়ে উৎপত্ত-
মানত্বাৎ বাসনাত্মনা স্থিতং ভবতি । অতঃ তন্নিবৃত্ত্যর্থং
সৰ্ব্বাত্মপদম্ । ১৩

ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা নাশ্য, ভাবরূপ যৎকিঞ্চিৎ-
• স্বরূপকে অজ্ঞান বলা হয়; ‘আগ্নি অজ্ঞ’ এইপ্রকার অন্তর্ভব এবং ‘স্বীয়গুণে
নিগূঢ় প্রকাশমান আত্মগাভিকে” ইত্যাদি শ্রুতিই ইহার প্রমাণ । ১০

অজ্ঞান হইতে দুঃখোৎপত্তির ক্রম ।

অতএব অজ্ঞান হইতে অবিবেক উৎপন্ন হয়, অবিবেক হইতে
• অভিমান জন্মায়, অভিমান হইতে রাগাদি উৎপন্ন হয়, রাগাদি হইতে
কস্ম সকল উদ্ভূত হয়, কস্মনিচয় হইতে শরীরধারণ করিতে হয় এবং
শরীরধারণ হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয় । ১১

দুঃখনিবৃত্তি কখন হয় ।

দুঃখ নিবৃত্তি কখন হয় ? ‘সৰ্ব্বাত্মনা’ অর্থাৎ সৰ্ব্বতোভাবে শরীর-
ধারণ বন্ধ হইলে দুঃখের নিবৃত্তি হয় । ১২। এখানে ‘সৰ্ব্বাত্মনা’ এই পদটী
ব্যবহার করা হইল কেন ? যেহেতু স্বষ্ণিকালে দুঃখ নিবৃত্ত হইলেও
পুনরায় উত্থানসময়ে অর্থাৎ জাগ্রৎকালে তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে,

১২ । তস্মাৎ অজ্ঞানাৎ = অজ্ঞানাৎ । ১৩ । সৰ্ব্বাত্মপদম্ = সৰ্ব্বাত্মপদং সৰ্ব্বাত্মনা
শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তিঃ ভবতি ।

শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি ? সৰ্ব্বাশ্রনা কৰ্ম্মণি
নিবৃত্তে সতি ।১৪

কৰ্ম্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি ? সৰ্ব্বাশ্রনা রাগাদৌ নিবৃত্তে
সতি ।১৫

রাগাদিনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি ? সৰ্ব্বাশ্রনা অভিমানে
নিবৃত্তে সতি ।১৬

কদা অভিমাননিবৃত্তিঃ ? সৰ্ব্বাশ্রনা অবিবেকে নিবৃত্তে
সতি ।১৭

সুতরাং স্মৃতিসময়ে তাহা অস্মৃত না হইলেও বাসনারূপে স্মৃতিভাবে
অবস্থান করে, অতএব তাহার নিবৃত্তির জন্ত ‘সৰ্ব্বাশ্রনা’ এই পদটি
ব্যবহার করা হইল ।১৩

শরীরপরিগ্রহ কখন নিবৃত্ত হয় ।

শরীরধারণ কখন বন্ধ হয় ? সৰ্ব্বপ্রকারে কৰ্ম্ম নিবৃত্ত হইলে ।১৪

কৰ্ম্মনিবৃত্তি কখন হয় ।

কখন কৰ্ম্মের নিবৃত্তি হয় ? সকল প্রকারে রাগাদির নিবৃত্তি
হইলে ।১৫

রাগাদিনিবৃত্তি কখন হয় ।

রাগাদি কখন নিবৃত্ত হয় ? সৰ্ব্বতোভাবে অভিমান নিবৃত্ত
হইলে ।১৬

অভিমাননিবৃত্তি কখন হয় ।

কখন অভিমান নিবৃত্ত হয় ? সৰ্ব্বপ্রকারে অবিবেক নিবৃত্ত
হইলে ।১৭

১৪ । সতি=সতি শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ ভবতি । ১৫ । সতি=সতি কৰ্ম্মনিবৃত্তিঃ
ভবতি । ১৬ । সতি=সতি রাগাদিনিবৃত্তিঃ ভবতি । ১৭ । সতি=সতি অভিমান-
নিবৃত্তিঃ ।

কদা অবিবেকনিবৃত্তিঃ ? সৰ্ব্বাশ্রনা অজ্ঞানে নিবৃত্তে
সতি । ১৮

কদা অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ ? ব্রহ্মাত্মৈকত্বে জাতে সতি অবিজ্ঞা-
নিবৃত্তিঃ সৰ্ব্বাশ্রনা ভবতি । ১৯

নল্প নিত্যানাং কৰ্ম্মণাং বিহিতত্বাৎ নিত্যোভাঃ কৰ্ম্মভাঃ
অবিজ্ঞাননিবৃত্তিঃ স্মৃতাং, কিমর্থং জ্ঞানেন ? ইত্যশঙ্ক্য ন
কৰ্ম্মাদিনা অবিজ্ঞাননিবৃত্তিঃ । ২০

তৎ কুত ইতি চেৎ ? কৰ্ম্মজ্ঞানয়োঃ বিরোধো ভবেৎ,
অতো জ্ঞানেনৈব অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ । ২১

অবিবেকনিবৃত্তি কখন হয় ?

- কখন অবিবেক নিবৃত্ত হয় ? সকল রকমে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে । ১৮

অজ্ঞাননিবৃত্তি কখন হয় ।

অজ্ঞাননিবৃত্তি কখন হয় ? 'ব্রহ্ম ও আত্মা এক' এই জ্ঞান উৎপন্ন
হইলে সৰ্ব্বতোভাবে অজ্ঞানরূপ অবিজ্ঞান নিবৃত্তি হয় । ১৯

কৰ্ম্ম অবিজ্ঞাননিবৰ্ত্তক নহে ।

নিত্যকৰ্ম্ম যখন বিহিত, তখন সেই সকল নিত্যকৰ্ম্ম হইতে অবিজ্ঞা
নিবৃত্তি হইবে, জ্ঞানের প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কা করিয়া বলা
হইতেছে—কৰ্ম্মাদিদ্বারা অবিজ্ঞান নিবৃত্তি হয় না । ২০

কৰ্ম্ম অবিজ্ঞাননিবৰ্ত্তক না হইবার হেতু ।

তাহা কি কারণে হয় ? যেহেতু কৰ্ম্ম ও জ্ঞানের বিরোধ আছে,
(অর্থাৎ কৰ্ম্ম ও অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা পরস্পর অবিরোধী ; সুতরাং কৰ্ম্ম-

১৮ । কদা অবিবেকনিবৃত্তিঃ = অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি । সতি = সতি
অবিবেকনিবৃত্তিঃ ।

১৯ । ব্রহ্মাত্মৈকত্বে.....ভবতি = ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানে জাতে সতি সৰ্ব্বাশ্রনা অবিজ্ঞা-
নিবৃত্তিঃ । ২১ । বিরোধঃ ভবেৎ = বিরোধঃ ন ভবেৎ ; জ্ঞানাজ্ঞানয়োঃ বিরোধো ভবেৎ ।

তৎ জ্ঞানং কুত ইতি চেৎ ? বিচারাৎ এব ভবতি ।
আত্মানাত্মবিবেকবিষয়বিচারাৎ ভবতি । ২২

তস্মিন্ বিচারে কো বা অধিকারী ? সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ
অধিকারী । ২৩

সাধনচতুষ্টয়ং নাম—(১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ (২)
ইহামুক্তফলভোগবিরাগঃ (৩) শমাদিষট্‌সম্পত্তিঃ, (৪)
মুমুক্‌ষুঃ চেতি । ২৪

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকো নাম ? ব্রহ্ম সত্যং, জগৎ
মিথ্যেতি নিশ্চয়ঃ । ২৫

দ্বারা অবিন্যাসনিবৃত্তি হইতে পারে না ।) অতএব জ্ঞানদ্বারাই অজ্ঞান বা
অবিজ্ঞা নিবৃত্ত হয় । ২১

বিচার হইতে জ্ঞান হয় ।

সেই জ্ঞান কিরূপে হয় ? বিচার হইতেই হইয়া থাকে । আত্মা ও
অনাত্মার বিবেকবিষয়ক বিচার হইতেই তাহা হইয়া থাকে । ২২

জ্ঞানের অধিকারী ।

সেই বিচারে কোন্ ব্যক্তিই বা অধিকারী ? যে ব্যক্তির চারিটি
সাধন আছে—সেই অধিকারী । ২৩

সাধনচতুষ্টয় ।

সাধন চারিটি বলিতে—(১) ‘নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক’ (২) ‘ইহলোকে
ও পরলোকে ফলভোগে বিরতি’ (৩) ‘শম দম প্রভৃতি ছয়টি সম্পত্তি’
এবং (৪) ‘মুমুক্‌ষু’ । ২৪

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক কাহাকে বলে ।

একমাত্র ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ মিথ্যা এই প্রকার যে নিশ্চয় তাহাকে
নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক বলে । ২৫

২৩। তস্মিন্ বিচারে=আত্মানাত্মবিবেকে । ২৫। ব্রহ্ম=ব্রহ্মৈব । নিশ্চয়ঃ=নিশ্চয়ঃ
নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ । ২৪। ইহামুক্ত=ইহামুক্তার্জা ।

ইহামূত্রফলভোগবিরাগো নাম ? ইহ অস্মিন্ লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু ঐচ্ছানন্দবনিতাদিসন্তোগেষু বাস্তাশনমূত্রপুরীষাদৌ যথা ইচ্ছা নাস্তি, তথা ইচ্ছারাহিত্যম্ ইতি ইহলোকে ফলভোগবিরাগঃ ; অমূত্র স্বর্গলোকাদি ব্রহ্মলোকাস্তবৃত্তিষু রন্তোৰ্ব্বাশাদিসন্তোগাদিবিষয়েষু তদ্বৎ । ২৬

শমাদিষট্কাং নাম ? শমদমোপরতিতিতিক্ষাসমাধানশ্রদ্ধা । ২৭

শমো নাম ? অস্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ । অস্তরিন্দ্রিয়ং নাম ? মনঃ ।

তস্ত নিগ্রহঃ—শ্রবণমনননিদিধ্যাসনব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তিঃ ; শ্রবণাদৌ বর্তমানত্বং বা শমঃ । ২৮

ইহামূত্রফলবিরাগ কাহাকে বলে ।

ইহ অর্থাৎ এই লোকে দেহধারণের জন্ত প্রয়োজনীয় বিষয় ব্যতীত শুক, চন্দন ও বনিতাদি উপভোগ-বিষয়ে, বাস্তভোজনে অথবা মূত্র-মলাদিতে যেরূপ ইচ্ছা থাকে না, সেইরূপ ইচ্ছা না থাকাই—ইহলোকে ফলভোগের বিরাগ, এবং অমূত্র অর্থাৎ স্বর্গলোকাদি ইহিতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্তের মধ্যস্থিত লোকসমূহে রম্ভা উর্কশী প্রভৃতির সন্তোগাদি-বিষয়েও সেইরূপ যে বিরতি, তাহা অমূত্র ফলভোগের বিরাগ ; এই উভয় প্রকার ফলভোগে বিরক্তির নাম ইহামূত্রফলভোগ বিরাগ । ২৬

শমাদি ছয়টি কি কি ।

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা—ইহারাই শমাদি ছয়টি । ২৭

শম কাহাকে বলে ।

অস্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ করার নাম শম । অস্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মনঃ—

২৬ । ইহলোকে ফলভোগবিরাগঃ = ইহলোকবিরাগঃ । তদ্বৎ = তদ্বৎ পূর্ববৎ ।

২৮ । তস্ত নিগ্রহঃ = তস্ত নিগ্রহঃ অস্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ । শ্রবণমনননিদিধ্যাসন = শ্রবণাদি । বর্তমানত্বং বা শমঃ = বর্তমান শমঃ ।

শ্রবণং নাম? ষড়্‌বিধলিঙ্গৈঃ অশেষবেদান্তানাম্ অদ্বিতীয়-
বস্তুনি তাৎপর্যাবধারণম্ ।২৯

ষড়্‌বিধলিঙ্গানি তু উপক্রমোপসংহারভ্যাসফলাপূর্ব্বতার্থ-
বাদোপপত্ত্যাখ্যানি ।৩০

প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্ত অর্থস্ত তদাভ্যন্তরোঃ উপপাদনম্
উপক্রমোপসংহারৌ ।৩১

যথা ছান্দোগ্যে ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্ত অদ্বিতীয়-
বস্তুনঃ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইতি আদৌ “ঐতদাত্ম্যমিদম্”
ইতি অন্তে চ প্রতিপাদনম্ ।৩২

তাহার যে নিগ্রহ—অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ভিন্ন অত্র বিষয়
সমুদায় হইতে যে বিরতি তাড়াই শম, অথবা আত্মবিষয়ক শ্রবণ-
মননাদিতে যে বর্ত্তমানতা তাহার নাম শম ।২৮

শ্রবণ কাহাকে বলে ।

ষড়্‌বিধ লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্নদ্বারা সমগ্রবেদান্তের অদ্বিতীয় বস্তুতে যে
তাৎপর্যনিশ্চয় তাহার নাম শ্রবণ ।২৯

ষড়্‌বিধ লিঙ্গ কাহাকে বলে ।

সেই ছয় প্রকার লিঙ্গ হইতেছে—(১) উপক্রম ও উপসংহার ; (২)
অভ্যাস ; (৩) ফল ; (৪) অপূর্ব্বতা ; (৫) অর্থবাদ এবং (৬) উপপত্তি ।৩০

উপক্রম ও উপসংহার কাহাকে বলে ।

প্রকরণের প্রতিপাদ্য যে অর্থ তাহার সেই প্রকরণের আদিতে ও
অন্ততে যে নির্দেশ, তাহার নাম উপক্রম ও উপসংহার ।৩১

উপক্রম উপসংহারের দৃষ্টান্ত ।

যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রকরণপ্রতিপাদ্য যে

২৯ হইতে ৪৬ পর্য্যন্ত অংশ কলিকাতা সংস্করণে নাই ।

প্রকরণপ্রতিপাত্ত্ব্য তন্মধ্যে পৌনঃপুন্যেন প্রতিপাদনম্
অভ্যাসঃ । ৩৩

যথা তত্রৈব অদ্বিতীয়বস্তুনো মধ্যে তত্ত্বমসীতি নবকৃৎস্বঃ
প্রতিপাদনম্ । ৩৪

ফলং তু প্রকরণপ্রতিপাত্ত্ব্য আত্মজ্ঞানস্ত তদনুষ্ঠানস্ত বা
তত্র জ্ঞয়মানঃ প্রয়োজনম্ । ৩৫

যথা তত্র তত্র ‘আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ’ ; ‘তস্য তাবদেব
চিরং যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে, অথ সম্পৎস্য’ ইতি অদ্বিতীয়বস্তু-
জ্ঞানস্ত তৎপ্রাপ্তিঃ প্রয়োজনং ফলং জ্ঞয়তে । ৩৬

অদ্বিতীয় বস্তু, তাহার ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ অর্থাৎ একই অদ্বিতীয়—
• এইরূপে আরম্ভ করিয়া ‘ঐতদাত্মানিদম্’ অর্থাৎ এই সমস্ত এই আত্ম-
স্বরূপ—এইরূপে শেষ করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । ৩২

অভ্যাস কাহাকে বলে ।

প্রকরণপ্রতিপাত্ত্ব্য বস্তুর সেই প্রকরণমধ্যে পুনঃপুনঃ নির্দেশ করার
নাম অভ্যাস । ৩২

অভ্যাসেব উদাহরণ ।

যেমন পূর্বোক্ত প্রকরণমধ্যে সেই প্রকরণপ্রতিপাত্ত্ব্য অদ্বিতীয় বস্তুর
“তত্ত্বমসি” এই মণ্ডাবাক্য দ্বারা নয় বার নির্দেশ হইয়াছে । ৩৪

ফল কাহাকে বলে ।

সেই প্রকরণের প্রতিপাত্ত্ব্য আত্মজ্ঞানের অথবা সেই আত্মজ্ঞানের যে
অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের যে প্রয়োজন ক্রত হয়, তাহাই ফল । ৩৫

ফলের দুইভাষ্য ।

যেমন সেই সেই স্থানে—‘আচার্য্যবান্ ব্যক্তি জানিতে পারেন,’
‘তাঁহার ততক্ষণ বিলম্ব হয় যতক্ষণ না বিমুক্ত হন, অনন্তর সংসম্পন্ন

অপূর্বতা তু প্রকরণপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয়বস্তুনঃ প্রমাণা-
স্তরাবিষয়ীকরণম্ । ৩৭

যথা তত্রৈব অদ্বিতীয়বস্তুনঃ মানাস্তরাবিষয়ীকরণম্ । ৩৮

প্রকরণপ্রতিপাদ্য তত্র তত্র প্রশংসনম্ অর্থবাদঃ । ৩৯

যথা তত্র ‘উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষো যেন অশ্রুতং শ্রুতং
ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্’ ইতি অদ্বিতীয়বস্তু-
প্রশংসনম্ । ৪০

হন’ এইরূপ বলিয়া অদ্বিতীয়বস্তুর যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের যে প্রাপ্তি
তাহার প্রয়োজনরূপ ফল শ্রুত হয় । ৩৬

অপূর্বতা কাহাকে বলে ।

প্রকরণপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় বস্তু যে অগ্নি কোন প্রমাণের বিষয় নহে ।
তাহাকে অপূর্বতা বলা হয় । ৩৭

অপূর্বতার দৃষ্টান্ত ।

যেমন সেই স্থলেই যে অদ্বিতীয় বস্তু উক্ত হইয়াছে, তাহা অগ্নি কোন
প্রমাণের বিষয়ীকৃত নহে, অর্থাৎ অগ্নি কোন প্রমাণদ্বারা তাহা অবগত
হওয়া যায় না । ৩৮

অর্থবাদ কাহাকে বলে ।

প্রকরণপ্রতিপাদ্য বিষয়ের সেই সেই স্থলে প্রশংসা করাকে অর্থবাদ
বলে । ৩৯

অর্থবাদের দৃষ্টান্ত ।

যেমন সেই স্থলে—‘তুমি কি সেই আদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছ যাহা
দ্বারা অশ্রুত বস্তু শ্রুত হওয়া যায়, অচিন্তিত বস্তুও চিন্তার বিষয়ীভূত হয়,
এবং অবিজ্ঞাত বস্তুও সমাগ্নরূপে জ্ঞাত হওয়া যায়’—এইরূপে অদ্বিতীয়
বস্তুর প্রশংসা দেখা যায় । ৪০

প্রকরণপ্রতিপাদ্যসাধনে তত্র জ্ঞায়মাণা যুক্তিঃ
উপপত্তিঃ । ৪১

যথা তত্র ‘যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ঃ
বিজ্ঞাতং স্মৃৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব
সত্যম্’ ইত্যাদৌ অদ্বিতীয়বস্তুসাধনে বিকারস্য বাচারম্ভণ-
মাত্রত্বে যুক্তিঃ জ্ঞায়তে । ৪২

মননং তু শ্রুতস্য অদ্বিতীয়বস্তুনঃ বেদান্তার্থানুগুণযুক্তিভিঃ
অনবরতম্ অনুচিন্তনম্ । ৪৩

উপপত্তি কাহাকে বলে ।

প্রকরণে প্রতিপাদ্য বস্তুর সাধন করিবার জন্য যে যুক্তি শ্রুত হয়,
তাহাই উপপত্তি । ৪১

উপপত্তির দৃষ্টান্ত ।

যেমন সেই স্থলে—“হে সৌম্য ! যেরূপ একটি মৃৎপিণ্ড (স্বরূপতঃ)
জ্ঞাত হইল সমুদায় মৃন্ময় পদার্থই বিজ্ঞাত হওয়া যায়, কারণ, বিকার
অর্থাৎ কার্য্যপদার্থ শব্দাত্মক নামমাত্র, কিন্তু মৃন্ময় পদার্থের মধ্যে-
‘মৃত্তিকা’ এইটুকুই সত্য”—ইত্যাদি বাক্যে অদ্বিতীয়বস্তু সাধন
করিবার জন্য বিকার্য্য পদার্থের শব্দাত্মত্বে যুক্তি শ্রুত হয় । অর্থাৎ
যেরূপ বিকার্য্য মৃন্ময় পদার্থের মধ্যে সমুদায় বিকার কেবল শব্দাত্মক
অসত্য মাত্র, তাহার কারণ যে মৃত্তিকা তাহা তদপেক্ষা সত্য, সেইরূপ
বিকার্য্য এইজগৎ মিথ্যা শব্দাত্মক মাত্র, ইহার যে কারণ তাহাই কেবল
মাত্র নিত্য, তাহাই পরমার্থ সত্য । ৪২

মনন কাহাকে বলে ।

শ্রুত অদ্বিতীয় বস্তুকে বেদান্তার্থের অন্তর্কূল যুক্তি সকল দ্বারা নিয়ত
চিন্তা করার নাম মনন । ৪৩

বিজাতীয়দেহাদিপ্রত্যয়রহিতাদ্ বিজাতীয়বস্তুসজাতীয়-
প্রত্যয়প্রবাহো নিদিধ্যাসনম্ ।৪৪

অন্ত্যর্থঃ—বিজাতীয়দেহাদিবুদ্ধাস্ত-জড়পদার্থনিরাকরণেন
সজাতীয়াদ্ধিতীয়বস্তুবিষয়প্রত্যয়প্রবাহীকরণং নিদিধ্যাসনম্ ,
ইত্যর্থঃ ।৪৫

দমনো নাম ? বাহ্যাস্ত্রিয়নিগ্রহঃ ।৪৬

বাহ্যেন্দ্রিয়াণি কানি ? কশ্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি
পঞ্চ ।৪৭

তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তিঃ
দমঃ ।৪৮

নিদিধ্যাসন কাহাকে বলে ।

বিজাতীয় দেহাদিবোধ পরিত্যাগ করিয়া আত্মরূপ বিজাতীয় বস্তুতে
সজাতীয় প্রত্যয়প্রবাহই নিদিধ্যাসন ।৪৪

নিদিধ্যাসনের বিবৃত্ত অর্থ ।

ইহার অর্থ—দেহ হইতে বুদ্ধিপযাস্ত বিজাতীয় জড় পদার্থ সকল
পরিত্যাগ করিয়া সজাতীয় অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ক প্রত্যয়ের যে এক-
তানতা তাহাই নিদিধ্যাসন ।৪৫

দম কাহাকে বলে ।

বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে সংযত করার নাম দম ।৪৬

বাহ্য ইন্দ্রিয় কোন গুলি ।

কোন গুলি বাহ্য ইন্দ্রিয় ? পঞ্চ কশ্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় । (এই
দশটি বাহ্য ইন্দ্রিয়) ।৪৭

তাহাদিগের নিগ্রহ অর্থাৎ শ্রবণাদি ভিন্ন বিষয় হইতে বিরত
করা দম ।৪৮

উপরতির্নাম ? বিহিতানাং কৰ্ম্মণাং বিধিনা পরিত্যাগঃ । ৪৯
 শ্রবণাদিষেব বর্ত্তমানস্ত মনসঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তমানং বা
 উপরতিঃ । ৫০

তিতিক্ষা নাম ? দেহবিচ্ছেদব্যাতিরিক্তঃ শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব-
 সহনম্ । ৫১

নিগ্রহশক্তৌ অপি পরাপরাধসোঢ্ছঃ বা তিতিক্ষা । ৫২

সমাধানং নাম ? শ্রবণাদিষু • বর্ত্তমানঃ মনঃ • বাসনাবশাৎ
 বিষয়েষু যদা যদা গচ্ছতি তদা দোষদৃষ্ট্য। তেষু তেষু শ্রবণাদিষু
 সমাধিঃ সমাধানম্ । ৫৩

উপবত্তি কাহাকে বলে ।

বিহিত কৰ্ম্ম সকলকে বিধিপৃক্ষক পরিত্যাগ করার নাম উপরতি । ৪৯

প্রকারান্তরে উপরতি বর্ণন ।

অথবা সাংসারিক শ্রবণাদি বিষয়ে বর্ত্তমান মনকে আত্মবিষয়ক
 শ্রবণাদিতে বর্ত্তমান রাখাই উপরতি । ৫০

তিতিক্ষার লক্ষণ ।

যাহাতে শরীরবিয়োগ না হয় এইরূপ ভাবে শীত উষ্ণ আদি দ্বন্দ্ব-
 পদার্থ সহ্য করিতে পারার নাম তিতিক্ষা । ৫১

অথবা নিগৃহীত করিবার ক্ষমতা থাকিলেও পরের অপরাধ সহ্য
 করার নাম তিতিক্ষা । ৫২

সমাধান কাহাকে বলে ।

সমাধান কাহাকে বলে ? আত্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে বিজ্ঞমান মন
 যখন যখন বিষয়ে আসক্ত হয়, সেই সময়ে (বিষয়ের) দোষ দর্শন

৫০। শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্ত মনসঃ শ্রবণাদিষেব বর্ত্তমানং বা উপরতিঃ । ৫০। তদা =
 তদা তদা । তেষু তেষু...সমাধানম্ = তেষু সমাধানম্ ।

শ্রদ্ধা নাম ? গুরুবেদান্তবাক্যেষু অতীব বিশ্বাসঃ ।৫৪

ইদং তাবৎ শমাদিষট্‌কম্ ইত্যুক্তম্ ।৫৫

মুমুক্‌ষুঃ নাম ? মোক্ষে অতিতীব্রেচ্ছাবদ্ভম্ ।৫৬

এতৎসাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিঃ ; তদ্বান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ ।

তস্মৈ আত্মানাত্মবিচারে অধিকারঃ ।৫৭

যথা ব্রহ্মচারিণঃ কর্তব্যাস্তরং নাস্তি, তথা তস্মৈ অগ্ন্যং কর্তব্যং নাস্তি ।৫৮

সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেপি গৃহস্থানাং আত্মানাত্ম-
বিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি, কিন্তু অতীব
শ্রেয়ো ভবতি ।৫৯

করিয়া সেই সেই শ্রবণাদিতে সমাধিত অর্থাৎ একাগ্র হওয়ার নাম
সমাধান ।৬০

শ্রদ্ধা কাহাকে বলে ।

গুরুবাক্যে এবং বেদান্তবাক্যে দৃঢ়তর বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে ।৬১

ইহাই শমাদি ছয়টির বিষয় বলা হইল—অর্থাৎ এইগুলিকে শমাদি
ষট্‌ক বলিয়া কথিত হইয়াছে ।৬২

মুমুক্‌ষুঃ কাহাকে বলে ।

মোক্ষবিষয়ে অত্যন্ত কঠোর ইচ্ছা থাকার নাম মুমুক্‌ষুঃ ।৬৩

বেদান্তবিচারের অধিকারী ।

ইহাই সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি; যাহার এই সকল আছে তিনি সাধন-
চতুষ্টয়সম্পন্ন । আত্মানাত্মবিচারে তাঁহারই অধিকার ।৬৪

বেদান্তবিচারে অধিকারীর অগ্ন কর্তব্য নাই ।

যেমন ব্রহ্মচারীর অগ্ন কর্তব্য নাই, সেইরূপ তাঁহার অর্থাৎ বেদান্ত-
বিচারে অধিকারী ব্যক্তির অগ্ন কর্তব্য নাই ।৬৫

৫৫ । ইত্যুক্তম্=উক্তম্ ।

৫৭ । অধিকারঃ=অধিকারঃ নাস্ত্যন্ত, তস্মৈ আত্মানাত্মবিচারঃ কর্তব্যঃ অস্তি ।

যথা—দিনে দিনে চ বেদান্তবিচারাদ্ ভক্তিসংযুতাং ।

গুরুশ্রবণা লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতিফলং ভবেৎ ॥৬০

আত্মানুবিচারঃ কর্তব্য ইত্যুক্তম্ ॥৬১

আত্মা নাম ? স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়বিলক্ষণঃ পঞ্চ-
কোশব্যতিরিক্তঃ অবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ ॥৬২

অনাত্মা নাম ? অনৃতজড়দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যাপ্তাত্মকং
শরীরত্রয়ম্ ॥৬৩

গৃহস্থ ও আত্মবিচারে অধিকারী ।

সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি না থাকিলেও গৃহস্থগণ যদি আত্মবিচার করেন,
তাহা হইলে তাহাতে পাপ নাই, পরন্তু তাহাতে তাঁহাদের অত্যন্ত শ্রেয়ঃ
হইয়া থাকে ॥৫৯

গৃহস্থের আত্মবিচারাধিকারে প্রমাণ ।

প্রতিদিনে গুরুশ্রবণায় লব্ধ ও ভক্তিসংযুক্ত বেদান্তবিচার করিলে
অশীতি কৃচ্ছ্রের ফললাভ হয় ॥৬০

আত্মানুবিচারের উপসংহার ।

মোটের উপর আত্মা ও অনাত্মা বিষয়ে বিচার করা উচিত—ইহা
বলা হইল ॥৬১

আত্মা কি ?

যিনি স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ শরীররূপ তিনপ্রকার শরীর হইতে বিলক্ষণ,
পঞ্চকোশ হইতে ভিন্ন এবং জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী
সং, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ তিনি আত্মা ॥৬২

অনাত্মা কাহাকে বলে ।

অনাত্মা কাহাকে বলে ? অনৃত, জড় ও দুঃখরূপ যে সমষ্টি ও ব্যাপ্তিরূপ
শরীরত্রয় তাহাই অনাত্মা ॥৬৩

শরীরত্রয়ং নাম ? স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ম্ । ৬৪

স্থূলশরীরং নাম ? পক্ষীকৃতভূতকার্য্যং কৰ্ম্মজন্মং জন্মাদি-
ষড়্ভাববিকারম্ । ৬৫

তথা চোক্তং—পক্ষীকৃতমহাভূতসম্ভবং কৰ্ম্মসঞ্চিতম্ ।

শরীরং স্মৃৎস্থানাং ভোগায়তনমুচ্যতে ॥ ৬৬

পক্ষীকরণং তু—

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ ।

স্বশ্বেতর দ্বিতীয়াংশৈ যোজনাং পঞ্চ পঞ্চতে ॥ ইতি । ৬৭

তিন প্রকার শরীর নির্দেশ ।

ত্রিবিধ শরীর কাহাকে বলে ? স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণশরীর—এই তিন
প্রকার শরীর । ৬৪

স্থূলশরীর কাহাকে বলে ।

পক্ষীকৃত ভূতের কার্য্য, কৰ্ম্মনিমিত্ত, জন্মাদি ছয় প্রকার ভাব
বিকারযুক্ত * বস্তুই স্থূল শরীর । অর্থাৎ কৰ্ম্মের জন্ম পরিদৃশ্যমান স্থূল-
শরীর উৎপন্ন হয় এবং তাহা পক্ষীকৃত মহাভূতের কায়া । ৬৫

স্থূলশরীরে প্রমাণ ।

পক্ষীকৃত মহাভূত হইতে উৎপন্ন কৰ্ম্মসঞ্চিত স্মৃৎস্থানাদি ভোগের
আশ্রয়কে (স্থূল) শরীর বলা হয় । ৬৬

পক্ষীকরণপ্রকার ।

প্রত্যেক ভূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের প্রথম অংশকে
পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে । পরে স্বাংশ অর্থাৎ স্বীয়
অর্দ্ধভাগ (১০ অংশ) এবং অপর সকলের অর্থাৎ স্বাংশ ব্যতিরিক্ত অপর
চারিটি ভূতের অপর (চতুর্ধা বিভক্ত) অংশ (৯০ পরিমাণ) যোগ

* জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপকর ও নাশ ইহাই ষড়্ভাববিকার ।

৬২ । বিলক্ষণ = ব্যতিরিক্ত । ব্যতিরিক্ত = বিলক্ষণ ।

শীর্ষ্যতে বয়োভিঃ বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যাদিভিঃ ইতি
শরীরম্ । ৬৮

দহ্—ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহঃ ভস্মীভাবং
প্রাপ্নোতি । ৬৯

নহু কেচিৎ দেহা ন ভস্মীভাবং প্রাপ্নুবন্তি, কেচিৎ
দেহাঃ খননাদি প্রাপ্নুবন্তি, কথমুচ্যতে—সর্বং স্থূলাদিকং
স্থূলদেহজাতং ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি । ৭০

করিলে তাহার। পাঁচ পাঁচটি করিয়া সমবেত হইয়া এক একটি পূর্ণ ভূত
হইবে । ৬৭

যথা, আকাশ ১০, বায়ু ৮, তেজঃ ৮, জল ৮, ক্ষিতি ৮ মিলিত
হইয়া পঞ্চীকৃত আকাশ হয়, তদ্রূপ বায়ু ১০, আকাশ ৮, তেজঃ ৮,
জল ৮, ক্ষিতি ৮ মিলিত হইয়া পঞ্চীকৃত বায়ু হয় । এইরূপ তেজঃ,
জল ও ক্ষিতি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে ।

শরীর কাহাকে বলে ।

যাহা বাল্য কৌমার যৌবন এবং বার্দ্ধক্য আদি বয়সের দ্বারা
বিশীর্ণ হয়, তাহা শরীর । ৬৮

দেহশব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ।

দহ্, ধাতুর অর্থ ভস্মীকৃত করা—স্মৃতরাং যাহা ভস্মীকৃত হয়, তাহা
দেহ ; এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৬৯

দেহের ভস্মীভূত হওয়ার সংশয় ।

ভাল, কতকগুলি দেহ ত ভস্মীভূত হয় না এবং কতকগুলি দেহ
খনন আদি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যুক্তিকা মধ্যে প্রোথিত হয় । তাহা হইলে
সমস্ত স্থূলাদি স্থূলদেহনিচয় ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয়—ইহা কিরূপে বলা
যাইতে পারে ? ৭০

৬৭। এই অংশটি কলিকাতা সংস্করণে নাই ।

যন্তপ্যেবং তথাপি কেন অগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতি ? ইত্যন্ত
আহ—সর্ব্বেষাং স্থূলদেহানাম্ আধ্যাত্মিকাদিভৌতিকাদি-
দৈবিকাদিতাপত্রয়াগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতি । ৭১

আধ্যাত্মিকং নাম ? আত্মানং দেহম্ অধিকৃত্য বর্ন্ততে
ইতি অধ্যাত্মম্ । অধ্যাত্মং চ তৎ দুঃখম্ অধ্যাত্মিকং বাত-
পিত্তকফজাতং শিরোরোগজরাদিনা ব্যাধিরূপম্ । ৭২

আধিভৌতিকং নাম ? ভূতম্ অধিকৃত্য বর্ন্ততে ইতি
আধিভৌতিকং, ব্যাত্ততস্করাদিজন্তুদুঃখম্ । ৭৩

ত্রিবিধ তাপে দেহ দগ্ধ হয় ।

যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে কিরূপ অগ্নির দ্বারা দাহ সম্ভব হইতে
পারে ? এইজন্ত বলিতেছেন—সমস্ত স্থূলদেহ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক
ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপাগ্নিতে দগ্ধ হয় বলিয়া তাহার দাহত্ব
সম্ভব হইতে পারে । ৭১

আধ্যাত্মিক কি ?

আধ্যাত্মিক কি ? যাহা আত্মা অর্থাৎ দেহকে লইয়া উৎপন্ন হয়
তাহা অধ্যাত্ম, এবং অধ্যাত্মরূপ যে দুঃখ তাহাই আধ্যাত্মিক তাপ ।
তাহা বাত পিত্ত কফজন্তু শিরোরোগ এবং জরাদি ব্যাধিস্বরূপ । অর্থাৎ
ধাতুবৈষম্যানিবন্ধন শিরোরোগ অথবা জরাদিজনিত যে দুঃখ, তাহাই
আধ্যাত্মিক দুঃখ বা তাপ । ৭২

আধিভৌতিক কি ?

আধিভৌতিক হইতেছে—যাহা ভূত অর্থাৎ প্রাণী আদি হইতে
উৎপন্ন হয় । যেমন ব্যাত্ত তস্করাদি হইতে যে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহা
আধিভৌতিক দুঃখ বা তাপ । ৭৩

৭১ । স্থূলদেহানাম্ = স্থূলদেহানাম্ । আধিদৈবিকাদি = আধিদৈবিক ।

৭২ । ইতি.....ব্যাপ্তিরূপম্ = ইতি তদুঃখম্ আধ্যাত্মিকং শিরোরোগাদি ।

আধিদৈবিকং নাম ? দেবম্ অধিকৃত্য বর্জ্যতে ইতি
আধিদৈবিকং শীতাতপবাতবর্ষবৈদ্যুতাদিহুঃখম্ । ৭৪

সূক্ষ্মশরীরং নাম ? অপঙ্খীকৃতভূতকার্য্যঃ সপ্তদশকং
লিঙ্গম্ । ৭৫

সপ্তদশকং নাম ? জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ,
প্রাণাদিবায়বঃ পঞ্চ, বুদ্ধির্মনশ্চেতি । ৭৬

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি ? শ্রোত্রত্বচ্চক্ষুর্জিহ্বাজ্ঞানানি । ৭৭

শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম ? কর্ণব্যতিরিক্তং কর্ণশঙ্খল্যবচ্ছিন্নং
নভোদেশাশ্রয়ং শব্দগ্রহণশক্তিমদ্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ম্ ইতি । ৭৮

আধিদৈবিক কি ?

আধিদৈবিক হইতেছে—যাহা দেব অর্থাৎ প্রাকৃতিক বস্তু হইতে
উৎপন্ন হয় । এইজন্ত শীত রৌদ্র বর্ষা এবং বিদ্যুৎ আদি হইতে
যাহা উৎপন্ন হয় তাহা আধিদৈবিক হুঃখ । ৭৪

সূক্ষ্মশরীর কি ?

সূক্ষ্মশরীর কাহাকে বলে ? অপঙ্খীকৃত পঞ্চ ভূতের কার্য্য সপ্তদশ
অবয়বাবিশিষ্ট লিঙ্গশরীরকে সূক্ষ্মশরীর বলে । ৭৫

সূক্ষ্মশরীরের সপ্তদশ অবয়ব ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু, বুদ্ধি ও মন এইগুলি
সপ্তদশক । ৭৬

জ্ঞানেন্দ্রিয় ।

কোন গুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় ? কর্ণ ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা—এই
গুলি জ্ঞানেন্দ্রিয় । ৭৭

অবগেহেন্দ্রিয় ।

অবগেহেন্দ্রিয় কাহাকে বলে ? যাহা পরিদৃশ্যমান কর্ণ হইতে ভিন্ন

৭৪ । শীততাপ.....হুঃখম্=হুঃখম্ অনিগীতাদিভিন্নম্ ।

ঋগিন্দ্রিয়ং নাম ? ঋগ্‌ব্যতিরিক্তং ঋগাশ্রয়ম্ আপাদতল-
মন্তকব্যাপি শীতোষ্ণাদিস্পর্শগ্রহণশক্তিমং ইন্দ্রিয়ং ঋগিন্দ্রিয়ম্
ইতি । ৭২

চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম ? গোলকব্যতিরিক্তং গোলোকাশ্রয়ং
কৃষ্ণতারকাগ্রবর্তি রূপাদিগ্রহণশক্তিমং ইন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়ম্
ইতি । ৮০

জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম ? জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং
জিহ্বাগ্রবর্তি রসাদিগ্রহণশক্তিমং ইন্দ্রিয়ং জিহ্বেন্দ্রিয়ম্
ইতি । ৮১

অথচ কর্ণশব্দলী ব্যাপ্ত আকাশপ্রদেগে অধিকার করিয়া শব্দগ্রহণ করিতে
সামর্থ্যযুক্ত, সেই ইন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয় । ৭৮

ঋগিন্দ্রিয় ।

যাহা ঋক্‌ হইতে ভিন্ন অথচ ঋক্‌ আশ্রয় করিয়া পদতল হইতে
মন্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া আছে এবং যাহা শীত উষ্ণ আদির স্পর্শ গ্রহণ
করিবার শক্তি ধারণ করে, সেই ইন্দ্রিয়ের নাম ঋগিন্দ্রিয় । ৭২

চক্ষুরিন্দ্রিয় ।

চক্ষুরিন্দ্রিয় কাহাকে বলে ? যে ইন্দ্রিয় মণ্ডলাকৃতিনেত্রস্থান ব্যতিরিক্ত
অথচ ঐ মণ্ডলাকৃতি নেত্রস্থানকে আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণতারকার অগ্রভাগে
থাকিয়া রূপ আদি গ্রহণ করিবার শক্তি ধারণ করে তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয় । ৮০

রসেন্দ্রিয় ।

রসেন্দ্রিয় কাহাকে বলে ? জিহ্বা হইতে ভিন্ন কিন্তু জিহ্বাই বাহার
আশ্রয় এবং যাহা জিহ্বার অগ্রভাগে থাকিয়া রস আদি গ্রহণ করিবার
শক্তি ধারণ করে তাহা রসেন্দ্রিয় । ৮১

ব্রাণেন্দ্রিয়ং নাম ? নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং
নাসিকাগ্রবর্ত্তি গন্ধাদিগ্রহণশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং ব্রাণেন্দ্রিয়ম্
উচ্যতে । ৮২

কশ্চেন্দ্রিয়াণি কানি ? বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থানি । ৮৩

বাগিন্দ্রিয়ং নাম ? বাগ্‌ব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়ম্ অষ্টস্থান-
বর্ত্তি শব্দোচ্চারণশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়মিতি । ৮৪

অষ্টস্থানানি ? উরঃকণ্ঠশির-স্তালু-জিহ্বা-দন্তোষ্ঠনাসিকাঃ । ৮৫

ব্রাণেন্দ্রিয় ।

ব্রাণেন্দ্রিয় কাহাকে বলে ? যে ইন্দ্রিয় নাসিকা হইতে ভিন্ন অথচ
যাহা নাসিকাকে আশ্রয় করিয়া নাসিকার অগ্রে অবস্থান করে এবং
• যাহা গন্ধ আদির গ্রহণ করিবার সামর্থ্যযুক্ত তাহাকে ব্রাণেন্দ্রিয় বলা
হয় । ৮২

কশ্চেন্দ্রিয় ।

কোন গুলি কশ্চেন্দ্রিয় ? বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ইহার।
কশ্চেন্দ্রিয় । ৮৩

বাগিন্দ্রিয় ।

বাগিন্দ্রিয় কাহাকে বলে ? যে ইন্দ্রিয় বাক্ হইতে ভিন্ন কিন্তু বাক্
• যাহার আশ্রয়, যাহা আটটি স্থানে বর্ত্তমান থাকে এবং যাহার
শব্দোচ্চারণের শক্তি আছে তাহা বাগিন্দ্রিয় । ৮৪

বর্ণোচ্চারণের আটটি স্থান।

বর্ণোচ্চারণের আটটি স্থান হইতেছে—উরঃ অর্থাৎ হৃদয় (বক্ষঃ),
কণ্ঠ, মূর্দ্ধা (মস্তক), তালু, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ এবং নাসিকা । ৮৫

৮২ । গন্ধাদি = গন্ধ । উচ্যতে = ইতি ।

৮৫ । অষ্টস্থানানি = অষ্টস্থানঃ নাম । উরঃ.....নাসিকা = হৃদয়-কণ্ঠ-শির উচ্ছোষ্ঠতালু-
দন্তজিহ্বা ইতি অষ্টস্থানানি ।

পাণীন্দ্রিয়ং নাম ? পাণিব্যাতিরিক্তং করতলাশ্রয়ং দানা-
দানপ্রতিগ্রহণশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং পাণীন্দ্রিয়ম্ ইতি উচ্যতে । ৮৬

পাদেন্দ্রিয়ং নাম ? পাদব্যাতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদতল-
বর্ত্তি গমনাগমনশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং পাদেন্দ্রিয়ম্ ইতি । ৮৭

পায়ুন্দ্রিয়ং নাম ? গুদব্যাতিরিক্তং গুদাশ্রয়ং পুরীষোৎ-
সর্গশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ং পায়ুন্দ্রিয়ম্ ইতি । ৮৮

উপস্থেন্দ্রিয়ং নাম ? উপস্থব্যাতিরিক্তম্ উপস্থাশ্রয়ং মূত্র-
শুক্লোৎসর্গশক্তিমৎ ইন্দ্রিয়ম্ উপস্থেন্দ্রিয়ম্ ইতি ।

পাণীন্দ্রিয় ।

পাণি ইন্দ্রিয় কাহার নাম ? বাহা হস্ত হইতে ভিন্ন অথচ বাহা করতল
আশ্রয় করিয়া থাকে এবং বাহা দান, আদান (গ্রহণ) ও প্রতিগ্রহণ
করিবার শক্তিসম্বলিত তাহার নাম পাণি ইন্দ্রিয় । ৮৬

পাদেন্দ্রিয় ।

পাদেন্দ্রিয় কাহার নাম ? যে ইন্দ্রিয় পাদব্যাতিরিক্ত কিন্তু চরণ
যাহার আশ্রয় এবং বাহা পদতলে বর্ত্তমান থাকে ও যাহার গমনাগমন
করিবার শক্তি আছে তাহা পাদেন্দ্রিয় । ৮৭

পায়ুন্দ্রিয় ।

পায়ু ইন্দ্রিয় কাহাকে বলে ? যে ইন্দ্রিয় গুহদেশ হইতে ভিন্ন অথচ
বাহা গুহদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে এবং বাহা মলত্যাগ করিবার শক্তি
ধারণ করে তাহা পায়ু ইন্দ্রিয় । ৮৮

উপস্থেন্দ্রিয় ।

উপস্থেন্দ্রিয় কাহার নাম ? যে ইন্দ্রিয় উপস্থব্যাতিরিক্ত কিন্তু উপস্থ
যাহার আশ্রয় এবং বাহা মূত্র ও শুক্রনির্গমন করিবার শক্তি ধারণ করে
তাহা উপস্থ ইন্দ্রিয় ।

এতানি কৰ্ম্মেঞ্জিয়ানি উচ্যন্তে ।৮৯

অন্তঃকরণং নাম ? মনোবুদ্ধিশ্চিত্তম্ অহঙ্কারশ্চেতি ।৯০

মনঃস্থানং গলাস্তরং, বুদ্ধের্বদনং, চিত্তস্ত নাভিঃ, অহঙ্কারস্ত
হৃদয়ম্ ।৯১

এতেষাং বিষয়াঃ সংশয়নিশ্চয়ধারণাভিমানাঃ ।৯২

অমুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ চিত্তম্ ।৯৩

অভিমানান্তঃকরণবৃত্তিঃ অহঙ্কারঃ ।৯৪

এইগুলি কৰ্ম্মেঞ্জিয় বলা হয় ।৮৯

অন্তঃকরণ ।

মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটির নাম অন্তঃকরণ ।৯০

মন আদির স্থান নির্ণয় ।

গলমধ্যভাগ মনের স্থান, মুখ বুদ্ধির, নাভি চিত্তের এবং হৃদয়
অহঙ্কারের স্থান ।৯১

মন আদির বিষয় ।

সংশয়, নিশ্চয়, ধারণা ও অভিমান যথাক্রমে ইহাদের বিষয়, অর্থাৎ
মনের বিষয় সংশয়, বুদ্ধির নিশ্চয়, চিত্তের ধারণা এবং অহঙ্কারের
অভিমান ।৯২

চিত্ত কাহাকে বলে ।

অন্তঃকরণের যে অমুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি অর্থাৎ পরিণতিবিশেষ
তাহার নাম চিত্ত ।৯৩

অহঙ্কার কাহাকে বলে ।

অভিমানরূপ যে অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ তাহা অহঙ্কার ।৯৪

৯২ । এতেষাং = অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য । ৯৩-৯৭ পর্যন্ত কলিকাতা সংস্করণে
নাই ।

চিন্ত্য বুদ্ধৌ অন্তর্ভাবঃ, বিষয়পরিচ্ছিত্তিরূপত্বাবিশেষাৎ । ১৫
 অহংকারস্ত মনসি অন্তর্ভাবঃ, তস্তাপি সঙ্কল্পাত্মকত্বা-
 বিশেষাৎ । ১৬

বুদ্ধেহি অপূর্বো বিষয়ঃ, চিন্ত্য পূর্ববাস্তবঃ, মনসো
 বাহ্যভাস্তরশ্চ, অহংকারস্ত তু অনাত্মোপরক্ত আত্মৈব ইতি । ১৭
 প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকং নাম ? প্রাণাপানসমানোদানব্যান-
 রূপাঃ । ১৮

তেষাং স্থানবিশেষাঃ উচ্যন্তে—

হৃদি প্রাণো গুদেহপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ ।

উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ । ১৯

চিন্ত্য বুদ্ধির অন্তর্ভূত ।

চিন্ত্য বুদ্ধির অন্তর্গত ; যেহেতু উভয়েই অবিশেষভাবে বিষয়াব-
 ধারণ করিয়া থাকে । ২০

অহংকার্যমনের অন্তর্ভূত ।

অহংকার মনের অন্তর্ভূত ; কারণ, তাহাও মনের ত্রায় অবিশেষভাবে
 সঙ্কল্পাত্মক । ২১

বুদ্ধি আদির বিষয় ।

পূর্বে অনন্তভূত বস্ত্ত বুদ্ধির বিষয়, যে বস্ত্ত পূর্বে অনন্তভূত হইয়াছে
 তাহা চিন্তের বিষয়, বাহ্য ও আন্তর বস্ত্ত মনের বিষয় এবং অনাত্ম-
 মিশ্রিত আত্মাই অহংকারের বিষয় । ২২

প্রাণ আদি পঞ্চবায়ু ।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান ইহারা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু । ২৩

প্রাণাদি বায়ুপঞ্চের স্থান নির্ণয় ।

প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের স্থানবিশেষ কথিত হইতেছে—হৃদয় প্রাণ-

এতেষাং বিষয়াঃ—প্রাণঃ প্রাগ্গমনবান্, অপানঃ অবাগ্-
গমনবান্, উদানঃ উৰ্দ্ধগমনবান্, সমানঃ সমীকরণবান্, ব্যানঃ
বিষ্ণগ্গমনবান্ । ১০০

এতেষাম্ উপবায়বঃ পঞ্চ—

“নাগঃ কূৰ্মশ্চ কুকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ” ইতি । ১০১

এতেষাং বিষয়াঃ—

নাগাছুদিগরণং চাপি কূৰ্মাছুশ্মীলনং তথা ।

ধনঞ্জয়াৎ পোষণঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জৃম্ভণম্ ।

কুকরাচ্চ ক্ষুতং জাতম্ ইতি যোগবিদো বিদুঃ । ১০২

বায়ুর স্থান, গুহ্যদেশে অপান বায়ু অবস্থান করে, সমান বায়ু নাভিতে
অবস্থিত, উদান বায়ু কণ্ঠদেশে আশ্রিত এবং ব্যান বায়ু সমস্ত শরীরে
অবস্থান করে । ১০১

পঞ্চ প্রাণের বিষয় ।

ইহাদিগের বিষয়—যে বায়ু শরীরের পূর্বভাগে গমনাগমন করে
তাহা প্রাণ, বাহা নিম্নভাগে গমনাগমন করে অপান, বাহা উৰ্দ্ধভাগে
গমনাগমন করে তাহার নাম উদান, বাহা শরীরস্থ ধাতুসমূহকে
সমভাবে রাখিয়া দেয় তাহা সমান এবং বাহা সমস্ত শরীরের সর্বত্র
গমনাগমন করে তাহা ব্যান । ১০০

পঞ্চ উপবায়ু ।

ইহাদিগের পাঁচটি উপবায়ু আছে । তাহার। যথাক্রমে নাগ, কূৰ্ম,
কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় । ১০১

পঞ্চ উপবায়ুর কার্য ।

ইহাদের বিষয় সকল—নাগবায়ুদ্বারা উদ্দিগরণ কাৰ্য্য হয়, কূৰ্মদ্বারা
উশ্মীলন, ধনঞ্জয় ইহাতে পোষণ, দেবদত্ত ইহাতে জৃম্ভণ (হাই উঠা) এবং

এতেষাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনাম্ অধিপত্যঃ দিগাদয়ঃ—

দিগ্‌বাতার্কপ্রচেতোহশ্বি বহ্নীশ্রোপেঙ্গমিত্রকাঃ ।

তথা চন্দ্রশচতুর্বক্তে, রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥

বিশিষ্টো বিশ্বশ্রষ্টা চ বিশ্বযোনিরযোনিজঃ ।

ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রোত্রাদীনাম্ যথাক্রমাৎ ৷১০৩

এষু প্রাণময়কোষঃ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্যরূপঃ ৷১০৪

ককর বায়ু হইতে স্কৃত (হাঁচ) হইয়া থাকে । ইহা যোগবিদগণ
বিদিত আছেন ৷১০২

ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ।

এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় আদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছে—দিক্
আদি। অর্থাৎ দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেঙ্গ,
যম, চন্দ্র, চতুর্মুখ, রুদ্র (শকর), ক্ষেত্রজ্ঞ এবং বিশিষ্ট বিশ্বশ্রষ্টা
অযোনিজ বিশ্বযোনি ঈশ্বর—ইহার। যথাক্রমে শ্রোত্র আদির অধিষ্ঠাতৃ-
দেবতাগণ। কর্ণের অধিপতি দিক্, ভাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি বায়ু, চক্ষুর
অধিপতি সূর্য্য, জিহ্বার অধিপতি বরুণ, এবং নাসিকার অধিপতি
অশ্বিনীকুমারমুগল। বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি অগ্নি, হস্তের অধিপতি
ইন্দ্র, পাদের অধিপতি উপেঙ্গ, পায়ুর অধিপতি মিত্রক (মিত্র = সূর্য্য
তৎপুত্র অর্থাৎ যম), এবং উপস্থের অধিপতি প্রজাপতি, মনের অধিপতি
চন্দ্র, বুদ্ধির অধিপতি চতুর্মুখ, অঙ্কুরের অধিপতি শকর এবং
চিত্তের অধিপতি অচ্যুত ৷১০৩

প্রাণময় কোষ ।

ইহাদিগের মধ্যে যে প্রাণময় কোষ আছে তাহা কার্য্যস্বরূপ এবং
ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট ৷১০৪

১০২। কলিকাতা সংস্করণে অতিরিক্ত পাঠ—নাগ উল্লীরণকরঃ, কুর্ধ উল্লীরণকরঃ,
ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ, দেবদত্তো জ্ঞানকরঃ, ককরঃ স্কুৎকরঃ ৷১০৩। মিত্রকাঃ—সূর্য্যকাঃ ।

মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপঃ । ১০৫

বিজ্ঞানময়ো জ্ঞানশক্তিমান্ কর্তৃরূপঃ । ১০৬

এতৎসর্বং মিলিতং লিঙ্গশরীরম্ ইত্যাচ্যতে । কোষ-
ত্রয়মুচ্যতে ॥ ১০৭

তথা চোক্তং—

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমস্থিতম্ ।

অপঙ্কীকৃতভূতোখং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্ ॥ ১০৮

মনোময় কোষ ।

যাহা মনোময় কোষ, তাহা করণস্বরূপ এবং তাহা ইচ্ছাশক্তি-
যুক্ত । ১০৫

বিজ্ঞানময় কোষ ।

যাহা বিজ্ঞানময় কোষ তাহা কর্তৃস্বরূপ এবং তাহা জ্ঞানশক্তি-
বিশিষ্ট । ১০৬

লিঙ্গশরীর ।

এই সকল অর্থাৎ এই প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষত্রয়
মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর বলিয়া কথিত হয় এবং তাহাকে কোষত্রয়
বলে । ১০৭

লিঙ্গশরীরে প্রমাণ ।

সেইরূপ কথিত আছে—অপঙ্কীকৃত মহাভূতের কার্য—দশ ইন্দ্রিয়ের
সহিত পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি—ইহার। ভোগনির্বাহক সূক্ষ্মশরীর । অর্থাৎ
দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি ইহার। অপঙ্কীকৃত মহাভূত হইতে
উৎপন্ন । ইহারাই মিলিতভাবে সূক্ষ্মশরীর নামে অভিহিত হইয়া ভোগ-
নির্বাহ করে । ১০৮

১০৪-১০৬ পর্যন্ত কলিকাতা সংস্করণে নাই ।

১০৭ । কোষত্রয় উচ্যতে—ইহাও নাই ।

লীনম্ অর্থং গময়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গং শরীরম্ ইত্যা-
চ্যতে । কথং লীনং ? শ্রবণমননাদিনা গময়তি জ্ঞাপয়তি । ১০৯

শীর্ষ্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরম্ ইত্যাচ্যতে । কথং শীর্ষ্যতে
ইতি চেৎ ? অহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞানেন শীর্ষ্যতে । ১১০

দহ্ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গদেহশ্চ পৃথিবীপুরঃসরং
ক্ষয় ইত্যাচ্যতে । ১১১

কারণশরীরং নাম ? শরীরদ্বয়হেতুঃ । ১১২

‘লিঙ্গ’শব্দের ব্যুৎপত্তি ।

‘যাহা লীন বিষয়কে অর্থাৎ অবিজ্ঞাপিহিত ব্রহ্মকে জ্ঞাপন করে’ এই
ব্যুৎপত্তি অনুসারে লিঙ্গ শব্দে শরীর বুঝাইয়া থাকে । লীন বিষয়কে
কিরূপে জ্ঞাপন করে ? উত্তর—শ্রবণ, মনন আদি দ্বা জ্ঞাপন
করে । ১০৯

‘শরীর’শব্দের ব্যুৎপত্তি ।

‘যাহা বিশীর্ণ হয়’ এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘শরীর’ বলা হয় । কিরূপে
তাহা বিশীর্ণ হয় ? উত্তর—‘আমি ব্রহ্মস্বরূপ হইতেছি’—এই প্রকার
ব্রহ্মের সহিত আত্মার যে একত্ব জ্ঞান তাহা দ্বারা বিশীর্ণ হয় । ১১০

দহ্, ধাতুর অর্থ ভস্ম করা—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে পৃথিবীর বিনাশ-
পূর্বক লিঙ্গদেহের বিনাশ কথিত হয় । অর্থাৎ লিঙ্গদেহও বিনষ্ট হইবে
কিন্তু হঠাৎ তাহা হয় না । প্রথমে তাহার পার্থিব অংশ নষ্ট হয়, পরে
জলীয় অংশ, তৎপরে তাহার তৈজস ভাগ—এইরূপে সৃষ্টিক্রমের
বিপরীতক্রমে তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । ১১১

১০৯ । লিঙ্গং শরীরম্ = লিঙ্গম্ । কথং.....জ্ঞাপয়তি—ইহাও কলিকাতা সংস্করণে
নাই । ১১০ । ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞানেন = জ্ঞানেন ।

১১১ । কথং ? বাগাস্ত্রাকারেণ পরিণামো বুদ্ধিঃ, তৎসংকোচোনাং জীর্ণতা—ইহা
কলিকাতা সংস্করণে অতিরিক্ত পাঠ ।

অনাভিনির্বচনীয়ং সাভাসং ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞাননিবর্ত্যম্
অজ্ঞানং কারণশরীরম্ ইত্যুচ্যতে । ১১৩

তথা চোক্তং—

অনাভবিজ্ঞাননির্বাচ্য। কারণোপাধিরুচ্যতে ।

উপাধিত্রিতয়াদন্ত্যমাত্মানমবধারয়েৎ ॥ ১১৪

শীর্ষ্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরম্ ইত্যুচ্যতে । কথম্ ইতি
চেৎ ? ব্রহ্মাত্মৈকজ্ঞানেন শীর্ষ্যতে । ১১৫

দহ্—ভাস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কারণশরীরস্ত পৃথিবী-
পুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে । ১১৬

কারণশরীর ।

কারণশরীর কাহাকে বলে ? যাহা দ্বিবিধ শরীরের হেতু । ১১২

অনাদি অনির্বচনীয় চিদাভাসযুক্ত অজ্ঞানরূপ অবিজ্ঞাকে কারণশরীর
বলা হয় । ব্রহ্মের সহিত একাত্মকতা জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহা বিনষ্ট
হয় । ১১৩

কারণশরীরে প্রমাণ ।

সেইরূপই কথিত আছে—অনাদি অনির্বাচ্য অবিজ্ঞাকে কারণো-
পাধি বা কারণশরীর বলা হয় । এই ত্রিবিধ উপাধি হইতে পৃথক্
আত্মা নির্ণয় করা উচিত । ১১৪

যাহা বিশীর্ণ হয় এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে ‘শরীর’ বলা হয় । কিরূপে
তাহা বিশীর্ণ হয় ? ব্রহ্মের সহিত অভিন্নাত্মকতা জ্ঞানে তাহা শীর্ণ
হয় । ১১৫

কারণশরীরের ক্ষয় ।

দহ্, ধাতু ভাস্মীকরণার্থক—এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কারণশরীর
পৃথিবী আদির বিনাশ হইলে বিনষ্ট হয় । ১১৬

১১২ । কিং=কা। যথা বা=এই অংশটা কলিকাতা সংস্করণে নাই ।

১১৩ । অনির্বচনীয়ম্=অনির্বাচ্যম্ । ১১৫ । উচ্যতে কথম্=কথম্ ।

অনুতজড়হুঃখাশ্রকম্ ইতি উক্তম্ । ১১৭

অনুতং নাম ? কালক্রয়েষু অবিद्यমানবস্তু অনুতম্ ইত্যা-
চ্যতে । ১১৮

জড়ং নাম ? স্ববিষয়পরবিষয়জ্ঞানরহিতং বস্তু জড়ম্
ইত্যাচ্যতে । ১১৯

হুঃখং নাম ? অপ্রীতিরূপং বস্তু হুঃখম্ ইত্যাচ্যতে । ১২০ .

সমষ্টিব্যাষ্টাশ্রকম্ ইত্যুক্তম্ । কিং সমষ্টিঃ কিং ব্যাষ্টিঃ ?
যথা বনশ্চ সমষ্টিঃ, যথা বৃক্ষশ্চ ব্যাষ্টিঃ । যথা বা জলাশয়শ্চ
সমষ্টিঃ, জলশ্চ ব্যাষ্টিঃ । তদ্বৎ অনেকশরীরশ্চ সমষ্টিঃ এক-
শরীরশ্চ ব্যাষ্টিঃ । ১২১

অনাশ্রা অনুত, জড় ও হুঃখময় ইহা বলা হইয়াছে । ১১৭

অনুত কাহাকে বলে ।

অনুত কাহাকে বলে ? যে বস্তু কালক্রয়ে বিদ্যমান থাকে না তাহার
নাম অনুত । ১১৮

জড় কাহাকে বলে ।

জড় কাহার নাম ? যে বস্তু নিজের বিষয়ের অথবা পরের বিষয়ের
জ্ঞানরহিত তাহা জড় । ১১৯

হুঃখ কি ।

হুঃখ কাহাকে বলে ? যে বস্তু অপ্রীতিস্বরূপ অর্থাৎ যাহা অন্তঃকরণের
প্রতিকূলবেদনীয় তাহাকে হুঃখ বলে । ১২০

সমষ্টি ও ব্যাষ্টিস্বরূপ ।

সমষ্টি ও ব্যাষ্টিস্বরূপ ইহা বলা হইয়াছে । সমষ্টি কি এবং ব্যাষ্টি কি ?
যেবস্তু বনের সমষ্টি ও বৃক্ষের ব্যাষ্টি । অর্থাৎ বন বৃক্ষসমষ্টিস্বরূপ কিন্তু
বৃক্ষ ব্যাষ্টিস্বরূপ । অথবা যেবস্তু জলাশয়ের সমষ্টি ও জলের ব্যাষ্টি অর্থাৎ

অবস্থাভ্রয়ং নাম ? জাগ্রৎস্বপ্নশুশ্রুতয়ঃ । ১২২

জাগরণং নাম ? ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থোপলব্ধিঃ জাগরণম্ । ১২৩

স্বপ্নো নাম ? জাগরিতসংস্কারজপ্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ । ১২৪

শুশ্রুতির্নাম ? সর্ববিষয়জ্ঞানাভাবঃ । ১২৫

জাগ্রৎস্থূলশরীরাত্মিমানী বিশ্বঃ । স্বপ্নশুশ্রুতশরীরাত্মিমানী
তৈজসঃ, শুশ্রুতিকারণশরীরাত্মিমানী প্রাজ্ঞঃ । ১২৬

কোষপঞ্চকং নাম ? অন্নময়-প্রাণময়-বিজ্ঞানময়ানন্দ-
জলাশয় জল সমষ্টিস্বরূপ কিন্তু জল ব্যষ্টিস্বরূপ, সেইরূপ অনেক শরীর
সমষ্টিস্বরূপ কিন্তু একটি শরীর ব্যষ্টিস্বরূপ । ১২১

অবস্থাভ্রয় কখন ।

জাগ্রৎ স্বপ্ন ও শুশ্রুতি—এই ত্রিবিধ অবস্থা । ১২২

জাগরণ কাহাকে বলে ।

যে সময়ে ইন্দ্রিয় সকলদ্বারা বাহ্যবিষয় উপলব্ধি করা যায়, তাহার
নাম জাগ্রৎ অবস্থা । ১২৩

স্বপ্ন কাহাকে বলে ।

যে সময়ে ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্য অর্থ উপলব্ধ হয় না, অথচ জাগ্রৎকালীন
সংস্কার হইতে বিষয়জ্ঞান হয়, তাহার নাম স্বপ্ন । ১২৪

শুশ্রুতি কাহাকে বলে ।

যে সময়ে সকল বিষয়ের জ্ঞান থাকে না তাহার নাম শুশ্রুতি । ১২৫

জাগ্রৎ আদি অবস্থার অভিমানিনী দেবতা ।

যিনি বিশ্বসংজ্ঞক তিনি জাগ্রৎকালীন স্থূলশরীরাত্মিমানিনী দেবতা ;
বাহ্য নাম তৈজস তিনি স্বপ্নের সূক্ষ্মশরীরাত্মিমানিনী দেবতা এবং
যিনি প্রাজ্ঞ তিনি শুশ্রুতিকালীন কারণশরীরাত্মিমানিনী দেবতা । ১২৬

পঞ্চকোষ ।

কাহার নাম পঞ্চকোষ ? অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও

ময়াখ্যাঃ । অত্র ময়টপ্রত্যয়ো বিকারার্থঃ । (অন্নময়ঃ অন্ন-
বিকারঃ, প্রাণময়ঃ প্রাণবিকারঃ, মনোময়ঃ মনোবিকারঃ—
বিজ্ঞানময়ঃ বিজ্ঞানবিকারঃ, আনন্দময়ঃ আনন্দবিকারঃ) । ১২৭

তথা চ—

পিতৃভুক্তান্নজাদ্ বীৰ্য্যাং জাতোহন্নেনৈব বদ্ধিতে ।

দেহঃ সোহন্নময়ো নাত্মা প্রাক্ চোদ্ধিঃ তদভাবতঃ ॥

পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্তকঃ ।

বায়ুপ্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবজ্জনাং ॥

অহস্তাং মমতাং দেহে গেহাদৌ চ করোতি যঃ ।

কামাত্তবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ ॥

আনন্দময়—এই পৃষ্ঠ কোষ । এখানে বিকার অর্থে ময়ট প্রত্যয়
হইয়াছে । (অর্থাৎ অন্নময় বলিতে অন্নের বিকার, প্রাণময় বলিতে
প্রাণের বিকার, মনোময় বলিতে মনের বিকার, বিজ্ঞানময় বলিতে
বিজ্ঞানের বিকার, আনন্দময় বলিতে আনন্দের বিকার বুঝায়) । ১২৭

আত্মা পঞ্চকোষাতিরিক্ত ।

পিতা যে অন্নভোজন করেন তাহা বীৰ্য্যরূপে পরিণত হয়, সেই
বীৰ্য্য হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্য অন্নের দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হইতে
থাকে । এই জন্ম মনুষ্যের এই দেহ অন্নময়, কিন্তু আত্মা অন্নময় নহে
যে হেতু পূর্বে ও পরে ইহা ছিল না ।

সমস্ত দেহ মধ্যে পরিপূর্ণ যে বস্তু বল প্রদান করিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে
প্রবর্তিত করায় সেই বায়ু প্রাণময়, কিন্তু উহা আত্মা নহে ; যে হেতু
উহার চৈতন্য নাই ।

যে বস্তু কাম আদি অবস্থায় ভ্রান্ত হইয়া দেহ ও গেহ আদিতে

১২৭ । মধ্যে বন্ধনীয় অন্তর্গত অংশ কলিকাতা সংস্করণে অতিরিক্ত । ১২৮ । এই
শ্লোকগুলি কলিকাতা সংস্করণে নাই ।

লীন। সুশ্রো বপূর্বোধে ব্যাপ্তুয়াদানথাগ্রগা ।

চিচ্ছায়োপেতধীনীয়া বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥

কাচিদন্তমুখা বৃত্তিরানন্দপ্রতিবিশ্বভাক্ ।

পুণ্যভোগে ভোগশাস্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে ॥

দেহাদভ্যন্তরং প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং পুনঃ (?) (মনঃ) ।

ততঃ কৰ্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা ॥১২৮

অন্নময়কোষঃ নাম ? স্থূলশরীরম্ । মাতাপিতৃভ্যাম্ অন্ন-
ভূক্তে সতি শুক্রশোণিতাকারেণ পরিণতং তয়োঃ সংযোগাদেব
দেহাকারেণ পরিণমতে । কোষবৎ আচ্ছাদকত্বাৎ কোষ

অহংতা মমতা (আমি আমার ভাব) কবিয়া থাকে, সেই মনোময়
পদার্থ আত্মা নহে ।

যাহা সুষ্প্তিকালে লীন থাকে, কিন্তু দেহের বোধ জন্মাইলে (অর্থাৎ
জাগ্রৎকালে) নথাগ্র পর্যন্ত দেহ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেই চিতিচ্ছায়াপন্ন
বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ বুদ্ধি আত্মা নহে ।

পুণ্যসংস্রাগবশতঃ ভোগ নিবৃত্ত হইলে আনন্দপ্রতিবিশ্বযুক্ত কোনও
একটা অন্তর্মুখী বৃত্তি নিদ্রারূপে লীন থাকে । (তাহা আনন্দময় কোষ,
উহাও আত্মা নহে)

দেহের মধ্যে প্রাণ স্থিত, প্রাণের মনো মন স্থিত এবং তাহার মধ্যে
কৰ্ত্তা ও তাহার মধ্যে ভোক্তা বিদ্যমান ; এই সেই গুহাপরম্পরা ১২৮

অন্নময় কোষ ।

অন্নময়কোষ স্থূলশরীরকে । পিতামাতা অন্নভোজন করিলে তাহা
শুক্র ও শোণিত আকারে পরিণত হয় । অনন্তর তাহাদের সংযোগেই

১২৯ । স্থূলশরীরম্ অন্নময়কোষঃ—এইরূপ পাঠ পুণ্যসংস্করণে ছিল । পরিণমতে
পরিণতেন । (ইতি ব্যাপ্ত্য)—এই অংশ কলিকাতাসম্বত পাঠ ।

ইত্যাচ্যতে । অন্নবিকারেষু সতি আত্মানং আচ্ছাদয়তি ॥১২৯

কথম্ অপরিচ্ছিন্নং আত্মানং পরিচ্ছিন্নং ইব, জন্মাদি-
ষড়্ভাববিকাররহিতং আত্মানং জন্মাদিষড়্ভাববস্তুমিব তাপ-
ত্রয়রহিতং আত্মানং তাপত্রয়বস্তুং ইব আচ্ছাদয়তি ॥১৩০

যথা কোষঃ খড়্গং আচ্ছাদয়তি, যথা তুষস্তণ্ডুলং আচ্ছা-
দয়তি, যথা বা গৰ্ভং জরায়ুঃ আবরয়তি তথা ॥১৩১

প্রাণময়কোষো নাম? কশ্মেষ্ট্রিয়াণি পঞ্চ, প্রাণাদিবায়বঃ
পঞ্চ । এতৎ সৰ্ব্বং মিলিতং সৎ প্রাণময়কোষ ইত্যাচ্যতে ।
প্রাণবিকারে সতি বক্তৃৎসাদিরহিতং আত্মানং বক্তারমিব,
দানাদিরহিতং আত্মানং দাতারমিব, গমনাদিরহিতং
দেহরূপে পরিণতং হয় । যে তেতু উঃ কোষ বা আবরণের দ্বায়
আচ্ছাদক এইজন্য উহাকে কোষ বলা হয় । অন্নের বিকার হইয়া
উঃ আত্মাকে আচ্ছাদিত করে : এই জন্য উঃ অন্নময়কোষ ॥১২৯

অপরিচ্ছিন্ন আত্মা কিরূপে আচ্ছাদিত হয় ।

উক্তকোষ অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে পরিচ্ছিন্নের দ্বায়, জন্ম আদি
ষড়্ভাব বিকারবর্জিত আত্মাকে জন্মাদিভাবযুক্তের দ্বায়, তাপত্রয়রহিত
আত্মাকে তাপত্রয়যুক্তের দ্বায় কিরূপে আচ্ছাদিত করে ॥১৩০

কোষ যেরূপ খড়্গকে আচ্ছাদিত করে, তুষ যেমন তণ্ডুলকে
আচ্ছাদিত করে, কিংবা জরায়ু যেরূপ গৰ্ভকে আবৃত করে, সেইরূপ ॥১৩১

প্রাণময়কোষ ।

প্রাণময়কোষ—পঞ্চ কশ্মেষ্ট্রিয় ও প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু । এই সকল
মিলিত হইয়া প্রাণময়কোষ নামে কথিত হয় । তাহা প্রাণের বিকার ;
তাহা বক্তৃৎসরহিত আত্মাকে বক্তার দ্বায়, দানাদিরহিত আত্মাকে
১২৯ । ইত্যাচ্যতে । = ইত্যাচ্যতে । ইতিবাৎপত্ত্যা । ১৩১ । তথা—তথা আত্মানং আবরয়তি ।

আত্মানং গন্তারম্ ইব, ক্ষুৎপিপাসারহিতম্ আত্মানং ক্ষুৎ-
পিপাসাবন্তম্ ইব আবরয়তি । ১৩২

মনোময়কোষো নাম ? জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ মনশ্চ ; এতৎ
সর্বং মিলিত্বা মনোময়কোষ ইত্যাচ্যতে । কথং ? মনো-
বিকারে সতি সংশয়াদিরহিতম্ আত্মানং সংশয়বন্তম্ ইব,
শোকমোহাদিরহিতম্ আত্মানং শোকমোহাদিবন্তমিব,
দর্শনাদিরহিতম্ আত্মানং দর্শনাদিবন্তমিব আবরয়তি । ১৩৩

বিজ্ঞানময়কোষো নাম ? জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি পঞ্চ বুদ্ধিশ্চ ; এতৎ
সর্বং মিলিত্বা বিজ্ঞানময়কোষ ইত্যাচ্যতে । কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্য-
ভিমানেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যাবহারিকঃ জীব
ইত্যাচ্যতে । বিজ্ঞানবিকারে সতি অকর্তারম্ আত্মানং
দাতার হ্রায়, গমনাদিরহিত আত্মাকে গমনকর্তার হ্রায় এবং ক্ষুৎপিপাসা-
রহিত আত্মাকে ক্ষুধা ও পিপাসাযুক্তের হ্রায় আবৃত করে । ১৩২

মনোময়কোষ ।

মনোময়কোষ—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন । ইহারা মিলিয়া মনোময়-
কোষ নামে কথিত হয় । তাহা কিরূপ ? তাহা মনের বিকার এবং তাহা
সংশয়রহিত আত্মাকে সংশয়যুক্তের হ্রায়, শোকমোহাদিবর্জিত আত্মাকে
শোকমোহাদিগ্রন্থের হ্রায়, দর্শনাদিহীন আত্মাকে দর্শনাদিযুক্তের হ্রায়
আবৃত করে । ১৩৩

বিজ্ঞানময়কোষ ।

বিজ্ঞানময়কোষ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি ইহারা সকলে মিলিত
হইয়া বিজ্ঞানময়কোষ নামে কথিত হয় । ইহাই কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি
অভিমানবশতঃ ইহলোক ও পরলোকগামী ব্যাবহারিক জীব বলিয়া
১৩২ । আশাদিবারবঃ—বারবঃ । দানাদি—দাতৃত্বাদি । ১৩৩ । দর্শনাদিবন্তম্—অষ্টারম্ ।

কর্তারম্ ইব, অবিজ্ঞাতারম্ আত্মানং বিজ্ঞাতারম্ ইব, নিশ্চয়-
রহিতম্ আত্মানং নিশ্চয়বস্তুম্ ইব, জাড্যাদিরহিতম্ আত্মানং
জাড্যাদিবস্তুম্ ইব আবরম্বতি । ১৩৪

আনন্দময়কোষো নাম ? প্রিয়মোদপ্রমোদবৃত্তিমং অজ্ঞান-
প্রধানম্ অন্তঃকরণম্ আনন্দময়কোষ ইত্যুচ্যতে । কথং ?
প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতম্ আত্মানং প্রিয়মোদপ্রমোদবস্তুমিব,
অভোক্তারমাত্মানং ভোক্তারমিব, পরিচ্ছিন্নসুখরহিতমাত্মানং
পরিচ্ছিন্নসুখবস্তুমিব আচ্ছাদয়তি । ১৩৫

ইষ্টপুত্রাদিদর্শনজং প্রিয়ং, প্রিয়লাভনিমিত্তো হর্ষো মোদঃ,
স এব চ প্রকৃষ্টো হর্ষঃ প্রমোদঃ । ১৩৬

কথিত হয় । ইহা বিজ্ঞানের বিকার এবং ইহা অকর্তা আত্মাকে কর্তার গায়,
অবিজ্ঞাতা আত্মাকে বিজ্ঞাতার গায়, নিশ্চয়রহিত আত্মাকে নিশ্চয়বস্তুর
গায়, জাড্যাদিরহিত আত্মাকে জাড্যাদিবস্তুর গায় আবৃত করে । ১৩৪

আনন্দময়কোষ ।

আনন্দময়কোষ—প্রিয়, মোদ ও প্রমোদবৃত্তিবৃত্ত অজ্ঞানপ্রধান
অন্তঃকরণ আনন্দময়কোষ বলিয়া কথিত হয় । তাহা কিরূপে হয় ?
তাহা প্রিয়, মোদ ও প্রমোদরহিত আত্মাকে প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ-
বস্তুর গায়, অভোক্তা আত্মাকে ভোক্তার গায় এবং পরিচ্ছিন্ন সুখরহিত
আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন সুখবস্তুর গায় আচ্ছাদিত করে । ১৩৫

প্রিয়, মোদ ও প্রমোদ কাহাকে বলে ।

ইষ্ট পুত্রাদিদর্শন করিলে যে সুখ হয় তাহার নাম প্রিয় ; প্রিয়বস্তু
লাভ করিলে যে আনন্দ হয় তাহার নাম মোদ, এবং সেই আনন্দই
প্রকর্ষপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে প্রমোদ বলে । ১৩৬

এতেষু কোষেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়ো জ্ঞানশক্তিমান্ কর্তৃ-
রূপঃ, মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপঃ, প্রাণময়ঃ ক্রিয়া-
শক্তিমান্ কার্যরূপঃ । ১৩৭

তত্র হেতুর্ন আহ যোগ্যত্বাৎ এবম্ এতেষাং বিভাগ ইতি
বর্ণয়ন্তি । এতৎ কোষত্রয়ং মিলিতং সূক্ষ্মশরীরম্ ইত্যাচ্যতে ।
সমষ্টি-ব্যাপ্তি শাস্ত্রান্তরাদ্ বিশেষতো জ্ঞেয়ে । ১৩৮

শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বম্ উচ্যতে । কথম্ ? সত্যস্বরূপঃ অসত্য-
স্বরূপো ন ভবতি । অসত্যস্বরূপঃ সত্যস্বরূপো ন ভবতি ।
জ্ঞানস্বরূপো জড়স্বরূপো ন ভবতি, জড়স্বরূপো জ্ঞানস্বরূপো
ন ভবতি । এবং সুখস্বরূপো দুঃখস্বরূপো ন ভবতি, দুঃখস্বরূপঃ
সুখস্বরূপো ন ভবতি । ১৩৯

পঞ্চকোষের বিশেষ বিবরণ ।

এই সকল কোষের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট ও কর্তৃ-
স্বরূপ, মনোময়কোষ ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট ও করণস্বরূপ এবং প্রাণময়কোষ
ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট ও কার্যস্বরূপ । ১৩৭

পঞ্চকোষ বিভাগের কারণ ।

তাহাতে হেতু বলা হয় যোগ্যতা । এইরূপে ইহাদের বিভাগ বর্ণিত
হয় । এই ত্রিবিধ কোষ মিলিত হইয়া সূক্ষ্মশরীর নামে অভিহিত হয় ; সমষ্টি
ও ব্যাপ্তির বিশেষ বিবরণ অপর শাস্ত্র হইতে জানিতে হইবে । ১৩৮

শরীরত্রয় বিলক্ষণত্ব ।

ইদানীং শরীরত্রয়ের বিলক্ষণতা কথিত হইতেছে । তাহা কিরূপ ?
যাহা সত্যস্বরূপ তাহা অসত্যস্বরূপ হয় না এবং যাহা অসত্যস্বরূপ তাহা
সত্যস্বরূপ হয় না । যাহা জ্ঞানস্বরূপ তাহা জড়স্বরূপ হয় না এবং যাহা

এবং শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বম্ উক্তম্ । অবস্থাত্রয়সাক্ষিক্যম্ উচ্যতে । কথম্ ? জাগ্রদবস্থাজাতা, জাগ্রদবস্থা ভবতি, জাগ্রদবস্থা ভবিষ্যতি । স্বপ্নাবস্থা জাতা, স্বপ্নাবস্থা ভবতি স্বপ্নাবস্থা ভবিষ্যতি । সুষুপ্ত্যবস্থা জাতা, সুষুপ্ত্যবস্থা ভবতি, সুষুপ্ত্যবস্থা ভবিষ্যতি এবং অবস্থাত্রয়ম্ অবিকারিতয়া জানাতি । ১৪০

অত আত্মানঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বং দৃষ্টান্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি । মমেয়ং গোঃ, মমাং বৎসঃ, মমাং কুমারঃ, মমেয়ং কুমারী, মমেয়ং স্ত্রী, এবমাদিপদার্থনান্ পুরুষো ন ভবতি ; তেভ্যো বিলক্ষণঃ । তথা মম অন্নময়কোষঃ, মম জড়স্বরূপ তাহা জ্ঞানস্বরূপ হয় না । এইরূপে বাহ্য স্থলস্বরূপ তাহা দুঃখস্বরূপ হয় না এবং বাহ্য দুঃখস্বরূপ তাহা স্থলস্বরূপ হয় না । ১৩৯

অবস্থাত্রয়বিলক্ষণত্ব কথন ।

এইরূপে শরীরত্রয়বিলক্ষণতা বলিয়া অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিক্য বলা বাই-তেছে । তাহা কিরূপ ? জাগ্রদবস্থা হইয়াছে, জাগ্রদবস্থা হইতেছে এবং জাগ্রদবস্থা হইবে । স্বপ্নাবস্থা হইয়াছে, স্বপ্নাবস্থা হইতেছে ও স্বপ্নাবস্থা হইবে । সুষুপ্তি অবস্থা হইয়াছে, সুষুপ্তি অবস্থা হইতেছে ও সুষুপ্তি অবস্থা হইবে—এই অবস্থা তিনটিকে আত্মা অবিকারী থাকিয়া জানিয়া থাকে । ১৪০

আত্মার পঞ্চকোষবিলক্ষণত্ব ।

অতএব দৃষ্টান্তদ্বারা আত্মার পঞ্চকোষবিলক্ষণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন । পুরুষ—“আমার এই গরু, আমার এই বৎস, আমার এই পুত্র, আমার এই কন্যা এবং আমার এই স্ত্রী”—ইত্যাদিপ্রকার পদার্থযুক্ত হয় না । কিন্তু তাহা হইতে বিলক্ষণত হয় । সেইরূপ আমার অন্নময়কোষ,

১৩৯ । এবং স্থলস্বরূপোঃ স্থলস্বরূপো ।

১৪১ । অতঃ—অথ । বিলক্ষণত্বং=বিলক্ষণত্বম্ উচ্যতে । পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বম্ আত্মানঃ কথম্ ।.....পুরুষো ন ভবতি তেভ্যো বিলক্ষণঃ=পুরুষো ন ভবতি ।

প্রাণাময়কোষঃ, মম মনোময়কোষঃ মম বিজ্ঞানময়কোষঃ, মম আনন্দময়কোষঃ এবং পঞ্চকোষবান্' আত্মা ন ভবতি ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী ৷১৪১

‘অশঙ্কমস্পর্শমরূপমবায়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥

ইত্যাদি শ্রুতেঃ ৷১৪২

ইদানীম্ আত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বম্ উচ্যতে ।

সদ্রূপত্বং নাম ? কেনাপি অবাধ্যমানত্বেন কালত্রয়েহপি *
একরূপেণ বিদ্যমানত্বম্ উচ্যতে ৷১৪৩

চিহ্নরূপত্বং নাম ? সাধনাস্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ংপ্রকাশ-
মানঃ সন্ স্বশ্বিন্ আরোপিতসর্বপদার্থাবভাসকবস্তৃত্বং চিহ্ন-
রূপত্বম্ উচ্যতে ৷১৪৪

আমার প্রাণময়কোষ, আমার মনোময়কোষ, আমার বিজ্ঞানময়কোষ
এবং আমার আনন্দময়কোষ—এইরূপে পঞ্চকোষযুক্ত আত্মা নহে ।
আত্মা যে সকল হৃতে বিলক্ষণ সাক্ষিস্বরূপ (দ্রষ্টা) ৷১৪৫

আত্মার সর্ববিলক্ষণত্বে প্রমাণ ।

যিনি গন্ধরহিত, স্পর্শরহিত, রূপরহিত, ক্ষয়রহিত ও রসরহিত,
যিনি নিত্য ও গন্ধহীন, যিনি অনাদি ও অনন্ত এবং যিনি মহৎ হইতেও
শ্রেষ্ঠ ও ধ্রুব, তাঁহাকে দর্শন করিয়া লোক মৃত্যুকবল হইতে মুক্ত হয়—
ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও আত্মার সর্ববিলক্ষণত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় ৷১৪৬

আত্মার সদ্রূপত্ব ।

একণে আত্মার সংস্বরূপত্ব বলা যাইতেছে । কোনরূপেও বাধিত না
হইয়া তিনকালেই একরূপে বিদ্যমান তত্বই সদ্রূপত্ব বলা হয় ৷১৪৭

১৪৩ । ইদানীম্—উচ্যতে = তদ্ব্যং আত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বম্ উক্তম্ ।

১৪৪ । প্রকাশমানঃ সন্ = প্রকাশমানঃ স্বশ্বিন্ । উচ্যতে = ইত্যাচ্যতে ।

আনন্দস্বরূপং নাম ? পরমপ্রেমাস্পদঃ নিত্যনিরতি-
শয়ত্বম্ আনন্দত্বম্ ইত্যুচ্যতে । ১৪৫

“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, রীতির্দাতুঃ পরায়ণম্” ইতি শ্রুতেঃ । ১৪৬

এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবং ব্রহ্মাহমস্মীতি সংশয়া-
সম্ভাবনাবিপরীতভাবনারাহিত্যেন যন্তু জানাতি স জীবমুক্তো
ভবতি ইতি । ১৪৭

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-

শিষ্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য-বিরচিতঃ আত্মানাত্মবিবেকঃ ।

চিহ্নপত্র কাহাকে বলে ।

চিহ্নপত্র—অন্য সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া নিজের
উপর কল্পিত সমস্ত পদার্থের অবভাসকত্বকে নাম চিহ্নপত্র বলা হয় । ১৪৪

আনন্দস্বরূপ কাহাকে বলে ?

আনন্দস্বরূপ কাহাকে বলে ? যাহা পরম প্রিয়তার ভাজনস্বরূপ ও
যাহা নিত্য নিরতিশয়স্বরূপ তাহাকে আনন্দত্ব বলা হয় । ১৪৫

আনন্দস্বরূপে প্রমাণ ।

ব্রহ্ম নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ এবং তিনি ধনদানকারীর
চরমগতি—ইহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে । ১৪৬

জীবমুক্তের স্বরূপ ।

এইরূপে আমি নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব ব্রহ্মস্বরূপ—যিনি ইহা সংশয়
অসম্ভাবনা ও বিপর্য্যাসশূন্য হইয়া জানেন তিনি জীবমুক্ত হন । ১৪৭

শ্রীমৎপূজ্যপাদপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান-শ্রীশঙ্কর-বিরচিত

আত্মানাত্মবিবেকের বক্তৃত্ত্ববাদ সমাপ্ত ।

শাক্তব্রহ্মবলী

(উপদেশপ্রকরণ – দ্বিতীয় ভাগ ।)

-----o:*o-----

পঞ্চীকরণম্ ।

(৪)

---o:*o---

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক

সম্পাদিত

নিবেদন ।

শাক্তগ্রন্থরত্নাবলী উপদেশপ্রকরণ, দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত চতুর্থ গ্রন্থরূপে এই পঞ্চীকরণ গ্রন্থ থানি প্রকাশিত হইল। এ পর্য্যন্ত এই গ্রন্থ থানি বঙ্গভাষায় কেন, বোধ হয়, কোন ভাষাতেই প্রকাশিত হয় নাই।

ইহাতে চারি বেদের অন্তর্গত চারিটি মহাবাক্য এবং প্রণব অবলম্বনে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যচিন্তার দ্বারা সমাধিসাধনের উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। আর এই ঐক্যচিন্তা যে জগৎপ্রপঞ্চকে পরিত্যাগ করিয়া, তাহা নহে। কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চের মূল কারণ হইতে এই পরিদৃশ্যমান স্থূল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও তাহাদের স্বরূপ এবং নিজেদের সহিত সেই ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যচিন্তাও সেই সঙ্গে কিরূপে করিতে হইবে, তাহাও উপদিষ্ট হইয়াছে। যথাসম্ভব স্বল্পকথায় ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের পক্ষে এই গ্রন্থখানি যেরূপ সম্পূর্ণ একরূপ আর কোন গ্রন্থ আচার্য্যের নাই। এই গ্রন্থের এতাদৃশ গুরুত্ব ও উপযোগিতা দেখিয়াই আচার্য্যের প্রধানশিষ্য মহামতি স্বরেশ্বরচাৰ্য্য ইহার উপর বার্ত্তিক রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ স্বরেশ্বরেরই শিষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ নাম না দিয়া আনন্দগিরির পর এই বার্ত্তিকের উপর বার্ত্তিকাভরণ নামে একটি উপাদেয় টীকা রচনা করিয়াছেন। এই সঙ্গে তাহাও প্রদত্ত হইল। কেবল তাহাই নহে, আচার্য্যের সর্বগ্রন্থের টীকাকার মহামতি আনন্দজ্ঞান বা আনন্দগিরি পৃথগ্ ভাবে এই পঞ্চীকরণের “পঞ্চীকরণবিবরণ” নামে একটি টীকা রচনা করিয়াছেন, এবং সেই বিবরণ টীকার উপর শ্রীরাম তীর্থস্বামী “বিবরণতত্ত্বচন্দ্রিকা” নামে একটি অতি উপাদেয় টীকা রচনা করিয়াছেন। এই সংস্করণে এই উভয় টীকাও প্রদত্ত হইল।

এই গ্রন্থের প্রথমার্শে তাৎপর্য সহ মূল মাত্তের অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। তৎপরে দ্বিতীয় অংশে বার্তিকের অনুবাদ টীকাসহ প্রদত্ত হইয়াছে। এই উভয় অনুবাদকার্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ (পঞ্চতীর্থ) মহাশয় করিয়াছেন। ইহার পর তৃতীয় অংশে আনন্দজ্ঞানের টীকা। তাহার অনুবাদ এবং তাহার টীকাটি পূর্ণগ্ ভাবে মুদ্রিত করা হইয়াছে। আনন্দজ্ঞানের টীকার অনুবাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় করিয়াছেন।

এই সকল অনুবাদ সহ এই গ্রন্থ থানি পাঠ করিতে পারিলে আনন্দবাদসম্বন্ধে ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের প্রকৃত রহস্য জানিতে পারা যাইবে। যথাসম্ভব স্বল্প কথায় অতিস্পষ্ট করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় ইহাতে ঘেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার আর তুলনা হয় না। বলা বহুলা, এই ভগ্নই ইহাব অধিকারীও যে যাবপর নাট উচ্চ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃত অধিকারীর পক্ষে এই গ্রন্থ অতি অমূল্য কণ্ঠহার, আর এই ভগ্নই সুরেশ্বরচাৰ্য্য ইহার বার্তিক রচনা করিয়াছেন। সুরেশ্বরচাৰ্য্য আচাৰ্য্য শব্দের স্বরচিত উপদেশ গ্রন্থেব মধ্যে এই একমাত্র গ্রন্থেরই বার্তিক রচনা করিয়াছেন।

বিনীত।

শ্রীরাধেন্দ্রনাথ বোষ

সম্পাদক।

সভাপত্র :

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পক্ষীকরণমূল্য ...	১-৫	ত্রিবিধ শরীর ...	২৯
গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা ...	১	বিরাট ও বিষকে অভিন্ন দর্শন
ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিবর্ণন	জ্ঞানেন্দ্রিয় ...	৩৬
পক্ষীকরণ ও মায়ার স্বরূপদর্শন	কর্ণেন্দ্রিয়
ওঁকারের অকারেব মধ্যে ভাবনার		অস্ত্রঃকরণ বিভাগ
বিষয় ...	১	পৃষ্ঠপ্রাণ ...	৩১
ওঁকারের উকারেব মধ্যে ভাবনা		অষ্ট পুরী
বিষয়	সুশ্লশরীর মায়াকার্য্য ...	৩৩
ওঁকারের সকারেব মধ্যে ভাবনার		স্বপ্ন লক্ষণ
বিষয় ...	৩	তৈজস লক্ষণ
অহম্ মায়ার ভাবনা ও সমাধি	৪	হিরণ্যগর্ভ লক্ষণ ...	৩৪
পক্ষীকরণবার্ত্তিকম্ ৬-৫২		তৈজসকে হিরণ্যগর্ভরূপে ধ্যান
চিন্তাসমাধান প্রকার ...	৬	স্থূল ও সুশ্লশরীরেব কারণ অজ্ঞান
ব্রহ্মের জগদ্রূপাদানত্ব ...	৮	অব্যক্ত, অব্যাকৃত ...	৩৫
পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি ...	১০	অজ্ঞান সদসদভিন্ন
হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি ...	১১	কারণ শরীর
বিরাট ও বিষেব উৎপত্তি	অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ...	৩৬
তাৎপর্য্য ঐ ...	১২	নৈমায়িকমতে সদসদভিন্নত্ব
পক্ষীকরণ প্রকার ...	১৫	সদসদরূপত্ব বিকল্প
তাৎপর্য্য—বাচস্পতিমতে		অজ্ঞান ভিন্নাভিন্নভিন্ন ...	৩৭
ত্রিভুৎকরণের বৈদিকত্ব ...	১৬	.. সাবরবনিরবরবভিন্ন
পক্ষীকরণের বৈদিকত্ব ...	১৭	অজ্ঞান জ্ঞাননাশ ...	৩৮
বিরাট আশ্রয় স্থূলশরীর ...	২০	সুসৃষ্টি অবস্থা
জাগ্রৎ অবস্থার লক্ষণ	প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বর
ব্রহ্মের অধ্যাত্মাদি ভেদ অবাস্তব	২১	বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞভেদ অবাস্তব
ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক দেবতা ..	২২	বিষাদি ওঁকারস্বরূপ ...	৪০
জাগ্রৎ অবস্থার লক্ষণ	ওঁকারের মধ্যে বিষাদির ভাবনা	৪১
ইন্দ্রিয় ও বিষয়াদি অনুসারে		সমাধির প্রাক্কালে চিন্তা
অধ্যাত্মাদি বিভাগ ...	২৩	সমাধির অন্ত বিষাদির বিলয়-	
তাৎপর্য্য—দেবভাগ্যের প্রবর্ত্তকতার		প্রক্রিয়া ...	৪২
জ্ঞান ও বৈশেষিক মতবিচার	২৮	সম্প্রজাত সমাধি ...	৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অসংজ্ঞাত সমাধি	...	বিরাট শরীরে অভিমানের সম্ভাবনা	৭১
আত্মদর্শনের উপায়	...	অকারার্থমধ্যে ভেদশকার নিরাস	৭৩
সমাধির আবশ্যিকতা	...	উকারস্বরূপ নিরূপণ	...
আত্মসাক্ষ্যকারের ফল	...	লিঙ্গশরীর ভৌতিক. আহংকারিক	...
জীবমুক্তি ও জগদর্শন	...	নহে	৭৫
জীবমুক্তের ব্যবহার	...	হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ. তাহাও উপাধি	...
বদ্ধ ও জ্ঞানীর ভেদ	...	হিরণ্যগর্ভের ভোগাত্মক	...
বিধানের জগদর্শন বিখ্যাজ্ঞান- পূর্বক	...	স্বপ্নাবস্থায়	৭৬
প্রারম্ভনাশে শরীরনাশ	...	স্বপ্ন—জাগরিতসংস্কারজন্ত	৭৭
জীবমুক্তের বিদেহকৈবল্য	...	তৈজস নামের ব্যুৎপত্তি	...
ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী	...	সূক্ষ্মশরীরের অপারমার্শিকত্ব	৭৮
জ্ঞানসাধন ২০ প্রকার	...	অজ্ঞানের কার্যসম্ভাবনা	৭৯
পক্ষীকরণের রূপ কর্তব্য	...	অজ্ঞানের স্বরূপপরিচয়	৮০
পক্ষীকরণ বিবরণ	৫৩	অজ্ঞান সং নহে, অসং নহে	৮২
মঙ্গলাচরণ	...	অজ্ঞান সদসংও নহে	৮৪
ঠাকারের স্বরূপনির্ণয়পূর্বক তত্ত্ব- জ্ঞানোপদেশের জন্ত অধ্যাবোপ	...	অজ্ঞান সং, অসং, সদসং- ভিন্নও নহে	৮৫
অপবাদ জ্ঞান স্থলস্থিতিবর্ণন	৫৫	ভেদটী কাহারও ধর্ম বা	...
সূক্ষ্মভূতপঞ্চকের উপপত্তি ও স্থলতাপ্রাপ্তি	...	স্বরূপ নহে	...
পক্ষীকরণের প্রকার ও স্থল-	৫৯	অজ্ঞান ভেদ বা অভেদ	...
ভূতের নামকরণ	...	স্বরূপও নহে	৮৬
পক্ষীকরণ প্রতিসম্মত	...	অজ্ঞান ভিন্নাভিন্নস্বরূপও নহে	৮৭
পক্ষীকরণের প্রোতক্ষে আপত্তি ও তাহার নিরাস	...	অজ্ঞান সাবয়বনিরবয়ব ও	...
পক্ষীকরণ সিদ্ধিতে বুদ্ধি	...	উভয়স্বরূপও নহে	...
সূক্ষ্মভূতপঞ্চকের কার্য	...	অনির্বচনীয়ের লক্ষণ	৮৯
বিরাটস্বরূপের আধ্যাত্মিকাদি	...	জ্ঞানকর্মের সমুচ্চর অসম্ভব	৯০
বিভাগ নাই	...	অনির্বচনীয় বস্তুর আধ্যাত্মিক অবস্থা	৯২
বিরাটস্বরূপে প্রত্যক	...	বুদ্ধির কারণরূপেই অবস্থায় কি ?	৯৩
আত্মা জ্ঞেয় নহে	...	প্রাকজ্ঞানের অর্থ	৯৪
জাগ্রতের লক্ষণ	...	অকার উকার ও মকারস্বরূপে	...
জাগ্রতলক্ষণবটকপদের ব্যাখ্যাসি	৭০	অতির প্রমাণ	৯৫
		অকারাদির বিষয় পৃথক হইলে	...
		অবৈতসিদ্ধিতে শব্দ ও	...
		সমাধান	...

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
অপবাদ প্রক্রিয়া ...	৯৬	ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ	
লয় ক্রম ...	৯৭	স্বরূপবাক্যের অর্থ ...	১০৫
প্রত্যক আত্মনিরূপণ ...	৯৯	ব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া পুরুষার্থ	১০৬
অনাস্তি নির্ণয়ে অনুমান ...	১০০	জীবব্রহ্মের ঐক্য ...	১০৭
আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব ...	১০২	জীবব্রহ্মের ঐক্যসাধক সম্প্রজ্ঞাত-	
ব্রহ্ম—নিত্য অজ শাশ্বত ও পূর্ণাণ	১০৩	সমাধি ...	১০৮
কায্য ও কারণপদার্থের সহিত		অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ...	১১০
ব্রহ্মের ঐক্য বা তাদাত্মা নাই	১০৪	জীবব্রহ্মের ঐক্যবোধক শ্রুতি ...	১১১
ঐক্য ও তাদাত্ম্যের মধ্যে প্রভেদ	..	ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি	১১২
গ্রন্থশেষে মঙ্গলাচরণ	...	১১৪ পৃষ্ঠা।	



শাক্তর গ্রন্থরত্নাবলী ।

পঞ্চীকরণম্ । (৪)

। অথাৎ: পরমহংসানাং সমাধিবিধিং ব্যাখ্যান্তামঃ ।১॥
সচ্ছন্দবাচ্যম্ অবিশ্বাশবলং ব্রহ্ম ।২॥ ব্রহ্মণোহব্যক্তম্ ।৩॥
অব্যক্তাৎ মহৎ ।৪॥ মহতৌহঙ্কারঃ ।৫॥ অহঙ্কারাৎ পঞ্চ-
তন্মাত্রাণি ।৬॥ পঞ্চতন্মাত্রৈভ্যঃ পঞ্চমহাভূতানি ।৭॥ পঞ্চমহা-
ভূতেভ্যোহখিলং জগৎ ।৮॥ পঞ্চানাং ভূতানামেকৈকং দ্বিধা
বিভজ্য স্বর্ক্ভাগং বিহায় অর্ক্ভাগং চতুধ । বিভজ্য ইত্যনেষু

গ্রন্থারম্ভে প্রতিজ্ঞা ।

[অনন্তর তত্ত্বজ্ঞানে উপযোগিতাহেতু পরমহংসসন্ন্যাসিগণের অখণ্ড-
ব্রহ্মাকারবৃত্তিরূপ সমাধিবিধির ব্যাখ্যা করিব । (১)

ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি বর্ণন ।

অবিশ্বাশবল অর্থাৎ অবিশ্বাস যাহার উপাধি একরূপ ব্রহ্ম ‘সৎ’ এই
শব্দের বাচ্যার্থ ।(২) ব্রহ্ম হইতে অব্যক্ত উৎপন্ন হইয়াছে ।(৩) অব্যক্ত
হইতে মহৎতত্ত্ব ।(৪) মহৎ হইতে অহঙ্কার ।(৫) অহঙ্কার হইতে
পঞ্চতন্মাত্র ।(৬) পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত ।(৭) পঞ্চমহাভূত হইতে
সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ।(৮)

পঞ্চীকরণ ও সারার স্বরূপ দর্শন ।

পঞ্চভূতের এক একটা ভূতকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া অর্ক্ভাগ
ত্যাগ করিয়া আর অর্ক্ভাগ চারিভাগে বিভক্ত করিয়া (স্বব্যতিরিক্ত)

যোজিতে পক্ষীকরণং মায়ারূপদর্শনম্ অধ্যারোপাপ-
বাদাত্ম্যং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে ।৯।]*

ওঁ পক্ষীকৃতপঞ্চমহাভূতানি তৎকার্য্যং চ সৰ্ব্বং বিরাদ্-
ইত্যুচ্যতে ।১০॥ এতৎস্থলশরীরমাত্মনঃ ।১১॥ ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থো-
পলক্ষির্জাগরিতম্ ।১২॥ তদুভয়াভিমানী আত্মা বিশ্বঃ ।১৩॥
এতৎক্রয়ম্ অকারঃ ।১৪॥

অপক্ষীকৃতপঞ্চমহাভূতানি পঞ্চভগ্নাত্মাণি, তৎকার্য্যং চ
পঞ্চ প্রাণাঃ, দশেন্দ্রিয়াণি, মনো বুদ্ধিস্চেতি সপ্তদশকং
লিঙ্গং ভৌতিকং হিরণ্যগর্ভ ইত্যুচ্যতে ।১৫॥

অত্র চারিভাগে সংযোজিত করিলে পক্ষীকরণ হয় । ইহাই হইতেছে
মায়াস্বরূপের দর্শন বা জ্ঞান । ইহা অধ্যারোপ ও অপবাদের দ্বারা সংক্ষেপে
বর্ণিত হইতেছে । অথবা যাহাতে নায়ায় স্বরূপের উপলক্ষি হয়, এইরূপ
প্রপঞ্চরহিত ব্রহ্ম অধ্যারোপ ও অপবাদের দ্বারা বর্ণিত হইতেছে ।(৯)]

ওঁকারের অকারের মধ্যে ভাবনার বিষয় ।

পক্ষীকৃত পঞ্চমহাভূত এবং তাহার সমস্ত স্থল কাষ্যকে ‘বিরাদ্’ বলা
হয় ।(১০) ইহাই আত্মার স্থলশরীর ।(১১) চক্ষুঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের
দ্বারা রূপাদি বিষয়ের উপলক্ষিকে জাগ্রদবস্থা বলে ।(১২) স্থলশরীরে
অর্থাৎ বিরাদ্‌শরীরে ‘আমি’ এবং জাগ্রদবস্থাতে ‘আমার’ এইরূপ উভয়ে
অভিমানী আত্মা ‘বিশ্ব’ হইয়া থাকেন ।(১৩) বৈরাঙ্গশরীর, জাগ্রদবস্থা ও
উভয়াভিমানী আত্মা—এই তিনটিকে ‘অকার’ বলা হয় ।(১৪)

ওঁকারের উকারের মধ্যে ভাবনার বিষয় ।

যাহারা পরম্পরে পাঁচ ভূতের সাহিত মিলিত হয় নাই—এইরূপ
পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটি মহাভূতকে অপক্ষীকৃত-
মহাভূত, বা পঞ্চভগ্নাত্মি বলা হয় । পঞ্চভগ্নাত্মি বলিতে পঞ্চভগ্নাত্ম, স্পর্শ-

* বক্ষীর অন্তর্গত অংশ সব গ্রন্থে নাই ।

এতৎসূক্ষ্মশরীরমাত্মনঃ । ১৬॥ করণেষু উপসংহৃতেষু
জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্ন ইত্যুচ্যতে । ১৭॥
তদুভয়াভিমানী আত্মা তৈজসঃ । ১৮॥ এতৎক্রমচ্ উকারঃ । ১৯
শরীরত্বমকারণম্ আত্মাহিজ্ঞানং সাত্ত্বাসম্ অব্যাকৃতম্

তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র—এই পাঁচটি তন্মাত্র বুঝায় ।
'তদেব তন্মাত্রম্'—অর্থাৎ তাহাই তন্মাত্র, সুতরাং কেবল শব্দকে শব্দ-
তন্মাত্র বলা হয় । শব্দতন্মাত্র বলিতে কেবলমাত্র শব্দ গ্রাহ্য গুণ,
এরূপ আকাশমাত্র বুঝায় ; এই আকাশ অগ্ন্যভূতের সহিত তখন মিলন
হয় না । এইজন্য তাহাকে অপঞ্চীকৃত মহাভূত, তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূত
বলা হয় । ঋণ ও গুণীর অভেদ বলিয়া শব্দগুণযুক্ত আকাশ ও শব্দতন্মাত্র
আকাশ একই কথা হয় । এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কাষ্য হইতেছে
—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচটি প্রাণ, দশটি ইন্দ্রিয়
অর্থাৎ শ্রোত্র, দৃষ্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়
এবং বাক্, হস্ত, পাদ পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি ক্রিয়েন্দ্রিয়, এই দশটি
ইন্দ্রিয় এবং নন ও বুদ্ধি । এই সত্তেরটি ভৌতিক, অর্থাৎ ভূতকাষ্য লিঙ্গ-
শরীর বলা হয় ; এই সপ্তদশ অবয়বাত্মক লিঙ্গশরীর ও উক্ত পঞ্চতন্মাত্র
মিলিত হইয়া হিরণ্যগর্ভ নামে কথিত হয় । (১৫) ইহা আত্মার সূক্ষ্ম-
শরীর । (১৬) ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ বিষয়গ্রহণব্যাপার 'হইতে নিবৃত্ত
হইলে জাগরিতসংস্কার হইতে উৎপন্ন বাসনাময় বিষয়সম্বিত প্রত্যয়
অর্থাৎ জ্ঞান বা বৃত্তিকে স্বপ্ন বলা হইয়া থাকে । (১৭) সূক্ষ্মদেহ ও
স্বপ্নাবস্থা, এই উভয়ে অভিমানী আত্মা 'তৈজস' নামে অভিহিত
হন । (১৮) সূক্ষ্মশরীর, স্বপ্নাবস্থা ও এতদ্ উভয়াভিমানী আত্মা এই
তিনটিকে 'উকার' বলা হয় । (১৯)

উকারের মকারের মধ্যে ভাবনার বিষয় ।

স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের কারণ, চিদাভাসব্যাপ্ত আত্মবিষয়ক যে অজ্ঞান

ইত্যুচ্যতে ।২০॥ এতৎ কারণশরীরমাজ্ঞানঃ ।২১॥ তচ্চ ন সৎ,
ন অসৎ, নাপি সদসৎ, ন ভিন্নং, ন ভিন্নাভিন্নং, নাপি ভিন্নাভিন্নং
কুতश्চিৎ, ন নিরবয়বং, ন সাবয়বং নোভয়ং, কিন্তু কেবল-
ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানাপনোভয়ং ।২২॥ সৰ্ব্বপ্রকারজ্ঞানোপসংহারে
বুদ্ধেঃ কারণাম্বনা অবস্থানং স্মৃষ্টিঃ ।২৩॥ তদুভয়াভিমানী
আত্মা প্রাজ্ঞঃ ।২৪॥ এতৎক্রয়ং মকারঃ ।২৫

অকার উকারে, উকারো মকারে, মকার ওঁকারে,
ওঁকারঃ অহম্যেব ।২৬॥ অহমাত্মা সাক্ষী কেবলশ্চিন্মাত্র-
স্বরূপঃ ।২৭॥ নাজ্ঞানং নাপি তৎকার্য্যং কিন্তু নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-
মুক্তসত্যস্বভাবং পরমানন্দায়ত্ত্বং প্রত্যগ্ভূতচৈতন্যং ব্রহ্মৈ-
বাহমস্মি ইতি অভেদেন অবস্থানং সমাধিঃ ।২৮॥ “তত্ত্বমসি”

তাহাকে অব্যাকৃত বলা হয় ।(২০) ইহা আত্মার কারণশরীর ।(২১) এই
অজ্ঞান সৎ নহে, অসৎ নহে ও সদসৎ নহে ; এবং কোন বস্তু হইতে
ভিন্ন নহে, অভিন্ন নহে ও ভিন্নাভিন্ন নহে । তাহার পর এই অজ্ঞান
নিরবয়ব নহে, সাবয়ব নহে এবং নিরবয়বসাবয়ব উভয়ও নহে । কিন্তু
ইহা একমাত্র ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জ্ঞানের দ্বারা বিনাশ্য ।(২২) সকল
প্রকার জ্ঞানের নিবৃতি হইলে বুদ্ধির কারণরূপে অর্থাৎ অজ্ঞানরূপে যে
অবস্থিতি সেই অবস্থিতির নাম স্মৃষ্টি ।(২৩) কারণশরীর ও স্মৃষ্টিতে
অভিমানী আত্মাকে ‘প্রাজ্ঞ’ বলা হয় ।(২৪) কারণশরীর, স্মৃষ্টি ও
এতদুভয়াভিমানী আত্মা—এই তিনটীকে ‘মকার’ বলা হয় ।(২৫)

অহম্ আত্মার ওঁকার ভাবনা ও সমাধি ।

অকার উকারে, উকার মকারে, মকার ওঁকারে, ওঁকার অহংরূপী
আত্মাতে ধ্যান করিবে ।(২৬) অহমাত্মা সাক্ষী কেবল চৈতন্যস্বরূপ ।(২৭)
তাহা অজ্ঞান নহে, কিংবা অজ্ঞানকার্য্যও নহে, কেবলমাত্র নিত্যবুদ্ধমুক্ত-
স্বভাব, অবিভীত পরমানন্দস্বরূপ, প্রত্যক্স্বরূপ চৈতন্য ব্রহ্মস্বরূপ সেই

“ব্রহ্মাহমস্মি” “প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” “অন্নমাত্মা ব্রহ্ম”
ইত্যাদি ক্রতিভ্যঃ । ২৯॥ ইতি পক্ষীকরণং ভবতি । ৩০॥ ওঁ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমদ্-গোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদ-
শিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমৎ-শঙ্করভগবৎ-
পূজ্যপাদ-বিরচিতং পক্ষীকরণম্ ।

ব্রহ্মই আমি—এইরূপে অভেদে অবস্থানকে সমাধি কহে । (২৮) “তাহা
তুমি হও” “আমি ব্রহ্মস্বরূপ,” “ব্রহ্ম প্রজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ,” “এই
আত্মা ব্রহ্ম” ইত্যাদি ক্রতিসমূহ হইতে ইহা অবগত হওয়া যায় । (২৯)
এইরূপে সমাধির দ্বারা অকার, উকার, মকার, ওঁকার ও অহম্ এই
পাঁচটির একীকরণরূপ পক্ষীকরণ হইয়া থাকে । (৩০) ওঁ ॥

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ গোবিন্দ ভগবৎপূজ্যপাদ
শিষ্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ-শঙ্করভগবৎ
পূজ্যপাদ বিরচিত পক্ষীকরণ নামক

গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

সমাপ্ত ।

সটীকং শ্রীমৎ-স্বরেশ্বরার্চ্যকৃত পঞ্চীকরণবার্ত্তিকম্ ।

—::*:—

(মূলম—অখাতঃ পরমহংসানাং সমাধিবিধিঃ ব্যাখ্যাস্যামঃ ।১)

ওঁকারঃ সৰ্ববেদানাং সারস্বত্বপ্রকাশকঃ ।

তেন চিত্তসমাধানং মুমুক্শুণাং প্রকাশ্যতে ॥১॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥ ইহ খলু পরমেশ্বরার্চনার্থম্ অল্পাষ্টিতৈঃ নিত্যাদি-
কৰ্ম্মভিঃ পরিশুদ্ধাস্তঃকরণানাম্ অতএব নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেহামৃত্তার্থ-
কলভোগবিরাগশমদমাদিশাধনষট্‌কসম্পন্নমুমুক্শুত্বাখ্যসাধনচতুষ্টয়বতাং ব্রহ্ম-
জিজ্ঞাসুনাং পরিত্যক্তকাম্যনিবিক্ককৰ্ম্মণাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং
শ্রবণমনননিদিধ্যাসনপরাণাম্ আকৃণুপনিষদা “সন্ধিঃ সমাধাবান্য়ু-
চরেৎ” ইতি সমাধিঃ বিহিতঃ । স চ সমাধিঃ ওঙ্কারেণ কৰ্ত্তব্য ইতি “ও
ইত্যাদ্যানং যুজীত” ইতি তৈত্তিরীয়বৃহন্নারায়ণোপনিষচ্ছ্রুতৌ বিহিতঃ ।
“যুজ্ সমাধৌ” ইতি শ্বতেঃ । স চ সমাধিঃ ওঙ্কারেণ কথং কৰ্ত্তব্য ইত্যা-
কাঙ্ক্ষায়াং তং প্রকারং বক্তুং ভগবতা ভাষ্যকারেণ পঞ্চীকরণং নাম
প্রকরণম্ উদ্দিষ্টম্ । তৎ প্রকরণং ব্যাচিখ্যাস্তঃ ভগবান্ বার্ত্তিককার
চিত্তসমাধানপ্রকার ।

ওঁকার সমস্ত বেদের সার এবং তত্ত্বের প্রকাশক, সেই ওঁকারের দ্বারা
মুমুক্শুগণের চিত্তসমাধান প্রকাশিত হইতেছে । (এখানে চিত্তের সমাধান
শব্দে ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদাকারে অবস্থান অর্থাৎ অখণ্ডব্রহ্মাকারবৃত্তি-
রূপে পরিণামকে বুঝায়, কিন্তু পাতঞ্জলদর্শনে কথিত চিত্তবৃত্তিনিবোধকে
বুঝাইতেছে না ॥ ১)

চিকীর্ষিতস্ত উক্তানুক্তদুক্ত*চিন্তাত্মকস্ত তথ্যাত্মানরূপস্ত বার্তিকস্ত
নির্বিষয়েন পরিসমাপ্তিপ্রচয়গমনসিদ্ধার্থঃ—

ঔকারস্তাৎশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা ।

কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্ধাতৌ তস্মান্নানুলিকাবুভৌ ॥

ইতি শ্রুতে: ঔকারোচ্চারণং তদর্থতত্ত্বানুস্মরণাত্মকং চ মঙ্গলম্ আচরন
প্রকরণস্ত অর্থং সংক্ষেপেণ শ্রোতৃবুদ্ধিসৌকর্য্যার্থং কথয়তি—ঔকার ইতি ।
তেন ঔকারেণ চিন্তাসমাধানং প্রকাশ্যতে ইতি সম্বন্ধঃ । চিন্তাস্ত সমাধানং
ব্রহ্মান্ভেদাকারতয়া অবস্থানম্, অথ ঔব্রহ্মাকারবৃত্তিরূপেণ পরিণামো,
ন তু শাস্ত্রাস্তরপ্রসিদ্ধচিন্তবৃত্তিনিরোধ ইত্যর্থঃ । “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইতি
অভিভেদেন অবস্থানং সমাধিঃ” ইতি মূলে বক্ষ্যমাণত্বাৎ,

“সমাধিঃ সংবিহুংপত্তিঃ পরজীৱৈবক্যতাং প্রতি” ।

ইতি শ্রুতেন । তচ্চিন্তস্ত অথগুণাকারবৃত্তিরূপজ্ঞানং যেন প্রকারেণ
ঔকারেণ জায়তে স প্রকারঃ প্রকাশ্যতে ইত্যর্থঃ ।

ঔকারস্ত জ্ঞানজননসামর্থ্যমাহ—**তত্ত্বপ্রকাশ** ইতি । তত্ত্বমস্তাদি-
বাক্যবৎ বিধিবিধয়া বিধিমুখেন, “নেতি নেতি” ইতি বাক্যবৎ
নিষেধবিধয়া (নিষেধমুখেন) চ তত্ত্বপ্রকাশকত্বং তস্ত প্রতিশ্রুতি-
প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ । নহু তত্ত্বমস্তাদিবাক্যোভাঃ ঔকারস্ত কো বা
বিশেষঃ, যেন ঔকারেণৈব চিন্তাসমাধানং প্রকাশ্যতে ? তত্রাহ—**সর্ব-
বেদানাম্ জ্ঞান** ইতি । স হৃদিব ঘটশরাবাদীনাম্ সর্ববেদানুস্মৃততয়া
কারণত্বাৎ তেবাং সারঃ “তদ্ব্যথা শব্দানাং সর্বাণি পর্ণানি সংতৃণানি এবম্
ঔকারেণ সর্বা বাক্ সংতৃণা” ইতি ঋতে: ইত্যর্থঃ ।

অনুমাশয়ঃ—তত্ত্বমস্তাদিবাক্যানাং মধ্যে কেনচিদ্ বাক্যেন চিন্তাসমা-
ধানপ্রকারঃ প্রকাশ্যতে, অপ্রকাশিতবাক্যান্তরাধ্যায়িনাং ততো বাক্যাৎ
সমাধানালিঙ্গে: বাক্যান্তরেহপি তত্ত্বপ্রকাশিতবাৎ শ্রাদিতি বহুগৌরবং

(যুক্ত—সং-শব্দবাচ্যম্ অবিস্তাশবলং ব্রহ্ম ১২ ব্রহ্মণঃ অব্যক্তম্ ১৩)

আসীদেকং পরং ব্রহ্ম নিত্যমুক্তমবিক্রিয়ম্ ।

তৎস্বমায়াসমাবেশাদ্বীজমত্যা কৃতাত্মকম্ ॥২॥

শ্রাং । ওঁকারেণ তৎপ্রকাশনে তু তস্য সর্ববেদবাক্যসারত্বাৎ সর্বত্র
বাক্যে সমাধানপ্রকারঃ প্রকাশ্যতে ইতি ন পৃথক্ কাব্যঃ স্যাৎ ।
ওঁকারেণৈব সর্বেষাং চিত্তসমাধানসিদ্ধেচ ন যত্নাস্তরং কার্যমিতি
লাঘবম্ । 'কিঞ্চ বেদোচ্চারণস্য' পাপনিবর্তকত্বস্বরগাৎ লৌকিকবাক্যা-
পেক্ষয়া বেদবাক্যস্য স্বোচ্চারণস্বরগচ্ছারা জ্ঞানপ্রতিবন্ধককল্প্যনিবর্তক-
ত্বেন শীঘ্রম্ অপ্রতিবন্ধজ্ঞানোৎপাদকত্বং বিশেষ ইতি বক্তব্যম্ । অর্থবোধক-
ত্বস্য উভয়ত্রাপি তুল্যত্বেন প্রকারান্তরেণ অতিশয়স্য বক্তৃম্ অশক্যত্বাৎ ।
এবং চ সতি ওঁকারস্ত সর্ববেদসারত্বেন সর্ববেদাত্মকত্বাৎ তদুচ্চারণস্য
সর্ববেদোচ্চারণত্বাৎ ততো বহুকল্প্যনিবৃত্ত্যা শীঘ্রম্ অপ্রতিবন্ধং জ্ঞানং ততো
ভবতি । কিং চ "ওমিত্যাখ্যানং যুজীত" ইত্যাদিবহুশ্রুতিষু তস্মিন্ আদর-
দর্শনাচ্চ তেনৈব সমাধানং প্রকাশনীয়মিতি ।

অত্র অধিকারিণমাহ—মুমুকুণাম্ ইতি । অত্র চ ওঁকারপ্রকাশ্যং
তত্ত্বংবিষয়ঃ, মোক্ষঃ কাম্যমানত্বাৎ মুখ্যঃ প্রয়োজনং, চিত্তসমাধানশক্তিঃ
তত্ত্বজ্ঞানম্ অবাস্তরপ্রয়োজনং, প্রকরণস্য কলস্য চ জগজ্জ নকভাবঃ
সম্বন্ধঃ, অধিকারিণঃ স্বকীয়প্রয়োজনজনকত্বং প্রকরণেন সম্বন্ধঃ, মুমুকুঃ
অধিকারী ইতি অমুবদ্ধচতুষ্টয়ং প্রবৃত্ত্যকম্ অর্থাৎ উক্তমিতি ব্রূষ্টব্যম্ ॥১॥

ব্রহ্মের জগৎপাদানত্ব ।

এই জগতের উৎপত্তির পূর্বে স্বগত সজ্জাতীয় বিজ্ঞাতীয় বৈতশৃঙ্গ,
নিত্যমুক্ত, অবিকারী পরব্রহ্ম ছিলেন, তিনি আবার, নিজে আরোপিত
যে মায়া, তাহাতে তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ অনভিব্যক্ত নামরূপাত্মক
জগতের আশ্রয়রূপ উপাদান কারণ ॥ ২

इह भगवता। भाष्यकारेण अध्यारोपापवादाभ्याम् ओकारेण प्रत्याक-
 त्रङ्गाभेदप्रतिपत्तिप्रकारं दर्शयितुम् अधिष्ठानस्य वास्तव्यं रूपम्, अध्या-
 रोपाप्रपञ्चस्य सृष्टिं च सिद्धवत् कृत्य अध्यारोपमात्रम् उदितम् । वार्तिका-
 चाद्यास्तु उक्तानुक्तद्वन्द्वरुचिस्त्याज्यकथां वार्तिकस्या उक्तानुक्तः तद्वत्तयं
 वक्तुकाम आदौ अध्यारोपां पूर्वम् अवस्थितम् अधिष्ठानद्वुताश्वरूपमाह
 —आसीदेकम् इति । ब्रह्म देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यम्, अतएव एकं
 सजातीयविजातीयस्यगतेभेदशून्यं परं परमानन्दरूपं नित्यमुक्तं
 कालत्रयेहपि सर्वानर्थरूपप्रपञ्चसम्बद्धशून्यं सत्तिदानन्दाद्यकं वस्तु आसीत्
 सृष्टेः प्राक् इत्यर्थः । “सदेव सोम्योदमग्र आसीत् एकमेवावितीयम्,
 आत्मा वा ईदमेक एवाग्र आसीत् नान्यत् किञ्चन मिथं, विज्ञानमानन्दं
 ब्रह्म, सतां ज्ञानमनस्तं ब्रह्म” इत्यादिश्रुतेः इत्यर्थः । यद्यपि अवितीयस्य
 आसीत् इति कालसम्बद्धो न युक्तः, तथापि श्रोतॄणां प्रतिपत्ति-
 सौकर्यार्थं कालसम्बद्धम् आरोप्य उपदिशतीति बोध्यम् ।

ननु जगदुपादानस्य कालत्रयेहपि कथं सम्बद्धशून्यत्वं तत्राह
 —अविक्रियम् इति । निरवयवत्वेन विभूत्वेन च परिणामपरि-
 प्लन्दयोः असम्भवात् उपादानत्वमपि न तस्य अस्ति इत्यर्थः । तर्हि कथम्
 “आद्यं आकाशः सत्ततः, तत् तेजोऽसृजत” इत्यादि श्रुतिभिः उपा-
 दानत्वातिधानं ब्रह्मण इत्याशङ्क्य तद्वतः अग्न्याभावलक्षणपरिणामात्मा-
 पादानत्वाहसम्भवेहपि मायया अतद्वतः अग्न्यादलक्षणं विवर्तोपादानत्वं
 सम्भवति इत्याह—तद्वत्त्वमात्रेति । अस्य ब्रह्मणः शक्तिद्वुता शक्तिरेव
 अद्यान्ता माया तस्याः समावेशः आध्यात्मिकतादात्म्यां तन्मात्रं बीजम्
 उपादानमित्यर्थः । उक्त्यादेः विक्रियां विनापि रजतादुपादानत्वदर्शनात् ।
 अविक्रियस्यापि जगद्विवर्तोपादानत्वम् अविक्रियमित्यर्थः ।

ननु यत्र यत्कार्थ्यं सूक्ष्मरूपेण वर्तते तदेव तस्य कार्थ्यस्य बीजम्,
 अग्न्या तद्वत्त्वमपि यद्वत् प्रति बीजत्वं स्यात् । तथा च नित्यमुक्ते ब्रह्मणि

(মূলম্—অব্যাকৃতমহৎ ১৪। মহত্ত্বঃ অহংকারঃ ১৫। অহংকারাৎ পঞ্চতন্ত্রাত্মানি ১৬।
পঞ্চতন্ত্রাত্ত্রৈভ্যঃ পঞ্চমহাহূতানি ১৭। পঞ্চমহাহূতেভ্যঃ
অখিলঃ জগৎ ১৮।)

তস্মাদাকাশমুৎপন্নং শব্দতন্ত্রাত্মরূপকম্ ।

স্পর্শাত্মকস্ততো বায়ুস্তেজো রূপাত্মকং ততঃ ॥৩॥

আপো রসাত্মিকাস্তস্মাত্তেভ্যো গন্ধাত্মিকা মহী ।

শব্দৈকগুণমাকাশং শব্দস্পর্শগুণে মরুৎ ॥৪॥

শব্দস্পর্শরূপগুণৈস্ত্রিগুণং তেজ উচ্যতে ।

শব্দস্পর্শরূপরসগুণৈরাপচতুগুণাঃ ॥৫॥

প্রাক্ উৎপত্তে: জগৎস্বল্পরূপাসম্ভবাৎ কথং তদ্বীজত্বম্ অত আহ—
অব্যাকৃতমিতি । অতো নিত্যমূঢ়স্য স্বল্পকার্য্যাদ্রয়ত্বাহসম্ভবেহপি
মায়াদ্বাঃ তৎসম্ভবাৎ তদ্বারা অব্যাকৃতাত্মকম্ অনভিব্যক্তনামরূপাত্মক-
জগদাদ্রয়ঃ “তদ্বৈদং তৎস্বব্যাকৃতমাসীৎ” ইতিব্রুতে: । অতো বীজত্ব-
যুক্তমিত্যর্থঃ ॥২॥

পঞ্চমহাহূতের উৎপত্তি ।

সেই ব্রহ্ম হইতে কেবলমাত্র শব্দই যাহার রূপ, এবং অবকাশদাহত্ব,
শাস্ত, ঘোর ও মৃত্যুভাব যাহাতে নাই—এরূপ আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল ।
আকাশের গুণ শব্দ, তথাপি আকাশকে যে শব্দতন্ত্রাত্মরূপ বলা
হইল—ইহা গুণ ও গুণীর অভেদবশতঃ বৃথিতে হইবে । তাদৃশ
আকাশ হইতে অর্থাৎ আকাশভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে স্পর্শগুণস্বরূপ
বায়ু এবং বায়ু হইতে অর্থাৎ বায়ুভাবাপন্ন ব্রহ্ম হইতে রূপতন্ত্রাত্মাত্মক
তেজঃ উৎপন্ন হইয়াছে ॥৩॥ তেজঃ হইতে অর্থাৎ তেজোভাবাপন্ন ব্রহ্ম
হইতে রসগুণাত্মক জল উৎপন্ন হয় ; জল হইতে অর্থাৎ জলভাবাপন্ন ব্রহ্ম
হইতে গন্ধগুণাত্মিক পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । আকাশের একমাত্র

শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধৈঃ পঞ্চগুণা মহী ।

তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং ভূতং সর্বাত্মকং মহৎ ॥৬॥

ততঃ স্থলানি ভূতানি পঞ্চ তেভ্যো বিরাড়ভূৎ ।

পঞ্চীকৃতানি ভূতানি স্থলানীত্যাচ্যতে বৃধৈঃ ॥৭॥

এবং ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চোপাদানত্বম্ উপপাদ্য ইদানীং তস্মিন্ জগতঃ অধ্যা-
রোপার্থং ততঃ সৃষ্টিমাহ—তস্মাদিত্যাদিনা সাক্ষেন । তস্তা স্থলাকাশ-
বৈলক্ষণ্যমাহ—শব্দতস্মাদিত্যরূপকমিতি । শব্দ এব তস্মিন্মাশ্রয়ে মাত্রা
মীয়েতে নতু অবকাশদাতৃত্বশাস্ত্রবোরমুচ্যাদয়ঃ যস্মিন্ তচ্ছব্দতস্মাদিত্যং,
তদেব রূপং যন্ত, গুণগুণিনোঃ অভেদাৎ, তথা শব্দমাত্রমেব অবগম্যতে
গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ—এই
তিনটি । শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস—এই চারিটি গুণ জলের, আর শব্দ,
স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি গুণ পৃথিবীর ॥৪—৫

হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি ।

পাঁচটি সূক্ষ্মভূত ও সেই ভূত হইতে উৎপন্ন ভূতকার্য্য, সমস্ত ব্যষ্টি-
শরীরে ব্যাপিয়া থাকায় অথবা দেবাদি সকল শরীরে প্রবেশহেতু
সর্বাত্মক অর্থাৎ সর্বস্বরূপ এবং মহৎ অর্থাৎ বৃদ্ধিতত্ত্ব বাহার উপাধি
এরূপ, সূত্র অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইলেন ॥৬

বিরাট ও বিশ্বের উৎপত্তি ।

। যেমন অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে সমষ্টি ও ব্যষ্টি লিঙ্গ শরীরও
উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ তাহা হইতে সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্থল শরীর
বিরাট ও বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই এখন বলিতেছেন— ।

সেই সূক্ষ্ম পাঁচটি ভূত হইতে পাঁচটি স্থল ভূত উৎপন্ন হইয়াছে,
পাঁচটি স্থল ভূত হইতে বিরাট অর্থাৎ সমষ্টিরূপ স্থল শরীর উৎপন্ন
হইয়াছে । পণ্ডিতগণ পঞ্চীকৃত ভূতসমূহকে স্থলভূত বলিয়া থাকেন ॥৭

অবকাশদানাদিব্যবহারবিশেষা ন সন্ধি যন্মিন্ তৎ সূক্ষ্মম্ আকাশম্
ইত্যর্থঃ । তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—

তস্মিন্ স্তম্ভিন্ স্তম্ভ তন্মাত্রাশ্চেন তন্মাত্রতা স্মৃতা ।

ন শাস্তা নাপি তে ঘোরা ন মৃঢ়াশ্চাবিশেষিণঃ ॥১॥ ইতি ।

স্পর্শাত্মকইত্যাদৌ এবমেব বোধ্যম্ ॥৩॥

তত্তত্ত্বতানাম্ অসাধারণগুণান্ পূৰ্ণপূৰ্ণকারণানুহাত্যা প্রাপ্তগুণান্তরাগি
চ সংগৃহ্যাহ—**শব্দৈকগুণমিতি** । পূৰ্ণপূৰ্ণভূতভাবম্ আপন্নশ্চৈব ব্রহ্মণ
উত্তরোত্তরভূতোপাদানত্বাৎ পূৰ্ণপূৰ্ণগুণানুহাতীঃ উত্তরোত্তরস্মিন্
ন্যাধ্যোতি ভাবঃ ॥৪॥

শব্দস্পর্শরূপেতি । স্পষ্টম্ ॥৫॥

সূক্ষ্মভূতানাম্ উৎপত্তিম্ উক্ত্ব। তেষাং কাধ্যমাহ—**তেভ্য ইতি** ।
লিঙ্গশরীরং চ “জ্ঞানেজিয়াণি পঞ্চৈব” ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণম্ । নহু
ইজিয়াণি অহঙ্কারকাৰ্য্যাণি, প্রাণান্ত করণানাং সামান্যবৃত্তিরিতি সাংখ্যাঃ
পৌরাণিকাশ্চ আহঃ, তৎ কথং ভূতকাৰ্য্যত্বম্ অত আহ—**ভূতমিতি** ।
ভূতাত্মকং তৎকাৰ্য্যম্ ইত্যর্থঃ ।

“অল্পময়ং হি সোম্য মনঃ” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । চক্ষুরাদীনাং তেজ-
সাদিভূতৈঃ উপচয়দর্শনাৎ তেজসাদিভূতগ্রাহকত্বাচ্চ ভৌতিকত্বমিত্যর্থঃ ।

সৰ্ব্বাত্মকমিতি । হিরণ্যগর্ভোপাধিভূতস্ত সমষ্টিলিঙ্গশরীরস্ত সৰ্ব্ব-
ব্যটিলিঙ্গশরীরব্যাপিত্বাৎ সৰ্ব্বাত্মকত্বম্ ইত্যর্থঃ ।

তাৎপৰ্য্য ।—মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়াত্মক । মায়া হইতে
উৎপন্ন পঞ্চভূতও ত্রিগুণাত্মক । পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সাত্ত্বিক অংশ
হইতে শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ আকাশের
সাত্ত্বিক অংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্ত্বিক অংশ হইতে শ্রব, তেজের
সাত্ত্বিক অংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ত্বিক অংশ হইতে রসনা, এবং
পৃথিবীর সাত্ত্বিক অংশ হইতে স্পর্শ ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে । মিলিত

যদ্বা—বৈশেষিকাদয়স্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ানি ভৌতিকাক্ষেব, তানি শরীরেণ সহ জায়ন্তে, সইহব নশ্রুতি, নতু শরীরান্তরসঞ্চারিচক্ষুরাদিকরণ-সংঘাতরূপং লিঙ্গং নাম কিঞ্চিদন্তি, মন এব তু কেবলং শরীরান্তরসঞ্চারি ইত্যাহঃ; তন্নতং নিরাকরোতি—সৰ্ববাক্যকম্ ইতি । ক্রমেণ প্রতিপত্ত-মানদেবাদিসৰ্ব্বশরীরেষু প্রবিষ্ট তেষাম্ আত্মতয়া বর্তমানম্ ইত্যর্থঃ । কেবলস্ত ব্যাপীকস্ত আত্মনঃ স্বতঃ উৎক্রান্ত্যাত্মসম্ভবাৎ ।

নহু “উৎক্রামস্তঃ প্রাণোহনুৎক্রামতি প্রাণম্ অনুৎক্রামস্তঃ সৰ্ব্বৈ প্রাণা অনুৎক্রামন্তি” ইতি শ্রুতেশ্চ, “তদাপীতে: সংসারব্যাপদেশাৎ” (ব্রহ্ম সূত্র ৪।২।৮) ইতি গ্রায়াচ্চ করণসমুদায়রূপম্ আত্মন উৎক্রান্ত্যাভ্যুপাধি-ভূতং লিঙ্গং শরীরান্তরসঞ্চারি অদ্বীকর্তব্যম্ ।

পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশ হইতে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই অস্তঃকরণ চতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে । সেই পঞ্চভূতের প্রত্যেকের রাজস অংশ হইতে বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ষেজিয় উৎপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ আকাশের রাজস অংশ হইতে বাক্, বায়ুর রাজস অংশ হইতে হস্ত, তেজের রাজস অংশ হইতে পাদ, জলের রাজস অংশ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রাজস অংশ হইতে উপস্থ উৎপন্ন হইয়াছে । পঞ্চভূতের মিলিত রাজস অংশ হইতে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানবৃত্তিরূপ প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে । চিত্তকে মনে ও অহঙ্কারকে বুদ্ধিতে অস্তভূক্ত করা হয় বলিয়া অস্তঃকরণ দ্বিবিধ হইল । পাঁচটি জ্ঞানেজিয়, পাঁচটি কর্ষেজিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি এই সতেরটি লিঙ্গ শরীর । ইহা পাঁচটি ভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।

এস্থলে বিশেষ এই যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কারণরূপে যে পাঁচটি সূক্ষ্মভূত অল্পসূত্র্যত আছে, তাহার প্রত্যেকের সাত্ত্বিক হইতে সমষ্টিজ্ঞানেজিয় এবং মিলিত সূক্ষ্মভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে সমষ্টি অস্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে । এইরূপ রাজস সূক্ষ্মভূতের এক একটি হইতে সমষ্টি কর্ষেজিয় এবং মিলিত সূক্ষ্মভূতের রাজস অংশ হইতে প্রাণসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে । সমষ্টি

অত্রেণম্ অবধেয়ম্—মায়ায়াঃ ত্রিগুণাস্বকত্বাৎ তৎকার্য্যাণি ভূতাত্তপি তাদৃশাগ্বেব । তত্র ভূতামাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যঃ প্রত্যেকং জ্ঞোতাদীনি পঞ্চ জ্ঞানোক্তিয়াণি জায়ন্তে, তেভ্যঃ মিলিতেভ্যঃ মনোবুদ্ধ্যাহ্কারচিত্তাত্ম-কম্ অন্তঃকরণং জায়তে, তেষামেব রাজসংশেভ্যঃ প্রত্যেকং কশ্মেন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি পঞ্চ ক্রমেণ জায়ন্তে, তেভ্যঃ মিলিতেভ্যঃ প্রাণাপানাদিপঞ্চ-বৃত্তিকঃ প্রাণো জায়তে, তত্র চিত্তাহ্কারয়োঃ মনোবুদ্ধ্যোঃ অন্তর্ভাবেন অন্তঃকরণম্ বৈবিধ্যে সতি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কশ্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং প্রাণাদি-বৃত্তিভেদেন পঞ্চ প্রাণাঃ মনোবুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশকং লিঙ্গং তেভ্যঃ সমভবদ্বিতি । এবমেব সমষ্টিলিঙ্গং হিরণ্যগর্ভোপাধিকৃতং গোব্যক্তিবু-গোত্মিব ব্যাটিলিঙ্গেষু অনুস্থ্যতং জায়তে ।

ইয়াংস্ত বিশেষঃ—কৃৎনব্রহ্মাণ্ডে কারণতয়া অনুস্থ্যতেভ্যঃ সাত্ত্বিকেভ্যঃ সূক্ষ্ণভূতেভ্যঃ একৈকতঃ সমষ্টিজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি সমুদিতেভ্যঃ তেভ্য এক সমষ্ট্যন্তঃকরণম্ । এবং রাজসেভ্যঃ কশ্মেন্দ্রিয়াণি প্রাণাশ্চ জায়ন্তে, সমষ্টিলিঙ্গারম্ভকতয়া । তদনুস্থ্যতেভ্যঃ সাত্ত্বিকাদিভূতাংশেভ্যো ব্যাষ্টি-করণানি ইতি । অতএব সগুণব্রহ্মোপাসকস্ত সমষ্ট্যপরিচ্ছিন্নসগুণব্রহ্ম-ভাবেন পরিচ্ছিন্নাভিমানেন নিবৃত্তে ব্যাটিলিঙ্গং সমষ্টিলিঙ্গতাং প্রতিপদ্যতে । ততশ্চ হিরণ্যগর্ভোপাধিলিঙ্গাভিমানেন হিরণ্যগর্ভতাপ্রাপ্তিরিতি তত্র তত্র ভাষ্যকারাদিভিঃ উচ্যমানং সঙ্গচ্ছতে ; অংশকাযান্ত অংশিকাযান্ত-র্ভাবাদ্বিতি ॥৩॥

এবং লিঙ্গশরীরবৎ তেভ্য এব ভূতেভ্যঃ পক্ষীকরণেন স্থূলতাম্ লিঙ্গের আরম্ভক বলিয়া সমষ্টি লিঙ্গে অনুস্থ্যত সাত্ত্বিকাদি ভূতাংশ হইতে ব্যাষ্টি করণসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব সগুণব্রহ্মোপাসকের সমষ্টীরূপ অপরিচ্ছিন্ন সগুণব্রহ্মভাবেন দ্বারা পরিচ্ছিন্নাভিমান চলিয়া গেলে ব্যাটিলিঙ্গ সমষ্টিলিঙ্গ প্রাপ্ত হয় । অনন্তর হিরণ্যগর্ভের উপাধিকৃত সমষ্টিলিঙ্গ শরীরে অভিমানের দ্বারা হিরণ্যগর্ভ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥৬

(মূলম্—পঞ্চানং ভূতানাম্ একৈকং বিধা বিভজ্য সাক্ষ্যভাগম্ বিহার অর্দ্ধভাগঃ
চতুর্থা বিভজ্য ইতরেষু বোজিতে পঞ্চীকরণম্ মায়াক্রপং দর্শনম্
অথারোপাপবাদাভ্যাং নিস্তাপকং প্রপঞ্চ্যতে ।)

পৃথিব্যাদিনী ভূতানি প্রত্যেকং বিভজেদ্বিধা ।

একৈকং ভাগমাদায় চতুর্থা বিভজেৎ পুনঃ ॥৮॥

একৈকং ভাগমেকস্মিন্ ভূতে সংবেশয়েৎ ক্রমাৎ ।

ততশ্চাকাশভূতস্য ভাগাঃ পঞ্চ ভবন্তি হি ॥৯॥

বাহাদিভাগাশ্চহারো বাহাদিষ্ণেবমাদিশেৎ ।

পঞ্চীকরণমেতৎ স্রাদিত্যাঙ্কস্তদ্ববেদিনঃ ॥১০॥

আপম্বেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমষ্টিব্যাপ্তিস্থলশরীরং জাতাম্ ইত্যাহ—ভূত ইতি ।

তেভ্য এব সৃষ্টেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্থলত্ববিশিষ্টবৈশেষ্যেণ জাতানি স্থলানি
ভূতানি, তেভ্যো বিরাট্ স্থলশরীরং সমষ্ট্যাত্মকং দ্বিপ্রকারকমপি অভূৎ

পঞ্চীকরণ প্রকার ।

[এখন পঞ্চীকরণ প্রকার বলিতেছেন—] পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটি
ভূতের এক একটী ভূতকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে । তন্মধ্যে এক
অর্দ্ধভাগকে সেইরূপে রাখিয়া অপর অর্দ্ধ পাঁচটি ভাগের প্রত্যেককে
আবার চারিভাগে বিভক্ত করিবে । পৃথিবীর অপর অর্দ্ধাংশ চারিভাগে
বিভক্ত করিলে দুই আনা করিয়া এক অংশ হইল, তাহা পৃথিবীর
অর্দ্ধাংশ যোজন করিয়া অপর চারি ভূতে এক এক করিয়া চারি অংশ
যোজন করিবে । এইরূপ নিজের অর্দ্ধাংশ ও অপর চারিটী ভূতের দুই
আনা করিয়া অর্দ্ধাংশ মিলিয়া একটি স্থলভূত হইল । বাহার অর্দ্ধাংশ
তাহার নামে ভূত হইবে, অর্থাৎ পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ ও অপর চারিভূতের
প্রত্যেকটির দুই আনা করিয়া অর্দ্ধাংশ হইলে তাহাকে পৃথিবী বলা হয় ।
এইরূপে আর চারিটী ভূতকে জানিবে ॥৮॥

এক একটী ভূতের অর্দ্ধাংশকে যে চারিভাগ করা হইয়াছে, তাহা

ইত্যর্থঃ । অত্রাপি ভূতেভ্যো অংশিভ্যো অণুং, তদংশেভ্যঃ পিণ্ডমিতি
উপাসকস্ত বৈশ্বানরাশ্চর্যপ্রাপ্তিঃ পূৰ্বোক্তরীত্য। দ্রষ্টব্য। যন্তুভূতেভ্যো
ভিন্নানি স্থলানি জাতানি ইতি ভ্রমঃ বারয়তি—পঞ্চীকৃতানি ইতি ।
তাংস্তেব পঞ্চীকৃতানি সন্তি স্থলানি ইত্যর্থঃ ॥৭॥

পঞ্চীকরণপ্রকারমাহ—পৃথিব্যাदिनि ইতি । একৈকং ভূতং দ্বৈধা
বিভজ্য তয়োরেকং চতুর্ধা বিভজ্য চতুরো ভাগান্ তদ্ব্যাতিরিক্তভূত-
চতুষ্টয়ে যোজয়েৎ । ততশ্চ স্বাংশাৰ্দ্ধম্ ইতরভূতানাম্ অংশাঃ চত্বারোহপি
মিলিত্বা অৰ্দ্ধমিতি একৈকং ভূতং পঞ্চাঙ্গকং সংপত্ততে ইত্যর্থঃ ॥৮॥

একৈকম্ ইতি । স্পষ্টম্ ॥৯॥

নিজের অর্দ্ধাংশকে পরিত্যাগ করিয়া আর চারিটি ভূতে যোজন্য
করিবে, তাহা হইলে আকাশরূপ ভূতের পাঁচটি ভাগ হইল অর্থাৎ
আকাশের অর্দ্ধাংশ এবং অত্র চারিটি ভূতের প্রত্যেকটি দুই আনা
করিয়া চারিভাগে আট আনা, মিলিয়া স্থূল আকাশরূপ ভূত উৎপন্ন
হইল । বায়ু প্রভৃতির চারিটি ভাগ এবং আকাশের অর্দ্ধভাগ এই
পাঁচটি মিলিয়া যেমন স্থূল আকাশ হইল, এইরূপে বায়ু প্রভৃতির সম্বন্ধে
জানিবে । ইহাকে তত্ত্বদর্শিগণ পঞ্চীকরণ বলিয়া থাকেন ॥ ৯—১০

তাৎপৰ্য্য । পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে সৰ্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র ভামতীকার বাচস্পতি
মিশ্র ও তন্মতাবলম্বিগণ বলিয়া থাকেন—যত্বপি পঞ্চীকরণ বেদান্তসম্প্রদায়-
সিদ্ধ, তথাপি এইপক্ষে যুক্তি না থাকায় জীবৎকরণকে আদর করা
উচিত । পাঁচটি ভূতের মধ্যে পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই তিনটি প্রত্যক্ষ,
বায়ু ও আকাশ প্রত্যক্ষ নহে ; স্পর্শগুণের দ্বারা বায়ু ও শব্দগুণের দ্বারা
আকাশ অল্পমের । যদি পঞ্চীকরণপক্ষ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে
পৃথিবী, জল ও তেজোভাগ বায়ু ও আকাশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া
রূপবস্ত্র ও মহত্ত্বহেতু বায়ু ও আকাশের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত । যদি
বল, আকাশরূপ স্থূলভূতে আকাশের আধিক্য ও বায়ুরূপ স্থূলভূতে

‘বায়ুদীতি । বায়ুদিভাগাঃ চত্বারো আকাশভাগাঃ চ মিলিত্বা
আকাশভূতস্ত ভাগাঃ পঞ্চ ইতি পূর্বেণ অব্যয়েন যোজ্যম্ ।
বায়ুদিস্থিতি । বায়ুভাগাঃ ভূতান্তরাণাং চতুর্গাং ভাগাঃ চত্বারঃ,
ততশ্চ বায়োর্ভাগাঃ পঞ্চ ভবতীত্যেবং ক্রমেণ সর্বত্র আদিশেদিত্যর্থঃ ।

অত্র কেচিৎ বাচস্পতিমিশ্রমতানুসারিণঃ—পক্ষীকরণং যद्यপি সম্প্র-
দায়সিদ্ধং তথাপি যুক্তিবিধুরত্বাৎ ত্রিবৃত্তকরণমেব আদরণীয়ম্ । পক্ষীকরণ-
পক্ষে পৃথিব্যাদিভাগানাম্ আকাশবায়োঃ প্রবেশে রূপবদ্বাৎ মহত্বাচ্চ
বায়ুর অধিকাংশ অর্থাৎ অধিকাংশ থাকায় এবং আর চারিটী ভূতের
অল্পাংশ অর্থাৎ প্রত্যেকের দুই আনা থাকায়, বহুর দ্বারা অল্পের অভিভব
হয় বলিয়া এবং ‘বৈশিষ্ট্য যথাং প্রত্যেকের আধিক্যবশতঃ তাহারই
কথন,’ এই ব্রহ্মসূত্রোক্ত গ্রাহ্যবশতঃ আকাশ ও বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ
হইবে না । তাহার উত্তরে বলি দায়, তবে আকাশ ও বায়ুতে পৃথিবী,
জল ও তেজের ভাগকল্পনা বার্থ ; কারণ, পৃথিব্যাদিভাগ ব্যবহারের বিষয়
হয় না । আর যদি শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া পক্ষীকরণ স্বীকার্য্য হয়,—বল, কিন্তু
তাহা বলিতে পার না ; কারণ, ত্রিবৃত্তকরণই শ্রুতিসিদ্ধ । “দেবতাগণের
এক একটী ত্রিবৃত্ত ত্রিবৃত্ত করিব” এই শ্রুতিবশতঃ ত্রিবৃত্তকরণই গ্রাহ্য,
পক্ষীকরণ শ্রুতিসিদ্ধ নহে ।

এইরূপ আশঙ্কা হইলে বার্তিককার বলিলেন—‘পক্ষীকরণমেতৎ
শ্রাদিত্যাহস্তত্ববেদিনঃ’ অর্থাৎ তত্ত্ববেদিগণ ইহাকে পক্ষীকরণ বলিয়া
থাকেন । যদিও বাচস্পতিমিশ্র বার্তিককারের পরবর্তী, তথাপি
বার্তিককারের পূর্ব হইতেই ত্রিবৃত্তকরণবাদী সম্প্রদায় ছিল, বাচস্পতি-
মিশ্র তাহাকে দূঢ় করিয়াছেন, এই জন্ত আধুনিক ব্যক্তিগণ বাচস্পতি-
মিশ্রের মত বলিয়া প্রকাশ করেন । এই আশঙ্কার উত্তরে পক্ষীকরণ-
বাদীরা বলেন—আখরুণ শ্রুতি “পৃথিবী পৃথিবীমাত্রা চ”—স্থূল পৃথিবী
ও পৃথিবীতন্মাত্র অর্থাৎ অপক্ষীকৃত পৃথিবী, এইরূপ স্থূল ও সূক্ষ্মভূত

তয়োঃ চাক্ষুষঃ স্ত্রাৎ । যন্তপি আকাশাদিভাগানাম্ আধিক্যং ইতর-
ভাগানাং চ বহুত্বাৎ অধিকেন বহুত্বাভিভূতত্বাৎ, “বৈশেষিক্যতু
তদ্বাদস্তদ্বাদঃ (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।২২) ইতি ত্রায়েন চাক্ষুষত্বাভাবঃ তর্হি
আকাশাদৌ পৃথিব্যাদিভাগকল্পন। ব্যর্থা, তেষাং ব্যবহারাগোচরত্বাৎ ।
অথাপি প্রতিসিদ্ধত্বাদেব কল্প্যতে ইতি যদি উচ্যেত তথাপি ত্রিবৃৎ-
করণমেব প্রতিসিদ্ধম্ । “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি”
ইতি শ্রুতেঃ ন পক্ষীকরণং তত্র শ্রুতেঃ অভাবাৎ ইত্যাহঃ তত্রাহ—
ইত্যাহন্তত্ববেদিন ইতি । প্রতিস্থিতিশ্রায়তত্ববেদিন ইত্যর্থঃ । প্রতি-
স্তাবং অথক্শণে “পৃথ্বী চ পৃথিবীমাত্রা চ” ইত্যাদিনা স্থূলস্থলভূতকথন-
প্রস্তাবে “বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ” ইতি তয়োরাপি
স্থূলস্থলভেদং দর্শয়তি । স্থূলত্বং চ পক্ষীকৃতত্বমেব, অন্তস্ত্র অসম্ভবাৎ ।

“পক্ষীকৃতানি ভূতানি স্থূলানীত্যাচ্যতে বৃধৈঃ ।

ইত্যুক্তত্বাচ্চ । স্থিতিরপি ধ্বান্দে ব্রহ্মগীতাস্থ “পক্ষীকৃত্য গিবাজ্জয়া”
ইত্যাদিনা ।

কথন প্রস্তাবে “বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ, আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ” স্থূল বায়ু
ও বায়ুতন্মাত্র অর্থাৎ অপক্ষীকৃতবায়ু এবং স্থূল আকাশ ও আকাশতন্মাত্র
অর্থাৎ অপক্ষীকৃত আকাশ—ইত্যাদি স্থলে বায়ু ও আকাশের ও স্থূল ও
স্থলভেদ প্রদর্শন করিতেছে । স্থূল বলিতে গেলে পক্ষীকরণ বৃত্তিতে
হইবে । আচাৰ্য্য শকর ও বাস্তবিকার সুরেশ্বরচাৰ্য্যগণের ইহাই মত ।
স্থিতিতেও পক্ষীকরণপ্রক্রিয়া দৃষ্ট হয়, স্বন্দপুরাণে ব্রহ্মগীতাতে উক্ত হইয়াছে
—“শিবের আদেশে পক্ষীকরণ করিয়া সবস্ত সৃষ্টি করিলেন” ইত্যাদি ।

পক্ষীকরণপক্ষে যুক্তিও আছে । শ্রুতিতে ত্রিবৎকরণ বলায় অত্রি-
বৎকৃত ভূতগণ যে স্থূল ব্যবহারের অযোগ্য—ইহাষ্ট জানা যাইতেছে,
তাঁহা না বলিলে ত্রিবৎকরণকথন ব্যর্থ হয় । আর অত্রিবৎকৃত ভূতকাৰ্য্য
যে ইঞ্জিয়সমূহ, তাহারা অতীঞ্জিয় বলিয়া স্পষ্ট ব্যবহার দৃষ্ট না হওয়ায়

ত্ৰায়শ্চ—শ্রুতৌ ত্রিবৃংকরণোক্তিবলাং অত্রিবৃংকৃতানাং স্থলব্যবহারানর্হৎ গম্যতে, অন্তথা তদুক্তে: বৈয়র্ক্যাং অত্রিবৃংকৃতভূতকার্য্যাণাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ অতীন্দ্রিয়হেন স্পষ্টব্যবহারাদর্শনাচ্চ ত্রিবৃংকরণম্ অর্থবদিতি বক্তব্যম্ । এবং পক্ষীকরণাভাবে আকাশবায়ুভ্যামপি স্পষ্টাবকাশদানাদি-স্থলব্যবহারো ন শ্রাদিতি ত্ৰায়াদেব পক্ষীকরণম্ অঙ্গীকার্য্যম্ । ত্রিবৃংকরণশ্রুতিস্তু চান্দোগ্যে ভূতত্রয়সৃষ্টিশ্রুতি যথা পঞ্চভূতোপলক্ষণার্থা বিয়দধিকরণ (ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১) ত্ৰায়েন, তথা ত্রিবৃংকরণশ্রুতিরপি পক্ষীকরণোপলক্ষণার্থা । চান্দুমত্বাপত্তিস্তু “বৈশেষ্যাতু তদ্বাদন্তদ্বাদঃ” ইতি ত্ৰায়েন অর্কভূয়স্বাদেব পরিহৃতেতি ভাবঃ ॥১০॥

স্পষ্ট ব্যবহারের দ্বারা ত্রিবৃংকরণ শ্রুতি সাংখ্যক বলিতে হইবে । এইরূপে যদি পক্ষীকরণ স্বীকার না কর, তাহা হইলে অপক্ষীকৃত আকাশ ও বায়ুর দ্বারা স্পষ্ট অবকাশদানাদি স্থল ব্যবহার হয় না, অতএব যুক্তিবলে অবশ্য পক্ষীকরণ স্বীকার্য্য । চান্দোগ্যে তিনটি ভূতের সৃষ্টি বলা হইয়াছে আর তৈত্তিরীয়তে ভূতের সৃষ্টি বলা হইয়াছে, এখানে দুই শ্রুতির এক-বাক্যতা করিয়া পঞ্চভূত সৃষ্টি বলিতে হয়; তথায় যেমন বিয়দধিকরণ ত্রায়বশতঃ চান্দোগ্যের ভূতত্রয় সৃষ্টি পঞ্চভূতের উপলক্ষণের নিমিত্ত বলিতে হয়, সেইরূপ ত্রিবৃংকরণশ্রুতি ও পক্ষীকরণের উপলক্ষণ বৃত্তিতে হইবে । “তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণি” এই শ্রুতি “বায়ুশ্চ বায়ুমাত্রা চ আকাশশ্চ আকাশমাত্রা চ” ইত্যাদি শ্রুতির সহিত এক-বাক্যতা করিয়া পক্ষীকরণপক্ষে বায়ু ও আকাশের চান্দুম প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে । আর যে আপত্তি করা হইয়াছিল—পক্ষীকরণপক্ষে বায়ু ও আকাশের চান্দুমপ্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে—ইত্যাদি, তাহার উত্তরে বলিব, তাহা হয় না । কারণ “বৈশেষ্যাতু তদ্বাদন্তদ্বাদঃ”—আধিক্যাহেতু তাহারই কথন, তাহারই কথন—এই ব্রহ্মসূত্রোক্ত ত্রায়বশতঃ আকাশ ও বায়ুর অংশ অধিক থাকায় চান্দুম প্রত্যক্ষ হইবে না । সুতরাং উক্ত আপত্তি বার্থ্য ।

(ওঁ পক্ষীকৃতপঞ্চমহাভূতানি তৎকার্য্যং চ সৰ্ব্বং বিরোড়্ ইত্যাচাভে ১০।

এতৎ স্থলশরীরম্ আত্মনঃ ১১।

পক্ষীকৃতানি ভূতানি তৎকার্য্যং চ বিরোড়্ ভবেৎ ।

স্থূলং শরীরমেতৎ স্মাদশরীরস্ত চাত্মনঃ ১১।

অধিদৈবতমধ্যাত্মমধিভূতমিতি ত্রিধা ।

একং ব্রহ্ম বিভাগেন ভ্রমাদ্ ভাতি ন তত্ত্বতঃ ১২।

এবম্ উপোদ্যাততয়া সৃষ্টিম্ অভিধায় নিতামুক্তে আত্মনি অতশ্চিন্ তদ্রূপত্বেন মায়াকার্য্যত্বেন চ তস্তা আরোপত্বং চ উক্তা ইদানীং তস্তা ঔকারেণ অপবাদসৌকর্য্যায় আরোপিতস্ত কুংসস্ত ত্রৈবিধ্যকরণার্থং পক্ষীকৃতেত্যাদি আচাৰ্য্যবাক্যং ব্যাচষ্টে—পক্ষীকৃতানি ইত্যাদিনা। বিরোড়্শব্দার্থমাহ—স্থূলং শরীরমিতি । অনেন ব্যাটিসমষ্টিশরীরদ্বয়মপি উক্তম্ । নহু তস্ত স্থূলশরীরাকীকারে অস্থূলম্ ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ ইত্যশঙ্ক্য বস্তুতো অশরীরস্ত শরীরসম্বন্ধাসম্ভবং বদন্ তস্ত মুবাত্তমাহ—**অশরীরস্তেতি** । চঃ অবধারণে । বস্তুতঃ কালত্রয়েহপি শরীরসম্বন্ধ-রহিতশ্চৈব ইত্যর্থঃ ১১।

নতু “ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থোপলক্ষির্জাগরিতম্” ইতি মূলম্ অন্তপপন্নম্ । অধিতীয়াত্মনি ইন্দ্রিয়াদিভেদাভাবাৎ আরোপিতস্য তস্য সত্ত্বেহপি ইন্দ্রিয়গণাঃ জড়ানাং স্বতঃ প্রবৃত্তাসম্ভবঃ । নচ আত্মা অসঙ্গঃ তৎপ্রবর্ত্তকে।

পক্ষীকৃত পঞ্চমহাভূত এবং পঞ্চমহাভূতের কার্য্যকে ‘বিরোড়্’ বলা হয়, ইহা অশরীর আত্মার স্থূল শরীর । ইহার দ্বারা সমষ্টি ও ব্যাষ্টি স্থূল শরীর বলা হইল ॥ ১১

[‘ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলক্ষির্জাগরিতম্’—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাদি বিষয়ের উপলক্ষির নাম জাগ্রদবস্থা—এই মূল গ্রন্থ যে অসঙ্গত হয়; কারণ, অধিতীয় আত্মাতে ইন্দ্রিয়াদিভেদ থাকিতে পারে না । যদিও আত্মাতে আরোপিত ইন্দ্রিয়গণ থাকে, তথাপি জড় ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় সকলে

ভবতি । অতঃ তেষাং বিষয়সম্বন্ধাভাবাদ্ অর্থোপলব্ধিন্ সম্ভবতি ইত্যত
আহ—**অধিদৈবতমিতি** । অধিদৈবতম্ ইত্যাদিষু সপ্তম্যাথে অব্যয়ীভাবঃ ।
দেবতাস্থ বিद्यমানং দিগাদিকম্ অধিদৈবতং আত্মনি কাৰ্য্যকরণসম্বন্ধে
শরীরে বিद्यমানং শ্রোত্রাদিধ্যাত্ম্য ভূতেষু বিद्यমানং বিষয়ভূতং শব্দাদিকম্
অধিভূতম্ । “তেভ্যঃ সমভবৎ” ইতি বার্তিকৈ ভূতানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং
চ সৃষ্টিঃ কণ্ঠরবেণ উক্তা । ইন্দ্রিয়সৃষ্ট্যুক্ত্যেব সমষ্টিইন্দ্রিয়াভিমানিচেতনানা-
মেব দেবতাস্থ তৎসৃষ্টিরাপ অণাৎ উক্তোক্তে ত্রিবচস্য অপি আত্মনি
আরোপো দশিত ইতি ভাবঃ । এণং সতি “ইন্দ্রিয়ে: ‘অর্থোপলব্ধিঃ’
ইতিবাক্যম্ উপপন্নম্ ॥১২॥

স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি হইতে পারে না, আর অসঙ্গ আত্মাও ইন্দ্রিয়গণের
প্রবর্তক হইতে পারে না । অতএব ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত বিষয় সকলের
সম্বন্ধ না হওয়ায় বিষয়ের উপলব্ধি হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কা হইলে
তাহাব সমাধানের নিমিত্ত ‘অধিদৈবতম্’ ইত্যাদি গ্রন্থ বলিতেছেন—]

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম অজ্ঞানবশতঃ আধিদৈবত, অধ্যাত্ম ও অধিভূত এই
তিন প্রকার বিভাগে প্রকাশ পাটয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বস্তুতঃ নহে,
বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মের কোনরূপ ভেদই নাই ।

[দেবতাসমূহে বিद्यমান দিগাদি অধিদৈবত, আত্মা অর্থাৎ কাৰ্য্য-
কারণ সম্বন্ধাত্মক শরীরে বিद्यমান শ্রোত্রাদি অধ্যাত্ম্য, ভূতসমূহে বিद्यমান
বিষয়ভূত শব্দাদি অধিভূত ।

‘তেভ্যঃ সমভবৎ’—এই বার্তিকৈ কণ্ঠরবের দ্বারা ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের
সৃষ্টি বলা হইয়াছে ; সমষ্টি ইন্দ্রিয়ের অভিমানী চেতনকে দেবতা বলা
হয়, ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি বলায় সমষ্টি ইন্দ্রিয়াভিমানী চেতনরূপ দেবতা-
গণের সৃষ্টিও অর্থাৎ উক্ত হইয়াছে, সুতরাং আত্মাতে আরোপিত ত্রিবিধ
বিভাগ প্রদর্শিত হইল । আর তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণের সহিত বিষয়-
সমূহের উপলব্ধির নাম জগরণ’ এই বাক্যও সঙ্গত হইল ॥ ১২

(ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থোপলক্ষিকাগরিতম্ ॥১২॥)

ইন্দ্রিয়ৈরর্থবিজ্ঞানং দেবতানুগ্রহাধিতৈঃ ।

শব্দাদিবিষয়ং জ্ঞানং তজ্জাগরিতমুচ্যতে ॥১৩॥

দেবতানাম্ ইন্দ্রিয়প্রবর্তকত্বোপপত্তিঃ ইত্যাহ—ইন্দ্রিয়ৈঃ ইতি ।
এবং সতি দেবতানুগ্রহাধিতৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অর্থবিজ্ঞানং জাগতে, তজ্জ্ঞানং
জাগরিতম্ উচ্যতে ইতি, এবং বাক্যভেদেন জ্ঞানপদদ্বয়স্যপি অর্থয়ো
দ্রষ্টব্যঃ ।

যদা ইন্দ্রিয়জন্যজ্ঞানম্ অন্তঃ শাস্ত্রানুমানাদিজন্ম জ্ঞানং সৰ্বং চ
জাগরিতমিতি জ্ঞানপদদ্বয়স্য অপুনরুক্তিঃ । অত্র উপলক্ষিরিত্যুক্তে
তুরীয়ে গতম্, অতঃ অর্থোক্তি । বিষয়োপলক্ষিঃ ইত্যর্থঃ । স্মৃশ্তৌ
অজ্ঞানস্য বিষয়ত্বোপলক্ষেঃ অর্থাদং শব্দাদিপরেত্বেন ব্যাখ্যাতম্, শব্দাদি-
বিষয়ম্ ইত্যনেন । তথাপি স্বপ্নে বাসনারূপশব্দান্তর্থোপলক্ষেঃ সত্বাৎ অতি-
ব্যাপ্তিবারণায় ইন্দ্রিয়ৈঃ ইত্যুক্তম্ । নচ তত্রাপি ইন্দ্রিয়াণি দৃশ্যন্তে ইতি
বাচ্যম্ । তেষাং বাসনামাত্রত্বাৎ । নচ বাসনারূপৈরপি তৈঃ অর্থোপ-
লক্ষিঃ তত্রাপ্তি ইতি বাচ্যম্ । বাসনারূপাণাং তেষাম্ অর্থানাম্ ইব বিষয়-
ত্বেন সাক্ষিভাসাত্বমেব নতু উপলক্ষৌ করণত্বম্ । তৎপ্রতীতিস্ত জাগ্রৎ-
কালে করণত্বপ্রতীতিস্তদ্বাসনামাত্রং দেবতানুগ্রহাভাবেন মুখ্যকরণত্বা-
ভাবাৎ ইত্যাশয়েন “দেবতানুগ্রহাধিতৈঃ” ইত্যুক্তম্ । নচ এবমপি

[দেবতাগণই ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবর্তক, জীব নহে—ইহাই উপপাদন
করিতেছেন—]

দেবতাগণের অনুগ্রহবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যে বিষয়জ্ঞান জন্মে,
শব্দাদিবিষয়ক সেই জ্ঞানকে জাগ্রদবস্থা বলা হয় । অথবা—

দেবতাগণের অনুগ্রহযুক্ত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা যে জ্ঞান হয় এবং শব্দ
অর্থাৎ শাস্ত্র ও অনুমানাদিজন্ম আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে জাগরিত
বলা হইয়া থাকে ॥১৩

শ্রোত্রমধ্যাস্তমিত্যুক্তং শ্রোত্রব্যং শব্দলক্ষণম্ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তং দিশস্তত্রাধিদেবতম্ ॥১৪॥

মনঃকরণং তত্র অস্তি ইতি বাচ্যম্ । তন্ম ইন্দ্রিয়ত্বাভাবাৎ “মনঃ সর্কে-
দ্রিয়ানি চ” ইত্যাদিক্রতো ইন্দ্রিয়েভাঃ পৃথকগ্রহণাৎ । অত এব ক্রতে:
ইন্দ্রিয়ত্বাভাবনিশ্চয়াৎ “মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি” ইত্যত্র বিজ্ঞাতীয়েনৈব
সংখ্যাপূরণং কাৰ্য্যম্ “যজ্ঞমানপঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি” ইত্যত্র অনর্জিত্বা
অপি বিজ্ঞাতীয়েন যজ্ঞমানেন সংখ্যাপূরণদর্শনাৎ । সৃজাতীয়েনৈব
সংখ্যাপূরণশাস্ত্রম্ “গুহাং প্রবিষ্টৌ” (ব্রহ্মসূত্র ১২।১১) ইত্যধিকরণ-
সিদ্ধিসন্দেহস্থলে এব, নতু মানাস্ত্বরেণ বিজ্ঞাতীয়েননিশ্চয়স্থলেহপি ইতি
ভাবঃ । স্বপ্নে মনস অথোপলক্ষিং প্রতি উৎপাদকত্বেন করণত্বাভাবাচ্চ ন
তদা অতিব্যাপ্তিরিতি । ন চ এবমপি সমমধির্মুর্চ্ছয়োঃ অব্যাপ্তিঃ, তত্র
ইন্দ্রিয়ে উপলক্ষ্যত্বাভাবাৎ তয়োঃ জাগরণত্বাদিতি বাচ্যম্ । মুর্চ্ছয়া
“মুন্ধেহদসম্পত্তিঃ” (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১০) ইতি জ্ঞানেন অজাগরণত্বাৎ
সমাধেঃ তুরীয়াবস্থাত্ত্বেন অজাগরণত্বাচ্চ ইতি ভাবঃ ॥১৩॥

ইদানীম্ অধ্যাস্তাদিবিভাগঃ সূত্রপ্রতিপত্তাৎ বিবিচ্য দর্শয়তি—
শ্রোত্রমিত্যাदिना “ঐশস্তত্রাধিদেবতম্” ইত্যন্তেন । অত্র অধিভূত-
মিতি তত্তদীন্দ্রিয়বিষয় উচ্যতে, শব্দস্বরূপং শ্রোত্রেন্দ্রিয়স্য বিষয় ইত্যর্থঃ ।
এবং সর্বত্র যোজ্যম্ । “দিশঃ শ্রোত্রং ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন” ইত্যাদি-
ক্রত্যা দিগাদীনাং অধিষ্ঠাতৃদেবতাত্ত্বাবগমাৎ তেষাং তথাত্মম্ অঙ্গীকার্য্যম্
ইত্যর্থঃ । এতেন জীবাদিষ্ঠিতানাং ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্ত্যুপপত্তে:

[এখন অনায়াসে বুঝিবার জগ্ন পৃথকভাবে অধ্যাস্তাদি বিভাগ
প্রদর্শন করিতেছেন—]

শ্রোত্র ইন্দ্রিয়কে অধ্যাস্ত বলা হয়, শব্দরূপ শ্রোত্রব্য বিষয় হইতেছে
অধিভূত, এবং দিক্‌সমূহ শ্রোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥১৪

অগধ্যাশ্রমিতি প্রোক্তং স্পষ্টব্যাং স্পর্শলক্ষণম্ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তং বায়ুস্তত্রাধিদেবতম্ ॥১৫॥

চক্ষুরধ্যাশ্রমিত্যুক্তং দ্রষ্টব্যং রূপলক্ষণম্ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তমাদিত্যোহত্রাধিদেবতম্ ॥১৬

জিহ্বাহধ্যাশ্রম তয়াস্বাত্মমধিভূতং রসাত্মকম্ ।

বরুণো দেবতা তত্র জিহ্বায়ামধিদেবতম্ ॥১৭॥

তদধিষ্ঠাতাঃ দেবতা ন সন্তীতি বদন্তঃ বৈশেষিকাদয়ো নিরন্তাঃ । শ্রুতি-
বিরোধাদ্ অসঙ্গস্য জীবন্ত অধিষ্ঠাতৃত্বাত্তপশ্চেষেতি । যদ্যপি শ্রুতৌ
“অগ্নির্বাগ্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ” ইত্যাদিনা বাগধ্যাদিক্রমেণ অধ্যাত্মাদি-
বিভাগ উক্তঃ, তথাপি তদ্ব্যপাদকতদগ্রাহভূতক্রমেণ তত্রাপি জ্ঞানেন্দ্রিয়-
পূর্বকত্বাৎ কণ্ঠেন্দ্রিয়প্রবৃত্তেঃ তদ্ব্যপাদকতদগ্রাহভূতক্রমেণ অধ্যাত্মাদি-
ক্রম ইহ উক্তঃ ॥১৪॥

অগধ্যাশ্রমিতি । বায়ুরিতি । যদ্যপি “ওষধিবনস্পত্যয়ো লোমানি
ভূত্বা স্বচং প্রাবিশন্” ইতিশ্রুতৌ ওষাধিবনস্পত্যীনাং অগ্দ্দেবতাস্তম্ উক্তং
তথাপি দেবতাত্বাপ্রসিদ্ধেঃ তেষাম্ অধিষ্ঠাতা বায়ুরেব ওষধ্যাদিশব্দেন
উক্ত ইতি মত্বা ইহ বায়ুরুক্তঃ । বরুণাঃ বায়ুধিষ্ঠিতত্বং চ শ্রুত্যাদি-
প্রসিদ্ধম্ ইতি ভাবঃ ॥১৫॥

চক্ষুরিতি স্পষ্টম্ ॥১৬

জিহ্বেতি । রসাত্মকম্ আশ্বাত্মম্ অধিভূতম্ ইত্যম্বয়ঃ । “বরুণো বা

অগ্নিেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, স্পর্শরূপ স্পষ্টব্য বিষয় অধিভূত; বায়ু স্বর্গের
অধিদেবতা ॥১৫

চক্ষু অধ্যাত্ম, দ্রষ্টব্যরূপ; অধিভূত, সূক্ষ্ম চক্ষুর অধিদেবত ॥১৬

জিহ্বা অধ্যাত্ম, জিহ্বার দ্বারা আশ্বাদনীয় রস অধিভূত, বরুণ
দেবতা জিহ্বার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ১৭

আগমধ্যাশ্মিত্যুক্তং ভ্রাতব্যং গন্ধলক্ষণম্ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তং পৃথিব্যাত্রাধিদৈবতম্ ॥১৮॥

বাগধ্যাশ্মিতি প্রোক্তং বক্তব্যং শব্দলক্ষণম্ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তমগ্নিস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥১৯॥

এতং গৃহ্যাত” ইত্যাদৌ ব্যাধিবশেষে বরুণশব্দস্ত প্রয়োগাৎ তদ-
ব্যাবৃত্তার্থঃ দেবতারূপঃ অধিদৈবতম্ ইত্যুক্তম্ । বরুণস্ত চ অধিষ্ঠাতৃভ্যাং
রসস্ত চ অপ-আত্মকভ্যাং “শংনো মিহঃ শং বরুণঃ” ইত্যত্র ঈন্দ্রিয়-
দেবতাস্থ তস্য গণনাচ্চ তত্র দেবতেতি ভাবঃ ॥১৭॥

আগমধ্যাশ্মিতি । পৃথিবীতি । ভ্রাণেন্দ্রিয়স্ত পাথিবভ্যাং
পৃথিব্যভিমানিদেবতায়াঃ তত্র দেবতাস্থম্ উচ্যতমিতি “পৃথিব্যাত্রাধি-
দৈবতম্” ইত্যুক্তম্ । যদ্বা “দিদ্যাতার্কপ্রচেতো” ইতি সম্প্রদায়ম্বোকে
অশ্বিনোঃ ভ্রাণাধিদেবতাদ্ব্যেক্তেঃ বড়বাত্তৃত্বশাপস্বীনাং সিকানির্গতত্বেন
পুরাণপ্রসিদ্ধে চ তয়োরেব অধিদৈবতম্ ইতি চিত্যচ্চ, ইহ পৃথিবীশব্দেন
ভৌ এব উক্তো “অভূতো বা ইমৌ মনুষ্যচরৌ” ইত্যত্র তয়োঃ মনুষ্যবৎ
পৃথ্বীসম্বন্ধপ্রবণাৎ । যতপি “বায়ুঃ প্রাণো ভূদা নাসিকে প্রাবিশৎ” ইত্যত্র
বায়োঃ দেবতাস্থম্ উক্তং, তথাপি নাসিকাসংস্কারস্বরূপেণ বায়োঃ
গন্ধগ্রহণে সহকারিত্বমাত্রেন তথোক্তম্ । বস্তুতঃ তত্র বায়ুশব্দেন তৎসহ-
চারিপূর্ব্বোক্তদেবতৈব গ্রাহ্য ইতি ন বিরোধঃ ॥১৮॥

বৈশেষিকাদয়স্ত—কশ্মেন্দ্রিয়াণি ন সন্ত্যেব হস্তাত্ত্ববচ্ছিন্নাশ্মনি
প্রযত্ত্বোৎপত্তৌ তত এব হস্তাদৌ ব্যাপারোৎপত্তিসম্ভবাৎ ইত্যাহঃ ।

ভ্রাণেন্দ্রিয় অধ্যাত্ম, ভ্রাতব্য গন্ধ অধিভূত, পৃথিবী ভ্রাণের অধি-
দেবতা ॥ ১৮

বাক্ অধ্যাত্ম, বক্তব্য শব্দ অধিভূত, অগ্নি বাগিন্দ্রিয়ের অধি-
দেবতা ॥ ১৯

• হস্তাবধ্যাস্থমিত্যুক্তমাদাতব্যং চ যন্তবেৎ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তমিল্লস্তত্রাধিদেবতম্ ॥২০॥

পাদাবধ্যাস্থমিত্যুক্তং গন্তব্যং তত্র যন্তবেৎ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তং বিষ্ণুস্তত্রাধিদেবতম্ ॥২১॥

পায়ুরিন্দ্রিয়মধ্যাস্থঃ বিসর্গস্তত্র যো ভবেৎ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তং মৃত্যুস্তত্রাধিদেবতম্ ॥২২॥

তদযুক্তম্ । “অগ্নির্বাগ্ ভূত্ৱা” ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধাৎ কুণিহাদিপ্রাপক-
কৰ্ম্মপ্রতিবন্ধেজ্জিয়াভাবে কুণিত্তপদ্ব্যাসস্ত্বাপত্তেঃ । অন্তথা তত্তদ-
গোলকাবচ্ছিন্নাত্মনঃসংযোগাদেব জ্ঞানোৎপত্তিসম্ভবেন জ্ঞানেজ্জিয়াণা-
মপি অভাবগ্রসজ্জাত ইত্যভিপ্রোক্তা কশ্মেজ্জিয়েষ উক্তবিভাগমাহ—
বাগধ্যাস্থমিতি । বাগাদয়শ্চ যথাক্রমং রাজসাকাশাদিভূতকাৰ্ধ্যাণীতি
বোদ্ধাম্ ॥১৯॥

হস্তাবধ্যাস্থমিতি । ইন্দ্র ইতি । “ইন্দ্রো মে বলে শ্রিতঃ” ইতি
শ্রুত্যা ইন্দ্রস্ত বলাধিষ্ঠাতৃত্বাদ্ বলস্ত “বাহোকলম্” ইতি শ্রুত্যা বাহ-
ধন্বত্বাৎ ইন্দ্রো হস্তাধিদেবতম্ ইত্যর্থঃ ॥২০॥

পাদাবিতি । বিষ্ণুরিতি । বিষ্ণোবিক্রমণকল্পত্বাৎ বিক্রমণ-
হেতুপাদাধিষ্ঠাতৃত্বং তস্ত উচিতমিত্যর্থঃ ॥২১॥

পায়ুরিতি স্পষ্টম্ ॥২২॥

হস্ত অধ্যাস্থ, আদাতব্য অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বিষয় অধিভূত, ইন্দ্র
হস্তেরাধিদেবতা ॥২০॥

পাদ অধ্যাস্থ, গন্তব্য বিষয় অধিভূত, বিষ্ণু পাদের অধি-
দেবতা ॥২১॥

পায়ু অধ্যাস্থ, ‘বিসর্গ অর্থাৎ মলত্যাগ’ অধিভূত, মৃত্যু পায়ুর অধি-
দেবতা ॥২২॥

উপস্থৈল্লিয়মধ্যাত্ম্য জ্ঞাত্যানন্দস্য কারণম্ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তমধিদৈবং প্রজ্ঞাপতিঃ ॥২৩॥

মনোহধ্যাত্মমিতি প্রোক্তং মস্তব্যং তত্র যন্তবেৎ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তং চন্দ্রস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥২৪॥

বুদ্ধিরধ্যাত্মমিত্যুক্তং বোদ্ধব্যং তত্র যন্তবেৎ ॥

অধিভূতং তদিত্যুক্তমধিদৈবং বৃহস্পতিঃ ॥২৫॥

অহংকারস্তথাহধ্যাত্মমহংকর্তব্যমেব চ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তং রুদ্রস্তত্রাধিদৈবতম্ ॥২৬॥

উপস্থৈতি । প্রজ্ঞাপতিরীতি । যত্বপি “আপো রেতো ভূহা শিশ্নঃ প্রাবিশন” ইতিশ্রুতৌ অপাং দেবতাত্মম্ উক্তং, তথাপি তত্র আপশব্দেন তদুপলক্ষিতপঞ্চভূতোপাধিকঃ প্রজ্ঞাপতিরেব উক্ত ইতি ভাবঃ ॥২৩

মস্তব্যবোদ্ধব্যাদিকং সৰ্বং যত্বপি শ্রোতব্যাদিরূপমেব, তথাপি মস্তব্যাদিরূপেণ শ্রোতব্যাত্মপেক্ষয়া ভেদম্ অঙ্গীকৃত্য তেষাং মনআদি-বিষয়ত্বমাহ—মনোহধ্যাত্মমিতি ত্রিভিঃ মস্তব্যমিত্যাदिना । বৃহস্পত্যাদীনাং তু বুদ্ধ্যাদিদেবতাত্মম্ আগমাৎ অবগন্তবাম্ । ইতরেষাং তু “অগ্নিৰ্ব্বাগ্ ভূত্বা” ইত্যাদিশ্রুতৌ তথাহঃ স্পষ্টমিতি ॥২৪॥২৫॥২৬॥

উপস্থ অধ্যাত্ম, আনন্দের কারণ জ্ঞাপ্রভৃতি অধিভূত, উপস্থের অধিদেবতা প্রজ্ঞাপতি ॥২৩

মনঃ অধ্যাত্ম, মস্তব্য বিষয় অধিভূত, চন্দ্র মনের অধিষ্ঠাত দেবতা ॥২৪

বুদ্ধি অধ্যাত্ম, বোদ্ধব্য বিষয় অধিভূত, বৃহস্পতি বুদ্ধির অধিদেবতা ॥২৫

অহংকার অধ্যাত্ম, অহংকর্তব্য বিষয় অধিদৈবত, রুদ্র অহংকারের অধিদেবতা ॥২৬

চিন্তমধ্যাশ্রমিত্যুক্তং চেতব্যং তত্র যদ্ববেৎ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞোহত্রাধিদৈবতম্ ॥২৭॥

তমোহধ্যাশ্রমিতি প্রোক্তং বিকারস্তত্র যো ভবেৎ ।

অধিভূতং তদিত্যুক্তমীশ্বরোহত্রাধিদৈবতম্ ॥২৮॥

বাহ্যাস্তঃকরণৈরেবং দেবতানুগ্রহাষিতৈঃ ।

স্বং স্বং চ বিষয়জ্ঞানং তজ্জাগরিতমুচ্যতে ॥২৯॥

চিন্তমিতি । ক্ষেত্রজ্ঞঃ সাক্ষীত্যর্থঃ ॥২৭॥

তম ইতি । ঈশ্বরঃ মায়াপ্রবৃত্তকো জগৎকারণমিতি ভেদঃ ॥২৮॥

এবম্ অধ্যাত্মাদিবিভাগং প্রদশ্য "ইন্দ্রিয়ৈঃ অপোপলক্ষির্জাগরিতম্"
 ইতি বাক্যে ইন্দ্রিয়গ্রহণং করণোপলক্ষণার্থম্ ইতি অভিপ্রেত্য বদন্
 বাক্যার্থম্ উপসংহরতি—**বাহ্যেতি** । অত্র জ্ঞানমিতি কশ্চেন্দ্রিয়ব্যাপার-
 ণাম্ উপলক্ষণম্ । অত্যা কশ্চেন্দ্রিয়সা অসংগ্রহাপাতাৎ স্বরূপনিরূপণ-
 বৈয়াখ্যং স্যাদिति ॥২৯॥

চিন্ত অধ্যাত্ম, চেতব্য বিষয় অধিভূত, ক্ষেত্রজ্ঞ চিন্তের অধি-
 দেবতা ॥২৭

তমঃ অর্থাৎ অজ্ঞান অধ্যাত্ম, অজ্ঞানের বিকার অধিভূত, মায়-
 প্রবৃত্তক ঈশ্বর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥২৮

এইরূপে দেবতাগণের দ্বারা অন্তর্গৃহীত বাহ্য ও অন্তঃকরণসমূহের
 দ্বারা যে তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাকে জাগ্রদবস্থা
 বলে ॥২৯

তাৎপর্য্য । বৈশেষিক, নৈয়ায়িকপ্রভৃতি বলিয়া থাকেন—
 'জীবাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি হয়, ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
 নাই' । ইহার উত্তরে বলা যায়, যদি ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
 স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে "দিশঃ স্রোত্রঃ ভূত্বা কর্ণৌ প্রাবিশন্"

তদুভয়াভিমানী আয়া বিবঃ ১৩ এতৎত্রয়ম্ অকারঃ ১৪

যেয়ং জাগরিताবস্থা শরীরং করণাশ্রয়ম্ ।

যন্তুয়োরভিমানী স্মাদ্ বিশ্ব ইত্যভিধীয়তে ॥৩০॥

বিশ্বং বৈরাজরূপেণ পশ্চাদ্ ভেদনিবৃত্তয়ে ।

অপক্ষীকৃতপঞ্চমহাত্মানি পঞ্চতন্মাত্রানি, তৎকাষ্যঃ চ পঞ্চপ্রাণাঃ দশেন্দ্রিয়াণি,

মনোবুদ্ধিঞ্চ ইতি সপ্তদশকং লিঙ্গং ভৌতিকং হিরণ্যগর্ভ

ইত্যাচ্যতে ১৫ এতৎ সূক্ষ্মশরীরম্ আয়নঃ ১৬

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কশ্মেন্দ্রিয়াণি চ ॥৩১॥

“তদুভয়াভিমানী” ইত্যত্র উভয়শব্দাণ্যং বদন্ তদ্বাক্যার্থমাহ—যেয়-
মিতি । বিশ্বস্তা স্তূলসূক্ষ্মকাষণশরীরত্রয়াভিমানীত্বাং সূক্ষ্মশরীরসং গ্রহায়
“অগ্নিবর্গা ভূত্বা মুখং প্রবিশৎ”, “ওষধিবনম্পত্যো লোমানি ভূত্বা ত্রুচং
প্রাবিশন্” ইত্যাদি বহু শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় । ইন্দ্রিয়-
পরতন্ত্র জীব কখনও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না, জীবের
সহিত ব্রহ্মের ঐক্যবশতঃ জীবের অধিষ্ঠাতৃত্ব স্বীকার করিলে অসঙ্গতহেতু
জীবের প্রকর্তৃত্ব অসম্ভব হয়, স্ততরাঃ এইরূপ স্থলে শ্রুতিজননীয়
শরণ্য ; কল্পনাবলে সত্য নিক্রপিত হয় না ।

জাগ্রদবস্থা ও করণের আশ্রয় শরীর—এই উভয়ে যিনি আভিমানী
তাঁহাকে বিশ্ব বলা হইয়া থাকে । এখানে ‘শরীর’ শব্দে স্তূল, সূক্ষ্ম ও
কারণ-শরীর বুঝিতে হইবে ; কারণ, বিশ্ব ত্রিবিধ শরীরে অভিমানী ।
‘কারণাশ্রয়ঃ শরীরম্’—ইহার দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরের গ্রহণ করা হইয়াছে ।
‘তমোহধ্যাত্মম্’ ইহার দ্বারা তমঃ শব্দবাচ্য কারণ-শরীর বলা হইল,
এবং জাগরিताবস্থা দ্বারা স্তূল শরীরের গ্রহণ করা হইয়াছে ॥ ৩০

ভেদনিবৃত্তির নিমিত্ত বিশ্বে বৈরাজরূপত্বরূপে দর্শন করিবে, অর্থাৎ
বৈরাজকে বিশ্বস্বরূপে দর্শন করিবে । পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি
কশ্মেন্দ্রিয় ॥ ৩১

শ্রোত্রষড়্‌নয়নজ্ঞাণজিহ্বা যীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ।

বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থাঃ কশ্মৈন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥৩১॥

মনো বুদ্ধিরহংকারশ্চিন্তং চেতি চতুষ্টয়ম্ ।

সঙ্কল্পাখ্যং মনোরূপং বুদ্ধিনিশ্চয়রূপিণী ॥৩২॥

“শরীরং করণাশ্রয়ম্” ইত্যুক্তম্ । অতএব তমঃশক্তিং কারণশরীরমপি
“তমোহধ্যাত্মম্” ইতি অত্র উক্তম্ । অত্রথা জাগরাবস্থোক্তপ্রস্তাবে তস্মৈ
অনবসরপ্রসঙ্গাৎ । তচ্চ ইহ শরীরগ্রহণেন গৃহীতমিতি বোধ্যম্ ॥৩০॥

নহু “তৎকাযাং চ বিরাদ্ ভবেৎ” ইত্যত্র সমষ্টিব্যাপ্তিশরীরয়োঃ
অভিধানাং সমষ্টৌ চ বৈশ্বানরশাক্তস্ত বৈরাজস্য অভিমানিহাং কথং
ব্যাপ্ত্যভিমানিনো বিশ্বস্ত তদুভয়াভিমানিভ্যম্ ? অত আহ—বিশ্বমিতি ।
বৈরাজস্য রূপং যস্ত স তথা । ভাবপ্রধানো নির্দেশঃ । বৈরাজরূপত্বেন
ইত্যর্থঃ । বৈরাজং বিশ্বাত্মত্বেন পশ্চেৎ ইত্যর্থঃ । হিরণ্যগৰ্ভরূপেণ
চিন্তয়েৎ ইত্যাদাবপি এবমেব অর্থঃ । যথাক্রমে বিশ্বস্ত বৈরাজাস্তভাবে
বিশ্বস্ত প্রাধান্যং ন স্যাত্ । তথা চ সতি প্রত্যগাত্মপ্রাধান্যং ন ভবেৎ ।
বৈরাজাদীনাম্ ঈশ্বরাবস্থাবেদত্বেন প্রত্যগাত্মাবস্থাবেদত্বাভাবাৎ । তথা
সতি “অকারমাত্রং বিশ্বঃ স্যাত্ । অকারং পুরুষং বিশ্বম্ উকারে
প্রবিলাপয়েৎ” ইত্যাদিবক্ষ্যমাণাঃ বিশ্বাদিপ্রাধান্যবাপদেশা বিকথ্যেয়ান্ ।

এতদ্রূপং ভবতি—একস্তেব চৈতন্তস্ত সমষ্টিব্যাপ্ত্যভিমানভেদেন
ভেদাৎ জীবানামপি “সক্বে জীবাঃ সকলময়াঃ” ইতি ক্রত্যা অপরিচ্ছেদাৎ

শ্রোত্র, চক্ষুঃ, জ্ঞাণ ও জিহ্বা—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্,
হস্ত, পাদ পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচটি কশ্মৈন্দ্রিয় ॥ ৩১ ॥

মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার ও চিন্তা—এই চারিটি অন্তঃকরণ ; মনের
ধর্ম্ম সংকল্প, বুদ্ধির ধর্ম্ম নিশ্চয়, অভিমানের ধর্ম্ম অহংকার, চিন্তার ধর্ম্ম
অনুসন্ধান অর্থাৎ স্মরণ ॥ ৩২ ॥

অভিমানাস্বকস্তদ্বদহংকারঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

অনুসন্ধানরূপং চ চিত্তমিত্যাভিধীয়তে ॥৩৪॥

প্রাণোহপানস্তথা ব্যান উদানাখ্যস্তথৈব চ ।

সমানশ্চেতি পঞ্চৈতাঃ কীৰ্ত্তিতাঃ প্রাণবৃত্তয়ঃ ॥৩৫॥

খং বায়ুগ্ৰাস্বক্ষিতয়ো ভূতসূক্ষ্মাণি পঞ্চ চ ।

অবিজ্ঞাকামকশ্মাণি লিঙ্গং পূৰ্ণাষ্টকং বিহুঃ ॥৩৬॥

পরিচ্ছিন্নব্যাপ্ত্যভিমানরূতঃ পরিচ্ছেদভ্রমঃ । তত্র সমষ্টিব্যাপ্ত্যোঃ স্থলত্ব-
সামান্যেন অভেদে চিস্তিতে পরিচ্ছিন্নাভিমাননিবৃত্ত্য পরিচ্ছেদভ্রমনিবৃত্তৌ
তদভিমানিনোরপি বিশ্ববৈরাগয়োঃ অভেদদর্শনং স্মাদিত “এতৎ ত্রয়ম্
অকারঃ” ইত্যাদিনা উক্তম্ । পাদানাং যাত্রাণাং চাভেদং শ্রৌতক্রমম্
অনুসৃত্যৈব “অকারমাত্রং বিশ্বং স্মাৎ” ইত্যাদিনা বক্ষ্যামি ইত্যভিসন্ধায়
অপক্ষীকৃত্যেত্যাদিনা উক্তং দ্বিতীয়পাদং ব্যাচষ্টে—জ্ঞানেজ্জিয়ানি
ইত্যাদিনা ॥৩১॥

শ্রোত্রজহর্গিত স্পষ্টম্ ॥৩২॥

মনো বুদ্ধিরিতি । সঙ্কল্পাখ্যমিতি । সঙ্কল্পবৃত্তিরূপেণ পরিণতম্ অন্তঃ-
করণং মনু ইত্যর্থঃ । নিশ্চয়াখ্যাবৃত্তিরূপেণ পরিণতম্ অন্তঃকরণং বুদ্ধিঃ ॥৩৩॥

প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পাঁচটা প্রাণের
বৃত্তান্ত ॥ ৩৫

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটিভূত একটা পুরী ;
অবিজ্ঞা একটা পুরী, কাম একটা পুরী, কশ্ম একটা পুরী, লিঙ্গ শরীর
অর্থাৎ পঞ্চজ্ঞানেজ্জিয় একটা পুরী, পঞ্চকর্ষেজ্জিয় একটা পুরী, পঞ্চ প্রাণ
একটা পুরী, মনঃ প্রভৃতি চারিটা একটা পুরী, ইহাকে পণ্ডিতগণ পূৰ্ণাষ্টক
বলিয়া থাকেন । জীবের ভোগসাধনত্ব, উপাধিত্বহেতু তাহাতে অবস্থান
হয় বলিয়া রাজার পুরীতে স্তায় তাহারও আটটা পুরী আছে ॥৩৬

অভিমানান্বক ইতি । অভিমানবৃত্তিরূপেণ পরিণতম্ অন্তঃ-
করণম্ অহঙ্কারঃ । পূর্বোক্তরাহুসন্ধানরূপবৃত্তিমং চিত্তম্ ইত্যর্থঃ ।

মনো বুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তং চোঁত চতুষ্টয়ম্ ।

সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ভঃ স্মরণং বিষয়া ইমে ॥১॥

ইতি অভিযুক্তোক্তেঃ । তত্র গর্বোহভিমানঃ, স্মরণম্ অনুসন্ধানং
বিষয়াঃ সাধ্যাঃ বৃত্তয় ইত্যর্থঃ ॥৩৪॥

প্রাণোহপান ইতি স্পষ্টম্ ॥৩৫॥

খং বায়ু ইতি । **পূর্য্যষ্টকম্** ইতি । একৈকং পঞ্চকম্ একৈকা
পুরী, মনআদিচতুষ্টয়ম্ একা পুরী, কামাদিকং প্রত্যেকম্ একৈকা পুরীতি
পূর্য্যষ্টকম্ । এতচ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদিকঃ জীবন্ত ভোগসাধনত্বাৎ তত্পাধিভেদে
তদবস্থানপ্রদেশত্বাচ্চ পুরীব রাজ্যঃ পুরীত্যর্থঃ ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পলু পঞ্চ তথা পরাণি

কণ্ঠেজ্জিয়াণি মনআদিচতুষ্টয়ং চ ॥

প্রাণাদিপঞ্চকমথো বিয়দাদিকং চ ।

কামচ্চ কাম্য চ তমঃ পুনরষ্টমী পুরী ॥১॥

ইতি অভিযুক্তোক্তেঃ । অত্র বাহ্যিকে অভিযুক্তল্লোকে চ অবিভ্যাতমঃ-
শব্দো পূর্বপূর্বভ্রমজন্তবাসনারূপাবিছাপরো, মূলবিভ্যাসাঃ কল্লপশরীর-
ভেদে সূক্ষ্মশরীরাস্তর্ভাবাসন্তবাসং । পূর্বপূর্বভ্রমজন্তবাসনায়ামপি অবিভ্যাসকঃ
প্রত্যুক্তো বাচস্পতিমিশ্রৈঃ “অনির্বাচ্যাবিভ্যাস্বিতীয়সচিবন্ত” ইত্যত্র ।
যত্বেপি—

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশোজ্জিয়সম্বিত্তম্ ।

অপকীর্তভূতোখং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্ ॥১১॥

ইতি প্রাণাদিসপ্তদশকমেব লিঙ্গশরীরম্ ইতি আত্মবোধাদৌ উক্তম্ ;
অত্র চ কামকণ্ঠাদীনামপি লিঙ্গশরীরাস্তর্ভাব উচ্যতে “এতং সূক্ষ্মশরীরং
স্ত্রাৎ” ইতি । তথাপি আত্মবোধাদিল্লোকেষু উপলক্ষণপরত্বেন কাম-

এতৎ সূক্ষ্মশরীরং স্ত্রান্মায়িকং প্রত্যগাত্মনঃ ।

করণেণ উপসংস্কৃতেন্ জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্ন ইত্যাচ্যতে । ১৭।

তদুভয়াভিমানী আত্মা তৈজসঃ । ১৮। এতৎ ত্রয়ম্ উকারঃ । ১৯।

করণোপরমে জাগ্রৎসংস্কারোক্তং প্রবোধবৎ ॥ ৩৭ ॥

গ্রাহ্যগ্রাহকরূপেণ ক্ষুরণং স্বপ্ন উচ্যতে ।

অভিমানী তয়োর্ধ্বস্ত তৈজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥

কন্দাদীনামপি গ্রহণঃ স্বীকৃতব্যম্ । অগ্ৰথা তেষাং শরীরত্বে অপি
অন্তর্ভাবাভাবেন শরীররূপালাপেহপি তদপলাপাভাবপ্রসঙ্গাৎ । তথাচ
স্থূলপ্রপঞ্চঃ সর্বোতপি স্থূলশরীরম্, সূক্ষ্মপ্রপঞ্চঃ সর্বোতপি সূক্ষ্মশরীরং,
মূলপ্রকৃতিঃ কারণশরীরম্ ইতি শরীরত্রয়াপলাপে সর্বপ্রপঞ্চাপলাপসিদ্ধিঃ
ইতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৩৬ ॥

এতদ্ ইতি । এতৎ পুষ্টকম্ । তস্মাৎ নিরসনযোগ্যতাং দর্শয়িতুং
মায়িকমিতি বশেষণম্ । এবং শরীরং নিরূপ্য তস্য যস্যাম্ অবস্থান্নাং
ভোগসাধনত্বং তাম্ অবস্থান্ দর্শয়িত—করণোপরমে ইতি । করণানাং
চক্ষুরাদীনাম্ উপরমে সতি জাগ্রদুভবজ্ঞাসংস্কারোক্তম্ অন্তঃকরণ-

এই পুষ্টকই প্রত্যগাত্মার সূক্ষ্ম শরীর, ইহা মায়ার কাঁচা । [মায়ী
ও তৎকার্য্যসমুদায় মিথ্যা বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা তাহা ত্যাগ করিতে
হইবে ।] চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ স্বস্বব্যাপার হইতে বিরত হইলে জাগ্রদবস্থায়
বিষয়সমূহের অল্পভবজনিত সংস্কার হইতে উৎপন্ন যে অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ
প্রবোধযুক্ত গ্রাহ্যগ্রাহকরূপে প্রকাশরূপ চৈতন্য, তাহার বিষয়স্বরূপ যে
রথগজাদি ও তদ্বিষয়ক যে অন্তঃকরণবৃত্তি সেই দুইটীকে স্বপ্ন বলা হয় ।
স্বপ্নও সূক্ষ্ম শরীরের অভিমানী চৈতন্যকে তৈজস বলা হইয়া থাকে ।
[স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ থাকে না, সুতরাং তখন সূক্ষ্মশরীরই ভোগের
সাধন হয় । তৈজস অর্থাৎ বাসনারূপ যে সংস্কার তাহাতে অভিমানী
বলিয়া আত্মাকে তৈজস বলা হইয়া থাকে ॥ ৩৭। ৩৮

হিরণ্যগৰ্ভরূপেণ তৈজসং চিস্তয়েদ্ বৃধঃ ।

(শরীরদ্বয়কারণম্ আত্মজ্ঞানং সাত্ত্বসম্ অব্যাকৃতম্ ঈজুচ্যতে । ৩০ ।

এতৎ কারণশরীরম্ আত্মানঃ । ২১ ।)

চৈতন্যভাসখচিতং শরীরদ্বয়কারণম্ ॥ ৩১ ॥

বৃত্তিরূপপ্রবোধযুক্তম্ যদগ্রাজগ্রাঃকরূপেণ ক্ষুরণং চৈতন্যমাস্ত তদ্বিষয়ভূত-
রথগজাদি তদ্বিনয়কাসংকরণবৃত্তিশ্চেতি দ্বয়ং গুণ ইত্যর্থঃ । মূলে
“ভাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ” ইত্যুক্ত্যর্থঃ, তদন্তসারেণৈব
ব্যাখ্যাতম্ । * অতথা চৈতন্যস্য স্বপ্নাবস্থান্তর্ভাবে তস্মাপি অপলাপাপত্তেঃ ।
এবং শরীরম্ অবস্থাং চ উক্ত্ব তদভিমানিনং দর্শয়তি—অভিমানীতি ।
তয়োঃ স্বপ্নস্বক্ষশরীরয়োঃ । তৈজস ইতি । তৈজসি বাসনায়াম্
অভিমানিনেন নিবৃত্তো ভবতীতি তৈজস ইত্যর্থঃ ॥ ৩১-৩৮ ॥

হিরণ্যগৰ্ভ-ইতি । অত্র হিরণ্যগৰ্ভশব্দেন সমষ্টিস্বক্ষশরীরাবিমানী
স্বাত্মা উচ্যতে । যথা ব্যষ্টিভূতপত্রপুষ্পশাখাদিকঃ সমষ্টিভূতবৃক্ষরূপেণ
পশ্চাত “একো বৃক্ষঃ” ইতি, তথা ব্যষ্টিভূতস্বক্ষশরীরাবিমানিনম্
আত্মানং ব্যষ্টিস্বক্ষশরীরাবিমানং তিহ সমষ্টিস্বক্ষশরীরাবিমানিনেন
ধ্যায়েদ্ ইত্যর্থঃ । এতৎ স্বক্ষশরীরঃ স্বপ্নাবস্থাং তদভিমানিনঃ চ
উকারাখম্ উক্ত্ব মকারাখং বক্তুঃ কারণশরীরং তস্য ভোগসম্পাদিকাম্

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তৈজসকে হিরণ্যগৰ্ভরূপে অর্থাৎ সমষ্টিস্বক্ষশরীরাবিমানী
চৈতন্যরূপে চিন্তা করিবেন । [যেমন বিজ্ঞ ব্যক্তি, ব্যষ্টিভূতপত্র পুষ্প
শাখা প্রভৃতিকে সমষ্টিভূত একটি বৃক্ষরূপে দর্শন করেন, সেইরূপ ব্যষ্টিভূত
স্বক্ষশরীরাবিমানী আত্মাকে, ব্যষ্টি স্বক্ষশরীরাবিমান ত্যাগ করিয়া
সমষ্টিস্বক্ষশরীরাবিমানিরূপে ধ্যান করিবেন ।] স্থল ও স্বক্ষ এই দুইটি
শরীরের কারণ যে অজ্ঞান, তাহা চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত । [কেবল অজ্ঞান
শরীরদ্বয়ের কারণ হইতে পারে না বলিয়া চৈতন্যভাসখচিত অর্থাৎ
চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত বলা হইয়াছে ॥] ৩৯

আত্মজ্ঞানং তদব্যক্তমব্যাকৃতমিতি ভীষ্যতে ।

তৎ চ ন সৎ, ন অসৎ, নাপি সদসৎ, ন তিন্নং নাভিন্নং, নাপি ভিন্নাভিন্নং কূতচ্চিং,

ন নিরবয়বং, ন সাবয়বং নোভয়ং, কিন্তু কেবলব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানো-

পনোক্তম্ ৷২২৷ সৰ্ব্বপ্রকারজ্ঞানোপসংহারে বুদ্ধে:

কারণাস্থনা অবস্থানঃ সৃষ্টিঃ ৷২৩৷ তদ্বত্ত্বা-

ভিমানী আত্মা প্রাজ্ঞঃ ৷২৪৷ এতৎ

জ্ঞয়ং মকারঃ ৷২৫৷

ন সন্মাসন্ন সদসস্তিন্নাভিন্নং, ন চাত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অবস্থাঃ তদাভিমানিনঃ চ দর্শয়তি—চৈতন্য-ইতি । কেবলাজ্ঞানস্যা
শরীরদ্বয়কাবণত্বাসম্ভবাৎ চৈতন্যভাসখচিতম্ ইত্যুক্তম্, চৈতন্যপ্রতিবিম্ব-
সহিতম্ ইত্যর্থঃ ॥৩২৥

আত্মাহজ্ঞানম্ হতি । অত্র যদ্ ইতি অধ্যাহারঃ । যৎ শরীরদ্বয়-
কারণম্ 'অজ্ঞানম্' অস্তি তৎ অব্যক্তম্ অব্যাকৃতম্ ইতি চ দ্বেষাতে ইতি
সম্বন্ধঃ । নতু শরীরদ্বয়কারণত্বে তস্য অর্থক্রিয়াকারিত্বেন সত্ত্বা অবশ্যসম্ভবাৎ

শরীরদ্বয়ের কারণ, আত্মাশ্রিত যে অজ্ঞান, পণ্ডিতেরা তাহাকেই
অব্যক্ত ও অব্যাকৃত বলিয়া থাকেন । তাহা সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎও
নহে, আত্মা হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন নহে । [যদি বল অজ্ঞানকে শরীর-
দ্বয়ের কারণ বলিলে তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ কার্য্যকারিত্বহেতু
সত্ত্বা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আর অজ্ঞানের সত্ত্বা স্বীকার করিলে
তাহার কাৰ্য্য স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের সত্ত্বার অপলাপ করা যায় না ?

এইরূপ প্রশংসা করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন—‘ন সৎ’; অর্থাৎ
অজ্ঞান সৎ নহে; এস্থলে অর্থক্রিয়াকারিত্ব সত্ত্ব নহে, কিন্তু অবাধাত্মই সত্ত্ব,
অর্থাৎ যাহা কোন কালেই বাধিত হয় না তাহাই সৎ । অজ্ঞান তদ্ব-
জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয় । সুতরাং তাহা সৎ নহে । আত্মা কোন
কালেই বাধিত হয় না । অতএব আত্মা ‘সৎ’ । যদি বল—তাহা হইলে

তৎকার্যশরীরদ্বয়স্যাপি সত্ত্বাসত্ত্বাং তদপলাপো ন সত্ত্ববতি ইত্যশঙ্ক্য ন
 অর্থক্রিয়াকারিত্বমেব সত্ত্বং, কিন্তু অবাধ্যত্বম্। তং চ অধিষ্ঠানতত্ত্ব-
 জ্ঞানবাধ্যত্বাদ্ অজ্ঞানস্য নাশ্চি ইত্যভিপ্রায়েণ আহ—ন সদ্ ইতি।
 তর্হি শশশৃঙ্গাদিবং অসদেব স্যাং ইত্যশঙ্ক্য আহ—নাসদিত্তি।
 অজ্ঞোহম্ ইতি অপরোক্ষতয়া প্রতীয়মানত্বাং ন অত্যন্তম্ অসদিত্যর্থঃ।
 ন চ সত্ত্বনিষেধে অসত্ত্বম্, অসত্ত্বনিষেধে সত্ত্বং বা বক্তব্যম্, পরস্পর-
 বিরুদ্ধয়োঃ অগ্নতরনিষেধে অগ্নতরাবগম্যত্বাং ইতি বাচ্যম্। পরমতে
 ঘটাত্ম্যভাবে ঘটতদাত্ম্যত্বাবিঘ্নোঃ অভাববৎ সত্ত্বাসত্ত্বয়োঃ অপি
 অভাবোপপত্তেঃ ইতি ভাবঃ। তর্হি কেবলসদসদ্রূপত্বাবেহপি তদুভয়-
 অজ্ঞান শশশৃঙ্গ, আকাশকুহুম, কুম্বলোম ও বক্ষ্যাপুত্রাদির ন্যায় অসং
 হউক? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—‘নাঃসং’ অর্থাৎ অজ্ঞান
 অসংও নহে। ‘আমি অজ্ঞ’ এইরূপ প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান হইতেছে
 এবং অসং বস্ত্র জ্ঞানবাধ্য নহে বলিয়া অজ্ঞান ‘অসং’ নহে। অসং ও
 মিথ্যা—এক পদার্থ নহে। মিথ্যাবস্ত্র জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, অসং
 বাধিত হয় না। মিথ্যা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় হয়, অসং সেরূপ
 হয় না। যদি বল, সত্ত্বের নিষেধ করিলে অসত্ত্ব, এবং অসত্ত্বের নিষেধ
 করিলে সত্ত্বই আসিয়া পড়ে; কারণ, পরস্পরবিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের একতর
 নিষেধ করিলে অগ্নতরে সত্ত্ব অবশ্য স্বীক্য। তাহা হইলে বলিব, না—
 তাহা বলা যায় না। কারণ, যেমন নৈয়ামিকমতে ঘটের অত্যন্ত্যভাবে—
 ঘট ও ঘটের অত্যন্ত্যত্বের অভাব—এই উভয় থাকে, সেইরূপ সত্ত্ব ও
 অসত্ত্ব এই উভয়ের অভাবও সঙ্গত হয়।

যদি বল, কেবল সদ্রূপত্ব বা কেবল অসদ্রূপত্ব না থাকিলেও সদসদ্রূপত্ব
 হউক, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—‘নসদসং’ অর্থাৎ সদসদ্রূপও
 নহে। এক সময়ে একবস্তুর সদসদ্রূপত্ব বিরুদ্ধ।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতেছে—অজ্ঞান আত্মা হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন?

ন সভাগং ন নির্ভাগং ন চাপ্যুভয়রূপকম্ ।

ব্রহ্মাঐশ্বর্যকল্পবিজ্ঞানহেয়ং মিথ্যাঙ্ককারণাৎ ॥ ৪১ ॥

রূপত্বং স্যাৎ ইত্যশঙ্ক্যাহ—ন সদসদ্ ইতি । একস্যা একদৈব সদসদ-
রূপত্বস্য বিরুদ্ধত্বাদ্ ইত্যর্থঃ । নহু তৎ অজ্ঞানম্ আত্মনঃ সকাশাৎ
ভিন্নম্ অভিন্নং বা ? ভিন্নত্বে অদ্বৈতহানিঃ, অভিন্নত্বে বাধ্যাজ্ঞানা-
ভিন্নত্বেন আত্মনোতপি বাধ্যত্বাপত্তিঃ ইত্যত আহ—ভিন্নাভিন্নম্ ইতি ।
ভিন্নত্বাভিন্নত্বয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধয়োঃ অপি অভাবঃ পূর্ববদেব দ্রষ্টব্যঃ ।
যতপি “ন ভিন্নং নাভিন্নং কুতশ্চিৎ” ইত্যস্যা “সতঃ অসতঃ প্রত্যেকং
মিলিতস্য চ প্রতিযোগিত্বম্ উচ্যতে” ইতি আনন্দগিরীয়ে
ব্যখ্যাতং, তথাপি বার্তিকে আত্মনঃ এব কণ্ঠরবেণ ভেদাদিপ্রতি-
যোগিত্বম্ উক্তম্ ইতি এবং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪০ ॥

যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতহানি ঘটে, অভিন্ন হইলে অজ্ঞানের
ত্রায় আত্মাও বাদিত হইবেন । এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—
‘ভিন্নাভিন্নম্ । ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব পরস্পরবিরুদ্ধ হইলেও যেমন ঘটের
অভ্যন্তরভাবে ঘটাবাব ও ঘটাত্মত্ববাবের অভাব থাকে, সেইরূপ
এখানেও একবস্তুর ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব সম্ভব হয় ।] ৪০

[আচ্ছা, সম্ব ও অসম্বন্ধে নির্ণয়ন করিতে না পারিলেও সভাগত্ব,
নির্ভাগত্বরূপে নির্ণয়ন করিতে পারা যাউক, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া
বলিতেছেন—সভাগত্ব শব্দের অর্থ—সাবয়বত্ব, আর তাহা অবয়বরূপ-
কারণে সমবায়সম্বন্ধে বিজ্ঞমানত্ব ; তাহা অজ্ঞানের নাই ; কারণ, অজ্ঞান
অনাদি ; ইহাই এখন বলিতেছেন—]

অজ্ঞান সাবয়ব নহে, নিরবয়বও নহে ; সাবয়ব ও নিরবয়ব—এই
উভয়রূপ নহে । [যদি সর্বতোভাবে নির্ণয়ন করিতে পারা না যায়,
তাহা হইলে তাহার স্বরূপের জ্ঞান হইবে না, আর যদি কোন শব্দের

জ্ঞানামায়ুপসংহারো বুদ্ধে: কারণতাস্থিতি: ।

বটবীজে বটশ্চেব সুষুপ্তিরভিধীয়তে ॥৪১॥

নহু সত্বাদিনা নির্বক্তৃন্ম্ অশকাৎত্রেহপি সভাগতাদিনা নির্বক্তৃন্ম্
শকাতে এব ইত্যশঙ্কা সভাগতঃ নাম সাবয়বতঃ তচ্চ অবয়বরূপ-
কারণসমবেতঃ, তচ্চ অজ্ঞানসা অনাদিভেদে নাস্তি ইত্যাহ—ন
সভাগম্ ইতি । তর্হি নির্ভাগঃ ভবিষ্যতি ইত্যশঙ্কা তত্তাগভূতানাম্
অংশভূতানাং পৃথিবাদীনাং বিজ্ঞমানত্বাৎ ন নির্ভাগম্ ইত্যাহ—ন
নির্ভাগম্ ইতি । অত এব ন উভয়রূপম্ ইত্যাহ—ন চাপীতি ।
নহু সর্বাত্মনা নির্বক্তৃন্ম্ অশকাৎ তৎস্বরূপাধিগতিরেব ন স্যাৎ, লক্ষণা-
ভাবে লক্ষ্যাধিগতে: অসম্ভবাৎ ইত্যশঙ্কা সত্বাদিনা নির্বচনাভাবেহপি
আত্মজ্ঞানাপনোক্তাদিরূপেণ নির্বচনঃ সম্ভবতি ইত্যাহ—ব্রহ্মোক্তি ।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়কাজ্ঞানসৌব অনর্থহেতুত্বাৎ তদ্বিষয়কজ্ঞানমেব তদ্বি-
বর্তকম্ ইত্যর্থঃ । হেয়ম্ ইতি । নাশম্ ইত্যর্থঃ । নহু অজ্ঞানেন
অজ্ঞানাশঃ কণম্ ইত্যশঙ্কা মিথ্যাত্বাৎ অধিষ্ঠানতত্ত্বজ্ঞানেন তদজ্ঞানসা
নিবৃত্তিঃ সম্ভবতি ইত্যাহ—মিথ্যাত্ব-ইতি ॥৪১॥

এবং কারণশরীরস্বরূপঃ নিরূপা অবস্থাঃ নিরূপয়তি—জ্ঞানানামিতি ।

দ্বারা নির্বাচ্য না হইল, তাহা হইলে লক্ষণাও হইতে পারিল না, লক্ষণার
অভাবে হইলে লক্ষ্যেব জ্ঞান অসম্ভব,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সত্ব ও
অসত্বরূপে নির্বচন করিতে না পারিলেও আত্মজ্ঞাননাস্ত্যরূপে নির্বচন
করিতে পারা যায়, ইহাই এখন বলিতেছেন—]

মিথ্যাত্বহেতু ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বজ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বিনাশ ॥৪১

যেমন বটবীজে বটরূপ সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, সেইরূপ বুদ্ধির
সমস্ত বৃত্তির লয় অজ্ঞানে হয়, অর্থাৎ অজ্ঞানরূপ করণে অবস্থিত হয়,
ইহাকে সুষুপ্তি অবস্থা বলা হইয়া থাকে ॥৪২

অভিমানী তয়োৰ্ষস্তু প্রাজ্ঞ ইত্যভিধীয়তে ।

জগৎকারণরূপেণ প্রাজ্ঞাত্মানং বিচিন্তয়েৎ ॥৪৩॥

বিশ্বতৈজসসৌষুপ্তবিরাক্টসূত্রাক্ষরাভিঃ ।

বিভিন্নমিব সংমোহাদেকং তত্ত্বং চিদাত্মকম্ ॥৪৪॥

অত্র জ্ঞানানামিতি বহুবচনতাৎ স্থূলসূক্ষ্মার্থবিষয়কাণাং জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থা-
সম্বন্ধিনাং সর্বেষাং জ্ঞানানামভাবো বিবাক্ষিতঃ । তর্হি বৃত্তীনাম্ অভাবে
বুদ্ধেরপি অভাবঃ স্যাৎ ইত্যশঙ্ক্যাহ—বুদ্ধেরিতি । কারণতাস্থিতিরिति
কারণাত্মনা অজ্ঞানাত্মনা স্থিতিঃ অবস্থানং, পুনঃ বুদ্ধ্যুৎপাদনযোগ্যবাসনা-
ত্মনা অবস্থানমিতিার্থঃ । উপবত্তবৃত্তিঃ কা বুদ্ধেঃ কারণাত্মনাস্থিতিঃ
সুষুপ্তিরভিধীয়তে ইত্যর্থঃ । জ্ঞানানাম্ উপসংহারে মুক্তাবপি, ইতি বুদ্ধেঃ
কারণতাস্থিতিঃ ইতি উক্তম্ । তাবতাত্ত্বৈ জাগ্রদশায়াম্ অতিব্যাপ্তিঃ ।
কার্যাদশায়ামপি কার্যাস্য কারণরূপেণাপি অবস্থানং, অত উক্তম্
জ্ঞানানাম্ উপসংহার ইতি । অত্র অনুরূপং দৃষ্টান্তমাহ—বটেতি ॥৪২॥

অভিমানীতি । তয়োঃ কারণশরীরস্বষুপ্তাবস্থয়োঃ । জগদ্বিতি ।

কারণশরীর ও সুষুপ্ত অবস্থার অভিমানীকে প্রাজ্ঞ বলা হয়, প্রাজ্ঞ-
রূপ আত্মাকে জগৎকারণরূপে চিন্তা করিবে, অর্থাৎ ব্যাপ্তিকারণ-শরীর-
ভিমানী প্রাজ্ঞকে সমষ্টিমায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বররূপে চিন্তা করিবে ॥৪৩

[যদি বিশ্ব, তৈজস প্রভৃতি বহু পদার্থ স্বীকার করা যায়, তাহা
হইলে একমাত্র চিদাত্মাই তত্ত্ব—এই অদ্বৈতের তানি ঘটে,—এইরূপ
আশঙ্কা করিয়া বৈশ্ব ও তৈজসাদি ভেদ উপাধিকৃত, স্বভাবতঃ নহে—
ইহাই ‘বিশ্ব’ ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন—]

চৈতন্যস্বরূপ আত্মা একমাত্র পদার্থ হইলেও অজ্ঞানবশতঃ বিশ্ব
তৈজস, সুষুপ্তিকালীন আত্মা, বিরাক্ট, সূত্র ও অক্ষর আত্মার দ্বারা
বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥৪৪

বিশ্বাদিকত্রয়ং যস্মাদ্ভৈরাজাদিত্রয়াত্মকম্ ।

একহেনৈব সংপশ্যেদন্যাতাবপ্রসিদ্ধয়ে ॥৪৫॥

ওঁকারমাত্রমখিলং বিশ্বপ্রাজ্ঞাদিলক্ষণম্ ।

বাচ্যবাচকতাভেদাদ্ভেদেনাহুপলক্ষিতঃ ॥৪৬॥

বাষ্টিকারণরৌরাভিমানিনঃ প্রাজ্ঞাত্মানঃ সমষ্টিমায়াবচ্ছিন্নৈশ্বর্যাত্মনা
চিস্তয়েদিত্যর্থঃ ॥৪৩॥

নহু বিশ্বতৈজসাদীনাঃ বহুনাং অক্ষীকারে চিদাত্মকম্ একং তদ্ব্যমিতি
অষ্টৈতগানিঃ স্মাৎ ? ইত্যাপেক্ষ্য তেষাং ভেদস্য তত্ত্বপাধিকৃতত্বাৎ স্বতঃ
চিদাত্মনো ন ভেদ ইত্যাহ—বিশ্বেতি । অক্ষরাত্মভিরিতি । তৃতীয়া
ইথাং ভাবে । চিদাত্মকম্ একমেব তদ্ব্যং বিশ্বাদিরূপেণ বিভিন্নমিব ভাসতে
ইতি শেষঃ । তত্র চেতুমাহ—সংমোহাদিতি । “চিদাত্মকমেকং
তদ্ব্যম্” ইতি অজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥৪৪॥

তাদৃশজ্ঞানং কথং ভবতি ইত্যাপেক্ষ্য তাদৃশজ্ঞানার্থঃ প্রপঞ্চাপলাপ-
প্রকারঃ দর্শয়তি—বিশ্বাদিকেত্যাদিনা । তত্র প্রথমঃ বিশ্বাদীনাং
ত্রয়াণাং বৈরাজাদীনাং ত্রয়াণাং চ ভেদাভাবসিদ্ধাত্মং একাচিস্তনং দর্শয়তি
—বিশ্বেতি । যস্মাদেবমেব সম্পশ্যেৎ তস্মাৎ আত্মানম্ অদ্বয়ং পশ্যেৎ
ইত্যুক্তরেণ সঙ্কল্পঃ । অত্র প্রথমেণ আদিশব্দেন তৈজসপ্রাজ্ঞয়োগ্রহণং
দ্বিতীয়েণ আদিশব্দেন সূত্রাক্ষরাত্মনোগ্রহণম্ । একহেনেনিতি । যথা
বাষ্টিকপুষ্পফলশাখাদিকং “একে বৃক্ষঃ” ইত্যেকহেনেণ পণ্যতি, তথা

যেহেতু ভেদের অভাবসিদ্ধির নিমিত্ত অথাৎ অষ্টৈতসিদ্ধির নিমিত্ত
বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিনটিকে যথাক্রমে বিরাট, বা বৈশ্বানর,
হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরস্বরূপে একত্বরূপে দর্শন করিবে ॥৪৫

বাচ্য ও বাচকের অভেদহেতু এবং ভেদে উপলক্ষি না হওয়ায় বিশ্ব
প্রাজ্ঞ প্রভৃতি সমস্ত-পদার্থ ওঁকারমাত্র জানিবে ॥৪৬

অকারমাত্রং বিশ্বঃ শ্রাহুকারস্তৈজসঃ স্মৃতঃ ।

প্রাজ্ঞা মকার ইত্যেবং পরিপশ্যেৎ ক্রমেণ তু ॥৪৭॥

(অকার উকারে, উকারে মকারে, মকার ও কারে, ও'কারঃ অহমোৰ ১২৬)

সমাধিকালাৎ প্রাগেবং বিচিন্ত্যাত্তিপ্রযত্নতঃ ।

স্থূলস্থূলক্রমাৎ সৰ্ব্বং চিদাশ্মনি বিলাপয়েৎ ॥৪৮॥

ব্যাষ্টিবিশ্বাদীন্ সমষ্টিবৈরাজ্যাত্মনা পশ্যেদিত্যর্থঃ । অন্তথাভাবেতি ।
অন্তথাভাবসিদ্ধয়ে ইত্যর্থঃ । তথা অভেদচিন্তনে অভেদ এব ভবতি
ইত্যর্থঃ । তথাচ ত্রয়ঃ পরিশিষ্টা ভবান্ত ॥৪৭॥

তেনাং ত্রয়াণামপি চিদাশ্মনি বিলাপনং বক্তুং একহেলয়া শব্দস্তাপি
অপলাপসিদ্ধার্থঃ সৰ্বশব্দার্থাঃ অভেদঃ দর্শয়তি—ওঁ কারেতি । বিশ্ব-
প্রাজ্ঞাদিলক্ষণম্ অগিলম্ অণ্ডজাতং সৰ্বশব্দাত্মকপ্রণবমাত্রম্ অকারোকার-
মকারমাত্রং, তত্র চ স্থূলপ্রপঞ্চবাচকসৰ্বশব্দাত্মকত্বম্ অকারস্ত, সূক্ষ্মপ্রপঞ্চ-
বাচকসৰ্বশব্দাত্মকত্বম্ উকারস্ত, কারণবাচকসৰ্বশব্দাত্মকত্বং মকারস্ত
দ্রষ্টব্যম্ । এতৎসৰ্বং মাণ্ডুক্যভাস্যাদৌ স্পষ্টমুক্তম্ । সৰ্বশব্দাত্মকত্বং চ
প্রণবস্ত “যথা শঙ্কনা” ইত্যাদিচান্দোগ্যোপনিষদি স্পষ্টমুক্তম্ । তত্র হেতু-
মাহ—বাচেতি । ভাবপ্রধানো নিদেশঃ । বাচ্যবাচকাভেদাদিত্যর্থঃ ।
বাচ্যবাচকাভেদে হেতুমাহ—ভেদেনেতি । বাচ্যং ভেদেন বাচকস্ত,
বাচকাদ্ ভেদেন বাচ্যস্ত বা অন্তপলক্ষে ইত্যর্থঃ । বাচ্যবাচকাভেদশ্চ
মাণ্ডুক্যোপনিষদ্বাঙ্গাদৌ সমাণ্ডনিরূপিত ইতি নেহ প্রপঞ্চ্যতে ॥৪৬॥

ওঁকারের মধ্যে অকার, উকার ও মকার আছে, তন্মধ্যে বিশ্ব
অকারমাত্র, তৈজস উকারমাত্র এবং প্রাজ্ঞ মকারমাত্র, এইরূপে ক্রমে
দৃষ্টি করিবে ॥৪৭

সমাধি অবস্থার অব্যবহিত পূর্বকালে এইরূপে চিন্তা করিয়া অতি
প্রযত্নসংকারে স্থূল ও সূক্ষ্মক্রমে সমস্ত চিদাশ্মাতে বিলীন করিবে ॥৪৮

অকারং পুরুষং বিশ্বমুকারে প্রবিলাপয়েৎ ।

উকারং তৈজসং সূক্ষ্মং মকারে প্রবিলাপয়েৎ ॥৪৯॥

মকারং কারণং প্রাজ্ঞঃ চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ ।

অহমাত্মা সাক্ষী কেবলশিষ্টাত্মব্রহ্মরূপঃ ৷২৭৷ নাজ্ঞানং নাপি তৎকার্যং কিঞ্চ

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবং পরমানন্দাধ্বয়ং প্রত্যগভূতচৈতন্যং ব্রহ্মৈবাহ-

মস্মি ইতি অভেদেন অবস্থানং সমাধিঃ ৷২৮৷ "তত্ত্বমসি" "ব্রাহ্মাহ-

মস্মি" "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" "অহমাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি-

শ্রুতিভাঃ ৷২৯৷ ইতি পক্ষীকরণং ভবতি ৷৩০৷

চিদাত্মাহুতং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসদৃশ্যঃ ॥৫০॥

এবং সামান্ত্যতঃ প্রণবতদর্পণাঃ অভেদম্ উক্ত্বা ইদানীং বিশেষ-
প্রণবাসয়বানাম্ অকাবাদীনাং তদর্থানাং চ অভেদং দর্শয়তি—অকারা-
মাত্রমিতি ॥৪৭॥

এবং সমাধিপূর্বকালকৃত্যম্ উক্ত্বা সমাধেঃ অবাবিহতপূর্বকালকর্তব্যং
প্রবিলাপনপ্রকারমাচ—সমাধীতি । বিশ্ববৈরাগ্যভেদদৃষ্টীনাং প্রণ-
বাব্যবতদর্পণভেদদৃষ্টীনাং চ অক্ষলভক্ত্যং অতিপ্রযত্নত ইত্যুক্তম্ ॥৪৮॥

শ্রুতাদিক্রমাৎ "সর্বং চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ" ইতি সংক্ষেপেণোক্তং
বিলাপনপ্রকারং বিশেষণে দর্শয়তি—অকারমিতি । "উকারে প্রবি-
লাপয়েৎ" ইতি "অকারঃ উকারে এব" ইত্যেবং প্রকারেণেতাথঃ "মকারে
প্রবিলাপয়েৎ" ইতি "উকারো মকারে এব" ইতি প্রকারেণ ইত্যর্থঃ ॥৪৯॥

মকারমিতি । "চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ" ইতি "মকারোহমম্যেব"
ইত্যত প্রকারেণ ইত্যর্থঃ । এবং চ মকারঃ শুদ্ধার এব । শুদ্ধারঃ অহম্যেবেতি

বিশ্ব পুরুষঃ অকার তাঁহাকে উকারে বিলীন করিবে, সূক্ষ্ম তৈজস
যে উকার তাঁহাকে মকারে বিলীন করিবে, মকাররূপ কারণ যে প্রাজ্ঞ
তাঁহাকে চিদাত্মাতে বিলীন করিবে । আমিই নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত সং-
অদ্বিতীয় চিদাত্মা ॥৪৯-৫০॥

পরমানন্দসন্দোহবাস্তুদেবোহহমোমিতি ।

জ্ঞাত্বা বিবেচকং চিত্তং তৎ সশক্তিণি বিলাপয়েৎ ॥৫১॥

চিদাত্মনি বিলীনং চেৎ তচ্চিত্তং নৈব চালয়েৎ ।

পূর্ণবোধাত্মনা৩৩সীত পূর্ণাচলসমুদ্রবৎ ॥৫২॥

পাঠান্তরঃ বাস্তিকানন্তগুণমিতি বোদতবাম্ । তাদৃশপাঠস্ত সর্বোপনিষদ-
ব্যাখ্যানানন্তগুণত্বাৎ । প্রপঞ্চস্ত পক্ষীকরণভাবপ্রকাশকায়াং দৃষ্টব্যঃ ।

“সর্বঃ চিদাত্মনি ‘বিলাপয়েৎ’ ইতি সর্বপ্রপঞ্চপ্রবিলাপনপ্রকারম্
উক্ত্বা চিদাত্মা কীদৃশ ইত্যাকাজ্জানো চিদাত্মনঃ স্বরূপং কথয়ন্
সম্প্রজ্ঞাতসমাধিপ্রকারমাত্—চিদাত্মেতি । অত্র বাক্যদ্বয়াদীকারাৎ
পূর্বোত্তরাদ্বয়োঃ অহমিত্যস্ত ন পৌনরুক্ত্যম্ । নিত্যপদং শুদ্ধেত্যাদিষু
সর্বত্রাহেতি—নিত্যশুদ্ধো নিত্যবুদ্ধো নিত্যমুক্তো নৈত্যসজ্জপো নিত্যা-
দ্বয়রূপ ইতি । তথাচ শুদ্ধবাদীনাং কাদাচিৎকভঃ নবস্তম্ ॥৫০॥

এতাদৃশচিদাত্মস্বরূপস্য ইষ্টমাণয়ে তেতুঃ দর্শয়তি—পরমোতি ।
তস্য পূর্ণত্বাৎ দর্শয়তি—বাস্তুদেবঃ । ইতি ।

সর্বত্রাসৌ সমাহেন বসত্যত্রোতি বৈ যতঃ ।

অতঃ স বাস্তুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিপঠাতে ॥১॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণবচনাৎ তস্য পূর্ণত্বার্থকত্বাদিত্যর্থঃ । পরমানন্দ-

‘আমি পরমানন্দরাশি বাস্তুদেবরূপ ঐকার’ এইরূপে জানিয়া সং ও
অসংতের বিবেককারী অর্থাৎ প্যাভ-খ্যানাদিভেদ সহিত চিত্তকে তাঁহার
সাক্ষীতে বিলীন করিবে । ইহার দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি’উক্ত হইল ॥৫১

| এখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কথিত হইতেছে— | যদি চিত্ত
চিদাত্মাতে বিলীন হয়, তাহা হইলে আর সেই চিত্তকে চালিত করিবে
না, অর্থাৎ চিদাত্মাতে বিলীন রাখিবে, তখন পরিপূর্ণ, নিশ্চল সমুদ্রের
তায় পূর্ণজ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করিবে ॥৫২’

এবং সমাহিতো যোগী শ্রদ্ধাভক্তিসমম্বিতঃ ।

জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্ৰোধঃ পশ্চোদাত্মানমদ্বয়ম্ ॥৫৩॥

আদিমধ্যাবসানেষু দুঃখং সৰ্ব্বমিদং যতঃ ।

তস্ম্যাং সৰ্বং পরিত্যজ্য তত্বনিষ্ঠো ভবেৎ সদা ॥৫৪॥

সন্দোহশ্চাসৌ বাস্তবদেবশ্চেতি সমানাদিকরণসমাসঃ । আনন্দসন্দোহ-
রূপদ্বয়ং চ সৰ্ব্বেষাম্ আনন্দানাং ব্রহ্মানন্দে অন্তর্ভূতত্বাদিতি দৃষ্টব্যম্ ।
বাস্তবদেবস্ত প্রণবার্থত্বাৎ প্রণবাভিন্নত্বাৎ ওগমিত্যন্ত তদ্বোধকবাস্তবদেবাদি-
শব্দৈঃ সামানাদিকরণাৎ দৃষ্টব্যম্ ।

অথবা পূর্বাঙ্কোক্তমহাবাক্যার্থস্ত স্বাস্ত্যভবেন অঙ্গীকারার্থে বা
গামাত । এবং শব্দাত্মাবদ্ধসম্প্রজ্ঞাতসমাধয় উক্তা । অসম্প্রজ্ঞাতসমাধি-
বক্তুং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপবৃত্তিবিলাপনপ্রকারম্ আহ—জ্ঞাহেতি ।
বহুকালং সম্প্রজ্ঞাতসমাধৌ স্থিত্বৈতাৎ । বিবেচকম্ ইতি । ধাতু-
ধ্যানাदिভেদসংহতম্ ইত্যর্থঃ । তৎসাক্ষিণি বিবেচকচিত্তসাক্ষিণি
ইত্যর্থঃ ॥৫১॥

উদানীম্ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধয়ম্ আহ—চিদাত্মনি ইতি । “তচ্চিৎ
নৈব চালয়েৎ” ইত্যুক্তং, পুনঃ কিং কুয্যাৎ ইত্যত আহ—পূর্ণবোধোতি ।
দৃষ্টান্তম্ আহ—পূর্ণাচলেতি । ন চলতি ইতি অচলঃ, পূর্ণঃ অচলশ্চ
যোহয়ং সমুদ্রঃ তদ্বৎ আসীত ইত্যর্থঃ ॥৫২॥

এবং সমাধিপ্রকারমুক্তা তৎপরিপাকফলভূতং তত্ত্বসাক্ষ্যং প্রকারং

শ্রদ্ধা ও ভক্তিসম্বৃত্তি যোগী এইরূপে সমাধিসম্বৃত্তি হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহ ও
ক্ৰোধকে জয় করিয়া অর্ধতীয় আত্মাকে দর্শন করিবেন ॥৫৩

যেহেতু প্রথমে ভোগসাধনদ্রব্যাক্ষণে দুঃখ, মধ্যে তাহার রক্ষায়
দুঃখ ও অন্তে তাহার নাশে দুঃখ, সুতরাং এই সমস্তই দুঃখময় ; অতএব
সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা তত্বনিষ্ঠরূপ সমাধিসম্বৃত্তি হইবেন ॥৫৪

यः पञ्चेऽं सर्वगः शास्त्रमानन्दात्मानमद्वयम् ।

न तेन किञ्चिदाप्नुव्यां ज्ञातव्यां बाहवशिष्यते ॥५५॥

दर्शयति—एवम् इति । एवम् उक्तप्रकारेण समाहितः समाधिभूक्तयोगी तत्परिपाकानन्तरम् अद्वयम् आत्मानः पञ्चेऽं । ज्ञाने विध्यासम्भवात् साक्षात्करोति इत्याथः ।

कुर्यात् क्रियेत कर्तव्यं भवेत् आदिति पक्षम् ।

एतद्धि सर्ववेदेषु प्रासिद्धं विधिलक्षणम् ॥५॥

ज्ञाने विध्यासम्भवात् तदनुसाक्षात्कारोत्पत्त्यर्थं समाधिकालेऽपि अक्षातकौन्दिन्यद्वयक्रोधजरादीनाम् आवशकताः दर्शयति—अक्षे-
त्यादिना ॥५०॥

ननु लौकिकव्यापारं विधाय सर्वदा तद्वनिष्ठारूपसमाधिः कर्तुः न शक्यते इत्याशङ्क्य अधिकारिविशेषणीभूतवैरागाश्चैव दाढ्याय समाधि-
दशायामपि वैरागाः दर्शयति—आदीति । आदौ भोगसाधनीभूत-
द्रव्या अर्ज्जने दुःखं, मध्ये तत्परिपालने दुःखम्, अवसाने तन्नाशे
दुःखम् इत्येवं प्रकारेण सर्वमपि दुःखहेतुरेव । एवं ब्रह्मलोकान्त-
लोकसाधनकक्षागर्ज्जनमपि दुःखहेतुरेवेति निश्चित्या सातिशयानित्य-
लोकफलसाधनं सर्वं परित्याज्या नित्यानिरतिशयपुरुषार्थसिद्धार्थं सर्वदा
तद्वनिष्ठारूपसमाधिमान् भवेद् इत्याथः ॥५४॥

एवं समाधिनिष्ठया तद्वसाक्षात्कारलाभे किं फलं भवति इत्याशङ्क्य
कृतकृताता भवति इत्याह—यः पञ्चेदिति । सर्वत्र परिपूर्णपरमानन्दा-
द्वयं ब्रह्मरूपमात्मानं साक्षात्कुरुतः सर्वानन्दानां ब्रह्मानन्दे एव अन्तर्भावद्
आप्नुव्यान्तरं नास्ति । “यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं स्यात्”

यिनि सर्वव्यापी, शास्त्र, अद्वितीय, आनन्दस्वरूप आत्मा स साक्षात्कारे
समर्थ इति, तांहाय किञ्चिद्वा प्राप्नुव्या वा ज्ञातव्या अवशिष्टं থাকे न ॥५६॥

কৃতকৃত্যো ভবেদ্বিদ্বান্ জীবমুক্তো ভবেৎ সদা ।

আত্মন্তেবারূঢ়ভাবো জগদেতন্ম বীক্ষতে ॥৫৬॥

কদাচিদ্ ব্যবহারে তু দ্বৈতং যত্নপি পশ্যতি ।

বোধাত্মব্যতিরেকেণ ন পশ্যতি চিদম্বয়াৎ ॥৫৭॥

ইতি জ্ঞাতব্যাস্তরমাপি নাস্তি, অতঃ কৃতকৃত্যো ভবাত চ তাত্ৰঃ ॥৫৫॥

কৃতকৃত্য ইতি । কৃতকৃত্যো ভবেদ্ ইত্যস্যা বিবরণং জীবমুক্তো ভবেদিত্যিতি । **সদেতি** । সমাদিকালে তদিত্তরভিষ্কাটনাদিব্যবহারকালে চ ইত্যর্থঃ ॥৫৬॥

অনুথা জীবমুক্ত ইয়া জ্ঞানাৎ পূর্বকালে বিদেহকৈবল্যকালে চ স্বভাবেন বিবোধাত্ । অত এব সমাধিকালে তদিত্তরভিষ্কাটনাদিব্যবহারকালে দ্বৈতদর্শনেতপি তস্য মিত্যাহেনৈব দর্শনাৎ ন জীবমুক্ততা-বিরোধ ইতি দর্শয়তি—**কদাচিৎ** ইতি । বদ্ধজনসাধারণঃ দ্বৈতদর্শনম্ অঙ্গীকরোতি—**দ্বৈতং যত্নপি পশ্যতি** ইতি । ততি বদ্ধজনাৎ কো

এইরূপে যোগী কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন অর্থাৎ জীবমুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হন ; কি সমাদিকালে কি ভিক্ষার্থ ভ্রমণকালে সর্বদাই আত্মতে চিত্ত স্থাপন করিয়া এই জগৎ দর্শন করেন না ॥৫৬

জীবমুক্ত পুরুষ যদি কখনও ভিক্ষার্থ ভ্রমণকালে বা ভোজনাদি লৌকিকব্যবহার সময়ে দ্বৈত দর্শন করেন, তথাপি সমস্ত প্রপঞ্চে চৈতন্যের অম্বরগেতু বোধস্বরূপ আত্মব্যতিরেকে অল্প কিছুই দেখেন না । [বদ্ধব্যক্তি সর্বদা দ্বৈত দর্শন করে, জ্ঞানী সমাধিভিন্নকালে দ্বৈত দেখেন । বদ্ধব্যক্তি দ্বৈতকে জ্ঞানস্বরূপ হইতে ভিন্ন এবং সত্য বলিয়া উপলব্ধি করে । জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বৈতকে বোধস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন ও সত্য বলিয়া উপলব্ধি করেন না । না করিবার কারণ হইতেছে— সমস্ত প্রপঞ্চে চেতন আত্মা অনুস্থ্যত আছেন ॥৫৭

কিন্তু পশ্চাতি মিথ্যৈব দিঙ্মোহেন্দুনিভাগবৎ ।

প্রতিভাসঃ শরীরস্য তদাহংপ্রারকসংক্ষয়াৎ ॥৫৮॥

“তস্য তাবদেব চির”মিত্যাди শ্রুতিরব্রবীৎ ।

প্রারকস্যানুবৃত্তিস্ত মুক্তস্তাভাসমাত্রতঃ ॥৫৯॥

বিশেষ ইত্যত আহ—বোধাঘ্রোত । বদ্ধজনঃ সর্বদা দ্বৈতঃ পশ্যতি, বিদ্বাঃস্তু সর্বাচ্চ সমাদিবার্তিরুক্তকালে এব ইত্যেকো বিশেষঃ । অপরস্ত বদ্ধজনঃ বোধাস্বব্যার্তিরেকেন দ্বৈতঃ সত্যতয়া পশ্যতি, বিদ্বাঃস্তু সত্যতয়া ন পশ্যতি ইত্যত্র তেতুঃ—**চিদ্রম্যাদি**তি । সর্বত্র প্রপঞ্চে চিত এব সত্তাপ্রদেহেন অনুস্থ্যতজ্ঞানাত ইত্যর্থঃ ॥৫৭॥

বিদ্বান্ দ্বৈতঃ সত্যতয়া ন পশ্যতি ইত্যুক্তম্ । কথং পুনঃ পশ্যতি

কিন্তু যদি বিদ্বান্ দ্বৈতদর্শন করেন, তাহা হইলে দিঙ্মোহ ও চন্দ্রের বিভাগের ত্রায় মিথ্যাই দেখেন । যেমন লোকসকল পূর্বাদি দিক্কে পশ্চিমাди দিক্ বলিয়া দেখে এবং এক চন্দ্রকে দুই বা বহু বলিয়া দেখে, সেইরূপ অজ্ঞব্যাক্ত এক ব্রহ্মকে দেবতা, মনুষ্য, ইত্যাদি নানারূপে দেখে । যে পশ্যন্ত প্রারক কণ্ঠের সম্যকরূপে ক্ষয় না হয়, ততকাল শরীরের প্রতীতি হয় ॥৫৮॥

[এই বিষয়ে প্রাণপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] “জ্ঞানীর ততকাল বিলম্ব, যতকাল জ্ঞানী বিমুক্ত না হন, অনন্তর প্রারক কণ্ঠের ক্ষয় হইলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে”—ইত্যাদি শ্রুতি ইহা বলিতেছে । জীবমুক্ত পুরুষের যে প্রারককাষা শরীরাদির অনুবৃত্তি হয়, তাহা বাস্তবিক নহে, কিন্তু কেবল মাত্র তাহার প্রতীতি হয় । অজ্ঞানের দুইটি শক্তি, আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি । জ্ঞান হইলে অজ্ঞানের আবরণশক্তির নাশ হয়, কিন্তু বিক্ষেপশক্তি থাকে । যেমন, কুস্তকারের চক্রকে ভ্রমণ করাইয়া ছাড়িয়া দিলে কিছুকাল সংস্কারবশতঃ ভ্রমণ করে, আর যেমন ত্রায়াদিমতে

ইত্যত আহ—কিং স্থিতি । তদ্বাদ্বিতীয়ব্রহ্মণঃ প্রপঞ্চাকারস্য মিথ্যাভে
দৃষ্টান্তমাহ—দিশ্চোহেতি । প্রাচ্যাদীনাম্ প্রতীচ্যাত্মাকারবৎ ইত্যর্থঃ ।
একসৈব ব্রহ্মণে দেবতিথ্যাগাদিক্রপেণ ভেদস্য মিথ্যাভে দৃষ্টান্তম্ আহ—
ইন্দ্ৰিতি । যথা একসৈব ইন্দোঃ ভেদেন ভানং নেত্রাবষ্টম্ভাচ্যুপাধি-
বশাং তথা একসৈব ব্রহ্মণঃ তত্ত্বদুপাধিবশাং দেবতিথ্যাগাদিক্রপেণ ভানম্
ইত্যর্থঃ । নহু তত্ত্বসাক্ষ্যংকারানন্তরম্ অজ্ঞাননাসেহপি পুনঃ শরীর-
প্রতিভাসাক্ষীকারে অনিশ্চোক এব স্যাৎ ইত্যাহ্ব্য তস্য অবধিমাহ—
প্রতিভাস ইতি । তদা জ্ঞানকালেহপি শরীরস্য প্রতিভাসঃ
“আপ্রারকসংক্ষয়াৎ” ইতি মধ্যাদায়াম্ আঙ্, প্রারকসংক্ষয়পষ্যন্তঃ ।
তন্নাশে তু শরীরাদিপ্রতিভাসোহপি নশ্যতি ইত্যর্থঃ । তদুক্তম্ অভি-
যুক্তৈঃ—

শাক্তেণ নশোৎ পরমার্থরূপং কাষাক্ষমং নশ্যতি চাপরোক্ষ্যাত্ ।

প্রারকনাশাৎ প্রতিভাসনাশ এবঃ ত্রিপা নশ্যতি চাত্মমায়া ॥১॥

আত্মন্থ অথে ক্রতিং প্রমাণয়তি—**তন্তু** ইতি । তস্য জ্ঞানিনঃ তাব-
দেব তাবৎ পযন্তমেব চরং বিলম্বঃ খাবৎ প্রারককক্ষণা ন বিমোক্ষে ন
বিমোক্ষ্যতে, অথ প্রারককক্ষণবিমোচনানন্তরং সম্পৎসো সম্পত্ততে, লকার-
পুরুষব্যত্যয়চ্ছান্দসঃ । জ্ঞানেন অজ্ঞানস্য আবরণশক্তিনাশেহপি তৎকৃতো
বিক্ষেপঃ কিঞ্চিৎকালঃ চক্রভ্রমণজ্ঞানেন পরমতে তদ্বাদ্বিনাশানন্তরমপি
পটাদিবচ্চ অল্পবর্ততে ইত্যর্থঃ । তর্হি বিদুষো বহুজনস্যেব শরীরাদি-
প্রতিভাসাক্ষীকারে তৎকৃতস্বত্বদুঃখাদিকর্মপি স্যাৎ ইত্যাহ্ব্য তস্য
মিথ্যাভেন জাতত্বাৎ ন দুঃখাদিহেতুত্বম্ ইত্যাহ—**প্রারকন্তু** ইতি ।
প্রারকস্য প্রারককাষাস্য শরীরাদেঃ ইত্যর্থঃ । মুক্তস্য জীবন্তুত্বস্য
তন্তুর নাশ হইলেও বস্তুর উপলব্ধি হয়, সেইরূপ প্রারকবশতঃ
শরীরের অল্পবৃত্তি হয় । প্রারক কক্ষের নাশ হইলে আর শরীর থাকে
না ॥৫২

সর্বদা মুক্ত এব স্ম্যং জ্ঞাততত্ত্বঃ পুমানসৌ ।

প্রারক্ভোগশেষস্ত সংক্ষয়ে তদনন্তরম্ ॥৬০॥

অবিজ্ঞাতিমিরাতীতং সৰ্বাভাসবিবৰ্জিতম্ ।

আনন্দমমলং শুদ্ধং মনোবাচামগোচরম্ ॥৬১

আভাসমাত্রতঃ প্রতীতিমাত্রাৎ, নতু বস্তুতোহনুবৃত্তিরন্তি ইত্যর্থঃ । তথা চ সৰ্পলম্বানন্তরং রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানবতঃ অতিসাদৃশ্যাৎ রজ্জাঃ সৰ্পাকারতয়া প্রতীতাবপি ন ভয়কম্পাদিঃ এবং জীৰ্ণমুক্তস্য শরীরাদিপ্রতীতেরপি মিথ্যাভ্বেন জ্ঞানাৎ ন দুঃখাদিহেতুত্বম্ ইতি ভাবঃ ॥৫৮।৫৯॥

তত্র হেতুমাহ—সর্বদা ইতি । জ্ঞাততত্ত্বঃ পুমান্ সর্বদা সমাধি-
কালে তদিতরব্যবহারকালে চ মুক্ত এব । “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”
ইত্যাদিশ্রুত্যা জ্ঞানসমকালমেব মুক্তেঃ সিদ্ধত্বাৎ অতো বিদুষঃ শরীরাদি-
প্রতিভাসেহপি ন দুঃখাদিপ্রসক্তিরিতি ভাবঃ । প্রারক্ভোগানন্তরং
বিদেহকৈবল্যপ্রাপ্তিপ্রকারমাহ—প্রারক্ভেতি ॥৬০॥

অবিজ্ঞেতি । “শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ” ইত্যাদিগ্নোকোক্তা ত্রিবিধাবিজ্ঞা-
সৈব তিমিরং বস্তুস্বরূপাচ্ছাদকত্বাৎ তদতীতং নিবৃত্তাবিষ্টকম্ ইত্যর্থঃ ।
কারণাভাবম্ উক্ত্যু, কার্য্যভাবমপি আহ—সৰ্বেষতি । আভাস্যন্তে ইত্যা-
ভাসাঃ শরীরাদয়ঃ তদ্বৰ্জিতম্ ইত্যর্থঃ । অবিজ্ঞাতিমিরাতীতত্বাদেব
অমলম্ । সৰ্বাভাসবিবৰ্জিতত্বাদেব শুদ্ধম্ । অতএব কেবলানন্দরূপম্ ।

এবংবিধ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সর্বদা অর্থাৎ সমাধিকালেও ব্যবহারকালে
মুক্তই । তাঁহার অবশিষ্ট প্রারক্ভোগের ভোগ সম্যকরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে
সেই অনন্তরস্বরূপ অর্থাৎ দেশকালাতীত ব্রহ্মস্বরূপ—॥৬০॥

অবিজ্ঞারূপ অন্ধকারের অতীত, শরীরাদি সর্বপ্রকার আভাস-
বিবৰ্জিত, আনন্দস্বরূপ, নির্মল, শুদ্ধ, মনঃ এবং বাক্যের অবিষয়
স্বরূপ—॥৬১

বাচ্যবাচকনিষ্পন্নং ত্রয়োপাদেয়বর্জিতম্ ।

প্রজ্ঞানঘনমানন্দং বৈষ্ণবং পদমশ্নুতে ॥৬২॥

ইদং প্রকরণং যদ্বাজ্জাতব্যং ভগবন্তমৈঃ ।

অমানিষাদিনিয়মৈর্গুরুভক্তিপ্রসাদতঃ ॥৬৩॥

তস্য অপরিমিততাং দর্শয়তি—অন ইতি । মনাংসি চ বাচশ্চ
মনোবাচঃ তাসাম্ অগোচরম্, অপরিমিতত্বাৎ ইত্যর্থঃ ॥৬১॥

ইদানীং তৎস্বরূপপ্রতিপত্ত্যর্থঃ শঙ্ক্যন্তেষ্মেষণব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ—**বাচ্যে-**
তি । তদশয়াম্ ইষ্টানিষ্টপরিহারার্থং প্রবৃত্তাদিকং বারয়তি—**হেয়ে-**
তি । আনন্দশ্চ অজায়মানশ্চ পুরুষার্থত্বাভাবাদাহ—**প্রজ্ঞানঘনমানন্দ-**
মিতি । স্বপ্রকাশতয়া জায়মানানন্দরূপমিত্যর্থঃ । প্রজ্ঞানঘনমিত্যেনে
ভট্টাদিমতে ইব চিদচিদাত্মকং ন ভবতি কিন্তু কেবলজ্ঞানস্বরূপমেবেতি
দর্শিতম্ । আনন্দস্বরূপশ্চ অত্যন্তাভিলিখিতত্বাৎ পুনর্নচনম্ । “বিষল্-
ব্যাণ্ডো” ইতি ধাতুনিষ্পন্নত্বাৎ বিষ্ণুশব্দেন ত্রিবিধপরিচ্ছেদরহিতং ব্রহ্ম
উচ্যতে । বিষ্ণোরিদং বৈষ্ণবং ব্রহ্মস্বরূপং “রাহোঃ শিরঃ” ইত্যাদিবৎ
অভেদেহপি ভেদোপচারঃ । পশ্যতে ইতি পদম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি
ব্রহ্মস্বরূপো ভবতি ইত্যর্থঃ । নতু বিষ্ণোঃ পদং বৈকুণ্ঠাখ্যং লোকং
প্রাপ্নোতি, তস্মা উপাসনফলত্বেন তদ্ব্যসাক্ষাৎকারফলত্বাসম্ভবাৎ । ব্রহ্ম-
সাক্ষাৎকারশ্চ “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” ইত্যাদিশ্রুত্যা ব্রহ্মৈক্যপ্রাপ্তি-
ফলত্বাদিতি ভাবঃ ॥৬২॥

এবং মুমুকুর্নুগ্রহার্থং কৃতশ্চ প্রকরণশ্চ অর্থগ্রহণপ্রকারমাহ—**ইদম্**

বাচ্যবাচকভাব-বিনিষ্পন্ন, ত্যাজ্য ও গ্রহণযোগ্য-ভাব-বিবর্জিত
প্রজ্ঞানমুক্তি, আনন্দস্বরূপ বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ সর্বব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন, অর্থাৎ বিদেহকৈবল্য লাভ করিয়া থাকেন ॥৬২

অমানিষ-অদস্তিত্বাদিরূপ (ভগবদ্গীতোক্ত) নিয়মসমূহদ্বারা অর্থাৎ

ইতি । ইদং পঞ্চীকরণবার্ত্তিকরূপং প্রকরণং যদ্বাৎ গুরুশ্রুতাদিযত্ন-
পূরকং জ্ঞাতব্যম্ । অথবা জ্ঞাতব্যং মুমুক্ভিরিতি শেষঃ । কৌদৃশৈঃ
গুরুভিঃ জ্ঞাতব্যমিত্যত আহ—ভগবন্তমৈরিতি । বেদান্তজ্ঞান-
বন্তঃ ভগবন্তঃ তেষাং ভগবদ্রূপত্বাৎ, তত্ত্বসাক্ষাৎকারবন্তস্ত ভগবন্তমাঃ তৈঃ
নিমিত্তৈঃ তান্ গুরুন্ কৃত্বৈত্যর্থঃ । “গুরুভিজ্ঞাত্বা গুরুণাং রূপম্”
ইত্যাদিশ্রুতানাং । পুনঃ কৌদৃশৈঃ ইত্যত আহ—অমানিষাদীতি ।
অমানিষাদয়ঃ “অমানিষম্ অদন্তিকম্” ইত্যাদিভগবতা উক্তা নিয়মাঃ
যেষাং তৈঃ ইত্যর্থঃ । “তদ্বিজ্ঞানাথং স গুরুমেব অভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্” ইত্যাদিশ্রুতৈঃ । এবংবিধান্ গুরুন্ প্রাপ্য ইত্যর্থঃ ।
নচ তাদৃশাঃ কৃতকৃত্যতয়া কিমর্থম্ উপদিশন্তীতি বাচ্যম্ ।

তদ্বিক্তি প্রণিপাতেন পরিপ্রস্নেন সেবয়া ।

উপদেক্যাস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তদ্বদশিনঃ ॥১॥

ইতি গীতাযচনাং তাদৃশা অপি কেবলং রূপয়া উপদিশন্তীতি
ভাবঃ ।—গুরুভক্তি়িরিতি । গুবী চার্সৌ ভক্তিঃ গুরুভক্তিঃ, তয়া যঃ
প্রসাদঃ গুরুণাম্ অমুগ্রহঃ তস্মাৎ জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ । গুরুব্ ভক্তি়িরিতি
বা ॥৬৩॥

জ্ঞানসাধন বিংশতিপ্রকার * উপায়দ্বারা গুরুভক্তির প্রসাদে ভগবন্তমগণ-
কর্ত্তক অর্থাৎ তত্ত্বসাক্ষাৎকারসম্পন্ন জ্ঞানিগণকর্ত্তক যত্নসহকারে এই
পঞ্চীকরণবার্ত্তিকরূপ প্রকরণ গ্রন্থ জানিতে হইবে, অর্থাৎ অভ্যাস করিতে
হইবে ॥৬৩

* সেই বিংশতি প্রকার সাধন, যথা—অমানিষ, অদন্তিক, অহিংসা, কান্তি আর্জব,
আচার্যোপাসন, শৌচ, হৈর্ধ্য আয়ুর্বিনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়ার্থে বৈরাগ্য, অনহংকার, জন্মমৃত্যু-
জরাব্যাদিহুঃখদোষের দর্শন, অসক্তি, পুত্রধারগৃহাদিতে অনতিসঙ্গ, ইষ্টানিষ্টলাভে নিত্যা
সমচিন্ততা, ভগবানে অনন্তভক্তি, নির্জন্মদেশে অবস্থিতি, জনসঙ্গে বিরাগ, আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা
এবং তত্ত্বজ্ঞানার্ধ দর্শন । (গীতা ১৩।৭-১১)

ইমাং বিদ্যাং প্রযত্নেন যোগী সন্ধ্যাস্থ সৰ্বদা ।

সমভ্যসেদিহামুক্তভোগানাসক্তধীঃ সুধীঃ ॥৬৪॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমৎ-শঙ্করভগবৎ-পূজ্যপাদ-

শিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমৎস্বরেশ্বরাচার্য্য-

বিরচিতম্ পঞ্চীকরণবার্তিকম্ ।

এবং বিশিষ্টগুরুগ্রহাদিদং প্রকরণমর্থতো জ্ঞাত্বা কিং কর্তব্য-
মিত্যত আহ—ইমামিতি । বিদ্যাং বিদ্যাহেতুভূতমিদং প্রকরণমি-
ত্যর্থঃ । উপনিষচ্ছব্দবাচ্যবিদ্যাহেতুবেদান্তবাক্যেযু উপনিষচ্ছব্দবৎ
দ্রষ্টব্যম্ । প্রযত্নেনেতি । লোকবার্তাদিবিদ্যা যথা ন স্যাৎ তথা প্রযত্নঃ
কৃত্ত্ব্যেত্যর্থঃ । সন্ধ্যাস্থ সাযংপ্রাতঃসন্ধ্যাস্থ সমভ্যসেৎ অর্থাস্থসন্ধানপূর্বকং
জপেদিত্যর্থঃ । তত্র অধিকারিণং দর্শয়তি—ইহেতি । বৈরাগ্যং
সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যুপলক্ষণার্থম্ । সুধীরিতি, অবগমননজ্ঞজ্ঞানবান্
ইত্যর্থঃ । কৃত্ত্ব্যবগমননশ্চৈব নিদিধ্যাসনে অধিকারাদিতি ॥৬৪॥

অনয়া পঞ্চীকরণবার্তিকাভরণরূপয়া কৃত্য ।

কৃষ্ণঃ প্রীতো ভবতি বুধাঞ্চ তাং সমীক্য মোদন্তাম্ ॥১॥

ইতি শ্রীপঞ্চীকরণবার্তিকাভরণম্ ॥

এই লোকে বনিতাদি ও পরলোকে স্বর্গাদিভোগস্থে আসক্তিবিহীন
ও অবগমননজ্ঞ জ্ঞানশালী যোগী সৰ্বদা প্রাতঃ ও সাযং এই উভয় সন্ধ্যায়
এই বিদ্যা অর্থাৎ বিদ্যার কারণীভূত এই প্রকরণ গ্রন্থ প্রযত্নসহকারে
সমাগুরুপে অভ্যাস করিবেন অর্থাৎ অর্থাস্থসন্ধানপূর্বক জপ করিবেন ॥৬৪

শ্রীমৎ স্বরেশ্বরাচার্য্য বিরচিত পঞ্চীকরণবার্তিকাহুবাদ সমাপ্ত ॥

তত্ত্বচল্লিকাবিত্তববরণাখ্যটীকোপেতম্ পঞ্চীকরণম্ ।

—o:*:o—

শ্রীমদ্ আনন্দগিরিবিরচিতং বিবরণম্ ।

যদবোধাদিদং ভাতি যদ্বোধাদ্বিনিবর্ততে ॥

নমস্তস্মৈ পরানন্দবপুষে পরমাত্মনে ॥১॥

শ্রীমদ্ রামতীর্থবিরচিত-তত্ত্বচল্লিকা ।

যন্মামরূপজগদুদ্ভবসংপ্রতিষ্ঠা-

সংরোধকারণমনির্বচনীয়শক্তি ।

সচ্চিৎস্বখাদ্বয়বপূর্জগতো হিতায়

রামাভিধমুপগতং ভুবি তন্নমামি ॥১॥

যংপাংস্বধুসরিতমস্তকমস্তপাপ-

মজ্জানলক্ষণমহাগ্রহযক্ষভূতাঃ ॥

মুক্তাঃ ২২ মাং যযুরজস্রমতীব রম্যং

শ্রীকৃষ্ণতীর্থগুরুপাদযুগং নমামি ॥২॥

জগন্নাথাত্মমাচ্ছা যে গুরবো মে রূপালবঃ ॥

তানহং বিধিবল্লভ্য করতৈ তত্ত্বচল্লিকাম্ ॥৩॥

শ্রীমচ্ছরভগবৎপূজ্যপাদবিরচিতং পঞ্চীকরণাখ্যং প্রকরণম্ অতি-
সংক্ষিপ্তম্ অনেকার্থসংগ্রহগন্তীরম্ অতিবিমলম্ অর্থতঃ প্রকটীচিকীৰ্ত্তনঃ

মঙ্গলাচরণ ।

১ । যাহার বিষয়ে অজ্ঞানবশতঃ এই জগৎ প্রকাশমান হয় এবং
যাহার সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান উদ্ভূত হইলে উহা ভিরোহিত হয়, ভূমানন্দ-
স্বরূপ সেই পরমাত্মাকে নমস্কার করি ।

আনন্দগিৰ্ণাচাৰ্য্যঃ স্বচিকীৰ্ষিতস্ত্ৰ অবিদ্বপরিসমাপ্তয়ে বিশিষ্টশিষ্টাচার-
পরিপ্রাপ্তম্ ইষ্টদেবতানমস্কারলক্ষণং মঙ্গলম্ আচরন্ শাস্ত্রস্ত্ৰ বিষয়-
প্রয়োজনে দৰ্শয়তি—**যদবোধাদিতি** ।

অয়ম্ অকরার্থঃ । পরমাশ্রমে নমঃ ইত্যম্বয়ঃ । তস্ত্ৰ অপ্রসিদ্ধিঃ
বারয়তি—**তস্মৈ** ইতি । সৰ্ব্বনাম্নঃ প্রসিদ্ধার্থবাচিহ্যং, প্রসিদ্ধিচ্চ “এষ
সৰ্ব্বেশ্বরঃ” (বৃহ, ৪।৪।২২, মাণ্ডূ, ৬) ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ, তচ্ছব-
নির্দিষ্টস্ত্ৰ পরমাশ্রমঃ স্বরূপং তটস্থলক্ষণস্বরূপলক্ষণাভ্যাম্ উপলক্ষয়তি—
যদবোধাদিদং ভাতি ইতি । যস্মিন্ অবোধঃ যদবোধঃ তদ্বাবরণ-
লক্ষণঃ, তস্মাৎ কল্পিতমিদং ভূতভৌতিকম্ আত্মকন্তুপৰ্য্যন্তং জগদ্ভাতি
কেবলং ন যথাপ্রতিভাসস্বরূপমস্তি ; বজ্জজ্ঞানাৎ সৰ্পমালাদগুধারাदि-
প্রতীতিবৎ ইত্যর্থঃ । জ্ঞাননিবৰ্ত্ত্যত্বেন জগতোহনিৰ্দ্ধচনীয়াতাং দৰ্শয়তি—
যদ্বোধো বিনিবৰ্ত্ততে ইতি । এতেন বাধ্যত্বম্ অনিৰ্দ্ধচনীয়াত্বম্
ইত্যুক্তং ভবতি । যদ্বিষয়ো বোধো যদ্বোধঃ তস্মাদ্ ব্রহ্মাকাশান্তঃ-
করণবৃত্তিরূপাৎ ইদং জগৎ সোপাদানং বিনিবৰ্ত্ততে, বিশেষণে নিবৰ্ত্ততে
অত্যন্তং সমুচ্ছিন্নতে ইত্যর্থঃ ।

অয়ং ভাবঃ । “ব্রহ্মবিদ আপ্নোতি পরম্” (তৈ ২।১।১) ইত্যাদি-
শাস্ত্রাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানং মোক্ষসাধনম্ ইত্যবগম্যতে । তচ্চ কেবলমেব, ন
কৰ্মসমুচ্চিতম্ । “ন কৰ্মণা ন প্রজয়া” { মহানারা, ১০।৫ } ইতি
সাধনান্তরনিষেধাৎ । মোক্ষচ্চ নিস্ত্রপঞ্চব্রহ্মাত্মনা অবস্থানম্ । তথা চ
প্রপঞ্চস্ত্ৰ জ্ঞাননিবৰ্ত্ত্যত্বে সতি “জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্” ইতি শাস্ত্রম্
অর্থবৎ শ্রুতং, ন অগ্ৰথা । প্রপঞ্চোহপি জ্ঞাননিবৰ্ত্ত্যঃ তদা শ্রুতং, ‘যদি
অজ্ঞানমাত্ররূপঃ শ্রুতঃ । সত্যত্বে তস্ত্ৰ ন জ্ঞাননিবৰ্ত্ত্যত্বং সংভবতি,
বিরোধাভাবাদিতি । তদেবং তটস্থলক্ষণেন সৰ্ব্বাধিষ্ঠানং সৰ্ব্বনিষেধাব-
ধিজুতং ব্রহ্ম নির্দিষ্টম্ । তস্মৈব স্বরূপলক্ষণং দৰ্শয়তি—**পরানন্দো** ইতি ।
পরো নিরতিশয়ঃ আনন্দো; বপুঃ স্বরূপং যস্ত্ৰ স তথা । “আনন্দো

পঞ্চীকরণমূলম্ ।

ওঁ পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি তৎকার্যং চ সৰ্ব্বং বিরাড্
ইত্যাচ্যতে । (১০)

২। অতীতানেকজন্মশু কৃতশুকৃতপ্রসাদাসাদিতশুদ্ধবুদ্ধি-
মতাং বিবেকবৈরাগ্যশমদমাদিসাধনসম্পন্নানাং পরিত্যক্ত-
সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাং মোক্ষমাত্রম্ আকাক্ষতাং তত্প্রাপ্যভূতং তত্ত্বজ্ঞানম্
আপাততঃ ঋতিমুখাং অধিগতমপি সম্যক্ অবাপ্তুম্ ইচ্ছতাম্
অতিলঘুনা উপায়েন কথম্ ইদম্ উৎপত্ততামিতি মন্থনঃ সন্
আচার্য্যঃ ওঁকার সৰ্ব্ববেদসারভূতং তথাবিধসম্যগ্‌বোধসমুদয়-
নিদানং প্রতিশ্রুত্য তদীয়স্বরূপনিরূপণদ্বারা তত্ত্বং নিবেদয়িতু-
কামঃ তদবয়বভূতম্ অকারম্ অবতারয়ন্ অধ্যারোপাপবাদ-
শ্রায়ম্ অনুসরন্ প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থং প্রথমং স্থূলপ্রপঞ্চম্
উপশ্রুন্ততি—পঞ্চীকৃতেতি ।২

ব্রহ্মেতি ব্যাঙ্গ্যনাং" (তৈ: ৩।৬।১) ইতি শ্রুতে: । অত্র আনন্দশব্দঃ
সত্যাদীনাংপি উপলক্ষণার্থঃ ।১

২। নহু নমস্কৰ্ত্তুঃ ব্রহ্মণোহনন্তত্বাং কথং ব্রহ্ম নমস্কার্য্যমিতি ৫৭ ?

ওঁকারের স্বরূপনির্ণয়পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানোপদেশের জন্ত

অধ্যারোপ অপবাদ শ্রায়ে স্থূলস্থলির্বর্ণন ।

২। অতীত বহুজন্ম ধরিয়া পুণ্যানুষ্ঠান করায় ষাঁহাদের অন্তঃকরণ-
বৃত্তি পরিমার্জিত হইয়াছে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, বৈরাগ্য এবং শম-
দমাদি সাধনসম্পত্তির দ্বারা ষাঁহার বিভূষিত হইয়াছেন, ষাঁহার জীবন-
যাত্রার অতিরিক্ত সমস্ত লৌকিক কৰ্ম্ম বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন,
এবং ষাঁহার একমাত্র মোক্ষেরই কামনা করিয়া থাকেন, এবং ষাঁহার
মোক্ষের সাধনভূত তত্ত্বজ্ঞান ঋতি হইতে আপাতত অবগত হইয়াও

নায়ং দোষঃ । কারণত্বাক্রান্তস্ত নমস্কার্যত্বাদিতি । পরমাত্মন ইতি আত্মনঃ
পরমাত্মনির্দেশেন ব্রহ্মাত্মৈক্যলক্ষণো বিষয়ো দর্শিতঃ । **যছোষাধি-
নিবর্ত্তত** ইতি প্রয়োজনম্ অজ্ঞাননিবর্ত্তিলক্ষণং দর্শিতম্ । সম্বন্ধাধি-
কারিণো অর্থাৎ বোদ্ধব্যো । তত্র অধিকারিস্বরূপনিরূপণপূরঃসরং গ্রন্থস্ত
পাতনিকাম্ আহ—**অতীতানেকে**ত্যাদিনা ।

অয়ম্ অর্থঃ । অনাগ্ণবিজ্ঞাকল্পিতসংসারবাসনাবাসিতাস্তঃকরণানাম্
“অহং কৰ্ত্তা ভোক্তা” ইতি অভিমত্তমানানাং স্বর্গনরকস্থখদুঃখম্ অল্পভবতাং
পূৰ্বপূৰ্বভোগবাসনয়া প্রবৃত্তিমার্গরতানাং জীবানাং কথং নিবৃত্ত্যুগ্ৰথস্তং
ভবিতুম্ অহঁতি ইত্যশঙ্ক্যাহ—**অনেকজন্মে**তি । যত্বেপি কশ্মাহুষ্ঠানং
ততঃ ফলভোগঃ পুনস্তদ্বাসনয়া কশ্মাহুষ্ঠানম্ অবিরতিঃ কশ্মমার্গাৎ,
তথাপি বহুজন্মাসাদিত-যাদৃচ্ছিক-পুণ্যপুঞ্জপরিপাকবশাৎ কশ্মশ্চিৎ জন্মনি
নিবৃত্ত্যুগ্ৰথতাইপি স্তাৎ । ততঃ অনেকজন্মস্ত নিত্যানৈমিত্তিককৰ্ম্মমাত্রম্
অহুতিষ্ঠতি, তেন অনেকজন্মস্ত ক্রতেন হক্রতেন প্রসাদাসাদিতা বুদ্ধেঃ
অস্তঃকরণস্ত বৃত্তেঃ শুদ্ধিঃ যৈঃ তে তথা, তেষাম্ । পুনঃ কথংভূতানাম্ ?
বিবেকাদিসম্পন্নানাম্ । তত্র বিবেকো নাম নিত্যানিত্যবস্থবিবেকঃ ;
স চ ব্রহ্মৈব নিত্যং, ততোহন্তং সকলম্ অনিত্যম্ ইত্যেবমাকারঃ,
“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (তৈ, ২।১।১) “অজ্ঞো অনিত্যঃ শাস্বতঃ”
তাহা সম্যকরূপে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের হৃদয়ে
অতি সহজ উপায়ে কিরূপে সেই জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে এই মনে করিয়া,
সকল বেদের সারস্বরূপ ওঁকারই তাদৃশ সম্যক জ্ঞানের আদি কারণ—
ইহা জানিয়া আচার্য্য (শঙ্কর) সেই ওঁকারের স্বরূপনির্ণয়পূর্বক তত্ত্বজ্ঞান
উপদেশ দিতে ইচ্ছা করিয়া সেই ওঁকারের অবদ্বন্দ্বরূপ অর্থাৎ তাহার
একদেশ অকারের অবতারণা করিয়া বুঝিবার সুবিধার জন্য অধ্যারোপ-
অপবাদস্তায়ানুসারে প্রথমে স্থূলপ্রপঞ্চের কথা **পক্ষীকৃত** ইত্যাদি
বাক্যদ্বারা উপগ্ৰাস করিতেছেন । ২

(কঠ, ২।১৮ মা, ২।২০) “নিভাঃ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (বৃহ, ৩।২৮), “নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন” (বৃহ, ৪।৪।১২। কঠ, ৪।১১), “যত্র নাগ্ন্যং পশ্যতি নাগ্ন্যং শৃণোতি” (ছা, ৭।২৪।১), “মুক্তিকেত্যেব সত্যম্” [ছা, ৬।১।৪] ইত্যাদিবাচ্যপৰ্য্যালোচনয়া উৎপদ্যতে । বৈরাগ্যাং তু “আত্মনস্ত কামায় সৰ্বং প্রিয়ং ভবতি” [বৃহ, ২।৪।৬] “তদ্ যথেষ্ট কশ্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেব অমৃত্ত পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে” (ছা, ৮।১।৬) ইত্যাদিশ্রুতিপৰ্য্যালোচনয়া উৎপদ্যতে । ততঃ “শাস্তো দাস্তঃ” [বৃহ ৪।৪।২৩) ইত্যাদিবাচ্যলোচনয়া শমাদিঃ উৎপদ্যতে । তত্র শমঃ অন্তঃকরণনিগ্রহঃ । দমো বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ । আদিশব্দাং উপরতিতিতিক্ষাসমাধানশ্রদ্ধাঃ সংগৃহ্যন্তে ।

সাধনসম্পত্ত্যভিবাঙ্গকমাহ—**পরিত্যজ্যেতি** । পরিতঃ সৰ্ব্বাভ্যুনা-
তাক্তানি সকলানি লৌকিকানি বাদৃচ্ছিকদেহযাত্ৰাতিরিক্তানি বৈদিকা-
গ্ৰুপি আবশ্যকাতিরিক্তানি যৈঃ তে তথা তেষামিতি যাবৎ । কথম্
এতাবতা মোক্ষশাস্ত্রে প্রবৃদ্ধিঃ ? প্রয়োজনাকাজ্ঞ্যভাবাৎ । প্রয়োজনম্
আকাজ্ঞম্ হি প্রবর্ততে প্রেক্ষাবান্, অত আহ—মোক্ষমাত্রম্ আকাজ্ঞ-
তাম্ ইতি । মাত্রশব্দঃ কামনাস্তরশঙ্কানিবৃত্তার্থঃ ।

নহু মাত্রশব্দেন ন কামনাস্তরব্যাবৃদ্ধিঃ, তত্ত্বজ্ঞানম্ অবাপ্তম্ ইচ্ছতাম্
ইত্যনেন বিরোধাৎ, ইত্যশঙ্ক্য তস্মাপি মোক্ষোপায়ত্বেন ইচ্ছাবিষয়ত্বাৎ ন
কামনাস্তরত্বম্ ইত্যাহ—**তদুপায়ভূতমিতি** । নহু “এতাবদরে খৰমৃত-
ত্বম্” (বৃহ, ৪।৫।১২) ইতিশ্রুতে: তত্ত্বজ্ঞানশ্চৈব ‘ফলদ্বাবগমনাং ন তস্মা
মোক্ষোপায়তা ইতি চেৎ ? উচ্যতে । হুঃখনিবৃত্ত্যানন্দাবাপ্তৌ পুরুষার্থে, ন
তত্ত্বজ্ঞানং তয়োঃ অগ্নতরং । তস্মা কার্যরূপশ্চ অনিত্যত্বেন তদযোগাৎ ।
পরিণেযাৎ তত্ত্বজ্ঞানশ্চ ফলসাধনত্বমেব । অমৃতত্বশব্দপ্রয়োগস্ত জীবন-
সাধনে লাজ্জলাদৌ জীবনশব্দপ্রয়োগবৎ ন অমুপপন্নঃ । তথা চ উপায়া-
পেক্ষাহৰ্পি উপেয়ার্থেতি ন মাত্রপদবৈধৰ্ম্যমিতি ।

তত্ত্বজ্ঞানস্ত মোক্ষোপায়ত্বং কৃতঃ অবগতমিতি তত্রাহ—**শ্রুতি-
মুখ্যাদিতি**। “যদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ” (মুণ্ড ২।২।৭)
“বিত্তমাহমৃতমমৃতং” (ঈশ ১১) “তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে” (মুণ্ড ২।২।৮)
ইত্যাদিশ্রুতিমুখ্যং ইত্যর্থঃ। তর্হি প্রাপ্তমেব তত্ত্বজ্ঞানং শ্রুতিমুখ্যং,
কৃতস্তদিচ্ছা ইতি তত্রাহ—**আপাতত** ইতি। বিচারং বিনা সামান্ততঃ
অধিগতমিত্যর্থঃ। নহু এতাদৃশানাম্ অধিকারিণাং তত্ত্বনির্ণয়প্রধানং
শারীরিকমেব ব্যাখ্যেয়ম্। কিম্ অপূর্বপক্ষীকরণনির্মাণেন? ইত্যত
আহ—**অভিলঘুনা উপায়েনেতি**। মন্বানো বিচারয়মাণঃ। সিদ্ধার্থ-
মাহ—**ওঁকারমিতি**। ওঁকারঃ প্রতিলভা ইতি ব্যবহিতেন সঙ্কল্পঃ।
অতিবিততগম্ভীরে ভাষ্যে বহুবাতিবিসম্বাদমিরাসপটীয়সি অলস-
প্রায়াদিকারিণঃ ন ব্যাংপাদয়িতুং শক্যাঃ। অতঃ সার্থক এব পক্ষীকরণরস্তু
ইত্যভিপ্রায়ঃ। **তথাবিধেতি**। মোক্ষোপায়ভূতস্ত বোধস্ত সমুদয়ঃ
সমাগ্ অনায়াসেন উদয়ঃ উৎপত্তিঃ তস্ত নিদানং সমীচীনং কারণমিত্যর্থঃ।
সমাক্তং চ জ্ঞানস্ত নিরতিশয়ফলহেতুত্বাৎ। নতু বেদার্থবিচারশ্চৈব
তথাবিধিজ্ঞানোপায়ত্বাৎ বেদ এব ব্যাখ্যেয়ঃ, ন প্রণব ইত্যত আহ—
সর্ববেদসারভূতমিতি। ওঁকারো হি সর্ববেদসারভূতঃ সর্ববাগ্-
ব্যাপকত্বাৎ সর্বাঙ্কত্বাচ্চ। তথা চ শ্রুতয়ঃ “তদ্ যথা শঙ্কনা সর্কানি
পর্ণানি সংতপ্তানি এবম্ ওঙ্কারেণ সর্কা বাক্ সংতপ্তা” (ছাঃ ২।২৩।৪)
ইতি। তথা “ওঁ ইত্যেতৎ অক্ষরমিদং সর্কং, তস্ত উপব্যাখ্যানম্”
(ছাঃ ১।১।১) “ভূতং ভবৎ ভবিষ্যৎ ইতি সর্বমোক্ষার এব” (মাণ্ডু ১)
ইত্যাত্মাঃ। স্মৃতিরপি “বেদঃ প্রণব এব অয়ম্” ইত্যাদিকা। তথা
চ ওঙ্কারনিরূপণমেব সর্ববেদার্থনিরূপণমিত্যর্থঃ। নহু তত্ত্বজ্ঞানম্ ইচ্ছতাং
তন্নির্ণায়কমহাবাক্যানিরূপণম্ উচিতং ন প্রণবনিরূপণম্ অত আহ—
তদীয়স্বরূপনিরূপণদ্বারা তত্ত্বং নিবেদয়িতুকাম ইতি। প্রণব-
স্বরূপে অর্থতো নিরূপিতে মহাবাক্যমেব অর্থতো নিরূপিতং

৩। অস্ত্র অয়মর্থঃ । আকাশবায়ুতেজোহৃদ্রানি ভূতানি ভবেদিত্যর্থঃ । নহু ব্রহ্মাঐক্যং বিচারবিষয়ঃ । স চ বাক্যার্থঃ, ন পদার্থঃ, বাক্যং চ অনেকপদাত্মকম্ । তথা চ প্রণবস্ত বর্ণত্রয়াত্মকত্বেন পদত্বাৎ ন বাক্যতা । অতো ন তদ্বিরূপণেন বাক্যার্থো নিরূপ্যত ইতি ? তন্ন । প্রণবস্তাপি বাক্যত্বাৎ । ন বর্ণসমূহঃ পদমিতি পদলক্ষণং, বাক্যো ব্যভিচারাপত্তেঃ । কিন্তু প্রত্যেকঃ সমুদ্র বা বাক্যাংশবোধকো বর্ণঃ পদমিতি তদ্বিরূপণম্ । অত্রথা একাক্ষরাণাম্ অর্থবাচকানাং পদত্বং ন স্মৃত্যৎ । স্বর্ঘ্যতে হি “অকারো বাসুদেবঃ স্মৃত্যৎ” ইত্যভিধানম্ । অতো ন বর্ণসমূহঃ পদমিতি । তথাচ অকারাদীনামপি পদত্বাৎ তৎসমুদায়াত্মকস্ত প্রণবস্ত বাক্যত্বং ন অল্পপদমিতি ভাবঃ ।

নহু পদার্থাবগতিপূর্ব্বিকা বাক্যার্থাবগতিঃ । . অতঃ পদার্থো বর্ণনীয়ঃ ইত্যত আহ—**তদবয়বভূতম্ অকারমিতি** । তস্ত প্রণবস্ত অবয়বভূতম্ ইত্যর্থঃ । বাক্যার্থো হি অদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপম্ । অতস্তদবয়বমায় তদবয়বো নিরূপণীয়ঃ, কিং প্রপঞ্চোপন্তাসেন ইত্যত আহ—**অধ্যারোপেতি** । বস্তুনি অবস্থারোপঃ অধ্যারোপঃ । অধ্যারোপিতস্ত অধিষ্ঠানমাত্রপৰ্য্যব-
শেষণম্ অপবাদঃ । অপবাদস্ত প্রতিষেধরূপত্বাৎ তস্ত চ প্রাপ্তিপূর্ব্বকত্বাৎ, তদর্থম্ অধ্যারোপস্ত প্রাথম্যম্ । তথা চ তদবয়বনিরূপণায় প্রপঞ্চোপন্তাস ইতি ভাবঃ । ত্রয়াণাং বর্ণানাং প্রণবাবয়বত্বে সমানে কিমিতি অকারার্থঃ প্রথমতঃ নিরূপ্যতে ? তত্রাহ—**প্রতিপত্তিসৌকৰ্ষেতি** । স্থূলপ্রপঞ্চস্ত প্রত্যক্ষাদিসিদ্ধত্বেনপি ন তস্ত অবিজ্ঞাত্বকতা প্রসিদ্ধা । অবিজ্ঞাত্বকত্বাহুপ-
পাদনে চ তস্ত ন জ্ঞানেন অপবাদঃ সম্ভবতি । অতঃ তদ্বিরূপণায়ৈব স্থূল-
প্রপঞ্চোপন্তাস ইতি ভাবঃ । ২

৩। “পক্ষীকৃতপঞ্চমহাভূতানি” ইতি পদং ব্যাচষ্টে । **অস্ত্র অয়মর্থঃ**

স্থূলভূতপঞ্চকের উৎপত্তি ও স্থূলতাপ্রাপ্তি ।

৩। ইহার অর্থ এইরূপ—আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্ ও পৃথিবী—

তাবৎ অবিত্যাসহায়্যং পরম্মাং আত্মনঃ সকাশাং অনুক্রমেণ
জ্ঞাতানি । তানি চ অতিসূক্ষ্মাণি ব্যবহারাক্ষমাণি ইতি তদীয়-
স্কোলাপেক্ষায়াং কল্পিতব্যবহর্তৃপ্রাণিনিকায়ব্যবহারনির্বাহক-
তদীয়ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাত্মককৰ্ম্মাপেক্ষয়া তাগ্ৰেব পক্ষীকৃতানি স্থলানি ।
ভবন্তি । ৩

ইতি । স্থলভূতানাং পক্ষীকৃতত্বম্ উপপাদয়িতুং তৎকারণভূতানাং সূক্ষ্মভূতা-
নাম্ উৎপত্তিং দর্শয়তি—**আকাশেতি** । “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ
সম্বৃতঃ” (তৈঃ ২।১।১) ইতি শ্রুতিসিদ্ধা ইয়ং সৃষ্টিঃ উচ্যতে । অল্পশব্দঃ
পৃথিবীবাচকঃ । “পৃথিবী বাহয়ম্” (তৈঃ ৩।৬) ইতি শ্রুতেঃ । কথং
শুদ্ধশ্চ আত্মনঃ জগৎকারণত্বম্ ইত্যত আহ—**অবিত্যাসহায়াদিতি** ।
অনুক্রমস্ত শ্রুতিসিদ্ধঃ । তেষাং স্বরূপমাহ—**অতিসূক্ষ্মাণি** ইতি । অতি-
সূক্ষ্মাণি অগোচরাণি অত এব ব্যবহারাক্ষমাণি । তানি যদা পক্ষীকৃতানি
ভবন্তি তদা স্থলানি ভবন্তি ইত্যময়ঃ । তেষাং কিং পক্ষীকরণম্ অকস্মাদেব ?
ন ইত্যাহ—**কৰ্ম্মাপেক্ষয়েতি** । তং কিং স্পন্দনাত্মকমেব অপেক্ষাম্ ?
ন ইত্যাহ—**ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাত্মকেতি** । ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মৌ আত্মা স্বরূপং যন্ত তৎ তথা ।
ব্যবহারনির্বাহক-ইতি কৰ্ম্মণঃ পক্ষীকরণোৎপাদনে যোগ্যতা উক্তা ।
সূক্ষ্মাণাম্ অব্যবহাষাত্মাদ্ ব্যবহারাত্মথাহনুপপত্ত্যা পক্ষীকরণং কল্যামিতি
ব্যবহারপদেন প্রমাণমপি সূচিতমিতি ভাবঃ । ব্যবহারো ব্যবহৃত্ত-
সাধ্যঃ । ন চ ব্যবহর্ত্তা অদ্বৈতমতে অস্তি, তজ্জাহ—**কল্পিতব্যবহর্তৃ-**
এই পক্ষভূত অবিত্যাসহকারী পরমাত্মা হইতে যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে;
সেইগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হওয়ায় ব্যবহারের অযোগ্য; কিন্তু কল্পিত-
ব্যবহার কৰ্ত্তা অনাদি অবিত্যাকল্পিত ব্যবহারিক জীবরূপ প্রাণি-নিচয়ের
ব্যবহার সাহায্যের সাধিত হয়, সেই ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মস্বরূপ কৰ্ম্মের প্রভাবে
পক্ষীকৃত হইয়া তাহারা স্থলভাব প্রাপ্ত হয় । ৩

৪। তানি চ প্রত্যেকং দ্বৈবিধ্যম্ আপত্তস্তে । তত্র চ
একৈকং ভাগং প্রবিহায় অপরেষু ভাগেষু একৈকশঃ চাতু-
র্বিধ্যে সিদ্ধে সতি তত্তদাখ্যায়ম্ অর্দ্ধভাগং পরিত্যজ্য ইতরেষু
ভাগেষু একৈকশ্চ ভাগশ্চ অনুপ্রবেশে কৃতে সতি প্রত্যেকং
'ভূতানি পঞ্চতাম্ আপন্নানি পক্ষীকৃতানি ইত্যাচ্যস্তে । তেষু চ
“বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ” (ব্রহ্মসূত্র ২।৪।২২) ইতি শ্রায়েন
ব্যবহারাসঙ্করশ্চ সিদ্ধ্যতি ।৪।

প্রাণীতি । নিকায়ঃ সমূহঃ । অনাগ্জবিজ্ঞাবাসনাপরিকল্পিতা ব্যাব-
হারিকা জীবা ব্যবহর্তারঃ ইতি ন অনুপপন্নং কিঞ্চিদिति ভাবঃ ।৩৪।
তানি চ ইত্যাদি উচ্যন্তে ইত্যন্তে গ্রন্থঃ স্পষ্টঃ । কথং তর্হি
ভূতানাং পঞ্চাত্মকত্বে সমানে ব্যবহারাসাধ্ব্যম্ ? অত আহ—তেষু

পক্ষীকরণের প্রকার ও স্থলভূতের নামকরণ ।

৪। তাহারা প্রত্যেকে বিভক্ত হইয়া থাকে । তন্মধ্যে এক এক
ভাগ পরিত্যাগ করিয়া অপর অংশ গুলিকে একৈকশ চারিভাগে বিভক্ত
করিয়া সেই সেই স্বীয় অর্দ্ধভাগ পরিত্যাগপূর্বক অন্য অংশগুলির এক
এক ভাগের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিলে প্রত্যেকেই পঞ্চভাব প্রাপ্ত হইয়া
পক্ষীকৃত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ প্রত্যেক ভূতকে দুইভাগে
বিভক্ত করিয়া তাহাদিগের অর্দ্ধ অংশ রাখিয়া অপর অর্দ্ধ অংশগুলিকে
সমান চারিভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকের চারিটি করিয়া একাষ্টমাংশ
উৎপন্ন হইবে । তাহার পর স্বীয় অর্দ্ধাংশ ও অপর চারিটি ভূতের
এক একটি করিয়া চারিটি একাষ্টমাংশ যুক্ত হইলে এক পূর্ণ পক্ষীকৃত
ভূত সৃষ্টি হইবে । এইরূপে যদিও প্রত্যেক ভূতে প্রত্যেকের অংশ
বিভক্তমান রহিল, তথাপি ‘বিশিষ্টতা বা আধিক্যবশতঃই সেইরূপ ব্যবহার
করা হয়’ এই ব্রহ্মসূত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে ব্যবহারের কোন গোলযোগ

৫। ন চ পক্ষীকরণম্ অপ্রমাণকমিতি বক্তুং যুক্তম্ ।
ভূতত্রয়সর্গশ্রুতৌ ভূতপঞ্চকসর্গাদীকারবৎ ত্রিবৃংকরণশ্রুতৌ
পক্ষীকরণাদীকারাং ।৫

চেতি । বৈশেষ্যাদ্ ভাগশ্চ আধিক্যাং তদ্বাদঃ ‘পৃথিবী জলম্’ ইত্যাদি-
ব্যবহারঃ ইত্যর্থঃ । বীজা সূত্রে অধ্যায়সমাপ্তার্থা । তথা চ ন ব্যবহার-
সঙ্করঃ ইত্যর্থঃ । ৪

৫। পক্ষীকরণপ্রতিপাদকশ্রুতাদিপ্রমাণাভাবে কথং পক্ষীকরণং
সিদ্ধবৎ উপপত্ত্যুত্তে ইত্যশঙ্ক্য পরিহরতি—ন চেত্যাদি.....
তানি চ ইত্যন্তঃ প্রাক্তনেন গ্রহেণ । ভূতত্রয়সর্গশ্রুতৌ ভূতপঞ্চকসর্গোপ-
লক্ষণতাং সিদ্ধবৎকৃত্য তদ্বৃষ্টান্তেন ত্রিবৃংকরণশ্রুতেঃ পক্ষীকরণোপলক্ষণ-
পরতামাহ—ভূতত্রয়েতি । ভূতত্রয়সৃষ্টিশ্রুতেঃ ভূতপঞ্চকোপলক্ষণতা
যুক্ত্যতে, ন ত্রিবৃংকরণশ্রুতেঃ পক্ষীকরণোপলক্ষণতা । ৫

হয় না । অর্থাৎ যদিও প্রত্যেক ভূতে পঞ্চভূতেরই অংশ আছে, তথাপি
প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যেকের সমানাংশ নাই ; একটির অংশ অধিক ও
অপর গুলির অংশ নূন ও সম—এই আধিক্য অনুসারেই ইহার।
পরস্পর পৃথক থাকে । স্থূল আকাশের মধ্যে পঞ্চভূতেরই অংশ আছে
বটে, কিন্তু তন্মধ্যে আকাশের অংশ অধিক ও অপর গুলির পরিমাণ
একাষ্টমাংশ । সুতরাং আকাশের পরিমাণ অধিক থাকায় অল্পভূতের
ব্যবহারের সহিত উহার ব্যবহার মিশিয়া যায় না । ৪

পক্ষীকরণ শ্রুতিসম্বত ।

৫। আর এই পক্ষীকরণের নিয়ম যে অপ্রমাণ, তাহাও বলা যায়
না : কারণ, ভূতত্রয়ের সৃষ্টিবিষয়ক শ্রুতিতে পঞ্চভূতের সৃষ্টি যেরূপ
অঙ্গীকার করা যায়, তদ্রূপ ত্রিবৃংকরণবিষয়ক শ্রুতিতে পক্ষীকরণও
অঙ্গীকার করা হয় । ৫

৬। নহু ভূতত্রয়সৃষ্টিশ্রুতৌ ব্রহ্মণঃ সচ্ছদিতস্ত অদ্বিতীয়ত্ব-
সিদ্ধার্থঃ সৃষ্টিপরিপূর্তয়ে চ ভূতদ্বয়ম্ অশ্রুতমপি শ্রুত্যন্তরম্
আশ্রিত্য গুণোপসংহার-শ্রায়েন (ব্রহ্মসূত্র ৩৩২) উপ-
সংহর্তব্যম্ । ত্রিবৃৎকরণশ্রুতৌ তু পক্ষীকরণোপলক্ষণে ন
কারণম্ অস্তি ইতি চেৎ ? ন । ছান্দোগ্যে ভূতপঞ্চকসৃষ্টি-
বিবক্ষায়াং পুনঃ ত্রিবৃৎকরণব্যপদেশস্ত পরিসংখ্যার্থে প্রকরণ-
বিরোধপ্রসঙ্গাৎ । ৬

৬। প্রমাণাভাবাদ্ ইত্যাশঙ্কতে—নহু ভূতত্রয়েতি । তু-শব্দসূচিতং
বৈষম্যম্ উপপাদয়তি—ব্রহ্মণ ইতি । “সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ”
ইত্যারভ্য “তং সত্যং স আত্মা” (ছান্দোগ্য ৬২।১) ইতি উপসংহারাৎ
সৎ-শব্দিতং ব্রহ্ম, তস্মাদ্ ব্রহ্মণো ভূতদ্বয়ানুৎপত্তৌ ন অদ্বিতীয়তা তস্ত
সিদ্ধেয়ং । কার্য্যকারণয়োঃ অভেদেন খলু অদ্বিতীয়তা উপপত্তিতে এতদ্

পক্ষীকরণের শ্রোতব্ধে আপত্তি ও তাহার নিরাস ।

৬। যদি বল—শ্রুতিতে যেখানে তেজ অগ্নি ও পৃথিবী এই তিন
ভূতের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তথায় ‘সৎ’ শব্দবাচ্য ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব-
সাধনের নিমিত্ত এবং সৃষ্টিক্রম পরিপূর্ণ করিবার জন্য অন্য দুইটি ভূতের
কথা না থাকিলেই অপর শ্রুতি অবলম্বনে ‘গুণোপসংহার’ নিয়ম অনু-
সারে তাহাদেরও সমন্বয় করা উচিত । কিন্তু ত্রিবৃৎকরণ সম্বন্ধে যে
শ্রুতিবাক্য আছে, তাহা যে পক্ষীকরণের উপলক্ষণ হইবে, অর্থাৎ
ত্রিবৃৎকরণ বিষয় সম্বন্ধে বলায় পক্ষীকরণও যে শ্রুতির অভিপ্রেত—এরূপ
মনে করিবার ত কোন কারণ নাই ? তদ্বত্তরে বলিষ যে, না এরূপ বলিতে
পারা যায় না ; কারণ, ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চভূত সৃষ্টিই বিবক্ষিত ;
পুনরায় যদি তথায় ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি পক্ষীকরণ-নিবৃত্তির জন্য বলা হয়,
তাহা হইলে প্রকরণবিরোধ দোষ উপস্থিত হয় । ৬

উক্তম্—অধিতীয়কসিদ্ধার্থমিতি । সৃষ্টিপরিপূর্তয়ে ইতি । জগৎ
দৃষ্টপাতিনোঃ বায়্বাকাশয়োঃ ব্রহ্মকাৰ্য্যভেদে ব্রহ্মণো জগৎসৃষ্টিঃ পরি-
পূৰ্য্যতে, সকলজগৎকারণত্বপ্রতিপাদকশ্রুতিবিরোধাৎ ইত্যর্থঃ । চকারে
হেতুসমুচ্চয়ার্থঃ ।

নহু ছান্দোগ্যে (৬।৩) ভূতত্রয়শ্চৈব উৎপত্তিশ্রবণাৎ অশ্রুতং ভূত-
পঞ্চককল্পনম্ অযুক্তং, শ্রুতহান্তশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাৎ ইত্যত আহ—ভূত-
ত্ৰয়ম্ অশ্রুতমপি ইতি । শুণোপলংহারেতি । সকলশাখাপ্রত্যয়ম্
একং কৰ্ম্মেতি প্রতিপাদনাং, একশ্রামেব শাখায়াং চাতুর্হোত্রকৰ্ম্মপ্রতি-
পত্তাসিদ্ধেঃ যথা শাখাস্তরম্ আশ্রিত্য তদুপসংহারঃ, তথা ইহাপি
শাখাস্তরম্ আশ্রিত্য ভূতত্ৰয়সর্গোপসংহারঃ ইতি । তথা চ ন অশ্রুতকল্পনা,
শাখাস্তরে শ্রুতত্বাৎ । নাপি শ্রুতহানিঃ, পঞ্চকসর্গেহপি শ্রুতশ্চ ত্ৰিসর্গশ্চ
অপরিভাষ্যগাৎ ইত্যর্থঃ ।

এবং ভূতত্রয়সৃষ্টিশ্রুতে: ভূতপঞ্চকসর্গোপলক্ষণে প্রমাণম্ অভিধায় ত্রিবৃৎ-
করণশ্রুতে: পঞ্চীকরণোপলক্ষণে ন প্রমাণম্ ইত্যাহ—ত্রিবৃৎকরণ-ইতি ।

অযমাশয়ঃ । ত্রিবৃৎকরণং তু সাক্ষাৎ শ্রুয়তে ন পঞ্চীকরণং, তাদৃশ-
শ্রুত্যাভাবাৎ । নহু সূক্ষ্ময়োঃ বায়ুনভসোঃ অব্যবহার্য্যত্বাৎ তদীয়-
হৌল্যশ্চ চ ভূতাস্তরানুপ্রবেশাভাবে অভাবাৎ ব্যবহারাত্মকত্বমুপপত্ত্য।
পঞ্চীকৃতিঃ কল্পাতে ইতি চেৎ ? ন । তস্মি অল্পথাপি উপপত্তে: । সূক্ষ্মাণা-
মপি পরমাণুনাং ব্যবহার্য্যত্বাৎ । তেষাং প্রত্যক্ষব্যবহারো নাস্তি ইতি
চেৎ ? তৎ ইহাপি তুল্যং, বায়্বাকাশয়োঃ অপ্ৰত্যক্ষত্বাৎ । অতো ন পঞ্চী-
করণোপলক্ষণে প্রমাণমিতি । কিম্ এতচ্চোক্তং ভূতত্রয়সর্গশ্রুতে: ভূতপঞ্চক-
সর্গোপলক্ষণত্বম্ অনদ্বীকূৰ্তত উত অদ্বীকূৰ্তত ইতি বিকল্প্য বাক্যৈক-
বাক্যতয়া সকলসর্গপ্রতিপাদকশ্রুতীনাং ব্রহ্মণি সমন্বয়াভাবপ্রসঙ্গাৎ ন
আশ্চ: ইত্যাহ—ন ইতি । দ্বিতীয়ং দৃষ্যতি—ছান্দোগ্যেতি । পরি-
সংখ্যার্থত্ব ইতি । “অপপরিবৰ্দ্ধনে” (পা: সূত্র ১।৪।৮) ইতি সূত্রাৎ

৭। কিং চ নভোনভস্বতোরপি পৃথিব্যাদিষু স্থূলৌ ভাগৌ
শব্দস্পর্শৌ শ্রোত্রেণ স্বচা চ উপলভ্যেতে । “পক্ষ চেন্দ্রিয়-
গোচরাঃ” (গী, ১৩৫) ইত্যত্র স্থূলানি ভূতানি ইন্দ্রিয়গোচর-
শব্দেন ব্যাখ্যাতানি ভগবতা ভাষ্যকৃতা । ন চ শব্দস্পর্শয়োঃ
স্থূল্যাং ভূতাস্তুরানুপ্রবেশাৎ ঋতে সিদ্ধ্যতি ॥৭

পক্ষীকরণনিবৃত্ত্যর্থ ইত্যর্থঃ । প্রকরণবিরোধেতি । ছান্দোগ্যে
উপলক্ষিতভূতপক্ষকক্ষুষ্টিং প্রক্রমা ত্রিবৃত্তকরণমাত্রপ্রতিপাদনে প্রকরণ-
বিরোধ ইত্যর্থঃ । ন পক্ষীকরণে প্রমাণাভাবঃ, ব্যবহারাত্তথাহুপপত্তেরেব
প্রমাণত্বাৎ । নচ পরমাণুব্যবহারবৎ তস্ত ব্যবহারঃ স্যাদিতি বাচ্যম্ ।
“স্থূলৌ বায়ুঃ ব্যাপ্তঃ নভঃ” হতি ব্যবহারস্য তদ্বিলক্ষণত্বাৎ । নভোনভ-
স্বতোঃ ভূতাস্তুরানুপ্রবেশে রূপাদিমত্তয়া উপলব্ধপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ? তর্হি
ত্রিবৃত্তকরণপক্ষে অপ্তেজসোঃ গন্ধবত্তয়া উপলব্ধপ্রসঙ্গ ইতি তূল্যম্ । অথ
পৃথিব্যাংশস্য অল্পত্বাৎ ইতরাংশস্য আধিক্যত্বাৎ নাতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ?
তূল্যম্ অন্তত্রাপি অভিনিবেশাদিতি । ন চ নভোনভস্বতোঃ অপ্রত্যক্ষতা,
প্রত্যক্ষগুণকত্বাৎ । ন চ বাতানীতগন্ধাশ্রয়ে ব্যভিচারঃ, তস্য কদাচিৎ
তজ্জাতীয়প্রত্যক্ষোপপত্তেঃ ইতি নাবজ্ঞঃ কিঞ্চিৎ ॥৬

৭। ইতোহপি পক্ষীকরণম্ অভ্যুপায়ম্ ইত্যাহ—কিঞ্চেতি । কথং

পক্ষীকরণসিদ্ধিতে যুক্তি ।

৭। অধিক কি, পৃথিবী আদি ভূতমধ্যে শ্রোত্র ও স্বক্ধারা আকাশ
ও বায়ুর অংশ উপলব্ধ হইয়া থাকে । “পক্ষ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ” “অর্থাৎ
ইন্দ্রিয়ের পক্ষ বিষয়সমূহ” ভগবদ্গীতার এই অংশটুকুর ব্যাখ্যাকালে
“ইন্দ্রিয়গোচর” অর্থে ভাষ্যকার স্থূলভূতই অর্থ করিয়াছেন । আর যদি
অন্য ভূতের অংশের যোগ না থাকে, তাহা হইলে শব্দ ও স্পর্শের স্থূলতা
সিদ্ধ হইতে পারে না । ৭

৮। তানি চ এতানি পক্ষীকৃতানি পক্ষসংখ্যকানি ভূতানি
 স্বকাৰ্য্যব্যাপিহাং মহাস্তি চ ব্যপদিগ্ধস্তে । তেষাং চ কাৰ্য্যম-
 অন্তঃকরণপ্রাণসমষ্টীনাং ইন্দ্রিয়সমষ্টীনাং চ গোলকাদিভেদ-
 ভিন্নম্ আধিদৈবিকং ব্রহ্মাণ্ডম্ আধ্যাত্মিকম্ আধিভৌতিকম্
 চ তন্ত্ৰং উচ্চাচপরিচ্ছিন্নঃ শরীরভেদজাতম্ ॥৮
 শব্দস্পর্শয়োঃ নভোনভস্বংস্থলভাগত্যা ইতি তদ্বাহ—পক্ষ চেন্দ্রিয়-
 গোচরা ইতি । কথং ভাষ্যকৃতৈঃ ইন্দ্রিয়গোচরণেন স্থলানি ভূতানি
 ব্যাখ্যাতানীতি চেৎ, ? কাৰ্য্যাকারণয়োঃ অভেদাভিপ্রায়েণ ইতি ক্রমঃ ।
 ন কাৰ্য্যাকারণয়োঃ পরমার্থতো ভেদোহস্তি, সৰ্ব্বাণ্য ভেদমাত্রস্য অগ্রে
 নিরাকরিষ্যমাণত্বাৎ । নহু—

মহাভূতাগ্রহকারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়াণি দর্শকং চ পক্ষ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ (গীঃ ১৩।৫)

ইত্যত্র মহাভূতগণেন এব স্থলভূতানাম্ উক্তবাদ্ ইন্দ্রিয়গোচরণেন
 পুনঃ মহাভূতব্যাখ্যানে গৌনকল্পাপাত ইতি চেৎ ? ন । মহাভূতগণেন
 বৃক্ষভূতাক্তে কথং তেষাং মহাভূতগণব্যাচাভ্য ইতি চেৎ ? ন । লিঙ্গ-
 দেহাখ্যস্বকাৰ্য্যব্যাপিহেন মহত্ত্বোপচারাৎ । বক্ষ্যতি চ “পূৰ্ব্ববৎ মহাস্তি
 চ ভবন্তি” ইতি । তথা চ শব্দস্পর্শয়োঃ নভোনভস্বংস্থলভাগতা যুক্তেতি
 ভাবঃ । তঃ কিম্ ? অত আঃ—ন চেতি ৷৭

স্থলভূতপক্ষের কার্য্য ।

৮। সেই এই পক্ষসংখ্যক ভূতগণ স্ব স্ব কাৰ্য্যকে সতত ব্যাপ্ত করিয়া
 থাকে, এইজন্ত উহাদিগকে মৎ বলিয়া ব্যপদেশ করা হয় । তাহাদের
 কাৰ্য্য অন্তঃকরণসমষ্টি, প্রাণসমষ্টি ও ইন্দ্রিয়সমষ্টি গোলকাদিভেদে ভিন্ন
 ভিন্ন । তন্মধ্যে আধিদৈবিক ব্রহ্মাণ্ড, আধ্যাত্মিক গোলকাদি, ও আধি-
 ভৌতিক ইন্দ্রিয়গণের বিষয়, এবং দেব মনুষ্য ত্রিধ্যক্ আদি উচ্চনীচ
 বিভিন্ন শরীর সকল তাহাদিগেরই কাৰ্য্য ॥৮

৯। তদিদং সৰ্বভূতভৌতিকরূপং সকলমপি স্থলং জগৎ
অধ্যাত্মবিদ্বিঃ একীকৃত্য বিরাড়্ ইত্যাচ্যতে । ন পুনঃ,
আধ্যাত্মিকাবিভৌতিকাবিদৈবিকবিভাগোহস্মি । সৰ্বশ্চ অশ্চ
ভৌজাতশ্চ ভূতপঞ্চককৰ্য্যশ্চ ভূতব্যতিরেকেণ অভাবাৎ মূদ-
নিকারশ্চেব তদ্ব্যতিরেকেণ অভাবাদিতি ॥৯

৮। উপসংহরত—তানি চেতি । পক্ষীকৃতানাম্ মহেশ্ব হেতু-
মাহ—স্বকার্য্যোতি । তেষাং কার্য্যম্বেব গময়তি—তেষাং চেতি ।
চকার: 'পুনঃ' অর্থে । অন্তঃকরণসমষ্টিঃ সৰ্ব্বান্তঃকরণসমুদ-য়ঃ । প্রাণসমষ্টিঃ
সৰ্ব্বপ্রাণসমুদায়ঃ । সৰ্ব্বেন্দ্রিয়সমুদায়ঃ ইন্দ্রিয়সমষ্টিঃ । তাঙ্গাঃ গোলকাদি-
ভেদৈঃ স্ব ন:ভেদৈঃ ভিন্নং সকলমপি স্থলং জগৎ একীকৃত্য বিরাড়্
ইত্যাচ্যতে । অধ্যাত্মবিদ্বিঃ ইতি যোজন্য । বিবিধং রাজতে ইতি
বিরাট্ । তত্র আধিদৈবিকং নির্দিগতি—ব্রহ্মাণ্ডম্ ইতি । আধ্যাত্মিকং
গোলকাদিঃ । আধিভৌতিকম্ ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়ঃ । উচ্চা দেবমহুতাদিঃ ।
অবচঃ তিথ্যাগাদিঃ ৮

৯। ভূতভৌতিকরূপম্ ইতি । কারণকার্য্যরূপম্ ইত্যর্থঃ ।
কথম্ অনক্ষীর্ণানম্ আধ্যাত্মিকাদীনাম্ একীকরণম্ ? তন্মাহ—ন

বিরাট্ৰূপে আধ্যাত্মিকাদি বিভাগ নাই ।

৯। সেই এই ভূতভৌতিকরূপ সমস্ত স্থল জগৎকে অধ্যাত্মবিৎ
ব্যক্তিগণ একীভূত করিয়া তাহারকে বিরাট্ বলিয়া থাকেন ! পরমার্থত
ইহাদিগের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ কোন বিভাগ
নাই । যেহেতু, মৃত্তিকা ব্যতীত যেমন মূল্যম্ব কোন কার্য্য থাকিতে পারে
না, বা হইতে পারে না, সেইরূপ মহাভূতের কার্য্যভেদ সকল মহাভূত
ব্যতিরেকে থাকিতে পারে না । সুতরাং এই মহাভূতগণের বাস্তবিক
উক্ত বিভাগ নাই ॥৯

এতৎ স্থলশরীরম্ আত্মনঃ । (১১)

১০। অথ ইদং বৈরাগ্যমেব রূপং প্রত্যগাত্মতয়া প্রতিপত্তব্যং
ন তু অন্তঃ আত্মত্বং জ্ঞাতব্যমস্মি ইতি চেৎ ? ন, ইত্যাহ—
এতৎস্থলশরীরম্ আত্মন ইতি ॥১০

পুনরिति । বিভাগো বাস্তব ইতি শেষঃ । কুত ইত্যত আহ—সর্ব-
স্তোতি । অয়ং ভাবঃ—আধ্যাত্মিকাদিকাৰ্য্যং ভূতপঞ্চকাভিন্নং ভূতপঞ্চক-
কাৰ্য্যত্বাৎ, যৎ যন্ত কাৰ্য্যং তত্তভোহভিন্নম্, যথা মৃৎকাৰ্য্যং করকাদি মৃদ-
ভিন্নম্, তথা চেদম্, তস্মাৎ তথা । ন চ পিতৃপুত্রাদৌ মৃদগরঘটপ্রধ্বংসাদৌ
ব্যভিচারঃ, উপাদানরূপকারণবিশেষস্ত বিবক্ষিতত্বাৎ । সাধ্যাবিকলো
দৃষ্টান্ত ইতি চেৎ ? তত্র বক্তব্যং—কিং মৃদৃষটয়োঃ 'অত্যন্তভেদঃ, উত
ভেদাভেদাবিতি । তত্র নাথঃ । কুণ্ডলস্তাপি মৃজ্জাতীয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ, অত্যন্ত-
ভেদাবিশেষাৎ । দ্বিতীয়েহপি কিং কারণস্ত কাৰ্য্যং ভেদাভেদৌ,
কাৰ্য্যস্ত বা কারণাৎ । ন উভয়থাহপি, বস্তুনো দ্বৈরূপ্যাসংভবাৎ ।

নহু কাৰ্য্যস্ত কারণাত্মনা অভেদঃ কাৰ্য্যাত্মনা ভেদঃ ইতি আপেক্ষিকঃ
অভেদব্যবহারঃ ইতি চেৎ ? ন । সাপেক্ষস্ত স্বরূপস্ত অবস্তত্বাৎ । যদ্বি
যন্ত অস্ত্রানপেক্ষস্বরূপং তত্তস্ত তদ্বম্, যৎ অস্ত্রানপেক্ষং ন তৎ তস্ত তদ্বম্,
অস্ত্রভাবে অভাবাৎ । অতঃ প্রতীয়মানভেদস্ত মিথ্যাত্বাৎ ন কাৰ্য্য-
কারণয়োঃ বাস্তবো ভেদ ইতি ১২

বিরটসম্বন্ধিরূপে এতচ্ আত্মা জ্ঞেয় নহে ।

১০। ভাল, তাহা হইলে এই বিরটসম্বন্ধী রূপকেই প্রত্যক্
আত্মা বলিয়া জানা উচিত ? তদ্ব্যতীত অন্য কোন আত্মতত্ত্ব জ্ঞাতব্য
হইতে পারে না ? এতদ্বস্তরে বলিব—না, একথা বলিতে পার না ।
এই জন্তই ভাষ্করাবলিতেছেন—ইহা আত্মার (কল্পিত) স্থল শরীর,
সুতরাং ইহা জ্ঞেয় নহে ১০

ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধিঃ জাগরিতম্ । (১২)

১১। নহু ইদম্ আত্মনঃ শরীরম্ অপবর্গে ন উপযুক্ত্যতে, তস্য অশরীররূপহাং ভোগায়তনত্বেন ভোগোপযোগিত্বং বক্তব্যম্ । কুত্র চ তদভিমানাধীনো ভোগঃ স্তাৎ ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তত্র জাগরিতে তদভিমানপ্রযুক্তো ভোগো ভবতীতি বক্তুং জাগরিতং লক্ষয়তি—ইন্দ্রিয়ৈরिति ॥১১

১০। লোকায়তিকদষ্টা। শব্দভেদে—অর্থোতি । পরিহরতি—ন ইত্যাহেতি ১০।

১১। আত্মনঃ শরীরসম্বন্ধাভাবম্ অভিপ্রেতা শব্দভেদে—নহু ইতি । সম্ভবে বা আত্মন এতচ্ছরীরং মোক্ষে উপযুক্ত্যতে, অবস্থান্তরে বেতি বিকল্পা প্রথমস্য অসম্ভবমাহ—অপবর্গে ইতি । কুতঃ ইত্যত আহ—তদন্তেতি । “অস্থূলম্” (বৃহ ৩।৮।৮) ইত্যাদিশ্রুতঃ অশরীরতা ইত্যর্থঃ । অবস্থান্তরম্ আকাঙ্ক্ষন্ আহ—ভোগায়তনত্বেনেতি । ভোগঃ স্বখাদিসাক্ষাৎকারঃ । তদায়তনত্বং তদ্বিস্তারিতস্থানত্বম্ । ভোগোপযোগিত্বং তু

জাগরিতের লক্ষণ ।

১১। আচ্ছা, আত্মার এ শরীর ত মোক্ষের উপযোগী নহে, অর্থাৎ এ শরীরসম্বন্ধে জ্ঞান হইলে মুক্তি হয় না; কারণ, তিনি অশরীরী । তাহা হইলে যখন ভোগায়তনকেই শরীর বলা হয়, তখন ইহারও ভোগসাধকতা দেখান উচিত, এবং তাহাতে অভিমানবশতঃ যে ভোগ সাধিত হয়, তাহা কোথায় কোন অবস্থায় নিষ্পাদিত হয়? জাগ্রৎ কালে তৎসম্বন্ধে অভিমানবশতঃ ভোগলাভ হইয়া থাকে, এইজন্য জাগরিত অবস্থার লক্ষণ বলিতেছেন—“স্থূল ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা যে অবস্থায় অর্থ বা বিষয় উপলব্ধি করা যায়, সেই অবস্থাকে জাগ্রৎ অবস্থা বলা হয়” ইত্যাদি ১১।

১২। সুষুপ্তিব্যবস্থার্থঃ শব্দাদিবিষয়বাচকম্ অর্থপদম্ ।
স্বপ্নঃ নিরসিহম্ ইন্দ্রিয়বিশেষণম্ । তত্র হি বিদ্যমানমপি মনো
বিবিধবিষয়াকারেণ পরিণতঃ সাক্ষিনো দৃশ্যতয়া অবতিষ্ঠমানঃ
ন উপলকৌ করণং ভবতি ইতি ভাবঃ ॥১২

তং সাধনস্থিতিং বিবেকঃ । উভয়ঃ স্বাস্থ্যপরাশ্চভেদেনেতি দ্রষ্টব্যম্ ।
কুত্বেতি । কশ্চম্ অবস্থায়াম্ ইত্যর্থঃ । চকরঃ সমুচ্চ্যর্থঃ । এতচ্ছত্রং যেন
মূলম্ অবতারয়ন্ মাং—তত্বেতি । তস্তাং শব্দায়াং সত্যম্ ইত্যর্থঃ ॥১১

১২। উপলক্ষিঃ জাগরিতম্ ইত্যুক্তে সুষুপ্তে অতিব্যাপ্তিঃ, তত্রাপি
স্বরূপোপলক্ষিত্বাৎ । অতথা ‘স্বপ্নম্ অহম্ অস্বাপ্নম্’ ইতি উখিত্ত
পর্যায়ানুপপত্তেঃ তদ্ব্যবস্থার্থম্ অর্থপদম্ ইত্যাহ—সুষুপ্তীতি । নহু স্বরূপ-
মপি অর্থ এব । তত্রাহ—শব্দাদীতি । তাবতুক্তে স্বপ্ন অতিব্যাপ্তিম্
আশঙ্ক্যাহ—অপ্তিমিতি । অন্তোব তত্রাপি মনোহস্তরম্ ইন্দ্রিয়মিতি চেৎ?

জাগরিত লক্ষণচটকপদের ব্যাখ্যাসি ।

১২। পূর্বেকৃত লক্ষণে যে ‘অর্থ’ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সুষুপ্তি
অবস্থাকে পৃথক রাখিয়া শব্দাদি বিষয়কে বুঝাইবার জন্য । স্বপ্নকালীন
ভোগ নিবারণ করিবার জন্য ‘ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে অর্থোপলক্ষ’ এই ইন্দ্রিয়
পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । আর স্বপ্নকালে যদিও মন বিদ্যমান থাকে,
তথাপি তাহা বিষয় উপলক্ষের করণ হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত
অবস্থায় মনই বিভিন্ন বিভিন্ন বিষয়রূপে পরিণত হইয়া দৃশ্যভাব ধারণ
কর, এবং সাক্ষিচক্ৰ তাহার দ্রষ্টা হইয়া থাকে । অর্থাৎ মনই বিবিধ
প্রকারে পরিণত হইয়া যখন দৃশ্য হয়, তখন তাহা দ্বারা সেই দৃশ্য বস্তু
সকল দৃষ্ট হইতে পারে না, স্বপ্নকালে মন ইন্দ্রিয় হইলেও তাহা দ্বারা স্বপ্ন-
বস্থায় বিষয় উপলক্ষিণী হওয়ার পূর্বেকৃত লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হইতে
পারিল না ॥১২

তদুত্তরাভিমানী আত্মা বিখ্যঃ । (১৩)

১৩। নহু বৈরাগ্যে শরীরে জাগরিতে চ প্রত্যগাত্মা কথম্
“অহং মম” ইতি অভিমানভাক্ ভবিতুম্ উৎসহতে । ন হি তস্ম
অসঙ্কোদাসীনস্য কচিং অহঙ্কারো মমকারো বা যুজ্যতে । তত্র
বস্তুতঃ অভিমানাভাবেহপি কল্পনয়া তদুপপত্তেঃ ইত্যভিপ্রেত্যা
স্থূলে শরীরে জাগরিতে চ অহংমমাভিমানবতঃ সংজ্ঞাং দর্শয়ন্
অধ্যাত্মাধিভূতাদিদৈববিভাগাভাবং সূচয়তি—তদুত্তয়েতি ॥১৩
তত্রাহ—তত্রৈতি । তত্র স্বপ্নাৱস্থায়ং যত্বেপি মনসঃ অবস্থানমন্তি
তথাপি দৃশ্যবিষয়াকরণরিণত্বাৎ ন তদ্গ্ৰাহকবৃত্তাকারপরিণামঃ
সম্ভবতি, যুগপদেব গ্ৰাহ্যগ্ৰাহকত্বেন বিরুদ্ধপরিণামদ্বয়ানুপপত্তেঃ । মন-
উৎপাদাভূতাবিদ্যাবৃত্তাবচ্ছিন্নশক্তিমান্বেদাত্মাৎ ন উদ্ভিয়বেদাঃ স্বাপ্ন-
পদার্থঃ । অতঃ স্বপ্ননিবৃত্তয়ে উদ্ভি বিশেষণং যুক্তমিতি । নহু বিবরণাহু-
সারিণস্য নিদ্রাদোষদ্ষিত্যতঃকবণাবচ্ছিন্নচৈতন্যং স্বাবিদ্যাশক্তিবিবৰ্ত্ত-
স্বপ্নবলগনম্ উচ্ছিন্নি, অতঃকবণস্য চ তদ্গ্ৰাহকবৃত্তাকারপরিণামম্ ।
অতঃ “ই জুগ্ধেঃ অর্থোপলক্তিঃ জাগরি-ন্ম” ইতি তস্মতে অতিব্যাপ্তিমিতি
চেৎ ? ন । তস্মতে বহুদন্ত অল্পদক্ষয়ত্বাৎ । ন চ ত্ৰি ভাগ-
স্বপাত্মাংলকৌ অব্যাপ্তিরিতি শঙ্কাম্ । স্বপাদেঃ উদ্ভিয়বেদ্যান্তানুপ-
গমদিত্তি দ্রষ্টব্যম্ । যদ্ব বা মনস ইজ্জিয়দ্যানুপগমাৎ ন মনোময়ে স্বপ্নে
অতিব্যাপিঃ ।

নহু কথং মনস উদ্ভিয়দস্য অনভ্যাগম ইতি ? উচ্যতে । লিঙ্গদেহা-

বিরাট শরীরে অভিমানের সম্ভাবনা ।

১৩।—ভাল, পূর্বক বিরাটশরীরে এবং জাগ্রৎকাল কল্পে
প্রত্যক আত্মার ‘আমি,’ ‘আমার,’ ইত্যাদি প্রকার অভিমান ইহাতে
পারে ? কারণ, তিন অঙ্গ ও উদাসীন ; তাঁহার কোন বস্তুতে ‘আমি’

বসবগণনাবসরে কর্ণেজ্জিয়পঞ্চকং জ্ঞানেজ্জিয়পঞ্চকম্ ইতি ইজ্জিয়বস্ত
রাসাদিষেব নিয়মিতত্বাৎ । তথাচ অস্তঃকরণবৃত্ত্যভ্যুপগমে তস্ত
অনিজ্জিয়ত্বাৎ ন তেষ্টেত্তে স্বপ্নে অতিব্যাপ্তিঃ ।

বস্তুতত্ত্ব বিচাৰ্য্যতে । অস্তঃকরণবৃত্তিঃ হি দ্বিধা, বৃত্তিঃ ফলং চেতি ।
তত্র বৃত্তিঃ—অস্তঃকরণস্য বিশিষ্টৈশকাদিপ্রমাণবলাৎ তত্ত্বদ্বিষয়াকার-
সমুদ্রাসঃ । ফলং তু তস্ত চক্ষুরাদিদ্বারা বাহ্যবিষয়াকারপরিণামঃ । তদু-
ভয়ং প্রমাণমেব । ন পুনঃ অপ্রমাণাঃ অস্তঃকরণবৃত্তিরূপত্বং মায়াবাদিনা
অভ্যুপেয়ত্বে, তস্তা অবিদ্যাবিবর্ত্তনাদীকারাৎ । তদুক্তম্ ইষ্টৈসিদ্ধিকারৈঃ
“সদসদভ্যাম্ অনিৰ্ব্বাচ্যাহবিজ্ঞা বৈদ্যাঃ সহ ভ্রমঃ” ইতি । তস্মাৎ স্বপ্নস্ত
বিপর্যায়ত্বাৎ ন অস্তঃকরণপরিণামত্বম্ ইত্যাতঃ সূষ্ট উক্তং ন উপলব্ধৌ
করণম্ ভবতীতি ভাবঃ ইতি । ১২

১৩ । যৎ তু “তদুভয়াভিমানী আত্মা বিদ্যুঃ” ইত্যুক্তং তৎ অযুক্তম্ ।
আত্মনঃ অভিমানাভাবাদ্ ইতি শব্দতে—নস্তু ইতি । বৈরাজে শরীরে
‘অহম্’ ইতি, জাগরিতে ‘মম’ ইতি বিভাগঃ । “অসঙ্গে হ্রয়ং পুরুষঃ”
(বৃহঃ ৪।৩।১৫) ইতি শ্রুতিম্ আশ্রিত্য আত্মনঃ অভিমানাভাবং দর্শয়তি
—ন হি ইতি । সিদ্ধান্তী অভিমানস্ত অবাগবদ্ব্যম্ অদীকৃত্য কাল্লনিকো-
হভিমান ইতি পরিহরতি—ভবতি । অধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈববিভাগা-
ভাবম্ বস্তুত ইতি শেবঃ । ১৩

‘আমার’ ইত্যাদিরূপ অভিমান হওয়া সম্ভব নহে । ইহার উত্তরে
বলা হইতেছে—যদিও প্রত্যগাত্মার পরমার্থত কোন রূপ অভিমান
নাই, তথাপি তাহা কাল্লনিকভাবে সিদ্ধ হইতে পারে—এই অভিপ্রায়ে
বিনিমূল শরীরের উপর ও জাগরুকালে অভিমানযুক্ত তাঁহার সংজ্ঞা
নির্দেশ করিয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক
বিভাগ দেখাইতেছেন—ইহাই ‘তদুভয়াভিমানী’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা
বলিতেছেন । ১৩

এতৎত্রয়ম্ অকারঃ । (১৪)

অপক্ষীকৃতপঞ্চমহাত্মনামি পঞ্চ তন্মাত্রাণি, তৎকার্য্য চ, পঞ্চপ্রাণাঃ দশৌল্লিঙ্গাণি মনো বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশকং লিঙ্গং

১৪। নমু বৈরাজশরীরং জাগরিতং তদুভয়াভিমানী চ ইতি কথমম্ এতৎত্রয়ম্ অদ্বৈতবাদিভিঃ আস্থ্যোয়তে, তত্রাহ—
এতৎত্রয়মিতি । ১৪

১৫। তদেবম্ আত্মম্ অকারং নিরূপ্য মধ্যমম্ উকারং নিরূপয়িতুং সূক্ষ্মপ্রপঞ্চং কথয়তি—অপক্ষীকৃতেতি ।

অয়মর্থঃ । শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ তন্মাত্রাণি সূক্ষ্মভূতানি পরস্পরম্ অনুপ্রবেশশূন্যানি অপক্ষীকৃতানি পঞ্চসম্ব্যাকানি পূর্ব্ববৎ মহাস্তি চ ভবস্তি । তেবাং চ কার্য্যং কৰ্ম্মোল্লিয়পঞ্চকং জ্ঞানেল্লিয়পঞ্চকং প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকং বুদ্ধির্মনশ্চ ইত্যন্তঃকরণ-

১৪। দ্বৈতাপত্তিম্ আশঙ্কতে—নমু ইতি । বাস্তবভেদম্ আশ্রিত্য পরিহরতি—তত্রাহেতি । ১৪

অকারার্থ মধ্যে ভেদশঙ্কার নিরাস ।

১৪। আচ্ছা, বৈরাজশরীর, জাগরিত অবস্থা ও এতৎ উভয়ের অভিমানী পুরুষ—এইরূপ ভেদার্থ অদ্বৈতবাদীর। কিরূপে স্বীকার করেন ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘এতৎ ত্রয়ম্’ ইত্যাদি অর্থাৎ বস্তুর বাস্তব ভেদ নাই ইত্যাদি । ১৪

উকারের স্বরূপ নিরূপণ ।

১৫। এইরূপে অকারের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া তাহার পরস্থিত মধ্যম উকারের স্বরূপ বলিবার জন্য সূক্ষ্ম জগতের কথা বলিতেছেন—‘অপক্ষীকৃত’ ইত্যাদি । ইহার অর্থ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্রা এবং সূক্ষ্মপঞ্চভূত সকল পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবেশ না হইলে তাহারা

ভৌতিকং হিরণ্যগৰ্ভ ইত্যাচ্যতে ।১৫

স্বয়ম্ ইতি সপ্তদশকং লিঙ্গম্ । তচ্চেদং কয়্যাপি বিধয়া
প্রতীচো গমকত্বাদেব লিঙ্গমিতি ব্যাখ্যায়তে ॥১৫

১৫ । ব্রহ্মাণ্ডবাদপুংসরম্ উত্তরগ্রন্থম্ অবতারণ্যতি—তদেবমিতি ।
‘অপকীকৃতপঞ্চমহাভূতানীতি পদতাৎপর্যঃ কথয়তি—অন্যমর্থঃ ইত্য-
দিনা । শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাস্ত্ব অপকীকৃতানি ভূতানীতি যোজন্য ।
তেষাং সূক্ষ্মত্বম্—তন্মাত্রানীতি । তেষাম্ আকাশাদীনাম্ মাত্রাণি
কারণানি । তেষাম্ অপকীকৃতত্বং দর্শয়তি—পরম্পরেতি । পূর্ববৎ
ইতি । স্বকার্যাব্যাপিহাং ইত্যর্থঃ । তেষাং কার্যম্ আত্ম—তেষাং
চেতি । বাক্যগণিগাদপায়ুশ্বানীতি কশ্মেদ্রিয়গণি । শ্রোত্রিয়কচক্ষু-
জিহ্বাজ্ঞানগণি জ্ঞানেদ্রিয়গণি । প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকম্ । চিত্তাংকারয়োঃ
বুদ্ধিমনসোঃ অন্তর্ভাবম্ অভিপ্রোক্তা আত্ম—অন্তঃকরণদ্বয়মিতি ।
তেষাং লিঙ্গশব্দবাচ্যত্বে হেতুমাৎ—প্রতীচো গমকত্বাদিহি । প্রতীচঃ
প্রত্যগাত্মনো গমকত্বাৎ জ্ঞাপকত্বাৎ । লীনমর্থঃ গময়তীতি লিঙ্গমিতি
ব্যাংপত্ত্যা গমকং লিঙ্গমিতি প্রসিদ্ধং । কয়্যাপি বিধয়েতি । কেনাপি
প্রকারেণ ইন্দ্রিয়গণি স্বপ্রবৃত্ত্যা স্বপ্রেরকম্ অন্তঃপায়স্বি ইত্যর্থঃ ॥১৫

অপকীকৃত, অর্থাৎ অমিশ্রিত স্ব স্ব রূপে বিদ্যমান থাকে, এবং তাহারা
পূর্বোক্ত স্থূল ভূতব ত্রায় মহংই হইয়া থাকে : এবং পঞ্চকশ্মেদ্রিয়,
পঞ্চজ্ঞানেদ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, এবং বুদ্ধি ও মন এই দুইটি অন্তঃ-
করণ,—এই সপ্তদশসংখ্যক যে লিঙ্গশরীর তাহা তাগাদিগেব কার্য্য ।
সেই এই লিঙ্গশরীর কোনও প্রকারে প্রত্যক্ আত্মার বিষয় জ্ঞান
করিয়া থাকে, এই জন্য উগকে লিঙ্গ বলা হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ, স্বীয়
প্রবৃত্তিরদ্বারা তাগাদের যে একজন নিয়ন্তা আছে, তাহা বুঝাইয়া দেয়
এবং সেই নিয়ন্তাই প্রত্যক্ আত্মা বলিয়া অভিহিত কথিত আছে ॥১৫

এতৎসূক্ষ্মশরীরম্ আত্মনঃ ১১৬

১৬। তৎকার্য্যম্ উক্তং। ভে তিকম্ অভিদধানো লিঙ্গম্ ,
অহংকারিকম্ অপ্রামাণিকমিতি মন্যতে। তদেতৎ অপক্ষীকৃত-
ভূতপঞ্চকং লিঙ্গম্ ॥১৬

১৭। তচ্চ সপ্তদশকং পূর্ব্বোক্তং ভূতকার্য্যতয়া ভৌতিকম্।
সর্ব্বমেতৎ একীকৃত্য হিরণ্যগৰ্ভধ্বনে উচ্যতে ইতি হিরণ্য-
গৰ্ভস্ত্যপি বিরাড়াশ্রবৎ ন আত্মম্। কিন্তু তদুপাধিকম্ ইত্য-
ভিপ্রেত্য আহ—এতদिति ॥১৭

১৬। তৎকার্য্যম্ ইতি। তচ্চ সপ্তদশাবয়বাত্মকম্ লিঙ্গম্
আহংকারিকম্ অহংকারবস্তুম্ ইত্যর্থঃ। অপ্রামাণিকমিতি।
যত ইদং ভূতকার্য্যম্ অতঃ অস্মিন্ অম্ ইতি আত্মাভিমানো
অপ্রামাণিকঃ ইত্যর্থঃ। ভূতভৌতিকয়োঃ কার্য্যকারণত্বেন অভেদম্

লিঙ্গশরীর ভৌতিক, আহংকারিক নহে।

১৬। লিঙ্গশরীর ভূতগণের কার্য্য—ইহা বলিয়া এবং উহা যে
ভৌতিক অর্থাৎ ভূতগণের বিকার—ইহা বলিয়া উহার আহংকারিকত্ব
অপ্রমাণ হইল; অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর যে অহংকারের কার্য্য বা অহংকার
হইত উৎপন্ন ইত্যাদি কথা অযুক্ত। এইরূপে এই অপক্ষীকৃত পঞ্চ ভূতই
যে লিঙ্গ শরীর তাহা বলা হইল ॥১৬

হিরণ্যগৰ্ভের স্বরূপ; তাহাও উপাধি।

১৭। পূর্ব্বোক্ত সেই সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর ভূতগণের
কার্য্য বলিয়া উক্তে ভৌতিক বলা হয়। সূক্ষ্মভূত ও তৎকার্য্য এই
সকলকে একত্র করিয়া হিরণ্যগৰ্ভ বলা হয়। বিরহ শরীরের ন্যায়
হিরণ্যগৰ্ভও প্রত্যক্ আত্মার পরমার্থত স্বরূপ নহে; উহা তাহার
উপাধিবিশেষ—এই অভিপ্রায়ে ‘এতৎ’ ইত্যাদি বলিতেছেন ॥১৭

করণেষু উপসংহতেষু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ
 ১৮। অথাধুনা চাস্ত ভোগায়তনঞ্চ যত্র, তন্ম অবস্থা-
 বিশেষঃ লক্ষয়তি—করণেষু ইতি । “প্রত্যয়ঃ স্বপ্নঃ” ইত্যুক্তে
 শ্রুতৌ অতিপ্রসক্তিঃ মা ভুং ইত্যুক্তং—সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ ইতি ।
 বাসনাময়বিষয়সহিতঃ স্বপ্নেহপি প্রত্যয়ো ভবতি ইত্যর্থঃ ।
 জাগরিতব্যাবৃত্ত্যর্থম্ উক্তং—করণেষু উপসংহতেষু ইতি ॥১৮

আশ্রিত্য হিরণ্যগর্ভশব্দেন ক্রতে ইত্যাহ—তদেতদ্ ইতি ১৬

১৭। ভৌতিকেষু হেতুঃ—ভূতকার্য্যতয়েতি । হিরণ্যগর্ভ এব
 প্রত্যগাশ্রয়তয়া প্রত্যেতব্য ইতি, ন ইত্যাহ—হিরণ্যগর্ভস্তাপি ইতি ।
 হিরণ্যগর্ভস্তাপি ন আশ্রয়ঃ, কিন্তু বিরোড্ধাশ্রয়ং তদুপাধিত্বম্ ইতি
 অর্থঃ । তস্ত আশ্রয়ঃ উপাধিঃ তদুপাধিঃ । তস্ত ভাবঃ তত্ত্বম্ ইতি
 যাবৎ ১৭

১৮। হিরণ্যগর্ভোপাধিকস্ত আশ্রনোহপি ভোগঃ কিং জাগরিতে, অথবা
 অবস্থান্তরে ইতি জিজ্ঞাসায়াম্ অবস্থান্তরং দর্শয়তি—অথ অধুনেতি ।

হিরণ্যগর্ভের ভোগায়তনর স্বপ্নাবস্থার ।

১৮। এখন ইহার যে অবস্থায় ভোগায়তনর সিদ্ধ হয়, সেই বিশেষ
 অবস্থার কথা ‘করণেষু’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিতেছেন । মূলে বলা
 হইয়াছে,—ইন্দ্রিয় সকল উপরত হইলে জাগরিত সংস্কারজন্য যে সবিষয়
 প্রত্যয় তাহাকে স্বপ্ন বলা হয় । পাছে শ্রুত্বপ্তিতে অভিযাপ্ত হয় এই
 জন্য ‘প্রত্যয়বিশেষ স্বপ্ন’ এইটুকু না বলিয়া ‘সবিষয় প্রত্যয়বিশেষ স্বপ্ন’
 এক্ষণ লক্ষণ করা হইল । অর্থাৎ স্বপ্নকালে যে প্রত্যয় বা জ্ঞান হয়
 তাহারও বাসনাময় বিষয় থাকে । আর অগ্রাৎ অবস্থা হইতে বিভিন্নতা
 দেখাইবার জন্য ‘করণেষু’ উপসংহতেষু’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকল বিরত
 হইলে—এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে ১৮

সবিষয়ঃ স্বপ্ন ইত্যুচ্যতে । ১৭

তদ্বৃত্তমভিমানী আত্মা তৈজসঃ । ১৮। এতদ্রয়ম্
উকারঃ । ১৯

শরীরব্ধকারণম্ আত্মাজ্ঞানং সাত্বাসম্ অব্যাকৃতম্
ইত্যুচ্যতে । ২০। এতৎ কারণশরীরম্ আত্মনঃ । ২১

১৯। নহু তর্হি করণাভাবাৎ কথম্ অয়ং প্রত্যয়ঃ সমুদ্ভবেৎ
ইত্যাশঙ্ক্য আহ—জাগরিতেতি । সংস্কারগ্রহণং ন কারণাস্তর-
পরিসংখ্যার্থং ; কারণাস্তরশ্চ অদৃষ্টাদেঃ ইষ্টবাদিতি ত্রিষ্টব্যম্ ॥ ১৯

২০। ইদানীং হিরণ্যগর্ভশরীরে স্বপ্নে চ অহংমমাভিমানবতঃ
সংজ্ঞাং সঞ্জিরতে—তদ্বৃত্তম্ভয়েতি । তৈজসঃ তেজসি বাসনায়াম্
অভিমানিতয়া নিবৃত্তো ভবতি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা উচ্যতে ।

করণেষু উপসংহৃতেষু সবিষয়ঃ প্রত্যয়ঃ স্বপ্ন ইতি স্বপ্নলক্ষণম্ । স্বপ্না-
বহ্নায়াং বিষয়াভাবাৎ সবিষয়ত্বাভাবম্ আশঙ্ক্যাহ—বাসনেতি । ১৮

১৯। করণাভাবে প্রত্যয়ানুদয়ম্ । আশঙ্কতে—তর্হি ইতি ।

স্বপ্ন—জাগরিত সংস্কারজ্ঞাত ।

১৯। ভাল, যদি করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলই নিবৃত্তব্যাপার হয়,
তাহা হইলে কিরূপে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ? এই আশঙ্কায় ‘জাগ-
রিতসংস্কারজঃ’ অর্থাৎ জাগ্রৎকালীন সংস্কারজ্ঞাত এই অংশটুকু বলা
হইল । এখানে যে সংস্কারপদ গৃহীত হইয়াছে, তাহা স্বপ্নের অন্য কোন
কারণ-নিরাস করিবার জ্ঞাত নহে ; যেহেতু অদৃষ্টাদি অজ্ঞাত কারণও
এখানে অভিপ্রেত । ১৯

তৈজস্ নামের ব্যুৎপত্তি ।

২০। যিনি হিরণ্যগর্ভের শরীরে ও স্বপ্নাবস্থায় অভিমানবিশিষ্ট
তাঁহার কি নাম, তাহা—‘তদ্বৃত্তম্’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এক্ষণে বলিতে-

ন চ সূক্ষ্মশরীরং স্বপ্নাবস্থা চ তয়োঃ অভিমানী ইতি এতৎ-
ত্রিতয়াকীকারেন দ্বৈতম্ আশঙ্কিতব্যম্ ইত্যাহ—এতৎত্রয়ম্
'উকারঃ' ইতি ॥২০

২১। নহু অকারাত্মকস্থূলশরীরস্ত উকারাত্মকসূক্ষ্মশরীরস্ত
চ পারমার্থিকত্বাভ্যুপগমে দ্বৈততা স্মাৎ ইতি । ন, ইত্যাহ—
শরীরদ্বয়েতি ॥২১

সংস্কারশৈব ক্রিয়াক্রিয়া ন করণাভাবঃ হতি পারহরতি—জাগরিতেতি ।
কশ্চিৎ আহ—স্বপ্নঃ স্মৃতিঃ ইতি । স প্রষ্টব্যঃ—স্মৃতেঃ কিং লক্ষণম্ ইতি ।
সংস্কারজন্যত্বম্ ইতি চেৎ ? প্রত্যভিজ্ঞানম্ অতিব্যাপ্তিঃ । তন্মাত্রজন্যত্বং
তু প্রকৃতে নাতি ইত্যত আহ—সংস্কারগ্রহণম্ ইতি । পরিসংখ্যা
পরিবৰ্জনম্ । অদৃষ্টাদেঃ ইতি । আদিশব্দাৎ দোষো গৃহ্যতে ৷২২

২০। ন চ অদৃষ্টস্ত সংস্কারোদোষকত্বেন অগ্ৰথাসিদ্ধিরিতি বাচ্যম্
সর্বোৎপত্তিময়িমিত্তকারণদ্ব্যাহতিপ্রসঙ্গাৎ ইতি । সংজ্ঞাঃ সন্ধিরত

ছেন—'যিনি তেজঃ অর্থাৎ বসনানারাজ্যে পরিতৃপ্ত থাকেন' এই ব্যুৎপত্তি
অনুসারে 'তৈজস' বলা হয় । আর সূক্ষ্মশরীর, স্বপ্নাবস্থা এবং এতৎ-
ত্রয়ের অভিমানী পুরুষ—এই ত্রিবিধ বিষয় স্বীকর করায় যে দ্বৈত-
প্রসক্তি হইবে—একপ আশঙ্কা করা উচিত নয় ; এই জন্য বলিতেছেন,—
'এতৎ ত্রয়ম্ উকারঃ,' অর্থাৎ এই তিনটিই সমষ্টিভাবে উকার নামে
কথিত হয় ॥২০

স্থূলসূক্ষ্মশরীরের অপারমার্থিকত্ব ।

২১। আচ্ছা, অকারাত্মক স্থূল শরীর এবং উকারাত্মক সূক্ষ্ম-
শরীরের পারমার্থিকত্ব স্বীকার করিলে ত দ্বৈততা উপস্থিত হইবে ?
তদ্বত্তরে বক্তব্য,—না, তাহা হইবে না ; এই জন্য 'শরীরদ্বয়' ইত্যাদি
বলিতেছেন ॥২১

২২। কথং পুনঃ আত্মাশ্রয়ম্ আত্মবিষয়ং চ অজ্ঞানং কার্যায় পর্যাপ্তম্ অচেতনত্বাদিতি । তত্রাহ—সাভাসমিতি । কুলালাত্তথিষ্ঠিতং হি মৃদাদি ঘটাদিকং কুর্ষ্বৎ উপগম্যাতে । তৎ চিদাভাসব্যাপ্তম্ অজ্ঞানং শারীরদ্বয়াকারেণ পরিণমতে বিবর্ততে ইত্যর্থঃ । “তৎ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ” (বৃহ ১।৪।৭) ইত্যাদিশ্রুতৌ অব্যাকৃতস্ত কারণবশতঃ । কথম্ আত্মাজ্ঞানস্ত তু তত্কৃতম্ ইত্যশঙ্ক্য তত্রৈব অব্যাকৃতশব্দ-প্রয়োগাৎ ন এবম্ ইত্যাহ—অব্যাকৃতমিতি ॥২২

ব্যবহারাসাধ্যায় ইতি শেষঃ । তৈজসত্বং নিকাক্তি—তৈজসীতি । নিবৃত্তঃ তৃপ্তঃ । দ্বৈতাপত্তিং পরিহরতি—ন চ ইতি । ২০

২১। তদেবম্ অকারোকারনিরূপণং সপ্তপঞ্চং ব্যাখ্যায় মকার-নিরূপণম্ অবতায়তি—নমু ইতি । স্থূলস্থল্লপ্রপঞ্চরূপকার্য্যস্ত তৎকারণ-মাত্রত্বাৎ ন দ্বৈতম্ ইতি পরিহরতি—ন ইত্যাহ ইতি । ২১

২২। অজ্ঞানস্ত প্রপঞ্চোৎপাদকত্বাসম্ভবম্ গ্রাহকতে—কথম্ ইতি । তত্র হেতুম্ আত্ম—অচেতনত্বাদিতি । পর্যাপ্তম্ অলং

অজ্ঞানের কার্য্য সম্ভাবনা ।

২২। আত্মাতে আশ্রিত এবং আত্মাবিষয়ক যে অজ্ঞান তাহা অচেতন, সুতরাং তাহা কিরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হয় ? এ বিষয়ে বলিতেছেন—‘সাভাসম্’ ইত্যাদি । দেখা যায়—মৃৎপিণ্ড কুন্তকারাদিধারা পরিচালিত হইলে ঘটাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে । সেষ্টরূপ অজ্ঞান চৈতন্যধিষ্ঠিত হওয়ায় দ্বিবিধ শরীররূপেই পরিণাম বা বিবর্তন হইতে পারে ; কারণ—“তদ ইদম্” অর্থাৎ সেট ইহা স্থতির পূর্বে অব্যাকৃত বা অনভিব্যক্তরূপে ছিল’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে অব্যাকৃতেরই কারণত্ব প্রতীয় হয় । ২২

তচ্চ ন সৎ, ন অসৎ । নাপি সদসৎ । ন ভিন্নম্ ।
নাভিন্নম্ । নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ ।

: ২৩। শরীরদ্বয়হেতোঃ অব্যাকৃতশ্চ অর্থক্রিয়াকারিত্বেন
সদ্ব্যভূপ্যগমাৎ, তৎকার্য্যস্তাপি তথাহ্যৎ, অদ্বৈতানুপপত্তিঃ
ইত্যশঙ্ক্যাহ—তচ্চেতি । তস্তাপি সত্ত্ব “সদেব” ইতি ব্রহ্মণ্য-
বধারণাযোগাৎ অভিধাস্তমানজ্ঞানাপনোত্ত্বানুপপত্তেশ্চ সত্ত্বা-
সিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ ॥২৩

সমর্থম্ ইতি যাবৎ । আত্মাশ্রয়ম্ আত্মবিষয়ম্ ইত্যশ্চ অয়ং ভাবঃ । ন
অনাত্মনঃ অজ্ঞানাত্মত্বাৎ, তশ্চ অজ্ঞানোৎপাদিতত্বেন তদাশ্রয়ত্বাযোগাৎ ।

অজ্ঞানের স্বরূপ পরিচয় ।

২৩। যে অব্যাকৃত অবস্থা দ্বিবিধ শরীরের হেতু, তাহার অর্থক্রিয়া-
কারিত্ব অর্থাৎ অসাধারণ প্রয়োজননির্কাহকত্ব থাকায় তাহার সত্তাও
স্বীকার করা হয়, এবং তাহার যে কার্য্য তাহাও ঐরূপ, অর্থাৎ তাহারও
অর্থক্রিয়াকারিত্ব থাকায় সত্তা আছে বলা হয়; সুতরাং অদ্বৈতবাদ
উপপন্ন হইতে পারে না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—“তচ্চ” ইত্যাদি ।
সেই অজ্ঞানও যদি সৎ হয়, তাহা হইলে ‘সদেব’ ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা
ব্রহ্মের যে সত্ত্ব অবধারিত হইয়াছে, তাহা ঠিক হয় না, এবং পরে যে বলা
হইবে তাহা অজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞাননিবর্ত্ত্য অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয়—
তাহাও উপপন্ন হয় না । এইজন্ত তাহার সত্তা সিদ্ধ হইতে পারে না ।
অর্থাৎ ‘সদেব’ ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা স্বীকার করা
হইয়াছে, এবং অজ্ঞানকে জ্ঞাননিবর্ত্ত্য বলা হইয়াছে; কিন্তু অজ্ঞান
বদি সৎ হয়, তাহা হইলে শ্রুতিসিদ্ধ কেবলমাত্র ব্রহ্মেরই সত্তা থাকে না;
আর সৎ বস্তুর বিনাশ অসম্ভব হওয়ায় অজ্ঞানের বিনাশও হয় না ।
সুতরাং বলিতে হইবে অজ্ঞান সৎ নহে ॥২৩

ন হি যুহুংপাদিতো ঘটো" যুদাশ্রয়ো ভবতি । কথং তর্হি স্বপ্রকাশ-
চৈতন্যম্ আবরণরূপাহবিজ্ঞা সমাশ্রয়েদिति চেৎ ? তত্র ক্লিং-রাস্তরম্
আশ্রয়ঃ ন সম্ভবতি ? উত প্রাতীতিকম্ অপি ? আত্মে অবিবাদ এবা
দ্বিতীয়ে "অহম্ অজ্ঞাঃ" ইতি অনুভববিরোধঃ । তথা চ আত্মাশ্রয়ম্
অজ্ঞানম্ ইতি যুক্তম্ । তথা অজ্ঞানবিষয়োহপি আত্মা এব । কথং
তর্হি ঘটাজ্ঞানং পটাজ্ঞানম্ ইতি অনুভব ইতি চেৎ ? তদবচ্ছিন্ন-
চৈতন্যাবরণাদেব ইতি ক্রমঃ । ঘটবিষয়ম্ অজ্ঞানম্ ইত্যত্র ঘটাবরণ-
রূপম্ অজ্ঞানম্ ইতি বক্তব্যম্ । তৎ চ ন সম্ভবতি, প্রমাণপ্রয়োজনয়োঃ
অভাবেন জড়াবরণস্ত দুনিরূপত্বাৎ । প্রসক্তপ্রকাশপ্রতিবন্ধায় আবরণম্
অপেক্ষতে । ন কদাচিৎ ব্রহ্মে প্রকাশঃ প্রসক্তঃ । বিস্তৃতম্ এতদ্
বিবরণাচাষোঃ ইতি নেহ বদামঃ । উক্তং চ—

আশ্রয়বিষয়ভাগিনী নির্বিভাগাচিতিরেব কেবল ।

পূর্বসিদ্ধতমসো হি পাশ্চাত্যো ভবতি নাপি গোচরঃ ॥

(সঙ্ক্ষেপশারীরকম্ ১৩১২) ইতি ।

অতঃ অচেতনত্বাৎ অজ্ঞানং কথং কাষ্যায় পধ্যাপ্তম্ ইতি । উত্তরম্
আহ—তত্রাহ ইতি । আ সমস্তাদ্ ভাসতে ইতি অভাসঃ চৈতন্যং তেন
সহ বর্ত্ততে ইতি তথা, চৈতন্যাদিষ্ঠিতম্ ইত্যর্থঃ । দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ ।
প্রপঞ্চদ্বয়ধারণম্ আত্মাজ্ঞানম্ ইত্যুক্তং তদযুক্তং, ঋতিবিরোধাৎ ইতি
আশঙ্ক্যং পরিহরতি—তত্ত্বেন ইতি । অব্যাকৃতং স্বযুগ্মঃ নিদ্রা মায়া
অবিজ্ঞা শক্তিঃ ইত্যাত্মনেকশব্দবাচ্যম্ আত্মাজ্ঞানম্ ইত্যর্থঃ । ২২

... ২৩ । ননু অজ্ঞানং সং, উত অসং, অথবা সদসদভিন্নম্, উত অভিন্নম্,
অথবা ভিন্নাভিন্নম্ ইতি নিরূপণাসহিষ্ণুতয়া অনির্বচনীয়ত্বং প্রকটয়িতুম্
আহ—শরীরেত্যাদিনা । তচ্চ ন সং ইত্যুক্তম্, তৎ আকিপতি—
শরীরবয়স্হেতোরিতি । তত্র সৎ হেতুমাৎ—অর্থক্রিয়াকারি-
ত্বেন ইতি । ততঃ কিম্ অনিষ্টম্ ইত্যত আহ—অহৈতানুগুণশক্তিঃ

২৪ । তর্হি সঙ্ঘনিষেধাৎ অসঙ্ঘমেব স্ম্যাৎ, নভোনলিনীবৎ ইতি চেৎ ? ন ইত্যাহ—নাসদিতি । “অজ্ঞোহহম্” ইত্যপরোক্ষ-প্রতীতিবিরোধাৎ অর্থক্রিয়াকারিত্বাচ্চ ন আত্যস্তিকম্ অসঙ্ঘম্ । ন চ পরস্পরবিরোধে সঙ্ঘাসঙ্ঘয়োঃ বিধান্তরাভু-পপত্তিঃ । সংসর্গাভাবান্শোহন্তাভাবয়োঃ ভেদপ্রতিপাদকো যোহন্তোন্তাভাবঃ স যথা এতদুভয়বিলক্ষণঃ তদ্বদ্ অত্রাপি সঙ্ঘাসঙ্ঘবিলক্ষণ ইত্যর্থঃ । অভাবান্শোহন্তাভাবয়োঃ অন্তোন্তা-ভাবস্ত তদ্ভাবানভূপগমবৎ ইতাপি সঙ্ঘস্ত অসঙ্ঘস্ত চ অনভূপ-গমসম্ভবাদিতি ভাবঃ । ২৪

ইতি । তত্র উত্তরভেদে ন মূলম্ অবতারয়ান্ন—তচ্চেতি ইতি । তৎ উপপাদয়ান্ন—তস্তাপীতি ।

অজ্ঞান সং নহে, অসং ও নহে ।

২৪ । তাহা হইলে তাহার যখন সঙ্ঘ নিষেধ করা হইল, তখন তাহা গগনকর্মানীর গ্রাম অসংখ্য হউক ? না; তাহা হইতে পারে না; এইজন্য বলিতেছেন ‘নাসং’ ইত্যাদি । যদি তাহা একেবারেই অসং হয়, তাহা হইলে “অহম্ অজ্ঞঃ” অর্থাৎ আমি অজ্ঞ এক প্রত্যয় হইতে পারে না, এবং তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব ও (কিঞ্চিংকাষ্যজনকত্ব) হইতে পারে না । এই জন্য উহা একেবারে অসং নহে, অর্থাৎ যাহা আকাশকুসুমের ন্যায় অসং, তাহার সঙ্ঘে কখনও কোন রূপ প্রতীতি হইতে পারে না, এবং সে কোনরূপ অসাধারণ কাষ্য বা প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিতে পারে না । পূর্বোক্ত অজ্ঞান কিম্ব উহার বিলক্ষণ, অর্থাৎ তাহার প্রতীতিও হয় এবং তাহার অর্থক্রিয়াকারিত্বও আছে, সুতরাং তাহাকে একেবারে অসং বলা যায় কিরূপে ? আর একথাও বলা যায় না যে, সঙ্ঘ ও অসঙ্ঘের পরস্পর বিরোধ হইলে এতদুভয়াতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার স্বীকার

নতু অগ্রে যুগ্মে পূৰ্ব্বং সদেব অসীদিতি সম্বাদমেব অবধারণতি
প্রতিঃ ন তু ব্রহ্ম আসীদিতি । তং কথং ব্রহ্মণি অবধারণযোগ ইতি চেৎ ?
ন । চান্দোগ্যে “সদেব সোম্য” ইতি উপক্রম্য, “তং সত্যং স আত্মা”
(ছাঃ ৬২-২০) ইতি উপসংহারাৎ ব্রহ্মণ্যেব আবধারণোপপত্তেঃ । হেতু-
স্তরম্ আহ—অভিধান্তমানেতি ।

অন্বয়র্থঃ । ন জ্ঞানং বস্তু স্বতো নিবর্তকম্, তেন সহ বিরোধাভাবাৎ ।
বিরোধস্ত প্রসিদ্ধ এব জ্ঞানাজ্ঞানয়োঃ, বুদ্ধতত্ত্বজ্ঞানেন ব্রহ্মজ্ঞানবিলয়-
দর্শনাৎ । যদি অজ্ঞানং পরমার্থতঃ সং স্রাৎ তর্হি জ্ঞানেন ন নিবর্তেত ।
নিবর্তেত চ তং । ক্রয়তে চ “ভূয়শ্চাস্তে বিশ্বমায়ানিবৃতিঃ” (সজ্জৈপ-
শারীরকম্ ৪।৩৬) ইতি । ২৩

২৪ । তস্মাৎ ন সং অজ্ঞানম্ ইতি সত্যাসত্ত্বয়োঃ পরস্পরস্পর্ধিনোঃ
একনিষেধে অগ্ৰাবিধা নান্তরীয়কত্বাদ্ অসদেব ইত্যশঙ্কতে—তর্হি ইতি ।
দৃশ্যতি—ন ইত্যাহ ইতি । কৃত ইত্যত আহ—অজ্ঞো অহম্
ইতি । ন হি অত্যন্তাসতঃ শশশ্চাদেঃ পরোক্ষাবভাসঃ সম্ভবতি ইত্যর্থঃ ।
নতু অসত্ত্বনিষেধে সত্ত্বং, সত্ত্বনিষেধে চ অসত্ত্বম্, অতঃ কথং তৃতীয়ঃ
প্রকারঃ ইত্যশঙ্ক্যাহ—ন চ ইতি । বিধান্তরমেব দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—
সংসর্গাভাবাংগোহগ্ৰাভাবয়োৱিতি । সংসর্গাভাবচ অগোহগ্ৰা-

করা যায় না ; কারণ, সংসর্গাভাব ও অন্যান্যাভাব পরস্পর ভিন্ন
বিরুদ্ধ ; কিন্তু আবার অন্যান্যাভাবই ইহাদের পরস্পরের ভেদ-
প্রদর্শন করে । এই অন্যান্যাভাব যেমন পূর্বোক্ত দ্বিবিধ অভাবের
বিলক্ষণ, সেইরূপ এখানেও যে অজ্ঞানের কথা বলা হইতেছে, তাহা
ভাব ও অভাব ইহাতে পৃথক্ । অভাব ও অন্যান্যাভাবের মধ্যে
অন্যান্যাভাব বেরূপ অভাবস্বরূপ নহে এবং ঠিক উক্ত অন্যান্যাভাব-
স্বরূপও স্বীকার করা যায় না, কিন্তু উভয়বিলক্ষণ, সেইরূপ এখানেও
অজ্ঞানের সত্ত্ব বা অসত্ত্ব কোনটিই স্বীকার করিতে পারা যায় না । ২৪

২৪। অস্ত তর্হি প্রত্যেকং সৎসানস্বপ্রতিষেধেপি সমুচ্চিৎ
অব্যাকৃতমিতি চেৎ ? মৈবম্ । বিবোধাতঃ, একত্র
অভাবাসম্ভবাদিত্যাহ—নাগীতি । ২৫

ভাষ্য সংসর্গাভাবাত্মোক্ত্যভাবো, তয়োঃ অন্তোহন্ত্যভাবঃ অন্তোহন্ত্য-
অকতা তদভাবঃ অন্তোহন্ত্যঅকতাভাবঃ । তদন্ত্যাবানভূতপগম-
বদিত্তি যোজন। ।

অন্বয়র্থঃ—অনভূতপগমসম্ভবাদ্ ততাত্তে পবিশেষাৎ প্রকাবাস্তবসম্ভব-
বুত্তি যোজনীয়ম্ । “অভাবাত্মোক্ত্যভাবয়োঃ” ইতি পাঠে সংসর্গা-
ভাবাত্মোক্ত্যভাবয়োঃ ভেদকো যোহন্ত্যোক্ত্যভাবঃ তস্মাৎ তদন্ত্যাবিলক্ষণত্বা-
দীক্যাবৎ ততার্থঃ । যতপি তর্কিব্যমতে অভাবাত্মোক্ত্যভাবয়োঃ সংসর্গা-
ভাবাত্মোক্ত্যভাবয়োঃ বা ভেদকঃ স্বরূপান্তিবিক্রো অন্ত্যোক্ত্যভাবো নাস্তি,
তথাপি স্বরূপাত্মকভেদানভূতপগমাৎ ভেদকঃ কাশ্চৎ আকাবঃ এষ্টব্যঃ,
ভাবাভাবয়োঃ অভাবয়োঃ বা অন্ত্যাপেক্ষানপেক্ষবিকল্পদ্বয়োঃ ভেদ-
স্বরূপয়োঃ ঐক্যপ্রসঙ্গাৎ, অতো দৃষ্টান্তোপপত্তিঃ ইতি । ২৪

২৫। পবিশেষাৎ সদস্যসমুচ্চয়ঃ এব অস্ত্র অব্যাকৃতম্ ইতি শব্দতে
—অস্ত্র তর্হি ইতি । ন চ সমুচ্চয়ঃ অন্তপপন্নঃ ইতি বাচ্যম্ । ত্রিদোষ
সমুচ্চয়স্ত সন্নিপাতত্বৎ ত্রিগুণসমুচ্চয়স্ত প্রকৃতিত্বৎ, সদস্যসমুচ্চয়স্ত

অজ্ঞান সদস্যস্বরূপও নহে ।

২৬। ভাল, অজ্ঞান এখন সংগ নহে, এব অসংগ নহে, তখন
একটা সময় বা সামঞ্জস্য কবিয়া উহা ‘সদস্য’স্বরূপ এইরূপ বলি বউক ?
না, তাহা বলা যায় না, কাবণ, উহা বা পরস্পরবিবোধী । পরস্পর-
বিরোধী দুইটি বস্তু বা যুগপৎ একত্র সময় কবা সম্ভব হইতে পারে না ।
এই জন্য বলিতেছেন—‘নাপি, ইত্যাদি । অর্থাৎ একই বস্তু যেমন যুগপৎ
যেত ও কক হইতে পারে না, কাবণ, তাহার পরস্পর বিরুদ্ধ, তদ্রূপ
এই একই অজ্ঞান যুগপৎ জ্ঞান ও অজ্ঞানস্বরূপ হইতে পারে না । ২৬

১৬। তর্হি সত্যঃ অসত্যঃ সদসন্ধ্যাং বা ভিন্নমিতি চেৎ ? ন
ইত্যাহ—ন ভিন্নমিতি । ন হি ভেদো ধর্ম্মেণ স্বরূপেণ বা
প্রতিপাদয়িতুং শক্যতে । ধর্ম্মে ভেদাভেদবিকল্পপ্রসঙ্গাৎ ।
স্বরূপে চ অগ্ৰ্যতবপবিশেষাপাতাৎ ইত্যর্থঃ । ২৬
অব্যাকৃতদ্ব্যোপপত্তেঃ তর্হি পবিত্রবর্তি—মৈবম্ ইতি । ন চ সন্নিপাতাধি-
বৎ সমুচ্চয়সম্ভবঃ, পরম্পরপ্রতিস্পর্ধিত্বাৎ সম্বাসম্বয়োঃ । ন হি একমেব
বস্তু যুগপৎ সচ্চ অসচ্চ ভবতীতি ভাবঃ ৷ ২৫

২৬। তর্হি চতুর্ধ্ব এব প্রকাবোক্তন্তু ইতি আশঙ্কতে—ভ্রমীতি ।
হি ভেদ ইতি । ভেদঃ ১ক° বস্তুধর্ম্মঃ স্বরূপ° বা । নামঃ, ইত্যাহ—
ধর্ম্মে তর্হি । বস্তুধর্ম্মবোঃ যো ভেদঃ স ১ক° বস্তুনঃ সকাশাৎ ভিন্নঃ, উক্তঃ

অজ্ঞান—সং, অসং ও সদসন্ধ্যাভিন্নং নহে ।

২৬। তাহা হইলে উহা সং, অসং বা সদসং হইতে ভিন্ন কোন বস্তু
—হইতে বলা যায় না, এত জন্য বালিতেছেন 'ন ভিন্নম্' ইত্যাদি । অর্থাৎ
ভেদকে কাহাবও ধর্ম্ম বালয়া অথবা স্বরূপ বালয়া প্রাপ্যপাদন করা যায় না ।
যদি উহাকে কাহাবও ধর্ম্ম বলা যায়, তাহা হইলে উহা ভেদাভেদবিকল্পপ্রসঙ্গ
হওয়ায় সঙ্গ হইবে না । আর যদি উহাকে কাহাবও স্বরূপ বলা হয়, তাহা
হইলে উহা পরম্পর ভিন্ন বস্তু হইবে যে কোন একটির স্বরূপ হইবে ৷ ২৬

ভেদটা কাহারও ধর্ম্ম বা স্বরূপও নহে ।

তাৎপর্য—। পূর্বপক্ষী ব মতে, অজ্ঞান যখন সং অসং বা
সদসং স্বরূপ নহে তখন উহাকে ভিন্নস্বরূপ বলা উচিত । ইহার উত্তরে
শিদ্ধান্তী বলিতেছেন—ভিন্ন বলিতে হইলে ভেদ অবশ্য স্বীকার
করিতে হইবে । এই ভেদ বস্তুটি কি ? ইহা কি কোন বস্তুর ধর্ম্ম নহি,
কোন বস্তুর স্বরূপ নহি উহা বস্তুর ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ভিন্নতা
নষ্ট হইবে । অতএব ভেদ বস্তুটি কোন বস্তুর ধর্ম্ম নহি, কোন বস্তুর
স্বরূপ নহি ।

২৭। ভেদনিষেধে প্রাপ্তম্ অভেদঃ নিরন্ততি—নাভিন্নম্
ইতি । সদসদ্ভ্যাম্ অশ্রুতমপরিশেষে পূর্বোক্তদোষানুসঙ্গাৎ ।
অব্যাকৃতমাত্রপরিশেষে চ বস্তুপ্রসিদ্ধেঃ তদসিদ্ধিঃ ইত্যর্থঃ । ২৭

অভিন্নঃ ? আত্মেহপি কিং স্বতঃ এব, উত ভেদাস্তরেণ ? ন আত্মঃ ।
স্বৈশ্চৈব ভেদভেদকত্বেন কর্মকর্তৃত্ববিরোধপ্রসঙ্গাৎ । ন দ্বিতীয়ঃ । সোহপি
ভেদো ভেদাস্তরেণ, ইতি অনবস্থাপাতাদিতি । অভিন্নত্বে ধর্মব্যব্যাহাতাৎ ।
নাপি দ্বিতীয়ঃ, ইত্যাহ—স্বরূপত্বে চ ইতি । ঘটপটয়োঃ ভেদশ্চ স্বরূপা-
নতিরিক্তত্বে ঘট এব বা স্রাং পটো বা নান্তো ভেদোহস্তি ইত্যর্থঃ । ২৬

উহাদের ভেদ সাধন করে, তাহা হইলে কর্মকর্তৃবিরোধ উপস্থিত হয় ।
আর যদি অন্য কোন ভেদ তাহাদের ভেদসাধন করে, তাহা হইলে
সে ভেদের সাধক অপর একটি ভেদ আবার স্বীকার করিতে হইবে ;
তাহা হইলে অনবস্থাদোষ অনিবার্য হইয়া পড়ে । সুতরাং ভেদ বলিয়া
কোন স্বতন্ত্র পদার্থ থাকিতে পারে না ; অতএব অজ্ঞান ভেদ-
স্বরূপ হইতে পারে না । ২৬

অজ্ঞান ভেদ বা অভেদ স্বরূপও নহে ।

২৭। যখন ভেদ নিষেধ করা হইল, তখন ‘অর্থাৎ’ অভেদই পাওয়া
যায় ? তাহাও ‘নাভিন্নম্’ ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা নিষেধ করিতেছেন । অভেদকে
যদি সং বা অসং যে কোন কোটিতে প্রবিষ্ট করা যায়, পূর্বোক্তদোষ-
প্রসঙ্গ অনিবার্য । অর্থাৎ যদি উহা সং হইতে অভিন্ন হয়, তাহা হইলে
জ্ঞানোদয়ে নষ্ট হইতে পারে না, আর যদি অসং হইতে অভিন্ন হয়, তাহা
হইলে তাহা অপরোক্ষরূপে প্রকাশমান হইতে পারে না ; সুতরাং উহা
অভিন্নও নহে । আর যদি উহাকে কেবল মাত্র অব্যাকৃত বলিয়া শেষ
করা যায়, তাহাও হয় না ; কারণ, তাদৃশ বস্তুর অপ্রসিদ্ধি থাকায় তাহা
সিদ্ধ হয় না । ২৭

ন নিরবয়বং, ন সাবয়বং নোভয়ম্,

২৮। ভেদাভেদয়োঃ একৈকশ্চ নিষেধেহপি প্রাপ্তং ভিন্না-
ভিন্নত্বং বিরোধাত্ প্রত্যাচষ্টে—নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ
ইতি। সতোহসতশ্চেতি প্রত্যেকং মিলিতশ্চ চ প্রতিযোগিত্বম্
উচ্যতে ইতি জ্ঞাতব্যম্ ॥২৮

২৯। সম্বাদিনা নির্বক্তুম্ অশক্যেহপি মূল কারণত্বাৎ
অব্যাকৃতং নিরবয়বত্বেন শক্যং নির্বক্তুম্ ইত্যশঙ্ক্যাহ—
ন নিরবয়বমিতি। ন হি তস্মৈ অনাঅনো নিরবয়বত্বং তত্তৎ-
নানাবিধপ্রপঞ্চাকারপরিণামিত্বাৎ ইত্যর্থঃ।

২৭। পূৰ্ব্বোক্তদোষানুযজাদিতি। সতোহভিন্নত্বে জ্ঞানা-
পনোক্তত্বাপত্তেঃ, অসতঃ অভিন্নত্বে অপরোক্ষপ্রতিভাসানুপপত্তেঃ,
সমুচ্চয়ভেদস্ত বিরোধিনোঃ সমুচ্চয়সম্ভবাদেব অসম্ভব ইত্যর্থঃ। তর্হি
অব্যাকৃতভেদ এব অস্ত। তত্রাহ—অব্যাকৃতোতি। পক্ষান্তর-
ব্যাখ্যা অতিরোচিতার্থা ॥২৭

জ্ঞান ভিন্নাভিন্ন স্বরূপও নহে।

২৮। ভেদ ও অভেদ একে একে উভয়েই নিষিদ্ধ হইলেও তাহা
ভিন্নাভিন্নস্বরূপ হইতে পারে—এরূপও বলিতে পারা যায় না; কারণ,
তাহা পরস্পর বিরুদ্ধ হয়; এইজন্য তাহারও প্রত্যাখ্যান করিতেছেন—
“নাপি ভিন্নাভিন্নং কুতশ্চিৎ” কোন বস্তু হইতে উহা ভিন্নাভিন্নও নহে।
ইহা জ্ঞানা উচিত যে, উহা সৎ, অসৎ অথবা প্রত্যেকে মিলিত অর্থাৎ
সদস্য—সকলেরই প্রতিযোগী ॥২৮

জ্ঞান সাবয়ব ও নিরবয়ব ও উভয়রূপও নহে।

২৯। যদিও উহা সৎ আদি শব্দ দ্বারা বলিয়া প্রকাশ করিতে
পারা যায় না, তথাপি উহা মূল কারণ হওয়ায় অব্যাকৃত, এবং নিরবয়ব

তর্হি পরিণামিহাশ্রয়ে মূলাদিবৎ এষ্টব্যঃ সাবয়ববস্তু ইত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ন সাবয়বমিতি । সাবয়বশ্চে কার্য্যজব্যঞ্চে ন মূল-
কারণবাহুপপত্তেঃ, তত্ত্বংকার্য্যাকাবপরিণামস্ত চ মিথ্যাঞ্চে ন
বিবর্ত্তব্যং ইত্যর্থঃ । অর্থপ্রাপ্তম্ উভবকপদং বিবোধেন
প্রত্যাদিশতি—নোভয়মিতি ॥২৯

২৮। কৃতশ্চিং পদস্ত বৈষণ্যম আশঙ্ক্য আহ—কৃতশ্চিদিতি ।
সদাভূততমাদপি ন ভিন্নং নাভিন্নং আপাভিন্নাভিন্নম্ ইত্যর্থঃ ॥২৮

২৯। নন্ত সদাদিভঃ প্রকাবৈঃ নিকরুতুম্ অশব্যঃত্বেপ অব্যাকৃতস্ত
ন আনর্কচনীয়াতা সিন্যেং, প্রকাবাস্তবেণ শকানর্কচনত্বাং হত্যাশঙ্কতে—
সদ্বাদিনেতি । নিবয়বশ্চে হেতুঃ—মূলকারণবাদ্বাদিতি, সাবয়বস্ত
অবয়বপবতন্ত্রঞ্চে ন অনিত্যত্বাং ন মূলকাবণতম । “মায়াং তু প্রকৃতিম্”
(শ্বেতাঃ ৪।১০) ইতি শ্রুতেঃ ন মূলকাবণত্বং ধীমতে ইত্যর্থঃ । দৃষয়তি
—ন নিবয়বমিতি । তত্র উক্তম্ আহ—ন ইতি । নিবয়ব-
হণ্ডায় নিকপণ কবিবাব যোগ্য এই আশঙ্ক্য বলিতেছেন—“ন নিবয়-
বম্” ইত্যাদি । ‘সেই অনাত্মা নিবয়ব নহে, কাবণ, তাহা সেই সেই
ভাবে ত্তানান্নিধ প্রপঞ্চরূপে পবিণামপ্রাপ্ত য় । বাদ উহা পাবণামুই
হয়, তুহা হইলে উহা মূৎ আদির ন্যায সাববব হহতে পারে—এই
আশঙ্ক্য বলিতেছেন—“ন সাবয়বম্” ইত্যাদি । যদি উহা সাবয়ব হয়,
তাহা হইলে উহা কাহারও কার্য্য বা বিকার—ইহা অবশ্য বলিতে হইবে ;
কিন্তু উহা যদি কাম্যত্ববাহু, তাহা হইলে মূল কারণ হইতে পারিবে না ।

কিন্তু কেবলত্রজ্ঞানৈককল্পজ্ঞানাপনোত্তম্ ॥২২

৩০। নন্ত কেনাপি প্রকারেণ নির্ব্বচনাসম্ভবেহপি কিং
তৎ অনির্ব্বচনীয়ত্বম্ ? ন হি লক্ষণমন্তবেণ লক্ষ্যাধিগতিরস্তু,
তত্রাহ—কিস্তুতি । অস্ত অজ্ঞানস্ত সর্ব্বথা উক্তলক্ষণশূন্যত্বাৎ
অত এব নির্ব্বক্তুম্ অশক্যত্বাৎ যৎকিঞ্চিচ্ছবদ্যচ্যেহন তৎ-
সিদ্ধেঃ আত্মনি দ্বৈতোৎপত্তিঃ সদ্ধা তন্নিবাবণার্থং
তদ্ধানোপায়মাহ—কেবলেতি ॥৩০।

স্বাভাবে হেতুনাহ—তৎতৎনানেতি । সাবয়বাকাবেণ প্রতীয়মান-
কায়ান্ত ন কাবণং নাবয়বং ভাবতুম্ অর্হতি হত্যাথঃ ।

অস্ত তন্নি কায়ান্তসাবেণ সাবয়বমেব অব্যাকৃতম্ হাত শব্দতে—
তর্হীতি । পাবচবাত—ন সাবয়বমিতি । কায়ান্তব্যত্বেন ইতি
হেতো ত্তীবা । নন্ত কায়ান্ত সাবয়বত্বে কথা কাবণং নিববয়বম্ ।
পবমানুৎ ইতি .৫২ / ন । অব্যাকৃতস্ত ভবান্তঃ নাবয়বজ্ঞানভূপ-
গমাদ তৎ ৫২ / তত্রাহ—তত্ত্বদিত । কায়ান্তাপ সাবয়বত্বেন স্বকপে
ননীতে ভবেৎ ইদম্ আশঙ্কা, তদেব ন ননীযতে প্রতীতিস্ত স্বপ্নবৎ
উপপত্তিতে, স্বপ্নস্ত আবোধ্যকশত্বাৎ । আবোধ্যস্ত বাস্তবং সাবয়বত্বং
কচিং ঐব্যাগতি ৫২ / ন । পূর্ব্বপূর্ব্বভ্রমকালতদাবয়বত্বস্ত উক্তবে-
ত্তবোপপত্তেঃ ন বাস্তবদাবয়বভূতাপগম ইতি ভাবঃ । পক্ষান্তরং নিগদ-
ব্যখ্যাতম্ ॥২২

অনির্ব্বচনীয়ে লক্ষণ ।

৩০। ভাল, যদি উহা কোনও প্রকারে নির্দেশ করিবার যোগ্য,
নহে, তাহা হইলে এই অনির্ব্বচনীয়ত্বই কি, লক্ষণ ব্যতীত কোনও

৩১। নিরালম্বনজ্ঞানায়োগাদ্ যৎকিঞ্চিদালম্বনজ্ঞানশ্চ
চ সনিদানসংসারনিরাসসাধনম্বাহসম্ভবাৎ তদুচিতং বিষয়ঃ
দর্শয়তি—ব্রহ্মাষ্টকম্ভেতি ।

অর্থ যথোক্তং জ্ঞানম্ অগ্নিহোত্রাদিসহিতং ফলসাধনং,
সাধনভূয়স্তে ফলভূয়স্তসম্ভবাৎ ? মৈবম্ । মিথো বিরুদ্ধয়োঃ
সমুচ্চয়াযোগাৎ, ফলশ্চ চ কৈবল্যাশ্চ নিরতিশয়ত্বাদ্ ইত্যাশয়-
বানাহ—কেবলেতি ॥৩১ ॥

৩০। নহু লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধিঃ । তৎ কথং কেনাপি
প্রকারেণ নির্বচনানর্হঃ বস্তু সিদ্ধোঃ ইতি শক্যতে—নশ্চিতি । উক্ত-
নিবারণার্থ বলিতেছেন—“কিছু” ইত্যাদি । যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলা
হইল, তাহা কোনও রকমেই এই অজ্ঞানে থাকিতে পারে না, এই জন্য
উহার স্বরূপও বালিয়া উঠিতে পারা যায় না, সুতরাং যৎকিঞ্চিৎ শব্দ-
দ্বারা উহার স্বরূপ বলা হয় । যদি বল এইরূপ হইলে দ্বৈতপ্রসঙ্গ হয় ।
তাহার নিবারণের জন্য উহার বিনাশের উপায় বলিতেছেন—“কেবল”
ইত্যাদি, অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মাষ্টকাজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয় । ৩০

জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় অসম্ভব ।

৩১। নিরালম্বন জ্ঞান উপপন্ন হইতে পারে না ; এবং যে জ্ঞান
যৎকিঞ্চিৎ বস্তু অবলম্বন করিয়া উপপন্ন হয়, তাহা সনিদান সংসারের
উচ্ছেদসাধন হইতে পারে না ; এইজন্য তাহার উপযুক্ত বিষয় দেখাইতে-
ছেন—“ব্রহ্মাষ্টকম্ভেতি” ইত্যাদি ।

ভাল, পূর্বোক্ত জ্ঞান অগ্নিহোত্রাদি কর্মের সহিত পূর্বোক্ত ফলের
সাধন হউক ? যেহেতু সাধনের আধিক্য হইলে ফলেরও আধিক্য হইয়া
পাকে । তবে বলিব—না, এরূপ হইতে পারে না ; কারণ, জ্ঞান ও কর্ম
ইহার উভয়ে পরস্পর বিরোধী । সুতরাং ইহাদের সমুচ্চয় হইতে পারে

প্রকারেণ নির্বচনাসম্ভবেহপি প্রকারান্তরেণ অস্তি নির্বচনম্ ইত্যাহ—
তত্রাহেতি । জ্ঞানাপনোক্তম্ অব্যাকৃতমিতি লক্ষণম্ । তত্ত্ব পূর্বোক্ত-
রীত্যা নির্বচনানর্হম্ ইতি অনির্বচনীয়মেব । ন চ অতিব্যাপ্তিঃ ।
অনির্বচনীয়স্ত আস্বনঃ অপোদ্যত্বাৎ । নাপি অব্যাপ্তিঃ, ভূত্বাদীনাং
বিদ্যাকার্য্যত্বেন অবিদ্যাত্মকত্বাৎ ইতি । নাপি অসম্ভবঃ, জ্ঞানাজ্ঞানয়োঃ
বিরোধেন অজ্ঞানস্য জ্ঞাননিবর্ত্যত্বোপপত্তেঃ ইতি । তত্র জ্ঞানশব্দেন
অন্তঃকরণবৃত্তিঃ উচ্যতে । ৩০

৩১ । তচ্চ ন নির্বচয়ম্ ইত্যাহ—নিরালম্বনেতি । অস্ত তর্হি
ষট্টাদ্যালম্বনমেব জ্ঞানং, নেত্যাহ—যৎকিঞ্চিদিতি । “ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি
পরম্” (তৈঃ ২।১।১) “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” (মুণ্ডঃ ৩।২।৬)
“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ” (মুণ্ডঃ ২।২।৮) ইত্যাদিশ্রুতিভাঃ সংসারনিরসন-
সাধনত্বং ব্রহ্মজ্ঞানস্ত অবগম্যতে ইত্যশয়েন আহ—তদ্ব্যুচিতমিতি ।

জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদী আশঙ্কতে—অথেতি । জ্ঞানমাত্রাদেব মোক্ষো-
পপত্তৌ কিমিতি কর্মাদি অপেক্ষাতে ইতি তত্রাহ—সাধনভূয়স্বে ইতি ।
মোক্ষো নাম স্বথবিশেষঃ, স চ জ্ঞানমাত্রাৎ জ্ঞাতাদপি কর্মসহিতজ্ঞানাৎ
জাতঃ অধিকো ভবতি । যথা অগ্নিষ্টোমমাত্রজ্ঞাত্বাৎ স্বর্গাৎ বাজপেয়সহিতাৎ
জন্তঃ অধিকঃ তদ্বদিতি । ভবেদেবঃ যদি জ্ঞানকর্মণোঃ সমুচ্চয়ো ভবেৎ ।
তদেব ন সম্ভবতীতি পরিহরতি—মৈবমিতি । জ্ঞানকর্মণোঃ বিরুদ্ধা-
ধিকারিনিষ্পাদ্যতয়া সমুচ্চয়াসম্ভবাৎ ইত্যর্থঃ । কিং চ মোক্ষলক্ষণস্ত ফলস্ত
জন্তস্বে ভবেৎ সাত্তিশয়ত্বম্, ন তু তদাস্তি ইত্যাহ—কলস্তেতি । কৈবল্যস্ত
কৈবল্যাত্মস্বরূপস্ত নিত্যাত্মস্বরূপস্ত ইত্যর্থঃ । ৩১

না । আর সাধনের আধিক্যে যে ফলেরও আধিক্য হয়—বলা হইল,
তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, কৈবল্যরূপ ফল নিরতিশয়, অর্থাৎ
কৈবল্য অপেক্ষা কোন ফল অধিক নহে ; সুতরাং তাহার সম্বন্ধে আধিক্য
বা ন্যূনতা বলা চলে না, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—‘কৈবল্য’ ইত্যাদি । ৩১

সর্বপ্রকারজানোপসংহারে বুঝে: কারণাত্মনামবস্থানং
স্বরূপি: ১২৩

তদুভয়াভিমানী আত্মা প্রাজ্ঞ: ১২৪। এতৎত্রয়ং মকার: ১২৫

৩১। অব্যাকৃতস্ত অনির্বচ্যস্ত আধিদৈবিকীম অবস্থা।
উক্তা সম্প্রতি আধ্যাত্মিকীম অবস্থা: তদেকহবিবক্ষ্যাদর্শয়তি
—সর্বপ্রকারেতি। ইন্দ্রিয়সংস্পৃষ্টস্থলার্থাকারতয়া স্থলত্বং
বাসনারূপসূক্ষ্মার্থাকারতয়া সূক্ষ্মত্বং চ জ্ঞানানাং সর্বপ্রকার-
ত্বম্। তেষাম্ অবেশবিশেষবিজ্ঞানানাং উপরমো মুক্তাবপি
সম্ভবতি ইতি এতদুক্তম্—বুঝেরিতি। অন্তঃকবণস্ত কারণা-
কাররূপেণ অবস্থানম্ অবস্থাস্তবেহপি জাগ্রতিতাদৌ অস্তি
ইতি আত্মা বিশেষণম্। কিমিদ কারণাত্মনা বুঝে: অব-
স্থানম্। কিং কারণস্য বুঝে: অবস্থানম্, কিং কারণস্তেব
তদ্বাসনাবাসিতস্তেব পুনর্ববুদ্ধ্যুৎপাদনযোগ্যস্ত ? প্রথমে
জাগ্রতিতাদে: অনিশেষ: সুষুপ্তে: স্যাৎ। দ্বিতীয়ে বুদ্ধিগ্রহণম্

৩২। অব্যাকৃতস্ত আধিদৈবিক্যবস্থা স্বরূপলক্ষণা, আধ্যাত্মিক্যবস্থা
স্বরূপলক্ষণা, অব্যাকৃতস্য অবস্থা স্ফাপ্তাবতি একত্বো অব্যাকৃতঃ স্বরূপি:

অনির্বচনীয় বস্তুর আধ্যাত্মিক অবস্থা।

৩২। অনীর্বচনীয় অব্যাকৃত বস্তুর আধিদৈবিক অবস্থা বলিয়া
এইরূপ তাহার সতি তদৈকবিবক্ষ্য তাৎপব আধ্যাত্মিক অবস্থা
কেনইতেছেন—‘সর্বপ্রকার’ ইত্যাদি। স্থল বস্তুর সহিত ইজিগে
স্বরূপ হইলে জ্ঞানকারে জ্ঞানের দ্বারা বুঝে এবং বাসনারূপ সূক্ষ্ম বিষয়ের

অনর্থকমিতি চেৎ ? মৈবম্ । বুদ্ধেঃ যৎ কারণং তসৌব
তদ্বাসনাবাসিতস্য পুনর্কুক্ষ্যুৎপাদনযোগ্যাসা স্থিতেঃ ইষ্টেচ্চাৎ
ইতি অষ্টব্যম্ ॥৩২॥

ইত্যুক্তং তৎ অযুক্তম্ ইত্যাহ্বা আহ—তদেকচেতি । কার্যাকারণয়োঃ
অত্যন্তভেদাভাবাদিত্যর্থঃ । সর্বপ্রকারজ্ঞানোপসংহার ইত্যুক্তম্ । কিং
তৎ সর্বপ্রকারত্বম্ ইত্যাহ্বা আহ—ইচ্ছিয়েতি । এতাবত। সবিষয়প্রত্যয়-
নিরাসেন জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ অতিব্যাপিঃ নিরস্তা ভবতি । এবমপি মৃত্যু-
বস্থাদৌ ব্যাভিচারম্ আশঙ্ক্য পরিহরতি—**তেষামিত্যা**দিনা । অস্ত তর্হি
বুদ্ধেঃ কারণাত্মনা অবস্থানং স্মৃপ্তিঃ ইতি এতাবদেব লক্ষণম্, তত্রাহ—
অস্তকরণশ্চোতি । কিমিদম্ ইত্যাদিপূর্বপক্ষগ্রন্থঃ স্পষ্টার্থঃ । কারণাত্মনা
অবস্থানম্ ইত্যুক্তে অবিশেষণ সর্বকার্য্যাণাং কারণাত্মনা অবস্থানং প্রলয়ে
অস্তি ততো বুদ্ধের্নিতি বিশেষণম্ । তথাহপি সর্বান্তঃপাতিস্তা বুদ্ধেঃ
প্রলয়েহপি কারণাত্মনা অবস্থানম্ অস্তীতি চেৎ ? সত্যম্ । তত্র সর্বকার্য্য-
এই জন্য ‘বুদ্ধে’ এই অংশ বলা হইয়াছে । জাগরিতাদি অবস্থান্তরেও
অস্তঃকরণের কারণাকাররূপে অবস্থান সম্ভব হয়, এই জন্য প্রথম
বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে ।

বুদ্ধির কারণরূপে অবস্থান কি ?

যদি বল—বুদ্ধির এই কারণরূপে অবস্থানটি কি ? উহা কি কারণের
ও বুদ্ধির অবস্থান ? অথবা পুনরায় বুদ্ধির উৎপাদনযোগ্য তদ্বাসনাবাসিত
কারণের অবস্থান ? যদি প্রথম পক্ষ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে
জাগরিত হইতে স্মৃপ্তির কোন ভেদ থাকে না ; আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ
স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ‘বুদ্ধি’ শব্দটির অনর্থক গ্রহণ করা হয় ?
তাহা হইলে বলিব—না, একপন নহে । বুদ্ধির যে কারণ পুনরায় বুদ্ধি
উৎপাদনে যোগ্য, বাসনামুক্ত সেই তাহার অবস্থানই আমাদের
অভিপ্রেত ॥৩২॥

অকার উকারে, উকারো মকারে, মকার ওঁকারে,

৩৩। সম্প্রতি অব্যাকৃতাভিমানিনা অন্তর্যামিণা সহ
একত্বং সুষুপ্ত্যভিমানিনঃ সিদ্ধবৎকৃত্য তদ্বিষয়সংজ্ঞাবিশেষং
ব্যবহারলঘুতায়ৈ নিবেদয়তি—তদুভয়েতি ।

প্রাজ্ঞ ইতি । প্রজ্ঞা চৈতন্যম্ । তৎপ্রধানঃ পুরুষঃ
প্রাজ্ঞশব্দার্থঃ । তদুপাধিভূত কারণস্য তৎপ্রকাশ্যত্বেন উপ-
সর্জনত্বাৎ । অব্যাকৃতং সুষুপ্তিঃ উভয়োঃ অভিমানী চেতি
ত্রিতয়ং মকারান্তত্বত্বাৎ মিথো ন পৃথগ্ ইতি অদ্বৈতম্
অনুশ্রবন্ আহ—এতৎত্রয়ং মকার ইতি ॥৩৩

বাসনাবাসিতস্ত কারণস্ত অবস্থানেন্ধাপ ন কেবলং বুদ্ধিবিশেষবাসনা-
বাসিতস্য কারণস্ত অবস্থানমস্তি, যেন ঝটিতি বুদ্ধিমেব উৎপাদয়েদिति
মত্বানঃ পরিহরতি—মৈবমিতি । পুনর্ব্বদ্যুৎপাদনযোগ্যস্তেতি ।
পুনঃ ঝটিতি বুদ্ধ্যুৎপাদনযোগ্যস্ত ইত্যর্থঃ ৷৩২

৩৩। অব্যাকৃতাভিমানী ঈশ্বরঃ । “এষ সর্ব্বেশ্বর এষোহন্তর্যামী”
(যুগুঃ ৬) ইতি শ্রুতেঃ । একত্বং তু স্বরূপতো ন উপাধিতঃ ।

প্রাজ্ঞশব্দের অর্থ ।

৩৩। এখন অব্যাকৃতাভিমানী অন্তর্যামীর সহিত সুষুপ্ত্যভিমানীর
একত্ব ধরিয়া লইয়া ব্যবহারলাঘবের জন্য তদ্বিষয়ে বিশেষ সংজ্ঞা
বলিতেছেন—‘তদুভয়’ ইত্যাদি । ‘প্রাজ্ঞ’ শব্দের অর্থ—প্রজ্ঞা অর্থে
চৈতন্য বুঝায়, যে পুরুষ সেই প্রজ্ঞাপ্রধান তিনি প্রাজ্ঞ ; ইহাই প্রাজ্ঞ
শব্দের অর্থ । তাহার উপাধিভূত কারণ তাহারই প্রকাশ ; সুতরাং তাহার
উপসর্জনীভূত বা গোণ । অব্যাকৃত, সুষুপ্তি ও এতদুভয়াভিমানী এই
তিনটি ‘ম’কারের অন্তর্ভূত এই জন্ত ইহারা পরস্পর ভিন্ন নহে—এই
অদ্বৈতমত স্বরণ করিয়া বলিতেছেন—“এতৎত্রয়ং মকারঃ” ইত্যাদি ৷৩৩

৩৪। স্থূলপ্রপঞ্চাশ্চনো বিরাজো জাগরিতস্য তদুভয়া-
ভিমানিনো বিশ্বস্য অকারস্বম্, সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাশ্চনো হিরণ্যগর্ভস্য।
স্বপ্নস্য তদুভয়াভিমানিনঃ তৈজসস্য উকারস্বম্, প্রপঞ্চস্ব-
কারণভূতাব্যাকৃতস্য সুষ্পৃশ্ণেঃ তদুভয়াভিমানিনশ্চ প্রাজ্ঞস্য
মকারস্বম্ ইতি উক্তম্ উপনিষৎপ্রামাণ্যং প্রতিপত্তব্যম্।
তথাপি ত্রয়াণাম্ অকারাদীনাং মিথো বিভক্তানাং অবস্থানাং
কুতোহদ্বৈতং সিদ্ধ্যতি ইত্যাহ্বা অপবাদপ্রক্রিয়াং প্রকটয়তি
—অকার ইতি ॥৩৪

৩৫। তদ্বিশেষে সুষ্পৃশ্ণাভিমানিনি প্রাজ্ঞঃ নিরাক্তি—প্রজ্ঞেতি।
কথং প্রাজ্ঞঃ চৈতন্যপ্রধানঃ তস্য উপাধিকত্বেন উপাধিপ্রধানত্বাৎ ইত্যত
আহ—তদুপাধীতি। উপাধেঃ উপসর্জনস্ব হেতুঃ—তৎপ্রেক্ষ্যত্বেন
ইতি। অব্যাকৃতম্ ইতি গ্রন্থঃ স্পষ্টার্থঃ। ৩৩

৩৬। বিরাজাদীনাং অকারাত্মানা উপসংহারো ন যুক্তঃ, প্রমাণা-
ভাবাদ্ ইত্যত আহ—উপনিষৎপ্রামাণ্যাদিতি। “স্থূলভৃগু বৈশ্বানরঃ

অকার উকার ও মকারস্বরূপে ক্রতির প্রমাণ।

৩৭। স্থূল প্রপঞ্চস্বরূপ বিরাজ ও জাগরিত এবং এতদুভয়াভিমানী
যে বিশ্ব, তিনি ‘অ’কারস্বরূপ। সূক্ষ্মপ্রপঞ্চাশ্চ হিরণ্যগর্ভ ও স্বপ্ন এবং
এই উভয় অভিমানী তৈজস ‘উ’কার স্বরূপ। স্থূল, সূক্ষ্ম—এই দ্বিবিধ
প্রপঞ্চের কারণস্বরূপ অব্যাকৃত ও সুষ্পৃশ্ণ এবং এতদুভয়াভিমানী প্রাজ্ঞ
‘ম’কার স্বরূপ—ইহা উপনিষদের প্রামাণ্য হইতে জানিতে হইবে।

অকারাদির বিষয় পৃথক্ হইলে অদ্বৈতসিদ্ধিতে শঙ্কা ও সমাধান।

তাহা হইলেও অকারাদি তিনটি পরস্পর বিভক্তভাবে অবস্থান করে,
সুতরাং কিরূপে অদ্বৈত সিদ্ধি হয়? এই আশঙ্কায় অপবাদ প্রক্রিয়া
দেখাইতেছেন—‘অকার’ ইত্যাদি ৩৪

ওঁ কারোহম্যেব ১২৬

৩৫। অস্যার্থঃ—স্থূলভূতকাষ্যঃ সমষ্টিব্যাপ্ত্যঙ্কম্ আধিদৈব-
তাদিভেদভিন্নং দৃশ্যং সর্বং স্থূলভূতান্নান প্রলীয়তে। তানি চ
স্থূলানি ভূতানি পক্ষীকৃতানি অবস্থাভিমানিসহিতানি অকারাঙ্ক-
কানি অপক্ষীকৃতভূতেষু বিলীয়ন্তে। তৎকাষ্যং চ সপ্তদশকং
লিঙ্গম্ আরম্ভাধিকরণত্বায়েন তন্মাত্রতাং প্রতিপদ্যতে। তানি
চ অপক্ষীকৃতানি স্থূলভূতানি অবস্থাভিমানিসহিতানি উকার-
অঙ্কানি সম্ভূতিবৈপরীত্যেন প্রলয়ং প্রতিপদ্যন্তে ॥৩৫

প্রথমঃ পাদঃ। প্রবিবিক্তভূক্ত তৈজসো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ। আনন্দভূক্ত চেতো-
মূখঃ প্রাজ্ঞঃ তৃতীয়ঃ পাদঃ” (মাণ্ডু ১।৫) ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষৎপ্রামাণ্যং
ইত্যর্থঃ। তদেবম্ অধ্যারোপঃ সপ্রপঞ্চঃ নিরূপ্য অদ্বৈতপ্রতিপত্তিসিদ্ধয়ে
অপবাদং প্রকটয়িতুং পূর্বপক্ষম্ উপাশ্রয়তি—তথাহপি ইতি ৩৪

৩৫। অপবাদপ্রকারম্ উৎপত্তিবৈপরীত্যেন স্পষ্টীকরোতি—অস্ত্যর্থ
ইতি। অক্ষরার্থস্ত্ব অতিরোহিতার্থঃ। আরম্ভাধিকরণত্বায়েন
ইতি। শারীরকে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চিহ্নিতং, ভোক্তভোগ্যভেদপ্রপঞ্চস্য

অপবাদ প্রক্রিয়া।

৩৫। ইহার অর্থ—আধিদৈবিকাদি ভেদে বিভিন্ন সমষ্টিব্যাপ্তিরূপ
স্থূলভূতের সমস্ত কাষ্য স্থূলভূতের স্বরূপেই লীন হয়, এবং অকারাঙ্ক
পক্ষীকৃত সেই স্থূলভূত সকল জাগ্রতাদি অবস্থা ও উদ্ভিমানিনী
দেবতার সহিত অপক্ষীকৃত ভূতগণে লীন হয়। আরম্ভাধিকরণের
নিয়ম অনুসারে তৎকাষ্য অর্থাৎ অপক্ষীকৃত ভূতগণের কাষ্য সপ্তদশ
অক্ষরবিলিষ্ট লিঙ্গ তৎস্বরূপেই হইয়া থাকে, এবং উকারস্বরূপ সেই
অপক্ষীকৃত ভূত সকল, অবস্থা ও অভিমানিনী দেবতার সহিত সৃষ্টির
বিপরীতকর্মপ্রলয় প্রাপ্ত হয় ৩৫

৩৬। তত্র পৃথিবী গন্ধতন্মাত্রাঙ্গিকা রসতন্মাত্রাঙ্গিকান্স
অঙ্গু-ভাশ্চ আপো রূপতন্মাত্রৈ তেজসি, তন্ত্বেজঃ স্পর্শতন্মাত্রৈ
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণদিক্কাং ন মিথ্যাহম্ ইতি প্রাপ্তে রাদ্ধান্তঃ। “তদ-
নন্তুত্বমারম্ভগণশব্দাভিঃ” (ব্রহ্মসূত্রঃ ২।১।১৪)। ছান্দোগ্যে এক-
বিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং প্রতিজ্ঞায় শ্রুয়তে “যথা সোমৈম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন
সর্বং মৃগয়ং বিজাতং স্যাৎ বাচারম্ভগং বিকারো নামধেয়ং যুক্তিকেত্যেব
সত্যম্” (ছাঃ ৬।১।৪) ইতি। অস্যার্থঃ—একস্মিন্ কারণে মৃদাদৌ
জ্ঞাতে সতি ঘটশরাদি সর্বং মৃগয়ং জ্ঞাতং ভবতি, যদি কার্যস্য
‘কারণানন্তঃ’ স্যাৎ। অত্থা কার্য্যানাম্ আনন্ত্যেন অশক্যজ্ঞানত্বাদ্
একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা অনর্থিকা স্যাৎদিত।

নহু তথাহপি ন অদ্বৈতসিদ্ধিঃ, “ত্রীণি রূপাণি ইত্যেব সত্যম্” (ছাঃ
৬।৮।৭) ইতি পুনঃ পুনঃ অবধারণাদ্ ইতি চেৎ ? ন। ভৌতিকানাং
ভূতমাত্রতাবধারণপরত্বাৎ। অত্থা উপক্রমোপসংহারবিরোধপ্রসঙ্গাৎ।
“সদেব” ইতি উপক্রম্য “তং সত্যম্, স আত্মা” ইতি উপসংহারঃ শ্রুয়তে।
অতঃ কারণমাত্রং সত্যম্। কার্যভেদস্ত বাচারম্ভগমাত্রো মিথ্যেতি যাবৎ।
আগমস্য অনুপসঙ্গাতবিরোধিত্বাৎ উপজ্জীব্যাংশাবাদকত্বাৎ উত্তরত্বাৎ চ
বলবত্ত্বম্। তদুক্তং ভট্টপাদৈঃ—

পূর্বাৎ পরবলায়ত্ত্বং তত্র নাম প্রতীয়তাম্।

অন্তোহগ্নিরপেক্ষাণাং যত্র জন্ম দিয়াং ভবেৎ ॥ ইতি।

তন্মাত্রতাম্ ইতি। অপক্ষীকৃতপঞ্চভূতমাত্রতাম্ ইত্যর্থঃ। অপক্ষী-
কৃতভূতানাং লয়ঃ দশয়তি—তানি চ ইতি। সমুত্তিবৈপরীত্যেন
ইতি ৩৫

লয়ক্রমঃ।

৩৬। তাহাদের মধ্যে গন্ধতন্মাত্ররূপা পৃথিবী রসতন্মাত্ররূপ জলে
লয়প্রাপ্ত হয়; সেই জল রূপতন্মাত্র তেজে লীন হয়, সেই তেজ স্পর্শ-

অহমাত্মা সাক্ষী কেবলশ্চিদাত্মস্বরূপঃ ॥২৭

বায়ো, স চ বায়ুঃ শব্দতন্মাত্রৈ নভসি, তচ্চ অবিজ্ঞাসহায়ৈ
সচ্ছন্দিতে ব্রহ্মণি অব্যক্তে, তচ্চ অব্যক্তম্ অবস্থাভিমানিভ্যাং
সহিতং মকারাত্মকং কার্যাকারণবিভাগবিকলে নিষ্কলে
পরিণুক্তে ব্রহ্মণি ঔকারলক্ষিতে বিলীয়তে । ন তন্মাৎ পরং
কিঞ্চিৎ অস্তি ।

উক্তং তি—

জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যাপ্সু প্রলীয়তে ।

আপস্তেজসি লীয়ন্তে তেজো বায়ৌ বিলীয়তে ॥

বায়ুশ্চ লীয়তে ব্যোম্নি তচ্চাব্যক্তে প্রলীয়তে ।

অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্ নিষ্কলে সম্প্রলীয়তে ॥

পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ ।

ইতি (বিষ্ণুপুরাণে ।) ॥২৬

৩৬। এতদেব বিবৃণোতি—তত্র পৃথিবীত্যাदिना । তৎ চ
নভঃ অবিজ্ঞাসহায়ৈ অবিজ্ঞাসবলিতে সচ্ছন্দবাচ্যে । ন কেনাপি প্রমাণেন
ব্যক্তাতে ইতি অব্যক্তং মাভাসম্ অব্যাক্ততম্, তস্মিন্ লীয়তে ইতি শেষঃ ।
ততঃ কিম্ উচ্যত আহ—তচ্চৈতৎ । অবস্থা প্রলয়ঃ । অভিমানী

তন্মাত্ররূপ বায়ুতে লীন হয় এবং সেই বায়ু শব্দতন্মাত্ররূপ আকাশে
লীন হয় । সেই আকাশ আবার অবিদ্যাসহায় 'সৎ'শব্দবাচ্য অব্যক্ত
ব্রহ্মে এবং মকারস্বরূপ সেই অব্যক্ত অবস্থাও অভিমানীর সহিত কার্য-
াকারণবিভাগরহিত, নিষ্কল ও পরিণুক্ত ঔকারপরিলক্ষিত ব্রহ্মে লীন হয় ।
উক্ত অপেক্ষা আর কোন পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই । এ সম্বন্ধে
বিষ্ণুপুরাণে কথিত আছে—

৩৭। অকারাদীনাং পূর্বপূর্বস্য উত্তরোত্তরস্মিন্ অল্পপ্রবে-
শেন প্রত্যগাশ্মনি পর্যাবসিতত্বেহপি প্রত্যগাশ্মা দেহেন্দ্রিয়-
মনোবুদ্ধিপ্রাণাহংকারাব্যাকৃতানাং মধ্যে কতমঃ স্যাৎ
ইত্যশঙ্ক্য আহ—অহমাশ্বেতি । দেহস্তাবৎ অনাশ্মা দৃশ্যহাৎ

সর্বজ্ঞঃ । মকাবাশ্মকম্ অব্যাক্তং পরিভুক্তে ব্রহ্মণি লীয়তে ইত্যম্বয়ঃ । ব্রহ্মণঃ
ব্রহ্মতাম্ যতঃ—কার্য্যকারণবিভাগবিকলে ইতি । তদপি ব্রহ্ম ক
লীয়তে ইতি চেৎ ? ন পূর্বাপি ইত্যাহ—ন তস্ম্যাৎ ইতি । উক্তে অর্থে
শ্রুতিং সন্বাদয়তি—উক্তং হি ইতি । পুরুষে ব্রহ্মণি ব্রহ্মণি । নিম্নলে
ভুক্তে । শেষঃ শ্রুত্যাঃ গতিরোক্তিঃ । তদেবম্ অধ্যারোপাপবাদ-
ভায়ম্ অল্পম্ প্রণবস্বরূপনিক্রপণেন প্রত্যগাশ্মকঃ পর্যাবশেষিতঃ—
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিদিতি । ৩৬

৩৭। ভবতোব প্রত্যগাশ্মপযাস্তম্ অপবাদঃ । প্রত্যগাশ্মনো ন
অপবাদশ্চেৎ তদেব প্রত্যগাশ্মস্বরূপং বিশেষতো নির্দারণীয়ম্ ইতি
শঙ্কতে—অকারাদীনাম্ ইতি । প্রশ্নবীজঃ বাদিবিপ্রতিপত্তিরূপঃ

২৫ দেবর্ষে ! জগৎপ্রতিষ্ঠা পৃথিবী অপমধ্যে লীন হয়, অপ্ (জল)
তেজে লীন হয়, তেজ বায়ুতে লীন হয়, এবং বায়ু আকাশে লীন হয়
এবং আকাশ অব্যাক্তে লীন হয় । হে ব্রহ্মণ্ ! সেই অব্যাক্ত নিম্নল
পুরুষে লীন হয় ; পুরুষ হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই, তাহাই কাষ্ঠা এবং
তাহাই পরম গন্তব্য স্থান । ৩৬

প্রত্যক্ আশ্মনিক্রপণ ।

৩৭ অকারাদির পূর্ব পূর্ব, পরে পরে অল্পপ্রবেষ্ট হইয়া প্রত্যক্
আশ্মায় পর্যাবসিত হইলেও দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ, অহংকার ও
অব্যাক্ত ইত্যাদিগের মধ্যে কোনটি প্রত্যগাশ্মা হইতে পারে ? এই
আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—‘অহম্ আশ্মা’ ইত্যাদি ।

জড়ত্বাৎ পরিচ্ছিন্নত্বাৎ ভৌতিকত্বাৎ আত্মস্ববদ্ধাচ্চ ঘটবৎ।
তথা ইন্দ্রিয়াদীনাম্ অব্যাকৃতপর্যাস্তানাম্ অনাত্মত্বম্ অব-
ধেয়ম্। ন চ প্রতীচো দেহাদিসাক্ষিণো জাড্যম্ উপপত্ততে।
জড়ত্বে ঘটাদিবৎ অনাত্মত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ অজ্ঞানং সাত্বাসম্
অব্যাকৃতশব্দিতং তৎ কার্য্যং দেহাত্মনাত্মত্বেন প্রতিপত্তব্যম্।
তদব্যতিরিক্তশ্চ আত্মা তদুভয়সাক্ষী চিদ্ব্যাহুরেব দ্বৈতব্যাঃ
ইত্যর্থঃ। কেবলশব্দেন চিত্তো বিষয়নিরপেক্ষত্বং বিবক্ষ্যতে।
চিন্মাত্রশব্দেন আত্মনো দ্রব্যবোধরূপত্বং পরেষ্ঠং প্রত্য্যাচষ্টে
—চিন্মাত্রাভেতি ॥৩৭

দর্শয়তি—দেহেইন্দ্রিয়েতি। তত্র উত্তরত্বেন মূলম্ অবতারয়তি—
অহমাশ্বেতীতি।

দেহাত্মব্যাকৃতাস্বাতিরিক্ত আত্মোক্তি মূলার্থঃ প্রকটয়িতুং দেহাদেঃ
অনাত্মত্বং সাধয়তি—দেহস্তাবৎ ইত্যাদিনা। তত্র জড়ত্বহেতুঃ সাধ্যা-
বিশিষ্ট ইতি চেৎ? ন। অনাত্মত্বং নাম আত্মাতিরিক্তত্বং, জড়ত্বং তু
অসংবিদ্রূপত্বমিতি সাধ্যসাধনয়োঃ ভেদাৎ। দৃশ্যত্বং তু স্বব্যবহারে
স্বাতিরিক্তদর্শনাপেক্ষত্বম্।

অনাত্মনির্ণয়ে অনুমান।

দেহ অনাত্মা, যেহেতু তাহা দৃশ্য, জড়, পরিচ্ছিন্ন, ভৌতিক ও
আত্মস্বযুক্ত; দৃষ্টান্ত যেমন ঘট। এইরূপে ইন্দ্রিয় হইতে অব্যাকৃত পর্যাস্ত
সমস্তই অনাত্মা বলিয়া জানা উচিত। কিন্তু যিনি দেহাদির সাক্ষী
প্রত্যক্ষরূপ, তাঁহার জড়ত্ব হওয়া সম্ভব নহে; যদি তাঁহার জড়ত্ব থাকে,
তাহা হইলে ঘটাদির গ্রায় তিনিও অনাত্মা হইয়া পড়িবেন। সুতরাং
অব্যাকৃত শব্দবাচ্য সাত্বাস অজ্ঞান ও তৎকার্য্য দেহাদিকে অনাত্মা
বলিয়া জানিতে হইবে। আর যিনি আত্মা তিনি এক সকল হইতে ভিন্ন;

অত্র কশ্চিদাহ—কিমিদং দৃশ্যত্বং ফলব্যাপ্যত্বং বৃত্তিব্যাপ্যত্বং বেতি বক্তব্যম্ । আত্মে ভাগাসিদ্ধিঃ, দেহস্ত অভ্যন্তরভাগে দৃশ্যত্বাভাবাৎ । দ্বিতীয়ে তু আত্মনি অনৈকান্তিকতা, আত্মনোহপি বৃত্তিব্যাপ্যত্বাদ্বীকারাৎ ইতি ।

অত্রোচ্যতে—ন ফলব্যাপ্যত্বে ভাগাসিদ্ধিঃ, সমুদ্রস্য অবয়বিনঃ ফলিতত্বাৎ । অন্যথা ঘটাদেরপি ফলব্যাপ্যত্বাভাবপ্রসঙ্গাৎ । নাপি বৃত্তিব্যাপ্যত্বে আত্মনি অনৈকান্তিকত্বম্, তস্য স্বপ্রকাশকত্বেন বৃত্তিব্যাপ্যত্বাভাবাৎ । বৃত্ত্যদ্বীকারস্ত তদাবরণনাশায় ন তু স্বরূপপ্রকাশায় ইতি অবিরোধঃ । ন চাত্মনং স্বপ্রকাশকত্বম্ অসিদ্ধগতি বাচ্যম্, “অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ,” (বৃহঃ ৪।৩।২) “আত্মৈবাস্য জ্যোতিঃ,” (বৃহঃ ৪।৩।৬) ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ । কিঞ্চ অনবধারিতফলব্যাপ্যত্ববৃত্তিব্যাপ্যত্ববিশেষং দৃশ্যত্বমাত্রং হেতুঃ । অত্রথা কিমেনে ন তদ্দেশকালসংলগ্নো ধূমো হেতুঃ এতদ্দেশকালসংলগ্নো বা । আত্মে স্বরূপাসিদ্ধিঃ । দ্বিতীয়ে সাধনশূন্যং নিদর্শনম্ ইত্যুক্তে ধূমাহুমানভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ । ধূমমাত্রং হেতুরিতি পরিহারে অত্রাপি দৃশ্যত্বমাত্রং হেতুরিতি সমানম্ । অলম্ অতি বিস্তরেণ ।

নহু জড়ত্বহেতুঃ অসিদ্ধঃ, প্রত্যক্ষেন চেতনত্বেন উপলব্ধাদিতি চেৎ ? ন । চেতনত্বপ্রতীতে: আত্মব্যাপ্যত্বদেহবিষয়ত্বাৎ । অন্যথা যুতশরীরেহপি চেতনত্বপ্রতীত্যাপত্তে: । ‘ক্লেশঃ অহম্’ ইত্যাদিপ্রত্যয়স্ত ভ্রান্ত এব, ত্রায়-সহিতগমপ্রত্যয়বাধিতত্বাৎ হেতুস্তরং তু অতিরোহিতার্থম্ । তথা ইন্দ্রিয়া-দীনাং ইত্যুক্তৈরেব হেতুভিঃ অনাত্মত্বম্ অবধেয়ম্ ইত্যর্থঃ । অতঃ পরিশেষাৎ দেহাদীনাং দৃশ্যানাং অদৃশ্যো দ্রষ্টা আত্মা সিদ্ধঃ ।

ভবতু দেহাদিবিলক্ষণ আত্মা, সোহপি জড় এব কিং ন স্ত্রাৎ ইতি, এতদুভয়ের সাক্ষিস্বরূপ এবং তিনি চিন্ময় । ‘কেবল’ শব্দ প্রয়োগ করিয়া ইহাই জ্ঞানান হইয়াছে যে, চিন্ময় আত্মা কোন বিষয়ের অপেক্ষা করেন না । অত্র পক্ষীয়গণ যে আত্মাকে দ্রব্যস্বরূপ ও বোধস্বরূপ বলেন, চিন্মাত্র শব্দ দ্বারা তাহার প্রত্যাখ্যান করা হইল । ৩৭

জ্ঞানং নাপি তৎ কার্যম্ । কিন্তু নিত্যশুদ্ধবুদ্ধিত-
৩৮ । এবম্ অজ্ঞানতৎকার্যস্পর্শশূচিদাত্মা পরিপূর্ণঃ স্ব-
পদার্থঃ তৎপদার্থং ব্রহ্মণঃ অর্থান্তরং কিং ন স্যাদিতি মত্বানঃ
তজ্জাহ—ন চ ইতি । প্রতীচঃ প্রভাগাত্মনঃ স্বপ্রকাশশ্চেতি যাবৎ ।
“দেহাদিসাক্ষিণঃ” ইতি হেতুগর্ভঃ বিশেষণম্ । বিপক্ষে দোষমাৎ—
জডত্বে ইতি । অনাত্মত্বপ্রসঙ্গে জডত্বাবিশেষাৎ ইত্যর্থঃ ।

পরিশেষিতঃ সিদ্ধম্ অর্থম্ আদায় উপসংহরতি—তন্মাদিতি । তত্-
ভয়েতি । অব্যাকৃততৎকার্যসাক্ষীত্বার্থঃ । চিন্মাতৃঃ চিদেকরস ইত্যর্থঃ ।
অনেন “কেবলঃ চিন্মাত্রস্বরূপঃ” ইত্যত্র চিৎস্বরূপপদং ব্যাখ্যাতম্ । কেবল-
পদকৃত্যমাহ—কেবলেতি । ন চ জ্ঞানস্য বিষয়ঘটিতত্বঃ স্বরূপম্,
বিষয়াণাং বাভিচারে অপি জ্ঞানাবাভিচারাৎ । তত্তদ্বিষয়াণি জ্ঞানানি
ভিন্নানি এবেতি চেৎ ? ন । স্বতো ভেদানবগমাৎ । প্রতীয়মানভেদস্য
বিষয়ভেদঘটিতত্বেন উপাধিকত্বাদিতি ভাবঃ । মাত্রপদপ্রয়োজনমাহ—
চিন্মাত্রেতি । জব্যবোধরূপত্বমিতি । জব্যরূপত্বঃ বোধরূপত্বঃ
চ । জব্যমিতি বৈশেষিকাঃ, বোধ ইতি বুদ্ধা ইত্যর্থঃ । ন হ্যজ্ঞানো
জব্যরূপতা, নিগুণজ্ঞাৎ । সমবায়িকারণত্বেন জব্যত্বঃ স্যাদিতি চেৎ ?
ন । সমবায়সৌব অভাবাৎ । ভাবে বা অদ্বিতীয়ত্বাসক্তত্বপ্রতিবিরোধাৎ ।
বোধরূপত্বং তু অনুমানেন নিরাকৃতমেব ইহ স্থারিতম্ ইতি ভাবঃ । “অহ-
মাত্মা সাক্ষী কেবলঃ চিন্মাত্রস্বরূপো নাজ্ঞানঃ নাপি তৎকার্যঃ চ”
ইত্যেতাভাবতা স্বপদার্থঃ পরিশোধিতঃ । ৩৭

৩৯ । “কিন্তু” ইতি পদসূচিতাৎ শঙ্কাম্ আবিষ্করোতি—এবম্

আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব ।

৩৮ । এইরূপে অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্যের সংস্পর্শরহিত পরিপূর্ণ
স্বপদার্থ চিদাত্মা, তৎপদার্থ ব্রহ্ম হইতে কি বিভিন্ন কোন কল্প হইতে
পারে না ? এই মনে করিয়া বলিতেছেন—“কিন্তু” ইত্যাদি ।

সন্ আহ—কিস্তি। তৎপদার্থপরিশোধনপূর্বকং পরিশোধিতং তৎপদার্থম্ অনুচ্চ তস্য ব্রহ্মত্বং বাক্যার্থং কথয়তি—
নিত্যেত্যাদিনা। “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ। অজ্ঞে
নিত্যঃ শাস্বতোহয়ং পুরাণঃ ॥” (কঠঃ ১।২।১৮) ইতি ঋতিশ্রুতী
সমাপ্তিত্য কাঠ্যৈক্যং ব্রহ্মণো নিত্যত্ববিশেষণেন নিরসয়তি।

“শুদ্ধম্ অপাপবিন্ধম্” (ঈশ ৮) ইত্যাদিঋতিবাক্যা-
নষ্টন্তেন কার্য্যতাদাত্ম্যনৈধুর্য্যং ব্রহ্মণঃ শুদ্ধবিশেষণেন উচ্যতে।
“প্রজ্ঞানঘনেতি” (বৃহঃ ৪।৫।১৩) ঋতিম্ আশ্রিত্য নিত্য-
বিজ্ঞপ্তিরূপতাং ক্রবাণো বুদ্ধবিশেষণেন কারণৈক্যং ব্রহ্মণো
নিষেধতি। “বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে” (কঠঃ ৫।১) ইতি ঋতিম্
অনুশ্রুত্যা অদ্বিত্যকামকর্ষপারতন্ত্র্যাপাকরণেন কারণতাদাত্ম্যং
ব্রহ্মণো মুক্তপদেন প্রত্যাচষ্টে। ঐক্যতাদাত্ম্যায়োশ্চ ভেদসহস্ব-
ভেদসহস্বাত্ম্যং ভেদঃ ॥৩৮

অজ্ঞানেতি। অর্থাস্তরশঙ্ক্যং ব্যবহৃত্বিতুম্ উত্তরগ্রন্থত্যাৎপর্য্যাহ—তৎ-
পদার্থেতি। বাক্যার্থপরিশোধনায় তৎপদার্থশোধনমিত্যর্থঃ। নিন্তে-
ত্যাদিসপ্তবিশেষণৈঃ তৎপদার্থশোধনমিতি ত্যাৎপর্য্যার্থঃ। আকাশবৎ
সর্বগতঃ সর্বব্যাপক ইতি যোজনা, ন তু আকাশবদ্বিত্য ইতি। তথা
সতি নিত্যত্বস্ত সাপেক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ। নিত্যশ্চেতি ঋতিপদং প্রকৃতো-

ব্রহ্ম—নিত্য অজ শাস্বত ও পুরাণ।

তৎপদার্থের পরিশোধনপূর্বক পরিশোধিত তৎপদার্থের অনুচ্চ
করিয়া তাহার ব্রহ্মত্ব অর্থাৎ তাহাই ব্রহ্ম—ইহাই যে বাক্যার্থ, তাহা
দেখাইতেছেন—‘নিত্য ইত্যাদি। ‘তিনি আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী ও
নিত্য, এই আত্মা অজ, নিত্য শাস্বত, ও পুরাণ’ এই ঋতি ও শ্রুতিবাক্য
অবলম্বনে নিত্যত্ব বিশেষণ দিয়া ব্রহ্মের কাঠ্যৈক্য নিরাস করিতেছেন।

দাহরণম্ । “অজ্ঞো নিত্যঃ” ইতি স্মৃতিঃ । নিত্যবিশেষণেন কলিতার্থ-
মাহ—কার্ধ্যক্যমিতি । কার্ধ্যস্য অনিত্যত্বাৎ ন ব্রহ্মণঃ কার্ধ্যক্যম্
‘ইত্যর্থঃ । মাহন্ত কার্ধ্যক্যং, কার্ধ্যতাদাত্ম্যং তু ভবিষ্যতীতি তত্রাহ—
শুদ্ধমিতি । কার্ধ্যতাদাত্ম্যকার্ধ্যক্যয়োঃ অভাবেহপি অব্যাকৃতার্থ্যকার-
ণৈক্যং তত্তাদাত্ম্যং বা কিং ন স্যাদিতি তত্রাহ—প্রজ্ঞানঘন ইতি ।
প্রজ্ঞানঘনঃ প্রজ্ঞানৈকরস ইত্যর্থঃ । প্রকৃষ্টং জ্ঞানম্ অস্ম্যোতি বিগ্রহশব্দাৎ
বারয়তি—নিত্যবিজ্ঞপ্তীতি । জ্ঞপ্তিঃ জ্ঞানমিতি ভাবব্যাৎপত্তিরেব
অবিলম্বিতপ্রতীতে: আশ্রয়ণীয়েত্যর্থঃ । অতো জ্ঞানরূপস্য জড়েন কারণেন
ন ঐক্যমিত্যর্থঃ ।

কার্ধ্য ও কারণ পদার্থের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য বা তাদাত্ম্য নাই ।

অর্থাৎ ব্রহ্ম নিত্য, কিন্তু কার্ধ্য সমস্তই অনিত্য ; সেই কার্ধ্যের সহিত
যদি ব্রহ্মের অভেদ থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মও অনিত্য হইয়া পড়েন ।
এইজন্য ব্রহ্মের সহিত কার্ধ্যের একতা হইতে পারে না ; ইহা দেখাইবার
জন্যই ‘নিত্য’ এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে । তিনি শুদ্ধ ও পাপ-
সংস্পর্শরহিত’ ইত্যাদি ঋতিবাক্যের প্রামাণ্যে ‘শুদ্ধ’ বিশেষণদ্বারা
কার্ধ্যের সহিত যে তাঁহার তাদাত্ম্য নাই, তাহা বলা হইয়াছে । তিনি
প্রজ্ঞানঘন এই ঋতিবাক্য অবলম্বনে ব্রহ্ম যে নিত্য জ্ঞপ্তিস্বরূপ ইহা
বলিয়া ‘বুদ্ধ’ এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া তাঁহার কারণৈক্যও নিষেধ
করা হইয়াছে ।

“বিমুক্তস্ত বিমূঢ়াত্তে” এই ঋতি অনুসারে অবিদ্যাকামকর্মপরতত্ত্বতা
নিরাসপূর্বক ‘মুক্তপদের দ্বারা ব্রহ্মের কারণতাদাত্ম্য প্রত্যাখ্যান করা
হইয়াছে । অর্থাৎ যিনি নিত্যমুক্ত তাঁহার আবার কারণতাদাত্ম্য
থাকার সম্ভাবনা কোথায় ?

ঐক্য ও তাদাত্ম্যের মধ্যে অভেদ ।

ঐক্য ও তাদাত্ম্যের মধ্যে ভেদ এই যে, একটি ভেদাসহ এবং

সত্যস্বভাবং পরমানন্দাধ্বয়ং (প্রত্যগ্ভূতচৈতন্যং) ব্রহ্মৈব

৩৯। নহু ব্রহ্মণো যথোক্তস্য প্রপঞ্চস্যেব যথাকথঞ্চিং বাধাত্মপ্রসিদ্ধৌ ন প্রেঙ্গিতত্বং পরিকল্পতে । ন হি ব্রহ্ম প্রপঞ্চাৎ ভিন্নম্, অব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গাৎ । অভেদে চ তদ্বাধ্যত্বম্ অভ্যুপেয়তাম্ ।

অতঃ কথং তদভিন্নং ব্রহ্মাবাধ্যম্ অভ্যুপেয়ম্ ইত্যশঙ্ক্য “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (তৈত্তি ২।১।১) “সত্যস্য সত্যম্” (বৃহ ২।১।১০) ইত্যাদিশ্রুতিম্ অনুসন্দধানঃ সমাধায়ে— সত্যেতি । তথাপি ন তস্মিন্ প্রেঙ্গিয়া প্রবর্তেত পুরুষার্থ- স্বাভাবাৎ ইত্যশঙ্ক্য “বিজ্ঞানম্ আনন্দং ব্রহ্ম” (বৃহঃ ৩।৯।২৮) “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজ্ঞানাৎ” (তৈত্তি ৩।৩।১) ইত্যাদি- শ্রুতিম্ অনুরূধ্য ক্রতে—পরমানন্দেতি । ব্রহ্মানন্দস্য

কারণৈক্যং পরাক্রত্য কারণতাদাত্ম্যং পরাকরোতি—বিমুক্ত- স্তেতি । অবিজ্ঞা মিথ্যাজ্ঞানম্ । কামঃ অভিলাষঃ, কৰ্ম্ম পুণ্যাপুণ্য- রূপম্ । নিত্যমুক্তত্বাৎ ন কারণতাদাত্ম্যশঙ্কাপি ট্যর্থঃ । তাদাত্ম্যাক্যয়োঃ অভেদমাশঙ্ক্য তত্ত্বদং স্ফুটয়তি—ঐক্যতাদাত্ম্যোরিতি । ভেদসহস্বং তাদাত্ম্যস্য, ভেদসহস্বম্ ঐক্যস্যেতি বিভাগঃ । ৩৮

৩৯। সত্যপদসমাধেয়াৎ শঙ্কাম্ উত্থাপয়তি—নশ্চিতি । ন প্রেঙ্গিতত্বং ন ইচ্ছাগোচরত্বম্, ন সত্যত্বমিতি যাবৎ ।

অপরটি ভেদসহ । যাহা ভেদসহ তাহা তাদাত্ম্য এবং যাহা ভেদসহ তাহা ঐক্য । ৩৮

ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ বাক্যের অর্থ ।

৩৯। আচ্ছা, ব্রহ্মের যদি পূর্বোক্তরূপ প্রপঞ্চের দ্বারা বাধ্যত্ব প্রসিদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে অভীক্ষিত বিষয় কল্পনা করিতে পারা যায় না,

ক্ষয়িকুৎসাতিশয়নিরাসার্থং পরম্বৈতি বিশেষণম্ । কিঞ্চ
যথোক্তং ব্রহ্ম বৈতাভাবোপলক্ষিতম্ ইত্যুতে । অমূল্যাদি-
ভেদতঃ স্বতঃপ্রমাণত্বাৎ ।

বস্তুতশ্চ প্রপঞ্চাভাবাদ্ ভেদাভেদবাচো যুক্তঃ অব্যক্তত্বাৎ
ইত্যভিপ্রায়েণ আহ—অদ্বয়মিতি ॥৩৯

ব্রহ্মণঃ অব্যক্তত্বং সাধয়িতুং ব্রহ্ম কিং প্রপঞ্চাদ্ ভিন্নম্ অভিন্নং
বৈতি বিকল্প্য নাশ ইত্যাহ—নহীতি । কৃত ইত্যাহ—অব্রহ্ম-
প্রসঙ্গাদিতি । ব্রহ্মঃ নাম বৃহৎ বৃহৎপদং বা । তচ্চ ন বৃহৎমাণ-
প্রপঞ্চাৎ তস্য পরিচ্ছিন্নত্বে সম্ভবতি ইত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ে দোষমাহ—
অভেদে চেতি । পরিহার্যভিপ্রায়ম্ আবিকরোক্তি—সত্যং জ্ঞান-
মিতি । বাধ্যমানস্য প্রপঞ্চস্য বাণো ন নিরাধীনঃ সম্ভবতি । বাধ্যপীঠানং
অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্যত্ব কল্পনা করিতে পারা যায় না । কারণ, ব্রহ্ম ত প্রপঞ্চ
হইতে ভিন্ন নহে ; কারণ, তাহা হইলে তাঁহার অব্যক্তত্ব হইয়া পড়িবে ;
আর যদি তিনি প্রপঞ্চ হইতে অভিন্ন হন তাহা হইলে তিনিও বাধ্য—
ইহা স্বীকার করা উচিত । অতএব প্রপঞ্চ হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম যে অব্যাপ্য
(বাধের বিষয় নহে) তাহা কিরূপে স্বীকার করা যায়—এই প্রশ্নকার
সমাধানে বক্ষ্যমাণ শ্রুতি অমূল্যবে বলিতেছেন—‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং
ব্রহ্ম’—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত ; ‘সত্যং সত্যম্’ তিনি
সত্যের সত্য, ইত্যাদি ।

ব্রহ্ম পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া পূর্বস্বার্থ ।

ব্রহ্ম এতাদৃশ হইলেও তাঁহাতে পুরুষের প্রয়োজন না থাকায় কেহ
তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় প্রবর্তিত হইতে পারে না, ‘এই প্রশ্নকার
উত্তরে—‘বিজ্ঞানম্ আনন্দঃ ব্রহ্ম’—ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ—
‘আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাত্’ আনন্দই ব্রহ্ম ইহা জানিয়াছিল—ইত্যাদি
শ্রুতি অমূল্যবে বলিতেছেন—‘পরমানন্দ’ ইত্যাদি ।

৪০। পরিশোধিতং তৎপদার্থম্ অনুচ্চ তস্মৈ পরিশোধিতেন
তৎপদার্থেন সহ ঐক্যং বাক্যার্থং কথয়তি—ব্রহ্মৈবেতি ।
এবকারঃ তাদাত্ম্যঙ্গীকারপ্রযুক্ততেদনিরাসার্থম্ । তৎপদার্থম্
চ সত্যম্ অবাদ্যম্ । অগ্রগা অধিষ্ঠানানবস্থা প্রসঙ্গাৎ । অতো বাধাধি-
ষ্ঠানম্ অবাদ্যং ব্রহ্মৈত্যর্থঃ ।

আনন্দপদব্যাখ্যায়কঃ অবতারয়ত—তথাহীতি । প্রেক্ষা
প্রাপ্তম্ ইচ্ছা । পরমাবশেষকৃত্যমাৎ—ব্রহ্মানন্দেন্ত্যেতি । অদ্বয়পদং
ব্যাচষ্টে—কিঞ্চৈতি । দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতম্ । অদ্বিতীয়ং, ন তু
অদ্বিতীয়ত্বমর্থম্ । তথা সত্যত্বমর্থম্ভাৱেন অদ্বিতীয়তা ন সিদ্ধোৎ ।
“স্বাক্ষম্ অবাধ্যম্” ইতি জায়ম্ আশ্রিত্য দ্বন্দ্বীকরণে নির্দ্বন্দ্বক-
প্রতিপাদকক্রটিবিরোধ ইত্যভিসন্ধিঃ ।

কেয়ং নির্দ্বন্দ্বকবোধক্যাক্রটিঃ অতঃ—অতুলোত । অতঃ
প্রমাণত্বাদিতি । বেদস্য অপৌরুষেয়তেন পুরুষাশ্রয়াণাং দোষাণাম্
অসম্ভবাৎ স্বতঃ এব প্রামাণ্যমুক্ত্যর্থঃ । প্রামাণ্যস্য পরতন্ত্বে অনবস্থাহনা-
খ্যায়োঃ দুঃসংসিদ্ধাভিলাষে ভাবঃ । ৩০

৪০। কিঞ্চ বস্তুতঃ সন্ ৫২ প্রসঙ্গঃ আস্ত, তদা ব্রহ্ম প্রপঞ্চাদ্ ভিন্নং
পরমানন্দ—এইপদে যে ‘পরম’ এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে, তাহা
ব্রহ্মানন্দের বিনাশিত্ব এবং সাত্ত্বিয়ত্ব শব্দা নিবারণ করিবার জন্য ;
অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ক্ষয়শীল নহে এবং উহা অপেক্ষা কোনও আনন্দ অধিক
নহে—ইহাই বুঝাইবার জন্ত । আর এই ব্রহ্ম দ্বৈতাভাবোপলক্ষিত—
অর্থাৎ দ্বৈতপ্রপঞ্চের অভাব স্বারা হ এই ব্রহ্মের উপলক্ষণ করা হয় মাত্র ।
বস্তুতঃ প্রপঞ্চের পরমাণ সত্তা নাই এবং ভেদাভেদ বাদও যুক্তিসহ নহে,
এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—‘অদ্বয়ম্’ ইত্যাদি । ৩০

জীবব্রহ্মের ঐক্য ।

৪০। পরিশোধিত ‘তৎ’ পদার্থের অঙ্গবাদ করিয়া পরিশোধিত

অহমস্মি অহং ব্রহ্মাস্মি ইতি অভেদেন অবস্থানং সমাধিঃ । ১৮

অনুত্ত তস্ম দ্বন্দ্বপদার্থঃ বিধায় দ্বন্দ্বর্থম্ অনুত্ত তস্ম তৎপদদ্বং
বিদধাতি অহং ব্রহ্মাস্মিতি (বৃহঃ ১।৪।৪) ৥৪০

৪১। অথ জীবব্রহ্মণোঃ মিথো ব্যাতিহারেণ একরস-
স্বরূপবাক্যার্থপ্রতিপত্তার্থঃ সাধনভূতং সমাধিঃ সঙ্গিরতে—
ইতি অভেদেন অবস্থানং সমাধিরিতি । পূর্বোক্তযুক্ত্যা
ন বেতি বিকল্পাবকাশঃ । স এব নাস্তি, বাচারম্ভশ্রুত্যা মিথ্যাত্বস্ত
অবসিতত্বাৎ ইত্যাদিশয়েনাহ—বস্তুতশ্চেতি । উত্তরগ্রন্থতাপর্য্যমাহ—
পরিশোধিতমিতি । এবকার ইতি । অভেদস্ত ঔপচারিকত্বত্ব-
ব্যবৃত্তয়ে এবকার ইত্যর্থঃ । পুনঃ “অহং ব্রহ্ম” ইতি বচনং বাক্যার্থ-
দাঢ্যায় ইত্যাহ—দ্বন্দ্বর্থমিতি ৥৪০

৪১। নহু বাক্যার্থসাক্ষাৎকারসামনত্বাৎ ন অনবসরকখনম্ ইত্যাহ—
অথেতি । মিথঃ—অগ্নোহন্থং ব্যাতিহারেণ ঐক্যসম্পাদনে ইত্যর্থঃ ।

সমাধির্বিবিধা । সংপ্রজ্ঞাতসমাধিঃ অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিশ্চেতি । তত্র
‘ত্বং’ পদার্থের সহিত তাহার ঐক্যই বাক্যার্থ, ইহা বলিতেছেন—‘ব্রহ্মৈব’
ইত্যাদি । এখানে যে ‘এব’ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা তাদাত্ম্য
স্বীকার করায় পাছে ভেদ স্বীকার করা হয়, এই আশঙ্কানিবৃত্তির জন্ত ।
‘তৎ’ পদার্থের অমুবাদ করিয়া তাহাকে ‘ত্বং’ পদার্থস্বরূপ বলিয়া পুনশ্চ
‘ত্বং’ পদার্থের অমুবাদ করিয়া তাহারই ‘তৎ’ পদার্থত্ব বিধান করিতেছেন
—‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ ইত্যাদি ৥৪০

জীবব্রহ্মের ঐক্যসাধক সম্ভ্রজ্ঞাত সমাধি

৪১। জীব ও ব্রহ্মের পরস্পর ঐক্যদ্বারা একরসস্বরূপ বাক্যার্থ-
বোধের জন্ত তাহার উপায়স্বরূপ সমাধির কথা বলিতেছেন—ইত্যভেদেন
অবস্থানং সমাধিঃ—‘এইরূপে অভেদে অবস্থিতির নাম সমাধি’ । পূর্ব-
কথিত যুক্তি অনুসারে প্রণবের স্বরূপামুসন্ধানপূর্বক কেবলমাত্র একরস

প্রণবস্বরূপার্থীকুসন্ধানপুরঃসরম্ একরসবস্তুমাত্রত্বেন চিত্তস্ত
তদাকারবৃত্ত্যবশেষাবস্থানং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ (যোগসূত্রঃ .
১।১৭) ইত্যুচ্যতে । উক্তং হি—

ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিপ্রবাহোহহংকৃতিং বিনা ।

সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ স্মাৎ ধ্যানাভ্যাসপ্রকর্ষতঃ ॥১॥

বৃত্তিমপি তন্মাত্রত্বেন উপসংহৃত্য বৃত্তিমতঃ চিত্তস্ত প্রযত্ন-
পূর্বকং বস্তুমাত্রত্বেন অবস্থানম্ অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ (যোগ-
সূত্রঃ ১।১৮) ইতি গীয়তে । উক্তং চ—

মনসো বৃত্তিশৃণুস্ত ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ ।

যাহসম্প্রজ্ঞাতনামাহসৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥ইতি ।

অস্ত চ প্রযত্নপূর্বকত্বাদেব সুষুপ্তিতো বিশেষসিদ্ধিঃ । সুষুপ্তৌ
তু কারণাত্মনা চিত্তস্য অবস্থানম্ আস্থিতম্ । ইদং তু কার্য-
কারণসম্বন্ধবিধুরবস্তুমাত্রত্বেন তস্য পর্যাবস্থানম্ ইয়াতে । তদ্বা-
সনাবিশেষাভ্যুপগমাৎ চ অস্য সাধনপক্ষপাত ইতি ভাবঃ ॥৪১

প্রথমস্য স্বরূপং বখ্যাত—পূর্বোক্তেতি । অধ্যারোপাপবাদত্বায়েন
ইত্যর্থঃ । তদাকারোতি । একরসবস্ত্বাকার ইত্যর্থঃ । দ্বিতীয়সমাধি-

বস্তুরূপে চিত্তের যে তদাকারবৃত্ত্যবশেষে অবস্থান, অর্থাৎ সেই বস্তুর
সম্বন্ধপতা প্রাপ্ত হইয়া চিত্তের যে অবস্থিতি তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ।
অর্থাৎ প্রণবস্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে চিত্ত যখন অল্প সমস্ত বস্তু ত্যাগ
করিয়া কেবলমাত্র প্রণব আকারে আকারিত হইয়া অবস্থান করে,
তাহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি । এ সম্বন্ধে কথিত আছে—‘অহংবৃত্তি
পরিত্যাগপূর্বক ধ্যানাভ্যাসের প্রকর্ষবশতঃ যে ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তি-
প্রবাহ তাহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি ।

৪২। জীবব্রহ্মণোঃ ঐক্যে ক্রটিং প্রমাণয়তি—
 অয়মাত্মা ব্রহ্মোতি (বৃহৎ ৪।৪।৫)। অত্র চ ব্রহ্মাত্মপদয়োঃ
 স্বরূপমাহ—বৃত্তিমপীতি। উক্তেহর্থো বুদ্ধবচনং সংবাদয়তি—উক্তং
 চেতি। সুষ্প্ত্যবিশেষম্ আশঙ্ক্য পরিহরতি—অন্ত চেতি। অন্ত
 দ্বিতীয়স্য সমাধেঃ, বিশেষমেব দর্শয়তি—সুষুপ্তৌ চেতি। কাৰ্য্য-
 কারণবিধুরনন্তমাত্রাবস্থানস্য ফলত্বাৎ কথং তস্য সাধনত্বা ইত্যত আহ
 —তদ্বাসনেতি। চিন্তস্য ব্রহ্মাকারবাসনাত্যুপগমাৎ ইত্যর্থঃ। ৪১

৪২। জীবব্রহ্মস্বরূপপরিণোদনপূর্বকং কথিততদৈক্যার্থে ক্রতান্তরম্
 উপোদয়তি ইত্যশয়েনাহ—জীবব্রহ্মণোরিতি। “অয়মাত্মা” ইত্যাদি-

অসম্প্রজাত সমাধি।

আর যখন সেই বৃত্তিটিও ধোয় বস্তুর স্বরূপে লীন হইয়া যায় এবং
 বৃত্তিময় চিন্ত প্রযত্নপূর্বক ধোয় বস্তুস্বরূপে অবস্থান করে, তখন তাহাকে
 অসম্প্রজাত সমাধি বলে। আচার্যাগণ বলিয়াও গিয়াছেন—“বৃত্তিশূন্য মনের
 যে ব্রহ্মাকারে অবস্থিতি তাহাকে অসম্প্রজাত সমাধি বলা হয়। সুষুপ্তি
 হইতে অসম্প্রজাত সমাধির পাথক্য এই যে, ইহাকে প্রযত্নপূর্বক সম্পাদন
 করিতে হয়, কিন্তু সুষুপ্তিতে প্রযত্নের আবশ্যকতা নাই। সুষুপ্তিকালে
 চিন্ত কারণস্বরূপে অবস্থান করে—ইহাট আমরা স্বীকার করি; কিন্তু
 অসম্প্রজাত সমাধি অবস্থায় চিন্ত কাৰ্য্যকারণবন্ধন পরিত্যাগপূর্বক মাত্র
 বস্তুস্বরূপে অবস্থান করে—ইহাট আমাদের অভিপ্রায়। আর ইহাকে
 সাধন বলিবার কাৰণ এত যে, তৎকালে সেই সমাধির জল্য বাসনাবিশেষও
 আমরা স্বীকার করি—অর্থাৎ অসম্প্রজাত সমাধিকালে চিন্ত ব্রহ্মাকার-
 বাসনাবিশেষ যুক্ত হয়—এই জল্যট ইহাও সাধনস্বরূপ। ৪১

জীবব্রহ্মের ঐক্যবোধক ক্রটি।

৪২। জীব ও ব্রহ্মের একত্বে ঐক্য সম্বন্ধে শ্রোত প্রমাণ দিতেছেন—
 ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’ অর্থাৎ ‘এই আত্মা ব্রহ্ম’ ইত্যাদি। এখানে ব্রহ্ম ও

“তত্ত্বমসি” (ছাঃ ৬।৪।৭) “ব্রহ্মাহমস্মি” “সত্যং জ্ঞান-
মনন্তঃ ব্রহ্ম” “একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম” আত্মৈবেদং সৰ্ব্বম্”
“সৰ্ব্বং খষিৎ ব্রহ্ম” “প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” (ঐ ৩।৯) :
“অয়মাত্মা ব্রহ্ম” (বৃহঃ ২।৫।১৯) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ ৷২৯।

ইতি পক্ষীকরণং ভবতি ৷৩০৷৩০

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচায়া-শ্রীমদগোবিন্দভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংস
পরিব্রাজকাচায়া-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ-বিরচিতং পক্ষীকরণম্ ।

সামানাধিকরণ্যং, পদার্থয়োঃ বিশেষণবিশেষ্যত্বম্ । ততো
বিরোধক্ষুণ্ণৌ পদার্থস্যা নিক্ষুণ্ণস্য বস্তুমাত্রেণ লক্ষণয়া সম্বন্ধঃ ।
ততশ্চ অখণ্ডৈকরসবাক্যার্থপ্রতিপত্তিঃ । ন চ একার্থে পদ-
ভেদানুপপত্তিঃ, ব্যাবর্ত্যভেদাৎ অর্থবহুসিদ্ধিরিতি দ্রষ্টব্যম্ ।
আদিপদেন তত্ত্বমস্যা দিমহাবাক্যানি তত্ত্বং পদার্থবিষয়াণি চ
অবাস্তুরবাক্যানি ব্রহ্মাত্মৈকরসেহে পর্যাবসিতানি গৃহীত-
ব্যানি ৷৪১৷

বাক্যত্র অখণ্ডার্থত্বম্ উপপাদয়তি—অত্র ইত্যাদিনা । পদয়োঃ
সামানাধিকরণ্যমিতি । ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানাম্ একস্মিন
অর্থে বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্ ইত্যর্থঃ । বিশেষণবিশেষ্যত্বমিতি ।
পদার্থয়োঃ অগ্নোক্তভেদব্যাবর্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যত্বমত্যর্থঃ । নানাম্
আত্মা এই পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ এবং পদার্থ দ্বয়ের বিশেষণ-
বিশেষ্যতাই সম্বন্ধ ইহাতে বিরোধ উদয় হইলে লক্ষণাদ্বারা নিক্ষুণ্ণ পদার্থের
মাত্র বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থির কারণে হইবে । আর তাহা হইলে
অখণ্ডৈকরস বাক্যার্থের বোধ হইবে ? আর একার্থ হইলে ভিন্নপদ হওয়া
ঠিক নহে—ইহা বলা যায় না ; কারণ ব্যাবর্ত্যের ভেদে অর্থবহুসিদ্ধি
হইতে পারে তাই বুঝিতে হইবে ।

৪৩। তদেবম্ অধিকারিণো বাক্যাদ্ ব্রহ্মাঐক্যসা-
ক্ষাৎকারসমুৎপত্তৌ অজ্ঞানতৎকার্যানিবৃত্তৌ অনারকফল-
উৎপলম্ ইতিবৎ বিশিষ্টে এব বাক্যার্থাঃ সন্তঃ কিং লক্ষণয়া ? ইতি
নেতাহ—বিরোধক্ষুর্ভাবিতি । তত্র নীলগুণস্ত উৎপলদ্রব্যস্য চ গুণ-
গুণিতাবেন বৈশিষ্ট্যম্ উপপত্ততে । ইহ তু পদার্থয়োঃ বিরোধেন ন বিশিষ্ট-
বাক্যার্থসম্ভবঃ ইত্যর্থঃ । তত্র লক্ষণা ত্রিবিধা—জহল্লক্ষণা অজহল্লক্ষণা,
জহদজহল্লক্ষণা চেতি । তত্র জহল্লক্ষণা ন সম্ভবতি, 'গঙ্গায়াং ঘোষ' ইতি-
বৎ বাচ্যার্থাশেষপরিত্যাগাভাবাৎ । নাপি অজহল্লক্ষণা, 'শোণো ধাবতি'
ইতিবৎ বিরুদ্ধার্থত্বাৎ এব । পরিশেষাৎ জহদজহল্লক্ষণা 'সোহয়ং দেব-
দত্তঃ' ইতিবৎ আশ্রয়ণীয়া । বিরুদ্ধাংশপরিত্যাগেন অনুগতচিদংশেন
অখণ্ডৈকরসবাক্যার্থপ্রতীতিঃ ইত্যাহ—ততশ্চেতি । প্রমাণং চ—
'অয়মাশ্রা ব্রহ্ম' ইত্যাদিবাক্যাম্ অখণ্ডার্থনিষ্ঠম্ অকার্যাকারণদ্রব্যনিষ্ঠে
সতি সমানাদিকরণত্বাৎ, 'সোহয়ং দেবদত্তঃ' ইতি বাক্যবৎ ইতি । পদয়োঃ
একার্থপরত্বে পর্যায়ত্বাৎ । তথাত্তে চ সহপ্রয়োগাযোগঃ ইতি তত্রাহ
—নচেতি । তত্র হেতুমাহ—ব্যাবর্ত্যেতি । 'অয়মাশ্রা ব্রহ্ম' ইত্যাদি
প্রতিভাঃ ইত্যত্র আদিপদসংগৃহীতং দর্শয়তি—আদীতি । অবাস্তর-
বাক্যানি ইতি "সত্যং জ্ঞানমনস্তঃ" (তৈঃ ২।১।১) ইত্যাদীনি ইত্যর্থঃ । ৪২

৪৩। প্রকরণার্থম্ উপসংহরন্ অনুক্রমেণ জীবমুক্তিপারমমুক্তৌ দর্শয়তি
—তদেবমিত্যাदि। প্রথমং বাক্যার্থপরিণীলনফলমাহ—ব্রহ্মাঐক্য-

মূলে যে আদিপদের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা 'তত্ত্বমসি'
প্রভৃতি মহাবাক্যসকল এবং 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থবিষয়ক অন্যান্য অবাস্তর
বাক্য সকল একরস ব্রহ্মস্বরূপেই যে পর্যাবসিত তাহাই বুঝিতে হইবে । ৪২

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীর ব্রহ্মপ্রাপ্তি ।

৪৩। অতএব এই প্রকারে যিনি অধিকারী হইবেন—বেদান্তবাক্য
প্রবণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য সক্ষাৎকার হইলে অজ্ঞান ও

পূর্বোপার্জিতকৰ্মদহনাৎ, উত্তরকালীনকৰ্মগণশ্চ অনাগ্নেষাৎ,
আরক্ষফলকৰ্মগণশ্চ ভোগেনৈব ক্ষয়াৎ, তদবস্থিতিপ্রযুক্ত-
দেহাবভাসজগদবভাসনিবৃত্তৌ তদাশ্বনা তৎকারণকৰ্মাশ্বনা
অবস্থিতাবিদ্ধাভাবাৎ, তৎকার্যনিবৃত্তেশ্চ বস্তুস্বরূপেণৈব
পরিশেষাৎ, প্রত্যগাত্মা সচ্চিদানন্দাত্মকঃ সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-
স্বরূপং ব্রহ্মৈবেতি সিদ্ধম্ ॥৪৩

সাক্ষাৎকারেতি । আপ্তবাক্যাৎ কর্ণগতচামীকরসাক্ষাৎকারবৎ
গুরুপদিষ্ট-“তত্ত্বমসি”-মহাবাক্যাৎ ব্রহ্মাত্মকাসাক্ষাৎকারো ভবতীতি
ভাবঃ । সাক্ষাৎকারে সতি কিং স্মৃৎ তত্রাঃ—অজ্ঞানোতি । যথা
প্রদীপঃ অন্ধকারং নিবৰ্ত্তয়ন্তেব উদেতি তদ্বৎ আত্মসাক্ষাৎকারঃ অনেক-
সংসারমূলজ্ঞানং নিবৰ্ত্তয়ন্তেব উদেতি ইতি ভাবঃ ।

কারণনিবৃত্ত্যা কার্যনিবৃত্তিং দর্শয়তি—তৎকার্যোতি । ন চ জ্ঞানা-
জ্ঞানয়োরেব বিরোধে কথম্ অবিরোধি কথম্ জ্ঞানাৎ নিবৰ্ত্তেত ইতি
বাচ্যম্ ? সৰ্বস্যাপি প্রপঞ্চজাতস্য অজ্ঞানাত্মকত্বপ্রতিপাদনাৎ ইতি । তর্হি
দেহারম্ভককৰ্মগাম্ অবিদ্ধাকার্যাত্মাং জ্ঞানোৎপত্তিসমকালম্ এতৎদেহ-
পাতঃ স্যাদিতি তত্রাঃ—আরক্ষেতি । “প্রারক্ষকৰ্মগাং ভোগাদেব ক্ষয়ঃ”
ইতি শাস্ত্রাৎ ইত্যর্থঃ ।

তাহার কার্য সকল নিবৃত্ত হইলে পূর্বজন্মার্জিত যে সকল কৰ্ম ফলপ্রদান
আরম্ভ করে নাই, সেই সকল কৰ্ম দগ্ধ হইয়া ফলজননে অশক্তি হইলে,
এবং উত্তরকালীন অর্থাৎ প্রারক্ষবশে কৃতকৰ্ম সকলের অসংস্পর্শ হইলে
এবং যে সকল কৰ্ম ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ভোগের দ্বারা তাহাদের
ক্ষয় হইলে এবং তাহাদের অবস্থিতি প্রযুক্ত দেহাবভাস ও জগতের
অবভাসানবৃত্ত হইলে তৎস্বরূপে এবং তাহার কারণ, নিবৃত্তি কৰ্মাদির
স্বরূপে অবস্থিত অবিজ্ঞার অভাব হইলে এবং তাহার কার্য সকল নিবৃত্ত

৪৪ । ষড়বিধং লিঙ্গমাত্রিত্য বেদান্তা যত্র নির্মিতাঃ ।

বিধানপ্রতিষেধাভ্যাং তং বন্দে পুরুষোত্তমম্ ॥১৥৪৪

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-ভৃঙ্কানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-

শ্রীআনন্দজ্ঞানভগবদ্বিরচিতং পঞ্চীকরণবিবরণম্ ।

এতাবতা জীবমুক্তিঃ দর্শিতা । পরমমুক্তিস্বরূপম্ অবতারয়তি—
তদবস্থিতি ইতি । তস্য দেহারম্ভককারণঃ অবস্থিতিরিতি যাবৎ ।
দেহাবভাসৌ দেহরূপেণ অবভাসঃ, তত এব দৃষ্টপটায়মানজগদাভাসশ্চ,
তদুভয়নিবৃত্তেঃ ইত্যর্থঃ । ততঃ কিম্? অত আহ—তদাত্মনেতি ।
তদাত্মনা দেহাত্মনা তৎকারণকর্ম্মাত্মনা প্রারম্ভকর্ম্মাত্মনা স্থিত্যভাবাৎ
ইত্যর্থঃ । তৎকার্য্যনিবৃত্তোরিতি । বাসনাময়সংসারনিবৃত্তেচ্চ ইত্যর্থঃ ।
অত পরিশেষাৎ সিদ্ধম্ অথঃ প্রকরণপ্রতিপাদিতম্ অবাধাৎ মোক্ষস্বরূপম্
অনেকৈঃ বিশেষণৈঃ নির্দ্বারয়তি—বস্ত্রস্বরূপেণৈব ইতি ৷৪৩

৪৪ । গ্রন্থাদৌ গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থান্তে মঙ্গলম্ আচরণীয়মিতি শিষ্টা-
চারম্ অল্পরুদ্ধান ইষ্টদেবতাং প্রণয়তি—ষড়বিধমিতি ।

হইলে কেবলনাত্র বস্ত্রস্বরূপে পরিশেষ হয় বলিয়া সচ্চিদানন্দস্বরূপ
প্রত্যগাত্মা, সত্যজ্ঞান এবং অনন্ত আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই হন ইহাই সিদ্ধ
হইল ৷৪৩

গ্রন্থশেষে মঙ্গলাচরণ ।

৪৪ । তাৎপর্য্যবোধক ছয় প্রকার লিঙ্গ অনুসারে বিধান ও প্রতি-
ষেধরূপে বেদান্ত সকল যাহাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে সেই পুরুষোত্তমকে
নমস্কার করি ৷৪৪

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-ভৃঙ্কানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-

শ্রীআনন্দজ্ঞানভগবদ্বিরচিত পঞ্চীকরণবিবরণ ।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূর্ব্বতা ফলম্ ।

অর্থবাদোপপত্তৌ চ লিঙ্গঃ তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥১॥

ইতি লিঙ্গানি । বিধানং “সদেব সোমোদমগ্র আসীৎ” (ছন্দোঃ ৬’)

ইত্যাদি । প্রতিষেধো “নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন” (বৃহঃ ৪।৪।১৬)

ইত্যাদি । ৪৪

পঞ্চীকৃতৈকবিবরণমর্থতঃ প্রকটীকৃতম্ ।

যথাক্রমং যথাবুদ্ধি তেন তুষ্ণোদ্রমাপতিঃ ॥১॥

সীতাসুবর্ণলতিকাপারিবাীতগাত্রং

প্রেমায়ুতার্জ্জচরণঃ সুখসংফলাঢ্যম্ ।

কৌন্তিপ্রস্থনপরিবাসিতসৰ্ব্বলোকং

রামাভিধং জগতি কল্পতরুং নমামি ॥২॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-কৃষ্ণতীর্থ-ভগবৎপূজ্যপাদশিষ্ণু-

শ্রীরামতীর্থভগবদ্বিরচিতা পঞ্চীকরণবিবরণটীকা

তত্ত্বচঞ্জিকা ।



শাক্তর গ্রন্থরত্নাবলী

—:~:~:~:—

প্রবোধসুধাকরঃ । (৫)

দেহনিম্মাশ্রয়ঃ ।

নিত্যানন্দৈকরসং সচ্চিন্মাত্রং স্বয়ংজ্যোতিঃ ।

পুরুষোত্তমমজমৌলং বন্দে শ্রীযাদবাসীশম্ ॥১

যং বর্ণয়িতুং সাক্ষাচ্ছ্রুতিরপি মুকেব মৌনমাচরতি ।

সোহস্মাকং মনুজানাং কিং বাচাং গোচরো ভবতি ॥২

যত্নপেব্যং বিদিতং তথাপি পরিভাষিতো ভবেদেব ।

অধ্যাত্মশাস্ত্রসারৈর্হরিচিস্তনকীর্তনাত্যাসৈঃ ॥৩

১। নিত্যানন্দই একমাত্র রস অর্থাৎ মার ষাঁহার, যিনি সৎ এবং চিন্মাত্রস্বরূপ, এবস্তৃত স্বয়ংপ্রকাশ জন্মরহিত পুরুষোত্তম যাদবপ্রধান ঐভগবানকে বন্দনা করি ।১

২। ষাঁহাকে সাক্ষাৎরূপে বর্ণনা করিতে যাইয়া শ্রুতিও মুকের জ্ঞায় হইয়াছে (অর্থাৎ শ্রুতিরও যিনি অভিধেয় নহেন) তিনি কি মনুষ্যদেহধারী আমাদিগের বর্ণনীয় হইতে পারেন ? । অর্থাৎ তিনি কখনই মনুষ্যদেহধারী স্ততরাং প্রমাদগ্রস্ত আমাদিগের বর্ণনার বিষয় হন না) ।২

৩। যদিও তিনি এইরূপেই বিদিত (অর্থাৎ যদিও সেই ভগবান্ শ্রুতিরও অবাচ্য বলিয়াই প্রসিদ্ধ) তথাপি হরির চিস্তন এবং কীর্তনের অভ্যাস আছে যাহাতে, অর্থাৎ ঐভগবানের চিস্তন এবং

শাক্তগ্রন্থরত্নাবলী ।

কিঃপুংকর্ষভিক্রপায়ৈরভ্যাসজ্ঞানভক্ত্যাঐঃ ।

পুংসো বিনা বিরাগং মুক্তেরধিকারিতা ন স্যাৎ ॥৪

বৈরাগ্যমাত্মবোধো ভক্তিশ্চেতি ত্রয়ং গদিতম্ ।

মুক্তেঃ সাধনমাদৌ তত্র বিরাগো বিতৃষ্ণতা প্রোক্তা ॥৫

সা চাহংমমতাভ্যাং প্রচ্ছিন্না সর্বদেহেষু ।

তত্রাহন্তা দেহে মমতা ভার্যাদিবিষয়েষু ॥৬

দেহঃ কিমাত্মকোহয়ং কঃ সম্বন্ধোহস্য বা বিষয়েঃ ।

এবং বিচার্যমাণেহহন্তামমতে নিবর্ত্তেতে ॥৭

কীৰ্ত্তনের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ বিত্তমান, তাদৃশ অধ্যাত্মশাস্ত্রের যাহা সার
অর্থাৎ উপনিষৎ, সেই উপনিষদের দ্বারা তত্নি পরিভাষিত অর্থাৎ
লক্ষিত হইবেনই ॥৩

৪। বৈরাগ্য ব্যতিরেকে অভ্যাস, জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি ক্লপ
যে সমুদায় সাধন, তদ্বারা পুরুষের মুক্তিতে অধিকারই হইতে
পারে না ॥৪

৫। পূর্বে যে, বৈরাগ্য, আত্মজ্ঞান ও ভক্তি—এই তিনটিকে মুক্তির
সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহা তৃষ্ণারাহিত্য তাহাই
বিরাগ বলিয়া আখ্যাত হয় ॥৫

৬। সর্বদেহেতে বর্ত্তমান সেই মুক্তি, অহন্তা অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন
প্রমাতৃতা এবং মমতা অর্থাৎ মায়াবিকল্পিত ভেদবুদ্ধি,—এই উভয়ের
দ্বারা আবৃত রহিয়াছে। সেই অহন্তা এবং মমতার মধ্যে, অহন্তা—
দেহাশ্রিত এবং মমতা—বানিতা প্রভৃতি বিষয়াশ্রিত। (কারিকোক্ত
“সর্বদেহ” পদ দেহীর লক্ষক। অর্থাৎ ‘সর্বদেহেষু’ এই পদের লক্ষ্যার্থ
সমস্ত-দেহীতে বুঝিতে হইবে) ॥৬

৭। এই দেহের আত্মা অর্থাৎ উপাদান কারণই বা কি ? এবং

জীপুংসোঃ সংযোগাৎ সম্পাতে শুক্রশোণিতয়োঃ ।
 প্রবিশন্ জীবঃ শনৈকঃ স্বকৰ্ম্মণা দেহমাধত্তে ॥৮
 মাতৃগুরুদরদৰ্ঘ্যাং কফমূত্রপুরীষপূর্ণায়াম্ ।
 জঠরাগ্নিজ্বালাভিনবমাসং পচ্যতে জন্তুঃ ॥৯
 দৈবাৎ প্রমুতिसময়ে শিশুস্তিরশ্চীনতাং যদা যাতি ।
 শনৈর্বিখণ্ড্য স তদা বহিরিহ নিষ্কাশ্যতেহতিবলাৎ ॥১০
 অথবা যন্তুচ্ছিত্ত্বাদ্ যদা তু নিঃসার্যাতে প্রবলৈঃ ।
 প্রসবসমীরৈশ্চ তদা যঃ ক্লেশঃ সোহপ্যনিৰ্ব্বাচ্যঃ ॥১১

এবং ইহার সহিত বিষয়ের সম্বন্ধই বা কি ? এই প্রকার বিচারবুদ্ধি উদ্ভিত হইলে অহস্তা অর্থাৎ দেহাশ্রিত যে পরিচ্ছিন্ন প্রমাতৃত্ব এবং মমতা অর্থাৎ মায়াকল্পিত ভেদবুদ্ধি তাহা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥৭

৮। জী ও পুরুষের সংযোগ হইতে শুক্রশোণিতের মিলন হইলে ধীরে ধীরে জীব তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া নিজকৰ্ম্মানুসারে দেহকে আশ্রয় করে ॥৮

৯। কফ মূত্র এবং বিষ্ঠাপরিপূর্ণ মাতৃগর্ভরূপ গুরু গুহাতে নয় মাস পর্য্যন্ত, প্রাণী, জ্বালাময় উদরাগ্নিদ্বারা পাক প্রাপ্ত হইতে থাকে ॥৯

১০। দৈবপ্রতিকূলতানিবন্ধন যদি কখনও প্রসবসময়ে শিশু বক্ততা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অতিশয় বলপ্রয়োগে সেই শিশুকে অস্ত্রদ্বারা-ছেদন করিয়া বহির্দেশে অর্থাৎ গর্ভনাড়ী হইতে বাহিরে নিষ্কাশিত করা হয় ॥১০

১১। অথবা যখন (শিশু) প্রকটবলশালী প্রসববায়ুকর্ষক যন্তুচ্ছিত্ত্ব হইতে নিঃসারিত হয়, তৎকালীন (প্রাণীর) যে ক্লেশ, তাহাও বর্ণনার অতীত । (কারিকোক্ত “প্রসবসমীর”পদের অর্থ—যেই বায়ুর সাহায্যে গর্ভ প্রসৃত হয় সেই বায়ু) ॥১১

আধিব্যাধিবিয়োগাশ্রয়বিপৎকলহদীর্ঘদারিজ্যৈঃ ।

জন্মানন্তরমপি যঃ ক্লেশঃ স কিং শক্যতে বক্তুম্ ॥১২

নরপশুবিহঙ্গতির্যগ্‌যোনীনাং চতুরশীতিলক্ষাণাম্ ।

কশ্মন্বিবদ্ধো জীবঃ পরিভ্রমন্ যাতনা ভুঙ্ক্তে ॥১৩

পরমস্তত্র নুদেহস্তত্রোজ্জন্মাশ্রয়োৎপত্তিঃ ।

স্বকুলাচারবিচারঃ শ্রুতিপ্রচারশ্চ তত্রাপি ॥১৪

আত্মানাস্ববিবেকো নো দেহশ্চ চ বিনাশিতাজ্ঞানম্ ।

এবং সতি স্বমাযুঃ প্রাজ্ঞৈরপি নীয়তে মিথ্যা ॥১৫

১২। জন্মের পরেও আধি, ব্যাধি, মৃত্যু, স্বজনের বিপত্তি, কলহ এবং বহুকালব্যাপী দরিদ্রতানিবন্ধন প্রাণীর যে দুঃখ হয়, তাহা কি কেহ বলিতে সমর্থ হইবেন? অর্থাৎ সেই সমুদায় কষ্ট মানুষ একে একে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে সমর্থ হয় না ॥১২

১৩। নিজ কৃতকর্মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পরিভ্রমণশীল জীব মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি চতুরশীতি লক্ষ নিন্দিত জন্মের যাতনা ভোগ করিয়া থাকে ॥১৩

১৪। সেই চতুরশীতি লক্ষ জন্মের মধ্যে মনুষ্য জন্মই শ্রেষ্ঠ; তাহাতে আবার উচ্চ জাতীয়ের বংশে অর্থাৎ ব্রাহ্মণবংশে উৎপত্তি শ্রেষ্ঠতর, তাহাতে পুনরায় স্বীয় কুলাচারের বিচার এবং শ্রুতিপ্রচার অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদ্বারা বেদের বিস্তার শ্রেষ্ঠতম ॥১৪

১৫। আত্মা এবং অনাস্বাবস্তুর বিবেক ও দেহের বিনাশিত্ববুদ্ধি না থাকিলে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিও অর্থাৎ বান্ধব পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণপূর্বক আপনার কুলাচার সম্বন্ধে বিচার ও অধ্যয়ন অধ্যাপনার দ্বারা বেদের প্রচার করিতেছেন, তাদৃশ ব্যক্তিও বৃথাই নিজের পরমাযু কল্যস্বাধন করিয়া থাকেন ॥১৫

প্রবোধসুধাকরঃ । (৫)

আয়ুঃক্ষণলবমাত্রং ন লভ্যতে হেমকোটিভিঃ কাপি ।

তচ্চেদ্ গচ্ছতি সর্বং যথা ততঃ কাহধিকা হানিঃ ॥১৬

নরদেহাতিক্রমণাং প্রাপ্তৌ পশ্বাদিদেহানাম্ ।

স্বতনোরপ্যজ্ঞানে পরমার্থস্তাত্ৰ কা বার্তা ॥১৭

সততং প্রবাহমানৈবৃষভৈরশ্ঠৈঃ খরৈর্গজৈর্মহিষৈঃ ।

হা কষ্টং ক্ষুৎক্ষামৈঃ শ্রান্তৈশ্চ নোঁ শক্যতে বক্তুন্ম ॥১৮

রুধিরত্রিধাতুমজ্জামেদোমাংসাস্তিসংহতিদেহঃ ।

স বহিস্তৃচা পিনদ্ধস্তস্মিন্নো ভক্ষ্যতে কাকৈঃ ॥১৯

১৬। যেই আয়ুষ্কালের নিমেষমাত্রও কোটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে কোনও সময়ে কোনও দেশে লাভ করা যায় না, সেই আয়ুষ্কাল সমস্তই যদি ব্যথাই চলিয়া যায়, তবে তাহা হইতে আব অধিক ক্ষতি কি হইতে পারে? অর্থাৎ বুঝ! আয়ুক্ষয় অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট মানুষের পক্ষে আর সম্ভব হয় না ॥১৬

১৭। জীবের নরদেহ অতিক্রমের পরে পশুপ্রভৃতি দেহের সম্বন্ধ হইলে তাহার নিজদেহবিষয়ক বুদ্ধি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়, অর্থাৎ সেই অবস্থাতে আপনার পশুত্ব পর্য্যন্ত প্রাণী বৃত্তিতে পারে না, সুতরাং তাহার পরমার্থ বিষয়ে আর কথা কি? অর্থাৎ যাহার নিজ দেহসম্বন্ধ পর্য্যন্ত জ্ঞান থাকে না, তাহার পরমার্থসম্বন্ধীয় জ্ঞান সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া থাকে ॥১৭

১৮। সর্বদা ভারবহনশীল ক্ষুৎপিড়িত অতএবই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত বৃষ, অশ্ব, গর্দভ, হস্তী, এবং মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ, “হা হা বড়ই দুঃখ হইতেছে” এরূপ বলিতে পর্য্যন্তও সমর্থ হয় না। অথবা তাদৃশ পশুগণ বলিতে পর্য্যন্তও অক্ষম। আহা! এ অবস্থা বড়ই দুঃখজনক! ॥১৮

১৯। রক্ত, ত্রিধাতু অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষ, এবং

নাসাগ্রাদ্ বদনাদ্ বা কথং মলং পায়ুতো বিম্ভজন্ ।

স্বয়মেবৈতি জুগুপ্সামস্তুঃ প্রমৃতং চ নো বেত্তি ॥২০

পথি পতিতমস্থি দৃষ্ট্বা স্পর্শভয়াদন্যমার্গতো যাতি ।

নো পশুতি নিজদেহং চাস্তিসহস্রাবৃতং পরিতঃ ॥২১

কেশাবধি নখরাগ্রাদিদমস্তুঃ পুতিগন্ধসম্পূর্ণম্ ।

বহ্নিরপি চাণ্ডুরচন্দনকপূরাঠৈর্বিলেপয়তি ॥২২

যত্নাদন্য পিধন্তে স্বাভাবিকদোষসংঘাতম্ ।

ঔপাধিকগুণনিবহং প্রকাশয়ন্ শ্লাঘতে মূঢ়ঃ ॥২৩

মজ্জা অর্থাৎ অস্থির অন্তঃস্থিত ক্লিন্নপদার্থবিশেষ, মেদ, মাংস ও অস্থির সংঘাতরূপ এই দেহ বহির্ভাগে চক্ষুর দ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া কাকগণ-কর্তৃক ভক্ষিত হয় না ॥১৯

২০। নাসাগ্র অথবা বদনদ্বারা কফনির্গমন এবং গুহ্যদ্বারা পুরীষপরিত্যাগকালে আপনিই যুগাবোধ করিয়া থাকে, অথচ তাহা যে দেহের ভিতরে বিস্তৃতভাবে রহিয়াছে—ইহা প্রাণিগণ বুঝিতে পারে না ॥২০

২১। পথিমধ্যে পতিত অস্থিখণ্ড অবলোকন করিয়া স্পর্শভয়ে মানব অন্য পথে গমন করিয়া থাকে। কিন্তু নিজেব দেহ যে চতুর্দিকেই সহস্র সহস্র অস্থিদ্বারা সমাবৃত—ইহা বুঝিতে পারে না ॥২১

২২। কেশাগ্র হঠাতে নখাগ্র পর্য্যন্ত এই দেহ পুতিগন্ধদ্বারা পরিপূর্ণ। তথাপি মানব সেই পুতিগন্ধময় দেহের বহির্দেশে অণুর-চন্দন কপূর প্রভৃতিদ্বারা বিলেপিত করিয়া থাকে ॥২২

২৩। অতিশয় যত্নসহকারে দেহের স্বাভাবিক দোষসমূহ আবৃত করিয়া থাকে, এবং তাহাতে ঔপাধিক অর্থাৎ কৃত্রিম গুণসমূহ প্রকাশ করিয়া যুচ ভীষ আপনাকে প্রসংশিত মনে করিয়া থাকে ॥২৩

প্রবোধসুধাকরঃ । (৫)

ক্ষতমুৎপন্নং দেহে যদি ন প্রক্ষাল্যতে ত্রিদিনম্ ।

তত্রোৎপতন্তি বহবঃ ক্রিময়ো তুর্গন্ধসংকীর্ণাঃ ॥২৪

যো দেহঃ সুপ্তোহভূৎ সুপুষ্পশয্যোপশোভিতে তল্লৈ

সম্প্রতি স রজ্জুকাঠৈর্নয়িত্বিতঃ ক্ষিপ্যাতে বহ্নৌ ॥২৫

সিংহাসনোপবিষ্টং দৃষ্ট্বা যং মুদমবাপ লোকোহয়ম্ ।

তং কালাকৃষ্টতনুং বিলোক্য নেত্রে নিমীলয়তি ॥২৬

এবংবিধোহতিমলিনো দেহো যৎসন্তয়া চলতি ।

তং বিস্মৃত্য পরেশং বহত্যহস্তামনিত্যেহস্মিন্ ॥২৭

কাত্মা সচ্চিদ্রূপঃ ক মাংসরুধিরাস্থিনিশ্চিতে দেহঃ ।

ইতি যো লজ্জতি ধীমানিতরশরীরং স কিং মনুতে ॥২৮

২৪। দেহে উৎপন্ন ক্ষত যদি দিনত্রয়মাত্র ধৌত না হয়, তাহা হইলে দেহের সেই ক্ষতস্থানে পুতিগন্ধযুক্ত শত শত ক্রিমি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥২৪

২৫। যেই দেহ একদিন শোভন কুসুমসজ্জা দ্বারা পরিশোভিত শয্যাতে নিদ্রিত হইয়াছিল, সম্প্রতি সেই দেহে রজ্জু এবং কাষ্ঠদ্বারা নিয়ত্নিত হইয়া বহিতে নিক্ষিপ্ত হইতেছে ॥২৫

২৬। যাহাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া মানব আনন্দিত হয়, তাহাকেই আবার কালকবলিত দেখিয়া নয়নদ্বয় নিমিলিত করে ॥২৬

২৭। এই প্রকার অতিশয় মলিন দেহ, যাহার সন্তানবন্ধন চলন-শীল হইয়া থাকে, সেই পরমেশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া মানব অনিত্য এই দেহে অহস্তার অর্থাৎ কর্তৃত্বের অভিমান করিয়া থাকে ॥২৭

২৮। কোথায় সেই সং এবং চিৎস্বরূপ আত্মা, আর কোথায় মাংস, রুধির এবং অস্থিদ্বারা নিশ্চিত এই দেহ—এইরূপে যিনি লজ্জিত হইবেন, তাদৃশ বুদ্ধিমান মানব কি আর অপর শরীর ইচ্ছা করেন?

বিষয়নিম্নাপ্রকরণম্ ।

মৃত্যুঃ কুরুতে বিষয়জকর্দমসংমার্জনং মিথ্যা ।

দূরদৃষ্টবৃষ্টিবিরসো দেহো গেহং পতত্যেব ॥২৯

ভার্য্যা রূপবিহীনা মনসঃ ক্ষোভায় জায়তে পুংসাম্ ।

অত্যন্তং রূপাঢ্যা সা পরপুরুষে বশীক্রিয়তে ॥৩০

যঃ কশ্চিৎ পরপুরুষো মিত্রং ভূত্যোহথবা ভিক্ষুঃ ।

পশ্যন্তি হি সাভিলাষং বিলক্ষণোদাররূপবতীম্ ॥৩১

যং কশ্চিৎ পুরুষবরং স্বভর্তু রতিসুন্দরং দৃষ্ট্বা ।

মৃগয়তি কিং ন মৃগাক্ষী মনসেব পরজিয়ং পুরুষঃ ॥৩২

অর্থাৎ তাদৃশ প্রজ্ঞাবান্ মানব আর অল্প শরীরগ্রহণে যত্নবান বা ইচ্ছুক হয় না ॥২৮

বিষয়নিম্নাপ্রকরণম্ ।

২৯। মোহগ্রস্ত ব্যক্তি বিষয় হইতে উৎপন্ন কর্দমদ্বারা দেহরূপ গৃহের মার্জন অনর্থকই করিয়া থাকে। কারণ, দূরদৃষ্টরূপ বৃষ্টিদ্বারা (পুনরায়) হতশ্রী হইয়া দেহরূপ গৃহ অবশ্যই পতিত হইবে ॥২৯

৩০। কুরুপা কামিনী পুরুষের মনে ক্ষোভই উৎপন্ন করে। আর সেই নারী রূপলাবণ্যবতী হইলে পরপুরুষকর্তৃক বশীভূতা হইয়া থাকে ॥৩০

৩১। পরপুরুষ আপনার মিত্র ভূত্য অথবা ভিক্ষু যে কোনও ব্যক্তিই হউক না কেন, তাহারা অনন্তসাধারণ উদাররূপশলিনী জ্ঞীকে অভিলাষযুক্ত নেত্রেই দর্শন করিয়া থাকে ॥৩১

৩২। হরিণনয়না কামিনী যে কোনও পরপুরুষকে আপনার স্বামী অপেক্ষা অধিক রূপবান্ অবলোকন করিলে পুরুষ যেমন পর-জ্ঞীকে মনের দ্বারা কামনা করিয়া থাকে, তদ্রূপই কি কামনা করে না? অর্থাৎ পুরুষ যেমন পরজ্ঞীকে মনে মনে আকাজক্ষা করিয়া থাকে, সুন্দরী

এবং সুরূপনার্যা ভর্তা কোপাৎ প্রতিক্ষণং ক্ষীণঃ ।

নো লভতে সুখলেশং বলিমিব বলিভুগ্ বহুযুকঃ ॥৩৩

বনিতা নিতান্তমজ্ঞা স্বাজ্ঞামুল্লজ্যা বর্ততে যদি সা ।

শত্রোরপ্যধিকতরা পরাভিলাষিণ্যসৌ কিমুত ॥৩৪

লোকো নাপুত্রস্তাস্তীতি ঋত্যাশ্চ কঃ প্রভাষিতো লোকঃ ।

মুক্তিঃ সংসরণং বা তদন্তলোকেহথবা নাহুঃ ॥৩৫

সর্ব্বেহপি পুত্রভাজস্তনুকৌ সংসৃতির্ভবতি ।

শ্রবণাদয়োহপ্যুপায়া মৃষা ভবেয়ুস্তৃতীয়েহপি ॥৩৬

জীগণঃ তজ্জপ আপনাব স্বামী অপেক্ষা রূপবান্ যে কোনও পর-
পুরুষকে অন্তরে অন্তরে আকাজ্ঞা করিয়া থাকে ॥৩২

৩৩। যেমন বহু বলিভুক থাকিলে কোন বলিভুকই বলিতে তৃপ্ত
হইতে পারে না, তজ্জপ যিনি রূপবতী নারীর ভর্তা তিনি (অপরের
প্রতি) কোপপ্রযুক্ত ক্ষীণ হইয়া লেশমাত্র সুখও লাভ করিতে পারে
না ॥৩৩

৩৪। নিতান্ত অল্পবুদ্ধি নারী নিজেই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া
বর্তমান থাকিলে সেই জ্ঞী শত্রু হইতেও অধিক হয়। আর সেই রমণী
যদি পরাভিলাষিণী হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা আর অধিক (শত্রু)
কি হইতে পারে! ॥৩৪

৩৫। “অপুত্রক ব্যক্তির কোন লোক নাই” এই শ্রুতির দ্বারা
পরিভাষিত যে লোক তাহা কি? সেই লোক শব্দের অর্থ কি—মুক্তি?
না—সংসার? অথবা মুক্তি এবং সংসার ভিন্ন তৃতীয় কোনও বস্তু?
প্রথমপক্ষ নহে— ॥৩৫

৩৬। কারণ, মুক্তিপক্ষে দোষ এই যে, প্রায় সকলেই পুত্রবান্ হয়।
তাদৃশ পুত্রবান্ ব্যক্তির মুক্তি না হইয়া সংসার হয় এবং শ্রবণাদি

তৎপ্রাপ্ত্যুপায়সম্বাদ দ্বিতীয়পক্ষেহ্যাপুত্রস্ত ।

পুত্রেষ্ঠ্যাদিকযাগপ্রবৃত্তয়ে বেদবাদোহয়ম্ ॥৩৭

নানাশরীরকষ্টৈর্ধনব্যয়ৈঃ সাধ্যতে পুত্রঃ ।

উৎপন্নমাত্রপুত্রে জীবিতচিন্তা গরীয়সী তস্ম ॥৩৮

জীবন্মপি কিং মূৰ্খঃ প্রাজ্ঞঃ কিং বা সুশীলভাগ্ভবিতা ।

জ্বারশ্চোরঃ পিশুনঃ পতিতো দ্যুতপ্রিয়ঃ ক্রুরঃ ॥৩৯

পিতৃমাতৃবন্ধুঘাতী মনসঃ খেদায় জায়তে পুত্রঃ ।

চিন্তয়তি তাতনিধনং পুত্রো দ্রব্যাদুদধীশতাহেতোঃ ॥৪০

উপায়সমূহ বৃথা হয় । আর পুত্রোক্ত তৃতীয় কল্পেও সেই শ্রবণাদি উপায়সমূহ অনর্থকই হইয়া থাকে । কারণ, তাহা হইলে শ্রবণাদি করিলেও মুক্তি হয় না ॥৩৬

৩৭ ॥ অপুত্রক ব্যক্তিরও মুক্তিলাভের উপায় বিদ্যমান থাকায় “অপুত্রক ব্যক্তির কোনও লোক নাই” এই যে শ্রুতি, তাহা সেই অপুত্রক ব্যক্তির সংসারপক্ষে পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের প্রবর্তক মাত্র । অর্থাৎ ঐ শ্রুতির স্বার্থে কোনও তাৎপর্য্য নাই, উহা অপুত্রক সংসারী ব্যক্তির পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগে প্রবর্তক মাত্র ॥৩৭

৩৮ । বহুবিধ শারীরিক কষ্ট এবং অপরিমিত অর্থব্যয়দ্বারা মানব পুত্রলাভ করিয়া থাকে, সেই পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাহার জীবনচিন্তা অতিমাত্র বলবতী হইয়া থাকে ॥৩৮

৩৯ । জীবিত থাকিলেও আবার সেই পুত্র কি মূৰ্খ বা প্রাজ্ঞ বা সচ্চরিত্র বা লম্পট বা চোর বা অতিক্রোধন বা নিন্দিতকৰ্ম্ম বা দ্যুতাসক্ত বা ক্রুরস্বভাব হইবে—এই চিন্তায় মানব অহরহ দুঃখ ভোগ করিতে থাকে ॥৩৯

৪০ । যেই পুত্র দ্রব্যাদিসম্পত্তি হস্তগত করিবার নিমিত্ত পিতৃ-

সর্বগুণৈরূপপন্নঃ পুত্রঃ কস্মাপি কুত্রচিদ্ ভবতি ।

সোহল্লায়ু রুগ্নো বা হ্যনপত্যো বা তথাপি খেদায় ॥৪১

পুত্রাৎ সদ্গতিরিতি চেৎ তদপি প্রায়োহস্তি যুক্ত্যসহম্

ইথং শরীরকষ্টৈচ্ছং সংপ্রার্থ্যতে মূঢ়ৈঃ ॥৪২

পিতৃমাতৃবন্ধুভগিনীপিতৃব্যজামাতৃমুখ্যানাম্ ।

মার্গস্থানামিব যুতিরনেকযোনিভ্রমাৎ ক্ষণিকা ॥৪৩,

নিধন চিন্তা করিয়া থাকে, তাদৃশ পিতৃমাতৃবন্ধুঘাতী পুত্র কেবল মানসিক
খেদের নিমিত্তই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । অর্থাৎ সেই পুত্র ‘পিতা
মরিলেই আমি সমস্ত টাকা কড়ির মালিক হইতে পারি’ এই প্রকার
চিন্তা করে ॥৪০

৪১ ॥ সমস্ত গুণসম্পন্ন পুত্র কোনও মানবের কোনও সময়েই
হইয়া থাকে । অর্থাৎ সর্বগুণসম্পন্ন পুত্র প্রায়শঃ দুর্লভ । তাদৃশ পুত্র
হইলেও সে যদি অল্লায়ু, রুগ্ন অথবা সন্তানহীন হয়, তাহা হইলে তাহা
পিতামাতার খেদেরই কারণ হয় ॥৪১

৪২ । পুত্র হইতে সদগতি লাভ হয়—ইহাও প্রায় অযৌক্তিকই ।
কারণ, এই প্রকার শারীরিক কষ্টের দ্বারা দুঃখের প্রার্থনা মোহগ্রস্ত
ব্যক্তিই করিয়া থাকে । অর্থাৎ পুত্র হইলে তাহার সংক্রিয়ার দ্বারা
আমার উচ্চযোনি লাভ হইবে, সুতরাং পুত্র প্রয়োজন—ইহাও মোহগ্রস্ত
ব্যক্তিই চিন্তা করে । কারণ, দেবশরীরই হউক আর মানবশরীরই
হউক, সমস্ত শরীরই দুঃখের নিদান । অতএব উচ্চ যোনির লাভদ্বারা
নানাবিধ দুঃখের প্রার্থনা জ্ঞানবান্ ব্যক্তি করিতে পারে না ॥৪২

৪৩ । পথিকের সহিত ঘেমন অপর পথিকের মিলন ক্ষণকালের
নিমিত্ত, তজ্জপ পিতা, মাতা, বন্ধু, ভগিনি, পিতৃব্য, জামাতাপ্রমুখ
আত্মীয়ের সহিত মিলন ক্ষণিক মাত্র । যেহেতু উহার সকলেই অনেক

দৈবং যাবদ্ বিপুলং যাবৎ প্রচুরঃ পরোপকারশ্চ ।

তাবৎ সর্বৈ সুহৃদো ব্যত্যয়তঃ শত্রবঃ সর্বৈ ॥৪৪

অশ্রুস্তি চেদমুদিনং বন্দিন ইব বর্ণয়ন্তি সমুপাঃ ।

তচ্চেদ্ দ্বিত্র দিনাস্তুরমভিনিন্দন্তঃ প্রকুপ্যন্তি ॥৪৫

দুর্ভরজঠরনিমিত্তং সমুপার্জ্জয়িতুং প্রবর্ততে চিন্তম্ ।

লক্ষ্যাবধি বহুবিক্তং তথাপ্যালভ্যং কপর্দিকামাত্রম্ ॥৪৬

যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন । অর্থাৎ প্রতি জন্মেরই জন্মের পরে মৃত্যু এবং মৃত্যুর পরে জন্ম—এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ মোক্ষ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ; অতএব তাদৃশ জন্মমরণশীল প্রাণীর সহিত অপর জন্মমরণশীল প্রাণীর মিলন পথভ্রমণশীল পথিকদ্বয়ের পরস্পর মিলনের স্রায় ক্ষণবিধঃসী ॥৪৭

৪৪। যে পর্য্যন্ত বিপুল দৈব অনুকূল এবং যে পর্য্যন্ত প্রচুর পরোপকার করা হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সকলেই সুহৃৎ; ইহার ব্যত্যয়ে সকলেই শত্রু । অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বিপুল ধনসম্পত্তি থাকে এবং তাহার দ্বারা অন্ত্রের উপকার করা যায়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত সকলেই আত্মীয় । আর যখনই সেই ধনসম্পৎ ক্ষীণ হওয়ায় পরোপকার অসম্ভব হয়, তখনই সকলে শত্রু হইয়া দাঁড়ায় ॥৪৪

৪৫। লোকে প্রতিদিন আহার পাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়া বন্দনাকারিগণের স্রায় (গুণ) বর্ণনা করিয়া থাকে । আহার দিনদ্বয় বা দিনত্রয় ব্যবধানে সম্পন্ন হইলে (সেই বন্দিগণ) নিন্দাপরায়ণ হইয়া কোপ প্রকাশ করিয়া থাকে ॥৪৫

৪৬। দুর্নিবার উদরের নিমিত্ত লক্ষ্যাবধি বহুবিক্ত উপার্জন করিতে চিন্ত প্রবর্তিত হয় বটে, কিন্তু (ভাগ্যে না থাকিলে) কপর্দক পর্য্যন্তও লাভকরা সম্ভব হয় না ॥৪৬

লক্ষ্যেদধিকে।হর্থঃ পত্ন্যাঙ্গীনাং ভবেৎ স্বার্থঃ ।

নৃপচৌরতোহপ্যনর্থস্তস্মাদ্ অব্যোক্তমো বার্থঃ ॥৪৭

অগ্নায়মর্থভাজং পশ্যতি ভূপোহধ্বগামিনং চৌরঃ ।

পিপুনো ব্যসনপ্রাপ্তিং দায়াদানাং গণঃ কলহন্ ॥৪৮

পাতকভরৈরননৈকৈরর্থং সমুপার্জয়ন্তি রাজানঃ ।

অশ্বমতঙ্গজহেতোঃ প্রতিক্রণং নাশ্যতে সৌহর্থঃ ॥৪৯

রাজ্যাস্তরাভিগমনাৎ রণভঙ্গান্নস্তিভৃত্যদেষাদ্ বাপুঃ

বিষশস্ত্রগুপ্তঘাতান্নগ্নাশ্চিস্ত্যার্ণবে ভূপাঃ ॥৫০

মনোনিম্মাপ্রকরণম্ ।

হসতি কদাচিদ্ রৌতি ভ্রাস্তং সদ্ দশ দিশো ভ্রমতি ।

হৃষ্টং কদাপি রুষ্টং শিষ্টং দুষ্টং চ নিন্দতি স্তোতি ॥৫১

৪৭। (দৈবানুকূলতায়) বহুবিকলাৎ হইলেও তাহার দ্বারা পত্নীপ্রভৃতিরই স্বার্থসিদ্ধি হয়। নৃপতি চৌর প্রভৃতিদ্বারা সেই বিস্তে অনর্থ ঘটবার সম্ভব থাকায় বিস্তের নির্মিত উত্তম বার্থই হইয়া থাকে ॥৪৭

৪৮। রাজা তাহাকে অগ্নায় উপায়ে লক্ষ অর্থশালী বলিয়া বিবেচনা করে, চৌরগণ তাহাকে পথে গমন করিতে দেখিয়া (তাহার অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত) হিংসাপরায়ণ জ্ঞাতিগণ তাহাকে ব্যসনপ্রাপ্ত মনে করিয়া কলহপরায়ণ হইয়া থাকে ॥৪৮

৪৯। বহুবিধ পাতকের আশ্রয়ে রাজগণ অথোপার্জন করিয়া থাকে এবং হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতির নির্মিত সৰ্বদা সেই অর্থ অপব্যয়িত করিয়া থাকে ॥৪৯

৫০। অগ্নি রাজ্যে অভিগমন, যুদ্ধে পরাজয়, মন্ত্রিপ্রভৃতি ভৃত্যগণের দোষ, বিষ, শস্ত্র, এবং গুপ্তহত্যাকারী হইতে (ভয়ের আশংকায়) নৃপতিগণ দুর্ভাবনাসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥৫০

কিমপি হেষ্টি সরোষং হ্যাত্মানং শ্লাঘতে কদাচিদপি ।

চিত্তং পিশাচমভবদ্ রাক্ষস্যা তৃষ্ণয়া ব্যাপ্তম্ ॥৫২

দস্তাভিমানলোভৈঃ কামক্রোধোক্রমংসরৈশ্চেতঃ ।

আকৃষ্টতে সমস্তাং শ্বভিরিব পতিতাস্ত্বিবশ্মার্গে ॥৫৩

তস্মাচ্ছুদ্ধবিরাগো মনোহভিলষিতং ত্যজেদর্থম্ ।

তদনভিলষিতং কুর্য্যান্নির্ব্যাপারং ততো ভবতি ॥৫৪

মনো নিন্দাপ্রকরণম্ ।

৫১। মন কখনও হাসে, কখনও ক্রন্দন করে, কখনও কখনও ভ্রাস্ত হইয়া দর্শাদি ভ্রমণ করে, আবার কখনও হ্রষ্ট, কখনও কষ্ট, কখনও শিষ্ট, কখনও বা দুষ্ট হয়, এবং কখনও বা নিন্দা, কখনও বা স্তুতি করিয়া থাকে ॥৫১

৫২। রোষযুক্ত হইয়া কোনও বস্তুতে ঘেঘপরায়ণ হয়, কখনও বা আত্মপ্রশংসা করে । কখনও পুনঃ তৃষ্ণা-রাক্ষসীর দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া চিত্ত পিশাচ হইয়া থাকে ॥৫২

৫৩। (কখনও) দস্ত, অভিমান বা লোভকর্তৃক, (কখনও বা) কাম, ক্রোধ বা মৎসরকর্তৃক, মার্গে কুকুরকর্তৃক পতিত অস্থির জ্ঞায় চিত্ত চারিদিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে । অর্থাৎ কুকুরগণ যেমন পথিমধ্যে পতিত অস্থি আকর্ষণ করে, তদ্রূপ মনকে কখনও দস্ত, অভিমান অথবা লোভ আকর্ষণ করে, এবং কখনও কাম ক্রোধ অথবা মৎসর আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥৫৩

৫৪। সেই নিমিত্ত শুদ্ধ বিরাগশালিজন মনের আকাজক্ষিত অর্থকে পরিত্যাগ করিবে এবং মনের অনাকাঙ্ক্ষিত সম্পাদন করিবে ; তাহা হইলেই মন ব্যাপাররহিত হইবে । অর্থাৎ মনের অভিলষিত বস্তু পরিত্যাগ এবং তাহার অনভিলাষিত ক্রিয়া সম্পাদন করিলে মন

বিষয়নিগ্রহপ্রকরণম্ ।

সংসৃতিপারাবারেহুগাধ বিষয়োদকেন সম্পূর্ণে ।

নৃশরীরমম্মুতরণং কৰ্মসমারৈরিতন্ততশ্চলতি ॥৫৫

ছিদ্রৈর্নবভিরূপেতো জীবো নৌকাপতির্মহানলসঃ ।

ছিদ্রাণামনিরোধাজ্জলপরিপূর্ণং পতত্যধঃ সততম্ ॥৫৬

ছিদ্রাণাং তু নিরোধাৎ সুখেন পারং পরং যাতি ।

তস্মাদিল্লিয়নিগ্রহমৃতে ন কশ্চিৎ তরত্যনৃতম্ ॥৫৭

পশুতি পরশু যুবতিং সকামমপি তন্মনোরথং কুরুতে ।

জ্ঞাত্বৈব তদপ্রাপ্তিং ব্যর্থং মনুজোহতিপাপভাগ্ ভবতি ॥৫৮

নিজের আকাজক্ষাপূরণে অকৃতকায্য হইয়া আকাজক্ষা পারত্যাগ করিয়া
ব্যাপাররহিত হইবে ॥৫৪

৫৫। অগাধ বিষয়রূপ সাললপরিপূর্ণ সংসার-সাগরে সমুদ্র-তারণ
নরদেহ, কৰ্মপবনদ্বারা ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ
এই নরদেহই বিষয়রূপ জলপরিপূর্ণ সংসারসাগর পার হইবার একমাত্র
তরণীস্বরূপ, কিন্তু সেই তরণী কৰ্মরূপ পবনদ্বারা অভিহত হইয়া অকূল
সমুদ্রে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় ॥৫৫

৫৬। নবরক্তযুক্ত জীবরূপ নাবক অভ্যস্ত অলস, স্ততরাং সেই
রক্তগুলি অবরুদ্ধ না হওয়ায় নৌকা জলপূর্ণ হইয়া অধঃপতিত হয় ॥৫৬

৫৭। রক্তগুলি অবরোধ করিলে মানব অনায়াসে (সেই বিশাল
সংসার সমুদ্রের) পারে বাহঁতে পারে। স্ততরাং ইল্লিয়নিগ্রহ ব্যতীত
কেহই অসত্যকে উত্তীর্ণ করাইতে সমর্থ হয় না ॥৫৭

৫৮। তাহার প্রাপ্তি অসম্ভব জানিয়াও মানব সকাম দৃষ্টিতে
পরেতে যুবতীকে নিরীক্ষণ করিয়া অভিলাষ করে। স্ততরাং মানব
বুধাই অতিশয় পাপের ভাগী হইয়া থাকে ॥৫৮

পিণ্ডনৈঃ প্রকামমুদিতাং পরস্ত নিন্দাং শৃণোতি কণ্ঠাভ্যাম্ ।

তেন পরঃ কিং ত্রিয়তে বার্থং মনুজোহতিপাপভাগ্ ভবতি ॥৫৯

অনুতং পরাপবাদং রসনা বদতি প্রতিক্ষণং তেন ।

পরহানির্লক্খিঃ কা বার্থং মনুজোহতিপাপভাগ্ ভবতি ॥৬০

বিষয়েন্দ্রিয়যোর্যোগে নিমেষসময়েন যৎসুখং ভবতি ।

বিষয়ে নষ্টে দুঃখং যাবজ্জীবং চ তৎ তয়োর্মধ্যে ॥৬১

হেয়মুপাদেয়ং বা প্রবিচার্য্য সুনিশ্চিতং তস্মাৎ ।

অল্পসুখস্ত ত্যাগাদনল্পদুঃখং জহাতি সুধীঃ ॥৬২

৫৯। নিন্দুকব্যক্তিগণ অতিশয় পরনিন্দা করিলে মানব কণ্ঠস্থদ্বারা পরনিন্দা শ্রবণ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই নিন্দার ফলে কি সেট ব্যক্তি মৃত হইয়া থাকে? সুতরাং বুখাই মানব অতিশয় পাপের ভাগী হইয়া থাকে ॥৫৯

৬০। রসনা সর্বদাই অসত্য পরনিন্দা করিয়া থাকে। তাহাতে অপরের অনিষ্ট হইলে নিজের কোনই লাভ নাই। সুতরাং বুখাই মানব অতিশয় পাপের ভাগী হইয়া থাকে ॥৬০

৬১। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে নিমেষমাত্র সময়ের নিমিত্ত মানুষের যে সুখ হইয়া থাকে, বিষয় নষ্ট হইলে তাহা দুঃখে পরিণত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাবজ্জীবনই দুঃখ ॥৬১

৬২। সুনিশ্চিতরূপে হেয় বা উপাদেয়—ইহা বিচার করিয়া পণ্ডিত গণ অত্যন্ত সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক অত্যন্ত দুঃখকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ‘সুখ গাজেই দুঃখামুসঙ্গী’ এইরূপ বিচার করিয়া পণ্ডিতগণ ক্ষণিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত দুঃখের তাড়না হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন ॥৬২

ধীবরদন্তমহামিষমশ্বনু বৈসারিণো ত্রিয়তে ।

তদব্দ বিষয়ান্ ভুঞ্জন্ কালাকৃষ্টো নরঃ পততি ॥৬৩

উরগগ্রস্তাঙ্কিতমূৰ্ভেকোহশ্মাতীহ মক্ষিকাঃ শতশঃ ।

এবং গতামুরপি সন্ বিষয়ান্ সমুপার্জয়ত্যঙ্কঃ ॥৬৪

মনোনিগ্রহপ্রকরণম্ ।

স্বীয়োদগমতোয়বহা সাগরমুপযাতি নীচমার্গেণ ।

সা চেদ্ উদগম এব স্থিরা সলী কিং ন যাতি বার্কিষ্টম্ ॥৬৫

এবং মনঃ স্বহেতুং বিচারয়ৎ সুস্থিরং ভবেদন্তঃ ।

ন বহির্বোদেতি তদা কিং নাত্মহং স্বয়ং যাতি ॥৬৬

বর্ষাস্তম্ভঃপ্রচয়াং কূপে গুরুনির্ব্বারে পয়ঃ ক্ষারম্ ।

গ্রীষ্মেণৈব তু শুষ্কে মাধুর্য্যং ভজতি তত্রাস্তম্ ॥৬৭

৬৩। ধীবরদন্ত মহা আমিষ ভক্ষণ করিয়া যেমন মৎস্যগণ মৃত হয়, তদ্রূপ বিষয়ভোগী মানব কালকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পতিত হয় ॥৬৩

৬৪। সর্প অর্দ্ধদেহ গ্রাস করিয়া ফেলিলেও ভেক যেমন শতশত মক্ষিকা ভক্ষণ করে, সেই রূপ অন্ধ মানব গতামু হইয়াও অর্থাৎ অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াও বিষয় উপার্জন করিয়া থাকে ॥৬৪

মনোনিগ্রহপ্রকরণ ।

৬৫। নিজের উদগমজল (উত্তানরূপ জোয়ারের জল) বহন করিয়া (নদী) নীচমার্গদ্বারা সাগরের দিকে উপগত হয়। সেই নদী যদি উদগম বিষয়ে স্থির হয়, তাহা হইলে কি বর্ধিত হয় না? ॥৬৫

৬৬। এই প্রকার মন নিজের হেতু চিন্তা করিলে অন্তরে স্থির হয়। যদি মনঃ বহির্দিশে গমন না করে, তবে কি সে আত্মস্বরূপতা স্বয়ং প্রাপ্ত হয় না? ॥৬৬

৬৭। বর্ষাকালে জলের বৃদ্ধিপ্রযুক্ত কূপ পূর্ণ হইলে, জল

তদ্ বদ্ বিষয়োদ্ভিক্তং তমঃপ্রধানং মনঃ কলুষম্ ।

তস্মিন্ বিরাগশুদ্ধে শনকৈরাবির্ভবেৎ সত্ত্বম্ ॥৬৮

যং বিষয়মপি লম্বিষা ধাবতি বাহ্যোদ্ভিয়দ্বারা ।

তস্তাপ্রাপ্তৌ শিথিলি তথা যথা স্বং গতং কিঞ্চিৎ ॥৬৯

নগনগরদুর্গদুর্গমসরিতঃ পরিতঃ পরিভ্রমচ্চেতঃ ।

যদি নো লভতে বিষয়ং বিষয়ান্নিতমিব শিথলময়াতি ॥৭০

তুষ্ণীকলং জলাস্তব্বলাদধঃ ক্লেপ্তমপ্যুপৈতুর্দ্বীপম্ ।

তদ্বশ্মনঃ স্বরূপে নিহিতং যত্নাদ্ বহি য়াতি ॥৭১

লবণাক্ত হয় । কিন্তু গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইলেই কূপের জল মধুপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৬৭

৬৮ । সেইরূপ তমঃপ্রধান মন বিষয়ে উদ্ভিক্ত অর্থাৎ বিষয়ভোগে উন্মুখীন হইলে মলিন হয় । আর সেই মন বৈরাগ্যপ্রযুক্ত ক্ষীণ হইলে ধীরে ধীরে তাহাতে সত্ত্ব গুণ আবির্ভূত হইতে থাকে ॥৬৮

৬৯ । যেই বিষয়কে কামনা করিয়া মন বহিরিদ্ভিয়দ্বারা ধাবিত হয়, তাহার অপ্রাপ্তিতে মন শূন্যগত কোনও বস্তুর আয় খেদযুক্ত হইয়া থাকে । অর্থাৎ কোনও দ্রব্যের আশায় শূন্যে উঠিলে বস্তু যেমন শিথল হয়, তদ্রূপ বিষয়াভিলাষী মন বহিরিদ্ভিয় দ্বারা বিষয়ে ধাবিত হইয়া তাহা না পাইলে খেদযুক্ত হয় ॥৬৯

৭০ ॥ পরন্তু, নগর, দুর্গ, দুর্গমনদীপ্রভৃতি চারি দিকে ভ্রমণশীল চিত্ত বিষয় প্রাপ্ত না হইলে বিষয়হীনতার আয় অর্থাৎ বিষয়প্রয়োগে প্রাণীর আয় খেদযুক্ত হয় ॥৭০

৭১ । তুষ্ণীকল (লাউ) যেমন বলপ্রয়োগে জলনিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলেও উল্টে উন্মিত হয়, তদ্রূপ অতিষড়্‌সহকারে মনকে স্বরূপে প্রণিহিত করিলেও সে বহির্দেশে গমন করিয়া থাকে ॥৭১

ইহ বা পূর্বভাবে বা স্বকৰ্ম্মণৈবাজিতং ফলং যদ্ যৎ ।

শুভমশুভং বা তত্তদভোগোহপ্যপ্রার্থিতো ভবতি ॥৭২

চেতঃপশুমশুভপথং প্রধাবমানং নিরাকৰ্ত্তুম্ ।

বৈরাগ্যমেকমুচিতং গলকাষ্ঠং নিশ্চিতং ধাত্রা ॥৭৩

নিদ্রাবসরে যৎ সুখমেতৎ কিং বিষয়জং যস্মাৎ ।

ন হি চেন্দ্রিয়প্রদেশাবস্থানং চেতসো নিদ্রা ॥৭৪ .

অদ্বারতুঙ্গকুডো গৃহেহবরুদ্ধো যথা ব্যাঘ্রঃ ।

বহুনির্গমপ্রযত্নৈঃ শ্রান্তস্তিষ্ঠতি পতন্ স্বসং শ্চ তথা ॥৭৫

সৰ্ব্বেন্দ্রিয়াবরোধাদুত্তোগশতৈরনির্গমং বীক্ষ্য ।

শাস্ত্বং তিষ্ঠতি চেতো নিরুত্তমস্থং তদা যাতি ॥৭৬

৭২ ॥ ইহজন্ম অথবা পূর্বজন্মে স্বীয় কৰ্ম্মদ্বারা অর্জিত যে সমুদয় শুভ বা অশুভ ফল তাহা প্রার্থিত না হইলেও সেই সেই ভোগ উপস্থিত হইয়া থাকে ॥৭২

৭৩ । অশুভ পথে ধাবমান চিত্ত-পশুকে নিবারিত করিতে বিধাতা একমাত্র বৈরাগ্যরূপ উপযুক্ত গলকাষ্ঠ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন ॥৭৩

৭৪ । নিদ্রা অর্থাৎ সুস্থপ্তি সময়ে যে সুখ তাহা কি বিষয় হইতে উৎপন্ন ? অর্থাৎ সে সুখ বিষয়জ নহে । যেহেতু চিত্তের ইন্দ্রিয়-প্রদেশে অবস্থান কালে নিদ্রা হয় না । অর্থাৎ চিত্ত যখন অজ্ঞানে লীন হয়, তখনই সুস্থপ্তি হয় ; সুতরাং সুস্থপ্তিতে যে সুখ তাহা বিষয়েন্দ্রিয় সঞ্চক হইতে উৎপন্ন নহে ॥৭৪

৭৫ । দ্বাররহিত উচ্চ পিঞ্জররূপ গৃহে অবরুদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন বহির্গমন প্রযত্নদ্বারা পতিত ও শ্বাসগ্রস্থ হইয়া শ্রান্তিগ্রযুক্ত তথায় অবস্থান করে— ॥৭৫

৭৬ । তজ্জপ চিত্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ দ্বারের অবরোধনিমিত্ত

প্রাণস্পন্দনিরোধাৎ সংসঙ্গাদ্ বাসনাত্যাগাৎ ।

হরিচরণভক্তিব্যোগাৎ মনঃ স্বরেগং জহাতি শনৈঃ ॥৭৭

বৈরাগ্যপ্রকরণম্ ।

পরগৃহগৃহিণীপুত্রজ্ঞবিণানামাগমে বিনাশে বা ।

কথিতৌ হর্ষবিষাদৌ কিংবা স্মৃতাং ক্ষণং স্থাতুঃ ॥৭৮

দৈবাৎ স্থিতং গতং বা যং কঞ্চিদ্ বিষয়মীড়্যমল্লং বা ।

নো তুষ্যান্ ন চ সীদন্ বীক্ষ্য গৃহেষ্বতিথিবল্লিবসেৎ ॥৭৯

মমতাভিমানশূন্তো বিষয়েষু পরাডুম্বুখঃ পুরুষঃ ।

তিষ্ঠন্নপি নিজসদনে ন বাধ্যতে কৰ্ম্মভিঃ ক্বাপি ॥৮০

শত উত্তোগের দ্বারাও নির্গমনের উপায় না দেখিয়া শাস্ত হইয়া অবস্থান করে এবং তখনই সেই চিত্ত উত্তমরহিত হয় ॥৭৬

৭৭। প্রাণের স্পন্দনের নিরোধ হইতে, সাধুসঙ্গ হইতে, বাসনা-পরিত্যাগ হইতে এবং ভগবচ্চরণে ভক্তিব্যোগ হইতে মন ধীরে ধীরে আপনার বেগ পরিত্যাগ করে ॥৭৭

বিষয়বৈরাগ্যপ্রকরণ ।

৭৮। অপরের গৃহ, গৃহিণী, পুত্র অথবা ধনের আগমে অথবা বিনাশে ক্ষণকালের নিমিত্ত সেই গৃহস্থিত ব্যক্তির অর্থাৎ অতিথির কি পূর্বকথিত হর্ষ কিংবা বিষাদ হয় ? ৭৮

৭৯। দৈবপ্রযুক্ত কোনও বস্তু স্থিত নষ্ট বা অল্প দেখিয়া তুষ্ট বা বিষন্ন না হইয়া গৃহে অতিথির জায় বসবাস করিবে। অর্থাৎ অতিথি যেমন অপরের লাভ অথবা অপচয়ে হর্ষ বা বিষন্ন না হইয়া অবস্থান করে, তদ্রূপ বিষয়ের ক্ষতিবৃদ্ধিতে ক্ষুব্ধ বা হুস্ত না হইয়া গৃহে অবস্থান করিবে ॥৭৯

৮০। মমতা ও অভিমানশূন্য বিষয়বিমুখ পুরুষ নিজগৃহে অবস্থান করিয়াও কোন কালে কৰ্ম্মদ্বারা বাধিত হয় না ॥৮০

কুত্ৰাপ্যরণ্যদেশে সুনীলতৃণবালুকোপচিতে ।

শীতলতরুতলভূমৌ সুখং শয়ানশ্চ পুরুষশ্চ ॥৮১

তরবঃ পত্রফলাঢ্যাঃ স্নগন্ধশীতানিলাঃ পরিতঃ ।

কলকৃজ্জিতবরবিহগাঃ সরিতো মিত্রাণি কিং ন স্যুঃ ॥৮২

বৈরাগ্যভাগ্যভাজঃ প্রসন্নমনসো নিরাশশ্চ ।

অপ্রার্থিতফলভোক্তাঃ পুংসোজন্মনি কৃতার্থতেহ স্ম্যৎ ॥৮৩

দ্রব্যং পল্লবতশ্চ্যুতং যদি ভবেৎ কাপি প্রমাদাৎ তদা,

শোকায়াথ তদর্পিতং ঋতবতে তোষায় চ শ্রেয়সে ।

স্বাতন্ত্র্যাদ্ বিষয়াঃ প্রযান্তি যদমী শোকায তে স্যুশ্চিরং,

সম্যুক্তাঃ স্বয়মেব চেৎ সুখময়ং নিঃশ্রেয়সং তদ্বতে ॥৮৪

৮১। যে কোনও অরণ্যপ্রদেশে সুনীল তৃণ এবং বালুকাযুক্ত শীতল বৃক্ষতলস্থিত ভূমিতে শয়ান থাকিলে পুরুষের সুখই হইয়া থাকে ॥৮১

৮২। ফলপত্রযুক্ত তরুগণ, স্নগন্ধযুক্ত শীতল সমীরণ, চতুর্দিকস্থিত কলকৃজনরত বরবিহঙ্গ ও নদী সকল কি তাঁহার মিত্র নহে ? ॥৮২

৮৩। যিনি বৈরাগ্যরূপ মোভাগ্যশালী প্রসন্নমনা আশারহিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত ফলভোক্তা, সেই পুরুষের ইহজন্মেই কৃতার্থতা হইয়া থাকে ॥৮৩

৮৪। প্রমাদনিবন্ধন ফল যদি কখনও পল্লব হইতে চ্যুত হয়, তবে তাহা শোকের হেতু হয়; তাহাই আবার জ্ঞানবান্ ব্যক্তিতে অর্পিত হইলে সন্তোষ এবং মঙ্গলের নিমিত্ত হয়। যথেষ্টাভাবে এই বিষয় সমূহ যদি সেবিত হয় তাহা হইলে তাহার বহুকালব্যাপী শোকের কারণ হয়, আর পরিত্যক্ত হইলে নিজেই তাহার সুখময় নিঃশ্রেয়স বিস্তার করে ॥৮৪

বিশ্বত্যাগনিবাসমুৎকটভবাটব্যাং চিরং পর্যটন,

সস্তাপত্রয়দীর্ঘদাবদহনজ্বালাবলীব্যাকুলঃ ।

বন্ধনু ফল্গু সুপ্রদীপ্তনয়নশ্চেতঃ কুরঙ্গো বলাৎ,

আশাপাশবশীকৃতোহপি বিষয়ব্যাভৈশ্চ বা হস্ততে ॥৮৫

আত্মসিদ্ধিপ্রকরণম্ ।

উৎপল্লহপি বিরাগে বিনা প্রবোধং সুখং ন স্ত্যং ।

স ভবেদ্ গুরুপদেশাৎ তস্মাৎ গুরুমাশ্রয়েৎ প্রথমম্ ॥৮৬

যত্বেপি জলধেরুদকং যত্বেপি বা প্রেরকোহনিলস্তত্র ।

তদপি পিপাসাকুলিতঃ প্রতীক্সতে চাতকো মেঘম্ ॥৮৭

৮৫। মনোমুগ্ধ নিজেয় নিবাসস্থান বিশ্বত হইয়া উৎকট সংসার গহনে বহুকাল ধরিয়া পর্যটন করিতে করিতে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকরূপ ত্রিবিধ সস্তাপরূপ দীর্ঘদাবদাহনের জ্বালাসমূহ দ্বারা ব্যাকুল হয়। অসার বিষয়ে গমন করিয়া সুপ্রদীপ্তনয়নযুক্ত চিত্ত-হরিণ আশারূপ পাশদ্বারা বশীকৃত হইয়া মিথ্যা বিষয়রূপ ব্যাঘ্রকর্ডুক বলপূর্বক নিহত হইয়া থাকে ॥৮৫

আত্মসিদ্ধিপ্রকরণম্ ।

৮৬। বৈরাগ্যা উৎপন্ন হইলেও জ্ঞান বাতিরেকে সুখ হয় না। সেই জ্ঞান আবার গুরুর উপদেশ হইতে উৎপন্ন হয়, সুতরাং গুরুকেই প্রথমতঃ আশ্রয় করিবে ॥৮৬

৮৭। যদিও সমুদ্র হইতেই জল, যদিও বা বাতাসই প্রেরক, তথাপি পিপাসাকাতর চাতক মেঘেরই প্রতীক্ষা করে। অর্থাৎ যদিও সমুদ্র হইতে সংগৃহীত জল মেঘরূপে পরিণত হয়, সেই মেঘ আবার বায়ু কর্ডুক চালিত হইয়াই পৃথিবীতে বর্ষিত হইয়া থাকে, তথাপি চাতকপক্ষী সমুদ্র বা বায়ুর প্রতীক্ষা না করিয়া মেঘেরই প্রতীক্ষা করে ॥৮৭

ত্রেধা প্রতীতিরুক্তা শাস্ত্রাদ্ গুরুতস্তথাশ্রয়ন স্তত্র ।
 শাস্ত্রপ্রতীতিরাদৌ যদ্বন্মধুরো গুড়োহস্তীতি ॥৮৮
 অগ্রে গুরুপ্রতীতি দূরাদ্ গুড়দর্শনং যদ্বৎ ।
 আত্মপ্রতীতিরস্মাদ্ গুড়ভক্ষণজং সুখং যদ্বৎ ॥৮৯
 রসগন্ধরূপশব্দস্পর্শা অগ্নৌ পদার্থাশ্চ ।
 কস্মাদমুভূয়ন্তে নো দেহান্নৈন্দ্রিয়গ্রামাং ॥৯০
 মৃতদেহেন্দ্রিয়বর্গো যতো ন জ্ঞানাতি দাহজং দুঃখম্ ।
 প্রাণশ্চেন্দ্রিয়ায়াং তস্করবাধাং স কিং বেত্তি ॥৯১

৮৮। প্রতীতি অর্থাৎ জ্ঞান তিন প্রকার। যথা—শাস্ত্র হইতে, গুরু হইতে এবং আপনা হইতে। উক্ত ত্রিবিধ জ্ঞানের মধ্যে শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন জ্ঞানই প্রথম। যেমন “গুড় মধুর” এই প্রকার বাক্য হইতে উৎপন্ন গুড়ের মাধুর্য্যজ্ঞান হইয়া থাকে ॥৮৮

৮৯। অনন্তর দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান—দূর হইতে গুড়দর্শনের দ্বারা গুরুপ্রতীতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ দূর হইতে গুড়ের দর্শন ঘটিলে যেমন গুড়ের মাধুর্য্যপ্রতীতি হয়, তদ্রূপ গুরু হইতে উৎপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান হয়। তৎপরে যেমন গুড়ভক্ষণের দ্বারা তদীয় মাধুর্য্যপ্রতীতিজন্য সুখ হয়, তদ্রূপ তৃতীয় প্রকার জ্ঞান—আত্মপ্রতীতি অর্থাৎ সুখস্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ হইয়া থাকে ॥৮৯

৯০। রস, গন্ধ, রূপ, স্পর্শ, শব্দ ও অগ্নি পদার্থবিষয়ক জ্ঞান কোন হেতু হইতে উৎপন্ন হয়? তাহা দেহ বা ইন্দ্রিয়দ্বারা উৎপন্ন হয় না ॥৯০

৯১। যেহেতু মৃতদেহ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ, দাহ হইতে উৎপন্ন দুঃখকে অনুভব করিতে পারে না, সেইজন্ম সুখদুঃখাদিবিষয়ক জ্ঞান, দেহ বা ইন্দ্রিয়দ্বারা উৎপন্ন হয় না। প্রাণই সুখদুঃখ অনুভব করিয়া থাকে—

মনসো যদি বা বিষয়ন্তদ্ যুগপৎ কিং ন জানাতি ।

তস্ত পরাধীনত্বাদ্ যতঃ প্রমাদস্ত কল্পাতা ॥২২

গাঢ়ধ্বাঙ্গিগৃহাস্ততঃ ক্ষিতিতলে দীপঃ নিধায়োজ্জ্বলং,

পঞ্চছিদ্রমধোমুখং হি কলশং তস্তোপরি স্থাপয়েৎ ।

তদ্বাহে পরিতোহনুরঙ্কুমমলাং বীণাং চ কস্তুরিকাং,

সদ্রত্নং ব্যজনং শ্রুসেচ্চ কলশচ্ছিদ্রাধ্বনির্গচ্ছতাম্ ॥২৩

তেজোহুশেন পৃথক্পদার্থনিবহজ্ঞানং হি যজ্জায়তে,

তদ্রন্ধৈঃ কলশেন বা কিমু যদৌ ভাণ্ডেন তৈলেন বা ।

কিং সূত্রেণ ন চৈতদস্তি রুচিরং প্রত্যক্ষবাধাদতো,

দীপজ্যোতিরিরিহৈকমেব শরণং দেহে তথাহ্মা স্থিতঃ ॥২৪

ইহাও বলা যায় না, যেহেতু নিদ্রিতাবস্থায় প্রাণের বিজ্ঞমানতাতেও তন্ত্রাদি হইতে উৎপন্ন দুঃখ অনুভূত হয় না ॥২১

২২। যদি ইহা মনের বিষয় হয়, তাহা হইলে যুগপৎ কেন উৎপন্ন হয় না? যেহেতু মনের পরাধীনতা আছে। অর্থাৎ যদি বল—মন পরাধীন বলিয়া সমুদায় জ্ঞান এককালে উৎপন্ন হয় না, তাহা হইলে এই প্রমাদের ত্রাণকর্ত্তা কে ॥২২

২৩। ঘোর অন্ধকারসমাচ্ছন্ন গৃহের অন্তরে পৃথিবীতলে উজ্জ্বলদীপ স্থাপন করিয়া পঞ্চছিদ্রযুক্ত একটি কলস তাহার উপর অধোমুখে স্থাপিত করিবে। তাহার বহির্দেশে সর্বত্র ছিদ্ৰের অঙ্কুলে বীণাকস্তুরিকা, উত্তমরত্ন ও ব্যজন বিজ্ঞপ্ত করিবে ॥২৩

২৪। সেই কলসের ছিদ্ৰপথে বিনির্গত তেজোভাগদ্বারা যে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ জ্ঞান হয়, তাহা কি রত্নদ্বারা, অথবা কলসদ্বারা, অথবা বৃত্তিকাদ্বারা, অথবা ভাণ্ডদ্বারা, অথবা তৈলদ্বারা, অথবা সূত্রদ্বারা? ইহার কোনটাই রুচির নহে, যেহেতু প্রত্যক্ষবাধা আছে। অর্থাৎ দেখা

মারাসিদ্ধিপ্রকরণম্ ।

চিন্মাত্রঃ পরমাত্মা ছপশ্চদাত্মানমাত্মতয়া ।

অভবৎ সোহহংনামা তস্মাদাসীদ্ ভিদো মূলম্ ॥১৫

স্বৈধৈব ভাতি তস্মাৎ পতিশ্চ পত্নী চ তৌ ভবেতাং বৈ ।

তস্মাদয়মাকাশস্ত্রিধৈব পরিপূর্য্যতে সততম্ ॥১৬

সোহয়মপীক্ষাং চক্রে ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ।

ইত্থাপনিষদঃ প্রাহুর্দয়িতাং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত্যা ॥১৭

চিরমানন্দানুভবাৎ সুষুপ্তিরিব কাপ্যবস্ত্যভূৎ ।

পরমাশ্রয়ন্ত তস্মাৎ স্বপ্নবদেবো খতা মায়া ॥১৮

যায়—তেজোভাগ নির্দ্বাপিত হইল উহার কোনটী দ্বারাই উক্ত বীণাদি পদার্থসমূহ দৃষ্ট হয় না । এতস্থলে যেমন একমাত্র দীপের জ্যোতিঃট শরণ অর্থাৎ প্রকাশক, সেইরূপ দেহস্থিত আত্মাট একমাত্র শরণ অর্থাৎ সমস্ত পদার্থপ্রকাশক ॥১৪

মারাসিদ্ধিপ্রকরণ ।

১৫ । সেই চিন্মাত্র পরমাত্মাই যখন আত্মাকে আত্মরূপে দেখেন তখনই তিনি অহংনামা অর্থাৎ অহংরূপ অবিজ্ঞা হন, এবং তাহাই এই ভেদের মূল হইয়া থাকে ॥১৫

১৬ । দ্বিবিধরূপেই ইহা প্রতিভাত হয় এবং তাহা হইতেই পতি ও পত্নীভাব অর্থাৎ প্রকৃতিপুরুষভাব পরিদৃষ্ট হয় । তাহা হইতেই আকাশ সর্বদা উজ্জ্বলঃ মধ্যরূপে ত্রিধা পরিপূরিত হইয়া থাকে ॥১৬

১৭ । তিনি ঈশ্বর করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বর হইতেই মানবসমূহ সৃষ্ট হইয়াছে । জ্ঞার প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিদ্বারা উপনিষৎসমূহ পূর্বোক্ত প্রকারই বলিয়াছেন ॥১৭

১৮ । বহুকাল ধরিয়া পরমানন্দের অনুভব করিতে করিতে, তাহা

সদসদবিলক্ষণাসৌ পরমাত্মসদাশ্রয়ানাদিঃ ।

সা চ গুণত্রয়রূপা সূত্রে সচরাচরং বিশ্বম্ ॥১৯

মায়া তাবদদৃশ্য। দৃশ্যং কার্য্যং কথং জনয়েৎ ।

তত্ত্বভিরদৃশ্যরূপৈঃ পটোহত্র দৃশ্যঃ কথং ভবতি ॥১০০

স্বপ্নে সুরতামুভবাৎ শুক্রদ্রাবো যথা শুভে বসনে ।

অনুতং রতং প্রবোধে বসনোপহৃতির্ভবেৎ সত্য। ॥১০১

স্বপ্নে পুরুষঃ সত্যো যোষিদসত্য। তয়োধুতিশ্চ মৃষা ।

শুক্রদ্রাবঃ সত্যস্তদ্বৎ প্রকৃতেহপি সম্ভবতি ॥১০২

হইতে পরমাত্মার সৃষ্টির আয় এক প্রকার অবস্থা হয়, স্ততরাং মায়া স্বপ্নের আয়ই উখিত হইয়া থাকে ॥১৮

১৯। পরমাত্মরূপ সদন্ত বাহার আশ্রয়, আদিরহিত সেই মায়া, সং এবং অসং হইতে বিলক্ষণ ও ত্রিগুণ, অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ এবং তমঃ— এই ত্রিগুণস্বরূপা। তাহাই, স্বাবর, এবং জঙ্গমাত্মক এই বিশ্বের প্রসব করিয়াছে। অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক অনির্কচনীয় উক্ত মায়াই চরারাত্মক এই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে ॥২০

১০০। অদৃশ্য মায়া কিপ্রকারে দৃশ্য কার্য্যের উৎপাদন করিবে? উত্তর—অদৃশ্যপ্রায় তত্ত্বসমূহ হইতে কি করিয়া দৃশ্য পট উৎপন্ন হয়? অর্থাৎ অদৃশ্যপ্রায় তত্ত্বসমূহ হইতে যেভাবে দৃশ্য পট উৎপন্ন হয়, সেই ভাবেই অদৃশ্য মায়া দৃশ্যকার্য্যসমূহের উৎপাদন করিয়া থাকে ॥১০০

১০১। স্বপ্নে যে প্রকার শৃঙ্খরামুভব হইতে পবিত্র বসনে শুক্র জীবীভূত হয়; প্রবোধাবস্থায় স্বপ্নরমণ মিথ্যা হইলেও বসনের অপ-বিজ্ঞতা সত্যই হইয়া থাকে ॥১০১

১০২। স্বপ্নে পুরুষ সত্য, স্ত্রী মিথ্যা এবং স্ত্রীপুরুষের মিলনও মিথ্যা, কিন্তু শুক্রকরণ সত্য, প্রকৃতস্থলেও সেই প্রকারই জানিবে ॥১০২

এবমদৃশ্য মায়া তৎকার্য্যং জগদিদং দৃশ্যম্ ।

মায়া তাবদিয়ং স্তাদ্ যা স্ববিনাশেন হর্ষদা ভবতি ॥১০৩

রজনীবাতিত্বরন্তা ন লক্ষ্যতেহত্র স্বভাবোহস্তাঃ ।

সৌদামিনীব নশ্রুতি মুনিভিঃ সংপ্ৰেক্ষ্যমাণৈব ॥১০৪

মায়া ব্রহ্মোপগতাহবিজ্ঞা জীবাত্ময়া প্রোক্তা ।

চিদচিদ্গ্রন্থিশ্চৈতন্তদক্ষয়ং জ্ঞেয়মা মোক্ষাৎ ॥১০৫

ঘটমঠকুড়োরাবৃতমাকাশং তন্তুদাহ্বয়ং ভবতি ।

তদ্বদবিজ্ঞাবৃতমিহ চৈতন্ত্যং জীব ইত্যুক্তঃ ॥১০৬

১০৩। এই প্রকার মায়া অদৃশ্য হইলেও তাহার কার্য্য এই জগৎ—দৃশ্য। এইটাই মায়া, যিনি নিজের ধ্বংসদ্বারা আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাহাই মায়া, যাহারা বিনাশে জীব পরমানন্দ অন্বেষ করিয়া থাকে ॥১০৩

১০৪। অতি দুরন্ত রাত্রির গ্নায় এই মায়ার স্বরূপ অজ্ঞেয়। মুনিগণকর্তৃক এই মায়া দৃষ্ট হইয়াই সৌদামিনীর গ্নায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ মায়ার স্বরূপজ্ঞান হইলে বিদ্যাতের গ্নায় উহা বিনষ্ট হইয়া যায় ॥১০৪

১০৫। যিনি ব্রহ্মাশ্রিত তাহার নাম মায়া, আর যাহা জীবাত্মিত তাহার নাম অবিজ্ঞা। চিৎ এবং অচিদ্বস্তুর এই যে গ্রন্থি অর্থাৎ তাদাত্মাধ্যাস, চিন্তে তাহা মোক্ষপর্য্যন্ত অক্ষয় বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ মুক্তি হইলে চিন্তের যে চিৎ এবং অচিৎ এই তাদাত্মাধ্যাস তাহা নিবৃত্ত হইয়া যায় ॥১০৫

১০৬। ঘট পট এবং কুড়োর দ্বারা আবৃত আকাশ যেমন সেই সেই নামে কথিত হয়, সেই প্রকার অবিজ্ঞাদ্বারা আবৃত এই চৈতন্ত্যই জীব নামে কথিত হইয়া থাকে ॥১০৬

নহু কথ্যাবরণং স্তাদজ্ঞানং ব্রহ্মণো বিপুলকৃত্য ।

সূর্য্যশ্বেব তমিস্রং রাত্রিভবং স্বপ্রকাশস্ত ॥১০৭

দিনকরকিরণোৎপন্নৈশ্মৈঘৈরাচ্ছাভতে যথা সূর্য্যঃ ।

ন খলু দিনস্ত দিনঞ্চ তৈর্বিবৃকৃতেঃ সাস্ত্রসংঘাতৈঃ ॥১০৮

অজ্ঞানেন তথাহ্মা শুদ্ধোহপি চ্ছাভতে সূচিরম্ ।

ন পরং তু লোকসিদ্ধা প্রাণিষু তচ্চেতনাশক্তিঃ ॥১০৯

লিঙ্গদেহাদিনিরূপণপ্রকরণম্ ।

স্থূলশরীরস্তালিঙ্গশরীরং চ তস্তান্তঃ ।

কারণমস্তাপ্যন্তস্ততো মহাকারণং তূর্য্যম্ ॥১১০

স্থূলং নিরূপিতং প্রাগধুনা সূক্ষ্মাদিতো ক্রমঃ ।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ শ্রুতিরিতি যৎপ্রাহ তৎ সূক্ষ্মম্ ॥১১১

১০৭। আচ্ছা! বিপুল ব্রহ্মের ‘অজ্ঞান’ কি প্রকারে আবরণ হয়? রাত্রির অন্ধকার কি স্বয়ংপ্রকাশ সূর্য্যের আবরণ হয়?

১০৮-১০৯। সূর্য্যের কিরণ হইতে উৎপন্ন মেঘকর্ত্ত্বক যেমন সূর্য্য আচ্ছাদিত হয়, সেই প্রকার আত্মা বিপুল হইলেও বহুকালের নিমিত্ত অজ্ঞানকর্ত্ত্বক আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। সেই সূর্য্যের কিরণের বিকার-রূপ মেঘসমূহ যেমন দিনের দিনত আচ্ছাদিত করিতে পারে না, সেই প্রকার অজ্ঞানদ্বারা চৈতন্য আবৃত হইলেও প্রাণিগণের চৈতনাশক্তি সর্ব্বজনসিদ্ধ থাকে অর্থাৎ আবৃত হয় না ॥১০৮-১০৯

লিঙ্গদেহাদিনিরূপণপ্রকরণ ।

১১০। স্থূলশরীরের অন্তে লিঙ্গশরীর, লিঙ্গশরীরের অন্তে কারণ-শরীর, এবং কারণশরীরের অন্তে মহাকারণরূপ তূর্য্যম্ ॥১১০

১১১। স্থূলশরীর নিরূপণ করা হইয়াছে, এক্ষণে সূক্ষ্মশরীর নিরূপণ করি-তেছি। শ্রুতি বাহ্যকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ বলিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্মশরীর ॥১১১

সুস্মাণি মহাভূতান্ধসবঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব ।
 ষোড়শমন্তুঃকরণং তৎসংঘাতো হি লিঙ্গতত্ত্বঃ ॥১১২
 তৎকারণং স্মৃতং যৎ তস্মাস্তর্ব্বাসনাজালম্ ।
 তস্ম প্রবৃত্তিহেতুর্ক্সু দ্ব্যশ্রয়মত্র তুর্য্যং স্ম্যৎ ॥১১৩
 তৎসারভূতবুদ্ধৌ যৎ প্রতিফলিতং তু শুদ্ধচৈতন্যম্ ।
 জীবঃ স উক্ত আত্মৈর্ঘোহহমিতি স্ফূর্ত্তিকৃদ্বপুষি ॥১১৪
 চরতরতরঙ্গসঙ্গাৎ প্রতিবিম্বং ভাস্করস্ম চ চলং স্ম্যৎ ।
 অস্তি তথা চঞ্চলতা চৈতন্ত্রে চিন্তচাঞ্চল্যাৎ ॥১১৫
 নব্বর্কপ্রতিবিম্বঃ সলিলাদিষু যঃ স চাবভাসয়তি ।
 কিমিতরপদার্থনিবহং প্রতিবিম্বোহপ্যাঅনন্তদ্বং ॥১১৬

১১২ । সুস্মভূতসমূহ, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চইন্দ্রিয় এবং অস্তঃকরণ এই ষোড়শ পদার্থের সমষ্টিই লিঙ্গশরীর নামে কথিত হইয়াছে ॥১১২

১১৩ । সেই লিঙ্গশরীরের অন্তর্বর্তী যে বাসনাসমূহ, তাহাই কারণ-শরীর বলিয়া জানিবে । সেই বাসনারূপ কারণশরীরের প্রবৃত্তির হেতুভূত বুদ্ধির যাহা আশ্রয় তাহাই চতুর্থ মহাকারণ বলিয়া অভিহিত হয় ॥১১৩

১১৪ । সেই মহাকারণ-শরীরের সারভূত—বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত যে চৈতন্য, প্রাচীনগণকর্তৃক তাহাই জীব নামে কীৰ্ত্তিত হয় । উক্ত চৈতন্যরূপী জীবই শরীরে অহম্ ইত্যাকার স্ফূর্ত্তির কর্ত্তা ॥১১৪

১১৫ । চলনশীল তরঙ্গ হইতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেমন চলনশীল বলিয়া মনে হয়, সেই প্রকার চিন্তের চঞ্চলতাপ্রযুক্ত চৈতন্ত্রে চঞ্চলতা প্রতীত হইয়া থাকে ॥১১৫

১১৬ । সলিলস্থিত সূর্য্যের প্রতিবিম্ব যেমন অগ্ণান্য পদার্থকে প্রকাশিত করে না, তদ্রূপ আত্মার প্রতিবিম্বও অন্যান্য পদার্থ প্রকাশ করিতে পারে না ॥১১৬

- * প্রতিফলিতং যন্তেজঃ সবিতুঃ কাংস্তাদিপাত্রেষু ।
 তদমুপ্রবিষ্টমন্তর্গৃহমন্ত্যর্থান্ প্রকাশয়তি ॥১১৭
 চিংপ্রতিবিস্তদ্বদবুদ্ধিষু যো জীবতাং প্রাপ্তঃ ।
 নেত্রাদীন্দ্রিয়মার্গৈরহিরর্থান্ সোহবভাসয়তি ॥১১৮

অবৈতপ্রকরণম্ ।

- তদিদং য এবমার্ঘ্যো বেদ ব্রহ্মাহমস্মীতি ।
 স ইদং সর্বং চ স্তাৎ ভস্ম হি দেবাশ্চ নেশতে ভূত্যা ॥১১৯
 যেবাং স ভবত্যাগ্না যোহন্ত্যামথ দেবতামুপাস্তে যঃ ।
 অহমন্ত্যোহসাবন্ত্যশ্চেতং যো বেদ পশুবৎ সঃ ॥১২০
 ইত্যুপনিষদামুক্তিস্তথা ঋতির্ভগবদুক্তিষ্চ ।
 জ্ঞানী হ্যঐবেয়ং মতি মমৈত্যত্র যুক্তিরপি ॥১২১

১১৭-১১৮ । কাংস্তাদ পাত্রে প্রতিফলিত সূর্য্যের কিরণ যেমন
 গৃহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অপরাপর পদার্থের প্রকাশ করে ; সেই প্রকার
 জীবতাপ্রাপ্ত বুদ্ধিস্থিত চৈতন্যের প্রতিবিম্ব নেত্রাদি ইন্দ্রিয়রূপ মার্গদ্বারা
 নির্গত হইয়া বাহ্যার্থসমূহকে প্রকাশিত করিয়া থাকে ॥১১৭-১১৮

অবৈতপ্রকরণ ।

১১৯-১২০ । সেই হেতু “এই ব্রহ্মই আমি” ইহা যেই আর্ঘ্য অবগত
 আছেন, তিনি এই সকলের স্বরূপ হন এবং দেবতাগণও বিভূতিদ্বারা
 তাহাকে বশীভূত করিতে পারে না ; কারণ, তাঁহাদিগের তিনি আত্মা ।
 এই হেতু যিনি অন্য দেবতার উপাসনা করেন, যিনি আমি অন্য, উনি
 অন্য—এইরূপ জ্ঞান করেন তিনি পশুসম ॥১১৯-১২০

১২১ । ইহাই উপনিষৎসমূহের উক্তি, বেদও তাহাই বলিয়াছেন ।
 ভগবানও বলিয়াছেন “জ্ঞানী কিন্তু আত্মাই, ইহাই আমার মত” ।
 ইহাতে যুক্তিও আছে, যথা— ॥১২১

ঋজু বক্রং বা কাষ্ঠং হুতাশদন্ধং সদগ্নিতাং যাতি ।
 তৎ কিং হস্তগ্রাহ্যং ঋজুবক্রাকারসম্বেষপি ॥১২২
 এবং য আত্মনিষ্ঠো হ্যাত্মাকারশ্চ জায়তে পুরুষঃ ।
 দেহীব দৃশ্যতেহসৌ পরং হসৌ কেবলো হ্যাত্মা ॥১২৩
 প্রতিফলতি ভানুরেকোহনেকশরাবোদকেষু যথা ।
 তদ্বদসৌ পরমাত্মা হ্যেকোহনেকেষু দেহেষু ॥১২৪
 দৈবাদেকশরাবে ভগ্নে কিংবা বিলীয়তে সূর্য্যঃ ।
 প্রতিবিশ্বচঞ্চলত্বাদর্কঃ কিং চঞ্চলো ভবতি ॥১২৫
 স্বব্যাপারং কুরুতে যথৈকসবিতুঃ প্রকাশেন ।
 তদ্বচ্চরাচরমিদং হ্যেকাত্মসত্ত্বয়া চলতি ॥১২৬

১২২। কাষ্ঠ সরলই হউক বা বক্রই হউক অগ্নিদ্বারা দন্ধ হইলে তাহা উষ্ণ হইয়া থাকে । তাহার সরলতা বা বক্রতা বিদ্যমান থাকিলেও তাহা কি তখন হস্তদ্বারা গ্রহণীয় হয় ? (অর্থাৎ কখনই হয় না) ॥১২২

১২৩। এই প্রকার যে পুরুষ আত্মনিষ্ঠ তিনি আত্মার আকার প্রাপ্ত হন । দেহীর ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইলেও সেট পুরুষ কেবল আত্ম-স্বরূপই ॥১২৩

১২৪। যে প্রকার একই সূর্য্য শরাবজ্রলপ্রভৃতি অনেক বস্তুতে প্রতিফলিত হয়, সে প্রকার একট পরমাত্মা অনেকবিধ দেহেতে প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥১২৪

১২৫। দৈবাৎ একটা শরাব ভগ্ন হইলে কি সূর্য্য বিলীন হয় ? প্রতিবিশ্বের চঞ্চলত্বনিবন্ধন কি সূর্য্য চঞ্চলতা প্রাপ্ত হয় ? ॥১২৫

১২৬। যেমন একই সূর্য্যের প্রকাশদ্বারা সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়, তেমন একই আত্মার সত্তাতে চরাচর এই ব্রহ্মাণ্ড সজ্জপে প্রতীক্শ-মান হয় ॥১২৬

যেনোদকেন কদলীচম্পকজাত্যাদয়ঃ প্রবর্দ্ধন্তে ।

মূলকপলাগুললগুনান্তেনৈবৈতে বিভিন্নরসগন্ধাঃ ॥১২৭

একো হি সূত্রধারঃ কাষ্ঠপ্রকৃতিরনেকশো যুগপৎ ।

স্তম্ভাগ্রপট্টিকায়াং নর্ভয়তীহ প্রগূঢ়তয়া ॥১২৮

গুড়খণ্ডশর্করাভা ভিন্নাঃ স্যুর্বিষকৃতয়ো যথৈকেকোঃ ।

কেয়ুরকঙ্কণাভা যথৈকহেমো ভিদাশ্চ পৃথক্ ॥১২৯

এবং পৃথক্ স্বভাবং পৃথগাকারং পৃথগ্ বৃত্তি ।

জগদুচ্চাবচমুচ্চৈরেকেনৈবাশ্রয়া চলতি ॥১৩০

স্বকথুতসিদ্ধমগ্নং যাবন্নাস্নাতি মার্গগন্তাবৎ ।

স্পর্শভয়ক্ষুৎপীড়ে তস্মিন্ ভুক্তে ন তে ভবতঃ ॥১৩১

১২৭। যেহঁ জলের দ্বারা কদলী চম্পক এবং জাতিপ্রভৃতি তরু-
সকল বর্দ্ধিত হয়, সেই জলের দ্বারাই মূলক, পলাও, লগুনপ্রভৃতি সমুদয়
বস্তু বিভিন্ন গন্ধ এবং বিভিন্ন রসযুক্ত হইয়া থাকে ॥১২৭

১২৮। যেমন একই সূত্রধর যুগপৎ অনেক কাষ্ঠ প্রতিকৃতিকে
স্তম্ভাগ্রস্থিত পট্টিকাতে অতি গূঢ়ভাবে নর্ভন করাইয়া থাকেন ॥১২৮

১২৯। যেমন একই ইক্ষুর গুড়, খণ্ড ও শর্করা প্রভৃতি নানাবিধ
বিকারপ্রাপ্ত হয়, যেমন একই স্বর্ণকেয়ুর, কঙ্কন প্রভৃতি বিভিন্নরূপে
বিকৃত হয়— ॥১২৯

১৩০। সেইরূপ পৃথক্ স্বভাব, পৃথক্ আকার এবং পৃথক্ ব্যাপারযুক্ত
এই উচ্চাবচ জগৎ একই আত্মাকর্ষক চালিত হইতেছে, অর্থাৎ বিচিত্র
জগৎ একই আত্মার সত্তায় সত্তাবান্ ॥১৩০

১৩১। যেমন সিদ্ধার আপনার স্বকথুত হইলেও পৃথিক যে পর্য্যন্ত
না তাহা আহার করেন, সে পর্য্যন্ত তাহার স্পর্শভয় এবং ক্ষুধার তাড়না
থাকে; আহার করিলে আর উক্ত স্পর্শভয় বা ক্ষুধার তাড়না থাকে না ॥১৩১

মানুষমতঙ্গমহিষশুকরাদিষ্মন্যাতম্ ।

যঃ পশ্যতি জগদীশং স এব ভুঙ্ক্রেহম্বয়ানন্দম্ ॥১৩২

কর্তৃভোক্তৃপ্রকরণম্ ।

যদ্বং সূর্যোহভ্রাদিতে স্বব্যবহারং জনঃ কুরুতে ।

তং ন কৰোতি বিবস্বান্ ন কারয়তি তদ্বদায়াপি ॥১৩৩

লোহে ছতভুগ্‌ব্যাপ্তে লোহাস্তরতাড্যমানেহপি ।

তস্তাস্তর্গতবহ্নেঃ কিং স্মান্নির্ঘাতজং দুঃখম্ ॥১৩৪

নিষ্ঠুরকুঠারঘাতৈঃ কাষ্ঠে সংছিদ্যমানেহপি ।

অন্তবর্তী বহ্নিঃ কিং ঘাতৈশ্ছিদ্যতে তদ্বৎ ॥১৩৫

তন্মুসম্বন্ধাজ্জাতৈঃ সুখদুঃখে লিপ্যাতে নাত্মা ।

ক্রান্তে ক্রান্তিরপি ভূয়োহনশ্লগ্নস্তোহভিচাক্ষীত্যাদি ॥১৩৬

১৩২ । যিনি মানুষ, মাতঙ্গ, মহিষ, কুকুর, শূকরপ্রভৃতি প্রাণীতে
অনুস্ম্যতরূপে জগদীশ্বরকে দর্শন করিয়া থাকেন, তিনিই অম্বয়ানন্দের
উপভোগ করিয়া থাকেন ॥১৩২

কর্তৃভোক্তৃপ্রকরণ ।

১৩৩ । যেমন সূর্য্য উদিত হইলে মানব নিজ নিজ ব্যবহার সম্পন্ন
করিয়া থাকে, সূর্য্য কিন্তু তাহা করেন না এবং করান না, তেমনই
আত্মাও নিজে কিছু করেন না এবং অপরের দ্বারাও করান না ॥১৩৩

১৩৪ । অগ্নিদ্বারা ব্যাপ্ত লোহে লোহাস্তর দ্বারা তাড্যমান হইলেও
তদন্তর্গত অগ্নির কি উক্ত আঘাতজনিত দুঃখের অনুভব হয় ? ॥১৩৪

১৩৫ । নিষ্ঠুর কুঠারের আঘাতদ্বারা কাষ্ঠ ছিদ্যমান হইলেও
তদন্তর্গত বহ্নি কি কাষ্ঠের দ্বারা প্রোক্ত আঘাতদ্বারা ছিন্ন হইয়া
থাকে ? ॥১৩৫

১৩৬ । তেমনই শরীরসম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন দুঃখের দ্বারা আত্মা লিপ্ত

নিশি বেষ্মানি প্রদীপে দীপ্যতি চৌরস্ত বিস্তমপহরতি ।

ঈরয়তি বারয়তি বা তং দীপঃ কিং তথাআপি ॥১৩৭

গেহাস্তে দৈববশাৎ কস্মিংশ্চিৎ সমুদিতে বিপন্নে বা ।

দীপস্তস্যত্যথবা খিচ্ছতি কিং তদ্বদাআপি ॥১৩৮

স্বপ্রকাশতাপ্রকরণ ।

রবিচন্দ্রবহ্নিদীপপ্রমুখাঃ স্বপরপ্রকাশাঃ সূ্যঃ ।

যচ্ছপি তথাপ্যামীভিঃ প্রকাশ্যতে ক্বাপি নৈবাত্মা ॥১৩৯

চক্ষুর্দ্বারৈব স্ত্রাৎ পরাত্মনা ভানমেতেবাম্ ।

যদ্ বা তেহপি পদার্থা ন জ্জায়ন্তেহথ কেবলালোকাৎ ॥১৪০

হয় না । প্রতিও ইহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে “একজন অর্থাৎ জীব আশ্বাদ করে, অন্য অর্থাৎ ঈশ্বর স্বপ্রকাশ থাকেন” ॥১৩৬

১৩৭ । রজনীযোগে গৃহভাস্তরে দীপ্যমান প্রদীপের বিজ্ঞমানে চৌর বিস্ত অপরূপ করে । প্রদীপ যেমন তাহাকে অমুমোদন বা বারণ করে না, সেই প্রকার আত্মাও কোন কাষের বারণ বা অমুমোদন করে না ॥১৩৭

১৩৮ । গৃহে দৈববশে কাহারও অভ্যুদয় বা বিপৎ হইলে প্রদীপ কি তাহাতে তুষ্ট বা খিন্ন হয়? তদ্রূপ আত্মাও অভ্যুদয় বা বিপদে তুষ্ট বা খিন্ন হয়েন না ॥১৩৮

স্বপ্রকাশতাপ্রকরণ ।

১৩৯ । যাদও সূ্য, চন্দ্র, অগ্নি, দীপপ্রভৃতি বস্তুসমূহ আপনায় ও অপরের প্রকাশক হয়, তথাপি এই সমস্ত পদার্থকর্তৃক কখনও আত্মা প্রকাশিত হয়েন না ॥১৩৯

১৪০ । চক্ষুদ্বারাও পরমাত্মকর্তৃক এই সমুদয় পদার্থের ভান হয় । সেই পদার্থসমূহও কিন্তু কেবল আলোকদ্বারা জ্ঞাত হয় না ॥১৪০

তত্রাপ্যক্ষিৎস্বারা সহায়ভূতো ন চেদাশ্মা ।

নো চেৎ সত্যালোকে পশুত্যন্ধঃ কথং নার্থান্ ॥১৪১

সত্যাত্মশূপি কিং নো জ্ঞানং তচ্চৈন্দ্রিয়ান্তরেণ স্মাৎ ।

অন্ধে দৃক্-প্রতিবন্ধে করসম্বন্ধে পদার্থভানং হি ॥১৪২

জানাতি যেন সর্বং কেন চ তং বা বিজানীয়াৎ ।

ইতু্যপনিষদামুক্তির্বধ্যত আত্মাত্মনা তস্মাৎ ॥১৪৩

নাদানুসন্ধানপ্রকরণম্ ।

যাবৎক্ষণং ক্ষণার্দ্ধং স্বরূপপরিচিস্তনং ক্রিয়তে ।

তাবদ্ দক্ষিণকর্ণে অনাহতঃ শব্দঃ ॥১৪৪

সিদ্ধারমুস্তিস্থিরতা-বিশ্রম-বিশ্বাস-বীজশুদ্ধীনাম্ ।

উপলক্ষণং হি মনসঃ পরমং নাদানুসন্ধানম্ ॥১৪৫

১৪১। সেইস্থলেও যদি চক্ষুদ্বারা সহায়ভূত না হইয়াই কেবল আলোকদ্বারা আত্মা প্রত্যক্ষ করে বলা হয়, তাহা হইলে আলোক সম্বন্ধেও অন্ধব্যক্তি কেন বিষয়ের প্রত্যক্ষ করে না ॥১৪১

১৪২। আত্মা থাকিলেও কেন জ্ঞান হয় না? যদি ইন্দ্রিয় ব্যতিরেকে জ্ঞান হইত, দৃক্শক্তিশূণ্য অন্ধব্যক্তিরও করসম্বন্ধদ্বারা পদার্থ ভান হয় ॥১৪২

১৪৩। “যাহা দ্বারা সমস্ত জ্ঞান যায় তাহাকে কাহার দ্বারা জানা যায়?” এই উপনিষদ্বাক্য বাধিত হয়, যদি আত্মা ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞাত হইত। সেইহেতু আত্মার দ্বারা আত্মা জ্ঞাত হন অর্থাৎ আত্মা স্বপ্রকাশ ॥১৪৩

নাদানুসন্ধানপ্রকরণ ।

১৪৪। যতক্ষণ ক্ষণার্দ্ধকাল স্বরূপের চিন্তা করা হয়, ততক্ষণ কিম্ব দক্ষিণ কর্ণে অনাহত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় ॥১৪৪

১৪৫। সিদ্ধি, আরম্ভ, স্থিরতা, বিশ্বাস এবং বীজশুদ্ধির উপলক্ষণই মনের পরম নাদানুসন্ধান ॥১৪৫

ভেরী-মৃদঙ্গ-শঙ্খাচ্ছাহতনাদে মনঃ কণং রমতে ।
 কিং পুনরনাহতেহস্মিন্ মধুমধুরেহখণ্ডিতে স্বচ্ছে ॥১৪৬
 চিন্তং বিষয়োপরমাদ্ যথা যথা যাতি নৈশ্চল্যম্ ।
 বেণোরিব দৌৰ্ঘতরস্তথা তথা জায়তে নাদঃ ॥১৪৭
 নাদাভ্যাস্তব্বর্ত্তি জ্যোতিৰ্যদ্ বর্ত্ততে হি চিরম্ ।
 তত্র মনো লীনং চেন্ন পুনঃ সংসারবন্ধায় ॥১৪৮
 পরমানন্দানুভবাৎ সুচিরং নাদানুসন্ধানাৎ ।
 শ্রেষ্ঠশ্চিন্তলয়োহয়ং সংস্বস্তলয়েষ্মনেকেষু ॥১৪৯

মনোলয়প্রকরণম্ ।

সংসারতাপতপ্তং নানাযোনিভ্রমাৎ পরিশ্রাস্তম্ ।
 লক্শ্ণা পরমানন্দং ন চলতি চেতঃ কদা কাপি ॥১৫০

১৪৬। যখন ভেরী, মৃদঙ্গ, শঙ্খ প্রভৃতির আহত নাদে কণকালের
 নিমিত্ত মনের রতি হয়, তখন মধুর হইতেও সুমধুর অখণ্ডিত অতিপবিত্র
 অনাহত নাদে যে মন রমণশীল হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥১৪৬

১৪৭। বিষয়ের উপরমনিবন্ধন চিন্তা যে প্রকার নিশ্চলতা প্রাপ্ত
 হয়, ক্রমে সে প্রকার বেণুর শব্দের ন্যায় দৌৰ্ঘতর অনাহত শব্দ শুনিতে
 পাওয়া যায় ॥১৪৭

১৪৮। নাদের অভ্যাস্তরে যে জ্যোতিঃ রহিয়াছে, তাহা যদি দৌৰ্ঘ-
 কালস্থায়ী হয় এবং তাহাতে যদি চিন্তা বিলীন হয়, তাহা হইলে পুনর্বার
 * সংসার-বন্ধন হয় না ॥১৪৮

১৪৯। অন্যবিধ লয় অনেক থাকিলেও নাদানুসন্ধান হইতে উৎপন্ন
 বহুকালব্যাপী পরমানন্দানুভব হইতে চিন্তের যে লয় হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ ॥১৪৯

মনোলয়প্রকরণ ।

১৫০। সংসারতাপের দ্বারা পরিতপ্ত ও নানা যোনিতে ভ্রমণনিবন্ধন

অষ্টৈতানন্দভরাৎ কিমিদং কোহং চ কস্মাহম্ ।

ইতি মন্থরতাং যাতং যদা তদা মূচ্ছিতং চেতঃ ॥১৫১

চিরতরমাআনুভবাৎ আত্মাকারং প্রজায়তে চেতঃ ।

সরিদিব সাগরযাতা সমুদ্রভাবং প্রযাত্যুচ্চৈঃ ॥১৫২

আত্মানুপ্রবিষ্টং চিত্তং নাপেক্ষতে পুনর্বিষয়ান্ ।

ক্ষীরাদ্ভুতমাজ্যং যথা পুনঃ ক্ষীরতাং ন যাতীহ ॥১৫৩

দৃষ্টৌ দ্রষ্টরি দৃশ্যে যদনুস্মাতঃ চ ভানমাত্রং স্মৃতাং ।

তত্রোপক্ষীণং চেচ্চিত্তং তন্মূচ্ছিতং ভবতি ॥১৫৪

যাতি স্বসংমুখত্বং দৃঙ্মাত্রং বা যদা তদা ভবতি ।

দৃশ্যদ্রষ্টৃবিভেদো হ্রসংমুখেহস্মিন্ ন তদ্ ভবতি ॥১৫৫

পরিশ্রান্ত চিত্ত পরমানন্দ লাভ করিতে পারিলে আর কখনও কোনও স্থানে যায় না ॥১৫০

১৫১। অষ্টৈত আনন্দের ভরে—ইহা কি, আমি কে, কাহারই বা আমি—এই প্রকারে চিত্ত যখন মন্থরতা প্রাপ্ত হয়, তখন চিত্ত মূচ্ছিত হইয়া থাকে ॥১৫১

১৫২। সাগরগায়ানী নদী যেমন ক্রমে সাগরত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্থিরকালব্যাপী আত্মানুভব হইতে চিত্ত আত্মাকারতা প্রাপ্ত হয় ॥১৫২

১৫৩। দুগ্ধ হইতে উদ্ধৃত স্নাত যেমন পুনর্বার দুগ্ধতা প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট চিত্ত আর পুনরায় বিষয়সমূহকে অপেক্ষা করে না ॥১৫৩

১৫৪। যাহা দৃষ্টি, দ্রষ্টা এবং দৃশ্যে অনুস্মাত, তাহা ভানমাত্র, তাহাতে যদি চিত্ত উপক্ষীণ হয়, তাহা হইলে তাহা মূচ্ছিত হইয়া থাকে ॥১৫৪

১৫৫। যখন আত্মা নিজেব দিকে উন্মুখ হয়, তখন সেই আত্মা

একস্মিন্ দৃঙ্মাত্রে ত্রেখা ত্রিষ্টাদিকং হি সমুদেতি।

ত্রিবিধে তস্মিন্ লীনে দৃঙ্মাত্রং শিষ্যতে পশ্চাৎ ॥১৫৬

দর্পণতঃ প্রাক্ পশ্চাদস্তি মুখং প্রতিমুখং তদা ভাতি ।

আদর্শেহপি চ নষ্টে মুখমস্তি মুখে তথৈবাত্মা ॥১৫৭

প্রবোধপ্রকরণম্ ।

মাধুর্য্যং গুড়পিণ্ডে যৎ তৎ তস্ম্যাংশকেহুমাংসেহপি ।

এবং ন পৃথগ্ভাবো গুড়ত্বমধুরত্বয়োরাস্তি ॥১৫৮

অথবা ন ভিন্নভাবঃ কর্পূরামোদয়োরেবম্ ।

আত্মস্বরূপমনসাং পুংসাং জগদাত্মতাং যাতি ॥১৫৯

একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ত্রিষ্টদৃশ্যাদি ভেদ থাকে না এবং আত্মা যখন নিজের দিকে উন্মুখ না হয়, তখন দৃশ্য ত্রিষ্টা—এইরূপ ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে ॥১৫৫

১৫৬। একই দৃক্ মাত্র বস্তুতে ত্রিষ্টা, দৃশ্য ও দৃষ্টি—এই ত্রিবিধভাব সমুদিত হয়। সেই ত্রিবিধভাব লীন হইলে পশ্চাৎ দৃক্ মাত্র অবশিষ্ট থাকে ॥১৫৬

১৫৭। যেমন দর্পণের সম্মুখে মুখ থাকিলে দর্পণের পশ্চাতে মুখ দেখা যায়, কিন্তু দর্পণ নষ্ট হইলেও মুখেই মুখ থাকে, আত্মাও সেই প্রকার জ্ঞান, জ্ঞাতা, ও জ্ঞেয় ভাবের বিনাশে পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে ॥১৫৭

প্রবোধপ্রকরণম্ ।

১৫৮। গুড়পিণ্ডে যে মধুরতা আছে, তাহা গুড়পিণ্ডের অংশভূত অণুতেও বিস্তারিত, এইরূপে গুড়ই ন মাধুর্য্যের পৃথগ্ভাব নাই ॥১৫৮

১৫৯। অথবা যেমন কর্পূর এবং তদীয় গন্ধের ভিন্নত্ব নাই, সেইরূপ যে পুরুষের অন্তঃকরণ আত্মস্বরূপ হইয়াছে, তাহার জগৎ আত্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥১৫৯

যদভাবানুভবঃ শ্রান্নিজাদৌ জাগরন্তাস্তে ।

অন্তঃ স চেৎ স্থিরঃ শ্রান্নভতে হি তদাদ্বয়ানন্দম্ ॥১৬০

অতিগম্ভীরেহপারে জ্ঞানচিদানন্দমাগরে ক্ষারে ।

কর্মসমীরণতরলা জীবতরঙ্গাবলিঃ ক্ষুরতি ॥১৬১

খরতরকরৈঃ প্রদীপ্তেহভ্রাদিতে চৈতন্যতিগমাংশৌ ।

ক্ষুরতি মৃষেব সমস্তাদনেকবিধজীবমৃগতৃষ্ণা ॥১৬২

অন্তরদৃষ্টে যস্মিন্ জগদিদমারাং পরিক্ষুরতি ।

দৃষ্টে যস্মিন্ সকৃদপি বিলীয়তে কাপাসক্রপম্ ॥১৬৩

বাহ্যভাস্তরপূর্ণঃ পরমানন্দার্ণবে নিমগ্নো যঃ ।

চিরমাপ্ত ইব কলশো মহাহ্রদে জহু তনয়ায়াঃ ॥১৬৪

১৬০ । নিদ্রার আদিত্তে এবং জাগরণের অন্তে যেই ভাব অন্তরে অনুভূত হয়, তাহা যদি স্থির হয়, তাহা হইলে তখন অদ্বয়ানন্দ লাভ হইয়া থাকে ॥১৬০

১৬১ । অতিগম্ভীর বিক্ষারিত ও অপার জ্ঞানরূপ চিদানন্দমাগরে কর্ম-রূপ পবনদ্বারা চঞ্চল হইয়া জীবরূপ তরঙ্গসমূহ ক্ষুর্জিলাভ করিয়া থাকে ॥১৬১

১৬২ । খরতর কিরণের সহিত চৈতন্যরূপ সূর্য্য প্রদীপ্ত হইয়া উদিত হইলে নানাবিধ জীবরূপ মৃগতৃষ্ণা অনর্থকই চারিদিকে ক্ষুর্জিলাভ করিয়া থাকে ॥১৬২

১৬৩ । যদ্বিষয়ক জ্ঞান অন্তরে উদিত না হইলে এই জগৎ সহসা প্রকাশিত হয়, যিনি একবার মাত্রও দৃষ্ট হইলে উক্ত অসক্রপ জগৎ প্রবিলীন হইয়া যায় ॥১৬৩

১৬৪ । যিনি বাহ্য এবং অন্তরে পূর্ণ হইয়া চিদানন্দমাগরে নিমগ্ন, তিনি জাহ্নবীর মগার্গে চিরতরে নিমগ্ন কলসীর জ্বায়ই বিরাজমান থাকেন, অর্থাৎ গজানিমগ্ন কলসীর জ্বায় সেই ব্যক্তি সর্বদা পরিপূর্ণই থাকেন ॥১৬৪

পূর্ণাং পূর্ণতরে পরাংপরতরেহপ্যজ্ঞাতপারে হরৌ,
 সংবিন্ধারমুখার্ধবে বিরহিতে বীচীতরঙ্গাদিভিঃ ।
 তাম্বংকোটিবিকাসিতোজ্জ্বলদিগাকাশপ্রকাশে পরে,
 স্বানন্দৈকরসে নিমগ্নমনসাং ন ত্বং ন চাহং জগৎ ॥১৬৫

বিধাভক্তিপ্রকরণম্ ।

চিত্তে সন্তোষপত্তৌ তটিদিব বোধোদয়ে ভবতি ।
 তর্হ্যেব স স্থিরঃ স্তাদ্ যদি চিত্তং শুদ্ধিমুপয়াতি ॥১৬৬
 শুদ্ধ্যতি হি নাস্তুরাত্মা কৃষ্ণপদাস্তোজভক্তিযুতে ।
 বসনমিব ক্ষারোদৈর্ভক্ত্যা প্রক্ষাল্যতে চেতঃ ॥১৬৭
 যদ্ যৎ সমলদর্শে সূচিরং ভস্মাদিনা শুদ্ধে ।
 প্রতিফলতি বক্তৃমুচৈঃ শুদ্ধে চিত্তে তথা জ্ঞানম্ ॥১৬৮

১৬৫ । যিনি পূর্ণ হইতে পূর্ণতর, পরাংপরতর, ষাঁহার অন্ত জানা যায় না, যিনি তরঙ্গাদিবিবর্জিত জ্ঞানরূপ বিস্তৃতসুখাসমুদ্রস্বরূপ, যিনি দীপ্তিযুক্ত কোটি কোটি বিকাসিত এবং উজ্জ্বল দিগাকাশের প্রকাশস্বরূপ সেই আত্মানন্দৈকরস শ্রীহরিতে ষাঁহার মন নিমগ্ন, তাঁহার নিকট তুমি নাই, আমি নাই এবং জগৎও নাই ॥১৬৫

বিধাভক্তিপ্রকরণ ।

১৬৬ । চিত্তে সন্তুষ্ণোৎপন্ন হইলে তড়িতের ত্রাঘ জ্ঞানের উদয় হয় । তাহা হইলেই তিনি স্থির হন, যদি তাঁহার চিত্ত শুদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥১৬৬

১৬৭ । শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি না হইলে অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না । কারজল সংযোগে বস্ত্রের ত্রাঘ ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥১৬৭

১৬৮ । যেমন সমলদর্শণ বহুকাল পরিয়া ভস্মদ্বারা মার্জিত হইলে স্পন্দরভাবে মুখ প্রতিকলিত হয়, সেই প্রকার চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে জ্ঞানের উদয় হয় ॥১৬৮

জানন্ত তত্র বীজং হরিভক্ত্যা জ্ঞানিনো যে স্যুঃ ।

মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তং হে এব ব্রহ্মণো রূপে ॥১৬৯

ইতুপনিষৎ তয়োৰ্বা হৌ ভক্তৌ ভগবতুপদিষ্টৌ ।

ক্লেশাদক্লেশাদ্ বা মুক্তিঃ শ্রাদেতয়োৰ্ম্মধ্যে ॥১৭০

স্থূলা সূক্ষ্মা চেতি হেধা হরিভক্তিরুদ্ধিষ্টা ।

প্রারম্ভে স্থূলা স্যাৎ সূক্ষ্মা তস্যাঃ সকাশাচ্চ ॥১৭১

শ্রাশ্রমধৰ্ম্মাচরণং কৃষ্ণপ্রতিমার্চনোৎসবো নিত্যম্ ।

বিবিধোপচারকরণৈ ইরিদাসৈঃ সঙ্গমঃ শব্দং ॥১৭২

কৃষ্ণকথাসংশ্রবণে মহোৎসবঃ সত্যবাদশ্চ ।

পরযুবতৌ অবিণে বা পরাপবাদে পরাঙ্-মুখতা ॥১৭৩

১৬৯। যাঃরা জ্ঞানী ব্যক্তি হন, তাহারা তাহাতেই হরিভক্তির দ্বারা বীজস্বরূপ ব্রহ্মকে জ্ঞানিবেন। সেই ব্রহ্মের মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত এই দুই রূপ— ॥১৬৯

১৭০।—ইটাই উপনিষৎ বলিয়াছেন। ভগবান্ বলিয়াছেন যে সেই দুই রূপের দুই প্রকার ভক্ত আছে। তাহাদের মধ্যে কাহারও বা ক্লেশে, কাহারও বা অক্লেশে মুক্তি হয় ॥১৭০

১৭১। উক্ত উভয়ের মধ্যে স্থূল এবং সূক্ষ্মভেদে দুইপ্রকার হরিভক্তি উদ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রারম্ভে স্থূলভক্তি উদ্দিষ্ট হয়, সেই স্থূলভক্তি প্রকাশিত হইলে তাহা হইতে সূক্ষ্মভক্তি উদ্দিষ্ট হয় ॥১৭১

১৭২-১৭৩। আপনার আশ্রমোচিতধৰ্ম্মাচরণ, বিবিধ উপচারদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমার অর্চনা, নানাবিধ উপকরণদ্বারা নিত্য উৎসব, হরিভক্তের সহিত সর্বদা সংসর্গ, শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণে মহা আনন্দ, সর্বদা সত্যবাক্যব্যবহার, পরযুবতীতে, ধনসম্পদে ও পরেব অপবাদে পরাঙ্-মুখতা ॥১৭২-১৭৩

গ্রাম্যকথাসূদেগঃ স্মৃতীর্থগমনেবু তাৎপর্যাম্ ।

যত্পতিকথাবিয়োগে ব্যর্থং গতমায়ুরিতি চিন্তা ॥১৭৪

এবং কুর্ষতি ভক্তিং কৃষ্ণকথানুগ্রহোৎপন্ন।

সমুদেতি স্মৃন্তভক্তির্যন্তা হরিরন্তরাবিশতি ॥১৭৫

স্মৃতিসংপুরাণবাক্যার্থথাত্ময়াং হরের্মুক্তৌ ।

মানসপূজাভ্যাসো বিজননিবাসেহপি তাৎপর্যাম্ ॥১৭৬

সত্যং সনন্তজন্তুষু কৃষ্ণশ্রাবস্থিতেজ্ঞানম্ ।

অদ্রোহো ভূতগণে ততস্ত ভূতানুকম্পা স্মাৎ ॥১৭৭

প্রমিতযদচ্ছালাভে সন্তুষ্টিদারপুত্রাদৌ ।

মমতাশৃণুত্বমতো নিরহং কারত্বমক্রোধঃ ॥১৭৮

১৭৪। গ্রাম্যকথাতে উদেগবোধ, পাবিত্র্য তীর্থগমনে তৎপরতা,

শ্রীকৃষ্ণকথা বিযুক্ত হইলে ব্যর্থ আয়ুক্ষয় হইল ইহা চিন্তা করা ॥১৭৪

১৭৫। এই প্রকার ভক্তি করিলে যাহার হৃদয়ে কৃষ্ণকথার অনুগ্রহ-
দ্বারা স্মৃন্তভক্তি সমুদিত হয়, তাহার অন্তরে শ্রীহরির আবিষ্ট হইয়া
থাকেন ॥১৭৫

১৭৬। স্মৃতি এবং সং পুরাণ বাক্যদ্বারা যে প্রকারে শ্রীহরির মূর্তি
কীৰ্ত্তিত হইয়াছে, সেই প্রকার শ্রীহরির মূর্তিতে মানসপূজার অভ্যাস এবং
নির্জনে বাস করিবে; ইহাই উক্ত শাস্ত্রসমূহের তাৎপর্য ॥১৭৬

১৭৭। সকল প্রাণীতে কৃষ্ণ বাস করিতেছেন—এই প্রকার জ্ঞানকে
সত্য বলিয়া গনে করিতে হইবে। ভূতগণে দ্রোহপরায়ণ হইবে না, এবং
তাহা হইলেই ভূতানুকম্পা প্রাপ্ত হইতে পারিবে ॥১৭৭

১৭৮। পরিসিত এবং অনায়াসলব্ধ বস্তুতে পরিতুষ্ট ও স্ত্রী-
পুত্রাদিতে মমতারহিত হইবে। উগ্র দ্বারাই অহংকার এবং ক্রোধ
তিরোহিত হইয়া থাকে ॥১৭৮

মুহুভাষিতা প্রসাদো নিজনিন্দায়াঃ স্তুতো সমতা ।
 মুখদুঃখশীতলোক্ষদ্বন্দ্বসহিস্কৃৎমাপদো ন ভয়ম্ ॥১৭৯
 নিদ্রাহারবিহারেষ্বনাদরঃ সঙ্গরাহিত্যম্ ।
 বচনে চানবকাশঃ কৃষ্ণস্মরণেন শাস্বতী শাস্তিঃ ॥১৮০
 কেনাপি গীয়मानে हरिगीते वेणुनादे वा ।
 अनन्दाविर्भावो युगपৎ स्याद्द्व्यष्टसাত্ত্বिकोद্রেকः ॥১৮১
 তস্মিন্নমুভবতি মনঃ প্রগৃহ্যমাণঃ পরামুসুখম্ ।
 স্থিরতাং যাতে তস্মিন্ যাতি মদোন্মত্তদস্তিদশাম্ ॥১৮২
 জন্তুষু ভগবদ্ভাবঃ ভগবতি ভূতানি পশ্যতি ক্রমশঃ ।
 এতাদৃশী দশা চেৎ তদৈব হরিদাসবর্ষাঃ স্যাৎ ॥১৮৩

১৭৯। মুহুভাষিতা, প্রসন্নতা, আপনার নিন্দা এবং স্তুতিতে সমতা ও মুখদুঃখ শীতোষ্ণপ্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহ্য করা, আপদ হইতে ভীত না হওয়া ॥১৭৯

১৮০। নিদ্রা, আহার ও বিহারপ্রভৃতিতে অনাদর, সঙ্গবর্জন, বাক্যব্যবহারে অবকাশরহিত এবং শ্রীকৃষ্ণস্মরণদ্বারা শাস্বতী শাস্তি ॥১৮০

১৮১। কোনও ব্যক্তিকর্তৃক শ্রীহরির গুণগান গীত হইলে বা বেণু-নিবাদিত হইলে যুগপৎ আনন্দ ও সাত্ত্বিক ভাবের উদ্রেক ॥১৮১

১৮২। শ্রীকৃষ্ণের অনুভব হইলে প্রগৃহ্যমাণ পরমামুসুখ হয়, এবং ঔহাতে স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে মনঃ মদমত্ত হস্তীর অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥১৮২

১৮৩। ক্রমে ক্রমে প্রাণিসমূহে ভগবদ্ভাব ও শ্রীভগবানে ভূতসমূহ প্রত্যক্ষ হয়। এইরূপ দশা যদি কাহারও হয় তবে তিনি শ্রীহরির দাসশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন ॥১৮৩

ধ্যানবিধিপ্রকরণম্ ।

যমুনাতটনিকটস্থিতবৃন্দাবনকাননে মহারম্যে ।

কল্পক্রমতলভূমৌ চরণং চরণোপরি স্থাপ্য ॥১৮৪

তিষ্ঠন্তঃ ঘননীলং স্বতেজসা ভাসয়ন্তুমিহ বিশ্বম্ ।

পীতাম্বরপরিধানং চন্দনকপূরলিপ্তসর্ব্বাঙ্গম্ ॥১৮৫

আকর্ণপূর্ণনেত্রং কুণ্ডলযুগমণ্ডিতশ্রবণম্ ।

মন্দস্মিতমুখকমলং সুকৌস্তভোদারমণিহারম্ ॥১৮৬

বলয়াজ্বলীয়কাষ্ঠানুজ্জলয়ন্তং অলংকারান্ ।

গলবিলুলিতবনমালং স্বতেজসাপাস্তকলিকালম্ ॥১৮৭

গুঞ্জারবালিকলিতং গুঞ্জাপুঞ্জাঘৃষ্মিতে শিরসি ।

ভূজানং সহ গোটপৈঃ কুঞ্জান্তরবর্ত্তিনং হরিং স্মরত ॥১৮৮

ধ্যানবিধিপ্রকরণ ।

১৮৪ । যমুনাতট নিকটস্থ মনোরম বৃন্দাবন কাননে কল্প বৃক্ষের তলভূমিতে যিনি চরণোপরি চরণ স্থাপন করত বিরাজমান ॥১৮৪

১৮৫ । যেই পীতাম্বরপরিহিত নবীনজলদজালস্বনীল শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাঙ্গে চন্দনকপূরাদি লেপনকরত আপনার স্বীপ্তিহার জগদ্ব্রজাণ্ড প্রকাশিত করিতেছেন ॥১৮৫

১৮৬ । ষাঁহার নয়নযুগল আকর্ণবিশ্রান্ত, শ্রবণযুগল কুণ্ডলদ্বয়-বিভূষিত, বদনকমল যুগ্মধূর স্মিতযুক্ত, বক্ষঃস্থল কৌস্তভ এবং মহা-মূল্য মণিময় হারদ্বারা বিভূষিত ॥১৮৬

১৮৭ । ষাঁহার গলদেশে বনমালা বিলম্বিত, যিনি বলয় অঙ্গুরীয়কাদি আপনার অলংকারের উজ্জলতা সম্পাদনকরত নিজের তেজদ্বারা কলিকালকে পরাহত করিতেছেন ॥১৮৭

১৮৮ । ষাঁহার গুঞ্জাপরিশোভিত মস্তকে অলিকূল গুঞ্জন করিতেছে,

মন্দারপুষ্পবাসিতমন্দানিলসেবিতং পরানন্দম্ ।
 মন্দাকিনীযুতপদং নমত মহানন্দদং মহাপুরুষম্ ॥১৮৯
 সুরভীকৃতদিগ্‌বলয়ং সুরভিশিতৈরাবৃতং সদা পরিতঃ ।
 সুরভীতিল্পপণমহাসুরভীমং যাদবং নমত ॥১৯০
 কন্দর্পকোটিসুভগং বাঙ্কিতফলদং দয়ার্ণবং কৃষ্ণম্ ।
 ত্যক্ত্বা কমল্যবিষয়ং নেত্রযুগং ত্রুষ্ণুযুগংসহতে ॥১৯১
 পুণ্যতমামতিসুরসাং মনোহভিরামাং হরেঃ কথাং ত্যক্ত্বা ।
 শ্রোতুং শ্রবণদ্বন্দ্বং গ্রাম্যং কথমাদরং ভবতি ॥১৯২
 দৌর্ভাগ্যমিন্দ্রিয়াণাং কৃষ্ণে বিষয়ে হি শাস্বতিকে ।
 কণিকেষু পাপকরণেষুপি সজ্জন্তে যদন্তবিষয়েষু ॥১৯৩

যিনি গোপগণের সঞ্চিত ভোজনপরায়ণ—এবজুত কুঞ্জমধ্যস্থিত শ্রীহরিকে
 স্মরণ কর ॥১৮৮

১৮৯। যিনি পারিজাতপুষ্পের গন্ধযুক্ত, ধীর পবনকর্তৃক পরি-
 সেবিত এবং সুরতরঙ্গিনী যদৌর চরণসরোজে নিপতিত—এবজুত পরা-
 নন্দস্বরূপ মহাপুরুষকে বন্দনা কর ॥১৮৯

১৯০। বৎকর্তৃক দিক্‌সমূহ আমোদিত হইয়াছে। যিনি সর্বদা
 শতশত গাভীদ্বারা পরিবৃত—এবজুত সুরগণের ভীতিনাশক অসুরগণের
 ভীমস্বরূপ যাদবকে নমস্কার কর ॥১৯০

১৯১। কোটি কোটি কন্দর্প হইতেও হ্রস্ব—এবজুত বাঙ্কিতফল-
 দাতা, দয়ার সমুদ্র শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি কোন্ বিষয়দর্শনে
 নেত্রদ্বয় উৎসাহিত হইতে পারে ? ॥১৯১

১৯২। মনোভিরাম পুণ্যতম অতিসুরস হরিকথা ত্যাগ করিয়া
 গ্রাম্যকথা শ্রবণার্থ কি প্রকারে কণ্ঠযুগলের আদর হইতে পারে ? ॥১৯২

১৯৩। ইহা ইন্দ্রিয়গণের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য যে শাস্বত শ্রীকৃষ্ণরূপ

সত্ত্বগুণিষ্ঠপয়োঃ এক্যপ্রকরণম্ ।

শ্রুতিভির্মহাপুরাণৈঃ সত্ত্বগুণাভীতয়োঃ কৈক্যাম্ ।

যৎ প্রোক্তং গূঢ়তয়া তদহং বক্ষ্যেহতিবিশদার্থম্ ॥১২৪

ভূতেষু স্ত্রীয়ামী জ্ঞানময়ঃ সচ্চিদানন্দঃ ।

প্রকৃতেঃ পরঃ পরাত্মা যদুকুলতিলকঃ স এবায়ম্ ॥১২৫

ননু সত্ত্বগো দৃশ্যতনুস্তথৈকদেশাধিবাসশ্চ ।

স কথং ভবেৎ পরাত্মা প্রাকৃতবদ্ রাগরোষযুতঃ ॥১২৬

ইতরে দৃশ্যপদার্থা লক্ষ্যন্তেহনেন চক্ষুষা সর্বে ।

ভগবাননয়া দৃষ্ট্যা ন লক্ষ্যতে জ্ঞানদৃগ্গম্যঃ ॥১২৭

যদ্বিশ্বরূপদর্শনসময়ে পার্থায় দত্তবান্ ভগবান্ ।

দিব্যং চক্ষুস্তস্মাদদৃশ্যতা যুজ্যতে নৃহরৌ ॥১২৮

বিষয় থাকিতে অল্প পাপকারী কর্ণিক বিষয়ে তাহার আসক্ত হয় ॥১২৩

সত্ত্বগুণিষ্ঠপয়োঃ এক্যপ্রকরণ ।

১২৪ । শ্রুতিসমূহ ও মহাপুরাণসমূহদ্বারা যে সত্ত্বগুণ এবং নিষ্ঠুপের এক্য গূঢ়ভাবে কবিত, তাহা আমি অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিব ॥১২৪

১২৫ । যিনি ভূতাস্ত্রীয়ামী তিনিই জ্ঞানময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ, প্রকৃতি হইতে পর, পরমাত্মা, তিনি এই যদুকুলতিলক ॥১২৫

১২৬ । যিনি প্রত্যাক্ষরীরধারী, একদেশাশ্রিত এবং প্রাকৃত প্রাণীর জ্ঞায় রাগদেবযুক্ত তিনি কি করিয়া পরমাত্মা হইতে পারেন ? ॥১২৬

১২৭ । অত্যাগ্ৰ দৃশ্য পদার্থসমূহ এই চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হইয়া থাকে । জ্ঞানদৃষ্টিগম্য ভগবান্ এই দৃষ্টিদ্বারা কখনও দৃষ্ট হইতে পারেন না ॥১২৭

১২৮ । যেহেতু বিশ্বরূপদর্শনের সময় ভগবান্ পার্থকে দিব্যচক্ষু দান করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত নরহরির দৃশ্যত্ব যুক্ত হইতে পারে না ॥১২৮

সাক্ষাদ্ যথৈকদেশে বর্তূলমুপলভ্যতে রবেবিশ্বম্ ।

বিশ্বং প্রকাশয়তি তৎ সর্বৈঃ সৰ্ব্বত্র দৃশ্যতে যুগপৎ ॥১৯৯

যতপি সাকারোহয়ং তথৈকদেশী বিভাতি যত্ননাথঃ ।

সর্বগতঃ সৰ্ব্বাত্মা তথাপ্যয়ং সচ্চিদানন্দঃ ॥২০০

একো ভগবান্ রেমে যুগপদ্ গোপীম্বনেকাসু ।

অথবা বিদেহজনকশ্রুতদেবভূদেবায়ো হরি যুগপৎ ॥২০১

অথবা কৃষ্ণাকারঃ স্বচমুং তুৰ্য্যোদনোহপশ্যৎ ।

তস্মাদ্ ব্যাপক আত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ কৃষ্ণঃ ॥২০২

বক্সি যদি জঘান শ্রীবৎসঃ শ্রীপতেঃ স কিং হেহুঃ ।

ভক্তানামসুরাণামশ্বেবাং বা ফলং সদৃশম্ ॥২০৩

১৯৯। যেমন রবিবিশ্ব একদেশস্থিত এবং বর্তূল বলিয়া মাতুল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে। কিন্তু তাহা ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত করিতেছে ও প্রতিব্যক্তিই সমকালে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছে ॥১৯৯

২০০। সেই প্রকার যদিও সাকার এবং একদেশস্থিত বলিয়া যত্ননাথ প্রতিভাত হয়েন, তথাপি তিনি সর্বগত সৰ্ব্বাত্মা এবং সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ॥২০০

২০১। একই ভগবান্ যুগপৎ অনেক গোপস্বীতে রমণ করিয়া-ছিলেন, অথবা মৈথিলদেশে জনক এবং শ্রুতদেব নামক দুইটী ব্রাহ্মণের বাটীতে এক সঙ্গে গিয়াছিলেন ॥২০১

২০২। অথবা তুৰ্য্যোদন নিজের সেনাসমূহকে কৃষ্ণরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সুতরাং ভগবান্ শ্রীহরি কৃষ্ণ ব্যাপক আত্মা ও ঈশ্বর-স্বরূপ ॥২০২

২০৩। শ্রীপাতর বক্সস্থলে যখন শ্রীবৎস রাজা আঘাত করিয়া-ছিলেন, তখন কি তিনি ভগবান্ শ্রীপাতর হেহু হইয়াছিলেন? তবুই

তস্মান্ন কোহপি শক্রনোঁ মিত্রং নাপ্যদাসীনঃ ।

নৃহরিঃ সন্মার্গস্থঃ সফলঃ শাখীব যত্ননাথঃ ॥২০৪

লোহশলাকানিবহৈঃ স্পর্শাশ্মনি ভিচ্ছ্যমানেহপি ।

স্বর্ণমিতি লোহং দ্বেষাদপি বিদ্বিষাং তথা প্রাপ্তিঃ ॥২০৫

নদ্বাশ্বনঃ সকাশাদুৎপন্ন জীবসন্ততিশ্চৈয়ম্ ।

জগতঃ প্রিয়তর আত্মা তৎপ্রকৃতে নৈব সম্ভবতি ॥২০৬

বৎসাহরণাবসরে পৃথগ্বেয়োরুপবাসনাভুবান্ ।

হরিরজমোহং কর্তুং সবৎসগোপান্ বিনির্মমে স্বস্মাৎ ॥২০৭

হউক, আর অস্বরই হউক, অথবা অন্য কেহ হউক, ভগবান্ সকলকে সমান ফলই দান করিয়া থাকেন ॥২০৩

২০৪। সেই নিমিত্ত ভগবানের নিকট কেহ শত্রু, মিত্র বা উদাসীন নাই। সৎপথস্থিত হইলে নরহরি যত্নপতি, ফলবান্ বৃক্ষের ন্যায় সকলের নিকট তুল্যরূপেই বিরাজমান হন। অর্থাৎ ফলবান্ বৃক্ষ যেমন শত্রু মিত্র বিবেচনা না করিয়া সকলকে সমান ভাবে ফল দান করে, ভগবান্ও তদ্রূপ জীবাদৃষ্টাভ্যুসারে সকলকে ফলদান করেন ॥২০৪

২০৫। লোহ-শলাকা দ্বারা স্পর্শমণি ভিচ্ছমান হইলেও যেমন লোহ স্বর্ণ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার বিদ্বেষপ্রযুক্তও ভগবানে সংগত হইলে সেই বিদ্বেষকারীর পরমার্থপ্রাপ্তিই হইয়া থাকে ॥২০৫

২০৬। এই জীবনিবহ আত্মার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্ততরাং আত্মাই জগতের প্রিয়তর। প্রাকৃতে উঃ সম্ভব হয় না ॥২০৬

২০৭। ব্রহ্মা যখন গাভী হরণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ হরি অজ ব্রহ্মাকে মোহিত করিবার নিমিত্ত আপনা হইতে পৃথক্ বয়স, পৃথক্ রূপ, পৃথক্ বসনা ও পৃথক্ ভূষণসম্বিত গাভী এবং গোপদিগের নির্দোষ করিয়াছিলেন ॥২০৭

অগ্নেৰ্ষধা ফুলিঙ্গাঃ ক্ষুদ্রাস্ত ব্যাচ্চরন্তীতি ।

ঋত্বার্থং দর্শয়িতুং স্বতনোরতনোং স জীবসন্দোহম্ ॥২০৮

যমুনাতীরনিকুঞ্জে কদাচিদপি বৎসকাংশ্চ চারয়তি ।

কৃষ্ণে তথার্থ্যাগোপেষু চ বরগোষ্ঠেষু চারয়ৎ স্বারাৎ ॥২০৯

বৎসং নিরীক্ষ্য দূরাদ্ গাবঃ স্নেহেন সংভ্রাস্তাঃ ।

তদভিমুখং ধাবন্ত্যঃ প্রযয়ুর্গোপৈশ্চ ছর্ব্বারাঃ ॥২১০

প্রশ্রবভরেণ ভূয়ঃ ঋতস্তনাঃ প্রাপ্য পূর্ব্ববদ্ বৎসান্ ।

পৃথুরসনয়া লিহন্ত্যস্তুর্ভকবত্যঃ প্রপায়য়ন্ প্রমুদা ॥২১১

গোপা অপি নিজবালাঞ্জগৃহ্মর্ধানমাজ্জায় ।

ইত্থমলৌকিকলাভস্তেষাং তত্র ক্ষণং ববুধে ॥২১২

২০৮ । “অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলিঙ্গসমূহ বিনির্গত হয়”, এই ঋতির অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ আপনার শরীর হইতে জীবসমূহের উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥২০৮

২০৯ । যমুনাতীরস্থিত নিকুঞ্জে একদা শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করাইতেছিলেন, এবং দূরে অন্যান্য গোপগণও বড় গোষ্ঠে গোচারণ করাইতেছিলেন ॥২০৯

২১০ । দূর হইতে গাভীগণ বৎসদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া গোপগণ-কর্তৃক নিবারিত হইয়াও স্নেহবশতঃ ঋতগতিতে তাহাদের সন্নিধানে আসিয়াছিল ॥২১০

২১১ । ছুঙ্কের ভরে তাহাদিগের স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছিল । তাহারা বৎসদিগকে প্রাপ্ত হইয়া পৃথুরসনাধারা লেহনকরত আনন্দসহকারে তাহাদিগকে পান করাইতেছিল ॥২১১

২১২ । গোপগণও নিজ সন্ধানদিগকে মন্তক আত্মাণকরত গ্রহণ করিয়াছিল । এই প্রকার অলৌকিক লাভ তাহাদিগের ক্ষণসমূহকে বুদ্ধিযুক্ত করিয়াছিল অর্থাৎ তাহাদিগের আনন্দবুদ্ধি করিয়াছিল ॥২১২

গোপা বৎসান্শান্তাঃ পূৰ্ব্বং কৃষ্ণাশ্চকা হৃভবন্ ।

ভেনাশ্বনঃ প্রিয়ং দর্শিতমেতেষু কৃষ্ণেন ॥২১৩

প্রেয়ঃ পুত্রাদ্ বিস্তাং প্রেয়োহন্থস্মাচ্চ সৰ্বস্মাৎ ।

অন্তরতরং যদাশ্বেতু্যপনিষদঃ সত্যতাভিহিতা ॥২১৪

নম্ৰুচ্চাবচভূতেষাশ্চা সম এব বর্ষতেহথ হরিঃ ।

দুৰ্যোধনেহর্জুনে বা তরতমভাবং কথং নু গতবান্ সঃ ॥২১৫

বধিরাক্ষপঙ্গুম্ ক। দীর্ঘাঃ খৰ্ব্বাঃ সরূপাশ্চ ।

সৰ্বৈ বিধিনা দৃষ্টাঃ সবৎসগোপাশ্চতুর্ভুজাস্তেন ॥২১৬

ভূতসমং নৃহরেঃ সমো হি মশকেন নাগেন ।

লোকৈঃ সমস্তিভির্বেতু্যপনিষদা ভাবিতঃ সাক্ষাৎ ॥২১৭

২১৩। গোপগণ ও অন্যান্য গাভীগণ পূর্বে কৃষ্ণস্বরূপই ছিল। সেই নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ এই সকলে নিজের প্রিয়ত্ব দেখাইয়াছিলেন ॥২১৩

২১৪। ইহার দ্বারা “পুত্র, বিস্ত এবং অন্যান্য সমস্ত পদার্থ হইতে অন্তরতর আত্মাই প্রিয় বস্তু” এই উপনিষদের সত্যতা অভিহিত হইয়াছে ॥২১৪

২১৫। উচ্চাবচ সমস্ত ভূতে সমভাবে শ্রীহরিই আত্মরূপে বিরাজমান। তিনি কখনই দুৰ্যোধন বা অর্জুনে তরতমভাববিশিষ্ট হইতে পারেন না ॥২১৫

২১৬। বধির, অন্ধ, পঙ্গু, মূক, দীর্ঘ, খর্ব্ব, সকলেই কৃষ্ণের সমানরূপ, এইজন্য বৎসগণের সহিত গোপগণকে ব্রহ্মা চতুর্ভুজ দেখিয়াছিলেন ॥২১৬

২১৭। ভগবান্ সর্বভূতে সমান, যেহেতু তিনি মশক এবং নাগে সমানভাবেই বিরাজমান। “ঈশ্বর ত্রিলোকের পক্ষেই সমান” ইহা উপনিষৎকৃষ্ণ সাক্ষাৎরূপে কীর্তিত হইয়াছে ॥২১৭

আত্মা তাবদভোক্তা তথৈব নহু বাসুদেবশ্চেৎ ।
 নানাকৈতবঘট্টৈঃ পররমণীভিঃ কথং রমতে ॥২১৮
 সুন্দরমভিনবরূপং কৃষ্ণং দৃষ্ট্বা বিমোহিতা গোপাঃ ।
 তমভিলষন্ত্যো মনস। কামাদ্ বিরহব্যথাং প্রাপুঃ ॥২১৯
 গচ্ছন্ত্যস্তিষ্ঠন্ত্যো গৃহকৃত্যপরাশ্চ ভুঞ্জানাঃ ।
 কৃষ্ণং বিনাশ্রুবিষয়ং সমক্ষমপি জাতু নাবিন্দন্ ॥২২০
 হুঃসহবিরহভ্রাস্ত্যা স্বপত্নীন্ দদৃশুস্তরুণান্ নরাংশ্চ পশুন্ ।
 হরিরয়মিতি সুপ্রীতাঃ সরভসমালিঙ্গয়াং চক্ৰুঃ ॥২২১
 কাপি চ কৃষ্ণায়ন্তী কস্ত্যাশ্চিৎ পুতনায়ন্ত্যাঃ ।
 অপিবৎ স্তনমিতি সাক্ষাদ্ ব্যাসো নারায়ণঃ প্রাহ ॥২২২

২১৮। আত্মা ভোগ করেন না—ইহা ঠিক, আর বাসুদেবই যদি
 আত্মা হয়েন, তাহা হইলে নানাবিধ কৈতব এবং যত্বদ্বারা তিনি কি
 করিয়া পর-রমণীদিগের সহিত রমণ করিয়াছিলেন ? ॥২১৮

২১৯। নবীন সুন্দররূপ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কামপ্রযুক্ত মনদ্বারা
 গোপীগণ তাঁহাকে অভিলাষকরত বিরহব্যথা অনুভব করিয়াছিল ॥২১৯

২২০। গমনকালে, অবস্থানকালে, গৃহকৃত্য-সম্পাদনকালে, ভোজন-
 কালে এবং অশ্রু বিধ্বস্ত সমুখস্থিত হইলেও তাহারা কৃষ্ণভিন্ন অন্য বিষয়
 কখনও জানিতেন না ॥২২০

২২১। তাহারা হুঃসহ বিরহদ্বারা ভ্রাস্ত হইয়া নিজ পতি, তরু,
 মানব এবং পশুপ্রভৃতিকেও 'ইনিই কৃষ্ণ' এইরূপ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত
 প্রীত মনে বেগভরে আলিঙ্গন করিয়াছিল ॥২২১

২২২। কোনও গোপীক। কৃষ্ণ সাজিয়া, কাহাকেও বা পুতনা
 সাজাইয়া তাহার স্তন পান করিয়াছিল। ইহা সাক্ষাৎ নারায়ণরূপী
 ব্যাসদেব বলিয়াছেন ॥২২২

তস্মাঙ্গিজনিজদয়িতান্ কৃষ্ণাকারান্ ব্রজস্ত্রিয়ো বীক্ষ্য ।

স্বপরনূপতিপত্নীনামস্তর্য্যামী হরিঃ সাক্ষাৎ ॥২২৩

পরমার্থতো বিচারে গুড়তন্মধুরতদৃষ্টান্তাৎ ।

নশ্বরমপি নরদেহং পরমাত্মাকারতাং যাতি ॥২২৪

কিং পুনরনন্তশক্তে লীলাবপুরীশ্বরশ্চেহ ।

কর্মাণ্যালৌকিকানি স্বমায়য়া বিদধতো নৃহরেঃ ॥২২৫

মৃদভঞ্জনেন কুপিতাং বিকসিতবদনাং স্বমাতরং বক্তে ।

বিশ্বমদর্শয়দখিলং কিং পুনরথ বিশ্বরূপোহসৌ ॥২২৬

আনুগ্রহিকপ্রকরণম্ ।

বিষবিষমস্তনযুগলং পায়য়িতুং পুতনা গৃহং প্রাপ্তা ।

তস্তাঃ পৃথুভাগ্যায়া আসীৎ কৃষ্ণার্পণো দেহঃ ॥২২৭

২২৩ । সেই নিমিত্ত ব্রজগোপীরা নিজ নিজ দয়িতকে কৃষ্ণরূপে দর্শন করিয়া—আত্মপর, নূপতি এবং পত্নীপ্রভৃতি সকলেরই সাক্ষাৎ অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীহরি—ইহা অবধারণ করিয়াছিল ॥২২৩

২২৪ । গুড় এবং তদীয় গাধুঘ্যের দৃষ্টান্তদ্বারা বিচার করিলে পর-মার্থতঃ নশ্বর এই নরদেহও পরমাত্মাকারতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২২৪

২২৫ । এ সংসারে অনন্তশক্তিশালী লীলাবপু ভগবানের এমন কি অলৌকিক কাণ্ড থাকিতে পারে—যাহা তিনি নিজ মায়্যা অবলম্বনে বিধান করিতে পারেন না ॥২২৫

২২৬ । মৃদভঞ্নের দ্বারা কোপযুক্ত বিকসিতবদন নিজ মাতাকে স্বীয় মুখগহ্বরে অখিলব্রহ্মাণ্ড দর্শন করাইয়াছিলেন । সুতরাং তিনি যে বিশ্বরূপ তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥২২৬

আনুগ্রহিকপ্রকরণ ।

২২৭ । ভয়ানক বিষযুক্ত স্তন পান করাইবার নিমিত্ত পুতনা

অনয়ং পৃথুতরশকটং নিজ্নিকটং বা কুতাপরাধমপি ।
 কণ্ঠাল্লববিশেষাদবধীদ্ বাল্যেহস্বরং কৃষ্ণঃ ॥২২৮
 যমলার্জুনৌ তরু উন্মূল্যোলুখলগতশিরং খিল্লৌ ।
 রিঙ্গন্নঙ্গভূমৌ স্বমালয়ং প্রাপয়ন্ নৃহরিঃ ॥২২৯
 নিত্যং ত্রিদশদ্বৈষী যেন চ মৃত্যোর্বশীকৃতঃ কেশী ।
 কাকঃ কোহপি বরাকৌ বকোহপ্যশোকং গতৌ লোকম্ ॥
 গোগোপীগোপানাং নিকরমহিং পীড়য়ন্তমতিবেগাৎ ।
 অনঘমঘাস্বরমকরোং পৃথুতরমুরগেশ্বরং ভগবান্ ॥২৩১
 পীহারণ্যহুতাশনমসহতন্তেজসৌ হেতোঃ ।

দক্ষান্ মুক্ষানখিলান্ জুগোপ গোপান্ কৃপাসিদ্ধুঃ ॥২৩২
 কৃষ্ণের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল । সেই পুতনার অতিশয় শ্রেষ্ঠ ভাগ্য
 ছিল যে, তাহার দেহ কৃষ্ণে অর্পিত হইয়াছিল ॥২২৭

২২৮ । অপরাধ করিলেও পৃথুশকটকে নিজ্নিকটে আনিয়াছিলেন ও
 কণ্ঠাল্লববিশেষদ্বারা বাল্যে শ্রীকৃষ্ণ সেই অস্বরকে মারিয়াছিলেন ॥২২৮

২২৯ । যমলার্জুন নামক বৃক্ষদ্বয়কে উন্মূলন করিয়া উলুখলাবস্থিত শ্রীহরি
 অঙ্গনভূমিতে নাচিতে নাচিতে নিজ আলয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥২২৯

২৩০ । দেববিদ্বৈষী যেই কেশীদৈত্য মৃত্যুকে জয় করিয়াছিল, কাক
 নামক কোনও দৈত্য এবং বকাস্বরকে যিনি শোকরহিত পরমার্থ পদ
 প্রদান করিয়াছিলেন ॥২৩০

২৩১ । গো, গোপ এবং গোপীসমূহকে যে সর্পরূপধারী অঘাস্বর,
 এবং বিশালবপু সর্পরাজ কালীয় অতিশয় পীড়িত করিয়াছিল, ভগবান্
 তাহাদিগকে অনঘপদ প্রদান করিয়াছিলেন ॥২৩১

২৩২ । কৃপাসিদ্ধু ভগবান্ অরণ্যবহি পান করিয়া অসহ অগ্নিতেজে
 দক্ষ অতএবই মুক্ত গোপদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন ॥২৩২

পাতুং গোকুলমাকুলমশনিততিদ্বর্ষণৈঃ কৃষ্ণঃ ।
 অসহায় এক হস্তে গোবর্দ্ধনমুদধারোচ্চৈঃ ॥২৩৩
 বাসো লোভাকলিতং ধাবদ্রজকং শীলাতলৈর্হৃদ্বা ।
 বিন্মৃত্য তদপরাধং বিকুণ্ঠবাসোহর্পিতস্তন্থৈ ॥২৩৪
 ত্রেখা বক্রশরীরামতিলম্বোষ্ঠীং স্বলদ্বপূর্বচনাৎ ।
 স্রক্চন্দনপরিতোষাৎ কুজামৃজ্ঞাননামকরোৎ ॥২৩৫
 নিহতঃ পপাত হরিণা হরিচরণাগ্রাণ কুবলয়াপীড়ঃ ।
 তুঙ্গোন্মত্তমতঙ্গঃ পতঙ্গবদ্ দীপকস্ত্রাগ্রে ॥২৩৬
 যুদ্ধমিষাৎসহ রঙ্গে ত্রীরঙ্গেণাসঙ্গমং প্রাপ্য ।
 মুষ্টিকচাণুরাখ্যো যযতুর্নিঃশ্রেয়সং সপদি ॥২৩৭

২৩৩। বজ্র এবং বিদ্যাদ্বর্ষণদ্বারা আকুল গোকুলকে রক্ষা করিবার
 নিমিত্ত ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ একাকী এক হস্তে গোবর্দ্ধন পর্বতকে উচ্চ
 ধারণ করিয়াছিলেন ॥২৩৩

২৩৪। বস্ত্রলোভপরায়ণ ধাবমান রজককে শীলাতলে নিহত করিয়া
 তৎকৃত অপরাধ বিন্মৃত হইয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠবাসের অধিকার প্রদান
 করিয়াছিলেন ॥২৩৪

২৩৫। ত্রিবক্রশরীর অতিলম্বোষ্ঠী বিগলিতবপু কুজাকে, বাক্য এবং
 স্রক্চন্দনাদিদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া, সরলবদনবিশিষ্ট করিয়াছিলেন ॥২৩৫

২৩৬। পতঙ্গ যেমন প্রদীপ প্রাপ্তে মরিয়া পড়িয়া থাকে, তেমনই
 কুবলয়াপীড় নামক অতি উচ্চ মত্তমাতঙ্গ হরিকর্তৃক নিজ চরণপ্রান্ত
 দ্বারা নিহত হইয়া পড়িয়াছিল ॥২৩৬

২৩৭। যুদ্ধক্ষেত্রে রঙ্গপ্রযুক্ত ত্রীপতির অঙ্গসঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া মুষ্টিক
 এবং চাকুর নামক অস্ত্র দুইজন তৎক্ষণাৎ নিঃশ্রেয়স পদ প্রাপ্ত
 হইয়াছিল ॥২৩৭

দেহকৃতাদপরাধান্ বৈকুণ্ঠোৎকণ্ঠিতাস্তুরাশ্রামম্ ।

যদ্বরকুলাবতংসঃ কংসং বিধ্বংসয়ামাস ॥২৩৮

হরিসন্দর্শনযোগাৎ পৃথুরণতীর্থে নিমজ্জতে তস্মৈ ।

ভগবান্ নু প্রদদাত্তঃ সত্শৈচ্ছিত্রায় সাযুজ্যাম্ ॥২৩৯

মীনাদিভিরবতারণৈর্নিহিতাঃ সুরবিদ্বিষো বহবঃ ।

নীতাস্তে নিজরূপং তত্র চ মোক্ষস্ত কা বার্তা ॥২৪০

যে যদুনন্দননিহিতাস্তে তু ন ভূয়ঃ পুনর্ভবং প্রাপুঃ ।

তস্মাদবতারাগামস্তূর্য্যামী প্রবর্তকঃ কৃষ্ণঃ ॥২৪১

ব্রহ্মাণ্ডানি বহুনি পঙ্কজভবান্ প্রত্যগুমত্যানুতান্

গোপান্ বৎসযুতানদর্শয়দজং বিষ্ণুনশেবাংশ্চ যঃ ।

শস্তুর্যচ্চরণোদকং স্বশিরসা ধন্তে চ মূর্ত্তিত্রয়াৎ

কৃষ্ণো বৈ পৃথগস্তি কোহপ্যবিকৃতঃ সচ্চিন্ময়ো নীলিমা ॥২৪২

২৩৮ । দেহকৃত অপরাধপ্রযুক্ত বৈকুণ্ঠের নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে অন্তরাশ্রা যাহার এবস্তৃত কংসকে যদুকুলাবতংস শ্রীহরি বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন ॥২৩৮

২৩৯ । হরির সন্দর্শনপ্রযুক্ত রণতীর্থে নিমজ্জমান্ সেই চৈদিপতি শিশুপালকে ভগবান্ তৎক্ষণাৎ সাযুজ্যমুক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ॥২৩৯

২৪০ । মীনাদি বহু অবতারদ্বারা অনেক দৈত্য নিহত করিয়া তাহাদিগকে নিজরূপ প্রদান করিয়াছিলেন ; সুতরাং মোক্ষ সম্বন্ধে আর কথা কি ? ॥২৪০

২৪১ । যাহারা যদুনন্দনকর্তৃক নিহত হইয়াছিল, তাহারা আর পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় নাই । সুতরাং অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণই অবতারসমূহের প্রবর্তক ॥২৪১

২৪২ । বহু ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অতি অল্পত ব্রহ্মাগগকে

কৃপাপাত্রং যন্ত ত্রিপুররিপুরস্তোজবসতিঃ ।

সুতা জহ্নোঃ পূতা চরণনখনির্গেজনজলম্ ।

প্রদানং বা যন্ত ত্রিভুবনপতিঃ বিভুরপি

নিদানং সোহস্মাকং জয়তি কুলদেবো যদুপতিঃ ॥২৪৩

মায়াহস্তেহর্পয়িষা ভরণকৃতিকৃতে মোহমূলোস্তবং মাং

মাতঃ কৃষ্ণাভিধানে চিরসময়মুদাসীনভাবং গতাস্মি ।

কারুণ্যৈকাধিবাসে সকৃদপি বদনং নেক্সেসে স্বং মদীয়ং

তৎ সর্বজ্ঞেন কৰ্ত্তুং প্রভবসি ভবতী কিং হু মূলশ্চ শাস্তিম্ ॥

উদাসীনঃ শুক্লঃ সততমগুণঃ সঙ্গরহিতো

ভবাংস্তাতঃ কাতঃ পরমিহ ভবেজ্জীবনগতিঃ ।

যিনি চতুরানন ব্রহ্মাকে দেখাইয়াছিলেন, এবং বৎসযুক্ত গোপগণকে এবং বিষ্ণু সকলকে যিনি ব্রহ্মাকে দেখাইয়াছিলেন । শত্ৰু ষাঁহার চরণ জল মন্তকে ধারণ করেন, মূর্ত্তিজয় হইতে পৃথক্, বিকাররহিত সচ্চিদ্রয় । তিনিই নীলবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ ॥২৪২

২৪৩ । ত্রিপুরারি এবং পদ্মভব ব্রহ্মা ষাঁহার কৃপাপাত্র, অতি পবিত্র জহ্নুসুতা, ষাঁহার চরণনখনিঃসৃত জল, ত্রিভুবনপতিঃ ষাঁহার দান, বিদ্ধ হইলেও যিনি জগতের নিদানস্বরূপ সেই আমাদের কুলদেব যদুপতি জয়যুক্ত হউন ॥২৪৩

২৪৪ । হে কৃষ্ণানামী মাতঃ ! ভরণপোষণের নিমিত্ত মোহমূলোস্তব আমাকে মায়ায় হস্তে সমর্পণ করিয়া বহুকাল আমাতে উদাসীন হইয়া আছে । হে করুণার একমাত্র আবাসভূমি মাতঃ ! যদি তুমি একবারও আমার মুখ নিরীক্ষণ না কর, তাহা হইলে হে সর্বজ্ঞে ! আমার মূল-কারণ-যে-মোহ তাহার কি শাস্তি করিতে পার না ? ॥২৪৪

২৪৫ । হে উদাসীন শুক্ল সর্বদা গুণরহিত সঙ্গবিবর্জিত তুমিই

অকস্মাদস্মাকং যদি ন কুরুতে স্নেহমথ তদ্

বসন্ত স্বীয়াস্তব্বিমলজঠরেহস্মিন্ পুনরপি ॥২৪৫

লোকাধীশে স্বয়ীশে কিমিতি ভবভবা বেদনা স্বাশ্রিতানাং •

সংকোচঃ পঙ্কজানাং কিমিহ সমুদিতে মণ্ডলে চণ্ডরশ্মেঃ ।

ভোগঃ পূর্ব্বার্জিতানাং ভবতি ভুবি নৃণাং কৰ্ম্মণাং চেদবশ্যং

তন্মে দৃষ্টৈর্ন পুষ্টৈর্ন হু দম্বজনুপৈরুজ্জিতং নির্জিতং তে ॥২৪৬

নিত্যানন্দসুধানিধেরধিগতঃ সন্নীলমেঘঃ সতাম্

ঔৎকণ্ঠ্যপ্রবলপ্রভঞ্জনভরৈরাকর্ষিতো বর্ষতি ।

বিজ্ঞানামৃতমধুতং নিজবচো ধারাভিরারাদিদং

চেতশ্চাতকচেন্ন বাঞ্ছতি মৃষাক্রান্তোহসি সুপ্তোহসি কিম্ ॥

আমার পিতা । বলিয়া দাও—উহা হইতে আর কি জীবনের পরম গতি হইতে পারে ? যদি অকস্মাৎ আমাদের প্রতি স্নেহ না কর তাহা হইলে পুনর্বার আমার নির্মল হৃদয়ে বাস কর ॥২৪৫

২৪৬। হে ত্রিলোকেশ্বর ! তুমি যাহাদের ঈশ্বর এবজ্জিত নিজাশ্রিত জনেরও কি সংসারজনিত বেদনা সম্ভব হয় ? প্রচণ্ড রশ্মি-যুক্তমার্গুদেবের মণ্ডল সমুদিত হইলেও কি পঙ্কজ সংকোচিত হয় ? যদি পূর্ব্বার্জিত কৰ্ম্মফল মানবের সংসারে অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে মনুষ্যদ্বারা পরিপুষ্ট দানব রাজগণ তোমার প্রভাব জয় করিয়াছে—(অর্থাৎ তাহার কৰ্ম্মফল তুচ্ছ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে) ॥২৪৬

২৪৭। নিত্যানন্দস্বরূপ সুধাসমুদ্র হইতে প্রাপ্তজন্ম নীলমেঘ সজ্জনের ঔৎকণ্ঠ্যবশতঃ প্রবল প্রভঞ্জনদ্বারা আকর্ষিত হইয়া নিজ বাক্যরূপ ধারাধারা অধুত বিজ্ঞানরূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে । হে চিত্তরূপ চাতক ! যদি তুমি নিকটস্থিত এই অমৃত বাহা না কর,

চেতশ্চকলতাং বিহায় পুরতঃ সদ্ধায় কোটিদ্বয়ং

তত্রৈকত্র নিধেহি সৰ্ববিষয়ানন্তত্র চ শ্রীপতিম্ ।

বিশ্রাস্তির্হিতমপ্যহো ক হু তয়োঃশ্মধ্যে তদালোচ্যতাং

যুক্ত্যা বাস্তুভবেন যত্র পরমানন্দশ্চ তৎ সেব্যতাম্ ॥২৪৮

পুত্রান্ পৌত্রমথ স্ত্রিয়োহন্ত্রযুবতীবিদ্যাত্তথোহন্ত্রদ্বনং

ভোজ্যাদিষপি তারতম্যবশতো নালং সমুৎকণ্ঠয়া ।

নৈতাদৃগ্ যত্ননায়কে সমুদিতে চেতশ্চনস্তে বিভো ।

সাম্প্রানন্দস্বধার্ষে বিহরতি স্বেয়ং যতো নির্ভয়ম্ ॥২৪৯

কাম্যোপাসনয়ার্থয়ন্ত্যহুদিনং কিঞ্চিৎ ফলং সেন্সিতং

কিঞ্চিৎস্বৰ্গমথাপবৰ্গমপরৈর্যোগাদিযজ্ঞাদিভিঃ ।

অস্ম্যকং যত্ননন্দনাঙ্জিয়ুগলধ্যানাবধানার্থিনাং

কিং লোকেন দমেন কিং নৃপতিনা স্বর্গাপবর্গৈশ্চকিম্ ॥২৫০

তাহা হইলে বুঝিব তুমি মায়াকড়ক মিথ্যা আক্রান্ত হইয়াছ তুমি কি

নিদ্রিত আছ? ॥২৪৭

২৪৮। হে চিত্ত! চকলতা পরিত্যাগপূর্বক দুইটি কোটির সদ্ধান

করিয়া একটি কোটিতে সমগ্র বিষয় এবং অপর কোটিতে শ্রীপতিকে

বিষ্ণু কর। তাহার পরে আলোচনা করিয়া দেখ—কোনটির মধ্যে

বিশ্রাস্তি এবং হিত রহিয়াছে। যুক্তি অথবা অমুভবদ্বারা যেখানে

পরমানন্দের সদ্ধান পাইবে তাহার সেবায় আত্মনিয়োগ কর ॥২৪৮

২৪৯। পুত্র, পৌত্র, স্ত্রী, অপর যুবতী, অন্ত্রাত্ত বিত্ত ধন এবং

ভোজ্যাদিতে তারতম্যবশতঃ উৎকণ্ঠা করা উচিত নহে। ঘনানন্দস্বরূপ

স্বধাসমুদ্র অনন্তবিভূঃ রূপপতি চিত্তে উদিত হইলে আর উৎকণ্ঠাকথা

না, যেহেতু জীব তখন স্বাধীনভাবে নির্ভয়ে আনন্দ অমুভব করে ॥২৪৯

২৫০। কাম্য উপাসনা এবং যোগযজ্ঞাদিদ্বারা স্বর্গ অথবা অপবর্গ-

আশ্রিতমাত্রং পুরুষং স্বাভিমুখং কৰ্ষতি ত্রীশঃ ।

লৌহমপি চুষ্মকাশ্মা সস্মুখমাত্রং জড়ং যদ্বৎ ॥২৫১

অয়মুত্তমোহয়মধমো জাত্যা রূপেণ সংপদা বয়সা ।

প্লাঘ্যোহপ্লাঘ্যো বেথং ন বেত্তি ভগবান্নুগ্রহাবসরে ॥২৫২

অন্তঃস্থভাবভোক্তা ততোহন্তরাত্মা মহামেষঃ ।

খদিরশ্চম্পকঃ ইব বা প্রবৰ্ষণং কিং বিচারয়তি ॥২৫৩

যত্ৰপি সৰ্ব্বত্র সমস্তথাপি নূহরিস্তথাপ্যেতে ।

ভক্তাঃ পরমানন্দে রমন্তি সদয়াবলোকেন ॥২৫৪

রূপ নিজ বাহিত কিঞ্চিৎ ফল প্রতিদিন মানব কামনা করিয়া থাকে ।
যত্ননন্দনের পাদপদ্মে ধ্যানাবধানার্থী আমাদিগের লোকের দ্বারা কি
প্রয়োজন ? দমের দ্বারাই বা কি প্রয়োজন ? নৃপতি স্বর্গ অথবা অপবর্গ
দ্বারাই বা কি প্রয়োজন ? ॥২৫০

২৫১ । চুষ্মক প্রস্তর যেমন সস্মুখস্থিত নিশ্চল লৌহকে আকর্ষণ করে,
শ্রীপতিও সেই প্রকার তাহার আশ্রিত পুরুষকে আপনার অভিমুখে
আকর্ষণ করেন ॥২৫১

২৫২ । ভগবান্নুগ্রহকালে জাতি, রূপ, সম্পদ এবং বয়সদ্বারা
ইনি উত্তম এবং প্লাঘ্য, ইনি অধম এবং নিন্দিত এই প্রকার কিছুই
মনে করেন না ॥২৫২

২৫৩ । অন্তঃস্থিত ভাবগ্রাহী অতএব অন্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণ মহা মেঘের
ন্যায় খদির এবং চম্পক এই প্রকার বিচার না করিয়া বর্ষণ করিয়া
থাকেন? ॥২৫৩

২৫৪ । যত্ৰপি ভগবান্নূহরি সৰ্ব্বত্রই সম্ভাবযুক্ত, তথাপি এই
ভক্তগণ সেই ভগবানের সাক্ষরদৃষ্টিদ্বারাই পরমানন্দে রমণ করিয়া
থাকেন ॥২৫৪

সুতরামনশ্রুশরণাঃ ক্ষীরাচ্ছাহারমস্তুরা যদ্বৎ ।

কেবলয়া স্নেহদৃশা কচ্ছপতনয়াঃ প্রজীবন্তি ॥২৫৫

যন্তপি গগনং শূন্যং তথাপি জলদামৃতাংশুরূপেণ ।

চাতকচকোরনাম্মোদৃভাবাৎ পুরয়ত্যাশাম্ ॥২৫৬

• তদ্বদ ব্রজতাং পুংসাং দৃগ্বাঙ্মনসামগোচরোহপি হরিঃ ।

কৃপয়া ফলত্যকস্ম্যাং সত্যানন্দামৃতেন বিপুলেন ॥২৫৭

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমদ-গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-
পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ-বিরচিতঃ
প্রবোধসুধাকরঃ ।

২৫৫। সুতরাং একান্ত শরণাগত ভক্তগণ ভগবানের একমাত্র স্নেহপূর্ণদৃষ্টিদ্বারাই জীবিত থাকেন। যেমন কচ্ছপতনয়গণ দুগ্ধপান ব্যতীত কেবল পিতামাতার স্নেহদৃষ্টিদ্বারা জীবিত থাকে ॥২৫৫

২৫৬। যদিও গগন শূন্যাকার তথাপি চাতক এবং চকোরের একান্ত আগ্রহবশতঃ মেঘের জলকণারূপে তাহাদের আশা পূর্ণ করিয়া থাকে ॥২৫৬

২৫৭। সেই প্রকার ভগবান্ শ্রীহরি দৃষ্টি বাক্য এবং মনের অগোচর হইলেও যাহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়, অকস্মাৎ কৃপাপরবশ হইয়া বিপুল সত্যানন্দরূপ অমৃতপ্রদানে তাহাদিগকে পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন ॥২৫৭

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমদ-গোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংস-
পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ-বিরচিত
প্রবোধসুধাকরঃ ।

শাক্তব্রাহ্মবলী

(উপদেশপ্রকরণ—দ্বিতীয় ভাগ ।)

—:~:~:~:—

বেদান্তকেশরী ।

(৬)

—:~:~:~:—

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী কর্তৃক
অনূদিত

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক
সম্পাদিত ।

—

নিবেদন ।

শাক্তগ্রন্থাবলী উপদেশপ্রকরণ দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত ষষ্ঠগ্রন্থ বেদান্তকেশরী প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত টীকা, মূলের অর্থ এবং মূলের সরল বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। এ পর্য্যন্ত এ গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

এই গ্রন্থ বেদান্তশতশ্লোকী নামেও প্রসিদ্ধ।

সাধক ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করিতে গেলে যে সব চিন্তা মনোমধ্যে সতত প্রবাহিত হওয়া উচিত, তাহাই সুন্দর ছন্দে অতি সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। আনন্দগিরির টীকাটি অতি উপাদেয় ও তত্ত্ববহুল। বহু শ্রুতিবাক্য ভাষ্যসহ উদ্ধৃত করিয়া আনন্দগিরি ইহার মূলশ্লোক গুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী পঞ্চতীর্থ মহাশয় ইহার অনুবাদ করিয়া আমাদের কাছে সাহায্য করিয়াছেন। সম্পাদনকার্য্যে এবার শরীরগতিক মন্দ থাকায় অনেক ক্রটি হইয়াছে, এজন্য মনে বিশেষ কষ্ট অনুভব হইয়া থাকে। আশা করি সুধী পাঠকবর্গ ইহা উপেক্ষা করিবেন।

সূচীপত্র :

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
বিজ্ঞানকোশ ...	১—৮৬
আনন্দকোশ ...	৮৪—২৮
জগন্নিথ্যাস্থ প্রকরণ ...	২২—১০২
কর্ষমীমাংসা প্রকরণ ...	১১০—১৩৬

ও নমঃ শ্রীগণেশায় ।

শাকরগ্রন্থরত্নাবলী ।

বেদান্তকেশরী

বা

শতশ্লোকী । (৬)

দৃষ্টান্তো নৈব দৃষ্টজিভুবনজঠরে সদগুরোজ্ঞানদাতুঃ
স্পর্শশ্চেতত্র কল্যাঃ স নয়তি যদহো স্বর্ণতামশাসারং ।
ন স্পর্শত্বং তথাপি শ্রিতচরণযুগে সদগুরুঃ স্বীয়শিশ্বে
স্বীয়ং সাম্যং বিধন্তে ভবতি নিরুপমস্তেন বাহলৌকিকোহপি ॥১॥

অন্বয়ঃ । ১ । জ্ঞানদাতুঃ সদগুরোঃ জিভুবনজঠরে দৃষ্টান্তঃ ন এব দৃষ্টঃ, তত্র স্পর্শঃ চেৎ
কল্যাঃ যৎ অহো সঃ অশাসারং স্বর্ণতাং নয়তি, তথাপি স্পর্শত্বং ন । সদগুরুঃ শ্রিতচরণযুগে
বীয়শিশ্বে স্বীয়ং সাম্যং বিধন্তে, তেন নিরুপমঃ অলৌকিকঃ অপি বা । ১

আনন্দজ্ঞান (গিরি) কৃতটীকা ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

টীকা । ১ । জ্ঞানদাতুঃ সদগুরোঃ জিভুবনজঠরে দৃষ্টান্তো নৈব দৃষ্টঃ ।
কৃত্তবিম্বোপদেহদৃষ্টাং গুরুণাং দৃষ্টান্তঃ কথঞ্চিং উপলভ্যতে । পরন্তু “ন হি
জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে” ইত্যুক্তত্বাৎ জ্ঞানদাতৃদৃষ্টান্তঃ জিভু-
বনজঠরাস্তর্ক্যর্জিষু দৈবাदिষু লৌকিকেষু নানাবিচিত্রবস্তুষু নৈব দৃষ্টঃ । অথ

অনুবাদ । ১ । স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল—এহ তিন লোকে এমন কোন
বস্তু দেখা যায় না, যাহা জ্ঞানদাতা সদগুরুর দৃষ্টান্ত হইতে পারে। যদি বল,
স্পর্শমণি (পরণ পাথর) তাঁহার দৃষ্টান্ত হইবে ; কারণ, স্পর্শমণি লৌহকে
স্বর্ণে পরিণত করে । না—স্পর্শমণিও সদগুরুর দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ;

যদ্বং ত্রীখণ্ডবৃক্ষগ্রন্থতপরিমলেনাভিতোহগ্রেপি বৃক্ষাঃ
 শব্দং সৌগন্ধ্যভাজোহপ্যতনুতনুভূতাং তাপমুন্মূলয়ন্তি ।
 আচার্য্যাল্লকবোধো অপি বিধিবশতঃ সন্নিধৌ সংস্থিতানাং
 ত্রেধা তাপং চ পাপং সক্রমহৃদয়াঃ স্খোক্তিভিঃ কালয়ন্তি ॥২॥

অর্থঃ । ২ । যদ্বং ত্রীখণ্ডবৃক্ষগ্রন্থতপরিমলেন অভিতঃ অগ্রে অপি বৃক্ষাঃ শব্দং
 সৌগন্ধ্যভাজঃ অপি অতনুতনুভূতাং তাপম্ উন্মূলয়ন্তি, তবং সক্রমহৃদয়াঃ শিষ্টাঃ
 আচার্য্যাং বিধিবশাং লকবোধাঃ সন্তঃ অপি সন্নিধৌ সংস্থিতানাং সর্বজনানাং স্খোক্তিভিঃ
 ত্রেধা তাপং পাপং চ কালয়ন্তি । ২

(টীকা) মনাক্ সামাদর্শনে স্পর্শপাষণো দৃষ্টান্তেহেন কল্যাঃ কল্লনীয়শ্চেৎ
 তথাপি ন ঘটত ইত্যাহ—“স নয়তি” ইতি । সঃ স্পর্শাশ্রা, অশ্রাসারং—
 লৌহং, যন্তপি স্বর্ণতাং নয়তি—প্রাপয়তি, তথাপি স্পর্শং ন প্রাপয়তি—
 স্বসদৃশং ন করোতি ইত্যর্থঃ । সদগুরুস্ত শ্রিতচরণযুগে—স্বীয়ে শিষ্যে
 স্বীয়ং সামাং বিধন্তে । তেন কারণেন স্পর্শাদেঃ দৃষ্টান্তানর্হত্বাদ্ গুরুঃ
 নিক্রপমো—দৃষ্টান্তশূন্যঃ, তথা অলৌকিকোহপি—প্রপঞ্চাতীতোহপি ন
 দৃষ্টঃ, আত্মাকারত্বাৎ “জ্ঞানী স্বাত্মৈব মে মতম্” ইতি ভগবদ্বাক্যং । ১

২ । অথ ত্রীখণ্ডয়োঃ সন্নিধানগাজ্ঞেণৈব শিষ্টাঃ কৃতার্থতামেতি কিং
 পুনঃ উপদেশাৎ ইত্যাহ—“যদ্বং” ইতি । ত্রীখণ্ডবৃক্ষাঃ—মুখ্যচন্দনবৃক্ষাঃ,

(অনুবাদ) কারণ, স্পর্শমণি লৌহকে স্পর্শ করে বটে, কিন্তু তাহা
 স্পর্শমণির সদৃশ আর একটি স্পর্শমণি ত করিতে পারে না । কিন্তু শিষ্ট
 সদগুরুর চরণযুগলে শরণাপন্ন হইলে গুরু তাহাকে নিজের সদৃশ
 করেন । এজগৎ সদগুরুর কোন দৃষ্টান্ত নাই । অথবা তাঁহার দৃষ্টান্ত না
 থাকার আর একটি কারণ—তিনি অলৌকিক, গুরু আত্মরূপ বলিয়া
 সংসারের অতীত । ১

২ । সদগুরুর নিকটে অবস্থান করিলেই শিষ্ট কৃতার্থ হয়, উপদেশের
 কথা আর কি বলিব—ইহাই এই লোকের বলিতেছেন—যথার্থ চন্দনবৃক্ষ

আত্মানাত্মপ্রতীতিঃ প্রথমমভিহিতা সত্যমিথ্যাব্যযোগাদ্

দেধা ব্রহ্মপ্রতীতির্নিগমনিগদিতা স্বানুভূত্যোপপত্ত্যা ।

আত্মা দেহানুবন্ধাদ্ ভবতি তদপরা সা চ সর্বান্বকত্বাৎ

আদৌ ব্রহ্মাহমস্মীত্যনুভব উদিতে খন্দিৎ ব্রহ্ম পশ্চাৎ ॥৩॥

অর্থঃ । ৩ । প্রথমং সত্যমিথ্যাব্যযোগাৎ আত্মানাত্মপ্রতীতিঃ অভিহিতা, নিগমনিগদিতা স্বানুভূত্যা উপপত্ত্যা [চ] দেধা ব্রহ্মপ্রতীতিঃ, তৎ আত্মা দেহানুবন্ধাৎ, অপরা চ সা সর্বান্বকত্বাৎ ভবতি । আদৌ 'ব্রহ্ম অহম্ অস্মি' ইতি অনুভবে উদিতে পশ্চাৎ 'সর্বং পলু ইদং ব্রহ্ম' ইতি অনুভবে ভবেৎ ৷৩

(টীকা) তস্মাৎ প্রসূতো যঃ পরিমলঃ তেন অভিহিতঃ—সমস্ততঃ অগ্রেহপি বৃক্ষাঃ শব্দঃ—নিরন্তরং সৌগন্ধ্যভাজো ভবন্তি । অথ ন কেবলং সৌগন্ধ্যভাজঃ, কিন্তু অতনুতনুভূতাঃ বহুনাং সর্বজাতীয়ানাং লোকানাং তাপম্ উন্মূলয়ন্তি । বহুনাং ইতি তারতম্যবজ্ঞাম্ । তদ্বৎ আচার্যাৎ বিধিবশাৎ—ভাগ্যবশাৎ লব্ধবোধাঃ সন্তঃ যদৃচ্ছয়া সন্নিধৌ সংস্থিতানাং সর্বজনানাং যথাধিকারং কস্মোপাসনাজ্ঞানকাণ্ডনিরূপকাভিঃ স্বোক্তিভিঃ স্বৈরকথাভিঃ ত্রেধা তাপং চ পাপং চ উন্মূলয়ন্তি 'বিধিবশাৎ' ইতি পদেন বোধলব্ধৌ দুর্লভত্বং সূচিতম্ ৷২

৩ । অথ আত্মানাত্মপ্রতীতিপ্রকারমাহ— । প্রথমং—মূলতঃ তত্ত্ববিচারে ক্রিয়মাণে সত্যং মিথ্যা চোতি কোচ্ছিয়ম্ আসীৎ । তথা চ সত্য-

(অনুবাদ) হইতে যে স্বগন্ধ নির্গত হয়, তাহার দ্বারা চারিপার্শ্বস্থিত অগ্নি বৃক্ষ সকল স্বগন্ধযুক্ত হয় এবং অনেক লোকের ক্লেশ দূর করে । সেইরূপ করুণহৃদয় শিশুগণ সৌভাগ্যবশতঃ আচার্য্য হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া নিজের কথার দ্বারা সমীপবর্তী সকল লোকের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—এই তিন প্রকার দুঃখ ও পাপ উন্মূলিত করেন ৷২

৩ । কি প্রকারে আত্মা ও অনাত্মার প্রতীতি হয়, তাহাই এই শ্লোকে বলিতেছেন—তত্ত্ববিচারের দ্বারা আমরা সত্য ও মিথ্যা এই

আত্মা চিহ্নিংস্থখাত্মাহমুভবপরিচিতিঃ সৰ্বদেহাদিযন্তা
 সত্যেবং মূঢ়বুদ্ধিৰ্ভজতি নমু জনোহনিত্যদেহাশ্চবুদ্ধিঃ ।
 বাহ্যাস্থিস্মায়ুমজ্জাপলরুধিরবসার্চস্মমেদোযুগন্তু-
 বিগ্নু ত্রল্লেন্নপূর্ণং স্বপরবপূরহে। সংবিদিদ্ধাহপি ভূয়ঃ ॥৪॥

অর্থঃ । ৪ । আত্মা চিহ্নিংস্থখাত্মা অমুভবপরিচিতিঃ সৰ্বদেহাদিযন্তা, নমু এবং সতি
 মূঢ়বুদ্ধিঃ জনঃ বাহ্যাস্থিস্মায়ুমজ্জাপলরুধিরবসার্চস্মমেদোযুগন্তুবিগ্নু ত্রল্লেন্নপূর্ণং স্বপরবপূঃ
 সংবিদিদ্ধা অহো ভূয়ঃ অপি অনিত্যদেহাশ্চবুদ্ধিঃ ভজতি । ৪

(টীকা) মিথ্যাত্রয়োগাৎ আত্মানাত্মপ্রতীতিশ্চ । “সত্যং জ্ঞানমনস্তং
 ব্রহ্ম” ইত্যাদিশ্রুতেঃ । সত্যং জ্ঞানং, মিথ্যা তদ্বিপরীতম্ অজ্ঞানম্, এবং
 সত্যস্ত ব্রহ্মণঃ প্রতীতির্বেদা নিগমনিগদিতা—বেদোক্তা, অথ তামেবাহ
 —“সেতি” । স্বামুভূত্যা উপপত্ত্যা চ এবং বেদা প্রতীতিঃ । তত্র আত্মা
 স্বামুভূত্যা যা প্রতীতিঃ, সা দেহামুভবকাৎ—শরীরাবচ্ছেদেন ভবতি । তথা
 উপপত্ত্যা যা প্রতীতিঃ, সা সৰ্ব্বাত্মকভাঃ সমষ্টিরূপা । অথ অত্র হেতুমাং—
 আদৌ দেহাবচ্ছেদেন ব্রহ্মাহমস্মি ইত্যামুভবে উদিতৈ সতি পশ্চাৎ—
 তদনন্তরং “সৰ্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” ইতি উপপত্ত্যা আত্মপ্রতীতিঃ ভবতি । ৩

(অনুবাদ) দুইটা পদার্থ জানিতে পারি । তন্মধ্যে সত্যই যাহাতে
 দেখি, তাঁহাকে আত্মা ও মিথ্যাত্র যাহাতে দেখি, তাহাকে অনাত্মা
 বলিয়া বুঝি। থাকি । তজ্জন্ম এই এই শাস্ত্রে প্রথমে আত্মা ও
 অনাত্মার প্রতীতি কথিত হইয়াছে । বেদে স্বামুভব ও যুক্তির দ্বারা
 দুই প্রকার ব্রহ্মের অনুভব উক্ত হইয়াছে । তন্মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ
 স্বামুভূতির দ্বারা ব্রহ্মানুভব শরীরাবচ্ছেদেই হইয়া থাকে, দ্বিতীয় যে
 যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মানুভব তাহা সৰ্ব্বাত্মস্বরূপ, অর্থাৎ সকলের আত্মাতেই
 ব্রহ্মানুভব হইয়া থাকে । প্রথম—নিজের দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাতে ‘আগি
 ব্রহ্ম’ এইরূপ অনুভব উদিত হইলে, অনন্তর এই সমস্ত বস্তু ব্রহ্মস্বরূপ—
 এইরূপ ব্রহ্ম প্রতীতি হইয়া থাকে । ৩

টীকা । ৪ । এবম্ উদ্দেশ্যাত্ত্রণ আত্মপ্রতীতিম্ অভিধায় ইদানীং বিশেষতো নিরূপয়তি—আত্মা চিৎ বিৎ স্খাত্মা বর্ত্ততে । চিৎ—চৈতন্যং বিৎ—বিজ্ঞানং, স্খং—পরমানন্দঃ, তদেতৎ ত্রয়মপি আত্মা স্বরূপং যন্ত স তথা । অথ ন কেবলং এবংবিদম্ আত্মস্বরূপম্ উপনিষদ্বাক্যেনৈব জ্ঞাতব্যমিত্যাহ—অনুভবেতি । কিন্তুতঃ আত্মা ? অনুভবপরিচিতিঃ—অনুভবেন পরিচিতিঃ, নিরন্তরাভ্যাসেন জ্ঞাতঃ ; অথ অনুভবমেব আহ—সৰ্বদেহাদিয়ন্তেতি । সৰ্ব্বং চ তে দেহাদয়শ্চ আদি-শব্দেন ইন্দ্রিয়প্রাণাঃ তেষাং যন্তা—নিয়ন্তা চালকত্বেন দেহনিয়ন্তা চিদ্রূপঃ, ইন্দ্রিয়নিয়ন্তৃত্বেন সন্ধিদ্রূপঃ, সুষ্প্তৌ আনন্দরূপ ইত্যবস্থাত্ত্রয়েহপি অনুভূয়তে ইত্যর্থঃ । অহো ইতি আশ্চর্য্যে । এবং সত্যপি মূঢ়বুদ্ধিঃ জনঃ অনিত্যদেহাদৌ আত্মবুদ্ধিং ভজতি, অনিত্যাত্মাদৌ দেহশ্চ তত্র আত্মবুদ্ধিঃ দেহ এবাত্মা ইতি মন্ততে । অথ দেহেহপি আত্মকল্পনার্হৌ ভবিষ্যতীতি চেৎ ন ইত্যাহ । বাহ্যে ইতি দেহে, বাহ্যে অস্থীনি চ আয়বশ্চ—স্বক্ষ্মশিরা, মজ্জা, পলং—মাংসং, রুধিরং—রক্তং, বসা, চৰ্ম্ম, মেদোযুক্ত অস্তঃ বিগ্নুত্বল্লেম্বপূর্ণম্ এবংবিধং জুগুপ্সাম্পদং স্বপরবপুঃ স্বকীয়ং পরকীয়ং বা শরীরং বিদিত্বাপি ভূয়ো দেহাত্মবুদ্ধিং ভজতে ইতি মহদাশ্চর্য্যম্ ইত্যর্থঃ । ৪

অনুবাদ । ৪ । পূর্ব্বশ্লোকে আত্মা ও অনাত্মার প্রতীতির নামোল্লেখ করিয়া এপন বিশেষভাবে বলিতেছেন—আত্মা—চৈতন্য, বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, এই আত্মস্বরূপ অনুভব, অর্থাৎ সত্য আত্মজ্ঞানাভ্যাসের দ্বারা অবগত হওয়া যায় । এই আত্মা দেহ ইন্দ্রিয়প্রভৃতি সকলের পরিচালক । বড়ই বিশ্বয়ের কথা, আত্মার এবংবিধ স্বরূপ হইলেও অজ্ঞ লোক দেহ, অস্থি, শিরা, মজ্জা, মাংস, রক্ত, বসা (চৰ্ম্ম) চৰ্ম্ম ও মেদোযুক্ত এবং মধ্যে বিষ্ঠা, মূত্র ও ল্লেম্বাদ্বারা পরিপূর্ণ অতি যুগিত নিম্নের ও পরের শরীর জানিয়াও আবার অনিত্য দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া জানিয়া থাকে । ৪

দেহজীপুত্রমিত্রানুচরহয়বৃষাস্তোষহেতুশ্মমেখং

সৰ্কে স্বায়ুনয়ন্তি প্রথিতমলমমী মাংসমীমাংসয়েহ ।

এতে জীবন্তি যেন ব্যবহৃতিপটবো যেন সৌভাগ্যভাজঃ

তং প্রাণাধীশমন্তর্গতমমৃতমমুং নৈব মীমাংসয়ন্তি ॥৫॥

অর্থঃ । ৫। অমী সৰ্কে ইহ দেহজীপুত্রমিত্রানুচরহয়বৃষা মম তোষহেতুঃ ইখং মাংস-
মীমাংসা অলং প্রথিতম্ স্বায়ুঃ নয়ন্তি, এতে যেন জীবন্তি, (যেন) ব্যবহৃতিপটবঃ যেন
সৌভাগ্যভাজঃ (চ ভবন্তি) অন্তর্গতং প্রাণাধীশম্ অমৃতম্ অমুং তং ন এব মীমাংসয়ন্তি । ৫

টীকা । ৫। অথ পুনঃ আশ্চর্য্যমেব দর্শয়ন্ আহ অমী সৰ্কে লোকাঃ ইহ
অশ্বিন্ জগতি ইখং মাংসমীমাংসয়া মাংসবিচারেণ অলং পূর্ণং স্বায়ুঃ নয়ন্তি
স্বকীয়মায়ুঃ পরিকলয়ন্তি, কিঙ্কৃতম্ আয়ুঃ প্রথিতং বংশবিজ্ঞানাদিগুণৈঃ
খ্যাতমপি ইত্যর্থঃ । ইখং কথম্ ইত্যাহ—দেহেত্যাদি । দেহঃ—স্বদেহঃ,
জী, পুত্রঃ, মিত্রম্, অনুচরঃ সেবকঃ, হয়োইখং, বৃষো বলীবর্দঃ, এতে মম
তোষহেতবো ভবন্তি ইত্যভিমানেন তথা এতে পুট্টাঃ কৃশা বেতি ভরণ-
পোষণরক্ষণাদিভিঃ দৃঢ়প্রেমানুবন্ধেন স্বায়ুঃ নয়ন্তি । দেহভূতাম্ ইদমেব
প্রয়োজনমিতি মত্বা বার্থং ব্যাখ্যাকুর্নস্তি । অথ গূঢ়মাত্মতত্ত্বং তৈঃ পরমপ্রয়ো-
জনত্বেন কথং জ্ঞেয়ম্ । ন তত্র তেবাম্ অপরাধঃ কিঙ্কৃতদগতমৌঢ্যস্ত ।
অথ তদেবাহ—এতে ইতি । এতে—দেহজীপুত্রাদয়ঃ যেন কৃত্বা জীবন্তি ।
তথা যেন ব্যবহৃতিপটবঃ স্বব্যবহারক্ষমা ভবন্তি তথা যেন সৌভাগ্যঃ
সৌন্দর্য্যং ভজন্তি মৃতশরীরে তথাত্তদর্শনাত্ ইত্যর্থঃ । অন্তর্গতং—অন্ত-
র্ধ্যমিচ্ছেন আহ্বিতং, প্রাণেশং—প্রাণমুখ্যম্ অমৃতং, ত্রিমাণেষু দেহেষু

অনুবাদ । ৫। পুনর্বার আশ্চর্য্য প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন—
এই সকল লোক সংসারে শরীর, জী, পুত্র, মিত্র, সেবক, অশ্ব, বৃষ সকল
আমার জীতিহেতু—এইরূপ মাংসের বিচার করিয়া দীর্ঘ বংশবিজ্ঞানা-
দির দ্বারা বিখ্যাত নিজের আয়ুঃ বৃদ্ধা নষ্ট করে । যাহার দ্বারা দেহ,
জী, পুত্রপ্রভৃতি জীবিত থাকে, সর্ব্ববিধ ব্যবহারে সমর্থ হয়; এবং যাহার

কশ্চিং কীটঃ কথং চিৎপটুমতিরভিতঃ কণ্টকানাং কুটীরং
কুর্ক্বংস্তেনৈব সাকং ব্যবহৃত্তিবিধয়ে চেষ্টতে যাবদায়ুঃ।
তদ্বজ্জীবোহপি নানাচরিতসমুদিতৈঃ কৰ্ম্মভিঃ স্থূলদেহঃ
নিৰ্ম্মায়াত্ৰৈব তিষ্ঠন্ অমুনা সাকমভ্যোতি ভূমৌ ॥৬॥

অর্থঃ। ৬। কশ্চিং পটুমতিঃ কীটঃ কথঞ্চিৎ কণ্টকানাং কুটীরং কুর্ক্বন্ ব্যবহৃত্তিবিধয়ে
তেন এব সাকং যাবৎ আয়ুঃ চেষ্টতে। তদ্বৎ জীবঃ অপি নানাচরিতসমুদিতৈঃ কৰ্ম্মভিঃ
স্থূলদেহঃ নিৰ্ম্মায় অত্র এব তিষ্ঠন্ অমুনা সাকম্ অমুদিনং ভূমৌ অভ্যোতি ৬।

(টীকা) অপি অমরণশীলং অমুম্ অমুভবৈকবেদাং নৈব গীমাংস্যাশ্চ
ইতি মহদাশ্চর্য্যম্ ইত্যর্থঃ। ৫

৬। অথ দেহাত্মসাহচর্য্যং দৃষ্টাস্তেন দর্শয়তি—যথা কশ্চিং পটুমতিঃ
কীটঃ কথঞ্চিৎ নিজককোদ্ধূতমুত্রযত্নৈঃ কণ্টকানাং কুটীরং কুর্ক্বন্ ব্যব-
হৃত্তিবিধয়ে—ব্যবহারসিদ্ধয়ে যাবদায়ুঃ চেষ্টতে—ইত্যন্ততঃ পর্ধাটতি, তদ্বৎ
জীবোহপি নানাচরিতসমুদিতৈঃ—অনেকবিধানি চরিতানি ক্রিয়মাণ-
লক্ষিতানি তেভ্যঃ সমুদিতৈঃ প্রারব্ধকৰ্ম্মভিঃ দেহং শরীরং নিৰ্ম্মায় বিরচয়া
ন্ততঃ অত্রৈব দেহে তিষ্ঠন্ অমুনা দেহেন সাকং—সহ এব অমুদিনং ভূমৌ
অভ্যোতি—পর্ধাটতি। অর্থঃ—কণ্টককুটীরবৎ অচেতনো দেহঃ স্বতো
ন চলতি যুতশরীরে চলনাদর্শনাং, অত্যন্ত কশ্চিং চালকো বক্তব্যঃ, স
এব জীবঃ। তথা চ রথাস্বজ্ঞায়বৎ চালকব্যতিরেকেণ দেহো ন চলতি।

(অন্তঃ) দ্বারা লোক বিবিধ সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, সেই শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ
অন্তর্ভাগ্যী—প্রাণের নিয়ন্তা অমরণশীল অমুভববেত্তা আত্মার গীমাংসা
করে না। ৫

৬। দেহ ও আত্মার সাহচর্য্য দৃষ্টাস্তের দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন—
যেমন কোন কৰ্ম্মদক কীট অতি ক্লেশে নিজের লালার হইতে সজ্জাত
মুত্রসমূহের দ্বারা কণ্টকের গৃহ নিৰ্ম্মাণ করিয়া শয়নাদি ব্যবহারসিদ্ধির
নিমিত্ত সমস্ত আবু তাহার জন্ত চেষ্টা করে। সেইরূপ জীবও নানাবিধ

স্বীকূর্বন ব্যাভ্রবেষণং স্বজঠরভূতয়ে ভীষয়ন যশ্চ মুখান্
মহা ব্যাভ্রোহিমিখং স নরপশুমুখান্ বাধতে কিং নু সন্ধান্ ।
মহা জীবেষধারী জ্যাহমিতি কুরুতে কিং নটো ভতূরিচ্ছাং
তদ্বচ্ছারীর আত্মা পৃথগনুভবতো দেহতো যং স সাক্ষী ॥৭॥

অর্থঃ । ৭। যঃ স্বজঠরভূতয়ে ব্যাভ্রবেষণং স্বীকূর্বন মুখান্ চ ভীষয়ন [আন্তে], সঃ অহং ব্যাভ্র ইখং মহা নরপশুমুখান্ সন্ধান্ বাধতে কিং নু ; জীবেষধারী নটঃ অহং জীবী ইতি মহা ভতূঃ ইচ্ছাং কুরুতে কিং ? তদ্বৎ শরীরঃ আত্মা দেহতঃ অনুভবতঃ পৃথক্, ৭৭, সঃ সাক্ষী । ৭

(টীকা) তথা দেহব্যাতিরেকেণ তন্ত্ৰ চালকত্বং ন যুজ্যতে ইত্যাভয়োঃ সাহচর্য্যম্ । ৬

৭। অথ প্রাপ্তোহপি দেহঃ পারমার্থিকে ন ভবতি, কিন্তু অবিদ্যা-কল্পিতত্বাৎ কৃত্রিমঃ অস্তীতি তদনুরূপং ন কার্য্যমিতি দৃষ্টান্তেন দ্রুতয়তি । যঃ কশ্চিৎ পুরুষঃ স্বজঠরভূতয়ে ভিক্ষয়া স্বোদরপূরণায় কৃত্রিমং ব্যাভ্রবেষণং স্বীকূর্বন তেন মুখান্ বালিশাংশ্চ ভীষয়ন—ব্রাসয়ন আন্তে । স অহং ব্যাভ্র ইখং মহা নরপশুমুখান্ সন্ধান্ প্রাণিনো বাধতে, কিং ব্যাভ্রবেষণং কৃত্রিমং জানন তুষ্ণীমান্তে ব্যাভ্রবেষণরূপং কথং করোতীত্যর্থঃ । অথ

(অনুবঃ) কণ্ঠের মধ্যে প্রারব্ধ কণ্ঠের দ্বারা স্থূল শরীর নির্মাণ করিয়া এই দেহে অবস্থান করতঃ দেহের সহিত সর্বদা ভূমিতে পর্য্যটন করে । ৬

৭। শরীর আত্মার সাহচর্য্য প্রাপ্ত হইলেও বাস্তবিক আত্মস্বরূপ হয় না, পরন্তু তাহা অবিদ্যাকল্পিত বলিয়া কৃত্রিম, সুতরাং তদনুরূপ কার্য্যও হয় না, ইহাই এই শ্লোকে দৃষ্টান্তদ্বারা দৃঢ়রূপে বলিতেছেন—কোন (বহুরূপী) লোক নিজের উদরপূরণের নিমিত্ত ব্যাভ্রবেষণ ধরিয়া অন্তরালোকদিগকে ভয় দেখায়, সে নিজেকে “আগি ব্যাভ্র”—এইরূপ মনে করিয়া মনুষ্য, পশুপ্রভৃতি প্রাণিগণকে কি পীড়িত করিয়া থাকে ? কিন্তু নিজেকে কৃত্রিম ব্যাভ্র জানিয়া চূপ করিয়া থাকে, প্রকৃত ব্যাভ্রের স্তম্ভ

স্বং বালং রোদমানং চিরতরসময়ং * শাস্তিমানেন্তুমগ্রে
দ্রাক্ষং খজুরমাম্রং সুকদলমথবা যোজয়ন্ত্যশ্বিকাস্ত্রা ।
তদ্বচ্চেতোহতিমূঢ়ং বহুজননভবান্মৌঢ্যসংস্কারযোগাদ্
বোধোপায়ৈরনেকৈরবশমুপনিষদ্বোধয়ামাস সম্যক্ ॥৮॥

অর্থঃ । ৮। অধিকা চিরতরসময়ং রোদমানং স্বং বালং শাস্তিম্ আনেতুম্ অস্ত্র
অগ্রে দ্রাক্ষং খজুরম্ আম্রম্ অথবা সুকদলং যোজয়ন্তি, তদ্বৎ বহুজননভবাং মৌঢ্যসংস্কার-
যোগাৎ অবশম্ অতিমূঢ়ং চেতঃ উপনিষৎ সম্যক্ অনেকৈঃ বোধোপায়ৈঃ বোধয়ামাস ৮

(টীকা) তদেব পুনঃ দৃষ্টান্তেন দ্রুতয়তি । মত্বেতি—স্বীবেষধারী নটঃ অহং-
দ্বীতি মত্বা ভর্তৃরিচ্ছাং ন কুরুতে । স্বীবেষাত্মরূপৈঃ হাবভাবৈঃ অজ্ঞান্
পুরুষান্ প্রলোভয়তি । পরন্তু স্বয়ং স্বিয়মিতি মত্বা রমণযোগে ইচ্ছাং ন
কুরুতে, তদ্বৎ শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা দেহতঃ—দেহানুভবেন পৃথগস্তি ।
যতঃ স সাক্ষী তটস্থঃ তেন দেহানুরূপা চেষ্টা ন কার্য্যা, স্বরূপাত্মরূপমেব
স্বাতবাম্ ইত্যর্থঃ । ৭

৮। অথ বহুপ্রকারৈঃ আত্মপ্রতীতিং দর্শয়ন্ত্যাঃ ক্রতেঃ কৌশলমাহ
—অধিকা—গাতা, চিরতরসময়ং রোদমানং স্ববালং শাস্তিম্ আনেতুম্
তৃণীস্তাবঃ প্রাপয়িতুং অস্ত্র বালস্ত্রাগ্রে দ্রাক্ষং খজুরম্ আম্রং সুকদলং বা

(অনুব:) জীব হত্যা করিয়া ভক্ষণ করে না । অপিচ, অভিনয় করিবার
সময় কোন নট স্বীবেশ ধারণ করিয়া “আমি দ্বী” এইরূপ মনে করিয়াও
স্বামীর ইচ্ছা পূর্ণ করে না । স্বীবেশের অহরূপ হাবভাবপ্রভৃতির দ্বারা
অন্ত পুরুষের মনোহরণ করে, কিন্তু সন্তোষগেচ্ছা করে না, সেইরূপ শরীর-
বচ্ছিন্ন আত্মা অহুভূত দেহ হইতে ভিন্ন । কারণ, আত্মা সাক্ষিস্বরূপ,
ঐহার দেহানুরূপ চেষ্টা উচিত নহে । ৭

৮। প্রতিজননী যে কিরূপ কৌশলে কত প্রকারে আত্মজ্ঞান দান
করেন, তাহা বলিতেছেন—যে বালক অনেককণ রোদন করিতেছে,

* “চিরসময়মুং” ইতি বা পাঠঃ ।

যংপ্রীত্যা প্রীতিপাত্রং তন্মুযুবতিতনুজার্থমুখ্যং স তস্মাৎ
 প্রেয়ানাআথ শোকাম্পদমিতরদতঃ প্রেয় এতৎ কথং স্মাৎ ।
 ভার্ঘ্যাণ্ড জীবিতার্থী বিতরতি চ বপুঃ স্বাঅনঃ শ্রেয় ইচ্ছন্
 তস্মাদাঅনমেব প্রিয়মধিকমুপাসীত বিদ্বান্ চাত্ত্বৎ ॥২॥

অর্থঃ । ১ । যংপ্রীত্যা তন্মুযুবতিতনুজার্থমুখ্যং প্রীতিপাত্রং তস্মাৎ সঃ আত্মা প্রেয়ান্, অথ ইতরং শোকাম্পদং, অতঃ এতৎ প্রেয়ঃ কথং স্মাৎ ? জীবিতার্থী ভার্ঘ্যাদাং বিতরতি, স্বাঅনঃ শ্রেয়ঃ, ইচ্ছন্ বপুঃ চ (বিতরতি), তস্মাৎ বিদ্বান্ অধিকং প্রিয়ম্ আঅনম্ এব উপাসীত, ন চ অস্ত্বৎ (উপাসীত) ২

(টীকা) যোজয়তি যেন কেনাপি অভীষ্টফলেন অয়ং রোদনাং উপশমং
 প্রাপ্নোতু ইত্যর্থঃ । তদ্বদ্ বহুজননভবাং মোচ্যসংস্কারযোগাৎ অবশং—
 চঞ্চলং সৎ অতিমূঢ়ঃ অজ্ঞানোপহতঃ চেতঃ উপনিষৎ সমাগ্—যথাধিকারম্
 অনৈকৈকোপাধিপায়ৈঃ আঅজ্ঞানোপাধিপায়ৈঃ বোধয়ামাস আঅপ্রতিপত্তৌ
 বহু উপায়েষু প্রোক্তেষু সংস্থ একোহপি প্রতিফলিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ । ৮

২ । অথ আঅনঃ সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমাহ—তস্মাদ্ বক্ষ্যমাণাদ্
 বিষয়জাতাং সকাশাং স আত্মা প্রেয়ান্ পরমপ্রেমাম্পদং ভবতি । স
 কঃ তন্মুযুবতিতনুজার্থমুখ্যং বিষয়জাতং তৎ যং প্রীত্যা প্রীতিপাত্রং
 ভবতি, যন্ত প্রীতিঃ যংপ্রীতিঃ তয়া সৰ্বং প্রীতিপাত্রম্ । অত্রায়মর্থঃ—সুখ-
 ছঃখান্তরসাক্ষাৎকারঃ ভোগঃ স তু আঅন এব যুজাতে, অতো বিষয়-
 ভোগার্থং প্রবৃত্তস্ত প্রথমম্ আঅপ্রতীতিম্ উদ্ভিষ্ট তয়া মূলভূতয়া উক্তঃ

(অনুব্ধঃ) মাতা তাহাকে শাস্ত করিবার জন্য তাহার সম্মুখে থেমন আচুর,
 খৰ্জুর, আত্র কিংবা উত্তম কদলী ফল বাধেন, সেইরূপ উপনিষৎ
 অনেক জন্মসঞ্চিত অজ্ঞানসংস্কারবশতঃ চঞ্চল, অতিমূঢ় চিত্তকে নানাবিধ
 আঅজ্ঞানোপায় দ্বারা প্রতিবোধিত করিয়াছেন । ৮

২ । আত্মা যে সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহাই বলিতেছেন—
 যাহার প্রীতির জন্য শরীর, যুবতী স্ত্রী, পুত্র, অর্থপ্রভৃতি বিষয়সমূহ

(টীকা) বিষয়জাতং প্রীতিপাত্রং ভবতি । তত্রাপি প্রথমং তত্ত্বঃ—শরীরং, ভোগসাধনত্বাৎ, ততো ভোগেষু অন্তরঙ্গা যুবতিঃ, উভয়প্রীতিজন্যঃ তনুজঃ পুত্রঃ, ততঃ তন্নিক্কাহকোহর্থঃ দ্রব্যং, ততোপার্থসাধ্যাম্ অন্নং অন্নপানবস্ত্র-তাড়ুলাদিকং প্রীতিপাত্রং ভবতি তথা চ মুখ্যা প্রীতিঃ আত্মনঃ, তদধীনা গোণী প্রীতিঃ অণ্ণেষাম্ ইতি প্রত্যক্ষসিদ্ধমেব অস্তি, এবং যন্ত মুখ্যা প্রীতিঃ স এবায়া প্রেয়ান্ ইত্যর্থঃ । ভবতু আত্মা প্রেয়ান্ তথাপি বিষয়-জাতমপি প্রীতিপাত্রত্বাৎ উপাস্তমেব ইত্যাগতম্ ইত্যাক্ষা বিষয়েষু প্রীতিপাত্রত্বং প্রাতিভাসিকং তত্র পারমার্থিকং দুঃখপাত্রত্বমেব অস্তি ইত্যাহ —ইতরদিতি । ইতরবিষয়জাতং শোকাস্পদম্ ইত্যাহভবনিসিদ্ধম্ আদিমদ্যাবসানেষু যদুঃখং তৎ দুঃখাস্পদমেব । উক্তং চ—

“অৰ্জ্জনে রক্ষণে নাশে ক্লেষণদো বিষয়ো ভবেৎ ।

সুখায় সঙ্কতে তত্র মূঢ়ধীরতিবিশ্ময়ঃ ॥” ইতি ।

এবম্ অস্বয়ব্যতিরেকাভায়াঃ দুঃখাস্পদম্ এতদ্বিষয়জাতং প্রেয়ঃ কথং জ্ঞাতং ? ন জ্ঞাদেব ইত্যর্থঃ । তস্মাৎ কারণাৎ পণ্ডিতঃ অধিকং যথা ভবতি তথা প্রিয়ং প্রিয়তমম্ আত্মানমেব উপাসীত, ন চ অগচ্ছরীরাণ্যম্ অথাত্মনঃ সৰ্ব্বৈভ্যোহধিকত্বং প্রকটয়তি ভাষ্যাত্মমিতি । জীবিতার্থী পুমান্ ভাষ্যাত্মং বিতরতি পুত্রবিত্তাণ্যমপি দত্ত্বা স্বাত্মানং রক্ষতি “আত্মানং সততং রক্ষেন্দু দারৈরপি ধনৈরপি” ইত্যুক্তত্বাৎ । অথ শরীরেইপি আত্মানিসেধার্থম্ আহ—বপুঃপ্রীতি । আত্মনো জীবন্ত প্রেয়ঃ স্বকৃত্যতি-শয়ম্ ইচ্ছন্ত বপুঃ বিতরতি ভৃগুপতনেন গজাপ্রবেশেন ক্ষাত্রধর্ষণে (অলুঃ) প্রীতিভাজন হয়, সেই আত্মা সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রিয় । অগ্নি বিষয়সমূহ বিনাশী বলিয়া শোকাস্পদ, সুতরাং তাহারা কিরূপে প্রিয় হইবে ? দেখা যায়—লোক নিজের জীবন রক্ষা করিতে গিয়া ভাষ্য, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতিও পরিত্যাগ করে, এবং আত্মার কল্যাণের নিমিত্ত উচ্চস্থান হইতে পতন, গজাপ্রবেশ ও ক্ষাত্রধর্ষণের দ্বারা প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে ।

যস্মাদ্ যাবৎ প্রিয়ং শ্রাদিহি হি বিষয়তস্তাবদস্মিন্ প্রিয়ত্বং

যাবদুঃখং চ যস্মাদ্ ভবতি খলু ততস্তাবদেবাপ্রিয়ত্বং ।

নৈকস্মিন্ সৰ্বকালেহস্ত্যভয়মপি কদাপ্যপ্রিয়োহপি প্রিয়ঃ শ্রাৎ
প্রেয়ানপ্যপ্রিয়ো বা সততমপি ততঃ প্রেয় আত্মাখ্যবস্তু ॥১০॥

অর্থঃ। ১০। ইহ যস্মাৎ বিষয়তঃ যাবৎ প্রিয়ং শ্রাৎ তাবৎ অস্মিন্ প্রিয়ত্বং হি, যস্মাৎ চ যাবৎ দুঃখং ভবতি ততঃ তাবৎ এব অপ্ৰিয়ত্বং খলু, উভয়ম্ অপি একস্মিন্ সৰ্বকালে ন অস্তি, কদা অপি অপ্ৰিয়ঃ অপি প্রিয়ঃ শ্রাৎ, প্রেয়ান্ অপি অপ্ৰিয়ঃ বা, ততঃ আত্মাখ্যবস্তু সততম্ অপি প্রেয়ঃ। ১০।

(টীকা) বা শরীরম্ অর্পয়তি এবম্ আত্যন্তিকং প্রিয়ত্বম্ আত্মন এব শরীরাদীনাং আপেক্ষিকমিত্যর্থঃ। ২

১০। অথ অপেক্ষিতং প্রিয়ত্বং বিবিচ্য আহ—ইহ বিষয়ভোগে যস্মাদ্ ভাষ্যাদিবিষয়তঃ সকাশাদ্ যাবৎ স্পৃহং ভবতি তাবদেব অস্মিন্ বিষয়ে প্রিয়ত্বং তথা যস্মাদ্ ভাষ্যাদিবিষয়তঃ সকাশাৎ যাবদ্ দুঃখং তাবদেব অস্মিন্ অপ্ৰিয়ত্বং এবম্ উভয়মপি প্রিয়ত্বম্ অপ্ৰিয়ত্বং বা একস্মিন্ বিষয়ে সৰ্বদা নাস্তি, যতঃ কদাপি অপ্ৰিয়োহপি কাৰ্য্যাবশাৎ প্রিয়ঃ শ্রাৎ, তথা কদাপি প্রেয়ানপি ভাষ্যাদিবিষয়ঃ নিমিত্তবশেন কালবশেন বা অপ্ৰিয়ঃ শ্রাৎ। ততঃ আত্মাখ্যবস্তু সততমপি প্রেয়ঃ। অত্র মূলশ্রুতিঃ—

“ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি আত্মনস্ত কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, তথা তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিস্তাৎ প্রেয়ঃ অল্পশ্রাৎ সৰ্বস্মাদ্ অন্তরতরং যদয়মাত্মা স যোহুতম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ক্রবাণং ক্রয়াৎ প্রিয়ং রোহস্ত্রতীতি ঈশ্বরোহহং তথৈব শ্রাৎ আত্মানমেব প্রিয়ম্ উপাসীত সত্যম্ আত্মানমেব প্রিয়মূপাস্তে নেহাস্ত্র প্রিয়ং প্রমাণুক্তং ভবতি”।

(অনুবৃ:) অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি সৰ্বাপেক্ষা প্রিয় আত্মার সম্যকরূপে উপাসনা করিয়া থাকেন, অল্প বস্তুর সেবা করেন না। ১০

১০। আপেক্ষিক প্রীতি বিচার পূৰ্বক বলিতেছেন—বিষয় ভোগ

(টীকা) ভাষ্য—যাজ্ঞবল্ক্যো মৈত্রেয়ীঃ প্রতি বদতি—অরে মৈত্রেয়ি !
 পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ন ভবন্তি কিন্তু আত্মনস্ত কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া
 ভবন্তি প্রথমতঃ স্বীয় আত্মা প্রিয়ঃ স্মাৎ তর্হি তদর্থং পুত্রা মৃগাস্তে ।
 যথা পুত্রায় কদলীকলেন ভাব্যমিতি রথ্যাং গতস্ত মুখ্যা পুত্রপ্রীতিঃ
 এবোদ্ভিষ্টা । তদর্থং ফলাদেঃ তদ্ব্যুখ্যাত্মপ্রীতিঃ তদর্থং পুত্রাদিপ্রীতিঃ ।
 এবম্ আত্মপ্রীতিবিশেষত্বেনৈব সর্কেষাং প্রীতিঃ । অথ তদেতদ্বিতি ।
 তত্র পুত্রবিস্তারীষণ্যতিপ্রিয়ত্বেন দুস্তাজ্ঞা অথ তদেতদাত্মাত্মাঃ বস্ত
 পুত্রাং প্রেয়ঃ স্বভাবতঃ পুত্রঃ প্রেয়ান্ তদপেক্ষ্যপি এতৎ প্রেয়ং ইত্যর্থঃ ।
 তথৈব বিস্তাদপি প্রেয়ঃ অথ কিং প্রত্যেকং বক্তব্যম্ । অগ্ন্যাদপি
 সর্বস্মাৎ প্রীতিপাত্রাং প্রেয়ঃ ন হি কেবলং বাঙ্‌মাত্রেনাস্ত প্রিয়তম্ ।
 অতো যুক্তিমাং—অস্তরতরমিতি । যৎ যস্মাৎ কারণাং সঃ যঃ অয়মাত্মা
 অস্তরতরং ভবতি । অস্তরতরমিতি—অস্তরং আন্তরং পুত্রাদি ততোহপি
 আন্তরম্ । যুক্ত্যন্তরমাং—অনামিতি অথাঙ্গনঃ সকাশাং অগ্ন্যং প্রিয়মিতি
 ক্রবাণঃ পুরুষঃ প্রতি ইতি ক্রয়াৎ । ইতীতি কিং । তথাভিমতং যৎ
 পুত্রবিস্তাদি প্রিয়ং তদ্রোংস্মৃতি শোকাস্পদং ভবতি উৎপত্তিস্থিতি-
 বিনাশাদিকালত্রেয়হপি দুঃখহেতুত্বাৎ এবং যস্মাৎ দুঃখং ভবতি তৎ কথং
 প্রিয়ত্বেন গণ্যতে । তদুক্তং ভগবতা—

“যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।

আগন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ! ন তেষু রমতে বৃধঃ” ॥

যথা যথা বিষয়া দুঃখহেতবঃ ইতি কিমর্থম্ ঈশ্বরঃ কিং তথৈব স্মাৎ ন
 বেতার্থঃ । তস্মাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ন পুত্রাদি এবং য আত্মান-
 মেবোপাস্তে অস্ত হ ইতি নিশ্চয়েন প্রিয়ঃ পুত্রাদি প্রমায়ুক্তং প্রমাবিষয়ো
 (অন্তঃ) সময়ে যে ভাষ্যাদি বিষয় হইতে যতটুকু স্থখ হয়, তাহা
 ততটুকু প্রিয় হইয়া থাকে । আর যে বিষয় হইতে যে পরিমাণ দুঃখ
 হয়, তাহা সেই পরিমাণ অপ্ৰিয় হয় । স্থখ ও দুঃখ একটী বস্তুতে

শ্রেয়ঃ প্রেয়শ্চ লোকে দ্বিবিধমভিহিতং কাম্যাত্যন্তিকং চ
 কাম্যং দুঃখৈকবীজং † ক্ষণলববিরসং তচ্চিকীৰ্ষন্তি মন্দাঃ ।
 ব্রহ্মৈবাত্যন্তিকং যন্নিরতিশয়সুখশ্চাস্পদং সংশ্রয়ন্তে
 তত্ত্বজ্ঞাস্তচ্চ কাঠোপনিষদভিহিতং বড়িধায়াং চ বল্ল্যাং ॥১১॥

অর্থঃ । ১১ । লোকে শ্রেয়ঃ চ প্রেয়ঃ চ কাম্যম্ আত্যন্তিকং চ দ্বিবিধম্ অভিহিতম্,
 কাম্যং দুঃখৈকবীজং ক্ষণলববিরসং মন্দাঃ তং চিকীৰ্ষন্তি । আত্যন্তিকং ব্রহ্ম এব যৎ
 তত্ত্বজ্ঞা নিরতিশয়সুখশ্চ আস্পদং সংশ্রয়ন্তে, তং চ কাঠোপনিষদভিহিতং বড়িধায়াং
 বল্ল্যাং চ (অস্তি) । ১১

(টীকা) ন ভবতি ন ক্ষুরতি যুতাস্বাদে তৈলভক্ষণবদ্ ইত্যর্থঃ, তদুক্তং
 ভগবতা—“যং লক্ষ্য চাপরং লাভঃ মত্ততে নাধিকং ততঃ” ইতি ॥১০

১১ । অথ অত্র কাঠোপনিষদং সম্বাদয়তি । লোকে শ্রেয়ঃ প্রেয়শ্চ
 দ্বিবিধম্ অভিহিতং—প্রোক্তম্ । শ্রেয়ঃ স্বকৃতসাধনং, প্রেয়ঃ প্রেমাস্পদং,
 তন্মু হেধা—কাম্যম্ আত্যন্তিকং চ । কাম্যং শ্রেয়ঃ ফলোদ্দেশেন
 ক্রিয়মাণম্ উপযাচিতাদিকং চ । আত্যন্তিকং মোক্ষসাধনং তথা প্রেয়ঃ
 অপি কাম্যং জায়া পুত্রাদি আত্যন্তিকং আত্মাখ্যং তত্র শ্রেয়ঃ প্রেয়ো বা
 যৎ কাম্যং তন্মু দুঃখৈকবীজং দুঃখনিদানং, তর্হি তত্র লোকানাং প্রবৃত্তিঃ
 কথং দৃশ্যতে ইত্যত আহ—ক্ষণলববিরসং—ভুক্তিকারজতবৎ নিমিষমাত্রং
 দৃষ্টিরম্যং তন্মন্দাঃ মুখাশ্চিকীৰ্ষন্তি—বাহুন্তি । তথা আত্যন্তিকং প্রেয়ো
 (অনুঃ) সর্বদা থাকে না, কখনও অপ্রিয় বস্তু প্রিয় এবং প্রিয়বস্তু অপ্রিয়
 হইয়া থাকে । অতএব আত্মরূপ বস্তু সর্বদাই সর্বাপেক্ষা প্রিয় । ১০

১১ । এ বিষয়ে কাঠোপনিষৎ প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিতেছেন—
 শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ প্রত্যেকটী কাম্য ও আত্যন্তিকভেদে দুই প্রকার ।
 শ্রেয়ঃ—মোক্ষ, প্রেয়ঃ—প্রেমাস্পদ বস্তু, কাম্য শ্রেয়ঃ হইতেছে—
 ফলের উদ্দেশে অহুত্তিত কর্মাদি, এবং কাম্য প্রেয়ঃ—জায়া, পুত্রাদি,

আত্মাত্মোদেষস্তরঙ্গোহস্মাহমিতি গমনে ভাবয়ন্তাসনস্থঃ
সংবিৎসূত্রানুবন্ধে । ‡ মণিরহমিতি বাহস্মীল্লিয়ার্থপ্রতীতো ।
হৃষ্টোহস্মাত্মাবলোকাদিত্তি শয়নবিধৌ মগ্ন আনন্দসিদ্ধা-
বস্ত্তনিষ্ঠৌ মুমুক্শুঃ স খলু তনুভূতাং যো নয়তোব্যবায়ুঃ ॥১২॥ .

অর্থঃ । ১২ । গমনে অহম্ আত্মাত্মোদেষঃ তরঙ্গঃ অগ্নি ইতি, আসনস্থঃ অহং
সংবিৎসূত্রানুবন্ধঃ মণিঃ অগ্নি বা ইতি, ইল্লিয়ার্থপ্রতীতো আত্মাবলোকাৎ হৃষ্টঃ অগ্নি
ইতি, শয়নবিধৌ আনন্দসিদ্ধৌ মগ্নঃ (অগ্নি ইতি) ভাবয়ন্ত, তনুভূতাং যঃ অস্তনিষ্ঠঃ
মুমুক্শুঃ সঃ এবম্ আয়ুঃ নয়তি । ১২

(টীকা) প্রেয়ো বা ব্রহ্মৈব যতো নিরতিশয়স্বখাস্পদম্ তত্ত্বজ্ঞাঃ প্রয়ন্তে
ইত্যেতৎ প্রমেয়ং কঠোপনিষদি অভিহিতম্ । অথ কঠোপনিষদো
বহুধা পঠিতাঃ সন্তি । প্রকৃতে এতৎ প্রমেয়ং কুত্র স্থলে নিরূপিতমস্তি
ইত্যত আহ—যডিধায়াং চ বল্যাম্ ॥১১

১২ । অথ ব্রহ্মৈকভাবনয়া নিম্পন্নস্ত অস্তনিষ্ঠস্ত স্বরূপং শ্লোক-
দ্বয়েন আহ । এবং নিরূপিতপ্রকারেণ যো মুমুক্শুঃ আয়ুঃ নয়তি পরি-
কলয়তি সঃ অস্তনিষ্ঠ ইতি উচ্যতে । অথ কিং কুর্কন্ আয়ুঃ পরিকলয়তি
ইত্যাহ—আত্মোদেষঃ । গমনে অহমাত্মাত্মোদেষঃ তরঙ্গঃ ইতি ভাবয়ন্ত স্থানা-
ন্তরচলনে সতি যথা তরঙ্গে বাহ্যভাস্তরতো জলময় এব সনু ইত্যন্ততঃ

(অনুঃ) কাম্য শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ একমাত্র হুঃখের কারণ ; তাহা নিমেষমধ্যে
অপ্রীতিকর হয় । মন্দ অধিকারিগণ কাম্যশ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ প্রার্থনা
করিয়া থাকে । আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ ব্রহ্মই, ব্রহ্মই নিরতিশয়
স্বখের স্থান বলিয়া তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা প্রার্থনা করিয়া থাকেন ।
ইহা কঠোপনিষদে ছয়টি বলীতে উক্ত হইয়াছে । ১১

১২ । দুইটী শ্লোকের দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মভাবনার দ্বারা নিম্পন্ন
অস্তনিষ্ঠ পুরুষের স্বরূপ বলিতেছেন—মুমুক্শু গমনসময়ে বিবেচনা করেন—

বৈরাজ্যব্যষ্টিরূপং জগদখিলমিদং নামরূপাত্মকং স্ম্যং

অন্তঃস্থপ্রাণমুখ্যাং প্রচলতি চ পুনর্বেত্তি সর্বান্ পদার্থান্ ।

নাযং কর্তা ন ভোক্তা সবিত্ত্ববদিতি যো জ্ঞানবিজ্ঞানপূর্ণঃ

সাক্ষাদিত্থং বিজ্ঞানন্ ব্যবহরতি পরাশ্রায়সম্ভানপূর্বম্ ॥১৩॥

অর্থঃ । ১৩। জ্ঞানবিজ্ঞানপূর্ণঃ যঃ নামরূপাত্মকম্ ইদম্ অখিলং জগৎ বৈরাজ্যব্যষ্টি-
রূপং স্ম্যং, অন্তঃস্থপ্রাণমুখ্যাং প্রচলতি চ, সর্বান্ পদার্থান্ পুনঃ বেত্তি, অয়ং সবিত্ত্ববৎ
ন কর্তা ন ভোক্তা ইথং সাক্ষাৎ বিজ্ঞানন্ পরাশ্রায়সম্ভানপূর্বম্ ব্যবহরতি । ১৩

(টীকা) চলতি এবমহং জীবোহপ্যাগাধস্য আত্মসমুদ্রস্ত তরঙ্গ ইবাস্মীতি
ভাবয়ন্ গচ্ছতি ইত্যর্থঃ । ক্রীড়ন্তুর্মিরপামিবেতি শ্রুতেঃ । অথ আসনস্থঃ
যথাস্থিতো মুমুক্শুঃ সন্ধিং সূত্ৰাহুবিদ্ধো মণিরহমস্মি ইতি ভাবয়ন্
সন্ধিৰূপং যং সূত্রং তেনাহুবিদ্ধঃ প্রোতঃ অহং জীবলক্ষণো মণিরস্মি
ইতি ভাবয়ন্ আস্তে । “ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা টব” ইতি
ভগবদ্বচনাৎ । এবং দেহব্যাপারে অন্তর্নিষ্ঠত্বং দর্শয়ন্ ইদানীম্ ইন্দ্রিয়-
ব্যাপারে নিরূপয়তি—হৃষ্ট ইতি । ইন্দ্রিয়ার্থপ্রতীতৌ সত্যাম্ আত্মাব-
লোকাদাত্মদর্শনাগ্নমেদানীম্ আত্মদর্শনং বৃত্তমিতি মত্বা হৃষ্টোহস্মীতি
ভাবয়ন্ অথ ইন্দ্রিয়োপরমেহপ্যাহ—শয়নবিধাবিতি । শয়নবিধৌ
স্বষুপ্তিকালান্তে অহমানন্দসিদ্ধৌ মগ্নঃ অভূবমিতি ভাবয়ন্ ॥১২

(অমুঃ) “আমি আত্মসমুদ্রের তরঙ্গ”, যেমন তরঙ্গ জলময় হইয়াও
ইতত্ত্বতঃ গমন করে, সেইরূপ জীব “আমি আত্মসমুদ্রের তরঙ্গ” ভাবিয়া
বিচরণ করেন । যখন আসনে উপবিষ্ট থাকেন, তখন ভাবেন—আমি
জ্ঞানসূত্রদ্বারা বিদ্ধ মণি । আর যখন ইন্দ্রিয়ার দ্বারা বিষয়ের উপলব্ধি হয়,
তখন আত্মদর্শন হইল বলিয়া আনন্দিত হন । আর স্বষুপ্তিকালান্তে
আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হইয়াছিলাম বলিয়া মনে করেন । যিনি জীবের মধ্যে
অন্তর্দর্শী মুমুক্শু, তিনি এইরূপে আত্মা অতিবাহিত করেন । ১২

১৩। যিনি শাস্ত্রজনিত জ্ঞান ও অমুভবরূপ বিজ্ঞানসম্পন্ন তিনি

নৈবৈক্যং জ্ঞানগর্ভং দ্বিবিধমভিহিতং তত্র বৈরাগ্যমাভ্যং
প্রায়ো দুঃখাবলোকাস্তবতি গৃহ-সুস্থং-পুত্রবিস্তেষণাদেঃ ।
অগ্রদু জ্ঞানোপদেশাদ্ যদুদিতবিষয়ে বাস্তবক্ষেয়তা স্ম্যৎ
প্রব্রজ্যাপি দ্বিধাস্মারিয়মিতমনসাং গেহতো দেহতশ্চ ॥১৪॥

অর্থঃ । ১৪ । তত্র নৈবৈক্যং জ্ঞানগর্ভং [চ ইতি]-দ্বিবিধং বৈরাগ্যম্ অভিহিতম্,
জ্ঞানং গৃহসুস্থংপুত্রবিস্তেষণাদেঃ প্রায়ঃ দুঃখাবলোকাৎ ভবতি, অস্তং যৎ জ্ঞানোপদেশাৎ
[ভবতি], উদিতবিষয়ে বাস্তবং হেয়তা স্ম্যৎ । প্রব্রজ্যাপি নিয়মিতমনসাং গেহতঃ
দেহতঃ চ বিধা স্যাৎ । ১৪

টীকা । ১৩ । অথ দ্বিতীয়ং শ্লোকম্ আহ—জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তং বিজ্ঞানম্
অমুভবঃ, তাভ্যাং পূর্ণো যঃ পুমান্ ভবতি সাক্ষাৎ ইখ্যামিতি বিজ্ঞানম্
আত্মাহুসন্ধানপূর্বকং ব্যবহরতি ইতি কিম্ ইত্যশঙ্ক্যাহ—বৈরাগ্যেতি ।
অত্র এতদু উক্তং ভবতি—আত্মাকারান্তঃকরণপ্রবৃত্তিঃ পুমান্ যদা বাহ্যদৃষ্টিঃ
ভবতি তদা নামরূপাত্মকম্ আখিলং সমগ্রং বিচিত্রং জগৎ স্থূলসমষ্টিরূপস্ত
জগতো বিরাজে ব্রহ্মণো ব্যষ্টিরূপম্ ইতি পশুন্ কুংসানিন্দাহুয়াব্যতিরিক্তঃ
সন্ ব্যবহরতি, তথা ব্যষ্টিরূপং জগৎ অন্তঃস্থপ্রাণমুখ্যাং চিহ্নপাং প্রচলিত
ব্যাপারং করোতি, তথা তস্মাৎ এব সঙ্ঘংরূপাং পদার্থান্ বেত্তি ইতি বিজ্ঞা-
নম্ তদাহুসন্ধানপূর্বমেব ব্যবহরতি । তথা অয়ম্ আত্মা সর্বিত্বং সূর্য্যবৎ

(অনুবাদ) যখন পুরুষের অন্তঃকরণবৃত্তি আত্মাকারে আকারিত হয়,
তখন তিনি নামরূপাত্মক এই সমস্ত জগৎ বিরাজে ব্রহ্মের ব্যষ্টিরূপ জানিয়া,
এবং ইহা অন্তঃস্থ প্রাণমুখ্য অর্থাৎ চিৎস্বরূপ আত্মা হইতে ক্রিয়াবান্ মনে
করিয়া জ্ঞানময় আত্মাকে অবলম্বনপূর্বক সমস্ত পদার্থকে জানেন, এই
আত্মা সূর্য্যের ন্যায় কর্তা ও ভোক্তা নহেন, অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় আত্মা
কর্তৃত্বাদি অভিমানশূন্য—এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে জানিয়া পরমাত্মার অহু-
সন্ধানপূর্বক শয়নভোজনাদি লৌকিক ব্যবহার করিয়া থাকেন । ১৩

১৪ । বিজ্ঞানের উপায়ভূত বৈরাগ্য দুইপ্রকার, তন্মধ্যে একটী

(টীকা) ন কৰ্ত্তা চালকত্বেহপি কৰ্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যঃ, তথা ন ভোক্তা।
পদার্থগ্রাহকত্বেহপি ভোক্তৃত্বাভিমানশূন্যঃ, তদ্বৎ ব্যবহরতি ইতি
তাৎপর্যম্ ৷১৩

১৪। অথ দ্বিপ্রকারবৈরাগ্যম্ আহ—তত্র বিজ্ঞানোপায়ে বৈরাগ্যং
দ্বিবিধম্ অভিহিতম্ প্রোক্তম্, অথ তন্ত্ৰ দ্বৈবিধ্যম্ আহ—একং
নৈর্কেদ্যম্, অপরং জ্ঞানগর্ভং চ। নৈর্কেদ্যং হুঃখাৎ উৎপন্নং নৈর্কেদ্যম্,
তদেব আহ—আত্মং নৈর্কেদ্যং গৃহস্বহংপুত্রবিত্তেষণাদেঃ প্রায়ো হুঃখাব-
লোকাৎ ভবতি। এতদ্ অগ্রে হুঃখজনকং ভবিষ্যতি ইতি বৃশ্চিকম্পর্শবৎ
হুঃখদর্শনাৎ ন আদ্রিয়তে, আদৃতমপি ত্যজ্যতে। অথ জ্ঞানগর্ভং বৈরাগ্যম্
আহ—অন্তঃ ইতি। অন্তর্দ্বিতীয়ং জ্ঞানোপদেশাৎ ভবতি। প্রথমং
হুঃখদর্শনাৎ ইত্যুক্তম্, অপরম্ আত্মাতিরিক্তং সর্বং হুঃখরূপম্ ইত্যাহা-
পদেশাৎ উদিতবিষয়ে উক্তবিষয়ে গৃহস্বহংপুত্রকলত্রাদিকে বাস্তবং
হেয়তা শ্রাৎ। যথা জুগুপ্সয়া বাস্তু জ্ঞাতে সতি পুনঃ তদগ্রহণেচ্ছা ন
উৎপত্ততে। তদ্বৎ বিষয়বৈরন্তজ্ঞানাৎ পুনঃ বিবেকিনঃ তদগ্রহণেচ্ছা
ন উৎপত্ততে। তদুক্তং বাসিষ্টে—“বুদ্ধাপাত্যন্তবৈরন্তং যঃ পদার্থেব
হৃদ্যতিঃ। বদ্বাতি বাসনাং ভূয়ো নরো নাসৌ স গদভিঃ” ॥ ইতি।
অথ প্রব্রজ্যাপি দ্বিধা ভবতি, প্রথমং গেহতঃ গৃহাৎ প্রব্রজ্যা, অপরা
দেহতশ্চ। দেহেহভিমানশূন্যত্বমেব দেহতঃ প্রব্রজ্যোত্যর্থঃ ৷১৪

(অনুবাদ) নৈর্কেদ্য—নৈর্কেদত্ব, অপরটী জ্ঞানগর্ভ। প্রথমটী—গৃহ
বা গৃহিণী, মিত্র, পুত্রেষণা ও বিত্তেষণা প্রভৃতিতে হুঃখদর্শনবশতঃ প্রায়ই
হইয়া থাকে। অপরটী আত্মাভিন্ন সমস্ত হুঃখরূপ—এইরূপ উপদেশবশতঃ
হয়। তখন উক্তবিষয়ে অর্থাৎ পুত্র, কলত্র প্রভৃতিতে বমনের দ্বায় হেয়ত্ব-
বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাসন দুই প্রকার, ইহা শুদ্ধচিত্ত
পুরুষগণের হইয়া থাকে, প্রথমে গৃহে, পশ্চাৎ দেহে সন্ন্যাস হয়। শুদ্ধচিত্ত
ব্যক্তি প্রথমে গৃহত্যাগ করেন, অনন্তর দেহাভিমানশূন্য হন ৷১৪

যঃ কশ্চিৎ সৌখ্যহেতোঃ ত্রিজগতি যততে নৈব দুঃখস্ত হেতোঃ
দেহেহহস্তা তদুখা স্ববিষয়মমতা চেতি দুঃখান্পদে হে ।
জ্ঞানন্ রোগাভিঘাতাত্তনুভবতি যতো নিত্যদেহান্নবুদ্ধিঃ
ভাৰ্যাপুত্রার্থনাশে বিপদমথ পরামেতি নারাতিনাশে ॥১৫॥

অর্থঃ । ১৫ । ত্রিজগতি যঃ কশ্চিৎ সৌখ্যহেতোঃ যততে দুঃখস্ত হেতোঃ ন এব,
দেহে অহস্তা তদুখা স্ববিষয়মমতা চ ইতি হে দুঃখান্পদে, যতঃ জ্ঞানন্ নিত্যদেহান্নবুদ্ধিঃ
রোগাভিঘাতাদি অনুভবতি, অথ ভাৰ্যাপুত্রার্থনাশে পরাং বিপদম্ এতি, অরাতি-
নাশে ন । ১৫

টীকা । ১৫ । অথ উপদেশপ্রকারম্ আহ—ত্রিজগতি লোকত্রয়েহপি
যঃ কশ্চিৎ পুরুষঃ সৌখ্যহেতোঃ সূখং মে ভূয়াদিতি যততে প্রযত্নং করোতি
পরন্তু দুঃখস্ত হেতোঃ নৈব যততে এবং সতি যা দেহে অহস্তা তথা
তদুখা দেহহিতার্থম্ উৎপন্ন স্ববিষয়মমতা চ ইতি দুঃখান্পদে দুঃখস্থানে
ভবতঃ । এবং জ্ঞানমপি নিত্যদেহান্নবুদ্ধিঃ পুরুষঃ রোগাভিঘাতাত্তনু-
ভবতি । রোগো জরাদিঃ, অভিঘাতঃ তাড়নাদি, এবং দেহোহহমিতি বুদ্ধ্যা
রোগাভিঘাতাদি দুঃখম্ অনুভবতি, তথা ভাৰ্যাপুত্রাদিষু মমতানিবেশেন
তন্নাশে পরাম্ উৎকৃষ্টাং বিপদমেতি প্রাপ্নোতি, পরন্তু অহংমমতাশৃঙ্খা
দুঃখীন ভবতি; যথা অরাতোঃ বৈরিণো নাশে সতি মমতাশৃঙ্খাত্বাং দুঃখী ন

অনুবাদ । ১৫ । ত্রিভুবনে যে কোন লোক ‘আমার সূখ হউক’
এইরূপ মনে করিয়া প্রযত্ন করে । নিজের দুঃখের নিমিত্ত কেহই চেষ্টা
করে না । দেহের হিতের নিমিত্ত দেহে অহংভাব অর্থাৎ ‘আমি দেহ’
এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, এবং নিজ নিজ বিষয়ে মমতা হইয়া থাকে ।
এই অহস্তা ও মমতা দুই প্রকার দুঃখস্থান । লোক এইরূপ জানিয়াও
সতত দেহে আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া রোগজন্তু দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে ।
কারণ, স্ত্রী, পুত্র ও অর্থনাশে মানব মমতাহেতু অত্যন্ত বিপন্ন প্রাপ্ত
হয়, শত্রুনাশে মমতাশৃঙ্খতাপ্রযুক্ত বিপন্ন হয় না । ১৫

তিষ্ঠন্ গেহে গৃহেশোহপ্যতিথিরিব নিজং ধাম গন্তং চিকীৰ্ষুঃ
দেহস্থে দুঃখসৌখ্যে ন ভজতি সহসা নিৰ্ম্মমত্বাভিমানঃ ।

আয়াত্ৰায়ান্ততীদং জলদপটলবদ্যাত্ যান্ত্রত্যবশ্যং

দেহাত্মং সৰ্ব্বমেতৎ প্রবিদিতবিষয়ো যশ্চ তিষ্ঠত্যবশ্যঃ ॥১৬॥

অর্থঃ । ১৬ । গৃহেশঃ গৃহে তিষ্ঠন্ অপি অতিথিঃ ইব নিজং ধাম গন্তং চিকীৰ্ষুঃ
নিৰ্ম্মমত্বাভিমানঃ [সন্] সহসা দেহস্থে দুঃখসৌখ্যে ন ভজতি । আয়াত্ৰদেহাত্মম্ ইদম্
সৰ্ব্বম্ আয়াত্ৰতি, যাত্ এতৎ জলদপটলবৎ অবশ্যং যাতি । যঃ চ প্রবিদিতবিষয়ঃ
অবশ্যঃ তিষ্ঠতি । ১৬

(টীকা) ভবতি তথা চ যত্র অহংস্তা মমতা বা তত্রৈব দুঃখসাহচৰ্য্যম্ ইতি ।
ধুমবহ্নিসাহচৰ্য্যবৎ নিশ্চিতম্ ইত্যর্থঃ । ১৫

১৬ । অথ গৃহাৎ বহিঃ প্রব্রজিতুম্ অশক্তস্ত বিবেকিনোহপি পুরুষস্ত
মোকোপায়ম্ আহ—গৃহেশো গৃহস্থঃ গেহে তিষ্ঠন্নপি দেহস্থে দুঃখসৌখ্যে ন
ভজতি ন স্পৃশতি । কঃ ইব, গেহে তিষ্ঠন্ অতিথিরিব, মার্গস্থঃ ইব ;
কিস্কৃতঃ অতিথিঃ নিজং ধাম গন্তং চিকীৰ্ষুঃ স্বগ্রামং গন্তুম্ ইচ্ছুঃ । কণম্
অধিবাসস্থলং প্রাপ্তস্ত অস্মাৎ স্বঃ গন্তব্যম্ অস্তি ইতি কৃতনিশ্চয়স্ত যথা
নিঃস্পৃহত্বং, তথৈব প্রকৃতেহপি ইত্যর্থঃ । কিস্কৃতো গৃহস্থঃ নিৰ্ম্মমত্বাভিমানঃ
মমতাভিমানশূন্যঃ, তর্হি স্থিতেষু গতেষু বা বিষয়েষু কথম্ উদাসীনঃ, ইত্যত
আহ—আয়াত্ আগমিত্বাং দেহাদি পদার্থজাতম্ অবশ্যম্ আয়াত্ৰত্যোব,
তথা যাত্ গমিত্বাৎ যান্ত্রত্যোব, কিংবৎ জলদপটলবৎ জলদপটলং
স্বপ্রযত্নেন ন আয়াতি বিধিবশাৎ আয়াতমপি স্বপ্রযত্নেন ন নির্গচ্ছতি

অনুবাদ । ১৬ । [যে বিবেকী পুরুষ সন্ন্যাসগ্রহণে অসমর্থ, তাঁহার
গৃহে অবস্থানপূর্বক মোকোপায় বলিতেছেন—] অতিথি যেমন গৃহে
যাইতে ইচ্ছুক হইয়া অল্প বস্তুতে উদাসীন হয় । সেইরূপ দেহাভিমानी
গৃহস্থ দেহে অবস্থান করিয়াও দেহগত সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হন না ।
আগমনশীল দেহাদি সমস্ত পদার্থ আসিবে এবং গমনশীল পদার্থসমূহ

শক্ত্যা নির্মোকতঃ স্বাদ্‌বহিরহিরিব যঃ প্রব্রজন্ স্বীয়গেহাৎ
ছায়াং মার্গক্রমোখাং পথিক ইব মনাক্ সংশ্রয়েদ্ দেহসংস্থাং ।
ক্ষুৎপর্যাপ্তং তরুভ্যাঃ পতিতফলময়ং প্রার্থয়েদ্ ভৈক্ষমন্নং
স্বাস্থ্যারামং প্রবেষ্টুং স খলু সুখময়ং প্রব্রজেৎ দেহতোহপি ॥১৭॥

অর্থঃ । যঃ শক্ত্যা স্বীয়গেহাৎ প্রব্রজন্ সৰ্পঃ স্বাৎ নির্মোকতঃ ইব বহির্বাতি, পথিকঃ
মার্গক্রমোখাং ছায়াং ইব মনাক্ দেহসংস্থাং সংশ্রয়েৎ, তরুভ্যাঃ ক্ষুৎপর্যাপ্তং পতিতফলময়ং
ভৈক্ষম্ অন্নং প্রার্থয়েৎ, স খলু সুখময়ং স্বাস্থ্যারামং প্রবেষ্টুং দেহতঃ অপি প্রব্রজেৎ । ১৭

(টীকা) এবম্ ইত্যং প্রাবদিতবিষয়ঃ প্রবিদিতঃ অদ্বয়ব্যাতিরেকেণ জ্ঞাতঃ
বিষয়োঃ ভিপ্রায়ে যেন স তথাভূতঃ পুরুষঃ অযত্নঃ সন্ গৃহে তিষ্ঠতি । ১৬

১৭ । অথ প্রাপ্তক্। দ্বিবিধপ্রব্রজ্যা পৃথগভূবদতি যঃ পুরুষঃ শক্ত্যা
বৈরাগ্যবলেন স্বীয়গেহাৎ সকাশাৎ সৰ্পো যথা বলেন নির্গচ্ছতি কক্কুৎ
তাক্। বহির্বাতি তথা পুলকলব্ধাণ্যাদিস্নেহাণ্ডভূবন্ধেন দুস্ত্যজাদপি স্বগৃহাৎ
বলেন প্রব্রজতি । তথা যঃ দেহসংস্থাং জীবনোপায়ং মনাক্ সংশ্রয়েৎ । অন্না-
ষ্টানসিক্কিপ্রগোজনমাত্রমিতি কৃৎস্না অশ্রু আহারাदिकं সংস্থাং শ্রয়েৎ । ক
ইব মার্গক্রমোখাং ছায়াং পথিক ইব । অগ্রে গন্তব্যম্ অন্তীতি ক্রম-
চ্ছায়ায়াং ক্ষণং বিশ্রমতে । ন তু তত্রাস্থাং করোতি । অথ দেহধারণার্থং
নিরীহম্ আহ । তরুভ্যাঃ সকাশাৎ ক্ষুৎপর্যাপ্তং ভৈক্ষ্যম্ অন্নং প্রার্থয়েৎ
ন সংগ্রহবুদ্ধ্যা । কিন্তু তম্ অন্নং পতিতফলময়ং বাতাদিনা পতিতানি

(অনুঃ) মেঘমালার জায় নষ্ট হইবে—তিনি এইরূপে সমস্ত বিষয় জানিয়া
কোন বস্তুরে যত্নপরায়ণ না হইয়াও গৃহে অবস্থান করিয়া থাকেন । ১৬

১৭ । সৰ্প যেমন বলপূর্বক নিজ খোলস ত্যাগ করিয়া বাহিরে
চলিয়া যায়, সেইরূপ যিনি বৈরাগ্যবলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া
স্বকীয় গৃহ হইতে বাহিরে গমন করেন ; পথিক যেমন পথি-পার্শ্বস্থ
বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় করে, সেইরূপ যিনি জীবনোপায় অন্নই আশ্রয়

কামো বুদ্ধাবুদেতি প্রথমমিহ মনশ্চাদিশতার্থজাতঃ
তদ্ গৃহাতীন্দ্রিয়াশ্চৈস্তদনভিগমতঃ ক্রোধ আবির্ভবেচ্চ ।
প্রাপ্তাবর্থশ্চ সংরক্ষণমতিরুদিতো লোভ এতদ্রয়ঃ স্তাৎ
সর্বেষাং পাপহেতুস্তদিহ মতিমতা ত্যাজ্যামধ্যায়োগাৎ ॥১৮॥

অনয়ঃ । ১৮ । ইহ প্রথমং বুদ্ধৌ কাম উদেতি, [ততঃ] মনসি অর্থজাতম্ উদ্दिशति, তৎ ইন্দ্রিয়াশ্চৈস্তদনভিগমতঃ ক্রোধঃ আবির্ভবেৎ চ, অর্থশ্চ প্রাপ্তৌ সংরক্ষণমতিঃ লোভঃ উদিতঃ । এতৎ ত্রয়ঃ সর্বেষাং পাপহেতুঃ স্তাৎ, তৎ ইহ মতিমতা অধ্যায়যোগাৎ [ত্রয়ঃ] ত্যাজ্যম্ । ১৮

(টীকা) যানি ফলানি তন্ময়ং ন তু ফলচ্ছেদেন । অথ দেহাভিমানমপি তাজ্যে ইত্যাহ । স পুরুষঃ স্বথময়ঃ স্বথস্বরূপং স্বাত্মারামং প্রবেষ্টুং দেহতোহপি প্রব্রজেৎ । দেহাভিমানশূন্যত্বমেব দেহতঃ প্রব্রজ্যা ইত্যর্থঃ । ১৭

১৮ । ইদানীং কামক্রোধলোভাঃ সর্বেষাং পাপহেতবো ভবন্তি ইত্যাহ । মূলভূতঃ কামোহভিলাষঃ প্রথমং বুদ্ধৌ উদেতি । ততো মনসি অর্থজাতং পদার্থজাতং রূপরসাদি, তন্মধ্যে অমুকেন ভবিত্যম্ ইতি উদ্दिशति সঙ্কল্পবিষয়ং করোতি, ততঃ তৎপদার্থজাতম্ ইন্দ্রিয়াশ্চৈস্তদনভিগমতঃ তেষাম্ অনর্ধগমঃ অনেকান্তরায়ৈঃ অপ্ৰাপ্তিঃ, তদা ক্রোধঃ আবির্ভবতি “কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে” ইতি ভগবদ্বচনাৎ । অথ দৈববশাদ্ অর্থশ্চ প্রাপ্তৌ নানা উপায়ৈঃ তদ্রক্ষণার্থং যা মতিঃ স্বীয়ত্বাভিমানঃ স

(অনুবাদ) ফলরূপ ভিক্ষায় প্রার্থনা করেন, সেই পুরুষই স্বথস্বরূপ আত্মপ্ৰীতিলাভ করিবার জন্য দেহাভিমানশূন্য হইয়া থাকেন । ১৭

১৮ । এ সংসারে পূর্বেই বুদ্ধিতে কামনা উদিত হয় । পরে মানব মজ্জাতে বিষয়ের সঙ্কল্প করিয়া থাকে । তাহার পর ইন্দ্রিয়রূপ মূখসমূহের দ্বারা অর্থ গ্রহণ করে । যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় লাভ

দানং ব্রহ্মার্পণং যৎ ক্রিয়ত ইহ নৃভিঃ শ্রাৎ ক্ষমাহক্রোধসংজ্ঞা
 শ্রদ্ধাস্তিক্যং চ সত্যং সদिति পরমতঃ সেতুসংজ্ঞং চতুষ্কং ।
 তৎ শ্রাদ্ বন্ধায় জন্তোরিতি চতুর ইমান্ দানপূৰ্বেশ্চতুৰ্ভিঃ
 . তীৰ্হা শ্রেয়োহমৃতং চ শ্রয়ত ইহ নরঃ স্বৰ্গতিং জ্যোতিরাপ্তিং ॥১৯॥

অর্থঃ। ১৯। ইহ নৃভিঃ যদ্ ব্রহ্মার্পণং ক্রিয়তে, তদানন্, [ইতি প্রোক্তম্]
 অক্রোধসংজ্ঞা ক্ষমা শ্রাৎ, আস্তিক্যং চ শ্রদ্ধা স্যাৎ, সত্যং সৎ ইতি, অতঃপরং চতুষ্কং সেতু-
 সংজ্ঞা, তদ্ জন্তোঃ বন্ধায় স্যাৎ, নরঃ ইমান্ চতুরঃ দানপুটে: চতুৰ্ভিঃ তীৰ্হা শ্রেয়ঃ
 অমৃতং চ শ্রয়তে, ইহ স্বৰ্গতিং জ্যোতিরাপ্তিং চ [শ্রয়তে]। ১৯

(টীকা) এব লোভঃ উদিতঃ এবম্ এতদ্রয়ং কামক্রোধলোভরূপং সৰ্ব্বেষাং
 জীবানাং পাপহেতুঃ সকলদুঃখস্বরূপসংসারকারণম্ ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্
 এতন্মতিমতা পুরুষেণ ত্যাজ্যম্। কুতঃ অধ্যাত্মযোগাৎ। বুদ্ধে: পরতো
 বৰ্জমানম্ অধ্যাত্ম প্রতাগাত্মরূপং তস্মা যোগাৎ। নিরন্তরানুসন্ধানরূপাদ্
 অভ্যাসযোগাৎ ইত্যর্থঃ। ১৮

১৯। এবং কামক্রোধাদিদৈত্যনিবর্হণেন দেবত্বপ্রাপ্তিঃ ইত্যেত-
 স্মিন্ অৰ্থে সামবেদোক্তং কন্ম্বাষসাম সংবাদয়ন্ আহ—নৃভিঃ মনুষ্যৈঃ যদ্
 ব্রহ্মার্পণং ব্যয়ীক্রিয়তে তদানামিতি প্রোক্তং, তথা যা অক্রোধসংজ্ঞা সা
 ক্ষমা প্রোক্তা, তথা আস্তিক্যম্ অস্ত্যোব অনেন প্রয়োজনমিতি বিশ্বাস-

(অনুবাদ) রক্ষার নিমিত্ত যে বুদ্ধি, তাহার নাম লোভ; এই কাম,
 ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি পাপের কারণ। অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষ
 সংসারে আত্মার নিরন্তর অনুসন্ধান করিয়া এই তিনটিকে বর্জন
 করিবে। ১৮

১৯। [এইরূপে কামক্রোধাদি দৈত্যের নিগ্রহদ্বারা দেবত্বপ্রাপ্তি
 হয়, এজন্য সামবেদোক্ত “কন্ম্বাষ সাম” নামক মন্ত্র কি বলে তাহাই
 বলিতেছেন—] মনুষ্যগণ যাহা পরব্রহ্মে অর্পণ করিয়া থাকেন, তাহাই
 দান বলিয়া কথিত হয়। যাহার নাম অক্রোধ, তাহাকে ক্ষমা বলা

(তীকা) রূপিণী বুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা ইত্যুচ্যতে । তথা সত্যং সদিতি ভ্রমন্তি চতু-
 ষ্ঠয়ং মুক্তে: সাধনম্ অত এভ্য: পরম্ অগ্ৰদ্ বিরুদ্ধস্বরূপচতুষ্কং সেতুসংজ্ঞা
 ভবতি । অদানং ক্রোধোহশ্রদ্ধাহসতাম্ ইতি যৎ সেতুচতুষ্ঠয়ং তজ্জন্তো:
 প্রাণিন: বন্ধায় ভবতি ইতি কারণং ইমান্ পূর্বোক্তান্ চতুর: সেতু-
 দানপূর্বৈ: চতুর্ভি: তীর্থা উল্লজ্যা নর: পুরুষার্থী শ্রেয় অমৃতং স্বর্গতিং
 জ্যোতির্যাপ্তিঃ চ শ্রেতে প্রাপ্নোতি শ্রেয়: পুরুষার্থশয়ম্ অমৃতং দেবত্বং
 স্বর্গতিম্ উর্দ্ধগতিং জ্যোতির্যাপ্তিং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থ: ।

অত্র শ্রুতি:—২। উ: ৩ সেতুঃস্তর ৩ হস্তরান্ ৩ অক্রোধেন ক্রোধঃ হা
 উ ৩ পূর্বঃ দেবেভ্যো অমৃতশ্চ নাভা হা উ ৩ সেতুঃস্তর ৩ হস্তরান্ ৩
 দানেনাদানং হা উ ৩ অহমস্মি প্রণমজ্ঞা স্বতশ্চ হা উ ৩ সেতুঃস্তর ৩
 হস্তরান্ ৩ শ্রদ্ধয়া অশ্রদ্ধাঃ হা উ ৩ যো না দদাতি স ই দেবমাবা হা
 উ ৩ সেতুঃস্তর ৩ হস্তরান্ ৩ সত্যেনানৃতং হা উ ৩ অহমগ্নগগ্নমদন্তগন্তি-
 হা উ ৩ বা এষা গতি: ৩ এতদমৃতং স্বর্গচ্ছ জ্যোতির্গচ্ছ সেতুঃস্তীর্থা
 চতুরাহ ।

ভাষ্য—তত্র বিকল্পে হা উ গণ্যতে । অদীর্ঘে দীর্ঘবৎ কুর্ধ্যাদ্
 ইত্যাদি সামশিক্ষাক্তম্ অনুস্মরণীয়ং তত্র চতুর: সেতুনিত্যন্তরেণ অষ্টয়: ।
 সেতু: যথা জলপ্রবাহভেদকো ভবতি তথা অগণৈকরসভেদকা: চত্বার:
 সেতবো ভবন্তি, তান্ তর উল্লজ্য ইতি উপদিশতি । কিন্তু তান্ সেতু-
 (অনুবাদ) হইয়া থাকে । আস্তিক্য অর্থাৎ বিশ্বাসরূপিণী বুদ্ধিকে শ্রদ্ধা
 বলা হয়, এবং সত্যকে মনস্বরূপ ব্রহ্ম বলেন । ইহার বিরুদ্ধ চারিটিকে
 সেতুসংজ্ঞা বলে । এই চারিটি জীবের বন্ধের কারণ ; মানব দানপূর্বক
 চারিটির দ্বারা, অর্থাৎ দান, অক্রোধ, শ্রদ্ধা ও সত্য এই চারিটির দ্বারা
 অদান, ক্রোধ, অশ্রদ্ধা ও অসত্য—এই চারিটিকে অতিক্রম করিয়া
 পুণ্যপ্রাপ্তি ও মুক্তিলাভ করেন এবং এই দেহে উর্দ্ধগতি ও স্বয়ংপ্রকাশ
 আত্মাকে প্রাপ্ত হন । ১২

(টীকা) দুষ্টরান্ উপায়াস্তরেণ দুঃখেন তৰ্ভূম্ অশকান্ অথ সেতুন্ তথা তদ্ উল্লঙ্ঘনোপায়াংশ্চ কথয়তি দানেন ইতি তত্র ব্রহ্মার্পণেন্নেদ যদ্ দীয়তে তদানং দানশব্দো নাম । তদন্তং দেহভার্যাপূজাত্ত্বং ষষ্ময়ৌ-ক্রিয়তে তং অদানম্ এবং দানেন অদানম্ উল্লঙ্ঘ্য দেহাত্ত্বং বায়ীকৃত মপি ব্রহ্মার্পণম্ ইতি জ্ঞাত্বৈব কুরীত ইত্যর্থঃ । তদুক্তং ভগবতা—

“যং করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যং ।

যং তপশ্চাসি কৌন্তেয় ! তং কুরুষ মদর্পণমিতি ॥

অথ জ্ঞানপ্রকারম্ আহ—অহমস্মীতি । অহং ঋতস্ত সত্যস্ত ব্রহ্মণঃ প্রথমজ্জোহস্মি প্রথমং সৰ্বস্ম্যাং প্রাগ্ জাত ইতি প্রথমজঃ, শবলভেন উপ-স্থিতঃ পুত্রকনহাদিষু অন্তর্গতো হিরণ্যগর্ভোহহমস্মি ইতি জ্ঞাত্বা ব্রহ্মার্পণ-মেব সৰ্বম্ ইতি ভাবয়েদ্ ইত্যর্থঃ । তথা ঠা উ ইতি ।

অথবা ব্রহ্মকোথেন ক্ষমারূপেণ ক্রোধঃ তৃতীয়সেতুং তর । তত্রোপায়-মাহ—পূৰ্বমিতি । দেবেভ্যঃ মনশ্চক্ষুরাদিভ্যঃ সকাশাং পূৰ্বম্ অমৃতস্ত ব্রহ্মণো নাভিঃ বুদ্ধিরূপেণ তারকোহহমস্মি বুদ্ধিপৰ্য্যন্তমেব ক্রোধঃ ততোহগ্রে ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবয়, “যো বুদ্ধেঃ পরতস্ত্ব সঃ” ইতি ভগবদুক্তেঃ । তথা শ্রদ্ধয়া কৃত্বা অশ্রদ্ধাং তৃতীয়সেতুং তর । অস্ত্যেব পরমাশ্রনা পরমপ্রয়োজনমিতি ভাবয়ন্ । তত্র উপায়ামাহ—যঃ ইতি । যঃ পুরুষঃ মা ইতি মহাঃ দদাতি সৰ্বং নিবেদয়তি সঃ দেবম্ আবা হা প্রাপ্তবান্ ইতি আন্তিক্যবিশ্বাসাং অশ্রদ্ধাং তৃতীয়সেতুং তর ইত্যর্থঃ । অথ সত্যেন ব্রহ্মণা অনৃতং প্রাতিভাসিকং বিশ্বাকারং তর । তত্র উপায়ামাহ—অহম্ ইতি । অহং জীবরূপেণ অন্নম্ অগ্নিঃ তথা প্রলম্বে অন্নম্ অদন্তং ভক্ষয়ন্তম্ অগ্ন্যাভ্যাপাদিভূতং সৰ্বম্ অগ্নিম্ আহুতিপ্রক্ষেপ-বৎ জুহোমি । যোহবশিষ্ঠোত সোহস্মি অহমিতি ভাবয়েৎ ইত্যর্থঃ । এবমেবা উক্তপ্রকারা গতিঃ উক্তারপ্রকারঃ এতদুক্তপ্রকারম্ অমৃতং মোক্ষঃ অনেন উপদেশেন স্বর্গচ্ছ তথা জ্যোতিঃ অমৃতং গচ্ছ ইত্যুপদেশঃ । ১২

অন্নং দেবাতিথিভ্যোহর্পিতমমৃতমিদং চাশ্রুথা মোঘমন্নং
 যশ্চাত্মার্থং বিধন্তে তদিহ নিগদিতং মৃত্যুরূপং হি তস্মৎ ।
 লোকেহসৌ কেবলাঘো ভবতি তন্মৃত্যুতাং কেবলাদী চ যঃ শ্রুতাং
 ত্যক্ত্বা প্রাণাঘ্নিহোত্রং বিধিবদমুদিনং যোহশ্নুতে সোহপি
 মর্ত্য্যঃ ॥২০॥

অর্থঃ । ২০ । দেবাতিথিভ্যঃ অর্পিতম্ ইদম্ অন্নম্ অমৃতম্, অশ্রুথা চ মোঘম্
 অন্নম্, যঃ চ আত্মার্থং বিধন্তে ইহ তৎ তস্য মৃত্যুরূপং নিগদিতং হি, তন্মৃত্যুতাং যঃ চ
 কেবলাদী স্যাৎ, লোকে অসৌ কেবলাঘঃ ভবতি । যঃ বিধিবৎ প্রাণাঘ্নিহোত্রং ত্যক্ত্বা
 অমুদিনম্ অশ্নুতে, সঃ অপি মর্ত্য্যঃ [কেবলাদী ভবতি] ২০ ।

(টীকা) ২০ । অন্নম্ ইতি । দেবাতিথিভ্যঃ অর্পিতম্ অন্নম্ অমৃতং
 ভবতি, দেবেভ্যো বৈশ্বদেবকর্ষণি অতিথিভ্যশ্চ বৈশ্বদেবাস্তে সমাগতেভ্যঃ
 অর্পিতং যদন্নং তদমৃতং শ্রাদিত্যর্থঃ । অশ্রুথা এতদকরণে দেবাতিথিবন্ধনেন
 মোঘং নিফলমন্নং ভবতি । যশ্চ আত্মার্থং পিতৃপোষণার্থম্ অন্নং বিধন্তে
 তৎ তস্মৎ মৃত্যুরূপং পরিণামে বিষোপমং ভবতি, অসাক্ষিকত্বাৎ । এবং যঃ
 শ্রুতান্ কেবলমভি ইতি কেবলাদী কেবলাঘো ভবতি, কেবলম্ অঘরূপো
 ভবতি ইত্যর্থঃ । অত্র শ্রুতিঃ—“মোঘম্ অন্নং বিঘতে অগ্রচেতাঃ সত্যং

অনুবাদ । ২০ । বৈশ্বদেবকর্ষণে দেবগণের উদ্দেশে, বৈশ্বদেব-
 কর্ষণের অস্ত্রে সমাগত অতিথিগণের উদ্দেশে অর্পিত অন্ন অমৃত হইয়া থাকে,
 দেবতা ও অতিথিগণকে বঞ্চনা করিয়া যে অন্নপাক করা হয়, তাহা
 নিফল । যে ব্যক্তি দেহপোষণের জন্ত অন্ন পাক করে, সেই অন্ন
 তাহার পক্ষে বিষতুল্য হইয়া মৃত্যুর কারণ হয় । দেহধারণগণের মধ্যে
 যে ব্যক্তি দেবতা ও অতিথিগণকে না দিয়া কেবল নিজের উদরপূরণের
 নিমিত্ত অন্নপাক করে, সে কেবল পাপস্বরূপ হয় । যে ব্যক্তি যথাবিধি
 প্রাণাঘ্নিহোত্র পরিভ্যাগ করিয়া প্রতিদিন ভোজন করে, সে ব্যক্তি
 পাপভোজন করিয়া থাকে ২০ ।

লোকে ভোজঃ স এবার্পয়তি গৃহগতায়ার্ধিনেহ্নঃ কুশায়
যন্ত্যৈ পূৰ্ণমন্নঃ ভবতি মখবিধৌ জায়তেহজাতশক্রঃ ।
সখ্যোনান্নার্থিনে যোহর্পয়তি ন স সখা সেবমানায় নিত্যং
সংসক্তায়ান্নমন্মাদ্বিমুখ ইব পরাবৃত্তিমিচ্ছেৎ কদর্য্যাৎ ॥২১॥

অর্থঃ । ২১ । যঃ গৃহগতায় কুশায় অর্থিনে অন্নম্ অর্পয়তি, স লোকে ভোজঃ এব, তস্যৈ মখবিধৌ পূৰ্ণম্ অন্নঃ ভবতি, অজাতশক্রঃ জায়তে । যঃ সখ্যে অন্নার্থিনে ন অর্পয়তি, ন স সখা । নিত্যং সেবমানায় সংসক্তায় অন্নম্ [অর্পয়তি, যাচকঃ] অন্ম্যং কদর্য্যাদ্ বিমুখ ইব পরাবৃত্তিম্ ইচ্ছেৎ ॥২১॥

(টীকা) ত্রযীমি বধ ইৎ স তস্ত । নার্য্যমাণং পুণ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী” ১২০

২১ । লোকে ঈতি । লোকে স এব ভোজো দাতা । যঃ গৃহম্ আগতায় অর্থিনে অন্নম্ অর্পয়তি, কিস্তুতায়, কুশায় দারিত্র্যপীড়িতায় । অথ তস্ত ফলম্ আহ—তস্যৈ দাত্রে মখবিধৌ লৌকিকে বা যজ্ঞে পূৰ্ণম্ অন্নঃ ভবতি । তথা অন্নদাতা অজাতশক্রঃ ভবতি, তস্ত অন্নদানেন সৰ্ব্বভূতান্তরস্থাঃ সৰ্ব্বে জীবাঃ সন্তৃপ্তা ভবন্তি, অতো বৈরিণোহপি মিত্রাণি ভবন্তি ইত্যর্থঃ । অথ ব্যতিরেকমপি আহ—সখ্যে ইতি । যঃ পুরুষঃ অন্নার্থিনে সখ্যে সখিভূতায় স্বর্গপ্রাপকায় ন অর্পয়তি স সখা ন ভবতি, কিন্তু পিশুন এব ইত্যর্থঃ । কিস্তুতায় নিত্যং সেবমানায় আশ্রিতায় তথা সংসক্তায় অনন্তশরণায় অনেন সৰ্ব্বভূতেষুপি অন্নদানং ন করোতি ইতি উক্তম্ । অথ যাচকোহপি অন্ম্যং কদর্য্যং রূপণাৎ বিমুখঃ পরাঙ্মুখ ইব পরাবৃত্তিম্ ইচ্ছেৎ পুনস্তং ন যাচয়েৎ । অন্ম্যং দাতারং গচ্ছেৎ ইত্যর্থঃ । ঋতিরপি—“স ইষ্টোজ্ঞো যো গৃহবে দদাতি

অনুবাদ । ২১ । যিনি গৃহগত দারিত্র্যপীড়িত যাচককে অন্ন প্রদান করেন, তিনি লোকে দাতা বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন, লৌকিক

(টীকা) অন্নকামায় চরতে কুশায় । অন্নমস্মৈ ভবতি যামহুতাবৃত্তাবরীষু
 কণুতে সথায়ম্ । ন স সখা যো ন দদাতি সখ্যে স চাত্তবে সচ-
 মানায় পিতৃঃ অপাস্মাৎ প্রেয়াস তদোকো অস্তি পৃণস্তমন্ত্রমরণং
 চিদিচ্ছেৎ” । ভাগ্যম্—অন্নয়মুখেন প্রশংসতি । স ইৎ স এব ভোজ্যো
 দাতা যঃ গৃহবে প্রতিগৃহীত্রে তত্রাপি অন্নকামায় চরতে গৃহম্ আগতায়
 দারিত্র্যেণ কুশায় এতাদৃশায় অতিথ্যেহন্নং দদাতি । যামহুতো যামা
 গন্ত্যাবো দেবা আহুয়ন্তে অত্রৈতি যামহুতিঃ যজ্ঞঃ তস্মিন্ অস্মৈ দাত্রে ফলম্
 অন্নম্ অলং পর্যাপ্তং ভবতি কামপ্রদং ভবতি ইত্যর্থঃ । উত অপি চ
 আপরীষু অন্নাচ্ শাত্রবীৰ্যসেনাস্ সখ্যং কণুতে তন্ত সর্কে সথায় এব ন
 শত্রব ইত্যর্থঃ । অথ ব্যতিরেকাঘরাভ্যাম্ আহ—স পুরুষঃ সখা ন ভবতি
 যঃ স চাত্তবে সর্বদা সহভবনাশীলায় তথা সচমানায় সেবমানায় উপ-
 সর্জনীভূতায় সখ্যে জনায় পিতৃঃ পিতৃন্ অন্নানি ন দদাতি ন প্রযচ্ছতি স
 স্ত্রহং ন ভবতি ইত্যর্থঃ । অপাস্মাদদাতুঃ সখ্যুঃ স অপপ্রেয়াৎ । অপ-
 গচ্ছেৎ যন্তোনং পরিত্যজ্য গচ্ছেৎ তদোকঃ সন্ন নাস্তি ন ভবতি অরণ্য-
 তুলাম্ । স পুরুষঃ অন্নং পৃণস্তম্ অন্নদাতারম্ অরণং শরণং গচ্ছেৎ
 কাময়েৎ । ২১

(অনুবাদ) যজ্ঞে তাঁহার পরিপূর্ণ অন্ন হয়, এবং তিনি অজাতশত্রু
 হন । সকলকে অন্ন প্রদান করায় সকলই তাঁহার মিত্র হইয়া
 থাকেন । যে অন্নার্থী মিত্রকে অন্ন প্রদান করে না, সে তাহার মিত্র হয়
 না । যে ব্যক্তি সতত আশ্রিত, শরণাগতকে মাত্র অন্নদান করে, সকলকে
 করে না, যাচক সেই রূপণ ব্যক্তির নিকট হইতে বিমুখ হইয়াই যেন
 ফিরিয়া আসে ও অন্ন দাতার নিকট গমন করে । ২১

স্বাজ্ঞানজ্ঞানহেতু জগদুদয়লয়ৌ সৰ্বসাধারণৌ স্তো
জীবেষ্বাশ্বৰ্ণগৰ্ভঃ ঋতয় ইতি জগুহুৰ্যতে স্বপ্রবোধে ।
বিশ্বং ব্রহ্মণ্যবোধে জগতি পুনরিদং হুয়তে ব্রহ্ম যদ্ব-
চ্ছুক্তৌ রূপাং চ রৌপ্যোহধিকরণমথবা হুয়তেহন্তোত্তমোহাং ॥২২

অর্থঃ । ২২ । জগদুদয়লয়ৌ স্বাজ্ঞানজ্ঞানহেতু আশ্বৰ্ণগৰ্ভঃ জীবেষু সৰ্বসাধারণৌ
স্তঃ ইতি ঋতয়ঃ জগুঃ, স্বপ্রবোধে বিশ্বং ব্রহ্মণি হুয়তে, অবোধে পুনঃ ইদং ব্রহ্ম জগতি
হুয়তে, বদন্তোত্তমোহাং শুক্তৌ রূপাং অথবা রৌপ্যে চাধিকরণং হুয়তে । ২২

(টীকা) ২২ । স্বাজ্ঞানেতি । জগদুদয়লয়ৌ স্বাজ্ঞানজ্ঞানহেতু স্তঃ জগতো
নামরূপাত্মকস্ত চরাচরস্ত উদয়ঃ প্রাদুর্ভাবঃ, লয়শ্চ প্রলয়ঃ এতৌ স্বস্ত
অজ্ঞানং চ জ্ঞানং চ স্বাজ্ঞানজ্ঞানে ত এব হেতবঃ কারণং যয়োঃ তৌ ।
স্বশব্দেন আত্মা । তথা চ আত্মাজ্ঞানাং জগৎপ্রাদুর্ভাবঃ, তথা চ আত্মাজ্ঞানাং
জগৎপ্রলয়ঃ ইত্যর্থঃ । এতৌ আ-শ্বৰ্ণগৰ্ভং হিরণ্যগৰ্ভং মধ্যাদীকৃত্য সৰ্বজীবেষু
সাধারণৌ, হিরণ্যগৰ্ভঃ স্বরূপং বিশ্বত্যা অহমীশ্বরো নিয়ন্তেতি অভিমানঃ
বহতি, তদা প্রাদুর্ভূতং বিশ্বাভাসং পশুতি । অথ যদা ব্রহ্মাহমস্মীতি
স্বরূপে লীনো ভবতি, তদা বিশ্বাভাসবিলয়ঃ ইতি ঋতয়ো জগুঃ । এবম্ এব
জীবেষ্বপি ইতি প্রকটয়ন্ আহ—হুয়তে ইতি । স্বপ্রবোধে ব্রহ্মাকারান্তঃ-
করণবৃত্তৌ জাতায়াং বিশ্বং ব্রহ্মণি হুয়তে অগ্নৌ আহুতিপ্রক্ষেপবৎ ভস্মসাৎ
ক্রিয়তে । যদা দেহাভিমানব্রাহ্মবোধে সতি ইদং ব্রহ্ম জগতি হুয়তে

অনুবাদ । ২২ । আত্মার অজ্ঞানবশতঃ জগতের উৎপত্তি ও
আত্মার জ্ঞানবশতঃ জগতের লয়, ইহা উৎকৃষ্ট জীব হিরণ্যগৰ্ভ হইতে
সৰ্বজীব-সাধারণ—ইহা ঋতি বলিয়া থাকেন । ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তি
উদিত হইলে অগ্নিতে আহুতিপ্রক্ষেপের ন্যায় ব্রহ্মে জগৎ হৃত হইয়া
থাকে, তখন আর জগতের পৃথক্ সত্তা উপলব্ধ হয় না । আর যখন
অজ্ঞান বিস্তারিত থাকে, তখন আবার জগৎ ব্রহ্মে হৃত হইয়া থাকে,
ব্রহ্মের সত্তা উপলব্ধ হয় না । যেমন ভ্রমনিবৃত্তিকালে শুক্লিতে রৌপ্য

তুচ্ছদ্ব্যাসদাসীদাগনকুসুমবস্তুদকং নো সদাসীৎ
 কিম্ভাভ্যামগ্নদাসীদ্ ব্যবহৃতিগতিসম্মাস লোকস্তদানীম্ ।
 কিম্বর্কীগেব শুক্লো রজতবদপরো নো বিরাদ্ ব্যোমপূর্বঃ
 শর্ম্মগ্যাঅগ্ন্যথৈতৎকুহকসলিলবৎ কিং ভবেদাবরীবঃ ॥২৩

* অর্থঃ । ২৩। [জগৎপাদানকারণং] তুচ্ছদ্ব্যং গগনকুসুমবৎ অসৎ ন আসীৎ, ভেদকং সৎ নো আসীৎ, কিন্তু ভাভ্যাম্ অগ্ন্যং ব্যবহৃতিগতি সৎ আসীৎ, তদানীং লোকঃ ন আসি। কিন্তু বর্কীক এব শুক্লো রজতবৎ অপরঃ ব্যোমপূর্বঃ বিরাদ্ নো, অথ শর্ম্মনি আত্মনি এতৎ কুহকসলিলবৎ কিম্ আবরীবঃ ভবেৎ । ২৩

(টীকা) নাস্ত্যেব ক্রিয়তে । অত্র দৃষ্টান্তমাহ—যদ্বৎ ইতি । ভ্রমনিবৃত্তিকালে শুক্লো রৌপ্যং হয়তে । তথা প্রতিভাসকালে তু অধিকরণং শুক্তিঃ রৌপ্যে হয়তে । কস্মাদ্—অগ্নোত্তমোহাৎ । শুক্ত্যজ্ঞানে রজতোদয়ঃ, রজতাজ্ঞানে চ শুক্লেঃ ষ্টতার্থঃ । ২২

২৩। নহু নামরূপাত্মকশ্চ দৃশ্যমানশ্চ জগতঃ কৰ্ত্তা উপাদানকারণং কিং শ্রাদিতি বিচার্যমাণে ন তাবৎ শুক্লশ্চ অনীহশ্চ ব্রহ্মণঃ তথাহম্ উপপত্ততে । অথ তদতিরিক্তশ্চ তথাত্মকল্পনে কিম্ অসৎ সদ্ধা কল্পনীয়ম্ ? তদ্রাজ্যং নিষেধতি—তুচ্ছদ্ব্যাদিতি । তত্র তাবৎ জগৎপাদানকারণং অসৎ নাসীৎ, কৃতঃ তন্তু অসতঃ গগনকুসুমবৎ তুচ্ছদ্ব্যং অত্যন্তাস্থেন উপাদানকারণস্থানইদ্ব্যং । অথ নাপি ভেদকং সদ্ধাচ্যং, পরমার্থসতো ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ অগ্নশ্চ ভেদকজনকশ্চ অসম্ভবাৎ অতঃ পরিশেষাৎ সদসদ্-

(অনুবাদ) হুত হয়, অথবা শুক্তি ও রৌপ্যের পরস্পরঅজ্ঞানবশতঃ প্রতিভাসসময়ে শুক্তিরূপ অধিকরণ রৌপ্যে হুত হইয়া থাকে । ২২

২৩। জগতের উপাদান কারণ অসৎ হইতে পারে না; কারণ, আকাশকুসুমের গায় তুচ্ছ বস্তু কাহারও কারণ হয় না। ভেদের কারণীভূত বস্তু পরমার্থ সৎও ছিল না। কিন্তু সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন বস্তু ছিল, তখন ব্যবহার ও গতি সৎ ছিল না, তখন লোক অর্থাৎ

বন্ধো জন্মাত্যয়ীত্বা যদি ন পুনরভূত্বর্হি মোক্ষোহপি নাসীদ্
যদ্বদ্রাত্তির্দিনং বা ন ভবতি তরণৌ কিন্তু দৃশ্ণোষ এষঃ ।

অপ্রাণং শুদ্ধমেকং সমভবদথ তন্মায়য়া কর্তৃসংজ্ঞা

তন্মাদন্তচ্চ নাসীৎ পরিবৃত্তমজয়া জীবভূতং তদেব ॥২৪

অর্থঃ । ২৪ । যদি জন্মাত্যয়ীত্বা বন্ধঃ পুনঃ ন অভূৎ তর্হি মোক্ষঃ অপি ন আসীৎ, যদ্বৎ তরণৌ রাত্রিঃ দিনং বা ন ভবতি এষ দৃশ্ণোষঃ, অথ অপ্রাণং শুদ্ধম্ একং তন্মায়য়া কর্তৃসংজ্ঞা সমভবৎ, তন্মাৎ অন্তঃ চ ন আসীৎ, তদ্ এষ অজয়া পরিবৃত্তং জীবভূতম্ ॥২৪

(টীকা) বিলক্ষণম্ আসীৎ ইত্যাহ—কিন্তু ইতি । আভ্যাং সদস্য্যাম্ অন্তঃ বিলক্ষণম্ আসীৎ ইত্যুক্তং ভবতি । নহু তর্হি ব্রহ্মাতিরিক্তং পরমার্থসং মাঙ্গ । তথাপি ব্যবহারঃ সদা আসীদেবেতি চেৎ ? তদপি নিষেধতি—ব্যবহৃতি ইতি । তদানীং ব্যবহারস্ত অপি অভাবাৎ ইত্যর্থঃ । তদানীম্ ইতি পদেন সৃষ্টেঃ প্রাঙ্ নাসীৎ । কিন্তু পরিশেষাৎ মধ্যে এব উৎপন্নম্ ইত্যুক্তং ভবতি । নহু তদানীম্ আকারবৎ নাস্তি, তথাপি ব্যোম আসীৎ, তথা মহত্ত্বতারকৌ বিরাডপি আসীদिति চেৎ ? তদপি নিষেধতি । ন বিরাড্ ব্যোমপূর্বঃ ইতি ব্যোম পূর্বঃ কারণীভূতং যস্ত স তথা । অথ আন্তাঃ মধ্যে এব উৎপন্নং, তস্ত পৃথগ্ভূতত্বেন ব্রহ্মণঃ আবরকত্বং ভবেৎ, তদপি দৃষ্টান্তেন নিষেধতি—শর্ঘ্যীতি । শর্ঘ্যি শুদ্ধে ব্রহ্মণি তৎ কিম্ আবরীবঃ আবৃণোতি ইতি আবরীবঃ আবরকং ভবেৎ ন ইত্যর্থঃ । কিংবৎ—কুহকসলিলবৎ । মায়য়া স্থলে জলভ্রমম্ উৎপাদয়তঃ কুহকস্ত ঐন্দ্রজালিকস্ত ক্ষণম্ উৎপন্নং সলিলং ভ্রমনিবৃত্তৌ সত্যাং কিং স্থলস্ত আবরকং ভবেৎ ? তদ্বৎ প্রকৃতেহপি ইত্যর্থঃ ॥২৩

(অনুবাদ) চতুর্দশ ভুবন ছিল না, অনন্তর আকাশ যাহার কারণ এরূপ বিরাটো ছিলেন না । যেমন স্থলে জলভ্রম হইলে, জল স্থলের আবরক হয় । আর ভ্রমনিবৃত্তি হইলে জল আর আবরক হয় না, সেইরূপ শুদ্ধব্রহ্মে কোন্ বস্তু আবরক হইবে ? ২৩

(জীকা) ২৪। অথ বস্তুতো ব্রহ্মরূপাণ্যমেব জীবানাং বন্ধমোক্ষাবপি
অজ্ঞানকর্ত্তো ইত্যাহ—বন্ধ ইতি। পুনর্জন্মাত্মায়াম্মৃত্যুরূপো যদি বন্ধো
ন আসীদেব তর্হি মোক্ষোহপি নাসীৎ, তদুক্তং “বন্ধো মূক্তঃ ইতি ব্যাখ্যা
শুণতো ন স্বভাবতঃ। তথা দ্বিতীয়শ্চ অভাবাৎ কো বন্ধঃ কশ্চ মূক্তঃ”
ইতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ—যদ্বৎ ইতি। তরণৌ সূর্যো রাত্রির্দিনং বা ন ভবতি
ন যুক্ত্যতে, কথং তর্হি রাত্রিদিনব্যবহারো ভবতি ইত্যাহ—এষ দৃষ্টদোষঃ।
অগংচক্ষুষোঃ সূর্যাদর্শনমেব রাত্রিদিনব্যবহারনিমিত্তম্ আপেক্ষিকম্
ইত্যর্থঃ। অথ জীবজোপাধিনিমিত্তম্ আহ—অপ্রাণম্ ইতি। অপ্রাণো
জমনাঃ শুভ্র ইতি শুভ্রশ্চ ব্রহ্মণঃ প্রাণসম্বন্ধাভাবাৎ অপ্রাণম্ একম্
অদ্বিতীয়ং তন্মায়য়া কর্ত্তৃসংজ্ঞং হিরণ্যগর্ত্তাপ্যম্ অভবৎ, তন্মাদ্ অগ্ৰং ন
আসীৎ, তদেব অজয়া মায়য়া পরিবৃতং জীবভূতং জীবহং প্রাপ্তং ন
পৃথক্ কশ্চিৎ জীবোহস্তি ইত্যর্থঃ। অত্র শ্রুতিঃ—কচিৎ পূর্বলোক-
পঠনীয়। শুদ্ধে ব্রহ্মণি ইত্যর্থঃ। “নাসদাসীন্মো সদাসীৎ তদানীং নাসীদ্
রজো নোব্যোমাপরো যৎ। কিম্ আবরীবঃ কুংকশ্চ শর্ম্মশ্চুভঃ কিমাসীদ্
গহনং গভীরম্”। ২৪

অনুবাদ। ২৪। যদি জন্মের উচ্ছেদরূপ (মৃত্যুরূপ) বন্ধ না থাকে,
তাহা হইলে মোক্ষও ছিল না, যেমন সূর্য্যো রাত্রি অথবা দিন কিছুই নাই,
তবে যে, রাত্রি ও দিন ব্যবহার হয়, ইহা লোকের চক্ষুর দোষ। লোক
যেমন সূর্য্যাদর্শনে দিন এবং সূর্য্যের অদর্শনে রাত্রি ব্যবহার করে, কিন্তু
ব্যবহার মিথ্যা, সেইরূপ বন্ধ ও মোক্ষ অজ্ঞানবশতঃ হইয়া থাকে।
প্রাণসম্বন্ধবিহীন, শুদ্ধ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মায়াসম্বন্ধবশতঃ কর্ত্তৃসংজ্ঞক
হিরণ্যগর্ত্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, ব্রহ্মভিন্ন কোন বস্তু ছিল না, ব্রহ্মই
মায়াপরিবৃত্ত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ২৪

প্রাগাসীদ্ ভাবরূপং তম ইতি তমসা গূঢ়মস্মাদতর্ক্যং
ক্ষীরাস্তর্যদ্বদন্তো জনিরিহ জগতো নামরূপাশ্চকশ্চ ।
কামাঙ্কাতুঃ সিস্থক্ষোরনুগতজগতঃ কর্ম্মভিঃ সংপ্রবৃত্তাদ্
রেতোরূপৈর্মনোভিঃ প্রথমমনুগতৈঃ সন্তুতৈঃ কার্য্যমার্গৈঃ ॥২৫

অর্থঃ । ২৫ । ভাবরূপং তমঃ প্রাক্ আসীৎ ইতি তমসা গূঢ়ং যৎ ক্ষীরাস্তঃ অন্তঃ, অস্মাৎ অতর্ক্যং, সিস্থক্ষোঃ ধাতুঃ অনুগতজগতঃ প্রথমন্ অনুগতৈঃ রেতোরূপৈঃ মনোভিঃ কার্য্যমার্গৈঃ কর্ম্মভিঃ সম্প্রবৃত্তাং কামাং ইহ নামরূপাশ্চকস্য জগতঃ জনিঃ । ২৫

টীকা । ২৫ । অথ পূর্ব্বম্ উক্তং তদানীং জগৎ নাসীৎ ইতি তর্হি
পুনঃ কথম্ উৎপন্নম্ ইত্যশঙ্ক্য আহ—জগদুৎপাদনভূতং ভাবরূপং তমঃ
ইতি অজ্ঞানম্ আসীৎ, তেন তমসা জগদ্ গূঢ়ম্ আচ্ছাদিতম্, অস্মাৎ
কারণাৎ অতর্ক্যম্ অজ্ঞায়মানম্ । কিংবৎ ? যৎ ক্ষীরাস্তর্গতম্ অন্তঃ
উদকং ক্ষীরাস্তরবর্ত্তমানমপি ন জ্ঞায়তে তদ্বৎ । তত ইহ অগ্নিন্ অজ্ঞানে
অশ্চ নামরূপাশ্চকশ্চ জগতঃ জনিঃ উৎপত্তিঃ । ননু যত্বেপি বীজাস্তর্গতো
বৃক্ষঃ তিষ্ঠাত তথাপি কারণসামগ্রীবাতিরেকেণ নোৎপত্ততে অত আহ—
কামাদিতি । সিস্থক্ষোঃ শ্রষ্টৃম্ ইচ্ছতঃ ধাতুঃ পরমেশ্বরশ্চ কামাং
ইচ্ছাতঃ, সাপি কুত ইত্যত আহ । কিন্তুতাং ধাতোঃ কামাৎ
অনুগতজগতঃ কর্ম্মভিঃ সম্প্রবৃত্তাং অনুগতম্ অনাদিত্বেন বর্ত্তমানং যৎ
জগৎ তশ্চ কর্ম্মভিঃ প্রেরিতাৎ । অথ তাৎপি কুতঃ ? ইত্যত আহ—
রেতোরূপৈঃ বীজভূতৈঃ মনোভিঃ প্রথমম্ অনাদিপ্রবাহেণ অনুগতৈঃ
সন্তিঃ কার্য্যমার্গৈঃ নিম্পাদিতৈঃ কর্ম্মভিঃ ইত্যর্থঃ ।

অনুবাদ । ২৫ । সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের কারণীভূত ভাবরূপ অজ্ঞান
ছিল, এই জগৎ সেই অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত ছিল । দুষ্কের মধ্যে যেমন
জল অজ্ঞাতভাবে থাকে, সেইরূপ ইহাও অজ্ঞাতভাবে ছিল । অনন্তর
জগৎসংজ্ঞানে অভিলাষী বিধাতার কামনা হইতে এই নামরূপাশ্চক
জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যে কামনা অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান জগদ্বাসী

(টীকা) এতদৰ্থে ক্ৰতিরপি—“তম আসীং তমসা গুঢ়ম্ অগ্রে
অপ্রকৃতং সলিলং সৰ্বং মা ইদম্ । তুচ্ছেনোভূপিহিতং যদাসীং তমসাস্ত-
ন্থহিনাজায়তৈকম্ ॥১॥ কামস্তদ্ অগ্রে সমবৰ্ত্ততাধিমনসো রোতঃ প্রথমং
যদাসীং । সতো বদ্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীজ্ঞা কবয়ো মনীষা ।”

ভাষ্যং । নহু উক্তপ্রকারেণ যদি পূৰ্ব্বমিদং জগৎ ন আসীং কথং
তর্হি তন্ত জন্ম জায়মানন্ত জনিক্রিয়ায়াং কর্তব্যত্বেন কারকত্বাৎ, কারকত্বং
কারণবাস্তববিশেষঃ ইতি কারকন্ত সতো নিয়তপূৰ্ব্বক্ষণবর্ত্তিত্বন্ত
অবশ্যস্তাবিত্বাৎ । অথ এতদ্ব্যপরিজিহীৰ্ষয়া জনিক্রিয়ায়াঃ প্রাগপি
তদ্ব্যত ইত্যাচ্যতে কথং তন্ত জন্ম ? অত আহ—তমসা গুঢ়মগ্রে ইতি ।
অগ্রে সৃষ্টেঃ প্রাক্ প্রলয়দশায়াং ভূতভৌতিকং সৰ্বং জগৎ তমসা গুঢ়ং
যথা নৈশং তমঃ সৰ্বং পদার্থজাতম্ আবৃণোতি তদ্বদ্ আত্মতত্ত্বন্ত
আবরণকত্বাৎ মায়াহপরাপধ্যায়ং ভাবরূপাজ্ঞানং অত্র তম ইত্যাচ্যতে,
তেন তমসা নিগুঢ়ং সংবৃতং কারণভূতেন তেন আচ্ছাদিতং ভবতি ।
আচ্ছাদকাত তস্মাৎ তমসো নাগরূপাভ্যাং যদাবিৰ্ভবনং তদেব তন্ত জন্ম
ইত্যাচ্যতে । নহু কারণভূতে তমসি তৎ জগদাত্মকং কাৰ্য্যং বিদ্যতে
চেৎ তর্হি কথং নাসীং রজ ইত্যাদিনা তন্নিষেধঃ ? তত্রাহ—তম আসীং
ইতি । তমো ভাবরূপাজ্ঞানং মূলকারণং তদ্রূপতাং তদাত্মতাং যতঃ
সৰ্বং জগৎ প্রাপ্তম্ আসীং অতো নিষিধ্যতে ইত্যর্থঃ । নহু আবরণকত্বাৎ
আবরণং তমঃ কর্তৃ আবর্ধ্যং জগৎ কর্ম, কথং কর্তৃকর্মণোঃ তাদাত্ম্যং ?
তত্রাহ—অপ্রকৃতমপি অপ্রকৃতম্ অপ্রজায়মানম্ । অন্মমর্থঃ । যদপি
জগতন্তমসঃ কর্মকর্তৃভাবো যৌক্তিকে বিদ্যতে তথাপি ব্যবহারদশায়ামেব

(অনুবাদ) জীবের কর্ম সমূহের দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে । সেই সকল
কর্ম আরার অনাদিকাল হইতে প্রবাহরূপে অনুগত মনে বীজরূপে
বর্ত্তমান আছে এবং সেই বীজভূত মনঃসমূহের দ্বারা সর্বদা কর্ম সকল
নিম্পাদিত হইয়া থাকে ৷২৫

(টীকা) তন্মাং দশায়াং নামরূপাভ্যাং বিস্পষ্টং ন জায়তে ইতি তাদাত্ম্য-
বর্ণনম্ । অত এব যমুনা স্বর্যতে—“আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞান-
লক্ষণম্ । অপ্রতীক্যম্ অনির্দেশ্যং প্রস্তুপ্তমিব সৰ্ব্বতঃ” ইতি । কুতো বা ন
প্রজায়তে ইতি অত্রাহ—সলিলম্ ইতি । লুপ্তোপমা, সলিলমিব, যথা ক্ষীরেণ
অবিভাগাপন্নং নীরং দুৰ্লক্ষ্যাতং তথা তমসা অবিভাগাপন্নং জগৎ ।
নহু বিবিধবিচিত্রভূয়সঃ প্রপঞ্চস্ত কথম্ অতিতুচ্ছেন তমসা ক্ষীরেণ নীরস্ত
ইব অতিভবঃ তথা তমোপি ক্ষীরবদ্ বলবদিত্যেব উচ্যতে । • তর্হি
দুৰ্লক্ষ্যস্ত জগতঃ সগ্গসময়ে ন উদ্ভবসম্ভব ইত্যত আহ—তুচ্ছেনেতি ।
আ সমস্তাং ভবতি ইতি আভূঃ তুচ্ছেন তুচ্ছকল্পেন সদসদ্বিলক্ষণেন
ভাবরূপাজ্ঞানেন পিহিতং ছাদিতমাসীৎ । একং একীভূতং কারণেন
তমসা অবিভাগতাং প্রাপ্তমপি তৎকাৰ্য্যজাতং তমসঃ পর্যালোচনরূপত্বং
চ অগ্ৰত্র আশ্রয়তে “যঃ সৰ্ব্বজ্ঞঃ স সৰ্ব্ববিৎ যস্ত জ্ঞানময়ং তপঃ” ইতি ।
“অথ কামস্তদগ্রে” ইতি । নহু উক্তরীত্যা যদিধরস্ত পর্যালোচনং জগতঃ
পুনঃ উৎপত্তৌ কারণং তদেব বা কিং নিবন্ধনম্ ইত্যত আহ—কামস্তদগ্রে
ইতি । অগ্রে অস্ত্যাবকারজাতস্ত সৃষ্টেঃ প্রাগবস্থায়াং পরমেশ্বরস্ত মনসি
কামঃ সমবর্ত্তত ময়্যগ্ অজায়ত সিসৃক্ষ জাতা ইত্যর্থঃ । ঈশ্বরস্ত সিসৃক্ষা
বা কিং হেতুকা ? ইত্যত আহ—মনস ইতি । মনসঃ অন্তঃকরণস্ত স্ফাঙ্ক-
বাসনণেষণে মায়ায়াং বিলীনে অন্তঃকরণে সমবেতঃ সামান্যাপেক্ষং
একবচনং সৰ্ব্বপ্রাণ্যন্তঃকরণেষু সমবেতমিত্যর্থঃ । এতেন আত্মনো
গুণাধারত্বং প্রত্যাখ্যাতং তাদৃশরেতোভাবিনঃ প্রপঞ্চস্ত বীজভূতং প্রথমম্
অতীতে কল্পে প্রাণিভিঃ কৃতং পুণ্যাপুণ্যাত্মকং কৰ্ম যৎ যতঃ কারণাৎ
সৃষ্টিসময়ে আসীৎ অভবৎ । ভূকুঃ বর্ধিকুঃ অজায়ত পরিপকং সং
কলোন্মুখম্ আসীদ্ ইত্যর্থঃ । তৎ ততো হেতোঃ ফলপ্রদস্ত সৰ্ব্বসাক্ষিণঃ
কৰ্মাধাক্তস্ত পরমেশ্বরস্ত মনসি সিসৃক্ষা অজায়ত ইত্যর্থঃ । তন্মাং
জাতায়াং সৃষ্টব্যং পর্যালোচ্যতে, অতঃ সৰ্বং জগৎ সৃজ্যত । তথাচ

চক্ষারোহস্তাঃ কপর্দা যুবতিরথ ভবেন্নূতনা নিত্যমেবা
 মায়া বা পেশলা স্তাদঘটনঘটনাপাটবং যাতি যস্মাৎ ।
 স্তাদারম্ভে যুতাস্তা ঋতিভববয়ুনান্যেবমাচ্ছাদয়ন্তী
 তস্যামেতৌ সুপর্ণাবিব পরপুরুষৌ তিষ্ঠতোহর্থপ্রতীত্যা ॥২৬

অর্থঃ । ২৬ । অস্যাঃ চক্ষারঃ কপর্দাঃ, এষা মায়া নিত্যং নূতনা । অথ যুবতিঃ ভবেৎ, পেশলা বা স্যাৎ যস্মাৎ অঘটনঘটনাপাটবং যাতি, আরম্ভে যুতাস্যা স্যাৎ, এবং ঋতিভব-বয়ুনানি আচ্ছাদয়ন্তী, তস্যাম্ এতৌ পরপুরুষৌ অর্থপ্রতীত্যা সুপর্ণৌ ইব তিষ্ঠতঃ । ২৬

(টীকা) আশ্রয়তে—“সোকাময়ত বহু স্তাং প্রজায়ৈ ইতি । স তপোহ-
 তপ্যত । স তপস্তপ্তা ।। ইদং সর্বম্ অমুক্তত যদিদং কিঞ্চেতি” । অতো
 বিঘদম্ভবমপি অহুগ্রাহকত্বেন প্রমাণয়তি—সতঃ ইতি । গতঃ সত্বেন
 ইদানীম্ অহুভূয়মানস্ত সর্বস্ত জগতঃ বন্ধুঃ বান্ধবত্বহেতুভূতঃ কল্লাস্তরে
 প্রাণ্যহুষ্টিতং কর্মসমূহং কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনো যোগিনঃ হৃদি হৃদয়ে
 নিরুদ্ধয়া মনীষয়া বুদ্ধ্যা প্রতীক্য বিচার্য্য অসংত সঞ্চলক্ৰমে অব্যাকৃতে
 কারণে নিরবিন্দন নিরুক্ত্য অলম্ভস্ত বিবিচ্য জ্ঞানন্ ইত্যর্থঃ ॥২৫

২৬ । মায়ায়া উৎকর্ষং বর্ণয়তি । স্তাঃ পূর্বোক্তমায়ায়াঃ চক্ষারঃ
 কপর্দাঃ উৎকর্ষাঃ সন্তীতি । অথ তানেবাহ—যুবতিঃ ইতি । এষা
 মায়া নিত্যং নূতনা কদাপি স্থবিরা ন ভবতি । অতো যুবতির্ভবেৎ
 দেহাদিবার্দ্ধকোহপি সা তরুণৈবাস্তি, অয়মেব উৎকর্ষঃ । তথেষং পেশলা
 স্তাৎ । কিম্ময় পেশলত্বম্ আহ । পেশলা কুশলেত্যর্থঃ । তদেবাহ—
 যস্মাদিতি । যস্মাৎ কারণাৎ ইদং অঘটনঘটনাপাটবং বিক্ষেপে এবং
 কৌশলং যাতি—অয়ং দ্বিতীয়ঃ উৎকর্ষঃ । তথেষম্ আরম্ভে উপক্রমে
 যুতাস্তা যুতবল্লিষ্টম্ আস্তং মুখং যস্তাঃ সা তথা, যস্ত কস্তাপি আরম্ভে গিষ্টং

অনুবাদ । ২৬ । মায়ায় চারিটী উৎকর্ষ আছে, এই মায়া নিত্যই
 নূতন, কখনও বৃদ্ধ হয় না, সুতরাং যুবতীই থাকে, অর্থাৎ দেহাদি বার্দ্ধক্য
 প্রাপ্ত হইলেও মায়া নবীনই থাকে, ইহাই প্রথম উৎকর্ষ । মায়া অতীব

একস্তত্রাস্ত্যসঙ্গস্তদনু তদপরোহজ্ঞানসিদ্ধুঃ প্রবিষ্টৌ
বিশ্বত্যাশ্বরূপং স বিবিধজগদাকারমাতাসমৈকং ।
বুদ্ধাস্তর্যাবদৈকং বিশ্বজতি তমজা সোহপি তামেবমেকঃ
তাবদ্বিপ্রাস্তমেকং কথমপি বহুধা কল্পয়ন্তি স্ববাগ্ভিঃ ॥২৭

অর্থঃ । ২৭ । তত্র একঃ অসঙ্গঃ অস্তি, তদনু তদপরঃ অজ্ঞানসিদ্ধুঃ প্রবিষ্টৌ, স
আশ্বরূপং বিশ্বত্যা বিবিধজগদাকারম্ আভাসম্ ঐক্যং । বুদ্ধা যাবদ্ অন্তঃ ঐক্যম্ তাবৎ
অজা তং বিশ্বজতি, এবং সঃ অপি তাং [বিশ্বজতি] বিপ্রাঃ স্ববাগ্ভিঃ তম্ একঃ কথম
অপি বহুধা কল্পয়ন্তি । ২৭

(টীকা) দর্শয়তি পরিণামে বিষোপমা ইত্যর্থঃ—অয়ং তৃতীয় উৎকর্ষঃ ।
যথেষ্ট শ্রুতিঃ ভববয়নানি উপনিষত্তাগৈঃ প্রতিপাদিতানি আত্মজ্ঞানানি
আবরণশক্ত্যা আচ্ছাদয়তি—অয়ং চতুর্থ উৎকর্ষঃ । তস্তাং চতুর্কৃৎকর্ষ-
বত্যাং মায়ায়াং এতৌ পরপুরুষৌ পরঃ পরমাত্মা পুরুষো জীবঃ এতৌ
স্বপর্ণৌ পক্ষিণৌ ইব তিষ্ঠতঃ কেন প্রকারেণ জ্ঞাতৌ ; ইত্যাহ—
অর্থেনি । অর্থপ্রতীত্যা পদার্থভাসকভেন মায়া তু তিরোধানকর্ত্রী,
সকলভাসকভঃ পরমাত্মান এব ইত্যর্থঃ ॥২৬

২৭ । ইদানীং জীবপরমাত্মানোঃ পরমার্থত একত্বমাহ । তত্র তয়োঃ
স্বপর্ণয়োঃ মধ্যে একঃ পরমাত্মা অসঙ্গঃ অস্তি । তদনু তদপরো জীবঃ

(অনুবাদ) কৌশলসম্পন্ন, যেহেতু ইহা অসম্ভব বস্তুর সংঘটনে পটুতা
প্রকাশ করে, ইহাই দ্বিতীয় উৎকর্ষ । কোনরূপ কার্যারম্ভকালে স্বপ্তের
শ্রায় মিষ্টমুখ দেখায় এবং পরিণামে বিষতূল্য হয়, ইহাই তৃতীয় উৎকর্ষ ।
উপনিষৎপ্রতিপাদিত আত্মজ্ঞানকে আচ্ছাদন করে, ইহাই চতুর্থ
উৎকর্ষ । পরমাত্মা ও জীবাত্মা বিষয়প্রকাশকত্বরূপে উৎকর্ষ চতুষ্টয়বিশিষ্ট
মায়াতে দুইটি পক্ষীর শ্রায় অবস্থান করেন । ২৬

২৭ । [জীব ও পরমাত্মার বাস্তবিক একত্ব এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য ।]
জীব ও পরমাত্মরূপ দুইটি পক্ষীর মধ্যে একটা অর্থাৎ পরমাত্মা অসঙ্গ

নায়াতি প্রত্যগাত্মা প্রজননসময়ে নৈব যাত্যন্তকালে
যৎসোহখণ্ডোহস্তি লৈঙ্গং মন ইহ বিশতি প্রব্রজত্বাধ্বমৰ্বাক্।
তৎকার্ষ্যং স্থলতাং বা ন ভজতি বপুষঃ কিন্তু সংস্কারজাতম্
তেজোমাত্রা গৃহীত্বা ব্রজতি পুনরিহায়াতি তৈতৈস্তেঃ সহৈব ॥২৮

অর্থঃ । ২৮। প্রত্যগাত্মা প্রজননসময়ে ন আয়াতি, অন্তকালে ন এব য়াতি, যৎ সঃ অখণ্ডঃ অস্তি, লৈঙ্গং মনঃ ইহ উৰ্দ্ধম্ অৰ্বাক্ বিশতি প্রব্রজতি । তৎ বপুষঃ কার্ষ্যং স্থলতাং বা ন ভজতি, কিন্তু সংস্কারজাতং, তেজোমাত্রা গৃহীত্বা ব্রজতি, পুনঃ তৈঃ তৈঃ সহ এব ইহ আয়াতি । ২৮

(টীকা) অজ্ঞানসিদ্ধং প্রবিষ্টঃ, স আত্মস্বরূপং স্বরূপং বিস্মৃত্য বিবিধ-
জগদাকারম্ অভাসং প্রাতিভাসিকম্ ঐক্যত দৃষ্টবান্ । ততঃ বুদ্ধ্যা
নিশ্চয়াত্মিকয়া অন্তঃ যাবদৈক্যং তাবৎ অজ্ঞা মায়া তং জীবঃ বিস্মৃজতি ।
তথা সোহপি জীবঃ তাং মায়াং বিস্মৃজতি । অন্তর্দৃষ্ট্যা বিচার্যমাণে
উভয়োঃ অসংস্পর্শে অখণ্ডরূপেব অহুভূয়তে । তর্হি স্বপ্নদ্বয়কল্পনা কুতঃ ?
ইত্যত আহ—বিপ্রা ইতি । তমেকমেব আত্মানং বিপ্রাঃ ঐক্যজ্ঞাঃ
কবয়ঃ শিষ্টবোধাদিব্যবহৃতিবিষয়ে বাগ্ভিঃ বচোভিঃ অনেকথা কল্পয়ন্তি ।
ন তু অহুভবত ইত্যর্থঃ । এতদ্বার্থে ঐক্যঃ—“চতুৰ্পদা যুবতিঃ স্থপেশ
স্থতপ্রতীকা বহুনানি বন্তে । তন্ত্রাঃ স্থপর্ণা বৃষণা নিবেদতুঃ যত্র দেবা
দধিরে ভাগধেয়ম্” ॥২৭

২৮। অথ জন্মমরণাহুবন্ধেহপি অস্ত্র স্বরূপত্বং নিরূপয়তি ।

(অনুবাদ) অনন্তর অপর অর্থাৎ জীব অজ্ঞানসমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে ।
সেই জীব আত্মস্বরূপ ভুলিয়া গিয়া বিবিধ জগদাকার প্রাতিভাসিক বস্তু
দর্শন করিয়া থাকে । নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা যাবৎ অভ্যাসের দর্শন
করে তাবৎ মায়া জীবকে মগ্টি করে । বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ শিষ্টাদিগকে
বুঝাইবার জন্য নিজ নিজ বাক্যের দ্বারা বহুপ্রকার কল্পনা করেন । ২৭

২৮। গর্তাবির্তাবসময়ে প্রত্যগাত্মা গর্তে প্রবেশ করেন না এবং

আসীং পূর্বং সুবন্ধুভূশনবনিস্মরো যঃ পুরোধাঃ সনাতেঃ
ব্রাহ্মাণ্ড কুটাভিচারেণ স খলু মৃতিমিতস্তন্মনোহগাংকৃতাস্তং ।
তদব্রাতা শ্রোতমন্ত্ৰৈঃ পুনরনয়দিতি প্রাহ সূক্তেন বেদঃ
তস্মাদাত্মাভিযুক্তং ব্রজতি ননু মনঃ কহিচিন্নাস্তরাণ্মা ॥২১

অর্থঃ । ২১ । পূর্বং সুবন্ধুঃ অবনিস্মরঃ ভূশম্ আসীং, যঃ সনাতেঃ পুরোধাঃ, স খলু বাহ্যে
কুটাভিচারেণ মৃতিম্ ইত্যং, তন্মনঃ কৃতাস্তম্ অগাং । তদব্রাতা শ্রোতমন্ত্ৰৈঃ পুনঃ অনয়ং
ইতি বেদঃ সূক্তেন প্রাহ । তস্মাৎ আত্মাভিযুক্তঃ মনঃ ননু ব্রজতি, অস্তরাণ্মা কহিচিৎ ন । ২১

(টীকা) প্রজননসময়ে গর্ভাবির্ভাবে সতি প্রত্যগাত্মা ন আয়াতি গর্ভে ন
প্রবিশতি । তথা অস্তকালে দেহাবসানসময়ে ন যাতি ন গচ্ছতি যৎ যতঃ
স আত্মা অখণ্ডঃ অপরিচ্ছিন্নঃ অস্তি যতঃ প্রবেশনির্গমৌ হি পরিচ্ছিন্নশ্চৈব
সম্ভবতঃ, তহি লোকে জন্মমরণাদিব্যবহারঃ কশ্চ ইত্যত আহ—লৈঙ্গম্
ইতি । লৈঙ্গং পঞ্চদশকলোপেতং মনঃ ইহ লোকে উক্তং দেবলোকে,
অর্কাকগ্নমুহুরলোকে বা গর্ভে বিশতি তথা প্রব্রজতি চ ন প্রত্যগাত্মা । অথ
তল্লিঙ্গদেহোপেতং মনঃ বপুষঃ স্থলদেহস্ত কাশাং কৃশতাং স্থলতাং পুষ্টত্বং
বা ন ভজতি রোগাদুপহতৌ কৃশতাং তথা পাটেব পুষ্টত্বং বা ন ভজতি
এবং তন্ময় উৎক্রান্তৌ পূর্বসংস্কারজাতং তথা তেজোমাত্রাঃ প্রত্যঙ্গ-
প্রাণান্ গ্রহীত্বা ব্রজতি গচ্ছতি তথা পুনঃ উৎপত্তিসময়ে তৈষ্ঠৈঃ সংস্কার-
জাতৈঃ সঃ ইহ গর্ভে আয়াতি ॥২৮

(অনুবাদ) দেহনাশসময়ে গমন করেন না, কারণ, আত্মা অপরিচ্ছিন্ন ।
পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অপ্ৰবেশ ও গমন সম্ভব হইতে পারে । এই সংসারে দেব-
লোকে ও মনুজলোকে লিঙ্গদেহের ঘটক পঞ্চদশ অবয়বযুক্ত মন গর্ভে
প্রবিষ্ট হয় এবং বহির্গত হয়, আত্মা নহেন । মন স্থলদেহের কৃশতা
কিংবা স্থলতা প্রাপ্ত হয় না, পূর্বসংস্কার প্রাপ্ত হয় । কিন্তু মন তেজো-
মাত্রা অর্থাৎ প্রতি অঙ্গে বিद्यমান ইন্দ্রিয়সমূহকে লইয়া গমন করে এবং
সেই সেই সংস্কার সকলের সহিত গর্ভে প্রবেশ করে । ২৮

টীকা । ২২ । অথ প্রবেশনির্গমৌ মনস এব সম্ভবতঃ ন আত্মনঃ ইত্যত্র ঋকণাধীয়াং শ্রুতিম্ আখ্যায়িকা পূর্বিকাং সংবাদয়তি । স্ববন্ধুর্নামা অবনিহরঃ ব্রাহ্মণঃ পূর্বং ভূশম্ অত্যর্থং সর্কোৎকর্ষণেণ আসীৎ । কিচ্ছতঃ সনাতেঃ পৃথ্বীভূজঃ পুরোধা পুরোহিতঃ । অত্র ঋষিতি শ্রুতং স ব্রাহ্মাৎ ব্রাহ্মণকৃতাৎ কৃটাভিচারাত্ কাপট্যরচিতাৎ অভিচারাত্ অস্ত্রপ্রয়োগাত্ যুতিম্ ইতঃ মরণং প্রাপ্তঃ, তন্মনঃ কৃতান্তং যমলোকম্ অগাৎ । অথ তন্তু স্ববন্ধোঃ ভ্রাতা শ্রোতমন্ত্রেঃ তদগতঃ মনঃ পুনঃ অনয়ং আনীতবান্ । ইতি সূক্তেন বৈদঃ প্রাহ । তস্মাৎ কারণাৎ আত্ম্যভিযুক্তম্ আত্মপ্রতিবিম্বাভি- যুক্তং সৎ মন এব ব্রজতি পরন্তু অন্তরাত্মা ন ব্রজতি । এতন্মূলভূতাঃ শ্রুতিরপি “অষ্টমাষ্টকে যন্তে যমঃ বৈবস্বতং মনো জগাম দূরকম্ । তত আবর্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে ।” ভাষ্যম্—অত্র ইয়ম্ আখ্যায়িকা । পূর্বং সনাতিসঙ্গস্ত রাজ্ঞো গৃহে বন্ধুঃ স্ববন্ধুঃ শ্রুতবন্ধুঃ বিপ্রবন্ধুঃ ইতি চত্বারো ভ্রাতরঃ পুরোহিতা আসন্ । তে দ্বিঘ্ন নাশায় রাজাদিষ্টম্ আভিচারিকং ন কুরুন্তি ইতি রাজ্ঞা বহিঃ কৃতাঃ ততোহুৎ মায়াবি পুরোহিতদ্বয়ং কৃতং, তেন বন্ধাদয়ঃ চত্বারঃ ক্ষুধাঃ সন্তুঃ রাজ্ঞঃ আভিচারিকং কর্তুং প্রবৃত্তাঃ । তচ্ছ্রুত্বা মায়াবিনৌ পুরোহিতৌ চ আভিচারিক- কর্মণা স্ববন্ধুং জঘ্নতুঃ, ততঃ স্ববন্ধোঃ ভ্রাতরঃ তং পুনর্জীবয়িতুং বক্ষ্যমাণৈঃ

অনুবাদ । ২২ । [প্রবেশ ও নির্গম মনেরই, আত্মার নহে, এ বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—] পূর্বকালে স্ববন্ধু নামক একজন উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি রাজা সনাতির পুরোহিত । তিনি ব্রাহ্মণ- কৃত কপট অভিচার (মারণ) ক্রিয়ার দ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হইলে তাঁহার মন যমলোকে গমন করিয়াছিল । স্ববন্ধুর ভ্রাতা শ্রোত মন্ত্রসমূহের দ্বারা তাঁহার মনকে আনিয়াছিলেন,—ইহা বেদ সূক্তবাক্যের দ্বারা বলিতে- ছেন । অতএব আত্মার প্রতিবিম্বযুক্ত মন গমন করে, আত্মা কোথাও গমন করেন না । ২২

একো নিষ্কম্প আত্মা প্রচলতি মনসা ধাবমানেন তস্মিন্
তিষ্ঠন্নগ্রেহথ পশ্চান্ন হি তমনুগতং জ্ঞানতে চক্ষুরাভাঃ ।
যদ্বৎপাথস্তরঙ্গৈঃ প্রচলতি পরিতো ধাবমানৈস্তদন্তঃ
প্রাক্ পশ্চাদস্তি তেবাং পবনসমুদিতৈস্তৈঃ প্রশাস্তৈর্যথাবৎ ॥৩৬

অর্থঃ । ৩০ । একঃ নিষ্কম্পঃ আত্মা ধাবমানেন মনসা প্রচলতি, তস্মিন্ তিষ্ঠন্ অগ্রে
অথ পশ্চাৎ, চক্ষুরাভা অনুগতং তং ন জ্ঞানতে হি । যদ্বৎ পাথঃ পবনসমুদিতৈঃ পরিতঃ
ধাবমানৈঃ তরঙ্গৈঃ প্রচলতি, তেবাং অন্তঃ প্রাক্ পশ্চাৎ তৎ অস্তি তৈঃ প্রশান্তৈঃ যথাবৎ । ৩০

(টীকা) শ্রোতমত্নৈঃ উপায়ং চক্রুঃ । যন্তে যমমতি । ভো স্ববন্ধো
যন্তে মনঃ বৈবস্বতং বিবস্বতঃ সূর্যাস্ত পুত্রং যমং প্রতি দূরং জগাম তন্তে
মনঃ আবর্তয়ামসি ততো নিবর্তয়াগঃ কিমথম্ ইহ লোকে ক্ষয়্য নিবাসয়
জীবসে জীবনায় ইতি প্রথমা । অথ দ্বিতীয়া । যন্তে দিবং যৎপৃথিবীং
মনো জগাম দূরকম্ । তৎ তে আবর্তয়মসী...তথা । যমাৎ অহং
বৈবস্বতাৎ স্ববন্ধোঃ মন আভরাম্ । জীবাতবে ন মৃত্যবেথো
আরিষ্টতাতয়ে ॥২২

৩০ । ইদানীং চলনাদিধর্ম্মাঃ মনসঃ এব ন আত্মান ইতি দর্শয়তি ।
একোহদ্বিতীয়ে নিষ্কম্পঃ কর্ম্মশূন্য আত্মা ধাবমানেন মনসা সহ চলতি ।
তথা তস্মিন্ মনসি অপি তিষ্ঠন্ অগ্রে পুরতঃ পশ্চাচ্চ বর্ত্ততে । তম্ এবং-
বিধম্ আত্মানম্ অনুগতম্ অন্তর্গতমপি চক্ষুরাভাঃ ন জ্ঞানতে ন জানন্তি
ইন্দ্রিয়গোচরত্বাৎ । তত্র দৃষ্টান্তমাহ—যদ্বদिति । যদ্বৎ পাথঃ উদকং

অনুবাদ । ৩০ । চলনাদি ধর্ম্ম মনেরই আত্মার নহে, ইহা প্রদর্শন
করিতেছেন—] আত্মা এক এবং কর্ম্মশূন্য, ধাবমান মনের সহিত ধাবিত
হয় । আত্মা মনেতে বর্ত্তমান থাকিয়াও সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থিত
আছেন । চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ সর্বত্র অনুগত আত্মাকে জ্ঞানিতে পারে
না ; কারণ, আত্মা তাহাদের অবিষয় । যেমন জল বায়ুর দ্বারা উৎপন্ন
ইতদন্তঃ ধাবমান তরঙ্গসমূহের দ্বারা ধাবিত হয়, সেই সকল তরঙ্গের

একাক্যাসীৎ স পূৰ্ব্বং যুগয়তি বিষয়ানানুপূৰ্ব্ব্যাহস্তরাষ্ট্রা
জায়া মে স্যাৎ প্রজা বা ধনমুপকরণং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্তদৰ্থং ।
ক্লেশৈঃ প্রাণাবশেষৈর্মহদপি মমুতে নানুদম্মাদ্ গরীয়ঃ
যেঁকালান্তেইপ্যকুংস্নো মৃত ইব বিরমত্যেকহান্তাহকৃতার্থঃ ॥৩১

অর্থঃ । ৩১ । সঃ অন্তরাষ্ট্রা পূৰ্ব্বম্ একাকী আসীৎ । অনুপূৰ্ব্ব্যাহ বিষয়ান্ যুগয়তি । মে
জায়া প্রজা ধনম্ উপকরণং বা স্যাৎ, তদৰ্থং প্রাণাবশেষৈঃ ক্লেশৈঃ কৰ্ম কুৰ্ব্বন্ অস্মাৎ অন্তঃ
মহৎ গরীয়ঃ ন মমুতে । তু একালান্তে "অপি-অকুংস্নঃ মৃত ইব বিরমতি, একহান্তা
অকৃতার্থঃ । ৩১

(টীকা) পরিতো ধাবমাতৈঃ তরঙ্গৈঃ প্রচলতি তথা তেষাং তরঙ্গাপাম্
অন্তঃ প্রাক্ পশ্চাচ্চ পাথোহস্তি । কিঙ্কৃতৈঃ তরঙ্গৈঃ পবনসমুদিতৈঃ
বায়ুনোৎপন্নৈঃ এবম্ মায়াময়ৈঃ ইন্দ্রিয়ৈরপি আস্মা । অথ তৈঃ প্রশান্তৈঃ
সন্তিঃ যথাবৎ প্রকৃতিস্থং পাথ এব অস্তি । তৎ আত্মাহপি ॥৩০

৩১ । ইদানীং জীবন্ত বাহ্যপ্রপঞ্চানুবৃত্তিং নিরূপয়তি । সোহস্তরাষ্ট্রা
পূৰ্ব্বঃ একাকী আসীৎ । অতঃপরম্ আনুপূৰ্ব্ব্যাহক্ৰমেণ বিষয়ান্
যুগয়তি গবেষয়তি । অথ আনুপূৰ্ব্ব্যাহ—প্রথমং জায়া মে স্যাৎ, ততঃ
প্রজা মে স্যাৎ, ততঃ তদ্বিক্রাহার্থে ধনং বিত্তং মে স্যাৎ, অথ তদৰ্থং
বিত্তপ্রাপ্ত্যর্থং প্রাণাবশেষৈঃ ক্লেশৈঃ কৰ্ম কুৰ্ব্বন্ এবং ধনাদিবিষয়প্রাপ্তৌ

(অনুবাদ) মধ্যো সম্মুখে ও পশ্চাৎ জল বিদ্যমান আছে, সেইরূপ মায়ায়
ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা আস্মা চকল হন । আবার তরঙ্গ শাস্ত হইলে যেমন
জল নিশ্চল থাকে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণের শাস্তিতে আস্মাও প্রকৃতিস্থ হন । ৩০

৩১ । সেই অন্তরাষ্ট্রা পূৰ্ব্বে একাকী ছিলেন, অনন্তর বিষয় সকল
অবেষণ করিতে লাগিলেন । প্রথমে আমার স্ত্রী হউক, অনন্তর পুত্র,
ধন ও ধনলভ্য উপকরণ হউক—এইরূপ কামনা করিলেন । তাহার পর
ধনাদি বিষয় প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রাণান্ত ক্রেশ সহকারে কৰ্ম করিয়া থাকেন
এবং ধন অপেক্ষা অল্প উৎকৃষ্ট বস্তু নাই—মনে করেন । বহুবিষয়লাভের

(টীকা) অস্যাং বিষয়াং অগ্নং মহং গরীয়ঃ শ্রেষ্ঠং ন মহতে ।
এবং বহুবিষয়োদ্যেশে সতি একবিষয়লাভে সতি অকুৎস্নো ভূত্বা মৃতঃ
ইব বিরমতি বিরামং প্রাপ্নোতি । তথা একহাঙ্গা প্রাপ্তস্য নাশেন
অকুতার্থো ভবতি । অত্র মূলশ্রুতিঃ—

“আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোহকাময়ত । জায়া মে স্যাৎ অথ
প্রজা মে স্যাৎ বিত্তং মে স্যাৎ অথ কৰ্ম্ম কুর্স্বীয় ইত্যোতাবান্ বৈ কামো
নেৎ সচ্চ নাতো ভূয়ো বিন্দেত । তস্মাদপি এতৰ্হি একাকী কাময়তে
জায়া মে স্যাৎ অথ প্রজায়েব অথ বিত্তং মে স্যাৎ অথ কৰ্ম্ম কুর্স্বীয়
ইতি । স যাবদপ্যেতেষাং ঐকৈকং ন প্রাপ্নোত্যকুৎস্ন এব তাবৎ মগ্নতে
তস্য অকুৎস্নতা ।”

ভাষ্যম্—অগ্রে পূৰ্ব্বম্ ইদম্ অয়ম্ একঃ এব কেবলম্ আত্মৈব আসীৎ ।
স জায়া মে স্যাৎ ইতি অকাময়ত ঐচ্ছৎ । ততোহস্যাং জায়ায়াং প্রজায়েধ
পুত্রভেন জন্ম প্রাপ্নুয়াম্ ইতি অকাময়ত । “অস্যাং জায়তে পুনঃ”
ইতি শ্রুতিঃ । আত্মৈব জায়া পুত্রভেন পরিণমতি । তথা যৎকৰ্ম্ম কৰোতি
তদপি আত্মার্থমেব ইতি পুনঃ শ্রুত্যা নিরূপয়িত্বা এবম্ জায়া-
পুত্রপ্রাপ্তৌ তন্তুরণার্থং বিত্তং মে স্যাৎ ইতি কাময়তে, অথ বিত্তপ্রাপ্ত্যর্থং
কৰ্ম্ম কুর্স্বীয় ইতি । এতাবান্ বৈ কামঃ । অথ নেদিতি নিপাতো
নিষেধার্থে নেৎসৎ । ন সম্ভবতি ইত্যর্থঃ । অথ জায়াপুত্রাদিবিষয়াং অগ্নং
ভূয়ঃ বহুতরং ন বিন্দেত ন বিন্দতি । এবম্ যাবজ্জীবঃ পুনঃ উৎপত্তিম্
আসাদ্য তথৈবেতি পুনরুক্তম্ এব স জীবঃ যাবৎ এতেষাং জায়াদীনাং
মধ্যে একং নাপ্নোতি তাবৎ অকুৎস্নঃ অসম্পূর্ণোহিহম্ ইতি মগ্নতে ইত্যেবং
তস্য অকুৎস্নতা অসম্পূৰ্ণতা ॥৩১

(অনুবাদ) উদ্দেশ্য থাকিলে যদি একটি বিষয় লাভ না হয়, তাহা
হইলে নিজকে অসম্পূর্ণ মনে করিয়া মৃতের জ্ঞায় বিরত হন এবং একটি
বিষয়ের হানি ঘটিলে অকুতার্থ হইয়া থাকেন ॥৩১

নাসীৎ পূৰ্ব্বং ন পশ্চাদতমুদিনকরাচ্ছাদকো বারিবাহো
 দৃশ্যঃ কিমন্তরাহসৌ স্থগয়তি স দৃশং পশ্যতো নার্কবিশ্বম্ ।
 নো চেদেবং বিনাহৰ্কং জলধরপটলং ভাসতে তৰ্হি কস্মাৎ
 তৰ্হি দ্বিষ্মং পিধন্তে দৃশমথ ন পরং ভাসকং চালকং স্বং ॥৩২

অর্থঃ । ৩২ । অতমুদিনকরাচ্ছাদকঃ বারিবাহঃ পূৰ্ব্বং ন আসীৎ পশ্চাৎ ন, কিন্তু, সঃ অসৌ অন্তরা দৃশ্যঃ পশ্যতঃ দৃশং স্থগয়তি ন অৰ্কবিশ্বম্ এবং নো চেৎ তৰ্হি অৰ্কং বিনা জলধরপটলং কস্মাৎ ভাসতে, তদ্বৎ বিধং [পশ্যতঃ] দৃশং পিধন্তে, অথ স্বং ভাসকং চালকং পরং ন । ৩২

টীকা । ৩২ । অবিনাশায়াঃ আবরণশক্তিমেব বিবিচ্য প্রপঞ্চয়তি । বারি বহতীতি বারিবাহঃ মেঘঃ, অতমুদিনকরাচ্ছাদকো ভবতি । ন তমুঃ অতমুঃ, মহান্ লোকত্রয়প্রকাশকো যো দিনকরো দিবসে প্রসূতকরঃ সূৰ্য্যঃ তদাচ্ছাদকো ভবতি । অথ তন্তু আচ্ছাদকত্বম্ অন্তরালিকং ন প্রবাহপরম্পরাগতম্ ইত্যাহ—নাসীদिति । মেঘঃ প্রাবৃত্টকালং পূৰ্ব্বং গ্রীষ্মে নাসীৎ । অথ পশ্চাৎ শরৎকালেহপি নাসীৎ । এবং এবংবিধো মেঘঃ সূৰ্য্যং পশ্যতঃ জনন্ত দৃশমেব স্থগয়তি আবরণোতি, ন অৰ্কবিশ্বম্ । তন্তু মেঘাদপি অভিভূতঃ করপ্রসারশালিত্বাৎ ইত্যর্থঃ । এবং সত্যপি লোকে সূৰ্য্যো নিম্নভঃ ইতি প্রতীতিঃ প্রাতিভাসিকী ইত্যাহ—নো চেদिति । এবমুক্তপ্রমেয়ং নো চেৎ সূৰ্য্যঃ এব আচ্ছাদিতশ্চেৎ তৰ্হি অৰ্কং বিনা জলধরপটলং সূৰ্য্যাবরকীভূতং মেঘপটলং কস্মাদ্ ভাসতে সূৰ্য্যস্ত ঘনপটলেন তিরোহিতত্বাৎ ঘনপটলং কস্মাৎ প্রকাশান্তরাৎ জায়তে । সূৰ্য্যস্ত আচ্ছিন্নত্বেন প্রকাশকত্বানর্হত্বাৎ ইত্যর্থঃ । তথা চ সূৰ্য্যং পশ্যতঃ

অনুবাদ । ৩২ । ত্রিভুবনের প্রকাশক যে সূৰ্য্য তাহার আধরক মেঘ বর্ষাকালের পূর্বে গ্রীষ্মকালে ছিল না এবং বর্ষাকালের পর শরৎ-কালেও থাকিবে না, কিন্তু মধ্যে নয়নগোচর হইয়া থাকে, সুতরাং মেঘ ত্রীটার নয়নকে আবৃত করে কিন্তু সূৰ্য্যকে আবৃত করে না । ইহা যদি

ভুঞ্জানঃ স্বাপ্নরাজ্যং সসকলবিভবো জাগরং প্রাপ্য ভূয়ো
রাজ্যভ্রষ্টোহহমিখং ন ভজতি বিষমং তন্মৃষা মন্তমানঃ ।
স্বপ্নে কুর্ব্বল্লগম্যাগমনমুখমঘং তেন ন প্রত্যবায়ী
তদ্বজ্জাগ্রদশায়াং ব্যবহৃতিমখিলাং স্বপ্নবদ্বিস্মরেচ্ছেৎ ॥৩৩

অর্থঃ । ৩৩ । সসকলবিভবঃ স্বাপ্নরাজ্যং ভুঞ্জান জাগরং প্রাপ্য ভূয়ঃ তৎ মৃষা মন্তমানঃ
অহং রাজ্যভ্রষ্টঃ ইখং বিষমং ন ভজতি । স্বপ্নে অগম্যাগমনমুখম্ অঘং কুর্ব্বন্ তেন
প্রত্যবায়ী ন, তবৎ জাগ্রদশায়াং স্বপ্নবৎ অখিলাং ব্যবহৃতিঃ চেৎ বিস্মরেৎ [তথাপি
প্রত্যবায়ী ন ভবতি] । ৩৩

(টীকা) জনশ্র ঘনপটলেন দৃষ্টিরেব আবৃত্তা ন সূর্য্যঃ; এতদ্দৃষ্টাস্তাবষ্টেন্তেন
ভূমণ্ডলস্তাপি সূর্য্যাবরকত্বং তদ্বদেব ইত্যর্থঃ । অথ যদর্থমেতৎ উপক্রান্তং
তদাহ—তদ্বদিতি । তদ্বৎ অন্তরোৎপন্নং বিশ্বমপি পশুতঃ দৃশং দৃষ্টিমেব
পিপেতে । ন পরং পরব্রহ্মস্বরূপং ন আচ্ছাদয়তি । তর্হি কথং ন দৃশতে
ইত্যশঙ্ক্য দৃশতে এব ইত্যাহ—কিস্তুতং পরং ব্রহ্ম স্বভাসকং চালকং চ,
স্বশব্দেন বিশ্বং, তস্মৈ ভাসকং তথা চালকং চ । যেন বিচিত্ররূপং বিশ্বম্
আভাতি, তথা যেন চলতি সর্ব্বং ব্যবহারং কৰোতি তৎ পরং ব্রহ্ম কথম্
আচ্ছাদয়িতুং শকাতে ব্রহ্মব্যতিরেকেণ তস্মৈ ভাসকচালকাস্তরাভাবাৎ
তথা চ জগদাকারাৎ আদিনাধ্যাবসানেষু বর্ত্তমানং ব্রহ্মৈব সত্যং, তদজ্ঞানাৎ
উদিতো জগদাকারঃ । শক্তিকারজতবৎ প্রাতিভাসিকঃ ইত্যর্থঃ । ৩২

৩৩ । এবং স্বপ্নদৃষ্টাস্তেন প্রপঞ্চস্ত মিথ্যাভ্যং নিরূপয়তি । সসকল-

(অনুবাদ) সঙ্গত না হয়, অর্থাৎ মেঘ যদি সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তাহা
হইলে সূর্য্যের অভাবে মেঘ কাহার দ্বারা প্রকাশিত হইবে? সেইরূপ
অবিজ্ঞা আগন্তুক বিশ্বের দ্রষ্টার দৃষ্টিকে আবরণ করে, জগতের প্রকাশক
ও চালক পরব্রহ্মকে আবরণ করে না । ৩২

৩৩ । সেনা ও কোশাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্বিত কোন পুরুষ স্বপ্নাবস্থায়
রাজত্ব ভোগ করিয়া জাগরিত হইলে নিজকে দরিদ্র মনে করিয়া “আমি

স্বপ্নাবস্থানুভূতং শুভমথ বিষমং তন্মুখা জাগরে স্মাৎ
জাগৃত্যাং স্থলদেহব্যবহৃতিবিষয়ং তন্মুখা স্বাপকালে ।
ইখং মিথ্যাসিদ্ধাবনিশমুভয়থা সজ্জতে তত্র মৃত্যুঃ
সত্যে তস্তাসকেহস্মিন্নিহ হি কুত ইদং তন্ন বিদ্যো বয়ং হি ॥৩৪

অর্থঃ । ৩৪ । স্বপ্নাবস্থানুভূতং শুভং বিষমং তৎ জাগরে যুবা স্মাৎ, অথ জাগৃত্যাং
স্থলদেহব্যবহৃতিবিষয়ং তৎ স্বাপকালে যুবা—ইখম্ উভয়থা অপি অনিশং মিথ্যাসিদ্ধৌ
তত্র মৃত্যুঃ সজ্জতে, ইহ অস্মিন্ তস্তাসকে সত্যে কুতঃ ইদং হি তৎ বয়ং ন হি বিদ্যঃ । ৩৪

(টীকা) বিঃবঃ সেনাকোশাভ্যাস্কারযুক্তঃ সন্ স্বপ্নরাজ্যং ভুঞ্জানঃ পুরুষঃ
ভূয়ঃ জাগরং প্রাপ্য প্রাক্তনং দরিত্রং রক্তদেহং নিরীক্ষ্য “অহং রাজ্যভ্রষ্টঃ”
ইতি বিষমং শোকং ন ভজ্জতি । কুতঃ ? তৎ স্বাপ্নং রাজ্যং মুখা মন্তমানঃ ।
অথ ইমম্ এষ অর্থং দৃষ্টান্তেন দ্রষ্টমতি—স্বপ্নে ইতি । স্বপ্নে অগম্যাগমন-
মুখং স্বরাপানব্রহ্মবধাঘৎ পাতকং কুরুন্ ততঃ প্রবোধং প্রাপ্তঃ সন্ তেন
পাতকেন প্রত্যবায়ী প্রায়শ্চিত্তী ন ভবতি ইতি যথাপূৰ্ব্বং লোকে ব্যব-
হারার্থং এব দৃষ্টতে মনসাপি অহতাপং ন প্রাপ্নোতি, কুতঃ তৎ মুখা
মন্তমানঃ ইতি পূৰ্ব্ববৎ । তথা জাগ্রদশায়ামেব পাপকৰ্ত্তা প্রায়শ্চিত্তাহৌ
ভবতি । অথ জাগ্রদশায়ামপি অখিলাং পুণ্যপাপব্যবহৃতিং চেৎ স্বপ্নবৎ
বিশ্ময়েৎ তথাপি প্রায়শ্চিত্তার্থঃ ন ভবতি, যতঃ তন্মুখা মন্তমানঃ ইতি
প্রাপ্তকমেব । ভগবতাপি উক্তং “ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মণি” ইত্যাদিনা । ৩৩

(অনুবাদ) রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়াছি” বলিয়া শোক করে না ; কারণ,
সে জানে স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখিয়াছি, তাহা মিথ্যা । স্বপ্নে অগম্যাগমন
স্বরাপান ও ব্রহ্মহত্যাদি পাপ করিয়া জাগরত হইয়া নিজকে পাপী
মনে করে না এবং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তও করে না ; কারণ, সে জানে ইহা
মিথ্যা, জাগ্রদশাতে যাবতীয় পুণ্য-পাপব্যবহার স্বপ্নের তুল্য যদি বিশ্বত হয়,
তাহা হইলে সে প্রত্যবায়গ্রস্ত হয় না ; কারণ, সে জানে—ইহা মিথ্যা । ৩৩

৩৪ । স্বপ্নকালে অনুভূত রাজ্যভোগাদি শুভ ও ব্যাভ্রভীতিপ্রভৃতি

জীবন্তঃ জাগ্রতীহ স্বজনমথ মৃতং স্বপ্নকালে নিরীক্ষ্য
নির্বৈদং যাত্যকস্মান্মৃতমমৃতমমুং বীক্ষ্য হর্ষং প্রয়াতি ।
স্বহাহপ্যোতস্ম জন্তোনিধনমস্মৃতিং ভাষতে তেন সাকং
সত্যেবং ভাতি ভূয়োল্লকসময়বশাং সত্যতা বা মৃষাৎ ॥৩৫ ˙ ˙

অর্থঃ । ৩৫ । ইহ জাগ্রতি জীবন্তঃ স্বজনম্ অথ স্বপ্নকালে মৃতং নিরীক্ষ্য নির্বৈদং যাতী, অকস্মাৎ মৃতম্ অমৃতম্ অমৃতং বীক্ষ্য হর্ষং প্রয়াতি । এতন্ত জন্তোঃ নিধনম্ অস্মৃতিং স্বহা। অপি তেন সাকং ভাষতে । এবং সতি ভূয়ঃ অল্লকসময়বশাং সত্যতা মৃষাৎ বা ভ্রাতি । ৩৫

টীকা । ৩৪ । অথ জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থয়োৱপি ভ্রমজনকত্বম্ অস্তি ইত্যাহ—
স্বপ্নাবস্থায়াম্ অমৃতভূতং শুভং রাজ্যং ভোগেষ্টপ্রাপ্ত্যাদি তথা বিষমং ব্যাজ-
ভক্ষণাদি তৎ সর্বং জাগরে মৃষা ভবতি । অথ জাগ্রদশায়াং স্থলদেহব্যব-
হৃতিবিষয়ং শুভং মিষ্টান্নাদিসকলভোগস্থং তথা বিষমং আধিব্যাধি-
যাতনাজনিতং দুঃখং যৎ তৎ স্বাপকালে সর্বং মৃষা ভবতি । ইখম্ অমুনা
প্রকারেণ উভয়থাপি অনিশং নিরন্তরং মিথ্যাত্বসিদ্ধৌ সত্যাঃ তত্র মৃতঃ যঃ
সজ্জতে অভিনিবেশং করোতি তৎ কস্মাৎ কারণাৎ ইতি বয়ং ন বিদ্যাঃ ৩৪.

৩৫ । অথ এতদেব সোদাহরণং নিরূপয়তি । ইহ লোকে জাগ্রদ-
বস্থায়াম্ জীবন্তঃ স্বজনম্ অথ ঈদানীং স্বপ্নকালে মৃতং নিরীক্ষ্য অকস্মাৎ
নির্বৈদং দুঃখং যাতী প্রাপ্নোতি । অথবা জাগৃত্যাং মৃতং বিপন্নং স্বজনং
স্বপ্নকালে বীক্ষ্য হর্ষং প্রয়াতি । অনেন জাগৃত্যমৃতভূতং স্বপ্নকালে মৃষা ভবতি
অভুবাদ । অশুভ, জগারিত অবস্থায় মিথ্যা বলিয়া অমৃতভূত ইয় এবং
জাগ্রদবস্থায় স্থলদেহের ব্যবহারবিষয় শুভ মিষ্টান্নাদিভোগস্থ ও রোগ-
জনিত দুঃখ স্বপ্নাবস্থায় মিথ্যা হয় । যখন জাগরণ ও স্বপ্ন এইরূপে সর্বদা
মিথ্যা হইতেছে, তখন উভয় অবস্থার প্রকাশক সত্য বস্তু থাকিতে, মৃত-
ব্যক্তি কেন আসক্ত হয় ? তাহা আমরা জামি না । ৩৪

৩৫ । এই সংসারে লোক জাগ্রদশায় জীবিত আত্মীয়কে স্বপ্নসময়ে
মৃত দেখিয়া দুঃখ পায় ও অকস্মাৎ মৃত ব্যক্তিকে জীবিত দেখিয়া আনন্দ

স্বাপ্নজীসঙ্গসৌখ্যাদপি ভ্রমমসতো যা চ রেতশ্চ্যুতিঃ শ্রাৎ
সাদৃশ্রাৎ তদ্বদেতৎ স্মুরতি জগদসংকারণং সত্যকল্পং ।

অপ্নে সত্যঃ পুমান্ শ্রাদ্ যুবতিরিহ যুধৈবানয়োঃ সংযুতিশ্চ
প্রাতঃ শুক্রেণ বজ্রোপহতিরিতি যতঃ কল্পনামূলমেতৎ ॥৩৬

অর্থঃ । ৩৬ । ভ্রম্ অসত্যঃ স্বাপ্নজীসংসর্গসৌখ্যং অপি যা চ রেতশ্চ্যুতিঃ শ্রাৎ ; সাদৃশ্রাৎ
তদ্বৎ এতৎ অসংকারণং সত্যকল্পং জগৎ স্মুরতি । অপ্নে পুমান্ সত্যঃ ইহ যুবতিঃ মিথ্যা
এব, অনয়েঃ সংযুতিঃ চ যুবা প্রাতঃ শুক্রেণ বজ্রোপহতিঃ ইতি যতঃ এতৎকল্পনামূলম্ । ৩৬

(টীকা) ইতি দর্শিতম্ । অথ তত্র তদস্মরণেন অগ্রথা প্রতীয়তে ইতি
চেৎ তত্র আহ—স্মৃতি । তস্ত জাগৃতিয়াং মৃতস্ত জন্তোঃ নিধনং স্মৃতিপি ।
অথবা জীবন্তম্ অস্মৃতিং জীবনং স্মৃতিপি তেন সহ ভাষতে বার্তাঃ
কথয়তি । তথা মৃতেন সহ দীনালাপং करोति । তথা স্বপ্নকালেহপি
স্মরণবতোপি যুবাৎপ্রতীতিঃ ভবতীতি স্মৃতিতম্ । এবং সতি উভয়থা
মিথ্যাভূতো সত্যাম্ অপি অপ্নে যুবাৎপ্রতীতিঃ জাগৃতিয়াং চ সত্য-
প্রতীতিঃ লোকানাং কথমুৎপত্ততে ইত্যত আহ—ভূয়োক্তসময়বশাৎ
সত্যতা যুবাৎ বা ভাতি ভাসতে ন তু তাস্তিকম্ । ভূয়াংশ্চাল্লকশ্চ
তো সময়ো চ তদ্বশাৎ জাগৃতিঃ চিরকালমস্তি । তত্র দৃঢ়ানুসন্ধানাৎ
সত্যত্বং ভাসতে । স্বপ্নস্ত অল্পসময়দৃশ্যোহস্তি অতস্তত্ত্ব যুবাৎ ভাসতে ।
বিচার্যমাণে তাবদুভয়োরপি অসত্যত্বমিত্যর্থঃ ॥৩৫

৩৬ । ইদানীম্ অসঙ্গপোপাদনকং বিশ্বমপি সদिति সদৃষ্টান্তম্
আহ—অসত্যঃ অবিচ্ছিন্নানাং স্বাপ্নজীসঙ্গসৌখ্যং রেতশ্চ্যুতিঃ শুক্রে-
(অজুবাদ) লাভ করে। ইহাদের নিধন ও জীবন স্মরণ করিয়াও
তঁাহাদের সহিত বার্তালাপ করিয়া থাকে। এইরূপে স্বপ্ন ও জাগরণ
উভয়ই মিথ্যা হইলেও অধিক সময় যাহার সত্তা তাহা সত্য ও অল্পসময়
যাহার সত্তা তাহা মিথ্যা, বস্তুতঃ উভয়ই মিথ্যা ॥ ৩৫

৩৬ । অত্যন্ত মিথ্যাভূত স্বপ্নকালীন জীসংসর্গজনিত সুখবশতঃ

পশুশ্যারামমশ্চ প্রতিদিবসমমী জন্তবঃ স্বাপকালে
পশুতেনং ন কশ্চিৎ করণগণমৃতে মায়য়া ক্রীড়মানং ।

জাগ্রত্যর্থজ্ঞানামথ চ তদুভূতাং ভাসকং চালকং বা

নো জানীতে সুষুপ্তৌ পরমসুখময়ং কশ্চিদাশ্চর্য্যমেতৎ ॥৩৭॥

অর্থঃ । ৩৭ । অমী জন্তবঃ প্রতিদিবসং স্বাপকালে অশ্চ আরাং পশুশ্চ, কশ্চিৎ করণগণম্ মৃতে মায়য়া ক্রীড়মানম্ এনং ন পশুতি, অথ জাগ্রতি চ তদুভূতাং চালকম্ অর্থজ্ঞানং ভাসকং বা [আত্মানং ন পশুতি] কশ্চিৎ সুষুপ্তৌ পরমসুখময়ং নো জানীতে, এতৎ আশ্চর্য্যম্ । ৩৭

(টীকা) শুক্রদ্রাবো ভবতি । সাদৃশ্যং ব্যবহারিকসত্যং তদ্বদসং-
কারণং জগৎ সত্যকল্পং ক্ষুরতি নামৈকদেশে নামগ্রহণমিতি বৎ ।
অসং সদসদ্বিলক্ষণম্ অবিজ্ঞাপ্যং কারণং যশ্চ তদসংকারণং এবংবিধং
জগৎ সত্যকল্পং ক্ষুরতি ন তু সত্যং সুষুপ্তৌ অন্তমিতত্বাৎ । অথ দৃষ্টান্তে ন
সাদৃশ্যিকং সিদ্ধম্ আহ । স্বপ্ন ইতি । স্বপ্নে পুমান্ সত্যঃ যুতঃ স্ত্রী যুবা চ
পরম্ অনয়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োঃ সংযুতিঃ সুরতর্মপি যুবা তথা প্রাতর্জাগ্রদব-
স্থায়ং শুক্রেণ রেতসা বস্ত্রোপহৃতিঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধা এবম্ আত্মা সত্যঃ স্ত্রী
মায়্যা অসত্য্য তয়োঃ যুতিঃ সম্বন্ধঃ আধ্যাসিকঃ অত এব যুবা । তস্মাৎ
জাতং জগৎ ব্যবহারসত্যং যতঃ সর্বকল্পনামূলং কাল্পনিকম্ ইত্যর্থঃ । ৩৬

৩৭ । অথ অবস্থাত্রেয়েহপি অদৃশ্যমানম্ আত্মানং কেহপি ন চিহ্নন্তি
(অনুবাদ) শুক্রস্থলন হইয়া থাকে; কারণ, জাগ্রদবস্থাপন্ন স্ত্রীর সাদৃশ্য
স্বপ্ন স্ত্রীতে থাকায় এইরূপ ঘটিয়া থাকে । সেইরূপ মিথ্যাভূত অবিজ্ঞা এই
জগতের কারণ হইলেও, তাহা সত্যের দ্বারা প্রতীয়মান হয় । স্বপ্নাবস্থায়
পুরুষ সত্য, স্ত্রী মিথ্যা; স্ত্রীপুরুষের সংযোগও মিথ্যা, কিন্তু তাহার কল
সত্য; কারণ, প্রাতঃকালে দেখা যায় শুক্রেণ দ্বারা বস্ত্র নষ্ট হইয়াছে ।
অতএব এই জগৎ কল্পনামূলক । ৩৬

৩৭ । এই সকল প্রাণী প্রতিদিন স্বপ্নসময়ে পরমাশ্চার ক্রীড়া দর্শন

স্বপ্নে মন্ত্রোপদেশঃ শ্রবণপরিচিতঃ সত্য এষ প্রবোধে
স্বাপ্নাদেবপ্রসাদাদভিলষিতফলং সত্যতাং প্রাপ্নোতি ।
সত্যপ্রাপ্তিস্তস্যসত্যাদপি ভবতি তথা কিং চ তৎস্বপ্রকাশঃ
যেনেনদং ভাতি সর্বং চরমচরমথোচ্চাবচং দৃশ্যজাতম্ ॥৩৮

অর্থঃ । ৩৮ । স্বপ্নে এষঃ শ্রবণপরিচিতঃ মন্ত্রোপদেশঃ প্রবোধে সত্যঃ, স্বাপ্নাৎ দেব-
প্রসাদাৎ অভিলষিতফলং সত্যতাং প্রাপ্তিঃ এতি, তু অসত্যাৎ অপি সত্যপ্রাপ্তিঃ ভবতি তথা
কিংচ যেন ইদং সর্বং চরম্ অচরম্ অথ উচ্চাবচং দৃশ্যজাতং ভাতি, তৎ স্বপ্রকাশম্ । ৩৮

(টীকা) ইতি আশ্চর্য্যম্ আহ ।- অমী জন্তবো জীবাঃ প্রতিদিবসং
স্বাপকালে অস্ত্র পরমাত্মনঃ আরামং ক্রীড়াং পশুস্তি পরন্তু এনম্ আত্মানং
কচিৎ ন পশুতি, কিন্তু তম্ আত্মানং করণগণমুতে বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাতিরেকেণাপি
মায়য়া স্বাপ্নদেহেন্দ্রিয়রূপয়া ক্রীড়মানম্ অথ আত্মাং তাবন্মৌঢ্যদশা স্বপ্না-
বস্থায়্যাং জাগৃত্যামপি তন্মুভূতাং চালকং তথা অথব্রজানাং ভাসকং
প্রকাশকং নিরন্তরং পশুতি ন । তথা স্বপ্তিকালে পরমস্বপ্নময়ম্ এবংবিধং
পরাত্মানং কেহপি ন জানন্তি ইত্যেতৎ মহৎ আশ্চর্য্যম্ ইত্যর্থঃ । ৩৭

৩৮ । নহু জাগ্রদবস্থায়ামপি স্বপ্নদৃষ্টান্তেন মৃষাত্তে প্রোচ্যমানে
তস্তাং গুরুমুখাং উপনিষদ্বিচারাদিনা যো ব্রহ্মবোধঃ সমুপাভবতি ।
ততো ব্রহ্মাপি বক্ষ্যাপুত্রবৎ অসদ্রূপং শ্রুত্ব ইতি আশঙ্ক্য আহ—
স্বপ্নেত্যাদিনা । ৩৮

(অনুবাদ) করে, কিন্তু স্বপ্নকালে বাহ্যদেহ ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতি না থাকায়
মায়াকল্পিত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা ক্রীড়নশীল আত্মাকে কেহ দেখিতে
পায় না । জাগরণসময়েও প্রাণিগণের চালক, বিষয়সমূহের প্রকাশক
আত্মাকে দেখিতে পায় না । স্বপ্তিকালেও কেহ অত্যন্ত স্বপ্নময়
আত্মাকে জানে না—ইহাই আশ্চর্য্য । ৩৭

৩৮ । স্বপ্নাবস্থায় শ্রবণবিধিবিহিত মন্ত্রের উপদেশ জাগ্রদবস্থায় সত্য
হইয়া থাকে । যদি কেহ স্বপ্নে দেবতার অমুগ্রহ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে

মধ্যপ্রাণঃ সুষুপ্তৌ স্বজনিমমুবিশস্ত্যগ্নিসূর্য্যাদয়োহমী
বাগাচ্চাঃ প্রাণবায়ুং তদিহ নিগদিতা গ্নানিরেবাং ন বায়োঃ ।
তেভ্যো দৃশ্যাবভাসো ভ্রম ইতি বিদিতঃ শুক্তিকারৌপ্যকল্পঃ
প্রাণায়ামব্রতং সংশ্রুতিশিরসি মতং স্বাশ্বলকৌ ন চাশ্রুৎ ॥৩৯॥

অর্থঃ । ৩৯ । অমী অগ্নিসূর্য্যাদয়ঃ সুষুপ্তৌ স্বজনিঃ মধ্যপ্রাণম্ অমুবিশন্তি, বাগাচ্চাঃ প্রাণবায়ুং, তৎ এবাং গ্নানিঃ ইহ নিগদিতা বায়োঃ ন, তেভ্যো দৃশ্যাবভাসঃ শুক্তিকারৌপ্যকল্পঃ ভ্রমঃ ইতি বিদিতঃ, সং প্রাণায়ামব্রতং স্বাশ্বলকৌ শ্রুতিশিরসি মতম্ অশ্রুৎ চ ন । ৩৯

টীকা । ৩৯ । এবং স্বপ্ননিদর্শনেন জগৎমিথ্যাত্বং নিরূপ্য ইদানীং জগৎসত্যত্বাভিব্যক্তকায়ঃ জাগৃত্যামপি তন্মিথ্যাত্বং নিরূপয়তি । অমী অগ্নিসূর্য্যাদয়ঃ বাগাদৌজ্জিয়ার্ধদেবতাঃ সুষুপ্তৌ তৃতীয়াবস্থায়াঃ মধ্যপ্রাণং বিরাজম্ অমুবিশন্তি প্রাবিশন্তি । কিন্তু তং বিরাজঃ স্বজনিঃ স্বশ্রু জনিঃ বাস্বন্ স তথা স্বশ্রু উৎপাদকম্ । “মুখাং ইন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চেতি তথা চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত ইতি শ্রুতেঃ । কাষ্যজাতশ্চ কারণে প্রবেশো যুক্তঃ এব ইত্যর্থঃ । তথা বাগাচ্চা ইন্দ্রিয়গণাঃ সুষুপ্তৌ প্রাণবায়ুং ইন্দ্রসংজ্ঞম্ অমুবিশন্তি । তৎ তস্মাৎ কারণাৎ এবাং সার্ধদেবতানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং গ্নানিঃ অন্তময়ঃ নিগদিতা উপনিষৎপ্রতিপাদিতা । পরন্তু স্থূলসূক্ষ্ম-প্রপঞ্চলয়রূপায়াঃ সুষুপ্তাবপি প্রাণবায়োঃ অন্তময়ো নান্তি । ততঃ

(অনুবাদ) প্রাতঃকালে সত্য অভীষ্ট ফল পাইয়া থাকেন । অসত্য হইতে সত্যের প্রাপ্তি হয় । অপিচ যিনি এই স্বাবরজজন্মরূপ বিচিত্র দৃশ্য জগৎ প্রকাশ করেন, তিনি স্বপ্রকাশ । ৩৮

৩৯ । অগ্নি, সূর্য্যপ্রভৃতি বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণ সুষুপ্তিকালে বাগাদির কারণ মধ্যপ্রাণ অর্থাৎ বিরাজে প্রবেশ করেন, বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ প্রাণবায়ুতে প্রবেশ করে । অতএব সুষুপ্তিকালে অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সহ ইন্দ্রিয়গণের লয় উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রাণবায়ুর লয় কথিত হয় নাই । জাগ্রদশাতেও দৃশ্য বস্তুর প্রকাশও

নোহকস্মাদার্জমেধঃ স্পৃশতি চ দহনঃ কিন্তু শুষ্কং নিদাঘাৎ
 আর্জং চেতোহমুবন্ধৈঃ কৃতস্কৃতমপি স্নোক্তকৰ্ম প্রজার্থৈঃ ।

তদ্বৎজ্ঞানাগ্নিরেতৎ স্পৃশতি ন সহসা কিন্তু বৈরাগ্যশুষ্কঃ

• তস্মাৎ শুদ্ধো বিরাগঃ প্রথমমভিহিতস্তেন বিজ্ঞানসিদ্ধিঃ ॥৪০

অর্থঃ । ৪০ । দহনঃ আর্জম্ এধঃ অকস্মাৎ নো স্পৃশতি, কিন্তু নিদাঘাৎ শুষ্কং ; তদ্বৎ
 অমুবন্ধৈঃ আর্জং চেতঃ স্নোক্তকৰ্ম প্রজার্থৈঃ কৃতস্কৃতম্ অপি জ্ঞানাগ্নিঃ সহসা এতৎ ন
 স্পৃশতি, কিন্তু বৈরাগ্যশুষ্কম্ । তস্মাৎ শুষ্কঃ বিরাগঃ প্রথমম্ অভিহিতঃ তেন
 বিজ্ঞানসিদ্ধিঃ । ৪০

(টীকা) সুষ্পষ্টো স্বাসরূপেণ প্রত্যক্ষত উপলভ্যমানহাৎ । অথ জাগৃত্যৰ্মপি
 চকুরাদিভ্যো যো দৃশ্যবভাসঃ দৃশ্যানাং রূপরসাদীনাং প্রতিভাসঃ স ভ্রমঃ
 ন তাত্ত্বিকঃ ইতি বিদিতঃ । অথ ভ্রমে দৃষ্টান্তম্ আহ—চুক্তিকারোপ্যকল্পঃ
 ইতি । যথা চুক্ত্যবচ্ছিন্নে অধিকরণে রোপ্যং প্রাতিভাসিকং প্রতীয়তে
 তদ্বৎ ব্রহ্মণি অধিকরণে নামরূপাত্মকং বিশ্বং প্রাতিভাসিকম্ । তস্মাৎ
 কারণাৎ অবস্থাভ্রয়েহপি অনন্তমিতং প্রাণায়ামব্রতং স্বাত্মলক্কে শ্রুতিশিরসি
 মতঃ নাত্মং চকুরাদিব্রতম্ । তস্মৈ অবস্থাভ্রয়েহপি আত্মলক্কাবশরূহাৎ । ৩৯

৪০ । অথ তপোবৈরাগ্যযোগেনৈব জ্ঞানসিদ্ধিরিতি অনুবদতি । আর্জঃ
 জলাক্তঃ এধঃ কাষ্ঠং দহনঃ কস্মান্ন স্পৃশতি, কিন্তু নিদাঘাৎ আতপাৎ
 শুষ্কমেব স্পৃশতি । তদ্বদমুবন্ধৈঃ ভাৰ্যাদিবিষয়ৈঃ আর্জং চেতঃ স্নোক্তকৰ্ম
 প্রজার্থৈঃ কৃতস্কৃতমপি জ্ঞানাগ্নিন্ স্পৃশতি স্নোক্তকৰ্ম স্বাপ্রমবর্ণোচিতং

(অনুবাদ) চুক্তিতে রজতের স্তায় ভ্রম বলিয়া অবগত হওয়া যায় ।
 অতএব স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগ্রৎকালে প্রাণের ব্যাপার লয় প্রাপ্ত হয় না,
 তাহাই আত্মলাভের নিমিত্ত বলিয়া বেদান্তের অভিমত, কিন্তু কোন
 অবস্থাতে চকুরাদি ব্যাপার আত্মলাভে সমর্থ হয় না । ৩৯

৪০ । অগ্নি অকস্মাৎ আর্জ কাষ্ঠকে স্পর্শ করে না, কিন্তু আতপের
 দ্বারা শুষ্ক কাষ্ঠ স্পর্শ করে । সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি, ভাৰ্যাদি বিষয়ের

যংকিঞ্চিন্নামরূপাঙ্ঘকমিদমসদেবোদিতং ভাতি ভূমৌ

যেনানেকপ্রকারৈর্ব্যবহরতি জগদ্ যেন তেনেশ্বরেণ ।

তদ্বৎপ্রচ্ছাদনীয়ং নিভৃতরশনয়া যদ্বদেবং বিজিহ্ম-

স্তেন ত্যক্তেন ভোজ্যং সুখমনতিশয়ং মা গৃধোহগ্ৰহানাচ্চ ॥৪১

অর্থঃ। ৪১। ভূমৌ যংকিঞ্চিং নামরূপাঙ্ঘকম্ অসৎ এব উদিতং জগৎ যেন ভাতি, যেন অনেকপ্রকারৈঃ ব্যবহরতি, নিভৃতরশনয়া বিজিহ্মঃ যদ্বৎ এব তদ্বৎ তেন ইশ্বরেণ [জগৎ] প্রচ্ছাদনীয়ং, তেন ত্যক্তেন অনতিশয়ং সুখং ভোজ্যম্ অগ্ৰহণাচ্ছ মাংসাদিঃ। ৪১

(টীকা) প্রজা পুত্রঃ পুত্রৈগৈব জ্ঞয়ো নান্বেন কর্মণেতি। তথা ন অপুত্রস্ত লোকোত্তি” ইতি শ্রুতিঃ। তথা অর্থৈঃ অর্থসাধৈঃ যজ্ঞদানাদিভিঃ কৃতস্বকৃতমপি ইত্যর্থঃ। কিন্তু বৈরাগ্যশুদ্ধকমেব চেতঃ জ্ঞানায়িঃ স্পৃশতি। তস্মাৎ কারণাৎ শুদ্ধো বিরাগঃ বাস্তব্যাক্তান্নবৎ বিষয়বিতৃষ্ণতা প্রথমম্ আবশ্যকত্বেন অভিহিতঃ প্রোক্তঃ অনেন কৃত্বা বিজ্ঞানসিদ্ধিঃ ভবতি। অত্র শ্রুতিঃ—“ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানন্তঃ। পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজদেতে তদ্যতয়ো বিশস্তি”। ভাষ্যং—একে ত্যাগেন বৈরাগ্যেণ যতয়ঃ অমৃতত্বম্ আনন্তঃ প্রাপ্তাঃ, পরন্তু ন কর্মণা কলাপেক্ষয়া, ন প্রজয়া পুত্রৈগৈ, ন ধনেন দানাদিনা। অথ অমৃতত্বং নিরূপয়তি— পরেণেতি। পরেণ পরব্রহ্মণা নাকং স্বাংশভূতং গুহায়াং হ্রদাকাশে যত্রিহিতং নিধিবৎ গোপিতং বস্ত্র যচ্চ অর্থপ্রকাশকত্বেন ভ্রাজতে ক্ষুব্রতি তদ্যতয়ো যতয়ো বিশস্তি। বৈরাগ্যং জ্ঞানগর্ভামিতি যতঃ পঠ্যতি। ৪০

(অনুবাদ) দ্বারা যে চিত্ত আর্জ হইয়াছে, তাহা স্পর্শ করে না, আর যাহারা বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম, পুত্র ও অর্থসাধ্য বাগাদির দ্বারা পুণ্যার্জন করিয়াছেন, জ্ঞানায়ি তাঁহাদিগকেও ইহাৎ স্পর্শ করে না। কিন্তু যে চিত্ত বৈরাগ্যের দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে, ভাষ্যাপুত্রাদিতে মমতা নাই, সেই চিত্তকে স্পর্শ করে। তজ্জন্ত শাস্ত্রে প্রথমে বৈরাগ্য কথিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। ৪০

ଟୀକା । ୫୧ । ଅଥ ପ୍ରାଗୁକ୍ତୋପଦେଶକ୍ରମେ ଜ୍ଞେଷ୍ଠାବାସ୍ତୋପନିଷଦୁକ୍ତାଂ କ୍ରୀତିଂ
 ସଂବାଦୟନ୍ ଆହ—ସଂକ୍ଷିପ୍ତମସଦେବୋଦିତଂ ନାମରୂପାଦ୍ୟକମ୍ ଇଦଂ ଶ୍ରୁତିକା-
 ରଞ୍ଜିତବଂ । ଇଦଂସ୍ତେନ ଭୂମୌ ଯେନ ଆଭାସତେ ତଥା ଗଚ୍ଛତୀତି ଜଗନ୍ ଯେନ କୃତ୍ବା
 ଅନେକପ୍ରକାରैଃ ବାବହରତି ତେନ ଜ୍ଞେଷ୍ଠରେଣ ଇଦଂ ତଦଂ ପ୍ରଚ୍ଛାଦନୀୟମ୍ ଆଚ୍ଛା-
 ଦନୀୟଂ ତଦଂ, କିଂସଂ ? ସଦଂ ନିଭୂତରଶନୟା ନିଶ୍ଚୟେନ ଜ୍ଞାତୟା ରଞ୍ଜା ଏବଂ ପ୍ରାତି-
 ଭାସିକଦେନ ଚାଳକଦେନ ଜ୍ଞାତୋ ବିଜିହ୍ବଃ ସର୍ପ ଆଚ୍ଛାନ୍ତତେ, ତଦଂ ଜଗନ୍ନାସ-
 କଦେନ ଚାଳକଦେନ ଚ ସଂବିଚ୍ଛିନ୍ନପଦ୍ମନିଶ୍ଚୟେନ ପରମାତ୍ମନା ଜଗଦାଚ୍ଛାଦନୀୟମ୍ ।
 ତେନ ଜଗଦାଭାସେନ ତାକ୍ତେନ ଦୂରତୋପାସ୍ତେନ କେବଳୀଭାବେ ପ୍ରାପ୍ତେ ଅନତି-
 ଶୟମ୍ ଅତ୍ୟୁକ୍ତଃ ଆତ୍ୟନ୍ତ୍ରିକଂ ସ୍ବଧଂ ଭୋଜ୍ୟମ୍ । ପରନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃ ତଦ୍ବିଳକ୍ଷଣଂ
 ଧନାଦିକଂ ବିଷୟସ୍ବଧଂ ମା ଗୃଧଃ ମାଭିକାଞ୍ଜଃ ଇତ୍ୟୁପଦେଶଜୟମ୍ । କ୍ରୀତିଂ—
 ଜ୍ଞେଷ୍ଠାବାସ୍ତାମିତି । ଭାଗ୍ୟମ୍—ଇଦଂ ପୁରୋ ଭାସମାନଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତଂ ନାମ-
 ରୂପାଦ୍ୟକଂ ସର୍ବମ୍ ଆବ୍ରହ୍ମସ୍ତନ୍ତର୍ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଂ ଗଚ୍ଛତୀତି ଜଗଂ ବାବହାରବଂ ଜଗତ୍ୟାଂ
 ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଯନ୍ତାତି ତଂ । ଇତି ଇତି ଇତି, ତେନ ଜ୍ଞେଷ୍ଠା ସର୍ବୋକ୍ତଃସ୍ତେନ
 ପରମାତ୍ମନା କୃତ୍ବାବାସ୍ତଂ ବହୁ ଆଚ୍ଛାଦନେ ଆଚ୍ଛାଦନୀୟଂ ଜଗନ୍ନାସକଦେନ
 ଚାଳକଦେନ ଚ ଜ୍ଞାତେନ ପରବ୍ରହ୍ମଣା ପ୍ରାତିଭାସିକଂ ଜଗଂ ଆଚ୍ଛାନ୍ତଂ ତୁଚ୍ଛଦେନ
 ଜ୍ଞେୟମ୍ ଏବଂ ତେନ ଜଗଦାଭାସେନ ତାକ୍ତେନ ଦୂରତୋପାସ୍ତେନ ଅବଶିଷ୍ଟମ୍
 ଆତ୍ମସ୍ବରୂପମ୍ ଆନନ୍ଦାଦ୍ୟକଂ ଭୁଞ୍ଜୀଥାଃ । ପରନ୍ତୁ ଧନଂ ବିଷୟସ୍ବଧଂ ମା ଗୃଧଃ । ଗୃଧୁ
 ଅଭିକାଞ୍ଜାୟାମ୍, ଇଦଂ କଷ୍ଟାନ୍ତଂ କିମୁପାଦାନମିତି ଜ୍ଞାତ୍ବା ମାଭିକାଞ୍ଜଃ
 ଚିତ୍ତନ୍ ଗେହେ ଗୃହେଷ୍ଠ ଇତି ଶକ୍ତ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦୋକତଃ ଇତି ପଠନୀୟଂ । ୫୧

ଅନୁବାଦ । ୫୧ । ପୃଥିବୀତେ ଯେ କିଛି ନାମରୂପାଦ୍ୟକ ମିଥ୍ୟାଭୂତ,
 ଜଗଂ ଯାହାର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶ ପାଉଁଥିବେ ଏବଂ ଯାହାର ଦ୍ଵାରା ଲୋକ ନାନାରୂପ
 ବାବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନ ନିଶ୍ଚୟରୂପେ ଜ୍ଞାତ ରଞ୍ଜୁର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଭାସମାନ
 ସର୍ପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୁଏ, ସେହିରୂପେ ସେହି ଜ୍ଞେଷ୍ଠରକର୍ତ୍ତୃକ ଜଗଂ ଆଚ୍ଛାଦନୀୟ ।
 ଅନ୍ତର୍ବିଷୟ ତାହାର ଦ୍ଵାରା ନିରାବିଷୟ ସ୍ବଧ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭୋଗ କରା ଉଚିତ,
 ତଦ୍ବିଷୟ ଧନାଦିଭୋଗ କରା ଉଚିତ ନହେ । ୫୧

জীবমুক্তিমুম্ক্ষোঃ প্রথমমথ ততো মুক্তিরাত্যস্তিকী চ
 তেহভ্যাসজ্ঞানযোগাদ্ গুরুচরণকৃপাপাক্সসঞ্জন লক্কাৎ ।
 অভ্যাসোহপি দ্বিধা স্মাদধিকরণবশাদ্ দৈহিকো মানসশ্চ
 শারীরস্থাসনাছোহ্যপরতিরপরো জ্ঞানযোগঃ পুরোক্তঃ ॥৪২
 সৰ্ব্বানুশূল্য কামান্ হৃদি কৃতনিলয়ান্ ক্ষিপ্তশংকূনিবোচ্চৈঃ
 দীৰ্য্যদেহাভিমানস্ত্যজতি চপলতামাশ্রদস্তাবধানঃ ।
 যাতৃধ্বস্থানমুচ্চৈঃ কৃতশুকৃতভরো নাড়িকাভিবিচিত্রঃ
 নীলশ্বেতারুণাভিঃ শ্রবদমৃতভরং গৃহমাণাশ্রমৌখ্যঃ ॥৪৩

অর্থঃ । ৪২ । অথ প্রথমং মুম্ক্ষোঃ জীবমুক্তিঃ, ততঃ আত্যস্তিকী মুক্তিঃ চ, তে
 গুরুচরণকৃপাপাক্সসঞ্জন লক্কাৎ অভ্যাসজ্ঞানযোগাৎ (ভবন্তি), অভ্যাসঃ অপি অধিকরণ-
 বশাৎ দৈহিকঃ মানসঃ চ বেধা স্তাৎ । শারীরঃ তু আসনাদ্ভ্যঃ উপরতিপরঃ জ্ঞানযোগঃ
 পুরা উক্তঃ হি । ৪২

৪৩ । হৃদি কৃতনিলয়ান্ সৰ্ব্বান্ কামান্ কৃতশঙ্কান্ ইব উচ্চৈঃ উশূল্য দীৰ্য্যদেহাভিমানঃ
 চপলতাং ত্যজতি, আশ্রদস্তাবধানঃ কৃতশুকৃতভরঃ গৃহমাণাশ্রমৌখ্যঃ নীলশ্বেতারুণাভিঃ
 নাড়িকাভিঃ বিচিত্রঃ শ্রবদমৃতভরম্ উচ্চৈঃ উৰ্দ্ধস্থানং যতি । ৪৩

টীকা । ৪২ । অথ দ্বিধা মোক্ষপ্রকারমাহ—উপরতিঃ প্রপঞ্চোপরমঃ ।

শেষং স্পষ্টম্ । ৪২

অনুবাদ । ৪২ । প্রথমে মুম্ক্ষু ব্যক্তির জীবমুক্তি, অনন্তর
 আত্যস্তিকী মুক্তি হইয়া থাকে, গুরুর চরণযুগলে শরণ লইলে তাঁহার
 কৃপাবশতঃ অভ্যাসযোগ ও জ্ঞানযোগ হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে
 জীবমুক্তি ও পরমমুক্তি হয়। অভ্যাসযোগও অধিকারি ভেদে দুই
 প্রকার, যথা—দৈহিক ও মানস ; শারীর অভ্যাসযোগ আসনাদির দ্বারা
 প্রাপ্য, আর মানসযোগ হইতেছে প্রপঞ্চনিবৃত্তি । ইহা জ্ঞানযোগ, পূৰ্বে
 এ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে । ৪২

৪৩ । জীবমুক্ত পুরুষ হৃদয়ে অনেক কল্প পর্য্যন্ত সংস্কাররূপে

টীকা । ৪৩ । অথ প্রথমোদ্ভিষ্টাঃ জীবমুক্তিমাহ—হৃদি কৃতনিলয়ান্
অনেককল্পপর্যন্তং সংস্কাররূপেণ হৃদি স্থিতান্ সর্বান কামান্ যনোরধান্
উন্মূল্য সমূলম্ উৎখাতান্ কৃৎস্না দীর্ঘাদেহাভিমানঃ সন্ চপলতাং ত্যজতি ।
অহংমমতাভিমানম্ উৎসৃজ্য মনোবেগং ত্যজতি । কিঙ্কৃতঃ, আত্ম-
দস্তাবধানঃ আত্মনি দস্তম্ অবধানম্ অবিরতানুসন্ধানং যেন স তথা
এবং তথাভূতঃ সন্ উচ্চৈঃ উচ্চৈঃ স্থানং সর্বোৎকৃষ্টব্রহ্মরন্ধ্রং স্মৃশ্বাবিবরেণ
যাতি ।” কিঙ্কৃতঃ স্থানং, নীলশ্বেতারুণাভিঃ নাড়ীভিঃ বিচিহ্নং সহস্রদলং
চক্রম্ । পুনঃ কিঙ্কৃতম্, অবদমৃতভরং কুণ্ডলিনীমুখনির্ভেদেন অমৃতং
স্রবতি ইত্যর্থঃ । কিঙ্কৃতঃ, জীবমুক্তঃ । কৃতস্রুতভরঃ কৃতানেকপুণ্যপুঞ্জঃ ।
পুনঃ কিঙ্কৃতঃ, গৃহমাগায়াসৌখ্যঃ ব্রহ্মানন্দবান্ অস্মি ইতি কিঞ্চিৎ
উৎকরিতাহংকারশেষঃ ইত্যর্থঃ ।

অত্র শ্রুতিঃ, কণ্ডিকাচতুষ্টয়ম্—“যদা সর্বো প্রমুচ্যন্তে কামা যেষাম্
হৃদি স্থিতাঃ । অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্মসমপ্লতে ইতি ॥ তদ-
যথাহিনির্ধরনৌ বন্দীকে মৃত্যু প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শেতেহথাগমন-
স্থিকোহশরীরঃ প্রাজ্ঞ আত্মা ব্রহ্মৈব লোক এব সম্রাড্ ইতি হোবাচ
যাজ্ঞবল্ক্যঃ । তদপোতে শ্লোকাঃ—অণুঃ পশুা বিবরো মাং স্পৃষ্টো
বিস্তো ময়ৈব । তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদ উৎক্রম্য স্বর্গং লোকমিতো
বিমুক্তাঃ ॥ তস্মিন্ শুক্লম্ উত্তরীলবমাহঃ পিঙ্গলং হরিতং লোহিতং চ ।
এষ পশুা ব্রহ্মণা অমুবিভক্তেনৈতি ব্রহ্মবিৎ তৈজসঃ পুণ্যকৃচ্ছ ॥”

ভাষ্য—অশ্রু মুমুক্শোঃ পুরুষশ্চ হৃদি স্থিতাঃ সর্বো কামাঃ সঙ্কল্পাঃ যদা

(অনুবাদ) অবস্থিত কামসমূহকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া অহং-
মমতাভিমান ত্যাগ করিয়া চপলতা বর্জন করেন । অনন্তর আত্মা-
সন্ধানে তৎপর সেই পুরুষ অনেক পুণ্যরাশি অর্জন করিয়া ব্রহ্মানন্দ
অমৃতভব করতঃ, নীল, শুভ্র ও অরুণ বর্ণ নাড়ীসমূহের দ্বারা বিচিহ্ন সহস্র-
দলচক্রে গমন করেন এবং যেখানে কুণ্ডলিনী মুখের দ্বারা অমৃতধারণ

(টীকা) প্রমুচ্যন্তে শাস্তা ভবন্তি । অথ ইত্যানন্তরং তদানীম্ ইত্যর্থঃ । মৰ্ত্যো মরণধৰ্ম্মা কোহপি অমৃতো মুক্তো ভবতি কিং পুনর্দেবাদিঃ । অথ অমৃতত্বমেবাহ—অত্রৈতি । অত্র অগ্নিন্ দেহে বর্তমান এব ব্রহ্ম সমন্বিতে পরমানন্দম্ অনুভবতি । অথ শরীরে বর্তমানঃ সন্ তদভিমানশূন্য ইতি সদৃষ্টান্তম্ আহ—তদ্ যথৈতি । “অহঃ সৰ্পশ্চ নিৰ্ঘয়নী নিৰ্মোকঃ কঙ্ককং মৃতা নিজীবা বন্যীকে সৰ্পস্থানে প্রত্যস্তা ক্ৰিপ্তা সতী শয়ীত । নিশ্চেষ্টতয়া স্থিতা সা দূরাং সৰ্প ইব দৃশ্যতে, পরন্তু সৰ্পকৃত্যং ন কৰোতি । এবং তদ্বদিদম্ অয়ং পুরুষঃ শরীরমিব অধিষ্ঠায় শেতে নিশ্চেষ্টতয়া অবতিষ্ঠতি । অথ ইত্যানন্তরম্ অয়ং প্রাপ্ত আত্মা জীবঃ অনন্তিকঃ অন্তিরূপং স্থূলদেহং তদভিমানশূন্যঃ তথা অশরীরঃ শরীরং সূক্ষ্মশরীরং তদভিমানশূন্যচ ভো সম্রাডিতি সমৃদ্ধ্যা যাজ্ঞবল্ক্যো জনকং প্রত্যাবাচ । তদপ্যেতে শ্লোকা ইতি । তত্রার্থে শ্লোকাঃ প্রসিদ্ধা মন্ত্রাঃ সন্তি । তানৈব যাজ্ঞবল্ক্য আহ—অগুরিতি । অগুঃ সূক্ষ্মো মার্গঃ সূক্ষ্মাবিবরোপলক্ষিতঃ বিবরো বিশিষ্টতরঃ শ্রেষ্ঠতমঃ এবংবিধো মার্গঃ মাং স্পৃষ্টঃ নম গুরুমুখাং কর্ণভ্রাতো জাতঃ । অনন্তরং ময়েব অনুবিত্তঃ অনুষ্ঠিতঃ তেন মার্গেণ ধীরা ব্রহ্মবিদঃ পুরুষা অপি ইতঃ প্রপঞ্চাং বিমুক্তাঃ সন্তঃ স্ববর্গং লোকং ব্রহ্মরক্ষাখ্যং স্থানং যন্তি প্রাপ্নুবন্তি । তস্মিন্ বিচিত্রবর্ণা নাভ্যঃ সন্তি ইত্যাহ—গুরুমিত্যাदि । এবমধ্যাত্মরীত্যা ব্যাখ্যাভ্যম্ । কেহপি আধিদৈবিকস্থিত্যা বিজ্ঞাদিলোকপ্রাপ্তিং ব্যাকূৰ্বন্তি । এবমেব পস্থা মার্গঃ ব্রহ্মণা মতঃ পূৰ্ব্বম্ অনুবিত্তঃ অনুষ্ঠিতঃ । তেনৈব মার্গেণ ব্রহ্মবিভৈজসঃ বৈরাগ্যজং প্রাপ্তঃ পুণ্যকুদেতি নাশ্চ ইত্যর্থঃ ॥৪৩

(অনুবাদ) করিত হইতেছে, এইরূপ সর্বোৎকৃষ্ট উচ্চস্থান অর্থাৎ ব্রহ্মরক্ষা সূক্ষ্মাবিররের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৪৩

প্রাপশ্চদ্বিশ্বমায়েত্যয়মিহ পুরুষঃ শোকমোহাদাতীতঃ

শুক্রং ব্রহ্মাধ্যগচ্ছৎ স খলু সকলবিৎ সর্বসিদ্ধ্যাম্পদং হি ।

বিশ্বত্য স্থলশূন্যপ্রভৃতিবপুঃসৌ সর্বসকলশূন্যো

জীবমুক্তস্তরীয়াং পদমধিগতবান্ পুণ্যপাটৈবিহীনঃ ॥৪৪

অর্থঃ । ৪৪। অয়ং পুরুষঃ ইহ বিশ্বম্ আত্মা ইতি প্রাপশ্চৎ, শোকমোহাদাতীতঃ সন্
শুক্রং ব্রহ্ম অধ্যগচ্ছৎ, হি স খলু সকলবিৎ সর্বসিদ্ধ্যাম্পদং [জাতঃ] অসৌ স্থলশূন্য-
প্রভৃতিবপুঃ বিশ্বত্য সর্বসকলশূন্যঃ সন্ তুরীয়াং পদম্ অধিগতবান্ পুণ্যপাটৈঃ বিহীনঃ
জীবমুক্তঃ (জাতঃ) । ৪৪

টীকা । ৪৪। অস্মিন্ অথে ঈশবাস্তোপনিষদুক্তাং শ্রুতিং সংবাদয়তি ।
অয়ং পুরুষঃ ইহ অস্মিন্ দেহে বর্তমানঃ সন্ বিশ্বম্ আয়েতি প্রাপশ্চৎ
পশ্চতি স্ম । বিশ্বঃ বিশ্বাকারেণ ন অপশ্চৎ । কিন্তু আত্মাকারেণৈব ।
কিছুতঃ শোকমোহাদাতীতঃ এবাধিঃ সন্ শুক্রং শবলং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাখ্যম্
অধ্যগচ্ছৎ অধিগতবান্ এবং হিরণ্যগর্ভত্বং প্রাপ্তঃ সকলবিৎ সর্বজ্ঞো
জাতঃ, তথা সর্বসিদ্ধীনাম্ অগ্নিমাণ্ডলানাম্ আম্পদং স্থানং চ জাতঃ । তথা
অসৌ পুরুষঃ স্থলশূন্যপ্রভৃতিবপুঃ বিশ্বত্য সর্বসকলশূন্যঃ সন্ তুরীয়াং পদম্
অধিগতবান্ আত্মত্বম্ অলভবতি স্ম । ততঃ পুণ্যপাটৈঃ বিহীনঃ সকল-
কর্মাভীতঃ । অত্র শ্রুতিঃ—

সার্বকণ্ডিকা । “যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আট্মবাসীং বিজ্ঞানতঃ ।
কে। মোহন্তত্র কঃ শোক একত্বমহুপশ্চতঃ ।১। স পর্যাগচ্ছুক্রমকায়ম-
ব্রণমম্মাবিরং শুদ্ধমপাপবিক্রম ॥”

ভাষ্যম্—যস্মিন্ কালে বিজ্ঞানতো বিজ্ঞানবতঃ পুরুষশ্চ সর্বভূতানি

অনুবাদ । ৪৪। এই পুরুষ এই শরীরে জগৎকে আত্মরূপে
দর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু জগৎরূপে দেখেন নাই । অনন্তর শোক ও
মোহাদি অতিক্রম করিয়া হিরণ্যগর্ভরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অগ্নি-
মাদি সিদ্ধিসমূহকে লাভ করিয়াছিলেন । তাহার পর তিনি স্থল, শূন্য

যঃ সঙ্ঘাকারবৃত্তৌ প্রতিফলতি যুবা দেহমাত্রাবৃত্তৌহপি
তদ্বৈশ্বৰ্য্যবাল্যাবাক্যাদিভিরনুপহতঃ প্রাণ আবির্ভূত
শ্রেয়ান্ সাধ্যাস্তমেতং স্ননিপুণমতয়ঃ সত্যসঙ্কল্পভাজো-
ত্যাভ্যাসাদেবয়ন্তঃ পরিণতমনসা সাকমূৰ্দ্ধং নয়ন্তি ॥৪৫

অর্থঃ । ৪৫ । যঃ সঙ্ঘাকারবৃত্তৌ প্রতিফলতি, [সঃ] যুবা প্রাণঃ দেহমাত্রাবৃত্তঃ
অপি তদ্বৈশ্বৰ্য্যঃ বাল্যাবাক্যাদিভিঃ অনুপহতঃ শ্রেয়ান্ সাধ্য সন্ আবির্ভূত । যতঃ স্ননিপুণ
মতয়ঃ সত্যসঙ্কল্পভাজঃ এতঃ প্রাণম্ অভ্যাসাৎ দেবঃ পরিণতমনসা সাকম্ উৰ্দ্ধং নয়ন্তি ॥৪৫

(টীকা) আট্টাব অত্ভূৎ সকলং ব্রহ্মৈব অত্ভূৎ তত্র তস্মিন্ কালে কো
মোহঃ কিম্ অজ্ঞানম্ । তথা তন্মূলঃ শোকঃ কঃ, ন কোহপি ইত্যর্থঃ ।
কিছুতস্ত বিজ্ঞানবতঃ একত্বম্ অভেদম্ অনুপশ্যতঃ সৰ্বত্র একত্বভাবেনৈব
বিজ্ঞানস্বরূপম্ ইত্যর্থঃ । এবং স জীবমুক্তঃ শুক্লঃ শবলং হিরণ্যগৰ্ভরূপং
পর্যগাৎ প্রাপ্তবান্ । কিছুতঃ শুক্লম্ অপাপবিন্দম্ । পাপম্ অহঙ্কারঃ
তেন অস্পৃষ্টম্ অতএব শুক্লং প্রাপ্তবান্ ইত্যর্থঃ । পুনঃ কিছুতম্
অস্রাবিরম্ । স্রাবঃ শিরাঃ তৎস্বরূপং স্রুগদেহং তস্মাৎ অতীতম্ অস্রাবিরম্ ।
তথা অত্রণম্ । ত্রণং চিহ্নং সূক্ষ্মভূতেজস্রপ্রাণাবস্থাত্মকং লিঙ্গদেহং
তস্মাদপি অতীতম্ । এবং চতুর্থো মহাকারণদেহে বর্তমানম্ ইত্যর্থঃ ॥৪৪

৪৫ । অথ জীবমুক্তস্ত প্রাণা উৰ্দ্ধং গচ্ছন্তি ইত্যেতস্মিন্ অর্থে ঋক-
শাখীয়াং শ্রুতিং সংবাদয়তি—“যঃ আত্মা সঙ্ঘাকারবৃত্তৌ প্রতিফলতি স যুবা
প্রাণ আবির্ভূত । সঙ্ঘগুণোপপন্নো জীব ইত্যর্থঃ । স দেহমাত্রাবৃত্তৌহপি
(অনুবাদ) প্রভৃতি শরীর বিন্ধত হইয়া সমস্ত সঙ্কল্প ত্যাগ করতঃ তুরীয়
ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । তখন পুণ্য ও পাপবিহীন হইয়া জীবমুক্ত
হইলেন ॥৪৪

৪৫ । যে আত্মা সঙ্ঘরূপে পরিণত অস্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত
হইয়া থাকেন, সেই সঙ্ঘগুণযুক্ত জীব কেবল দেহের দ্বারা আবৃত
হইলেও দেহদ্বারা বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতিদ্বারা সঙ্ঘক না হইয়া

প্রায়োহকামোহস্তকামো নিরতিশয়মুখ্যাত্মকামস্তদাহসৌ
তৎপ্রাপ্তবাপ্তকামঃ স্থিতচরমদশস্তস্ত দেহাবসানে ।

প্রাণা নৈবোৎক্রমন্তি ক্রমবিরতিমিতাঃ স্বস্বহেতৌ তদানীং
কায়ং জীবো বিলীনো লবণমিব জলেহখণ্ড আট্টম্বব পশ্চাৎ ॥৪৬

অর্থঃ । ৪৬ । [জীবমুক্তঃ পুরুষঃ] প্রায়ঃ অকামঃ [যতঃ] অন্তকামঃ, তদা অসৌ
নিরতিশয়মুখ্য আত্মকামঃ, স্থিতচরমদশঃ তৎপ্রাপ্তৌ আত্মকামঃ, তস্ত দেহাবসানে প্রাণা
ন এব উৎক্রমন্তি, তদানীং স্বস্বহেতৌ ক্রমবিরতিম্ ইতাঃ, অয়ং জীবঃ জলে লবণমিব ক
বিলীনঃ, পশ্চাৎ অখণ্ডঃ আত্মা এব তিষ্ঠতি । ৪৬

(টীকা) বাল্যবার্দ্ধ্যাদাভিঃ তদ্বন্ধৈঃ দেহবন্ধৈঃ অল্পপহতঃ সন্ শ্রেয়ান্
কল্যাণরূপঃ তথা সাধাঃ সাধয়িতুন্ উত্তমাং গতিং প্রাপয়িতুং যোগ্যঃ
তন্ এতং প্রাণং স্থনিপুণমতয়ঃ কুশলবুদ্ধয়ঃ সত্যে পরব্রহ্মণি সঙ্কল্পো
মনোগতিধেবাং তে তথাবিধাঃ পূর্বোক্তাং অভ্যাসাং দেবত্বং প্রাপ্তু-
মিচ্ছন্তঃ পরিণতমনসা বিবিঞ্চে নমনসা সহোদ্রুং নয়ন্তি । অত্র ক্রতিঃ
তৃতীয়াষ্টকে—

“যুবা স্বেবাঃ পরিবীত আগাং স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ ।
তং ধীরাসং কবয় উন্নয়ন্তি । স্বাধ্যো ৩ মনসা দেবয়ন্তঃ ।”

ভাষ্য—বাল্যবার্দ্ধক্যাষ্টেঃ দেহবিকারৈঃ বিরাহতো যুবা মুখ্যপ্রাণঃ ।
স্বেবাঃ স্টু বাসঃ প্রাবরণং যন্ত । সস্তাকারান্তঃকরণবৃত্তিঃ বিবতঃ
পরিবীতঃ শরীরাবৃতঃ সন্ আগচ্ছৎ জীবদশাং প্রাপ্তঃ । উ ইতি নিশ্চয়েন
স জায়মানঃ প্রাহুভূতমাত্রঃ শ্রেয়ান্ সংকল্পনিরতো ভবতি । স স্বাধ্যাঃ
স্বথেন আরাধ্যাঃ তমেবং ধীরং ধীরাসং দৃটব্রতাঃ কবয়ঃ ক্রান্তদর্শিনো

(অনুবাদ) প্রকাশিত হন, এবং কল্যাণরূপ, উত্তমগতি পাওয়াইবার
যোগ্য হইয়া থাকেন । কুশলবুদ্ধি, পরব্রহ্মে মতিমান্ জনগণ উৎকট
অভ্যাসযোগের দ্বারা দেবত্বপ্রাপ্তির অভিলাষে বিষয়বিরহিত উৎকৃষ্ট
প্রাপ্ত হন । ৪৭

(টীকা) জ্ঞানিনঃ দেবয়ন্তো দেবত্বং প্রাপ্তুমিচ্ছন্তঃ মনসা সহ উন্নয়ন্তি
স্বস্বামার্গেণ উৰ্দ্ধং নয়ন্তি ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রাপয়ন্তি ॥৪৫

৪৬। অথ নির্বাণমুক্তিমাহ—প্রাণ্, নিরূপিতো জীবমুক্তঃ
পুরুষঃ প্রায়ো বাহুল্যেন অকাম এব তিষ্ঠতি। যতঃ অন্তকামঃ,
আত্মাকারস্ত মনসো বিক্ষেপাভাবাৎ। পরন্তু নিরতিশয়স্বত্বং পরমানন্দঃ
তদর্থম্ আত্মকামঃ। আত্মাকারঃ কামো যস্ত স তথা। অথ তৎপ্রাপ্তৌ
অকামঃ পরমানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানাম্ অন্তর্ভূতত্বাৎ। তৎ উক্তং ভগবতা—
“যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে মাধিকং ততঃ” ইতি। কিন্তুতঃ
স্থিতচরমদশঃ স্থিতা প্রাপ্তা চরমা দশা যস্ত। অথ দশাতীতত্বমাহ—
তশ্চেতি। তস্ত পুরুষস্ত দেহাবসানে প্রাপ্তে সতি প্রাণা নৈব উৎক্রমন্তি।
উৎক্রমণং হি পুনর্দেহারম্ভায় কল্পতে। প্রকৃতে তু তথা ন ভবতি।
কিন্তু স্বস্বহেতৌ স্বস্বকারণে ক্রমবিবর্তিতং ক্রমেণ নাশম্ ইতাঃ প্রাপ্তাঃ।
তদানীং কায়ং জীবদশাপন্নঃ। কাস্তি ন কাপি ইত্যর্থঃ। যতো জলে
লবণমিব বিলীনঃ, লয়ং প্রাপ্তঃ। পশ্চাৎ অথগুঃ আত্মৈব তিষ্ঠতি।
অবচ্ছেদকাভাবাৎ। “ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যোতি” ইতি শ্রুতেঃ। জীবঃ
প্রথমং ব্রহ্মৈব অসীৎ মধ্যে জীবদশাং প্রাপ্তঃ পুনর্ব্রহ্মত্বমেব প্রাপ্নোতি
ইত্যর্থঃ ॥৪৬

অনুবাদ। ৪৬। [এক্ষণে নির্বাণমুক্তি কথিত হইতেছে।]
জীবমুক্ত পুরুষ প্রায়ই নিষ্কাম হইয়া থাকেন, কারণ, তাঁহার কামনা
দূরীভূত হইয়াছে। তখন তিনি পরমানন্দ লাভ করিবার নিমিত্ত
আত্মকাম হন। আত্মলাভ হইলে চরমদশা প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত কাম্য বস্তু
লাভ করেন। তাঁহার দেহান্ত হইলে প্রাণসমূহ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ আবার
দেহারম্ভের নিমিত্ত বহির্গত হয় না, যেন তাহার ক্রমে নিজ নিজ কারণে
লয়প্রাপ্ত হয়। এই সোপাধিক আত্মা জলে লবণের ন্যায় কোথায় দ্রব
প্রাপ্ত হয়, অনন্তর অথগু আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন ॥৪৬

পিণ্ডীভূতং যদন্তর্জলনিধিসলিলং যাতি তৎসৈন্ধববাধ্যং
ভূয়ঃ প্রাক্ষিপ্তমগ্নিন্ বিলয়মুপগতং নামরূপে জহাতি ।
প্রাপ্তস্তদ্বৎপরান্নগ্ন্যথ ভজতি লয়ং তস্মা চেতো হিমাংশৌ
বাংগগৌ চক্ষুরর্কে পয়সি পুনরন্থগ্রেতসী দিক্ষু কর্ণে ॥৪৭

অর্থঃ । ৪৭ । যৎ অন্তর্জলনিধিসলিলং তৎ পিণ্ডীভূতং সৈন্ধববাধ্যং বাতি, ভূয়ঃ অগ্নিন্ প্রাক্ষিপ্তং বিলয়মুপগতং নামরূপে জহাতি । তৎ অথ প্রাপ্তঃ পরান্ননি লয়ং ভজতি, তস্মা চেতঃ হিমাংশৌ বাক্ অগ্নৌ চক্ষুঃ অর্কে, পুনঃ অন্থগ্রেতসী পয়সি, কর্ণৌ দিক্ষু । ৪৭

টীকা । ৪৭ । অথ লবণমিব জলামতোতদ্ দৃষ্টান্তং বিশদয়ন্
আহ—স্পষ্টোর্থঃ । অত্র শ্রুতিঃ—

“যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদকমেব অহুবিলায়েত নো
হাস্ত উদ্গ্রহণায়ৈব স্মাদ্ যতস্তাদদীত লবণমেব বা । অরে ইদং মহভূতম্
অনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এবৈতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায় তাত্ত্বেব অহু-
বিনশ্রুতি ন প্রোত্য সংজ্ঞাস্তীতি অরে ব্রবীমীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ।”

ভাষ্য—মৈত্রেয়ীং জ্যেষ্ঠপত্নীং প্রাত যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ । অরে
মৈত্রেয়ি সৈন্ধবখিল্যঃ সৈন্ধবপিণ্ডঃ উদকে প্রাপ্তঃ প্রাক্ষিপ্তঃ সন্ অহু-
বিলায়েত বিলীনঃ সন্ উদকত্বমেব প্রাপ্নোতি ন প্রকারান্তরং, হ
ইতি নিশ্চয়েন, পুনঃ অস্ত সৈন্ধবস্ত উদ্গ্রহণায় নৈব স্মাৎ । তৎ সৈন্ধবং
জলে প্রাক্ষিপ্তং তস্মা উৎ উর্দ্ধং গ্রহণং বহিনির্দারসং তদর্থে নৈব স্মাৎ ।
পুনস্তস্মা ন প্রাপ্তিঃ । অথ তদেবাহ—তু পুনঃ লবণং কারোদকমেব
লভ্যতে, এবম্ অমুনা প্রকারেণ ইদং মহভূতম্ অনন্তম্ অক্ষোভ্যম্ অপারম্

অনুবাদ । ৪৭ । সমুদ্রের জল পিণ্ডীভূত হইলে সৈন্ধব নাম
ধারণ করে, আবার সেই সৈন্ধবলবণ জলে প্রাক্ষিপ্ত হইলে স্বয়ং লয় প্রাপ্ত
হইয়া নাম ও রূপকে ত্যাগ করে, সেইরূপ প্রাজ্ঞ (জীব) পরমাত্মাতে
লয় প্রাপ্ত হয়, তাহার চিত্ত চন্দ্রে, বাগিন্দ্রিয় অগ্নিতে, চক্ষুঃ সূর্য্যে, কর্ণির
ও বীধ্য জলে এবং কর্ণঘর দিক্‌সমূহে লীন হয় । ৪৭

কীরাস্ত্যর্থদাজ্যং মধুরিমবিদিতং তৎপৃথক্ভূতমস্মাদ্
ভূতেষু ব্রহ্ম তদ্বদ্ ব্যবহৃত্যবিদিতং শ্রাস্তবিশ্রামবীজম্ ।
যং লক্। লাভমগ্ৰং তৃণমিব মনুতে যত্র নোদেতি ভীতিঃ
সাল্প্রানন্দং যদন্তঃ স্মুরতি তদমৃতং বিদ্যাতো নাগদার্তম্ ॥৪৮° .

অর্থঃ । ৪৮ । যৎ মধুরিমবিদিতং কীরাস্ত্যঃ আজ্যং তৎ অস্মাৎ পৃথগ্ভূতং, তৎ
ভূতেষু ব্যবহৃত্যবিদিতং শ্রাস্তবিশ্রামবীজং, যং লক্। অগ্ৰং লাভং তৃণম্ ইব মনুতে, যত্র
ভীতিং ন উদেতি, যৎ সাল্প্রানন্দম্ অন্তঃ স্মুরতি, তৎ অমৃতং বিদ্যি, অতঃ ন অগ্ৰং
সর্বম্ আৰ্ত্তম্ । ৪৮

(টীকা) অমর্যাদং বৈরাজরূপং বিজ্ঞানঘনে পরমাত্মস্বরূপ এব এতেভ্যো
ভূতেভ্যঃ স্বকারণেভ্যঃ সমুখায় উদকং প্রাপ্য তাগ্ৰেব ভূতানি অহুলকী-
কৃত্য বিনশতি তন্ত ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইতি । প্রেত্য নাশং প্রাপ্য
তন্ত সংজ্ঞা নাস্তীতি স্বকারণে লীয়ন্তে ইত্যত্র আৰ্ত্তভাগযাজ্ঞবল্ক্যোঃ
সংবাদশ্রুতিম্ উক্তবান্ । তথা চ শ্রুতিঃ—

যাজ্ঞবল্ক্য ঠিতি উবাচ যত্রাস্ত পুরুষস্ত মৃতস্ত অগ্নিং বাক্ অপ্যোতি
বাতং প্রাণঃ, চক্ষুরাদিত্যং, মনশ্চক্ৰং, দিশঃ শ্রোত্রং, পৃথিবীং শরীরমাশ্রো-
ষধীলোমানি বনস্পতীন্ কেশা অঙ্গু লোহিতং চ রেতশ্চ নিধীয়তে
কায়ং তদা পুরুষো ভবতীত্যাহ । আহর সৌম্য হস্তম্ ।”

ভাষ্য—জারংকারব আৰ্ত্তভাগো যাজ্ঞবল্ক্যং প্রতি বদতি । ভো
যাজ্ঞবল্ক্য ! অস্ত জীবমুক্তস্ত পুরুষস্ত মৃতস্ত ত্যক্তদেহস্ত বাক্ অগ্নিং
স্বাধিদৈবতম্ অপ্যোতি প্রবিশতি, চক্ষুরাদিত্যং প্রবিশতি । মনশ্চক্ৰং,
দিশঃ শ্রোত্রং প্রবিশতি । ইত্যাদি অধিদৈবতপ্রবেশ উক্তঃ । অথ শরীরং
পৃথিবীং স্বকারণভূতাং প্রবিশতি । আত্মা হৃদয়াবকাশঃ আকাশে
প্রবিশতি লোমানি কণ্ঠাং অধস্তানি ঔষধীঃ প্রবিশন্তি । কেশা মুৰ্দ্ধস্তাশ্চ
বনস্পতীন বৃক্ষান্ প্রবিশন্তি । রেতঃ শুক্রং লোহিতং অন্তঃ চ অঙ্গু
প্রবিশতি, তদা কায়ং পুরুষো ভবতীতি প্রাপ্তসংকেতঃ যাজ্ঞবল্ক্যঃ বদতি ।

(টীকা) আহরেতি । ভো সৌম্য আর্ন্তভাগ ইন্তম্ আহরেতি ইন্তং দেহীত্যাৰ্থঃ ॥৪৭

৪৮। অথ সৰ্ব্বং বিশ্বম্ আত্মসংক্ষেপেনৈব চলতীত্যাহ—যং কীরাস্তুহৃদ্ব্যমধ্যে যদাজ্যং স্মৃতমন্তীতি মধুরিমবিদিতং মধুরিমা মাধুর্যোণ জাতম্ অথ তদ্ স্মৃতম্ অস্ত্যাং কীর্যং পৃথগ্ভূতং ভিন্নমথ নো জাতম্ । যতঃ পুনর্ঘূতং কীরাস্তে নিক্ষিপ্তং সং হৃদ্ব্যং ন প্রাপ্নোতি তৎ ভূতেষু ব্রহ্ম অস্তীতি ব্যবহৃতিঃ ব্যবহারঃ তেন বিদিতম্ । তচ্চ ভূতাপেক্ষয়া ভিন্নম্ । যতঃ প্রাস্তবিশ্রামবীজম্ । জাগৃত্যাং প্রাস্তস্ত পুরুষস্ত সৃষ্ণৌ যো বিশ্রামঃ তস্ত বীজং কারণম্ । যতঃ যং লব্ধ্বা প্রাপী অল্পলাভং তৃণমিব মনুতে । তথা যত্র যস্মিন্ ব্রহ্মণি ভীতিনোদেতি । অবৈতত্যাং ।

“দ্বিতীয়াদ্ বৈ ভয়ং ভবতি” ইতি শ্রুতেঃ । যতঃ সৃষ্ণৌ স্থলস্বপ্নপ্রপঞ্চ-
লয়ে মনঃ কেবলম্ আত্মাকারং ভবতি । এবং সান্দ্রানন্দং বস্ত্র যদন্তঃ
স্মরতি তদমৃতং বিদ্ধি জানীহি । অতো নান্দ্ৰং পদার্থজাতং তস্ম্যাং
কারণাৎ সৰ্ব্বম্ আর্ন্তং বাধিতং বিদ্ধি জানীহি । অতো নান্দ্ৰং পদার্থ-
জাতম্ । তত্ত্বিকারজতবৎ উত্তরক্ষেপে বাধদর্শনাৎ । অয়মর্থঃ—কেবলম্

অনুবাদ । ৪৮। যেমন মাধুর্যের দ্বারা জাত হৃদয়ের মধ্যস্থিত
স্মৃত হৃদ্ব্য হইতে ভিন্ন ; কারণ, সেই স্মৃতকে আবার হৃদ্ব্যে নিক্ষেপ করিলে
‘হৃদ্ব্য হয় না, সেইরূপ ভূতসমূহে ‘আমি ব্রহ্ম’ এইরূপ ব্যবহারের দ্বারা
জাত ব্রহ্ম ভূত হইতে ভিন্ন । কারণ, ব্রহ্ম জাগ্রদশায় প্রাস্ত পুরুষের
সৃষ্ণুতে বিশ্রামের কারণ হইয়া থাকেন । যাহাকে প্রাপ্ত হইলে
পুরুষ অল্প লাভকে তৃণের জায় মনে করেন, যে ব্রহ্মে কোনরূপ ভয়
উৎপন্ন হয় না ; কারণ, সৃষ্ণুসময়ে স্থল ও স্বপ্ন প্রপঞ্চের লয় হইলে মন
কেবল আত্মাকার হয় । অভ্যস্তরে যে গভীর আনন্দরূপ বস্ত্র প্রকাশ
পাইতেছেন, তাঁহাকে অমৃত বলিয়া জানিও, ইহা অপেক্ষা অল্প কোন
পদার্থ নাই, তত্ত্বের সমস্ত পদার্থ বিনশ্বর ॥৪৮

ওতঃপ্রোতচ্চ তত্ত্বদ্বিহ বিততপট্টিচিত্রবর্ণেষু চিত্রঃ

তস্মিঞ্জিজ্ঞাস্তমানে নহু ভবতি পটঃ সূত্রমাত্রাবশেষঃ ।

তদ্বৎ বিশ্বং বিচিত্রং নগনগরনরগ্রামপন্থাদিরূপং

প্রোতঃ বৈরাজরূপে স বিয়তি তদপি ব্রহ্মণি প্রোতমোতম্ ॥৪১

অর্থঃ। ৪১। ইহ চিত্রঃ-বিততপটঃ চিত্রবর্ণেষু তত্ত্বু ওতঃ প্রোতঃ চ, তস্মিন্ জিজ্ঞাস্তমানে নহু পটঃ সূত্রমাত্রাবশেষঃ ভবতি । তদ্বৎ নগনগরগ্রামপন্থাদিরূপং বিচিত্রং বিশ্বং বৈরাজরূপে প্রোতঃ, স বিয়তি, [প্রোতঃ] তৎ অপি ব্রহ্মণি প্রোতম্ ওতঃ [চ] । ৪১

(টীকা) উদকরূপে হৃক্ষে উদকং বিলক্ষণং তন্মাধুৰ্য্যং তদঙ্গগতস্ত আভ্যন্ত্রৈব সম্ভবতি । এবং মূতরূপে দেহে চেতনাদি ব্যাপারঃ তথেন্দ্রিয়েষু অর্থপ্রকাশঃ । এতদ্ আত্মরূপমেব ন শরীররূপং । যতো মূতশরীরে তথাঃ ন দৃশ্যতে । অনেন তেজোময়োমূতময়স্তথাস্ত্রীয়ামামূতময় ইত্যাদি ঋতীনাং বিষয়ো দর্শিতঃ ॥৪৮

৪১। অথ ইদং বিশ্বং পরম্পরয়া ব্রহ্মণ্যেব ওতঃপ্রোতমিতি দর্শয়তি । ইহ লোকে বিততো বিস্তৃতঃ পটঃ তত্ত্বু ওতঃপ্রোতো দৃশ্যতে কিন্তু্বেতৎ তত্ত্বু বিচিত্রবর্ণেষু । কিন্তু্বেতঃ পটঃ । বিচিত্রবর্ণঃ । তস্মিন্ পটে জিজ্ঞাস্ত-মানে সমাগ্ বিচাষ্যমাণে । নহু নিশ্চয়েন পটঃ সূত্রমাত্রাবশেষো ভবতি উক্ততত্ত্বু ওতঃ তিৰ্য্কুতত্ত্বু প্রোতঃ । এবাধিধো যঃ পদার্থঃ স পটঃস্ত্রীয়াং প্রাপ্তঃ । পরন্তু তত্র সূত্রব্যতিরেকেণ অণুঃ কোহপি পদার্থো নাস্তুভূয়তে, তদ্বৎ নগনগরনরগ্রামপন্থাদিরূপং গুণকর্ম্মবিভাগেন বিচিত্রং বিশ্বং বৈরাজ-রূপে ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহে প্রোতঃ, স চ বৈরাজঃ বিয়তি আকাশে প্রোতঃ

অনুবাদ । ৪১। সংসারে দেখা যায় বিচিত্রবর্ণ বস্ত্র বিচিত্রবর্ণ তত্ত্ব-সমূহে ওত ও প্রোতভাবে বিত্তমান আছে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বস্ত্র সূত্রভিন্ন আর কিছুই নহে । সেইরূপ পরীক্ষিত, নগর, গ্রাম ও পণ্ড প্রভৃতিরূপ বিচিত্র এই বিশ্ব বৈরাজরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডশরীরে প্রোত, সেই বৈরাজরূপ আকাশে প্রোত, সেই আকাশও আবার ব্রহ্মে ওতঃপ্রোত ॥৪১

(টীকা) তদপি বিয়ং ব্রহ্মণি প্রোতম্ । অনেন অক্ষরং ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্ ।
 অত্র শ্রুতিঃ—“স হোবাচ যৎ উৰ্দ্ধং গার্গি দিবো যদৰ্বাক্ পৃথিব্যা যদন্তরা
 জ্জবা পৃথিবী ইমে যদুতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যৎ চ ইত্য্যচক্ৰত আকাশে এক
 'তদোতং প্রোতং চেতি, কস্মিন্ আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি । ১ । স
 হোবাচ এতন্মৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলম্ অনণু অহ্রস্বম্
 অদীর্ঘম্ অলোহিতম্ অস্নেহম্ অচ্ছায়ম্ অতমোবায়া নাকাশম্ অসদম্
 অস্পর্শম্ অগন্ধম্ অরসম্ অচক্ষুসম্ অশ্রোত্রম্ অবাগ্গমনোতেজসম্
 অপ্ৰাণম্ অনামাগোত্রম্ অজরম্ অঘরম্ অভয়ম্ অমৃতম্ অরজম্ অশকম্
 অবিবৃতম্ অসংবৃতম্ অপূৰ্ণম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যং ন তদম্নোতি
 ককন ন তদম্নোতি কশ্চন । ২ । ভাষ্যং—জনকসভায়াং যাজ্ঞবল্ক্যেন
 সহ বিবদমানেষু ব্রাহ্মণেষু গর্গকজ্ঞা বাচক্ৰবী তয়া পৃষ্টো যাজ্ঞবল্ক্যঃ
 তস্তাঃ প্রশ্নম্ অহুবদতি স্ব—স হোবাচ ইতি । স যাজ্ঞবল্ক্যঃ, হ ইতি
 নিশ্চিত্য গার্গীং প্রত্যুবাচ । ভো গার্গি ! ত্বয়েব তৎ পৃষ্টং । তৎ কিং
 দিবো যৎ উৰ্দ্ধং স্বর্গাদপি উচ্চম্ । তথা পৃথিব্যাঃ সকাশাৎ যদৰ্বাগ্ অধো
 বর্ততে তথা যদন্তরা যন্তর্যো ইমে দৃশ্যমানে জ্জবাপৃথিবী তথা যদুতম্
 অতিক্রান্তং ভবৎ বর্তমানং ভবিষ্যদ্ আগামি পদার্থমিত্যাচক্ৰতে । তৎ
 কস্মিন্নোতং প্রোতং চেতি তয়া পৃষ্টে সতি যয়োস্তরিতং তদাকাশ
 এবোতং প্রোতং চেতি । পুনঃ তয়া পৃষ্টং কস্মিন্ বা আকাশঃ ওতশ্চ
 প্রোতশ্চেতি তত্রোত্তরঃ শ্রয়তাম্ ইত্যাহ—স হোবাচ ইতি । ভো
 গার্গি তয়া এতন্মৈ পৃষ্টং তর্হি ব্রাহ্মণা ব্রহ্মজ্ঞাঃ পুরুষাঃ এতৎ অক্ষরম্
 অবিনাশি ব্রহ্ম অভিবদন্ত তন্নিবন্ধক্রে ব্রহ্মণি আকাশঃ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি
 শেষঃ । তত্র কিছুতম্ অক্ষরমিতি যদি পৃচ্ছসি তর্হি শ্রয়তাম্ ইত্যাহ—
 অস্থূলমিতি । স্থলাদিচতুর্কিধপরিমাণাতীতং জাত্যভিপ্ৰায়েণ একত্ব-
 নির্দেশঃ । অলোহিতমিতি । লোহিতাদিবর্ণাতীতম্ । অথ অস্নেহঃ । স্নেহঃ
 চিকণতাগুণঃ, তদ্রূপিতম্ । অচ্ছায়ম্ অমূর্তম্, অতমং তমোভাবরূপম্

রূপং রূপং প্রতীদং প্রতিফলনবশাৎ প্রাতিরূপাৎ প্রপেদে
হোকো দ্রষ্টা দ্বিতীয়ো ভবতি চ সলিলে সৰ্ব্বতোহনন্তরূপঃ ।
ইন্দ্রে মায়াভিরাস্তে শ্রুতিরিত্তি বদতি ব্যাপকং ব্রহ্ম তস্মাৎ
জীবহং যাত্যকস্মাদতিবির্মলতরে বিদ্বিতং বুদ্ধ্যুপাধৌ ॥৫০

অর্থঃ । ৫০। ইদং ব্রহ্ম প্রতিফলনবশাৎ রূপং রূপং প্রতি প্রাতিরূপাৎ প্রপেদে,
হি একঃ দ্রষ্টা দ্বিতীয়ঃ চ ভবতি, সলিলে সৰ্ব্বতঃ অনন্তরূপঃ, ইন্দ্রে মায়াভিঃ স্তাস্তে ইতি
শ্রুতিঃ ব্রহ্ম ব্যাপকং বদতি, তস্মাৎ অতিবির্মলতরে বুদ্ধ্যুপাধৌ বিদ্বিতং অকস্মাৎ
জীবহং বাতি । ৫০

(টীকা) অজ্ঞানং মায়াগাং ততোপি অতীতম্ । অবায়ুং অনাকাশং
তাভ্যাম্ অতীতম্ অসঙ্কম্ অসম্মীলিতম্ । অস্পর্শং স্পর্শরহিতং তথা
অচক্ষুসম্ ইত্যাদিতঃ ইন্দ্রিয়রহিতম্, অথ তদুৎপত্তম্ অধিদৈবতরূপং
তেজো ন ভবতি ইতি অতেজস্কম্, তদ্বি ইন্দ্রিয়চালকঃ প্রাণো ভবিষ্যতীতি
চেৎ ? তদপি নিষেধয়তি—অপ্রাণমিতি । অমুখং মুখরহিতং, নাম-
গোত্ররহিতং চ অঙ্গরং জরাতীতং চ অমরণস্বভাবঃ দ্বিতীয়াভাবাৎ
অভয়ম্ অমৃতং নিত্যমুক্তস্বভাবঃ অরজং গুণাতীতং লোকাতীতং বা,
অশব্দং শব্দাগোচরম্ । অবিবৃতং বিবর্তবজ্জিতম্, অসংবৃতম্ অবচ্ছেদ-
রহিতম্ অপূৰ্ণং ন বিচ্ছতে কিঞ্চিং পূৰ্ণং যস্মাৎ অনপৰং ন বিচ্ছতে
অপৰং, যস্মাৎ অনন্তরং ন বিচ্ছতে, অন্তরম্ অভ্যন্তরং যন্ত অবাহ্যং ন
বিচ্ছতে ব্রহ্মাবরণং যন্ত । এবংবিধম্ এতৎ কিঞ্চন কিমপি নান্নাতি
নাঙ্গীকুরুতে, অসংজ্ঞাদাসীনহাং তথা কশ্চন তন্নান্নোতি ন ব্যাপ্নোতি
অগ্রাহ্যত্বাৎ ॥৪৯

৫০। অথ আত্মনো বিশ্বপ্রতিবিশ্বত্বায়েন সৰ্ব্বাত্মকত্বমাহ । অত্র
প্রতিবিশ্ববিষয়ে শ্রুতিত্রয়ম্ উপপত্তবান্ । ইদং ব্রহ্ম প্রতিফলনবশাৎ

অনুবাদ । ৫০। ব্রহ্ম প্রত্যেকরূপ অথাৎ প্রতি জীবপ্রতি-
ফলনবশতঃ প্রতিবিশ্বিতরূপ হইয়াছিলেন; কারণ, একই দ্রষ্টা দ্বিতীয় হইয়া

(টীকা) রূপং রূপং প্রতি প্রাতিরূপাং প্রাপেদে প্রতিরূপস্ত ভাবঃ প্রাতিরূপাম্ । অত্র শ্রুতিঃ—দধ্যাঙ্ অর্থর্বণোশ্চিভ্যাম্ উবাচ তদেতদ-
 পশ্চন্নবোচং রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূবেতি । অত্রেয়ম্ আখ্যায়িকা ।
 পূৰ্ব্বম্ অশ্বিনৌ দেবভিষজৌ আত্মজ্ঞানোপদেশার্থঃ দধীচিঃ প্রতি গত্বা
 আবাহ্যাম্ আত্মবিদ্যোপদেশেষ্টব্য ইতি উচ্যতঃ । তেন উত্তরিতঃ
 কৃণাস্তরে উপদেক্যামীতি । দধীচিবাচ্যঃ শ্রদ্ধা স্বগৃহং গতো তদন্তরে
 ইন্দ্রঃ সমাগত্য দধীচিঃ প্রত্যুক্তবান্ । তস্মৈতো মদীয়ভিষজৌ ন
 উপদেষ্টব্যৌ । অথ যদি মদীয়ঃ বচনং ন শৃণোষি তহি তব শিরঃ
 পাতয়িষ্যামি ইত্যুক্ত্ৱ নিগতঃ । পুনঃ অশ্বিনৌ আগতো ততস্তৌ দধীচি-
 মুখাং বিদিতবৃত্তান্তৌ অবোচতুঃ—ভো দধীচে কৃণাস্তরে উপদেক্যামীতি
 তব প্রতিজ্ঞা মিথ্যা ভবিতুং নারীতীতি । ইদানীং তব শিরঃ স্থানান্তরে
 নিধায় অশ্বশিরস্বায় সংযোজ্য তেন শিরসা আত্মবিদ্যাম্ উপদিশস্ব । তত
 ইন্দ্র আগত্য অশ্বশিরস্বিহ গমিষ্যতি, পুনস্তব স্বাভাবিকং শিরঃ সংযোজ-
 যিষ্যাব ইতি নাসত্যবচসা তথাবিধান্যঃ সত্যাম্ অশ্বশিরসা মধুকাণ্ডম্
 উপদিষ্টবানিতি পূৰ্ব্ববৃত্তান্তঃ । অথ দধ্যাঙ্ অৰ্ধণ অথবণস্ত অপত্যম্
 আথৰ্ধণঃ, এবংবিধো দধীচিঃ অশ্বিভ্যাং যৎ উবাচ তদেব ঋষিক্ৰেদঃ
 পশ্চন্ অবোচৎ । তৎ কিং । রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্ত রূপং
 প্রতিচক্ষণায় । ইন্দ্রে মায়াভিঃ পুরুরূপং জন্মতে, যুক্তা হস্ত হরয়ঃ শতাদশ ।
 প্রতিবিস্থিতং রূপং যন্তেতি প্রতিরূপ ইত্যর্থঃ । অথ দ্বিতীয়াং শ্রুতিমাহ—
 এক ইতি । অপরম্ একো দ্রষ্টা সলিলে দ্বিতীয়ে ভবতি পশুতীতি দ্রষ্টা ।
 অত্র শ্রুতিঃ—সলিল একো দ্রষ্টা দ্বৈতো ভবতীতি । অথ তৃতীয়াং শ্রুতিং

(অনুবাদ) থাকেন, যেমন একই বস্তু সমস্ত জলে প্রাতিবিম্বিত হইয়া
 নানারূপ ধারণ করে । পরমাত্মা মায়াতে প্রতিবিস্থিত হইয়া অবিস্তৃত
 আছে—ইত্যাদি শ্রুতি ব্রহ্মকে ব্যাপক বলিতেছে । অতএব ব্রহ্ম, অতি
 স্বচ্ছ বুদ্ধিরূপ উপাধিতে প্রতিবিস্থিত হইয়া জীবন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ৫০

তজ্জ্ঞাঃ পশুস্তি বুদ্ধ্যা পরমবলবতো মায়য়াক্তং পতঙ্গঃ
বুদ্ধাবস্তঃ সমুদ্রে প্রতিকলিতমরীচ্যাম্পদং বেধসস্তম্ ।
যাদৃগ্ যাবানুপাধিঃ প্রতিফলতি তথা ব্রহ্ম তস্মিন্ যথাহস্থং
প্রাপ্তাদর্শানুরূপং প্রতিফলতি যথাবস্থিতং সংসদৈব ॥৫১

অর্থঃ । ৫১ । তজ্জ্ঞাঃ বুদ্ধৌ সমুদ্রে অস্তঃ পরমবলবতঃ বেধসঃ মায়য়া অক্তং প্রতি-
কলিতমরীচ্যাম্পদং তং পতঙ্গং বুদ্ধ্যা পশুস্তি । যাদৃগ্ যাবান্ উপাধিঃ তস্মিন্ প্রতিফলতি ;
যথা আস্তং প্রাপ্তাদর্শানুরূপং তথা যথাবস্থিতং সং ব্রহ্ম সদা এব প্রতিফলতি । ৫১

(টীকা) দর্শয়তি—ইন্দ্র ইতি । ইন্দ্রো মায়্যভিঃ সর্বতো অনন্তরূপঃ
আন্তে । ইন্দ্রঃ পরমাত্মা মায়্যভিঃ কৃদ্ভা সর্বতঃ অনন্তরূপঃ আন্তে ।
অত্র ক্রীতিঃ—ইন্দ্রো মায়্যভিঃ পুরুষরূপে, ঈয়তে । পুরুষরূপো বহুরূপঃ
ঈয়তে জায়তে । ইতি অমুনা প্রকারেণ ক্রীতীক্যাপকং ব্রহ্ম বদতি ।
তন্মাদ্ বুদ্ধ্যুপাধৌ প্রতিবিম্বিতং সং জীবন্তং যাতি । কিন্তুতে উপাধৌ
বিমলতরে স্বচ্ছতরে ॥৫০

৫১ । অথ অস্মিন্ অথে ঋক্শাখ্যীয়াঃ ক্রীতিং সংবাদয়ন্ আত ।
পতনশীলঃ পতঙ্গঃ জীবঃ তং পূর্বং প্রতিপাদিতং জানন্তি তে তজ্জ্ঞাঃ
শাস্ত্রবিদঃ বুদ্ধ্যা নিশ্চিতান্তঃকরণবৃত্ত্যা পশুস্তি । অথ কিংরূপতেন
পশুস্তীত্যাহ—বুদ্ধাবতি । বুদ্ধৌ বুদ্ধিলক্ষণে সমুদ্রে অস্তঃ বেধসঃ পরমা-
ত্মনঃ প্রতিকলিতমরীচ্যাম্পদং প্রতিফলিতাঃ প্রতিদ্বিতাঃ যে মরীচয়ঃ
কিরণাঃ তদেবাম্পদং স্বরূপং যন্ত স তথা । অথ তন্ত্ৰ পতনশীলত্বং

অনুবাদ । ৫১ । শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ বুদ্ধিরূপ সমুদ্রের অভ্যন্তরে
পরমশক্তিসম্বিত পরমাত্মার মায়ার দ্বারা ব্যাপ্ত, বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত
প্রকাশস্বরূপ পতনশীল জীবকে নিশ্চয়াত্মক। অস্তঃকরণবৃত্তির দ্বারা
দর্শন করেন । মুখ যেমন দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া তদনুরূপ হয়,
সেইরূপ যেমন যে পরিমাণ বুদ্ধিরূপ উপাধিতে ব্রহ্ম প্রতিফলিত হইউন
না কেন, তিনি সর্বদা পূর্ববৎ সঙ্গপেই অবস্থিত থাকেন । ৫১

एको भानुस्तदहः प्रतिफलनवशाद् यस्त्वेनेकोदकास्तः
नानाहं यादुपाधिस्थितिगतिसमतां चापि तद्वत् परात्मा ।
भूतेषुच्चावचेषु प्रतिफलित इवाभाति तावत् स्वभावा-
वच्छिन्नो यः परस्तु फुटमनुपहतो भासते तैः स्वभावरैः ॥५१

अवयवः । ५१ । यः तु एकः भानुः तदहः अनेकोदकास्तः प्रतिफलनवशात् नानाहम्
उपाधिस्थितिगतिसमतां च अपि याति । तद्वत् यः परात्मा उच्चावचेषु भूतेषु प्रतिफलितः
तावत् स्वभाववच्छिन्नः इव आभाति, परस्तु [सः] तैः स्वभावरैः अनुपहतः फुटः
भासते । ५१

(टीका) प्रकटयन्नाह—परमेति । परमबलवतो दृक्स्वरूपमायस्य वेधसो
हिरण्यगर्भगतस्य मायया अक्तः व्याप्तम् उद्भूतम् । अत्र श्रुतिः—“पतङ्गम्
अक्तम् अक्षरस्य मायया हृदा पशुस्ति मनसा विपश्चितः । समुद्रे अक्तः
कवयो विचक्षते मरौचीनाः पदमिच्छन्ति वेधसः ॥ भाग्यम्—अक्षरस्य
बलवतो ह्रस्वमायया परमात्मानो मायया अक्तः व्याप्तम् अतएव पतङ्गः
पतनशीलः ज्वीरं विपश्चितः ज्ञानिनः मनसा सकलात्मेकेन हृदा बुद्धिरूपेण
बुद्धा इत्यादि । अक्तः पशुस्ति । समुद्रनाम् व्यापनाम् समुद्रः स एव बुद्धि-
लक्षणः तस्मिन् प्रतिफलितानां वेधसः ईश्वरस्य चिन्मयरूपाणां मरौचीनाः
पदं स्थानमिति कवयः क्रान्तदर्शनः विचक्षते वदन्ति । परम् इच्छन्ति च
उपासते च । अथ श्लोकोक्त्यनुसारेण प्रतिविषयप्रकारं विशदयन्नाह—
यादृगिति । यद्वत्पो यादृक् वत्प्रमाणो यावान् एवंविधो य उपाधिः
बुद्धिलक्षणः तस्मिन् तथा ब्रह्म प्रतिफलति—यादृगिति । सत्त्वगुणमोहमयः
यावानिति शूलशृङ्गे दौर्घ्ये बतूलो वा यथोपाधिरस्ति तद्वत् तद्वत् तथैव
स्वयं सदैव यथावस्थितं सत् प्रतिफलति । स मर्यादां न जहाति । अत्र
दृष्टान्तमाह—वथेति । यथा आशयं मुखं प्राप्त्यदर्शो दर्पणः तदनु रूपमेव
प्रतिफलति परस्तु स्वयं यथावस्थितमेव तिष्ठति तद्वत् ब्रह्मापि ॥५१

अनुवाद । ५१ । যেমন এক সূর্য্য সেই একস্থলে অবস্থিত থাকিয়া

যদ্বৎ পীযুষরশ্মৌ দিনকরকিরণৈर्विश्वितैरेति সাস্ত্রং
নাশং নৈশং তমিস্রং গৃহগতমথবা মুচ্ছিতৈঃ কাংশ্রপাত্রে ।
তদ্বদ্ব বুদ্ধৌ পরাঅদ্ব্যতিভিরনুপদং বিশ্বিতাভিঃ সমস্তাং
ভাসস্তে হীল্লিয়াশ্রপ্রস্বতিভিরনিশং রূপমুখ্যাঃ পদার্থাঃ ॥৫৩

অর্থঃ । ৫৩ । যদ্বৎ পীযুষরশ্মৌ দিনকরকিরণৈঃ বিশ্বিতৈঃ (সস্তিঃ) সাস্ত্রং নৈশং
তমিস্রং নাশম্ এতি, অথবা কাংশ্রপাত্রে মুচ্ছিতৈঃ গৃহগতং [তমিস্রং নাশম্ এতি] ।
তদ্বৎ অনুপদম্ ইল্লিরাশ্রপ্রস্বতিভিঃ বুদ্ধৌ বিশ্বিতাভিঃ পরাঅদ্ব্যতিভিঃ অনিশং সমস্তাং
রূপমুখ্যাঃ পদার্থা ভাসস্তে । ৫৩

টীকা । ৫২ । অথ এতদেব দৃষ্টান্তান্তরেণ অচয়মাহ—কঃ ইতি ।
স্পষ্টার্থমিদং পশ্যম্ ॥৫২

৫৩ । নম্র জলাদিষু অর্কপ্রতিবিম্বং স্বকীয়ং রূপমেব প্রকটয়তি,
ন পদার্থান্তরম্ । এবমাত্মপ্রতিবিম্বো জীবশ্চেৎ তর্হি কথং পদার্থান্তর-
জ্ঞাপকো ভবতীত্যাহ্বা দৃষ্টান্তমাহ—যদ্বৎ পীযুষরশ্মৌ জলময়ে চক্রে
দিনকরকিরণৈঃ বিশ্বিতৈঃ সস্তিঃ সাস্ত্রং নিরিড়ং নৈশং রাত্রিভবং তমিস্রম্
অন্ধকারঃ নাশং প্রাপ্নোতি আদিত্যেন চক্রে ভাতি ইতিশ্রুতেঃ ।

(অনুবাদ) অনেক জলপাত্র মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানান্ব প্রাপ্ত
হয় এবং উপাধির স্থিতিতে স্থিতি, গতিতে গতি ও সমতায় সমতা
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা রিচিত্র প্রাণিসমূহে প্রতিফলিত হইয়া
তদাকারের দ্বায়ে প্রকাশ পান, কিন্তু তিনি উপাধিস্বভাবের দ্বারা সংযুক্ত
না হইয়া স্বীয় স্বভাবে বিরাজমান থাকেন ॥৫২

৫৩ । যেমন চক্রে সূর্য্যকিরণরাজিহারা প্রতিবিম্বিত হইয়া নিরিড়
নৈশ অন্ধকার দূরীভূত করে, অথবা সূর্য্যকিরণ কাংশ্রপাত্রে প্রতিফলিত
হইয়া গৃহের অন্ধকার নাশ করে, সেইরূপ বুদ্ধিতে পরমাত্মকিরণ প্রতি-
বিম্বিত হইয়া তদানীং ইল্লিয়রূপ মুখের দ্বারা বিজুলিলাভ করিলে চারি-
দিকে বিজ্ঞমান রূপাদি পদার্থসমূহ সতত প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥৫৩

পূর্ণাঙ্গানাস্ত্রিবিধমিহ পরং বৃদ্ধাবচ্ছিন্নমন্ত্রং
 তত্রৈবাত্মাসমাত্রং গগনমিব জলে ত্রিপ্রকারং বিভাতি ।
 অস্ত্রাবচ্ছিন্নমস্মিন্ প্রতিফলিতমতঃ পাথসোস্তর্বহিঃ
 পূর্ণাবচ্ছিন্নযোগে ব্রজতি লয়মবিদ্ধা স্বকাৰ্থ্যৈঃ সহৈব ॥৫৪

অর্থঃ। ৫৪। ইহ পূর্ণাঙ্গানাস্ত্রিবিধাঃ [ইতি] পরং, বৃদ্ধাবচ্ছিন্নম্, অস্ত্রং তত্র এব
 আভাসমাত্রং ত্রিবিধং ; জলে অস্ত্রাবচ্ছিন্নম্, অস্মিন্ প্রতিফলিতম্, অতঃ পাথসঃ অস্ত্রঃ
 বহিঃ চ [ইতি] ত্রিপ্রকারং গগনম্ ইব বিভাতি । পূর্ণাবচ্ছিন্নযোগে অবিদ্ধা স্বকাৰ্থ্যৈঃ
 সহ এব লয়ং ব্রজতি । ৫৪

(টীকা) . অথবা কাংস্যপাত্রে দানকরকিরণৈঃ মুচ্ছিতৈঃ সন্তিঃ
 গৃহগতং গৃহান্তর্গতং তমিশ্রং নাশমেতি ইতি প্রসিদ্ধম্, তদ্বৎ বুদ্ধৌ
 বিদ্বিতাভিঃ পরমাঅদ্ব্যুতিভিঃ সমস্তাং রূপমুখ্যাঃ পদাথাঃ ভাসন্তে । তহি
 নমীলিতনেত্রস্যাপি পদাথভাসোহাস্ত ইতি । তত্রাঃ—কিঙ্কতাভিঃ ।
 অল্পপদং তৎকালে ইন্দ্রিয়াসুপ্রসূতিভিঃ ইন্দ্রিয়াসুঃ ইন্দ্রিয়মুখৈঃ প্রসূতিঃ
 প্রসারৌ যাসাং তাঃ তাভিঃ ॥৫৩

৫৪। অথ উপাধাবেব ত্রেখা ব্রহ্মপ্রতীতিরন্তি ইত্যাহ । ইহ
 উপাধৌ পূর্ণং চ আত্মা চ অনাত্মা চেতি ত্রিবিধং ব্রহ্ম ভাসতে, তত্রৈকং
 পরং পূর্ণম্ উপাধেঃ বাহ্যভাস্তরতঃ বর্তমানং, তথা দ্বিতীয়ং বৃদ্ধাবচ্ছিন্নং
 বৃদ্ধাবৃতম্, তথা অস্ত্রং তৃতীয়ং তত্রৈব বুদ্ধৌ আভাসমাত্রং প্রতিবিম্ব-

অনুবাদ । ৫৪। যেমন জলাবচ্ছিন্ন, জলে প্রতিফলিত, এবং
 জলের মধ্যে ও বাহিরে বিদ্যমান এই তিনপ্রকারে আকাশ দৃষ্ট হয়,
 সেইরূপ বুদ্ধিরূপ উপাধিতে পূর্ণ, আত্মা ও অনাত্মা এই তিনপ্রকারে ব্রহ্ম
 প্রতীত হয় । তন্মধ্যে পূর্ণটী বুদ্ধিরূপ উপাধির ভিতরে ও বাহিরে
 বিদ্যমান, আত্মা বুদ্ধির দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা আবৃত এবং অনাত্মাটী
 আভাসমাত্র প্রতিবিম্বরূপ । পূর্ণের সহিত অবচ্ছিন্ন আত্মার যোগে
 অবিদ্যা স্বকাষ্যসহ লয় প্রাপ্ত হয় । ৫৪

দৃশ্যন্তে দাক্ষন্যায়ো যুগপদগণিতাস্তস্তমূত্রপ্রযুক্তাঃ

সঙ্গীতং দর্শয়ন্ত্যো ব্যবহৃতিমপরাং লোকসিদ্ধাং চ সর্বাম্ ।

সর্বত্রানুপ্রবিষ্টাদভিনববিভবাভাবদর্শানুবন্ধাং

তদ্বৎ সূত্রাস্ত্রসংজ্ঞাদ্ ব্যবহরতি জগদ্বর্ভূবঃস্বর্মহাস্তম্ ॥৫৫

অর্থঃ । ৫৫ । [যদ্বৎ] অগণিতাঃ স্তমূত্রপ্রযুক্তাঃ দাক্ষন্যায়ো যুগপৎ সঙ্গীতং লোকসিদ্ধাম্ অপরাং সর্বাং ব্যবহৃতিং চ দর্শয়ন্ত্যো [বর্তন্তে] তদ্বৎ সর্বত্র অনুপ্রবিষ্টাং অভিনববিভবাং যাবদর্শানুবন্ধাং সূত্রাস্ত্রসংজ্ঞাং ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহান্তঃ জগৎ ব্যবহরতি । ৫৫

(টীকা) স্বরূপম্ । কিংমব । জলে ত্রিপ্রকারগগনমিব বিভাতি ।

অথ প্রকারত্রয়মাত্ । একম্ অস্ত্রাবচ্ছিন্নম্ উদকাবৃত্তম্, অপরম্ অস্মিন্নুদকে প্রাতকলিতং, তৃতীয়ম্ অতোহস্মাৎ পাতকং উদকাৎ সকাশাৎ অন্তর্বচ্ছিন্তি । এবং পূর্ণাবচ্ছিন্নযোগে সতি উপাধিভূতাহবিজ্ঞা স্বকাযৈঃ প্রতিবিম্বাদিভিঃ সচ লয়ং নাশং বাতি । অধিষ্ঠানসাক্ষাৎকারে আভাসো নস্ততীত্যর্থঃ ॥৫৬

৫৫ । অথ সূত্ররূপং সর্বাশ্রয়কং ব্রহ্ম আত্ । যুগপৎ একসময়াব-
চ্ছেদেন অগণিতা অনেকা দাক্ষন্যায়ো কাষ্ঠরচিতা অচেতনা অপি
নাযো নস্তকাঃ সঙ্গীতং বাচনত্যাশ্রয়কং দর্শয়ন্ত্যো দৃশ্যন্তে । ন অচেতনে
তথাত্ যুক্তম্ ইত্যাশঙ্ক্যাত্ । কিন্তু ত্রা নাযাঃ স্তমূত্রপ্রযুক্তাঃ শিল্লকেন
রচিতং যৎ স্তমূত্রাস্ত্রঃ তেন প্রযুক্তাঃ তালাদিনিয়মেন চেষ্টাং
প্রাপিতাঃ ন কেবলং সঙ্গীতং দর্শয়ন্ত্যো কিন্তু লোকসিদ্ধাং সর্বাং
ব্যবহৃতিং চ । লোকপ্রসিদ্ধা সর্বা ব্যবহৃতিঃ ব্যবহারঃ মল্লযুদ্ধশস্ত্র-
সাধনযুগয়াদিঃ তমপি দর্শয়ন্ত্যো । তদ্বৎ সর্বত্র অনুপ্রবিষ্টাং সূত্রাস্ত্র-
সংজ্ঞাং আশ্রয়ঃ প্রেরকাত্ ভূভুবঃস্বর্মহাস্তঃ জগদ্ ব্যবহরতি । কিন্তু তাত্

অনুবাদ । ৫৫ । যেমন অসংখ্য কাষ্ঠনির্মিত স্তমূত্র শিল্প-
কর্তৃক রচিত স্তমূত্রের দ্বারা প্রেরিত হইয়া এককালে সঙ্গীত ও

(টীকা) অভিনববিভবাং অতর্কাসামর্থ্যাং । পুনঃ কিস্তুতাং । যাবদধীহ-
বন্ধাং । যাবান্ অর্থঃ প্রয়োজনং তাবানেব সম্বন্ধো যস্মাৎ যস্মিন্ ব্যবহারে
যাবৎ প্রজোজনং তাবদেব অনুব্রূতি নিয়তত্বেন সম্বন্ধং প্রাপয়তি ন
তু অনিয়তত্বেন । অত্র ক্রতিঃ—“বায়ুর্কৈ গোতম তৎ সূত্রং বায়ুনা বৈ
গৌতম সূত্রোণায়ং চ লোকঃ পরশ্চলোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সংদৃষ্টানি
ভবন্তি ।” অথ এতদর্থে ঋক্শাখীয়া ক্রতিশ্চ । “স্লিয়ঃ সতীন্তাঃ উভে
পুংসঃ আহুঃ পশ্চোদক্ষয়ান বিচেতদন্ধঃ । কবির্ধঃ পুত্রঃ স ইমাচকেত
যন্তা বিজানাং স পিতুঃ পিতা সৎ ।” ভাষ্করম্—যাঃ ইদানীং স্লিয়ঃ সতীঃ
ক্ৰীড়ং প্রাপ্তাঃ আহুঃ লৌকিকাঃ তাঃ উত মে মহং পুংসঃ পুরুষান্ আহুঃ
প্রতিপাদয়ন্তি তৎক্ৰমাঃ কথম্ অগ্ৰস্ত অগ্ৰভাব উচ্যতে । একৈশ্চৈব নিরন্ত-
সমন্তোপাদিকস্ত আশ্বনঃ তত্ত্বদেহাবস্থানমাশ্রয়ে তদ্ব্যাপদেশোপপত্তেঃ ।
শ্রয়তে হি । “ঈং ক্ৰীড়ং পুমানসি ঈং কুমার উত বা কুমারী”ত্যাदि ।
ক্ৰীড়ং পুংস্বঃ চ উভয়বস্ত ন অস্মীতি উক্তং ভবতি । ক্রতিঃ তদভাবং
বোধয়তি । “নৈব ক্ৰী ন পুমানেষ নৈব চায়ং নপুংসকঃ ॥ যজ্ঞযজ্ঞরীর-
মাদস্তে তেন তেন তথোচ্যতে” ॥১॥ অমুমর্থমত্যাঙ্কং নিগৃঢ়ম্ অক্ষথান্
জানদৃষ্ট্যুপেতঃ কশ্চিৎ পশুন্ পশুৎ জানাতি তথা অন্ধঃ অতথাক্রূপঃ
স্থলদৃষ্টিঃ নবিচেতৎ ন জানাতি । কিস্তু পুত্রঃ বয়সা অল্লোহপি যঃ কবিঃ
ক্রান্তপ্রজঃ জানী শ্রাং স ইমমর্থম্ আচকেত জানাতি এবম্ উক্তলক্ষণস্ত
পরমাশ্বনঃ জাতানি ক্ৰীড়পুরুষত্বাদীনি বিজানাং উপাদিকানি জানীয়াৎ ।
স পিতুঃ স পুত্রঃ কবিঃ । শ্রোত্বপাদকস্তাপি জানরিত্তস্ত পিতা সৎ ।
পিতৃবৎ পুত্রো ভবতি ॥৫৫

(অনুবাদ) লোকসিদ্ধ অপর সমস্ত নৃত্যাদি ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া
থাকে, সেইরূপ সর্বত্র অনুম্নাত, অপরিমিতশক্তি সূত্রাঙ্কসংক্রমণ ব্রহ্ম
হইতে ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ ও সমস্ত ব্যবহার দেখাইয়া
থাকে ॥৫৫

তৎ সত্যং যৎ ত্রিকালেষুপহতমদঃপ্রাণদিগ্‌ব্যোমমুখাঃ
যস্মিন্‌ বিশ্রান্তমাস্তে তদিহ নিগদিতং ব্রহ্ম সত্যস্ত সত্যম্ ।
নাস্ত্যন্তঃ কিঞ্চ যদ্বাপরমধিকমতো নাম সত্যস্ত সত্যং
সচ্চ ত্যচ্চেতি মূর্ত্যাছাপহিতমবরং সত্যমস্তাপি সত্যম্ ॥৫৬

অর্থঃ । ৫৬ । যৎ ত্রিকালেষু অহুপহতং তৎ সত্যম্ । অদঃ প্রাণদিগ্‌ব্যোমমুখাঃ
যস্মিন্‌ বিশ্রান্তম্ আস্তে তৎ ইহ সত্যস্ত সত্যং ব্রহ্ম নিগদিতম্, যদ্বা অতঃ অধিকম্
অপরং সত্যস্ত সত্যং নাম কিং চ অন্তঃ ন অস্তি । সৎ চ ইতি মূর্ত্যাছাপহিতম্ অপরং সত্যং,
ত্যৎ চ ইতি অস্তি অপি সত্যম্ । ৫৬

টীকা । ৫৬ । অথ সত্যশব্দবাপদেস্তং পরব্রহ্ম আহ । যৎ ত্রিকালেষু
ভূতভবিষ্যবর্তমানেষু অহুপহতম্ উপহতিবর্জিতম্ অবাধিতম্, অদঃ
অমূর্তং প্রাণদিগ্‌ব্যোমমুখাঃ প্রাণা মুখ্যপ্রাণাদয়ঃ দিশো ব্যোম মুখ্যশব্দাৎ
কালাদিরেব সত্যং যদ্বা প্রকারান্তরেণ আহ । অতোহস্মাদ্ ব্রহ্মণঃ
সকাশাদ্ অন্তঃ পরম্ উৎকৃষ্টম্ অধিকং মহৎ । কিঞ্চিৎ অপি সত্যস্ত
নাম নাস্তি । যজ্ঞান্তি তর্পি বেদেষু কথং ন প্রসিদ্ধম্, অতঃ ব্রহ্মৈব সত্যং
বাপদেস্তম্ । অথ সত্যশব্দঃ ব্যুৎপত্তা আহ । সৎ চ ত্যচ্চ অভবাদিতি
ক্ৰতেঃ । সৎ চ ইতি সন্মূর্তং পৃথিব্যপ্তেজোরূপং ত্যৎ চ ইতি অমূর্তং
বায়ু-আকাশৌ তাভ্যাম্ উপহিতম্ আশ্রিতং যৎ । অবরং শবলম্ ব্রহ্ম
তস্তাপি সত্যং ব্রহ্ম ॥৫৬

অনুবাদ । ৫৬ । যে বস্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে
বাধিত হয় না, তাহাই সত্য, এই অমূর্ত প্রাণ, দিক্ ও আকাশাদিগ্রন্থ
পদার্থ যাহাতে বিশ্রামলাভ করে, অর্থাৎ লয় প্রাপ্ত হয়, তাহাই এখানে
সত্যের সত্য ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন । ব্রহ্ম হইতে অন্ত উৎকৃষ্ট
মহৎ কোন সত্য বস্তু নাই । তিনিই পৃথিবী, জল, তেজোরূপ সৎ অর্থাৎ
প্রত্যকবিষয়ীভূত মূর্তাদি উপাধিযুক্ত অপর ব্রহ্ম হইয়াছিলেন, এবং ত্যৎ
অর্থাৎ বায়ু-আকাশরূপ সত্যেরও সত্য নিকরূপাধিক ব্রহ্ম হইয়াছিলেন । ৫৬

যংকিঞ্চিন্ধ্যাত্যসত্যং ব্যবহৃত্তিবিষয়ে রৌপ্যসর্পাধুমুখ্যং
তদৈ সত্যাশ্রয়েণেত্যয়মিহ নিয়মঃ সাবধিলোকসিদ্ধিঃ ।
তদৈ সত্যস্ত সত্যে জগদখিলমিদং ব্রহ্মণি প্রাবিরাসীৎ
‘মিথ্যাভূতং প্রতীতং ভবতি খলু যতস্তচ্চ সত্যং বদন্তি ॥৫৭

অর্থঃ । ৫৭ । ব্যবহৃত্তিবিষয়ে যং কিঞ্চিং রৌপ্যসর্পাধুমুখ্যং [চিন্তাত্মং] অসত্যং ভাতি, তৎ বে সত্যাশ্রয়েণ ইতি, ইহ অয়ং নিয়মঃ সাবধিঃ লোকসিদ্ধিঃ । তৎ বৈ অখিলম্ ইদং জগৎ সত্যস্ত সত্যো ব্রহ্মণি প্রাবিরাসীৎ, যতঃ মিথ্যাভূতং প্রতীতং ভবতি, তৎ চ খলু সত্যং বদন্তি । ৫৭

টীকা । ৫৭ । অথ সত্যস্ত সত্যামতি দৃঢ়ীকরণং সদৃষ্টান্তমাহ । লোকে ব্যবহারবিষয়ে দৃশ্যজ্ঞাতে যংকিঞ্চিদ্ রৌপ্যসর্পাধুমুখ্যম্ অসত্যং ভাতি, শুভিকায়্যাং রজতম্, রজ্জ্বো সর্পঃ, মরীচিষু অধু—এবম্ এতৎপ্রমুখম্ অসত্যং যদ্ ভাসতে তৎ সত্যাশ্রয়েণৈব ভাসতে, শুভিকাত্মাদিকরণং হি ব্যবহারিকঃ সত্যং, তদাশ্রয়েণৈব রৌপ্যসর্পাধুমুখ্যম্ অসত্যং ভাতি, তদ্ব্যতিরেকেণ প্রতিভাসাসম্ভবাৎ । ইহলোকে অয়ং নিয়মঃ সাবধিঃ লোকসিদ্ধৌ দৃষ্টঃ । সত্যাশ্রয়েণৈব অসত্যং ভাতীতি নিয়মো লোকসিদ্ধৌ হস্তি । কিন্তুুতো নিয়মঃ সাবধিঃ অবধিনা সহ বর্তমানঃ নেদং রজতম্ ইত্যন্তরকালে বাধদর্শনাৎ । এবং যাবদ্ বাধদর্শনং তাবদেব রজতাদি ভাসতে । অতএব অস্ত অসত্যত্বং যদ্বৎ সত্যস্ত সত্যে ব্রহ্মণি

অনুবাদ । ৫৭ । লোকে ব্যবহার বিষয় পদার্থসমূহে শুভিকাতে রজত ও রজ্জ্বতে সর্প, মরীচিতে অধুরূপ যাহা কিছু অসত্য পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহা চৈতন্তের দ্বারা প্রকাশ ও একটী প্রকৃত সত্য বস্তুকে আশ্রয় করিয়া হইয়া থাকে । সত্য যে দৃশ্যমান পদার্থ তাহারও সত্য, অর্থাৎ অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম তাহাতে এই জগৎ প্রাচুর্য্যত হইয়াছে । যাহার দ্বারা মিথ্যাভূত বস্তু প্রকাশ পাইয়া থাকে, পণ্ডিতেরা তাহাকে সত্য বলিয়া থাকেন ।
‘সুতরাং ব্রহ্ম সত্যোরও সত্য । ৫৭

যত্রাকাশাবকাশঃ কলয়তি চ কলামাত্রতাং যত্র কালো
যত্রেবাবকাশানং বৃহদিহ হি বিরাট পূর্বমবকাশিগবাস্তে ।
সূত্রং যত্রাবিরাসীন্মহদপি মহতস্তদ্ধি পূর্ণাচ্চ পূর্ণং
সম্পূর্ণাদববাদেরপি ভবতি যথাপূর্ণমেকার্ণবাস্তঃ ॥৫৮

অর্থঃ। ৫৮। যত্র আকাশাবকাশঃ কলয়তি. যত্র কালঃ কলামাত্রতাং চ [কলয়তি]. যত্র এব আকাশানম্ ইহ হি বৃহৎ বিরাট পূর্বম্ অবকাশিগবাস্তে। যত্র মহৎ অপি সূত্রম্ আবিরাসীৎ. তৎ হি মহতঃ পূর্ণাৎ চ পূর্ণম্. যথা সম্পূর্ণাৎ অববাদেরঃ অপি একার্ণবাস্তঃ পূর্ণং ভবতি। ৫৮

(টীকা) ইদম্ অখিলম্ জগৎ প্রাবিরাসীৎ প্রাহুর্ভূতঃ তদপি সাবধি
প্রাতিভাসকম্ ইত্যর্থঃ। প্রকারান্তরেণ সত্যং দৃষ্টীকরোতি—মিথোতি।
মিথ্যাত্বতঃ রজতাদি যেন প্রতীতং প্রতীতিবিষয়ে ভবতি তৎ খৰ্ণিতি
নিশ্চয়েন সত্যং বদন্তি ॥৫৭

৫৮। অথ পূর্ণব্রহ্ম দর্শয়তি। অহো তাঁত আশ্চর্যো বৃহৎ মহদপি
স্থূলম্ অধিবরাট পূৰ্ব্বং ব্রহ্ম বিরাডিতি। পূৰ্ব্বম্ উপলক্ষণম্ যস্ত
এবংবিধঃ বিশ্বরূপাখ্যম্ অৰ্কাগেব আস্তে। তত কিং যত্র যস্মিন্ আকাশ-
বকাশঃ। আকাশস্তাপি অবস্থানঃ তথা যত্র কালঃ কলামাত্রতাং
কলয়তি প্রাপ্নোতি তথা। যত্র অবস্থানঃ দিকৃপৰ্য্যবসানঃ ভবতি।
এবংবিধমপি অৰ্কাগেব অস্তি তথাত্ৰ সূত্রম্। আবিরাসীৎ কিন্তুূতঃ
মহতোহপি বিরাজোহপি মহৎ হিরণ্যগৰ্ভাখ্যম্ ইত্যর্থঃ। এবংবিধঃ যৎ,

অনুবাদ। ৫৮। [এখন পূর্ণব্রহ্ম প্রদর্শিত হইতেছে—] যেখানে
আকাশ অবকাশ প্রাপ্ত হয়, কাল অংশমাত্রকে প্রাপ্ত হয়, যেখানে দিকের
অবসান, বৃহৎ স্থূল বিরাটও যেখানে ক্ষুদ্র হইয়া বিরাজ করিতেছেন,
যেখানে বিরাট অপেক্ষা বৃহৎ হিরণ্যগৰ্ভও আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি
পূর্ণ হিরণ্যগৰ্ভ হইতেও পূর্ণ, যেমন পূর্ণ সমুদ্র অপেক্ষা মিলিত সপ্ত
সমুদ্রের জল পূর্ণ, প্রকৃতস্থলে তাহাই জানিবে। ৫৮

অন্তঃ সর্বৌষধীনাং পৃথগমিতরসৈগন্ধবৌধ্যৈবিপাকৈঃ
 একং পাথোদপাথঃ পরিণমতি যথা তদ্বদেবাস্তুরাশ্মা ।
 নানাত্বতঃ স্বভাবৈর্বহতি বহুমতী যেন বিশ্বং পয়োদো
 বর্ষত্যাচৈহৃত্যশঃ পচতি দহতি বা যেন সর্বাস্তুরোসৌ ॥৫১

অর্থঃ । ৫১ । যথা একং পাথোদপাথঃ পৃথক্ মিতরসৈঃ গন্ধবৌধ্যৈঃ বিপাকৈঃ
 সর্বৌষধীনাম্ অন্তঃ পরিণমতি, তদ্বৎ এব অস্তুরাশ্মা। নানাত্বতঃ স্বভাবৈঃ বহতি, বহুমতী
 [বহতি] যেন পয়োদঃ বিশ্বং [ব্যাপ্য] উচ্যে বর্ষতি, যেন হৃত্যশঃ পচতি দহতি বা, অসৌ
 সর্বাস্তুরঃ । ৫১

(টীকা) । হি ইতি নিশ্চয়েন তদেব পূর্ণাং পূর্ণং ব্রহ্ম । অত্র দৃষ্টান্তম্
 আহ—যথা ইতি । যথা স্বরূপেণ এব পূর্ণাং অর্গবাদেঃ সমুদ্রাদিপদার্থাং
 একাণবাস্তুঃ একীভূতসমুদ্রাং একং পূর্ণাং পূর্ণং তদ্বৎ প্রকৃতেইপি
 ইত্যর্থঃ । অত্র শ্রুতিঃ—“পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণম্ উদচ্যতে ।
 পূর্ণস্ত পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্ট্যতে ॥” ভাষ্যম্—একং সাধিতপূর্ণং
 তদপেক্ষিকং যথা নদীহ্রদতড়াগঃ পূর্ণঃ, তড়াগাং সমুদ্রঃ, তথৈদং মূর্ত্তং
 পূর্ণং, তদপেক্ষয়া অদঃ অমূর্ত্তম্ পূর্ণম্, তস্মাদপি পূর্ণম্ উদচ্যতে উৎকর্ষং
 প্রাপ্নোতি । তৎপূর্ণস্ত পূর্ণং পূর্ণত্বম্ আদায় অঙ্গীকৃত্য সম্মীলনেন
 একীভাবম্ আপ্য পূর্ণম্ এব অবশিষ্ট্যতে তদেবং পূর্ণাং পূর্ণম্ অনতিশয়ং
 পূর্ণম্ ইত্যর্থঃ ॥৫৮

৫২ । অথ সর্বাস্তুরব্রহ্ম আহ । স্পষ্টার্থং পঞ্চম্ । শ্রুতিঃ অপি—
 “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা আস্তুরোয়ং পৃথিবী ন বেদ” ইত্যাদিকা ॥৫২

অনুবাদ । ৫২ । যেমন এক সমুদ্রের জল সূর্য্যরশ্মি দ্বারা
 মেঘরূপে পার্ণত হইয়া পৃথক্ভাবে নানাবিধ অপরিমিত রস, গন্ধ, বৌধ্য
 ও পরিণামের দ্বারা সর্ববিধ ওষধির মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ
 অস্তুরাশ্মাও করিয়া থাকেন । কারণ, নানাবিধ প্রাণী নিজ নিজ স্বভাষে
 চলিতেছে, পৃথিবীও বিচলমান আছে, বাহার প্রভাবে মেঘ বিশ্ব ব্যাপিয়া

ভূতেশ্বাখ্যানমাত্মভূগতমখিলং ভূতজাতং প্রপশ্যেৎ
প্রায়ঃ পাথস্তরঙ্গায়বদথ চিরং সৰ্ব্বমাত্মৈব পশ্যেৎ ।
একং ব্রহ্মা দ্বিতীয়ং শ্রুতিশিরসি মতং নেহ নানাস্তি কিঞ্চিৎ
মৃত্যোরাপ্নোতি মৃত্যুং স ইহ জগদিদং যন্ত নানৈব পশ্যেৎ ॥৬০

অর্থঃ। ৬০। ভূতেষু আখ্যানং, আখ্যানি অমুগতম্ অখিলং ভূতজাতং প্রপশ্যেৎ, প্রায়ঃ পাথঃ তরঙ্গায়বৎ অথ চিরং সৰ্বম্ আত্মা এব পশ্যেৎ, একম্ অদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম শ্রুতি-শিরসি মতং, ন ইহ কিঞ্চিৎ নানা অস্তি, যঃ তু ইদং জগৎ নানা ইন স ইহ মৃত্যোঃ মৃত্যুং আপ্নোতি । ৬০

টীকা। ৬০। অথ ব্রহ্মণ একত্বে মূলশ্রুতিসংকারিণীম্ দৈশাবাস্তৌপ-
নিষৎশ্রুতিং সম্বাদয়মাং—ভূতেষু ইতি । ভূতেষু বহুশ্চ আখ্যানম্ একং
পশ্যেৎ । তথা একশ্চিন্নাখ্যানি অখিলং সমগ্রং ভূতজাতং প্রায়ঃ বাহুল্যেন
চিরকালং প্রপশ্যেৎ, কিমিব ? পাথঃ তরঙ্গায়বৎ । পাথশ্চ তরঙ্গাশ্চ
তেষাম্ অর্থঃ সম্বন্ধঃ তদ্বৎ । অথ একশ্চিন্ম ন উদকে সহস্রশঃ তরঙ্গা
দৃশ্যন্তে তথা সর্কেষু তরঙ্গেষু একং জলমেব দৃশ্যতে । নাত্ত্বং কিঞ্চিৎ
পদার্থান্তরম্ অমুভূয়তে ইত্যর্থঃ । এবম্ এতৈঃ উক্তপ্রকারৈঃ একম্
অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মৈব শ্রুতিভিঃ অভিহিতম্ নিরূপিতম্ । ইহ কিঞ্চিৎ নানা
ন বিজ্ঞতে । বস্তুতস্ত নানা ন ভবতি পরন্তু যঃ নানৈব পশ্যেৎ স মৃত্যোঃ
(অমুবাদ) প্রবলবেগে বর্ষণ করে, অগ্নি পাক করে, অথবা দাহ
করে, তিনিই সকলের অন্তরাখ্যা । ৫৯

৬০। যিনি সকল প্রাণীতে এক আত্মাকে দর্শন করেন, এবং
এক আত্মাকে সকল প্রাণী অবিচ্ছিন্নভাবে দর্শন করেন, সমস্ত তরঙ্গে
যেমন এক জলই অমুগত দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ তিনি সতত সর্বত্র
আত্মদর্শন করিয়া থাকেন । ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয় ইহা বেদান্তের অভি-
মত, নানা বলিয়া কিছুই নাই । যে ব্যক্তি নানার ভ্রাতৃ দর্শন করে,
সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ৬০

প্রাক্ পশ্চাদস্তি কুস্তাৎ গগনমিদমিতি প্রত্যয়ে সতাপৌদং

কুস্তোৎপত্তাব্দেতি প্রলয়মুপগতে নশ্চতীত্যন্তদেশম্ ।

নীতে কুস্তেন সাকং ব্রজতি ভজতি বা তৎপ্রমাণানুকারণ

ইত্যং মিথ্যাপ্রতীতিঃ ক্ষুরতি তন্মুভূতাং বিশ্বতস্তদ্বদাত্মা ॥৬১

অর্থঃ । ৬১ । ইদং গগনং কুস্তাৎ প্রাক্ পশ্চাৎ অস্তি ইতি প্রত্যয়ে সতি অপি কুস্তোৎপত্তৌ উদেতি, প্রলয়ম্ উপগতে নশ্চতি, অন্তদেশং নীতে কুস্তেন সাকং ব্রজতি, তৎ-
প্রমাণানুকারণং ভজতি বা, তন্মুভূতাম্ ইথাং মিথ্যাপ্রতীতিঃ ক্ষুরতি, তদং আত্মা বিশ্বতঃ
[ক্ষুরতি] । ৬১

(টীকা) দেহাহঙ্কারাভিনিবেশাৎ পুনঃ মৃত্যুম্ এব আপ্নোতি ।
শ্রুতিরপি—“যস্তু সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্তেব অনুপশ্রুতি । সৰ্ব্বভূতেষু চ
আত্মানং ততোন বিচিকিৎসতি ॥” বিচিকিৎসতি উত্তমাধমভাবেন
তারতম্যাং ন কৰোতি । তথা মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্নোতি য ইহ
নানৈব পশ্রুতি ॥৬০

৬১ । অথ উক্তপ্রমেয়ং দৃষ্টান্তেন দৃষ্টাক্ষরম্ । ইদং গগনম্
আকাশঃ কুস্তাৎ সকাশাৎ প্রাক্ পশ্চাদস্তীতি প্রত্যয়ে সতাপি তন্মু-
ভূতাম্ ইথমিতি প্রকারৈমিথ্যা প্রতীতিঃ ক্ষুরতি । অথ তদেবাহ । ইদং
ঘটাবচ্ছিন্নং গগনং ঘটোৎপত্তৌ সত্যাম্ উদেতি উৎপত্তিতে, তথৈব
ঘটে প্রলয়ং নাশম্ উপগতে ঘটাকাশো নশ্রুতি । তথা কুস্তে অন্তদেশং
প্রদেশান্তরং নীতে সতি গগনমপি কুস্তেন সাকং ব্রজতি তৎপ্রমাণানু-

অনুবাদ । ৬১ । আকাশ ঘটের পূর্বে এবং পশ্চাৎ বিজ্ঞমান
আছে—এইরূপ প্রতীতি থাকিলে ঘটের উৎপত্তিতে আকাশের
উৎপত্তি, ঘটের নাশে আকাশের নাশ, ঘট অন্তদেশে নীত হইলে
আকাশও ঘটের সহিত গমন করিয়া থাকে, অথবা আকাশ ঘটপরিমাণ
প্রাপ্ত হইয়া থাকে,—এইরূপ জীবের নানাপ্রকার মিথ্যাপ্রত্যয় হইয়া
থাকে, সেইরূপ আত্মা সংসারে নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥৬২

যাবৎ পিণ্ডে শুভ্রস্ত ক্ষুরতি মধুরিমৈবাস্তি সর্বোপি তাবান্ ।
 যাবৎ কর্পূরপিণ্ডঃ পরিণমতি সদা মোদ এবাত্র তাবান্ ।
 বিশ্বং যাবদ্ বিভাতি জ্ঞানগনগরারামচৈত্যাভিরামঃ
 তাবচ্চৈতন্যমেকং প্রবিকসতি যতোস্তে তদাত্মাবশেষম্ ॥৬২

অর্থঃ । ৬২ । যাবৎ শুভ্রস্ত পিণ্ডঃ ক্ষুরতি তাবান্ অপি সর্ব এব মধুরিমা ভক্তি,
 যাবৎ কর্পূরপিণ্ডঃ পরিণমতি, তাবান্ সদা অত্র মোদ এব, যাবৎ জ্ঞানগনগরারামচৈত্যাভি-
 রামঃ বিশ্বং বিভাতি, তাবৎ একঃ চৈতন্যং প্রবিকসতি । যতঃ অস্তে তৎ আত্মাবশেষঃ
 [ভবতি] । ৬২

(টীকা) কারঃ ভজতি লঘিঘাসি মহতি চ ঘটে তৎপ্রমাণং ভবতি ।
 তদা দীর্ঘে নিম্নে বক্রে বা ঘটে তত্তদাকারং ভজতি । তদ্বৎ বিশ্বতঃ
 চরাচরাৎ প্রাক্ পশ্চাৎ আত্মা বর্ততে ইতি জ্ঞাত্বাপি পূর্ববৎ তত্র
 অবস্থানকল্পনং ভ্রান্তিরেব ইত্যর্থঃ ॥৬১

৬২ । অথ প্রকারান্তরেণ ব্রহ্মণঃ সৰ্বাত্মকত্বম্ আহ—যাবদ্বিতি ।
 স্পষ্টার্থং পদ্যম্ ॥৬২

অনুবাদ । ৬২ । যে পর্য্যন্ত শুভ্রের পিণ্ড প্রকাশ পায়, সেই
 কাল পর্য্যন্ত মাধুর্য্য বিজ্ঞমান আছে । যে পর্য্যন্ত একখণ্ড কর্পূর অবস্থান
 করে, সেই পর্য্যন্ত গন্ধ সর্বদা তথায় প্রকাশ পায় । বৃক্ষ, পৰ্ব্বত,
 নগর, উদ্যান, চৈত্য (পূজ্য বৃক্ষাদি) দ্বারা মনোহর এই বিশ্ব যে পর্য্যন্ত
 শোভা পাইতেছে, তাবৎকাল এক চৈতন্যই প্রকাশ পাইতেছেন, যেহেতু
 সেই বিশ্বের অস্তে একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন । অর্থাৎ স্বপ্রকাশ
 আত্মার প্রকাশেই সকলের প্রকাশ হয়, এবং আত্মরূপ অধিষ্ঠানে এই
 বিশ্ব আরোপিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া আত্মার জ্ঞানে এই
 মিথ্যা বিশ্বের আর প্রকাশ হয় না । যেমন রজ্জুর জ্ঞানে সর্প আর
 দেখা যায় না ॥৬২

দৃষ্টঃ সাক্ষাদিদানীমিহ খলু জগতামীশ্বরঃ সংবিদাশ্চ
বিজ্ঞাতশ্চানুরেকো গগনবদভিতঃ সর্বভূতাস্তুরাশ্চ ।
দৃষ্টং ব্রহ্মাতিরিক্তং সকলমিদমসঙ্গপমাভাসমাত্রং
শুদ্ধং ব্রহ্মাহমশ্রীত্যধিরতমধুনাত্রৈব তিষ্ঠেননীহঃ ॥৬৪

ইতি বিজ্ঞানকোশঃ ।

অর্থঃ । ৬৪ । ইদানীম্ ইহ খলু জগতাম্ ঈশ্বরঃ বিজ্ঞাতশ্চ অণুঃ সংবিদাশ্চ গগনবৎ
অভিতঃ একঃ সর্বভূতাস্তুরাশ্চ - সাক্ষং দৃষ্টঃ । ব্রহ্মাতিরিক্তম্ ইদং সকলম্ অসঙ্গপম্
আভাসমাত্রং দৃষ্টম্, অহং শুদ্ধং ব্রহ্ম অস্মি ইতি অধুনা অনীহঃ অত্র এব তিষ্ঠেৎ । ৬৪

(টীকা) “যথা হৃদুভেঃ হৃদ্যমানশ্চ ন শব্দান্ বাহ্যান্ শরুয়াং গ্রহণায়
হৃদুভেষু গ্রহণেন হৃদুভ্যাঘাতশ্চ চ শব্দো গৃহীতঃ” । ভাষ্য—যথা
হৃদ্যমানশ্চ হৃদুভেঃ বাহ্যান্ পৃথক্ ইহতান্ গ্রহণায় গৃহীতুং ন শরুয়াং ।
কিন্তু হৃদুভেঃ গ্রহণেন জ্ঞানেন সহ হৃদুভ্যাঘাতশ্চ সাহচর্যেণ শব্দো
গৃহীতঃ ॥৬৩

৬৪ । অর্থ নিক্রপিতশ্চ প্রমেয়শ্চ পর্যবাসিতম্ অর্থম্ আহ—
দৃষ্ট ইত্যত । এতৎ পদ্যং স্পষ্টার্থমিতি ন ব্যাখ্যাতম্ ॥৬৪

ইতি বিজ্ঞানকোশপ্রকরণঃ সমাপ্তম্ ।

অনুবাদ । ৬৪ । এখন এই সংসারে জগতের ঈশ্বর, বিজ্ঞাত
বস্তুর মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবাসিত বিজ্ঞানাত্মা, আকাশের স্তায় সর্বত্র বিরাজ-
মান, এক, সকল জ্বতের অন্তরাশ্রয়রূপে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছি ।
ব্রহ্ম ভিন্ন এষ্ট সমস্ত বস্তু মিথ্যা এবং কেবল চিদাভাসরূপ দেখিয়াছি ।
আমি শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ—এইরূপ জানিয়া এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া এই ব্রহ্মেই
অবস্থান করিবেন ॥৬৪

বিজ্ঞানকোশ সমাপ্ত ।

অথ আনন্দকোশঃ ।

ইন্দ্রেন্দ্রাণ্যোঃ প্রকামং সুরতস্বধ্বজ্বোঃ স্ত্রাজ্ঞতাস্তঃ সুষ্পৃগ্ঃ ।

তস্তামানন্দসাস্ত্রং পদমতিগহনং যৎ স আনন্দকোশঃ ।

তস্মিন্নো বেদ কিঞ্চিন্নিরতিশয়সুখাভ্যন্তরে লীয়মানো

দ্ব্যর্থী স্ত্রাজ্ঞোদিতঃ সন্নতি কুশলমতিবোধৈর্যৈবৈব স্পৃগ্ ॥৬৫

অনুবাদঃ । ৬৫ । প্রকামং সুরতস্বধ্বজ্বোঃ ইন্দ্রেন্দ্রাণ্যোঃ রতাস্তঃ সুষ্পৃগ্ঃ স্ত্রাজ্ঞঃ, তস্তাং যৎ আনন্দসাস্ত্রং অতিগহনং পদং স আনন্দকোশঃ, নিরতিশয়সুখাভ্যন্তরে লীয়মানঃ তস্মিন্ কিঞ্চিন্নো বেদ, বোধিতঃ সন্ দ্ব্যর্থী স্ত্রাজ্ঞ ইতি কুশলমতিঃ স্বপ্তঃ ন এব বোধয়েৎ । ৬৫

টীকা । ৬৫ । অথ আনন্দকোশো ব্যাখ্যায়তে । তত্র আনন্দ-
স্বরূপস্ত ব্রহ্মণোহভিব্যক্তিঃ সুষ্পৃগৌ ভবতীতি সুষ্পৃগ্ভ্বরূপমাহ । ইন্দ্রেচ
ইন্দ্রাণী চ তয়োঃ প্রকামং স্বেচ্ছয়া সুরতস্বধ্বম্ অভিলষতোঃ যঃ রতাস্তঃ
সুরতসমাপ্তঃ সা সুষ্পৃগ্ঃ, যথা লোকে শুক্রদ্রাবোপলক্ষিতে সুরতাস্তে
সুখাবির্ভাবো ভবতি, তথৈব ইন্দ্রেন্দ্রাণ্যোঃ সুষ্পৃগৌ সুখাবির্ভাবো ভবতি ।
তত্র ইন্দ্রো নাম দক্ষিণমক্ষিপুরুষঃ । তথা বামনেন্দ্রস্বম্ অর্থপ্রকাশকং
জ্যোতিঃ সা ইন্দ্রাণী তয়োঃ জাগৃত্যাং ক্রমধ্যেহবহানম্ । স্বাপকালে তু
তস্মাৎ অবরুহ্য হৃদ্যাকাশে পুরীততিস্থানে তিষ্ঠতঃ তয়োঃ সুরতগ্রন্থঃ
স্বপ্নাবস্থা । সুরতাস্তঃ সুষ্পৃগ্ঃ তস্তাং যৎ আনন্দকোশঃ তস্মিন্
সুষ্পৃগু্যপলক্ষিতঃ আনন্দকোশঃ জীবঃ কিঞ্চিন্ ন বেদ ন জানাতি । কৃতঃ

অনুবাদ । ৬৫ । প্রচুরপরিমাণে সুরতস্বধের অভিলাষী ইন্দ্র ও
ইন্দ্রাণীর সুরতসমাপ্তির নাম সুষ্পৃগ্ । যেমন লোকে শুক্রফলরূপ
সুরতসমাপ্তিতে সুখাবির্ভাব হয়, সেইরূপ ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর সুষ্পৃগ্ভবে
সুখাবির্ভাব হয় । তন্মধ্যে দক্ষিণ নেত্রস্থ পুরুষই ইন্দ্র, এবং বামনেন্দ্রস্থিত
বিষয়প্রকাশক জ্যোতিঃ হইতেছে ইন্দ্রাণী । আগ্রদশাতে উভয়ের ক্রমধ্যে
অবস্থান ঘটে । স্বপ্নকালে উভয়ে ক্রমধ্যে হইতে অবরোহণ করিয়া পুরীতৎ

(টীকা) ইত্যাদ্যাহ । নিরতিশয়সুখাভ্যন্তরে লীয়মানঃ ন বিজ্ঞাতে অতি-
শয়ে যন্মাৎ তং নিরতিশয়সুখং পরমানন্দঃ তত্র লীয়মানো লুপ্তাহঙ্কার-
ত্বাৎ অথ তন্ত্ৰ সুখন্ত্ৰ নিরতিশয়ত্বং প্রকটয়ন্ আহ হুঃখী শ্রাদিতি । যতো
বোধিতঃ বলাৎকারেণ জাগ্রদশাং প্রাপিতঃ সন্ হুঃখী ভবতি হুঃখঃ
প্রাপ্নোতি । ভোজনাদিবিষয়সুখভোগার্থমপি বোধিতো হুঃখম্ আপ্নোতি ।
তন্মাৎ বিষয়সুখাপেক্ষয়া আত্মসুখমেব নিরতিশয়ম্ ইত্যর্থঃ । যন্মাদেবং
তন্মাৎ কারণাৎ কুশলমতিঃ জ্ঞাতা পুরুষঃ সুপ্তঃ সুষুপ্তাবস্থং পুরুষঃ নৈব
বোধয়েৎ নিদ্রাভঙ্গং ন কুৰ্ব্বাৎ । •ক্রতুক্রপ্রত্যাবায়প্রবণাৎ । এবম্
ইন্দ্রেজ্ঞাগীশ্বরতবিষয়ে জগন্নিখ্যাত্তপ্রকরণে বহ্বাঃ শাতপথাঃ ক্রতয়ঃ
সভাষ্ठाः সমাগ্ উদাহৃত্যঃ সন্তি । অথ স্বপ্নসুষুপ্তিবিষয়ী ক্রতিঃ—

“অথ হৈতৎ পুরুষঃ স্বপ্নিত্যি নামগৃহীতে এব প্রাণো গৃহীত্বা বাগ্-
গৃহীতং চক্ষুর্গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মনঃ স যত্রৈতৎ স্বপ্নয়া চরতি তে
হান্ত লোকাস্তুহুতেব মহারাজো ভবত্যুতেব মহাত্মাক্ষণঃ উতেবোচ্চাবচং
নিগচ্ছতি । স স যথা মহারাজো জানপদান্ গৃহীত্বা য়ে জনপদে
যথাকামং পরিবর্ততে এবমেবৈতৎ প্রাণান্ গৃহীত্বা য়ে শরীরে যথাকামং
পরিবর্ততে ।”

ভাষ্যম্—হ ইতি যদা এতদয়ং পুরুষঃ স্বপ্নিত্যি নিদ্রাং কৰোতি তদা
প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসাপ্রবর্তকঃ গৃহীতঃ আকৰ্ষিতঃ এব ভবতি বাক্চক্ষুঃ
শ্রোত্রমপি গৃহীতং ভবতি । স্বপ্নবিষয়গ্রহণাশক্তত্বাৎ । তথা সঙ্কল্প-

(অনুবাদ) নাড়ীতে অবস্থান করে, তাহাদের উভয়ের স্বরতগ্রসঙ্গের
নাম স্বপ্নাবস্থা, স্বরতসমাপ্তির নাম সুষুপ্তি । সেই সুষুপ্তিতে নিবিড়
আনন্দরূপ অতি যে গহন স্থান, তাহাই সুষুপ্তিলক্ষিত আনন্দানন্দময় কোশ
বা জীব । সুষুপ্তিতে সেই জীব যেন পরমানন্দে লীন হইয়া অস্ত্র কিছুই
জানিতে পারে না । যদি বলপুরুষ কাহারও সুষুপ্তি ভঙ্গ করা হয়, তাহা
হইলে জীব হুঃখ প্রাপ্ত হয়, এমন কি ভোজনাদি-বিষয়-সুখভোগার্থে

(টীকা) বিকল্পাত্মকং যেনোপি গৃহীতম্ । অথ ইতি অনন্তরম্ এতদনং জীবঃ স্বপ্নয়া স্বপ্নাবস্থা চরতি । হ ইতি নিশ্চয়েন অন্ত তে লোকাঃ ক্রীড়া-স্থানানি তদ্বৃত্তেব সং তৎক্ষণ এব মহারাজো ভবতি । তথা তদ্বৃত্তেব তৎক্ষণাদেব মহ্যত্মাক্ষণঃ প্রোজিয়ো ভবতি উতৈবোচ্চাবচম্ অপকৃষ্ট-বোনিং গচ্ছতি । অত্র দৃষ্টান্তমাহ—“যথা মহারাজঃ জ্ঞানপদান্ স্বপ্রজাঃ গৃহীত্বা আক্রম্য স্বে জনপদে প্রাজ্যসাম্রাজ্যে যথাকামং যথেষ্টং পরি-বর্ত্ততে তং ব্যাপারং কৰোতি । এবমেবৈষ জীবঃ প্রাণান্ গৃহীত্বা অশরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে তথা । অথ যদা ন কন্তচন বেদ হিতা নাম নাড্যা দ্ব্যসপ্ততিসংস্রাণি হৃদয়াং পুরীততিমপি প্রতিষ্ঠন্তে তাভিঃ প্রত্যবস্থত্য পুরীততে শেতে স যথা কুমারো বা মহাত্মাক্ষণো বাহতিস্মান্ আনন্দস্ত গচ্ছা শরীরৈবমেবৈষ এতচ্ছতে ।”

ভাষ্যম্—অথ স্বপ্নাবস্থাতিক্রমানন্তরং যদা স্তপ্তঃ স্তব্ধব্যবস্থায় প্রাপ্তো ভবতি । অথ তদ্ব্যপেক্ষম্ আহ । যদেতি যদা ন কন্তচন বেদ কন্তাপি কিঞ্চিদপি ন জ্ঞানতি তদা তাঃ স্তব্ধকারিণ্যো দ্ব্যসপ্ততিসংস্রাণি নাড্যা হৃদয়াং সকাশাং অভিসমন্ততো যং পুরীততিম্ একান্তস্থলং তস্মাৎ অভিভঃ প্রতিষ্ঠন্তে । আবৃত্য হিতা ভবন্তি । তাভিঃ নাড়ীভিঃ প্রত্যবস্থত্য আবরণং বিধায় পুরীততি একান্তস্থলে শেতে নিশ্চেষ্টতয়া তিষ্ঠতি । অথ দৃষ্টান্তম্ আহ—স যথেষতি । যথা কুমারো বালঃ মহাত্মাক্ষণঃ প্রোজিয়ো বা অতিস্মান্ স্থূলস্থূক্ষপ্রপঞ্চনাশকত্রীম্ আনন্দস্ত পদবীঃ গচ্ছা শরীরত । অনেন সৰ্ব্বেষাং জীবানাং স্তব্ধস্থিগ্ধে তারতম্যং নাস্তীতি সূচিতম্ এবম্ এব উক্তপ্রকারেণ পুরীতাত শেতে ॥৬৫

(অনুবাদ) আগরিত করিলেও দুঃখই প্রাপ্ত হয়, অতএব জীব কখনও স্তব্ধ ব্যক্তিকে আগরিত করিবে না; এইরূপই শাস্ত্রের আদেশ আছে । স্তব্ধতাঃ বিষয়স্থ অবেদন । আত্মস্থখই যে নিরতিশয় স্থখ তাহাই এতদ্বারা সিদ্ধ হইতেছে ॥৬৫

সর্বো নন্দন্তি জীবা অধিগতযশসা গৃহুতা চক্ষুরাদীন
অন্তঃ সর্বোপকর্ত্রা বহিরপি চ সুষুপ্তৌ যথা তুল্যসংস্থাঃ ।
এতেষাং কিম্বিশ্পৃগ্ জঠরভূতি কৃতে যো বহিবৃন্তিরাস্তে
ঋচ্চক্ষুঃশ্রোত্রনাসারসনবশমিতো যাতি শোকং চ মোহম্ ॥৬৬

অর্থঃ । ৬৬ । চক্ষুরাদীন অন্তঃ গৃহুতা, বহিঃ অপি চ সর্বোপকর্ত্রা অধিগতযশসা
সুষুপ্তৌ তুল্যসংস্থাঃ সর্বো জীবা যথা নন্দন্তি, এতেষাং কিম্বিশ্পৃগ্ যঃ জঠরভূতি কৃতে
বহিবৃন্তিঃ আস্তে, [স:] ঋচ্ চক্ষুঃ শ্রোত্রনাসারসনবশম্ ইতঃ শোকং মোহং চ যাতি । ৬৬

টীকা । ৬৬ । অথ অশ্বিন্ অর্থে ঋক্শাখীয়াং শ্রুতিঃ সংবাদয়ন্ আহ ।
অধিগতেন প্রাপ্তেন যশসা ব্রহ্মণা কৃৎস্না সর্বো জীবা নন্দন্তি পরমসুখং
প্রাপ্নুবন্তি । আত্মসাক্ষ্যকারে বর্ণাপ্রমাদয়ঃ প্রয়োজকা ন ভবন্তি ।
কিছুতেন ব্রহ্মণা চক্ষুরাদীন অন্তর্গৃহুতা আক্রমতা, পুনঃ কিছুতেন বহি-
রপি চ সর্বোপকর্ত্রা ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগদানেন আরাং উপকারকেণ,
কিছুতা জীবাঃ তুল্যসংস্থাঃ আত্মপ্রাপ্তৌ তুল্যা সংস্থা সংস্থানং যেষাং
তে । জাতিপ্রযুক্ততারতম্যবজ্জিতা ইত্যর্থঃ । অত্র দৃষ্টান্তম্ আহ—
সুষুপ্তাবিতি । সুষুপ্তৌ যথা আত্মাকারান্তঃকরণবৃত্তৌ সত্যং সকল-
জীবানাং সুখতারতম্যং নাস্তি, তদ্বদ্ আত্মপ্রতীতাবপি । অথ
এতেষাং জীবানাং মধ্যে যঃ জঠরভূতিকৃতে অঙ্গাদিবিষয়ভোগার্থং বহিঃ

অজ্ঞানবাদ । ৬৬ । যিনি অভ্যন্তরে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে গ্রহণ
করেন এবং বাহিরে সকলের উপকারক, তাদৃশ ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইলে
তারতম্যবিহীন সমস্ত জীব যেমন সুষুপ্তিকালে আনন্দ অহুভব করেন,
সেইরূপ আত্মপ্রতীতিতেও সুখমুভব করিয়া থাকেন, এই সকল জীবের
মধ্যে যে ছুঃখভোগী জীব, উদরপূরণের নিমিত্ত বাহিরে চিত্তবৃত্তিভিক্ষণ
করত অবস্থান করে, সে ঋচ্, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি
ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া শোক ও মোহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৬৬

(ଟୀକା) ବୁଦ୍ଧିରାନ୍ତେ । କିଞ୍ଚିଦ୍‌ସ୍ମୃକ୍ କିଞ୍ଚିଦ୍ ଦୁଃଖଃ ସ୍ମୃଶତି ସ ତଥା ।
 ଅତ ଏତଦେବ ଏକଟୟନ୍ ଆହ—ସ୍ବଗିତ୍ୟାଦି । ସ୍ବଚକ୍ଷୁଃଞ୍ଜୋଞ୍ଜନାସାରସନବ-
 ଶମ୍ବ୍‌ଇତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଧୀନଞ୍ଚ ପ୍ରାପ୍ତଃ ସନ୍ ଶୋକଃ ଯୋହଃ ଚ ଯାତି ବିଷୟାପ୍ରାପ୍ତୋ
 ଯୋହମ୍ବ୍‌ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ଶ୍ରୁତିଃ—“ସର୍ବେ ନନ୍ଦନ୍ତି ଯଶସା ଗତେନ ସଭାସାହେନ
 ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟାଃ କିଞ୍ଚିଦ୍‌ସ୍ମୃକ୍ ପିତୃବାଣିଃ ହେଷାମରଂ ହିତୋ ଭବତି ବାଞ୍ଜିନାୟ ।
 ଅଦ୍ର ପ୍ରଥମମ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଭିମତମ୍ ଅଧ୍ୟାତ୍ମରୀତ୍ୟା ରାବଣଭାଗ୍ୟମ୍ । “ନ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିମା
 ଅସ୍ତି, ତନ୍ତ୍ର ନାମ ମହତ୍ତ୍ବଃ” ଇତି ଶ୍ରୁତେଃ । ଯଶସା ପରମାତ୍ମନା ଆଗତେନ
 ପ୍ରାପ୍ତେନ ସର୍ବେ ଜୀବା ନନ୍ଦନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦଂ ପ୍ରାପ୍ନୁବନ୍ତି । ଯଥା—ନୁପତ୍ତପକ୍ତି-
 ପ୍ରତ୍ଯୁତୟଃ ସର୍ବେ ଜୀବାଃ ସ୍ବସୃଷ୍ଟିସମୟେ ପରମସ୍ଥିତିନୋ ଭବନ୍ତି ତଦ୍‌ବଦ୍ ଆତ୍ମାପ୍ରାପ୍ତୋ
 ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । କିନ୍ତୁତେନ ଯଶସା ସଭାସାହେନ ସଭାଂ ଶ୍ରେୟୋରୂପାନର୍ଥପ୍ରକାଶକାନ୍
 ଚକ୍ରରାଦୀନ୍ ସହତେ ଆକ୍ରମତେ “ସ ଯଥା ଗୃହୀତା ବାକ୍ ଗୃହୀତଃ ଚକ୍ରୁରିତି”
 ଶ୍ରୁତେଃ । ପୁନଃ କିନ୍ତୁତେନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପକାରକେଣ ଅପି ବିଷୟଭୋଗନିମିତ୍ତତ୍ଵେନ
 ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । କିନ୍ତୁତାଃ ଜୀବାଃ ସନ୍ଧ୍ୟାଃ ସମାନଜ୍ଞାନାଃ ସଦୃଶସ୍ବଧାତ୍ମଭବାଃ ଅଧିଷ୍ଠା-
 ଜୀବାନାଂ ମଧ୍ୟେ ଯଃ ପିତୃବାଣିଃ ପିତୃରିତ୍ୟଂ ନାମ ପିତୃଃ ସ୍ବନୋତି ସଃ
 ପିତୃବାଣିଃ କେବଳମ୍ ଉଦରନ୍ତରଃ ସ କିଞ୍ଚିଦ୍‌ସ୍ମୃକ୍ ଦୁଃଖଭାଗୀ ଭବତି । ହି ସନ୍ଧ୍ୟାଂ
 କାରଣାଂ ଏବମତ୍ୟର୍ଥେ ବାଞ୍ଜିନାୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୀର୍ଯ୍ୟାୟ ହିତଃ ତତ୍ପରୋ ଭବତି ।

ଅଥ ଏତଦୁକ୍ତଂ ଭବତି—ସ୍ବଶକ୍ଷବ୍ୟାପଦେଶମ୍ ଆତ୍ମସ୍ବଧାତ୍ମେବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟସ୍ବଧାତ୍ମ-
 ତତ୍ତ୍ଵଦୁଃଖପକ୍ଷାନ୍ତର୍ଭୂତମ୍ ଇତ୍ୟର୍ଥଃ । ଯଥା ଅଧିଦେବରୀତ୍ୟା ସାୟମ୍ଭାଗ୍ୟକାରଃ ।
 ସର୍ବେ ନନ୍ଦନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାଃ ସମାନଜ୍ଞାନାଃ ସର୍ବେ ମହତ୍ତ୍ବାଃ ସଭ୍ୟାଃ ସଭାସାହେନ ସଭାଂ
 ସୋଚୁଃ ଦୁଃଶକ୍ନୁବତା ସନ୍ଧ୍ୟା ଶ୍ଳାଞ୍ଜିଜାଂ ପ୍ରତି ଭୂତେନ ସଞ୍ଜଂ ପ୍ରାତ୍ୟାଗତେ ଯଶସା
 ଯଶସିନା ସୋମେନ ହେତୁନା ନନ୍ଦନ୍ତି ହଟା ଭବନ୍ତି, ସ ହି ସ ଏବ ସୋମଃ ଏବାଂ
 ଜନାନାଂ କିଞ୍ଚିଦ୍‌ସ୍ମୃକ୍ ଯଃ ସନ୍ଧ୍ୟାଦନ୍ତଃ ପୁରୁଷଃ ଯଃ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାମ୍ ଅସ୍ମୁତେ ସ
 କିଞ୍ଚିଦ୍‌ସ୍ମୃକ୍ ଭବତି, ବାଧ୍ୟତ୍ଵେନ ଯଥା ପାପଂ ସଦାଚାରୈଃ ବାଧିତବ୍ୟଂ ଭବତି,
 ତଦ୍‌ବଦ୍ ପାପରୂପମ୍ ଅନ୍ତୋର୍ବାଧକଃ । ଯଦ୍‌ବା ଯଜ୍ଞେ ସାଧ୍ୟହୁତ୍ରାବଚନାକରଣେନ ସ୍ବ-
 କିଞ୍ଚିଂ କିଞ୍ଚିଦ୍‌ସ୍ବଧାତ୍ମେବାଂ ଜାୟତେ ତଂ ଯୋ ବାଧତେ ସ କିଞ୍ଚିଦ୍‌ସ୍ମୃକ୍ । ଯଥା ଶ୍ଚଂ

জাগৃত্যামন্তরাশ্চা বিষয়স্থকৃতে নৈকবদ্বান্ বিধাস্তন্
 শ্রাম্যৎ সৰ্ব্বৈল্লিয়ৌঘোদিগতমপি স্থখং বিস্মরন্ যাতি নিজ্রাম্ ।
 বিশ্রামায় স্বরূপে ত্বতিতরশূলভং তেন চাতীল্লিয়ং হি
 সৌখ্যং সর্বোত্তমং শ্রাৎ পরিণতিবিরসাদিল্লিয়ৌখাৎ সুখাচ্চ ॥৬৭

অর্থঃ। ৬৭। জাগৃত্যাম্ অন্তরাশ্চা বিষয়স্থকৃতে ন একবদ্বান্ বিধাসান্ শ্রাম্যৎ
 সৰ্বৈল্লিয়ৌঘঃ অধিগতন্ অপি স্থখং বিস্মরন্ স্বরূপে বিশ্রামায় নিজ্রাং যাতি, তেন চ অতিতর-
 শূলভন্ অতীল্লিয়ং সৌখ্যং পরিণতিবিরসাৎ ইল্লিয়ৌখাৎ স্থখাৎ চ সর্বোত্তমং শ্রাৎ ৬৭

(টীকা) পিতৃবাণিঃ পিতুরিত্যঃ নাম দক্ষিণা বা তন্ম অনেন সোমেন
 স্নোতি যজমানঃ কিং চ হিতঃ পাত্রেষু নিহিতঃ সোমঃ বাজিনায়
 ইন্দ্রিয়বীষায় তৎকন্তুন্ অরন্ অলং পধ্যাপ্তঃ সমথো ভবতি ॥৬৬

৬৭। অথ পরমানন্দাপেক্ষয়া কুত্ৰানন্দানাম্ অতিতুচ্ছত্বম্ অস্তি
 ইতি অল্পভবৈকসিদ্ধত্বেন নিরূপয়তি। জাগৃত্যাং জাগ্রদবস্থায়াম্
 অন্তরাশ্চা জীবঃ বিষয়স্থখনিমিত্তম্ অনেকবদ্বান্ বিধাস্তন্ কুৰ্বন্ বস্ততে।
 তত্র বিদ্বান্ দেশপৰ্যটনাৎ দুঃশীলপ্রভুসমর্জনাৎ শূরস্ত সংগ্রামাদিপ্রাণ-
 সমর্পণাৎ চোরস্ত দেহহিংসাপৰ্য্যাবসন্নকৰ্ম্মকরণাৎ, তথৈব গারুড়াদি-
 বিছোপজীবিনঃ এবং সৰ্বৌহপি জনঃ স্বস্বোত্তমাতীক্রমেণ বিষয়স্থখায়
 যততে, তত্র তত্র শ্রাম্যৎসৰ্বৈল্লিয়ৌঘঃ শিথিলীভূতকরচরণবাগ্‌ব্যাপারঃ
 পুমান্ বিধিবশাৎ প্রাপ্তমপি বিষয়ং বিস্মরন্ বিশ্রামায় হৃদ্যাকাশেবস্থিতে
 স্বাস্থ্যরূপে কণং নিজ্রাং যাতি। অপ্রাপ্তে বিষয়ে সমুদ্বিগ্নস্ত বিশ্রাষ্ট্য

অনুবাদ। ৬৭। জাগ্রদবস্থায় জীব বিষয়স্থখলাভের জন্য
 অনেক প্রকার যত্ন করিয়া থাকে এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি শিথিল করত
 ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত বিষয়স্থখ বিস্মৃত হইয়া স্বস্বরূপে বিশ্রামের নিমিত্ত
 নিজ্রা যায়। অতএব পরিণামে দুঃখপ্রদ ইন্দ্রিয়জনিত স্থখ অপেক্ষা
 অতিশূলভ অতীন্দ্রিয় স্থখই সর্বোৎকৃষ্ট। ৬৭

পক্ষাবভ্যস্ত পক্ষী জনয়তি মরুতং তেন যাত্যুচ্চদেশং
 লক্ণ। বায়ুঃ মহাস্তং জ্ঞানমপনয়তি স্বীয়পক্ষৌ প্রসার্য।
 হুঃসক্লৈবিক্লৈবিসমমহু কদর্থীকৃতং চিত্তমেতৎ
 খিন্নং বিজ্ঞানমহেতোঃ অপিতি চিরমহো হস্তপাদান্ প্রসার্য ॥৬৮

অর্থঃ। ৬৮। পক্ষী পক্ষৌ অভ্যস্ত মরুতং জনয়তি তেন উচ্চদেশং যাতি, মহাস্তং
 বায়ুঃ লক্ণ। স্বীয়পক্ষৌ প্রসার্য জ্ঞানম্ অপনয়তি, হুঃসক্লৈঃ বিক্লৈঃ বিষমম্ অহু এতৎ
 চিত্তং কদর্থীকৃতম্, [ততঃ] খিন্নং [সং] হস্তপাদান্ প্রসার্য অহো বিশ্রামহেতোঃ চিরং
 অপিতি। ৬৮

(টীকা) নিঃস্রব শরণম্ ইত্যর্থঃ। তেন কারণেন ইঞ্জিয়স্থখং অতীঞ্জিয়-
 স্থখং সর্বোত্তমম্। তথা সৰ্বাপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠতমম্। তথা অতিভরমূলভং
 বিষয়স্থখপ্রয়াসাপেক্ষয়া অল্পপ্রয়াসসাধ্যম্ ইত্যর্থঃ। অথ অতিপ্রয়াসসাধ্যং
 কিমপি বিষয়স্থখং ক্ষণভঙ্গুরম্ অস্তে চ বিরসম্ ইত্যাহ। কিন্তু তাত্
 ইঞ্জিয়স্থখং পরিণতিবিরসাত্ পরিণামে দুঃখপ্রদাৎ ॥৬৭

৬৮। অথাত্ প্রত্যুক্তদৃষ্টান্তম্ উপস্থান্ উক্তার্থমেব দৃঢ়ীকরমাহ। পক্ষী
 পক্ষাবভ্যস্ত ব্যাপারায়িত্বা মরুতং বায়ুম্ পাদয়তি তেন বায়ুনা উচ্চদেশং
 যাতি। তত্র উচ্চৈস্তরাম্ আকাশদেশে মহাস্তং বায়ুঃ লক্ণ। পক্ষৌ প্রসার্য
 প্রাক্তনং জ্ঞানম্ অপনয়তি ত্যজ্যতি, এবং কৃতে হুঃখক্লৈঃ তৰ্হিপরীতৈঃ
 রিক্লৈশ্চ বিষয়ম্ অহুলক্ষীকৃত্য এতচ্চিত্তং কদর্থীকৃতং ততঃ খিন্নং সং
 হস্তপাদান্ প্রসার্য বিজ্ঞানমহেতোঃ চিরং অপিতি।

অনুবাদ। ৬৮। যেমন পক্ষীসকল পক্ষধর সঞ্চালন করিয়া
 বায়ু উৎপাদন করে এবং তাহার দ্বারা উচ্চদেশে গমন করে ও উচ্চ
 আকাশপ্রদেশে প্রবল বায়ু প্রাপ্ত হইয়া পক্ষ দুইজন প্রসারিত করিয়া
 পূৰ্ণ জ্ঞান অপনয়ন করে, সেইরূপ মানব দুঃখপ্রদ সকল ও বিকল্পের
 দ্বারা বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া এই চিত্তকে কলুষিত করিয়াছে, অনন্তর

টীকা । অত্র ক্রটিঃ—“তত্ত্বা অগ্নিহোত্রেণ ত্রেনো বা স্বপর্ণো বা বিপরিপত্য জ্ঞানঃ সংহত্য পক্ষৌ সংলয়ায় ধ্রিয়তে এবমেবাং পুরুষঃ এতন্মাদন্যায় ধাবতি । যত্র স্বপ্তৌ ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্চতি ।”

ভাষ্য—যথা যদং অগ্নিন্ দৃগ্ প্রসারোপলক্ষিতঃ আকাশে ত্রেনঃ পক্ষিকুলহস্তা পতত্রিবিশেষঃ স্বপর্ণো গৃধ্রাদিঃ বিপরিপত্য উচৈঃ উৎপত্য তত্র জ্ঞানঃ সন্ পক্ষৌ সংহত্য প্রসার্য সংলয়ায় বিজ্ঞান্যে ধ্রিয়তে প্রযত্নং কৰোতি এবমেবাং পুরুষঃ এতন্মাং জাগৃতিপ্রয়াসাং অন্তায় উপরমায় ধাবতি । পূর্ণং স্বমূলম্ আশ্রয়তে । তত্র স্বপ্তঃ সন্ জাগ্রদশায়াং ন কঞ্চন কামং বিষয়োদ্যেয়ং কৰোতি । ন বা স্বপ্নং পশ্চতি । অথ হস্তপাদান্ প্রসার্য ইত্যত্র তথা বোধিতঃ সন্ দুঃখী স্তাং ।

ইত্যত্র ক্রটিঃ—“তন্মায়তং বোধয়েৎ ইত্যাচ্ছঃ” ইতি ।

ভাষ্য—তন্মাং কারণাদায়তং বিস্তারিতহস্তপাদাচ্ছং প্রস্বপ্তং ন বোধয়েৎ জাগরং ন প্রাপয়েদিত্যি ক্রতয় আচ্ছঃ, তথাচোক্তম্ অগ্নি-রহস্তে দশমকাণ্ডে—

“তন্মাচ্ছ হ স্বপন্তং পুরুষং ধুরেব সহসা ন বোধয়েৎ নৈতদেব তে দেবতে মিথুনীভবন্ত্যৌ ন হিনস্তামিতি ।”

ভাষ্য—তন্মাং কারণাচ্ছ হ নিয়মেন স্বপন্তং পুরুষং ধুরেব সহসা ন বোধয়েৎ, যত এতে দেবতে ইন্দ্রেজ্ঞাণ্যৌ মিথুনীভবন্ত্যৌ স্বরতস্থাসক্তৌ ন হিনস্তামিতি ন হন্যীতি মত্যা ন বোধয়েদিত্যর্থঃ । অনয়া নিদ্রাভঙ্গ-কর্ত্ত্বুঃ প্রত্যবায়ো প্রদর্শিতঃ ॥৬৮

(অনুবাদ) খেদযুক্ত হইয়া হস্তপদ প্রসারিত করিয়া বিজ্ঞানের নিমিত্ত দীর্ঘকাল ধরিয়া নিদ্রা যায় । এই কথা পক্ষীদৃষ্টান্তদ্বারা ক্রটিমধ্যেই কথিত হইয়াছে । এজন্ত নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগরিত করিতে নাই, যেহেতু নিদ্রাভঙ্গকারীর প্রত্যবায় হয় বলা হয় ॥৬৮

আল্লিগ্ৰ্যাত্মানমাত্মা ন কিমপি সহসৈবাস্তুরং বেদ বাহ্যং
 যদ্বৎ কামী বিদেশাৎ সদনমুপগতো গাঢ়মাল্লিগ্ৰ্য কাস্তাম্ ।
 যাত্যস্তং তত্র লোকব্যবহৃতিরখিলা পুণ্যপাপানুবন্ধঃ
 শোকো মোহো ভয়ং বা সমবিষয়মিদং ন স্মরত্যেব কিঞ্চিৎ ॥৬১

অর্থঃ । ৬১ । আত্মা আত্মানং সহসা আল্লিগ্ৰ্য কিম্ অপি আস্তুরং বাহ্যং ন বেদ, যদ্বৎ
 কামী বিদেশাৎ সদনম্ উপগতঃ কাস্তাং গাঢ়ম্ আল্লিগ্ৰ্য [কিম্ অপি আস্তুরং বাহ্যং ন বেদ] ।
 তত্র অখিলা লোকব্যবহৃতিঃ অন্তঃ য়াতি, পুণ্যপাপানুবন্ধঃ শোকঃ মোহঃ ভয়ং বা ইদং
 সমবিষয়ং কিঞ্চিৎ ন স্মরতি এব । ৬১

টীকা । ৬১ । অথ স্বস্থিতিরপরিণামাবস্থামাত্মা । আত্মা জীবঃ আত্মানং
 পরমাত্মানং সহসা অকস্মাৎ আল্লিগ্ৰ্য আলিঙ্গ্য একীভূয় কিমপ্যাস্তুরং
 স্মৃদেহাত্মভূতং স্বপ্নবাহ্যং স্থলদেহাত্মভূতং ন বেদ ন জানাতি । সৰ্ব-
 বৃত্তীনাং লীনত্বাৎ । অথাত্র দৃষ্টাস্তাস্তুরমাত্মা—যদ্বদিতি । যদ্বৎ বিদেশাৎ
 সদনং স্বগৃহম্ উপগতঃ কামী চিরকালং প্রোষিতত্বাৎ কামাতুরঃ কাস্তাং
 কমনীয়াং জিয়ং গাঢ়মতোয়ংকণ্ঠেন আল্লিগ্ৰ্য আলিঙ্গ্য বাহ্যমাস্তুরং বা কিমপি
 বিষয়াস্তুরং ন বেদ তদ্বৎ ইত্যর্থঃ । অত্র ক্রতিঃ—“যদ্বা অস্মৈ তদাত্ম-
 কামম্ অবাপ্তকামম্ অকামং রূপং স যথা প্রিয়য়া সংপরিষজ্ঞো ন বাহ্যং কিঞ্চন
 বেদ নাস্তুরম্ । ভাষ্ক্যং—পূৰ্ব্বং ক্রতো যোস্ত পরমো লোকেথ যত্র স্তুপ্তো

অনুবাদ । ৬১ । যেমন কামুক ব্যক্তি বিদেশ হইতে গৃহে আগমন
 করিয়া স্ত্রীকে গাড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া ভিতর বাহিরের কিছুই
 জানিতে পারে না, সেইরূপ জীব অকস্মাৎ পরমাত্মাকে আলিঙ্গন করিয়া
 অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া আস্তুর ও বাহ্য কিছুই
 জানে না । তখন সমস্ত লোকব্যবহার লয় প্রাপ্ত হয়, পুণ্য ও পাপের
 সহিত সম্বন্ধ, শোক, মোহ অথবা ভয় তুল্যরূপ হয়, তখন এই সকল
 কিছুই স্মরণ করে না । ৬১

অন্নানল্পপ্রপঞ্চপ্রলয়মুপরতিশ্চৈন্দ্রিয়াণাং স্বখাপ্তিঃ
জীবমুক্তৌ স্বযুগ্তৌ ত্রিতয়মপি সমং কিন্তু তত্রাস্তি ভেদঃ ।
প্রাক্ সংস্কারাং প্রসুপ্তঃ পুনরপি চ পরাবৃত্তিমেতি প্রবুদ্ধো,
নশ্চ সংস্কারজাতো ন স কিল পুনরাবর্তয়েদ্ যচ্চ মুক্তঃ ॥৭০

অর্থঃ। ৭০। অন্নানল্পপ্রপঞ্চপ্রলয়ম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ উপরতিঃ স্বখাপ্তিঃ [ইতি]
ত্রিতয়ম্ অপি জীবমুক্তৌ স্বযুগ্তৌ চ সমং কিন্তু তত্র ভেদঃ অস্তি । স্বযুগ্তঃ প্রাক্ সংস্কারাং
পুনঃ অপি পরাবৃত্তিম্ এতি । যঃ চ প্রবুদ্ধঃ সঃ মুক্তঃ [সন্] নশ্চ সংস্কারজাতঃ [সন্]
ন কিল পুনঃ আবর্তয়েৎ । ৭০

(টীকা) ন কখন কামং কাময়তে ইত্যাহুতঃ তদ্বা এতশ্চ স্বযুগ্মবস্থাং
প্রাপ্তশ্চ পুরুষশ্চ রূপং প্রথমত আত্মকামং স্বখপ্রাপ্তৌ অবাপ্তসকলকামং
ততঃ অকামম্ অন্তর্মতকামং ভবতি । এবং শরীরঃ শরীরাবচ্ছিন্নঃ পর-
মাত্মা প্রাজ্ঞেন জীবাশুন। পরিষক্তঃ আশ্লিষ্টঃ সন্ ন বেদ কিকন আস্তরং
বাহ্যং বা । অত্র দৃষ্টান্তমাহ—তথ্যথোতি । প্রিয়য়া প্রেমাম্পদীভূতয়া
দ্বিয়া পরিষক্তঃ পুমানতি ॥৬৯

৭০। হৃদানৌ জীবমুক্তিস্বযুগ্ত্যোঃ লক্ষণসাম্যোপি বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি ।
জীবমুক্তৌ স্বযুগ্তৌ চ এতৎ ত্রিতয়ং সমং তুল্যম্ । তৎ কিং ত্রয়ম্ ।
অন্নানল্পপ্রপঞ্চপ্রলয়ঃ স্বল্পস্থলয়োঃ প্রপঞ্চয়োঃ প্রলয়ঃ প্রকৃষ্টঃ আত্যস্তিকো
লয়ঃ তথৈন্দ্রিয়াণাম্ উপরতিঃ উপরমো বিলয়ঃ গৃহীতইব প্রাণো গৃহীতা

অনুবাদ। ৭০। স্বল্প ও স্থল প্রপঞ্চের আত্যস্তিক লয়,
ইন্দ্রিয়গণের বিলয় ও স্বখপ্রাপ্তি—এই তিনটি জীবমুক্তি ও স্বযুগ্মতে
তুল্য ; কিন্তু জীবমুক্তি ও স্বযুগ্মের মধ্যে ভেদ আছে । স্বযুগ্ম ব্যক্তি
পূর্বসংস্কারবশতঃ আবার সংসারে আগমন করে, কিন্তু জীবমুক্ত পুরুষ
জ্ঞানলাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন এবং সংসারসমূহ ত্যাগ করায় আর
সংসারে আসেন না। ৭০

আনন্দান্ যশ্চ সৰ্বান্নমুভবতি নৃপঃ সৰ্বসম্পৎসমৃদ্ধঃ
 তস্তানন্দঃ স একঃ স খলু শতগুণঃ সংপ্রতিষ্ঠঃ পিতৃণাম্ ।
 অদেবব্রহ্মলোকং শতশতগুণিতাস্তে যদন্তুর্গতাঃ স্যুঃ
 ব্রহ্মানন্দঃ স একোন্ত্যতিবিষয়স্থখাশ্রয় মাত্রা ভবন্তি ॥৭১

অর্থঃ । ৭১ । যঃ চ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধঃ নৃপঃ সৰ্বান্ আনন্দান্ অনুভবতি, তস্ত সঃ একঃ আনন্দঃ, সঃ খলু সংপ্রতিষ্ঠঃ পিতৃণাং শতগুণঃ, অদেবব্রহ্মলোকং তে শতশতগুণিতাঃ, তে যদন্তুর্গতাঃ স্যুঃ সঃ একঃ ব্রহ্মানন্দঃ অস্তি, অতিবিষয়স্থখানি অশ্রয় মাত্রা ভবন্তি । ৭১

(টীকা) বাগ্ ইত্যাদি পুরুষমেব উক্তং তথা স্থাবাপ্তিরেব মুক্তিঃ
 আস্তাং নাম কথং পুনঃ মুক্তিসাধনার্থং প্রয়াসঃ ইত্যাহ—কিঞ্চিৎ ।
 কিঞ্চ তত্র স্থাপ্তিমুক্ত্যাঃ মধ্যে ভেদোহস্তু তমাহ । গ্রন্থপ্তঃ স্থাপ্তঃ
 প্রাপ্তঃ পুরুষঃ প্রাক্ সংস্কারাং পুনরপি পরাবৃত্তিমতি । তথা যশ্চ প্রবুদ্ধঃ
 প্রবোধং জ্ঞানং প্রাপ্তঃ নিরন্তরং মুক্তঃ সন্ নশ্রুৎসংস্কারজাতঃ সন্ পুনঃ
 নাবর্ত্ততে আবৃত্তিং ন প্রাপ্নোতি । অথাহমর্থঃ—যত্বেপি স্থাপ্তৌ সৰ্ব-
 প্রলয়ো ভবতি তথাপি তস্তাঃ দৈনন্দিনত্বাৎ আকাম্যকৃত্বাচ্চ প্রাক্
 পুরুষং জাগৃতিঃ তদুৎপত্তাং সংস্কারাং বীজরূপেণ তিষ্ঠতি । তৈরাহ্মা
 জীবঃ আশ্রিতঃ পুনরাবর্ত্ততে ; মুক্তস্য তু শনৈঃ জ্ঞানযোগাৎ সৰ্বসংস্কার-
 নাশো ভবতি তেন ন স পুনরাবর্ত্ততে ॥৭০

৭১ । অথ সকলবিষয়স্থখাপেক্ষয়া আত্মস্থখশ্চ নিরতিশয়ত্বং যুক্ত্য
 নিরূপয়তি । যঃ সর্বসম্পৎসমৃদ্ধো নৃপঃ সৰ্বানন্দান্ অনুভবতি । দরিদ্রাণাম্
 ঐকৈকবিষয়প্রাপ্তৌ একএব আনন্দো ভবতি মনাক্ অধিকানাম্ আনন্দ-
 ত্বং, এবম্ উত্তরোত্তরং যশ্চ যাবতাং বিষয়াণাং প্রাপ্তিঃ তাবন্তঃ তস্ত
 আনন্দা ভবন্তি । এবং সৰ্ববিষয়প্রাপ্তিঃ নৃপশ্চ অস্তি অতন্তশ্চ সৰ্বানন্দ-

অনুবাদি । ৭১ । যে নরপতি সমস্ত সম্পদের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী
 হইয়া যে সমস্ত আনন্দ অনুভব করেন, পিতৃগণের আনন্দ তাহা অপেক্ষা

(টীকা) ভোগঃ । তথা চ সৰ্ববিষয়ানন্দা যত্র একীভবন্তি । স একো রাজ্ঞঃ আনন্দঃ খৰ্ব্বিতি নির্দ্ধারণে শতশৃংগঃ সন্ পিতৃণামানন্দঃ স এবম্ উত্তরোত্তরং দেবলোকমারভ্য ব্রহ্মলোকপর্যন্তশতশৃংগিতাঃ আনন্দা ভবন্তি । তে সৰ্বৈহপি বদন্তগতা অন্তর্ভূতাঃ স্যুঃ স একো ব্রহ্মানন্দঃ অস্তি । অথাস্ত ব্রহ্মানন্দস্ত বিষয়স্থানি পূর্বোক্তানি ক্ষুদ্রমাত্রা অংশা ভবন্তি । যথা আত্মৈব উপাধিবশেন পৃথক্ ক্ষুদ্রেষ্টেভ্য ভাসতে, তথৈব পরমানন্দোহপি বিষয়স্থাকারণেত্যর্থঃ । অত্র প্রতিঃ—“স যো মহুগ্ধাণাং রাজ্ঞঃ সমুদ্বোভবতি । অগ্নেযাম্ অধিপতিঃ সৰ্বৈঃ মহুগ্ধকৈঃ কামৈঃ সম্পন্নতমঃ স মহুগ্ধাণাং পরম আনন্দঃ । অথ যে শতং মহুগ্ধাণাম্ আনন্দাঃ স একঃ পিতৃণাং জিতলোকানাম্ আনন্দঃ” ইত্যাদি । “তথা অথৈব ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্ভিতি হৈনমুবাচ এষোহস্ত পরমা সম্পৎ এষোহস্ত পরমো লোকঃ । অথ এষোহস্ত পরমানন্দঃ তস্মৈব আনন্দস্ত অগ্নানি ভূতানি যাত্রাম্ উপজীবন্তি” । ভাষ্যঃ—যো মহুগ্ধাণাং মধ্যে রাজ্ঞঃ সমুদ্বো প্রাপ্তসৰ্ববিষয়ো ভবতি, অগ্নেযাম্ মহুগ্ধাণাম্ অধিপতিঃ নিয়ন্তা সবর্মামুগ্ধকৈঃ মহুগ্ধপ্রসিদ্ধৈঃ কামৈঃ প্রাথনীয়পদার্থৈঃ সম্পন্নতমঃ তস্ত আনন্দঃ স মহুগ্ধাণাং পরমানন্দঃ । অথ যে শতং মহুগ্ধাণাম্ আনন্দাঃ স একঃ পিতৃণামানন্দঃ, জিতঃ অর্বাঙ্ লোকো যৈঃ তে জিতলোকাঃ তেষাং পিতৃণামিত্যর্থঃ । এবম্ উত্তরোত্তরং দেবাত্মানন্দাঃ স্যুঃ অথৈব ব্রহ্মলোক ইতি । হ ইতি নিশ্চিত্য এনং জনকং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্য ইতি উবাচ । ইতীতি কিং ভো সম্রাট্ জনক এষ এবোক্তপ্রকারঃ আনন্দঃ ব্রহ্মলোকঃ ব্রহ্মৈব লোকঃ প্রাপ্তাবস্থানঃ যস্মিন্ স ব্রহ্মলোকঃ ; অথ অস্ত মুমুক্শো পুরুষস্ত এষা পরমা

(অনুবাদঃ) শতশৃংগ ; সেইরূপ দেবলোকের আনন্দ পিতৃলোক অপেক্ষা শতশৃংগ ও ব্রহ্মলোকের আনন্দ দেবলোকের আনন্দ অপেক্ষা শতশৃংগ । এই সকল আনন্দ বাহার অন্তর্গত, তাহাই একমাত্র ব্রহ্মানন্দ । বিষয় স্থসমূহ ব্রহ্মানন্দের অংশ । ৭১

যজ্ঞানন্দাশ্চ মোদাঃ প্রমুদ ইতি মুদশ্চাসতে সৰ্ব্ব এতে
 যজ্ঞাপ্তাঃ সৰ্ব্বকামাঃ স্ম্যরখিলবিরমাং কেবলীভাব আস্তে ।
 মাং তজ্ঞানন্দসাস্ত্রে কৃধি চিরমমৃতং সোম পীযুষপূৰ্ণাঃ
 ধারামিত্রায় দেহৌত্যপি নিগমগিরো ক্রযুগান্তর্গতায় ॥৭২

অর্থঃ । ৭২ । যজ্ঞ মোদাঃ প্রমুদঃ চ মুদঃ চ ইতি এতে সৰ্বে আনন্দাঃ আসতে, যজ্ঞ
 সৰ্বকাম্য আপ্তাঃ স্ম্যঃ [যজ্ঞ] অখিলবিরমাং কেবলীভাবঃ আস্তে । সোম ! মাং তজ্ঞ
 আনন্দসাস্ত্রে চিরমমৃতং কৃধি, ক্রযুগান্তর্গতায় ইত্ৰায় পীযুষপূৰ্ণাঃ ধারাঃ দেহি—ইতি অপি
 নিগমগিরিঃ । ৭২

(টীকা) উৎকৃষ্টা নিরতিশয়া সম্পৎ পরমৈশ্বর্যাং তথাস্ত এষ পরমো
 লোকঃ পূৰ্ব্বোক্তঃ, তথা এষোহস্ত পরমানন্দঃ অথৈতদ্বৈবেতি । অস্তানি
 আত্মবহিমুখানি ভূতানি জীবজাতানি এতস্ত নিরূপিতস্ত পরমানন্দস্ত
 মাত্রাম্ একৈকদেশম্ উপজীবন্তি এবং যে ভূতানাং কুদ্রানন্দাঃ তে
 পরমানন্দশ্চৈব অংশাঃ পরমানন্দে কুদ্রানন্দানাম্ অন্তর্ভূতত্বাৎ ॥৭১

৭২ । অথ অগ্নিন্ অর্থে ঋকৃশাখীয়াং ক্রতিং সংবাদয়ন্ আহ ।
 যজ্ঞ যগ্নিন্ পরমানন্দে সৰ্ব্ব আনন্দাঃ মোদাঃ মাহুজ্ঞানন্দাঃ তথা
 পিতৃণাং প্রমুদঃ তথা আজ্ঞানজানাং দেবানাং মুদঃ এবম্ উত্তরোত্তরং
 সৰ্ব্বৈহপি আসতে বর্ভাস্তে তথা যজ্ঞ যগ্নিন্ পরমানন্দে সৰ্ব্ব কামাঃ সত্য-

অনুবাদ । ৭২ । যে পরমানন্দে মোদ (মহুজ্ঞের আনন্দ),
 প্রমুদঃ (পিতৃগণের আনন্দ), মুদ (দেবগণের আনন্দ) এই সমস্ত
 আনন্দই বিস্তারিত আছে, যেখানে সত্যলোকাদি সমস্ত কামনা প্রাপ্ত
 হওয়া যায়, যেখানে স্থূল, সূক্ষ্ম সমস্ত প্রপঞ্চের লয়বশতঃ কেবলীভাব
 অর্থাৎ একত্ব আছে । হে সোম ! অর্থাৎ ষোড়শকলাযুক্ত হিরণ্যগর্ভ !
 জীবনশাপ্রাপ্ত আমাকে সেই পরিপূর্ণ আনন্দে অমৃত করিয়া দাও ।
 ক্রযুগল মধ্যাহ্নিত ইত্ৰ অর্থাৎ জীবাত্মাকে অমৃতদ্বারা প্রদান কর ;—
 এইরূপ বেদবাক্য আছে । ৭২

আত্মাকম্পঃ স্খায়া ক্ষুরতি তদপরা ক্ষুণ্ণৈব ক্ষুরন্তী
 স্বেৰ্য্যং বা চঞ্চলত্বং মনসি পরিণতিং যাতি তত্রত্যমস্মিন ।
 চাঞ্চল্যং হুঃখহেতুর্মনস ইদমহো স্বাবদিষ্টার্থলক্কিঃ
 তস্তাং যাবৎ স্থিরত্বং মনসি বিষয়জং স্তাং সুখং তাবদেব ॥৭৩॥

অর্থঃ । ৭৩ । আত্মা অকম্পঃ স্খায়া ক্ষুরতি, তদপরা তু অন্তথা এব ক্ষুরন্তী, তত্রত্যঃ স্বেৰ্য্যং চঞ্চলত্বং বা অস্মিন মনসি পরিণতিং যাতি । অহো যাবৎ ইষ্টার্থলক্কিঃ তাবৎ ইদং মনসঃ চাঞ্চল্যং হুঃখহেতুঃ ভবতি, তস্তাং যাবৎ মনসি স্থিরত্বং তাবৎ এব বিষয়জং সুখং স্যাৎ । ৭৩

(টীকা) লোকাদিপ্রাপ্তিরূপাঃ আপ্তাঃ প্রাপ্তাঃ স্তাঃ তথা যত্র অখিলবিরমাৎ শুল্কশুল্কপ্রপঞ্চবিলয়াৎ কেবলীভাব আস্তে ভো সোম বোড়শকলারূপ-
 হিরণ্যগৰ্ভ মাং জীবদশাপন্নঃ তত্র সাজ্ঞানন্দে চিরং অমৃতং কুধি কুকষ ।
 তথা ইন্দ্রায় জীবাত্মনে পীষুষপূর্ণাঃ ধারাং দেহি । মুক্তানাং সোমবক্ত্রাং
 অমৃতস্রাবো ভনতীতি যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্ । কিন্তু তায়েন্দ্রায় ভৃগুগান্ধ-
 র্গতায়ৈতি । এবমুক্তপ্রমেয়ঃ নিগমগিরঃ প্রাহঃ । অত্র ঋতিঃ
 সপ্তমাষ্টকে । —“যজ্ঞানন্দাশ্চ মোদাশ্চ মৃদঃ প্রমুদ আসতে । কামস্য
 যজ্ঞাপ্তা কামান্তত্র মামৃতং কুধীন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥” ভাষ্যং—কামস্য
 বাসনারূপস্য মনসঃ কামাঃ যজ্ঞাপ্তাঃ প্রাপ্তা ভবন্তি তত্র মামমৃতং কুধি ।
 তদেবাহ । ভো ইন্দো চন্দ্ররূপ পরমাআন্ ইন্দ্রায় সকলেন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রে
 জীবায় অমৃতঃ পরিস্রব । নবতীন্দ্রিয়সুখং হি পরমানন্দঃ তথা বিষয়সুখং
 ইন্দ্রিয়জন্তং এবমুভয়োর্মহতি বৈষম্যমোহমুভবসিদ্ধে সতি কথমুক্তং এত-
 স্যৈবানন্দস্যাত্মানি ভূতানি যাত্রামুপজীবন্তি ইত্যাপেক্ষ্য লোকস্বয়েন
 উত্তরয়তি ॥৭২

অনুবাদ । ৭৩ । আত্মা নিঃকম্প ও স্খাষরূপ, কিন্তু ত্রস্তভিন্ন
 মায়া তাহার বিপরীত অর্থাৎ সঃকম্প ও হুঃখরূপ । আত্মাতে অমৃগত

যবৎ সৌখ্যং রতাস্তে নিমিষমিহ মনশ্চেকতানে রসে স্তাৎ
 স্বেধ্যং যাবৎ সুষুপ্তৌ সুখমনতিশয়ঃ তাবদেবাথ মুক্তৌ।
 নিত্যানন্দঃ প্রশাস্তে হৃদি তদিহ সুখস্বেধ্যায়োঃ সাহচর্যং
 'নিত্যানন্দস্ত মাত্রা বিষয়সুখমিদং যুজ্যতে তেন বক্তুন্ ॥ ৭৪

ইতি আনন্দকোশপ্রকরণং সমাপ্তম্।

অর্থঃ। ৭৪। যবৎ ইহ রতাস্তে মনসি একতানে রসে নিমিষং সৌখ্যং স্তাৎ, সুষুপ্তৌ যাবৎ স্বেধ্যং তাবৎ এব অনতিশয়ঃ সুখম্, অথ মুক্তৌ হৃদি প্রশাস্তে নিত্যানন্দঃ, তৎ ইহ সুখস্বেধ্যায়োঃ সাহচর্যং, তেন ইদং বিষয়সুখং নিত্যানন্দস্ত মাত্রা। [ইতি] তেন বক্তুং যুজ্যতে। ৭৪

টীকা। ৭৩। অংঘ্রোতি। আত্মা তাবদকম্পঃ কম্পরহিতঃ। তথা সুখাত্মা সুখরূপোহপি। “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” ইতি আত্মনঃ আনন্দরূপত্বং প্রতীতিসিদ্ধম্। সুষুপ্তাবস্থায়ামমুভবসিদ্ধং চাতঃ স্মরণতীতু্যক্তম্। তথা তদপরা তদ্বিলকণা মায়া অন্তথা উক্তা। তদ্বিপরীতস্বভাবা সকম্পা হুঃখরূপা। চাত্মসহচরিতৈব স্মরাত। পূর্ববদমুভবসিদ্ধান্ত এবং তত্রত্যাং তয়ো-
 রাশ্রমায়য়োরনুগতং স্বেধ্যং চকলত্বং বাস্মিন্ মনসি পরিণতিং পরিণামং বাত তস্য চিদচিদগ্রন্থিস্বরূপত্বাৎ। অহো ইতি সম্বোধৌ। যাবৎ ইষ্টার্থলব্ধিঃ অভীষ্টবিষয়প্রাপ্তিঃ তাবৎ প্রযত্নশতাকুলস্য মনসচাকল্যাৎ ইদং হুঃখহেতুর্ভবতি। অথ তস্তাং বিষয়প্রাপ্তৌ সত্যায় কৃতকৃত্যত্বেন মনসি যাবৎ স্থিরত্বং তাবদেব বিষয়জং সুখং স্যাৎ ॥ ৭৩

৭৪। অথাত্ম দ্বিতীয়ল্লোকেন দৃষ্টাস্তবয়মাহ—যদ্বদিতি। যথা ইহ অস্মিন্ অমুভবসিদ্ধিঃ রতাস্তে শৃঙ্গাররসে মনস্যেকতানে একাগ্রে সতি (অমুবাদ) স্বেধ্য ও মায়াতে অমুগত চকলতা মনে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিকাল পর্যন্ত মনের চাকল্য হুঃখের কারণ হয়, কিন্তু ইষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি হইলে যাবৎকাল মনের স্থিরতা থাকে, তাবৎকালই বিষয়জ সুখ লাভ হয়। ৭৩

অথ জগন্নিখ্যাত্তপ্রকরণম্।

শ্রাস্তং শ্রাস্তং স্ববাহুব্যবহৃতিভিরিদং তাঃ সমাকৃণু সৰ্ব্বাঃ

তত্ত্বংসংস্কারযুক্তং হু পরমতি পরাবৃত্তমিচ্ছন্নিদানম্।

স্বাপ্নান্ সংস্কারজাতপ্রজনিভবিষয়ান্ স্বপ্নদেহেহুভূতান্

প্রোজ্জ্ব্যাস্তঃ প্রত্যগাত্মপ্রবণমিদমগাস্তুরিবিপ্রামমস্মিন্ ॥৭৫

অর্থঃ। ৭৫। ইদং শ্রাস্তং স্ববাহুব্যবহৃতিভিঃ তাঃ সৰ্ব্বাঃ অন্তঃ সমাকৃণু তৎ তৎ সংস্কারযুক্তং পরাবৃত্তং নিদানম্ ইচ্ছং শ্রাস্তম্ উপরমতি, স্বপ্নদেহে অহুভূতান্ সংস্কারজাত-প্রজনিভবিষয়ান্ স্বাপ্নান্ প্রোজ্জ্ব্য ইদং প্রত্যগাত্মপ্রবণং তুরিবিপ্রামম্ অস্মিন্ অন্তঃ অগাৎ। ৭৫

(টীকা) নিমিষং নিমিষমাত্রং স্থখং ভবতি, তথা সুষুপ্তৌ মনসি যাবৎ স্বৈৰ্য্যং তাবদেব অনতিশয়ং স্থখম্। অথ মুক্তাবপি হৃদি প্রশান্তে সতি নিত্যানন্দো ভবতি। তৎ তস্মাৎ কারণাৎ ইহ স্থখং স্বৈৰ্য্যয়োঃ সাহচর্য্যং সহচরিতত্বম্ অহুভবসিদ্ধম্। তেন কারণেন ইদং বিষয়স্থখং নিত্যানন্দস্ত যাজেতি বক্তুং যুক্ত্যতে ॥৭৪

ইত্যনন্দকোশপ্রকরণম্।

৭৫। অথ জগন্নিখ্যাত্তপ্রকরণম্ উচ্যতে। তত্র প্রপঞ্চমিথ্যাত্তে প্রথমতঃ স্বপ্নদশানিদর্শনে দর্শয়ন্ স্বপ্নস্বরূপং নিকৃপয়তি। ইদং শ্রাস্তং-

অনুবাদ। ৭৪। যেমন মন শৃঙ্গাররসে একীগ্র হইলে মুহূর্ত্তমাত্র স্থখ উৎপন্ন হয়, যেমন সুষুপ্তিকালে যতকাল মনের স্বৈৰ্য্য থাকে, তাবৎ-কাল নিরতিশয় স্থখ অহুভূত হয়, সেইরূপ মুক্তিতে হৃদয় প্রশান্ত হইলে নিত্যানন্দ হয়। অতএব এষ্ট সংসারে স্থখ ও স্বৈৰ্য্যের একত্র অবস্থান সকলের অহুভবসিদ্ধ। সূত্রাত্ম বৈষয়িক স্থখ যে নিত্যানন্দের অংশ ইহা বলিতে পারা যায়। ৭৪

৭৫। [জগতের মিথ্যাত্ত বলিবার জন্য পূর্বে স্বপ্নের স্বরূপ বলা যাইতেছে—] মন জীপুজাদির পোষণপ্রভৃতি বাহ্যব্যবহারসমূহের দ্বারা

(টীকা) মনঃ বাহ্যব্যবহৃতিভিঃ ক্রীপুজ্ঞানপোষণপ্রভৃতিভিঃ হৃদ্রাজঃ
সং উপরমতি বিরমতি অব্যাপারং ভবতি । কিং কৃষা ? ভাঃ সর্বকঃ
বাহ্যেদ্রিয়ার্থস্ত বাবহৃতীঃ সমাকুল । যদ্বা ইদং তন্ন ইচ্ছিতৈঃ কৃষা ইদম্ভ-
কারেণ ভাসমানান্ বিষয়ান্ তান্ অন্তঃ সমাকুল । এবং যতপি বাহ্যব্যব-
হারান্ত্যক্তাঃ তথাপি দৃঢ়াহুসন্ধিনোৎপন্নং তত্ত্বসংস্কারযুক্তং সং পরাবৃত্তম্ ।
অথ কিম্ উদ্ভিগ্ন পরাবৃত্তম্ ইত্যশঙ্ক্য আহ—নিদানম্ ইচ্ছন্ । নিদানং
যীয়ম্” আদিকারণম্ আত্মস্বরূপম্ ইচ্ছন্ । যথা বহুদেশাট্টনৈঃ ধিন্নঃ
পাশ্বঃ বিশ্রাষ্ট্য স্বগেহগমনম্ ইচ্ছতি তদ্বদ্ ইত্যর্থঃ । অত্র ঋতিঃ—
“অথ ইহতং পুরুষঃ স্বপিতি নাম তদ্ গৃহীত এব প্রাপো ভবতি । গৃহীতা
বাক্ গৃহীতং চক্ষুঃ গৃহীতং শ্রোত্রং গৃহীতং মন” ইতি । তত্ত্বসংস্কারাদি-
কৃতসংস্কারজ্ঞাতেন প্রজ্ঞানিতবিষয়ান্ স্বাপ্নান্ স্বপ্নদেহে অনুভূতান্ প্রোজ্ঞা-
ত্যক্তা । প্রত্যগাত্মপ্রবণং পরমাত্মসংযোগোন্মুখং তদ্ অগ্নিন্ আত্মনি
বিশ্রামং বিশ্রান্তিম্ অগাৎ । যথা মহাত্মপদর্শনাৎ কশ্চিৎ প্রবৃত্তঃ সামন্তো
বহির্দ্বারি সেনাসম্রাট্যং ত্যক্তা । দ্বিত্বৈঃ পার্শ্বদৈঃ সত প্রবিশতি তথা
তদ্বিপরীতানপি ত্যক্তা । কেবলম্ স্বরূপেণৈব সমক্ষং গচ্ছতি তদ্বদ্
ইত্যর্থঃ । অনেন মনসঃ প্রথমতঃ সৃষ্টিরেব উদ্ভিষ্টা স্বপ্নাবস্থা তু
বিধিবশাদ্ আন্তরালিকা এব উৎপন্ন ইত্যুক্তম্ ॥৭৫

(অনুবাদ) সেই সেই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল অন্তরে আকর্ষণ
করিয়া সেই সেই বিষয় সংস্কারযুক্ত হইয়া থাকে এবং বিষয়পরানু-
যায় নিজেই কারণীভূত আত্মস্বরূপ লাভ করিতে অভিলাষী হয় ও
জ্ঞান হইয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে । যাহা স্বপ্নদেহে অনুভূত
এবং সংস্কারসমূহের দ্বারা যাহার বিষয়সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ
স্বপ্নসকল ত্যাগ করিয়া প্রত্যগাত্মাতে উন্মুখ এই মনঃ আত্মাতে বিশ্রাম-
লাভ করিয়া থাকে ॥৭৫

অগ্নে ভোগঃ সুখাদেৰ্ভবতি নহু কুতঃ সাধনে মুচ্ছ্যমানে
 স্বাপ্নং দেহাস্তরং তদ্ব্যবহৃতিকুশলং নব্যমুৎপত্ততে চেৎ ।
 তৎসামগ্র্যা অভাবাৎ কুত ইদমুদিতং তন্ধি সাক্ষ্যিকং চেৎ
 তৎ কিং স্বাপ্নে রতাস্তে বপুষি নিপতিতে দৃশ্যতে শুক্রমোকঃ॥৭৬

অর্থঃ । ৭৬ । নহু সাধনে মুচ্ছ্যমানে অগ্নে সুখাদেঃ ভোগঃ কুতঃ ভবতি ?
 তদ্ব্যবহৃতিকুশলং স্বাপ্নং নব্যং দেহাস্তরম্ উৎপত্ততে চেৎ ? তৎসামগ্র্যাঃ অভাবাৎ কুত
 ইদম্ উদিতম্ ? তৎ হি সাংকলিকং চেৎ ? স্বাপ্নে রতাস্তে বপুষি নিপতিতে তৎ কিং
 শুক্রমোকঃ দৃশ্যতে ? । ৭৬

টীকা । ৭৬ । অথ পূৰ্ণপক্ষম্ উদ্ঘাট্য দৃঢ়ীকৃক্সন্ শ্লোকম্ আহ ।
 নহু আশঙ্কতে । সাধনে ভোগসাধনে স্থলশরীরে জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ
 মুচ্ছ্যমানে নিশ্চেষ্টতয়া পতিতে সতি স্বপ্নে স্বপ্নাবস্থায়াম্ সুখাদেঃ সুখ-
 দুঃখসাধকবিষয়ভোগঃ কুতঃ কস্মাদ্ ভবতীতি । অথ চেদেবং ক্রমে—
 স্বাপ্নং স্বপ্নসম্বন্ধে দেহাস্তরং তদ্ব্যবহৃতিকুশলং স্বাপ্নবিষয়ভোগকুশলং
 নব্যং নবীনম্ উৎপত্ততে তেন স্বাপ্নব্যবহারস্ত কিং প্রাপ্তেনৈব শরীরেণ

অনুবাদ । ৭৬ । জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত ভোগসাধন
 স্থল শরীর নিশ্চেষ্ট হইয়া পতিত হইলে স্বপ্নে সুখদুঃখাদি বিষয়ভোগ
 কোথা হইতে হইবে ? যদি বল, স্বপ্নসময়ে স্বপ্নবিষয়ভোগে নিপুণ
 নূতন একটা শরীর উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারা স্বপ্নব্যবহার হয়, পূৰ্ণ
 শরীরের দ্বারা নহে ; তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, স্বপ্নে নূতন
 শরীর উৎপন্ন হইবার কারণ পিতা মাতার শুক্রশোণিত নাই । যদি
 বল, অন্ত কোনরূপ সামগ্রী হইতে স্বপ্ন শরীর উৎপন্ন হইয়াছে ; তাহাও
 বলিতে পার না ; কারণ, স্বপ্নসময়ে জীবহবাসের পর শুক্রশালন
 বপ্নশরীরেই হউক, আগ্রহবস্থায় স্বপ্নশরীর পতিত হইলে স্থল শরীরে
 কি শুক্রচিহ্ন দেখা যায় না ? ৭৬

ভীত্যা রোদিত্যনেন প্রবদতি হসতি শ্লাঘতে নুনমস্মাৎ
 স্বাপ্নেহপাঙ্গেহমুবন্ধং ত্যজতি ন সহসা মুচ্ছিতেহ্যাস্তরাশ্মা ।
 পূৰ্ব্বং যে যেহমুভূতাস্তমুযুবতিহয় ব্যাভ্রদেশাদয়োহৰ্থাঃ
 তত্ত্বংসংস্কাররূপান্ * সৃজতি পুনরমুন শ্রিত্য সংস্কারদেহম্ ॥৭৭

অর্থঃ । ৭৭ । অন্তরাশ্মা ভীত্যা অনেন রোদিতি প্রবদতি হসতি শ্লাঘতে, নুনম্ অস্মাৎ
 স্বাপ্নে অপি অঙ্গে মুচ্ছিতে সহসা অনুবন্ধং ন ত্যজতি । পূৰ্ব্বং যে যে তমুযুবতিহয়-
 ব্যাভ্রদেশাদয়োঃ অর্থঃ অমুভূতাঃ, সংস্কারদেহং শ্রিত্য তত্ত্বংসংস্কাররূপান্ অমুন, পুনঃ
 সৃজতি । ৭৭

(টীকা) ইতি । তদাপ দুষরতি—তদিতি । তৎসামগ্র্যাঃ তন্ত স্বাপ্ন-
 দেহস্ত যা সামগ্রী পিত্রোঃ শুক্রশোণিতরূপা তস্তা অভাবাৎ কৃতঃ কস্মাৎ
 সামগ্র্যস্তরাদ্ উদিতম্ উৎপন্নম্ ? অসক্রপভূতাবেশত্বায়েন উৎপন্নম্ ইতি
 চেৎ ন । স্বাপ্নে রতাস্তে স্বপ্নে স্ত্রীভোগাস্তে শুক্রদ্রাবঃ স্বাপ্নে শরীরে
 এবাস্ত স তু পাতিতে বপুষি নিশ্চেষ্টে স্থলশরীরে কিমিতি দৃষ্টতে ?
 য়স্বাক্রপস্ত দেহস্ত সুরতাস্তেহপি যুযৈবাস্ত । সুরতাস্তাতিবাক্রকঃ শুক্র-
 দ্রাবঃ প্রাতঃ সত্যত্বেন কথমুপলভাতে ইত্যর্থঃ ॥৭৬

৭৭ । দুষণাস্তরমাহ—ভীত্যাতি । স্বপ্নোৎপন্নম্ দস্যব্যাভ্রাদিভীত্যা
 অনেন স্থলদেহেন কুত্বেব রোদিতি সাষ্টহাসং রোদনং কৰোতি ন স্বাপ্ন-
 শরীরেণ এব ইত্যর্থঃ । ন কেবলং রোদিতি । অনেন এব প্রবদতি
 যৎকিঞ্চৎ জল্পতি । তথা হসতি শ্লাঘতে অহং কৃতার্থঃ ইতি । এবং পূৰ্ব্ব-
 পক্ষম্ অমুভূত প্রাপ্তকৃতং পর্য্যবসিতম্ অর্থমাহ—নুনামিতি । নুনং নিশ্চয়েন

অনুবাদ । ৭৭ । অন্তরাশ্মা স্বপ্নে উৎপন্ন দস্য-ব্যাভ্রাদির ভয়বশতঃ
 এই স্থলশরীরের দ্বারাই রোদন করে, আলাপ করে, হাস্ত করে, স্বপ্ন-
 শরীরের দ্বারা নহে । এই কারণে স্বপ্নে স্থলদেহ মুচ্ছিত হইলেও
 অন্তরাশ্মা অকস্মাৎ তাহার সহিত সঘঙ্ক ত্যাগ করেন না । পূৰ্ব্ব

সকৌ জাগ্রৎস্বপ্নোত্তোরমুভববিদিতা স্বাপ্ন্যবস্থা দ্বিতীয়া

তত্রাত্মজ্যোতিরাস্তে পুরুষ ইহ সমাকৃষ্য সৰ্বেশ্রিয়ানি ।

সংবেশ্চ স্থলদেহং সমুচিতশয়নে স্বীয়ভাসাস্তরাশ্চ ‡

পশ্চান্ সংস্কাররূপানভিমতবিষয়ান্ যাতি তত্রাপি তদ্বৎ ॥৭৮

অর্থঃ । ৭৮ । জাগ্রৎস্বপ্নোঃ সকৌ অমুভববিদিতা স্বাপ্নী দ্বিতীয়া অবস্থা, তত্র ইহ সৰ্বেশ্রিয়ানি সমাকৃষ্য পুরুষঃ আত্মজ্যোতিঃ আস্তে । অস্তরাশ্চ স্থলদেহং সমুচিত-
শয়নে সংবেশ্চ স্বীয়ভাসা সংস্কাররূপান্ অভিমতবিষয়ান্ পশ্চান্ তত্র অপি তদ্বৎ যাতি ॥৭৮

(টীকা) অন্বাং হেতোঃ অস্তরাশ্চা স্বাপ্নেপি অঙ্গে স্থলদেহে মূচ্ছিতেহপি
সহসা অমুবন্ধঃ সঙ্কল্পঃ ন ত্যজতি । অথ সোহমুবন্ধঃ পূৰ্ব্বং ত্বয়ৈব
নিরাকৃতঃ কথং হৃদানীম্ অমুবন্ধঃ প্রোচ্যতে ইত্যশঙ্কাহ—পূৰ্ব্বমিতি ।
পূৰ্ব্বম্ অনাদিজাগ্রদবস্থাহ য়ে য়ে অর্থাঃ পদার্থাঃ অমুভূতাঃ তে কে ?
তদ্ব্যবতীহয়ব্যাজ্ঞাদেশদয়ঃ । তদ্ব্যঃ শরীরং, যুবতিঃ স্ত্রী স্বকীয়া পরকীয়া
বা, হয়োহবঃ, প্রয়াগনিমিত্তং ব্যাজ্ঞো ভয়নিমিত্তং দেশঃ কাশ্যাদিপ্রদেশঃ,
আদিশব্দাং অগ্নেহপি বিষয়াঃ ; তেষাং পূৰ্ব্বম্ অমুভূতানাম্ যঃ সংস্কারঃ
স এব রূপং স্বরূপং যেষাং তে তথাবিধান্ অমু শরীরাদিবিষয়ান্ তদমু-
রূপানেব পুনঃ সৃজতি । স এব বিষয়াঃ সংস্কাররূপত্বেন ভাসন্ত ইত্যর্থঃ ।
অপাস্তরাশ্চা কিং সৃজতি ইত্যাহ । সংস্কারদেহং লিঙ্গদেহং শ্রিত্য তমধিষ্ঠায়
তস্মিন্ দেহে সৰ্কে সংস্কারাঃ উদ্ভূত্বাঃ সন্তঃ তত্তদ্বিষয়াকারেণ পরিণমন্তি
ইত্যর্থঃ ॥৭৭

(অমুবাদ) জাগ্রদবস্থায় শরীর, যুবতী স্ত্রী, অথ, ব্যাজ, দেশ প্রভৃতি
যে সকল পদার্থ অমুভূত হইয়াছে, আত্মা লিঙ্গশরীরকে আশ্রয় করিয়া
সংস্কারমূরূপ সেই সেই পদার্থ সকল সৃষ্টি করেন ॥৭৭

৭৮ । জাগ্রৎ ও স্বপ্তি অবস্থার সন্ধিতে সকলের অমুভবসিদ্ধ

‡ স্বীয়ভাসা পরাশ্চা ইতি পাঠান্তরম্ ।

রক্ষন্ প্রাণৈঃ কুলারং নিজশয়নগতং স্বাসমাজ্জাবশেষৈঃ
মা ভূচ্ প্রেতকল্লাকৃতিকম্বিতি পুনঃ সারমেয়াদিভক্ষ্যাম্ ।
স্বপ্নে স্বীয়প্রভাবাৎ সৃজতি হয়রধান্ নিয়গাঃ পঞ্চলানি
ক্রীড়াস্থানান্তনেকান্তপি সূহৃদবলাপুত্রমিত্রানুকারান্ ॥৭৯

অর্থঃ । ৭৯ । স্বাসমাজ্জাবশেষৈঃ প্রাণৈঃ নিজশয়নগতং কুলারং রক্ষন্ প্রেতকল্লা-
কৃতিকং পুনঃ সারমেয়াদিভক্ষ্যাম্ মা ভূচ্ ইতি স্বপ্নে স্বীয়প্রভাবাৎ হয়রধান্, নিয়গাঃ
পঞ্চলানি, অনেকানি ক্রীড়াস্থানানি, সূহৃদবলাপুত্রমিত্রানুকারান্ অপি সৃজতি । ৭৯

টীকা । ৭৮ । অথ প্রত্যুক্তরূপাম্ অর্থপ্রক্রিয়াঃ নিরূপয়তি ।
জাগ্রৎস্বপ্নয়োঃ অবস্থয়োঃ সঙ্ঘৌ অমুভবসিদ্ধা স্বাপ্নৌ দ্বিতীয়াবস্থা তত্র
তত্ত্বাম্ অবস্থায়াম্ ইহ স্বরূপে সৰ্ব্বেন্দ্রিয়গণি সমাকৃষ্টা পুরুষোহস্তরাত্মা
আত্মজ্যোতিঃ আন্তে ইন্দ্রিয়াভাবাৎ তত্ত্বাম্ অবস্থায়াম্ যদিষয়গ্রহণং
তদাত্মজ্যোতিত্বৈব সম্পাদয়তি ইত্যর্থঃ । নহু তদা স্থূলদেহস্ত কা গতিঃ
ইত্যত আহ । স্থূলদেহং সমুচিতশয়নে যথাপ্রাপ্তনিদ্রাস্থলে সংবেশ
প্রসারিতং হস্তপাদাদি নিবেশ্য তথা স্বীয়ভাসা স্বসামর্থ্যেন স্বাপ্নদেহান্
সংস্কাররূপান্ সমুচিতেন্দ্রিয়গণং নির্মায যত্র কুত্রাপি অভীষ্টস্থানে তদ্বৎ
সংস্কাররূপেণ এব যাতি বিচরতি ॥৭৮

৭৯ । পূর্বলোকে দেহং বিসৃজ্য যাতি ইত্যুক্তং, জীবৎ অজীবদ্

(অমুবাদ) অবস্থাকে দ্বিতীয়া স্বাপ্নৌ অবস্থা বলে । সেই অবস্থায়
আত্মজ্যোতিঃ পুরুষ নিজস্বরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া অবস্থান
করেন । তখন অস্তরাত্মা স্থূলদেহকে উপযুক্ত শয্যাতে স্থাপন করিয়া
স্বীয় প্রকাশের দ্বারা সংস্কাররূপে বর্তমান অভীষ্ট বিষয়সমূহ দর্শন করেন
এবং অভীষ্টস্থানে সংস্কাররূপে বিচরণ করেন । ৭৮

৭৯ । আত্মা কেবল স্বাসাবশিষ্ট প্রাণসমূহের দ্বারা নিজ শয্যায়
নিদ্রিত শরীরকে রক্ষা করিয়া এই শরীর প্রেততুল্যমুষ্টি ও কুহুরাদি

মাতঙ্গব্যাভ্রদম্ম্যবিষদ্বরগকপীন্ কুত্রচিৎ প্রেরসীতিঃ
 ক্রীড়ন্তে হসন্ বা বিহরতি কুহচিৎমিষ্টমস্মাতি চান্নম্ ।
 ব্লেচ্ছং প্রাপ্তবানস্ম্যহমিতি কুহচিচ্ছঙ্কিতঃ স্বীয়লোকাৎ
 আস্তে ব্যাভ্রাদিভীত্যা প্রচলতি কুহচিদ্ভোদিতি গ্রস্তুমানঃ ॥৮০

অর্থঃ । ৮০ । [তথা] মাতঙ্গব্যাভ্রদম্ম্যবিষদ্বরগকপীন্ [সৃজতি], কুত্রচিৎ
 প্রেরসীতিঃ ক্রীড়ন্ আস্তে, হসন্ বা বিহরতি, কুহচিৎ মিষ্টম্ অন্নঃ অস্মাতি ? অহং
 ব্লেচ্ছং প্রাপ্তবান্ অস্মি ইতি কুহচিৎ স্বীয়লোকাৎ শঙ্কিতঃ আস্তে, কুহচিৎ ব্যাভ্রাদিভীত্যা
 প্রচলতি, কুহচিৎ গ্রস্যমানঃ ভোদিতি চ । ৮০

(টীকা) বা বিসৃজতি? জীবৎ চেৎ, তর্হি কথং অব্যাপারম্, অজীবৎ চেৎ,
 তর্হি কথং স্বাসাদ্যুপেতম্ ইত্যশঙ্ক্য শ্লোকঘটনে উত্তরমাহ । নিজশয়ন-
 গতং কুলায় শরীরং প্রাণৈঃ কৃষ্য রক্ষন্ যত্র কুত্রাপি যাতি ইতি পূর্বেণ
 অর্থঃ । তর্হি তত্র ক্ষুৎপিপাসাদিপ্রাণকৃত্যং কথং ন দৃশ্যতে ইত্যশঙ্ক্যাহ ।
 কিস্তুতৈঃ প্রাণৈঃ ? স্বাসমাত্রাবশেষৈঃ, স্বাসমাত্রম্ অবশিষ্টং যেষাং তৈঃ ।
 ন হি প্রয়োজকব্যতিরেকেণ প্রাণাঃ কৰ্ম্ম কুরন্তি । অথ তদ্রক্ষণে হেতুমাহ ।
 তৎ পুনঃ শরীরং প্রেতকল্পাকৃতকং মাভূদিতি । অথ আস্তাং তথাত্মমিতি
 চেৎ, তত্র বাধকমাহ । সারমেয়াদিভক্ষ্যং মা ভূদিতি । নিজীবস্য
 গন্ধগ্রহাণাং সারমেয়াদীনাং স্বাপদাদীনাং ভক্ষ্যং মাভূদিতি । অথ
 পূর্বশ্লোকে স্বাপ্নদেহান্ নির্দ্যায় ইত্যুক্তং তত্র তদর্থপ্রতিপাদকত্বত্যাৎ
 দর্শয়তি । স্বপ্নে স্বীয়প্রভাবাৎ স্বসামর্থ্যাৎ ইয়রথান্, নিয়গা নদীঃ,
 পৰ্ব্বলানি দৈবসংকিতোদকানি তথা অনেকানি ক্রীড়াস্থানানি তথা স্বহৃদ-
 বলাপুত্রমিত্রাভুকারাংশ্চ সৃজতি । অহুকারশব্দেন প্রাক্ উক্তসংস্কারোৎ-
 পন্নান্ ইত্যর্থঃ ॥১০

(অনুবাদ) জীবের ভক্ষ্য নাই হউক—এইরূপ বিবেচনা করিয়া স্বপ্নে
 নিজ প্রভাবে সংস্কাররূপ স্বপ্ন, স্বপ্ন, নদী, জলাশয়, অনেকবিধ ক্রীড়াস্থান,
 স্বহৃৎ, জ্বী, পুত্র, মিত্র প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥১০

টীকা। ৮০। মাতঙ্গৈতি। তথা মাতঙ্গব্যাঙ্গদহ্মাষিভূরগকপীংস্
স্বজতি। তথা কুত্রাপি অহং ব্রহ্মণঃ সন্ স্নেহঃ প্রাপ্তবানিতি স্বীয়-
স্বহঃস্রোকাৎ শঙ্কিত আশ্বে। “অপ্নে শূদ্রত্বমাপন্নঃ” ইত্যাদি বাসিষ্ঠোক্তেঃ।
তথ্য! কুত্রচিদ্ ব্যাঙ্গাদিভীত্যা প্রচলতি পলায়নং কৰোতি। পলায়ন-
সমর্থোহপি ব্যাঙ্গাদিনা গ্রস্যমানঃ সন্ রোদিতি ক্রন্দতে। উক্তার্থ-
নিরূপকাঃ ক্রমেণ শ্রুতয়ঃ। “স যত্রায়ং স্বপিতি ইত্যস্যা সৰ্ব্বাবতো
মাত্ৰামালয় স্বয়ং নিহত্য স্বয়ং নির্দ্বায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা
স্বপিতি ইত্যাত্মায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি ন তত্র রথা ন রথযোগ্যা
পস্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগ্যান্ পথঃ স্বজতে ন তত্রানন্দা মূদঃ
প্রমূদো ভবন্তি অথ আনন্দান্ মূদঃ প্রমূদঃ স্বজতে ন তত্র বেশান্তাঃ
অবন্তীঃ পুরুষিণীঃ স্বজতে স হি কৰ্ত্তা তথা প্রাণেন রক্ষন্ শরীরং
কুলায়াং বহিঃ কুলায়াং অপরতশ্চরিত্বা তথা স্বপ্নাক্ত উচ্চাবচমীচমানে
রূপাণি দেবঃ কুরুতে বহুনি। উতৈব জ্ঞীভিঃ সহ মোদমানো জঙ্ঘদুতৈ-
বাপি ভয়ানি পশুন” ইত্যাদি। ভাষ্কং—স জীবঃ যত্র যদা স্বপিতি নিদ্রাং
করোতি তদাস্য সৰ্ব্বাবতঃ সৰ্বম্ অবতি রক্ষতি ইতি সৰ্ব্বাবান্ তস্য
সৰ্ব্বাবতঃ পরমাত্মনো মাত্ৰাম্ একদেশমাদায় গৃহীত্বা স্বয়ং নিহত্য স্বতঃ
এব স্বেপ্ত্যবস্থাং ত্যক্ত্বা তথা মায়িকং বাসনাময়ং স্বপ্নদেহং স্বয়ং নির্দ্বায়
স্বেন স্বয়া ভাসা স্বসামর্থ্যেন স্বেন জ্যোতিষা স্বপ্রকাশেন স্বপিতি।

অনুবাদ। ৮০। সেইরূপ আত্মা স্বপ্নে হস্তী, ব্যাঙ্গ, দহ্মা, শক্র,
সৰ্প, বানর প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। জীব কোথায়ও প্রেমসৌগণ্ডের
সহিত ক্রীড়া করিতেছে; হস্ত করত ভ্রমণ করিতেছে; কোথায়ও বা
মিষ্ট অন্ন ভোজন করিতেছে; কখনও বা আমি ব্রাহ্মণ হইয়া স্নেহ
প্রাপ্ত হইয়াছি—এইরূপে স্বীয় বহুলোক হইতে ভীত হইতেছে; কখন
ব্যাঙ্গাদিভয়ে পলায়ন করিতেছে এবং ব্যাঙ্গাদিকৰ্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া
রোদন করিতেছে। ৮০

যো যো দৃগ্গোচরোহর্থো ভবতি স স তদা তদগতাস্বরূপা-
বিজ্ঞানোৎপত্তমানঃ স্মরতি ন তু তথা শুক্তিকাজ্ঞানহেতুঃ ।
রৌপ্যাভাসো মূষৈব স্মরতি চ কিরণাজ্ঞানতোহস্তো ভুজ্জঙ্গো
রজ্জ্বজ্ঞানান্নিমেষঃ সুখভয়কুদতো দৃষ্টিমৃষ্টং কিলেদম্ ॥৮১

অর্থঃ। ৮১। যঃ যঃ অর্থঃ দৃগ্গোচরঃ ভবতি সঃ সঃ তদা তদগতাস্বরূপা-
বিজ্ঞানোৎপত্তমানঃ স্মরতি, ন তু তথা শুক্তিকাজ্ঞানহেতুঃ রৌপ্যাভাসঃ মূষা এব স্মরতি চ,
কিরণাজ্ঞানতঃ অস্তঃ, রজ্জ্বজ্ঞানাৎ ভুজ্জঙ্গঃ নিমেষঃ সুখভয়কুৎ, অতঃ ইদং "কিল
দৃষ্টিমৃষ্টম্। ৮১

(টীকা) অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি । তত্র তস্মিন্ স্বপ্নসময়ে ন
রথাঃ সন্তি ন রথযোগ্যা অস্বাদয়ঃ ন পস্থানো রথমার্গাঃ সন্তি । পরন্তু
অসৌ রথান্ রথমার্গান্ পথঃ সৃজতি তথা ন তত্রানন্দাঃ সুখবিশেষা মুদঃ
সুদ্রানন্দাঃ প্রমুদঃ পুত্রাদিলাভহর্ষাচ্চ পরন্তু অয়মানন্দাদীন সৃজতি
তথা ন তত্র বৈশাখ্যঃ পঙ্কলানি ন স্রবস্ত্যা নন্তঃ সন্তি ন পুষ্করিণাঃ
সরাংসি ন তড়াগানি সন্তি পরন্ত্বেষ বৈশাখ্যাদি সর্বং সৃজতে কঃ সৃজতে
স হি কর্তা অস্তুরাত্মা অথ দৈনন্দিনঃ স্বপ্নদশায়াং প্রাণেন পঞ্চবুত্তিনা
কৌ লীয়তে তৎকুলায়ং শয়নভূমৌ সন্নিবিষ্টঃ শরীরং রক্ষন্ সন্ অত্রথা
মৃতজ্ঞান্ভিঃ স্ত্রাৎ স্বয়ং অমৃতঃ অমরগন্ধর্বা কুলায়াং বহিচ্চরিত্বা শরীরাস্ত-
র্গতোহপি আকাশবৎ বাহ্যেহপি বসন্ তত্র কামং যথাকামং ভিন্নপদং
বা যত্র যত্র কামো বিবর্ষেয উৎপত্ততে তং তং কামং সংস্কাররূপেণ ঈয়তে
গচ্ছতি অথ স্বপ্নান্ত ইতি । ততঃ স্বপ্নান্তে স্বপ্নাবসরে উচ্চাবচং দেহ-
মীয়মানঃ প্রাপ্যমানঃ উচ্চঃ দেবাদি অবচং তির্ধ্যগাদি যথাসংস্কার-
সামগ্র্যাকুরূপং দেহং গম্যমানঃ দেবঃ প্রকাশাত্মা বহুনি রূপাণি অসংখ্যানি
বাসনারূপাণি নিবর্তয়তি তদেবাহ । উঠেব যথা বাসনং জীতিঃ
সহ মোদমানঃ উঠেব জ্ঞানদিব হসন্তি উঠেবাণি ভয়ানি ব্যাভ্রাত্য-
পন্নানি পশ্চতি ॥৮০

জীক। ৮১। অথ আগ্রদবহ্নয়াং দৃষ্টিফটপকং নিরুপয়তি ।
 আগ্রদবহ্নয়ঃ স্মে বোহবঃ পদার্থঃ নৃপত্তপক্ষিত্ব্যগাদিরূপো নৃপ্গোচরো
 দৃষ্টিবিষয়ো ভবতি স পদার্থঃ । তদা তদ্বর্ননসময়ে তদগতাত্মস্বরূপা-
 বিজ্ঞানোৎপন্ন এব ক্ষুরতি তচ্ছব্দেন পূর্বোক্তঃ পদার্থঃ তদ্ব্যগতঃ
 যস্মিন্ অন্তর্ধ্যামিষ্মেন স্থিতং যদাত্মস্বরূপং তস্তাবিজ্ঞানম্ অজ্ঞানং তস্মাদুৎ-
 পত্তমান এব ক্ষুরতি নৃপ্গোচরীভূতপদার্থোৎপত্তৌ অধিকরণজ্ঞানমেব
 কারণমিত্যর্থঃ । এতদেব দৃষ্টান্তেন দ্রষ্টয়তি । যথা রৌপ্যভাসঃ
 শুক্তিকাহজ্ঞানহেতুর্দৃষ্টে শুক্তিকার্য্যঃ অজ্ঞানমেব হেতুঃ কারণং যন্ত,
 শুক্ত্যজ্ঞানেন উৎপাদিতো রজতভাসঃ ইদং রজতমিত্যাকারেণ ক্ষুরতি,
 তদ্বৎ আত্মাহজ্ঞানেন পদার্থাকারঃ ক্ষুরতি । যতঃ সূক্ষ্মৌ আত্মাকারান্তঃ-
 করণবৃত্তৌ সত্যং পদার্থমাত্রং ন ক্ষুরতি চ পরং কিরণজ্ঞানতো
 মরীচ্যজ্ঞানাৎ যুগজলোৎপত্তিঃ তথা রজ্জজ্ঞানাৎ ভুজ্জ্বলোৎপত্তিঃ এবং
 প্রাতিভাসিকোহপি পদার্থঃ নিমিষং নিমেষসময়ং যাবৎ স্থব্রভয়কৃতং
 ভবতি । দরিদ্রস্ত পিপাসাদ্বিতস্ত চ রৌপ্যমরীচাদ্বদর্শনাৎ আত্মাসনে
 স্থং ভবতি । তথৈব ভুজ্জদর্শনাৎ ভয়ং ভবতি । তথা চ
 প্রাতিভাসিকস্তাপি পদার্থস্ত ঈষৎকার্য্যাকমত্রং দৃষ্টমন্তি । তদ্বৎ প্রকৃতে-
 হপি ক্ষণিকস্থত্বত্বোৎপত্তেঃ শব্দত্বমন্তি ইত্যর্থঃ । অতঃ ইদং পদার্থ-

অনুবাদ । ৮১। যে যে পদার্থ আমাদের নয়নগোচর হয়, সেই
 সেই পদার্থগত আত্মস্বরূপের অজ্ঞানবশতঃ সেই সেই পদার্থ উৎপন্ন হইয়া
 প্রতিভাসমান হয় । যেমন শুক্তিকার অজ্ঞান বাগার কারণ এইরূপ
 বিখ্যারজত প্রতীত হয়, কিন্তু সূক্ষ্মপ্তিতে সেরূপ প্রকাশ পায় না ।
 কিরণের জ্ঞান না থাকায় জল বলিয়া বোধ হয় এবং তাহার দ্বারা
 কণকাল হুহুভব হয় এবং রজ্জুর অজ্ঞানবশতঃ সর্প প্রতীত হয় এবং
 তজ্জাত কণকাল ভয় হয়, অতএব এই বিশ্ব দর্শনযাত্রেরই ফট্ট চটয়া
 থাকে । ৮১

মায়াধ্যাসাশ্রয়েণপ্রবিততমখিলং যন্ময়া তেন মংস্থান-
শ্চেতাশ্চেতেষু নাহং যদপি হি রজতং ভাতি শুক্লো ন রৌপ্যো ।
শুক্ল্যাংশস্তেন ভূতান্ধপি ময়ি নিবসন্তীতি বিশ্বগ্বিনেতা
প্রাহান্মাদু দৃশ্যজাতং সকলমপি যুবৈবেজ্জালোপমেয়ম্ ॥৮১॥

অর্থঃ । ৮১ । যৎ মায়াধ্যাসাশ্রয়েণ ময়া অখিলং প্রবিততং, তেন এতানি মংস্থানি
এতেষু অহং ন, যৎ অপি শুক্লো রজতং, ভাতি রৌপ্যো শুক্ল্যাংশঃ ন, তেন ভূতানি অপি ময়ি
নিবসন্তি ইতি বিশ্বব্বিনেতা প্রাহ, অন্মাৎ সকলম্ অপি ইজ্জালোপমেয়ঃ যুষা এব । ৮১

(টীকা) জাতং কিলেতি নির্দ্ধারণে দৃষ্টিস্বষ্টং দর্শনকালে এষ্ স্বষ্টং, পরন্তু
দৃঢ়সংস্কারানুবন্ধেন জায়তে । যথ উল্লুকে ভ্রাম্যমাণে পরিধিরূপং
তেজো গোচরীভবতি নোন্মুকং ভবতীত্যর্থঃ ॥৮১॥

৮২ । অথ উক্তার্থে ভগবদ্বাক্যং সংবাদয়ন্ আহ । যদি অন্মাৎ
কারণাৎ মায়ারূপো যোহয়ম্ অধ্যাসঃ আরোপঃ তন্তু আশ্রয়ীভূতেন
ময়া অখিলং বিশ্বজাতং নামরূপাত্মকং প্রবিততং বিস্তারিতং তেন
কারণেন এতানি ভূতানি মংস্থানি মদাশ্রয়বর্তীনীতি প্রতীয়তে
পরন্তু এতেষু ভূতেষু অহং নাস্মি অসঙ্কোহহং ন বর্তে । নহু কারণং হি
স্বকার্যম্ অভিব্যাপ্য তিষ্ঠতীতি প্রসিদ্ধিরস্তুি কথমুক্তং তেষু নাহম্
ইত্যাপেক্ষ্য দৃষ্টান্তেন উত্তরয়তি—যদপীতি । যতপি শুক্লো রজতং ভাতি
পরন্তু রৌপ্যো শুক্ল্যাংশো ন দৃশ্যতে, অথ যদি দৃশ্যতে, তর্হি ভ্রম এব ন

অনুবাদ । ৮২ । [এ বিষয়ে ভগবদ্গীতাবাক্য প্রমাণস্বরূপ
বলিতেছেন—] যেহেতু আমি মায়ারূপ অধ্যাসকে আশ্রয় করিয়া এই
নামরূপাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব এই সকল প্রাণী আমাতে
বর্তমান আছে, কিন্তু আমি তাহাতে নাই । কারণ, শুদ্ধিতে রজত
প্রভীত হয়, রজতে শুক্লির অংশ প্রকাশ পায় না । অতএব এই সকল
প্রাণী আমাতে বাস করে, ইহা জগদ্গুরু শ্রীবাণবেন্দ্র কৃষ্ণ বলিয়াছেন ।
সুতরাং সমস্ত দৃশ্যপদার্থ ইজ্জালতুল্য মিথ্যাই ॥৮২॥

অথ কর্মমীমাংসাপ্রকরণম্ ।

হেতুঃ কৰ্মৈব লোকে সুখতদিতরয়োরেবমজ্ঞো বিদিত্বা

মিত্রং বা শত্রুরিথং ব্যবহরতি যুবা যাজ্ঞবল্ক্যার্হভাগো ।

• যৎ কৰ্মৈবোচতুঃ প্রাগ্ জনকনৃপগৃহে চক্রতুস্তৎপ্রশংসাং

বংশোত্তংসো যদুনামিতি বদতি ন কোহপ্যত্র তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মা ॥৮৩

অুবয়ঃ । ৮৩ । লোকে কর্ম এব সুখতদিতরয়োঃ হেতুঃ—এবং বিদিত্বা অজ্ঞঃ মিত্রং বা শত্রুঃ ইথং যুবা ব্যবহরতি, যাজ্ঞবল্ক্যার্হভাগো প্রাগ্ জনকনৃপগৃহে যৎ কর্ম এব উচতুঃ, তৎপ্রশংসাং চক্রতুঃ । যদুনাং বংশোত্তংসঃ—ন কঃ অপি অত্র অকর্ম্মা তিষ্ঠতি ইতি বদতি । ৮৩

(টীকা) শ্রী ৭ তেন কারণেন ময়ি ভূতানি আরোপিতানি পরন্তু এতেষু নাহমিত্যর্থঃ—ইতি বিষয়িনেতা জগদ্বন্ধুরঃ শ্রীযাদবেন্দ্র আঃ । তস্মাৎ কারণাৎ সকলমপি দৃশ্যজাতং যুযৈব । কিছুতম্ ইন্দ্রজালোপমেয়ম্ ইন্দ্রজালবহুপমীয়তে তৎ । তদুক্তং ভগবতা—

“ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমুদ্ভিনা ।

মংস্থানি সর্বভূতানি ন চাৎ তেষবস্থিতঃ” ॥৮২

৮৩ । অথ কর্মমীমাংসাপ্রকরণং ব্যাখ্যায়তে । তত্র সর্বপ্রাণিনাং সদস্যফলহেতুঃ কৰ্মৈব অস্বীতি নিরূপয়তি । লোকে জীবলোকে সুখ-তদিতরয়োঃ কারণং কৰ্মৈব নাগ্ৰং, এবম্ উক্তপ্রমেয়ম্ অবিদিত্বা অজ্ঞো জ্ঞানহীনো অজ্ঞঃ মিত্রং শত্রুর্বা ইথং যুযৈব ব্যবহরতি মিত্রং সুখহেতুঃ, শত্রুর্দুঃখহেতুঃ ইথম্ অভিনিবিষ্টঃ সন্ ব্যবহরতীত্যর্থঃ । যদি অস্মাৎ

অমুবাদ । ৮৩ । এই সংসারে সুখ ও দুঃখের কারণ একমাত্র কর্ম, অজ্ঞলোক ইহা অবগত হইয়া মিত্র অথবা শত্রু এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে । পূর্বকালে জনকরাজার গৃহে যাজ্ঞবল্ক্য ও আর্হভাগ কর্ম্মকে কারণ বলিয়াছেন এবং কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন । যদুবংশা-বতংস শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—এই সংসারে অকর্ম্মা কোন লোক নাই । ৮৩

বৃক্ষচ্ছেদে কুঠারঃ প্রভবতি যদপি প্রাণিনোত্তস্তথাপি
 প্রায়েহন্নং তৃপ্তিহেতুস্তদপি নিগদিতঃ কারণং ভোক্তৃষত্বঃ ।
 প্রাচীনং কৰ্ম তদ্বদবিষমসমফলপ্রাপ্তিহেতুস্তথাপি
 স্বাতন্ত্র্যং নশ্বরেহস্মিন্ ন হি খলু ঘটতে প্রেরকোহস্তান্তরাঙ্গা ॥৮৪

অর্থঃ । ৮৪ । যৎ অপি বৃক্ষচ্ছেদে কুঠারঃ প্রভবতি তথাপি প্রাণিনোত্তঃ, প্রাণঃ .
 অন্নং তৃপ্তিহেতুঃ তদপি ভোক্তৃষত্বঃ কারণং নিগদিতঃ, তদ্বৎ প্রাচীনং কৰ্ম [যজ্ঞপি]
 বিষমসমফলপ্রাপ্তিহেতুঃ, তথাপি অস্মিন্ নশ্বরে স্বাতন্ত্র্যং ন হি ঘটতে, অন্তরাঙ্গা খলু অস্ত
 প্রেরকঃ । ৮৪

(টীকা) কারণং প্রাক্ পূৰ্ব্বং যাজ্ঞবল্ক্যার্ভভাগো জনকগৃহে যজ্ঞমণ্ডপে
 ঋশ্বৈব উচতুঃ তথা তচ্ছব্দেন কৰ্ম তসৈব প্রশংসাং চক্ৰতুঃ, ন কেবলং
 তাবেব প্রশংসতুঃ বদনাং বংশোক্তংসঃ শ্রীকৃষ্ণোহপি বদতি স্মরতি ইতি
 কিম্ অস্মিন্ন্লোকে কোহপ্যকথা ন তিষ্ঠতীতি । তদুক্তং গীতায়—

“ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃতং ।

কাৰ্য্যতে হবশঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈরিতি” ॥৮৩

৮৪ । অথ পূৰ্ব্বগ্রহে যজ্ঞপি কৰ্ম্মণঃ প্রশংসা কৃত্য, তথাপি কেবলস্য
 কৰ্ম্মণো ন ফলদানসামৰ্থ্যং, কৃতঃ, অচেতনত্বাৎ কিন্তু ঈশ্বরপ্রেরিতস্যোতি
 সদুপাস্তমাহ—যদপি যদ্যপি বৃক্ষচ্ছেদে কুঠারঃ প্রভবতি সমর্থো ভবতি,
 তথাপি স প্রাণিনোদ্যঃ প্রাণঃ অস্যা অস্তীতি প্রাণী জীবৎপুৰুষঃ তেন

অনুবাদ । ৮৪ । যজ্ঞপি কুঠার বৃক্ষচ্ছেদনে সমর্থ, তথাপি তাহা
 প্রাণীর দ্বারা প্রেরিত হইয়া থাকে । যদিও অন্ন প্রায়ই তৃপ্তির কারণ
 হয়, তথাপি ভোক্তার যত্ন তাহার কারণ বলিয়া কথিত হয় । পূৰ্ব্বজন্ম-
 কৃত কৰ্ম্ম যদিও সম্য ও বিষম উভয়বিধ ফলপ্রাপ্তির হেতু, তথাপি বিনাশী
 কৰ্ম্মের ফলদানবিষয়ে স্বতন্ত্রতা নাই ; কারণ, চেতন অন্তরাঙ্গাই অচেতন
 কৰ্ম্মের প্রেরক ৮৪

স্বত্যা লোকেষু বর্ণাশ্রমবিহিতমদো নিত্যকাম্যাদি কৰ্ম
সৰ্বং ব্রহ্মার্পণং স্তাদিতি নিগমগিরঃ সঙ্গিরন্তেহতিরম্যম্ ।
যন্নাসানেত্রজিহ্বাকরচরণশিরঃশ্রোত্রসস্তূৰ্গণেন
ভূয়োদেভ্যেব সাক্ষাৎ তরুরিব সকলো মূলসস্তূৰ্গণেন ॥৮৫

অর্থঃ । ৮৫ । লোকেষু স্বত্যা বর্ণাশ্রমবিহিতম্ অদো নিত্যকাম্যাদি কৰ্ম সৰ্বং
ব্রহ্মার্পণং স্তাৎ ইতি নিগমগিরঃ অতিরম্যঃ সংগিরন্তে, যৎ মূলতূৰ্গণেন সকলতরুঃ ইষ
নাসানেত্রজিহ্বাকরচরণশিরঃশ্রোত্রসস্তূৰ্গণেন সাক্ষাৎ অদী এব ভূয়োৎ । ৮৫

(টীকা) নোদ্যঃ প্রেধ্যমাণ এব ভবতি ন স্বাতন্ত্র্যেণ ইত্যর্থঃ । অথ
পুনর্দৃষ্টাস্তমাহ প্রায় ইতি । অন্নঃ প্রায়ো নিশ্চয়েন তৃপ্তির্হেতুর্ভবত্যেব
তথাপি ভোক্তৃযত্নঃ পচনভোজনক্রিয়ারূপঃ কারণং যস্য নিগদিতঃ ।
অথ যদর্থঃ দৃষ্টাস্তদ্বয়মুক্তং তদাহ—প্রাচীনামতি । তদ্বৎ উক্তদৃষ্টাস্তবৎ
প্রাচীনং কৰ্ম প্রাগ্জন্মকৃতং কৰ্ম যদ্যপি সমাবিষমফলহেতুর্ভবতি, তথাপি
অগ্নিন্ নদ্বরে কৰ্ম্মণি ফলদানে স্বাতন্ত্র্যং ন হি ঘটতে, কিন্তু তৎ-
প্রেরকোহস্তরাত্মা ভবতি । অন্নমর্থঃ—ক্রিয়মাণং সদস্য কৰ্ম্ম তদেব নশ্রুতি,
তদ্বদ্ব্যর্থরূপেণ আত্মনি তিষ্ঠতি, তদ্বদাত্মনা প্রেরিতং সৎ ভোগাহুকূলং
ভবতি, ফলভোগস্ত কৰ্ম্মসাক্ষিণা ঈশ্বরেণ প্রেরিতস্য অবিদ্যায়া দেহাভি-
মানিনঃ জীবৈস্যেব সম্ভবতীতি । “পুণ্যঃ পুণ্যেন কৰ্ম্মণা ভবতীতি পাপঃ
পাপেনেতি” হি শ্রুতেঃ । তদুক্তং উপসংহৃত্য—

“কার্য্যকারণকর্ষুযে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ স্বখদুঃখানাং ভোক্তৃযে হেতুর্কচ্যতে ॥” ইতি ৮৬

৮৫ । ক্ষুদ্রদেবতারাদনমপি ব্রহ্মার্পণমেব ভবতীত্যাহ । লোকেষু
মহুত্ত্বলোকেষু স্বত্যা বর্ণাশ্রমক্রমেণ যৎ নিত্যকাম্যাদি কৰ্ম্ম বিহিতং, তৎ

অনুবাদ । ৮৫ । মহুত্ত্বলোকে শ্রুতিশাস্ত্র দ্বারা যে নিত্য, কাম্য
প্রভৃতি পঞ্চবিধ কৰ্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সেই সমুদায় ব্রহ্মেই অর্পিত

(১) সৰ্বং নিষিদ্ধব্যতিরেকেণ পঞ্চবিধং ব্রহ্মার্চনম্বেব স্যাদিতি নিগমগিরঃ অতিভারতম্যাং যুক্তিযুক্তং সঞ্জিরন্তে । যদ্যপি কৰ্ত্তারঃ স্ফাতিসঙ্কানাং অন্তদেবতৌদ্দেশেন কৰ্ম কুৰ্বন্তি তথাপি ব্রহ্মার্চনম্বেব । কৰ্ত্তারন্ত তত্ত্ববাসনাভিঃ লিপ্যন্তে । তত্র ষড়্ভূতানি কৰ্ম্মাণি অভিহিতানি, নিত্যানি অকরণে প্রত্যাবায়সাধনানি সঙ্ক্যাবন্দনাদীনি । কাম্যানি ইষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্ঠোমাদীনি । নৈমিত্তিকানি পুত্রলক্ষ্মাদাহুবন্ধীনি জাভেষ্ঠাদীনি । প্রায়শ্চিত্তানি পাপক্ষয়সাধনানি । প্রতিষিদ্ধানি হিংসাদীনি । তত্র নিত্যাদীনাম্ বুদ্ধিভক্তিঃ পরমং প্রযোজ্যম্ । উপাসনানাং তু তদৈকাগ্রাম্ । “বিবিদিষস্মি যজ্ঞেন” ইত্যাদি ঋতেঃ । “তপসা কল্মষং হন্তি” ইত্যাদিন্মতেষ্চ । নিত্যনৈমিত্তিকয়োঃ উপাসনানাং চ অবাস্তরফলং পিতৃলোকসত্যলোকপ্রাপ্তিঃ । “কৰ্ম্মণা পিতৃলোকে বিদায়। দেবলোকঃ” ইত্যাদি ঋতেঃ । অন্তদেবতৌদ্দেশেন যং কৰ্ম্ম কৃতং তদ্ ব্রহ্মার্চনম্ ইত্যত্র যুক্তিমাহ—যদতি । নাসানেজজিহ্বাকর-চরণশিরঃশ্রোত্রাণাম্ অবয়বানাং সন্তর্পণেন যথা সাক্ষাৎ অঙ্গী আত্মা, যথা মূলসন্তর্পণেন সকলো বৃক্ষঃ সন্তর্পিতো ভবতি, এবম্ অন্তদেবতৌদ্দেশেন কৃতেহপি কৰ্ম্মণি অবয়বীভূতসকলদেবতাত্মকঃ পরমেশ্বরঃ এব তুষ্ণতি ইত্যর্থঃ ॥৮৫

হইয়া থাকে, বেদবাক্য অতীব যুক্তিযুক্তভাবে ইহা প্রতিপাদন করেন । যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচ করিলে সমস্ত বৃক্ষই সন্তর্পিত হয়, সেইরূপ নাসিকা, চক্ষুঃ, জিহ্বা, হস্ত, পদ, মস্তক ও কর্ণের তৃপ্তি হইলে সাক্ষাৎ অঙ্গী আত্মার প্রীতি হইয়া থাকে । সুতরাং ক্ষুদ্র দেবতার প্রীতিও ব্রহ্মার্চন ॥৮৫

যঃ প্রেত্যাঙ্গানভিজ্ঞঃ ক্রতিবিদপি তথা কর্মকৃৎ কর্মণোহস্ত
নাশঃ স্তাদন্নভোগাৎ পুনরবতরণে দুঃখভোগো মহীয়ান্ ।
আত্মাভিজ্ঞস্ত লিপ্সোরপি ভবতি মহান্ শাস্বতঃ সিদ্ধিভোগঃ
তস্মা তস্মাদুপাস্তঃ খলু তদধিগমে সর্বসৌখ্যান্তলিপ্সোঃ ॥৮৬

অর্থঃ । ৮৬। যঃ ক্রতিবিৎ অপি তথা কর্মকৃৎ আত্মানভিজ্ঞঃ প্রৈতি, অস্ত
কর্মণঃ নাশঃ স্তাৎ, অন্নভোগাৎ পুনরবতরণে মহীয়ান্ দুঃখভোগঃ, আত্মাভিজ্ঞস্ত লিপ্সোঃ
অপি মহান্ শাস্বতঃ সিদ্ধিভোগঃ ভবতি । তস্মাৎ খলু আস্মা তু উপাস্তঃ, তদধিগমে
অলিপ্সোঃ সর্বসৌখ্যানি । ৮৬

টীকা । ৮৬। অথ ঈশ্বরানভিজ্ঞেন যৎ কর্ম কৃতং তদ্ব্যবহাস্
আহ । যঃ ক্রতিবিৎ অপি বেদজ্ঞোহপি তথাকর্মকৃৎ তৎপ্রতিপাদিত-
কর্মকৃৎ পুরুষ আত্মানভিজ্ঞঃ আত্মবহির্মুখঃ সন্ প্রৈতি ত্রিযতে অস্ত
পুরুষস্ত কর্মণঃ নাশঃ স্তাৎ কস্মাৎ অন্নভোগাৎ দেবলোকাদিভোগাৎ ।
“তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং । কীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশান্তি”
ইত্যাদি ভগবদ্ভবচনাৎ । তথাহস্ত পুরুষস্ত পুনঃ অবতরণে মহীয়ান্
দুঃখভোগো ভবতি । অথাত্মাভিজ্ঞঃ সন্ যঃ ফলেচ্ছুঃ ভবতি তস্ত কা-
পতিঃ ইত্যাক্ষর্যাহ—লিপ্সোরিতি । আত্মাভিজ্ঞস্ত শাস্বতসিদ্ধিভোগো
ভবতি । মহান্ স্বলোকাদপি অধিকঃ তথা শাস্বতঃ বহুকালভোগ্যঃ
এবংবিধঃ অপিমাছুটসিদ্ধিভোগো ভবতি । তথা অলিপ্সোঃ সিদ্ধ্যানপেক্ষস্ত
আত্মাভিজ্ঞস্ত পুরুষস্ত তদভিগমে আত্মপ্রাপ্তৌ সর্বসৌখ্যানি ভবন্তি
পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ ভবতি ইত্যর্থঃ ।

অনুবাদ । ৮৬। যিনি বেদজ্ঞ ও কর্মের অহুতাভা হইয়া
আত্মাকে জানেন না, তাঁহার মরণ অনিবার্য্য । তাঁহার কর্মের ফল
হইয়া থাকে, স্বর্গে অন্নভোগের পর আবার মর্ত্যলোক আসিয়া অভ্যস্ত
দুঃখভোগ হয় । যিনি আত্মজ্ঞ অথচ কর্মফললাভে অভিলাষী, তাঁহার
স্বর্গলোক হইতে অধিক বহুকাল ভোগ্য অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্তি হয় । অতএব

(টীকা) অত্র শ্রুতিঃ—“অথ যো হ বাস্মান্নোকাৎ যৎ লোকম্ অদৃষ্টৌ
প্রৈতি স এনম্ অবিদিতো ন ভূনক্তি, যথা বেদো বাহননুক্তোক্তা কৰ্ম্মা-
কৃতং ভবতি যদ্ব হ বা অপ্যনেবং বিৎ মহৎ পুণ্যঃ কৰ্ম্ম করোতি । তদন্ত
অন্ততঃ কীয়তে এব আত্মানমেব লোকম্ উপাসীত স য আত্মানমেব
লোকম্ উপাস্তে ন হান্ত কৰ্ম্ম কীয়তে অস্মাক্ষোব আত্মনো যদ্ব যৎ
কাময়তে তৎ তৎ সৃজতে” ইতি ।

ভাষ্যং—অথ যঃ পুরুষঃ অস্মাৎ যদ্যুতলোকাৎ যৎ লোকম্ আত্মাভিধং
লোকম্ আত্মানম্ অদৃষ্টৌ সাক্ষাৎ অকৃত্বা প্রৈতি ভ্রিয়তে স এনম্
আত্মানম্ অবিদিতঃ অজানন্ কৰ্ম্মফলং ভোক্তুং ন সৰ্ম্মধো ভবতি
ভোগাবসানে কৰ্ম্মনাশো ভবতি ইত্যর্থঃ । অথ কুতঃ আত্মানং ন পশতি
ইত্যাহ । যথা বেদো নাননুক্তঃ অর্থম্ অমূলকীকৃত্যোক্তঃ পঠিতঃ
অনুক্তঃ ন অনুক্তঃ অননুক্তঃ বেদতাৎপর্যম্ অজানতঃ আত্মদর্শনং কুতঃ
ইত্যর্থঃ । তথা অন্তদেদাথাদ্বিপরীতঃ যদ্ব যৎ কৰ্ম্ম তদকৃতমেব
নিরর্থকমেব ইত্যর্থঃ । তথা অনেবংবিৎ ন এবংবিৎ অনেবংবিৎ
অস্বরূপানভিজ্ঞপুরুষো যদ্ব যৎ পুণ্যম্ অশ্বমেধাদিকং কৰ্ম্ম করোতি তদন্ত
অন্ততঃ ভোগাবসানাৎ কীয়তে নাশমাপ্নোতি । অথ চিত্তগুদ্ধিযারা আত্ম-
প্রকাশকং যৎ কৰ্ম্ম তন্ন নশ্রুতি ইত্যর্থঃ । তদুক্তং ভগবতা—“অন্তবন্তু
ফলং তেষাং তন্তবতি অল্পমেধসাম্” । তদেবাহ—তৎ তস্মাৎ কারণাৎ
আত্মানমেব লোকম্ উপাসীত স য আত্মানমেব লোকম্ উপাস্তে হ
ইতি নিশ্চয়েন তন্ত কৰ্ম্ম ন কীয়তে । নহু বিষয়স্থলম্পটন্ত কথম্ আত্মা-
লোকাপেক্ষা ইত্যত আহ—অস্মাদিতি । অস্মাৎ আত্মনঃ সকাশাৎ যদ্ব যৎ
কাময়তে কামনাবিষয়ং করোতি তৎ তৎ সৃজতে সম্পাদয়তি । আত্ম-
যোগাৎ অপিমাদিসিদ্ধয়ো লভ্যন্তে । কিং পুনরন্তং ইত্যর্থঃ ॥৮৬

(অনুবাদ) আত্মার উপাসনা অবশ্য কর্তব্য, আত্মলাভ হইলে কৰ্ম্মফল-
লাভে অনিচ্ছু ব্যক্তির সমস্ত সৃষ্টির প্রাপ্তি ঘটে ॥৮৬

সূর্য্যাত্মৈরর্থভানং ন হি ভবতি পুনঃ কেবলৈর্নাত্র চিত্রঃ
সূর্য্যং সূর্য্যপ্রতীতিন্ ভবতি সহসা নাপি চন্দ্রস্ত চন্দ্রাং ।
অগ্নেরগ্নেচ্চ কিন্তু ক্ষুরতি রবিমুখং চক্ষুষশ্চিৎপ্রযুক্তাং
আত্মজ্যোতিস্ততোহয়ং পুরুষ ইহ মহো দেবতানাং চ চিত্রম্ ॥৮৭

অর্থঃ । ৮৭ । সূর্য্যাত্মোঃ কেবলৈঃ ন হি অর্থভানং ভবতি, অত্র পুনঃ চিত্রং ন ।
সূর্য্যং সূর্য্যপ্রতীতিঃ ন, সহসা চন্দ্রাং অপি চন্দ্রস্ত [প্রতীতিঃ] ন, অগ্নেঃ অগ্নেঃ চ [ন],
কিন্তু রবিমুখং চিৎপ্রযুক্তাং চক্ষুষঃ আত্মজ্যোতিঃ ক্ষুরতি, ততঃ অয়ং পুরুষঃ ইহ দেবতানাং
চ চিত্রং নহঃ । ৮৭

টীকা । ৮৭ । অথ সূর্য্যচন্দ্রমসাদীনাম্ অর্থপ্রকাশকত্বেন স্বাতন্ত্র্যম্
অস্বীতি প্রকটয়ন্ আহ । সূর্য্যাত্মৈঃ সূর্য্যচন্দ্রাদিভিঃ কেবলৈঃ স্বতন্ত্রৈঃ
অর্থভানং পদার্থজ্ঞানং ন ভবতীতি প্রাঙনিরূপিতমেব অস্বীত্যতো নাত্র
চিত্রম্ অপূর্ব্বম্ । অথ অন্তদপূর্ব্বম্ অস্তি ইত্যাহ—সূর্য্যাদিতি । লোকে
সূর্য্যাত্মাঃ স্বরূপপ্রকাশক ইতি প্রসিদ্ধিরস্তি । সা ন তাত্ত্বিকী কৃতঃ যতঃ
সূর্য্যং সূর্য্যপ্রতীতিঃ সহসা অকস্মাৎ ন ভবতি, তথা চন্দ্রস্ত প্রতীতিরপি
চন্দ্রাং ন ভবতি তথাগ্নেঃ দীপাদেক্ষা প্রতীতিঃ ন দীপাগ্নেঃ ভবতি, কিন্তু
রবিমুখং সূর্য্যচন্দ্রপ্রভৃতিচিৎপ্রযুক্তাং আত্মপ্রেরিতাং চক্ষুষোঃ নিমিত্ত-
ভূতাং স্থারিতি প্রকাশতে ন নিদ্রাণস্ত জাত্যঙ্কস্ত প্রকাশতে, তস্মাৎ
কারণাদয়ং যঃ কশ্চিৎ পুরুষো জাগৃতাং স্বপ্নে জ্যোতিঃ প্রকাশকোহয়ং

অনুবাদ । ৮৭ । কেবলমাত্র সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতির দ্বারা অর্থজ্ঞান
হয় না, ইহা আশ্চর্য্য নহে । কারণ, কেবল সূর্য্য হইতে সূর্য্যের প্রতীতি,
চন্দ্র হইতে চন্দ্রের প্রতীতি এবং অগ্নি হইতে অগ্নির প্রতীতি হয় না ।
কিন্তু সূর্য্যচন্দ্রপ্রভৃতি চৈতন্যপ্রযুক্ত চক্ষুর নিমিত্ততঃ বশতঃ আত্মার দ্বারা
প্রকাশিত হয় । অতএব এই পুরুষ আত্মাই চক্ষুরাদি ও দেবতাদিগের
অপূর্ব্ব তেজঃ অর্থাৎ রূপরসাদির প্রকাশক ॥৮৭

প্রাণেনাস্তাংসি ভূয়ঃ পিবন্তি পুনরসাবলম্বম্ভ্রাতি চাত্র
তৎপাকং জাঠরোগ্নিস্তদুপহিতবলো জাক্ শনৈর্বা করোতি ।
ব্যানঃ সর্বাক্রনাড়ীষথ নয়তি রসং প্রাণসস্তর্পণার্থং
নিঃসারং পুতিগন্ধং ত্যজতি বহিরয়ং দেহতোহপানসংজ্ঞঃ ॥৮৮॥

অর্থঃ । ৮৮ । অসৌ প্রাণেন ভূয়ঃ স্তাংসি পিবন্তি, অসৌ পুনঃ অত্র চ অন্নম্
অস্বাতি । জাঠরঃ অগ্নিঃ তদুপহিতবলঃ জাক্ শনৈঃ বা তৎপাকং করোতি । অথ ব্যানঃ
প্রাণসস্তর্পণার্থং সর্বাক্রনাড়ীষু রসং নয়তি । অন্নম্ অপানসংজ্ঞঃ দেহতঃ বহিঃ সিঃসারং
পুতিগন্ধং ত্যজতি । ৮৮

(টীকা) যন্ত স তথাবিধোহস্তি ইহ ইন্দ্রিয়ব্যাপারে চিত্তং দেবানাং
চক্ষুরাদীনাং মহন্তেজো রূপরসাদিপ্রকাশকম্ অস্তি ।

অত্র ঋতিঃ সামবেদারণ্যকে—চিত্তং দেবানাম্ উদগাদনীকং চক্ষুঃ
মিত্রস্ত বরুণস্ত অগ্নেঃ । আত্মা জ্যোতীষ্মাদি অস্তরীকং সূর্য্য আত্মা
জগতস্তস্মৈশ্চ ।

ভাষ্যম্—জগতো জন্মস্ত তথা তস্মৈঃ স্বাবরস্ত চরাচরস্ত সূর্য্যঃ
প্রকাশকঃ আত্মৈব ন সূর্য্যাদিঃ যতঃ স আত্মা মিত্রস্ত নেত্রাদিদেবত্বেন
রূপগ্রাহকস্ত আদিত্যস্ত তথা বরুণস্য রসগ্রাহকস্য তথাগ্নেঃ বাগধি-
দৈবতস্য চক্ষুঃ প্রকাশকঃ ন হ্যাত্মপ্রকাশম্ অন্তরেণ সূর্য্যাদিপ্রতীতিঃ ।
অথ এতদখে প্রত্যায়কম্ অহুভবমাহ—চিত্তম্ ইতি । জ্যোতীষ্মন্তি অর্থান্
প্রকাশয়ন্তি তে দেবাশ্চক্ষুরাচাঃ তেষাম্ অনীকং প্রকাশসমূহং চিত্তং
বিচিহ্নম্ উদগাৎ উদয়ং প্রাপ্তম্ অহুভূতম্ অত্রৈতচ্ছবঃ ভবতি । রূপ-
রসাদিষু পঞ্চবিধবিষয়েষু মধ্যে সূর্য্যাদিঃ একৈকশ্চৈব গ্রাহকং ন
সর্কেষাম্ । বিচিহ্নাণাং তথাবিধানাং গ্রাহকত্বং তু তত্ত্বং বৃত্তিপ্রবর্তকস্ত
পরমাত্মনং এব সম্ভবতি নাস্তস্ত ; এবং দেহাবচ্ছেদে যদ্ অধ্যাত্মরূপম্
একম্ অহুভূতমানম্ পরমাত্মত্বং তদ্যাবা পৃথিবীঃ অস্তরীকং চ আত্মা
স্বকীয়েন তেজসা আসমস্তাং আপুরয়ং সর্বাশ্বকত্বেন হিতম্ ইত্যর্থঃ ॥৮৭॥

ব্যাপারং দেহসংস্থঃ প্রতিবপুৰখিলং পঞ্চবৃত্ত্যাম্বকোসৌ
 প্রাণঃ সৰ্বেন্দ্রিয়াণামধিপতিরনিশং সন্তয়া নিৰ্ব্বিবাদম্ ।
 যশ্চৈখং চিৎস্বনস্ত ফুটমিহ কুরুতে সোস্তি সৰ্ব্বস্ত সাক্ষী
 প্রাণস্ত প্রাণ এবোপাখিলতমুভূতাং চক্ষুষশ্চকুরেষঃ ॥৮৯

অর্থঃ । ৮৯ । সৰ্বেন্দ্রিয়াণাম্ অধিপতিঃ পঞ্চবৃত্ত্যাম্বকঃ অসৌ প্রাণঃ দেহসংস্থঃ বস্ত
 চিৎস্বনস্য সন্তয়া অনিশব্ ইখং নিৰ্ব্বিবাদং ফুটম্ ইহ প্রতিবপুঃ অখিলং ব্যাপারং কুরুতে,
 সৰ্ব্বস্য-সাক্ষী, এষঃ অখিলতমুভূতাং প্রাণস্য প্রাণঃ, এষঃ চক্ষুষঃ চকুঃ সঃ অস্তি । ৮৯

টীকা । ৮৮ । অথ প্রাণাদিকৃত্যমাঃ । অসৌ দেহী প্রাণেন কৃতা
 ভূয়ঃ অস্তাংসি পিবতি পুনঃ অন্নং চ অন্নাতি । তস্ত তস্ত পীতস্ত ভক্ষিতস্ত
 বা তদুপহিতবলো জাঠরো অগ্নিঃ পাকং করোতি, তেন প্রাণেন উপহিত-
 বলঃ বীজ্যমানঃ সন্ জাক্ শীত্ৰং শটৈর্কী বখা প্রাণঃ প্রযত্নং করোতি ।
 অথ পাকানন্তরং পরিপাকোন্মোদকস্ত রসং সারং ভাগং প্রাণসম্বর্পণার্থং বা
 সৰ্ব্বাঙ্গনাড়ীষু নয়তি । প্রাণপদ্বেন ইন্দ্রিয়াণি । তেষাং সম্বর্পণার্থং
 করোতি তথা শেষং নিঃসারম্ অন্নমুদকং পুতিগন্ধঃ মলমুত্রবিটাদিক্রপেণ
 ত্যজতি বহির্নিঃসারয়তি দেহতঃ অপানসংস্থঃ ॥৮৮

৮৯ । ব্যাপারমিতি ॥৮৯

অনুবাদ । ৮৮ । দেহী প্রাণের দ্বারা জলপান করে, এবং
 অন্নভক্ষণ করে, জাঠর্যাগ্নি প্রাণের দ্বারা বলপ্রাপ্ত হইয়া শীত্ৰ বা শটৈঃ
 শটৈঃ পীত ও ভক্ষিত বস্তুর পরিপাক সম্পাদন করে । পরিপাকের অনন্তর
 ব্যানবায়ুর প্রাণবায়ুর তৃপ্তির নিমিত্ত সৰ্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত নাড়ীসমূহে
 সারভাগ আনয়ন করে, অপানবায়ু দেহের বাহিরে অসার পুতিগন্ধ
 ত্যাগ করে ॥৮৮

৮৯ । সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি পঞ্চবৃত্তিরূপ এই প্রাণ দেহে
 অবস্থান করিয়া যে চিৎস্বরূপ আত্মার সত্তায় সৰ্ব্বদা নিৰ্ব্বিবাদে এই প্রতি-

যং ভাস্তং চিদ্ব্যনৈকং ক্ষিতিজলপবনাদিত্যচন্দ্রাদয়ো যে
ভাসা তন্ত্ৰৈব চানুপ্রবিলয়গতয়ো ভাস্তি তস্মিন্ বসন্তি ।
বিদ্যাংপুঞ্জোয়িসজ্জোপ্যুড়ুগণবিততিভাসয়েৎ কিং পরেশঃ
জ্যোতিঃ শাস্তং হনস্তং কবিমজ্জমমরং শাস্বতং জন্মশূন্যম্ ॥২০

অর্থঃ । ২০ । প্রবিলয়গতয়ঃ ক্ষিতিজলপবনাদিত্যচন্দ্রাদয়ঃ যে চিদ্ব্যনৈকং ভাস্তং
বন্ অহু তস্য এব ভাসা চ ভাস্তি, তস্মিন্ বসন্তি । বিদ্যাংপুঞ্জঃ অয়িসজ্জঃ উড়ুগণবিততিঃ
অপি জ্যোতিঃ শাস্তং হনস্তং কবিম্ অজন্ম অমরং শাস্বতং পরেশঃ হি কিং ভাসয়েৎ । ২০

টীকা । ২০ । এবঃ সৰ্ব্বপ্রকাশকত্বেন লক্ষীকৃত্যন্ত্ৰৈব স্বূপানি-
খননস্তায়েন দৃষ্টীকরণায় তদেবং সৰ্ব্বপ্রকাশকত্বম্ উক্তমপি “ন তত্র সূৰ্য্যো
ভাস্তি ন চন্দ্রতারণং, নেমা বিদ্যাতো ভাস্তি কুতোহয়ময়িঃ । তমেব
ভাস্তমহুভাস্তি সৰ্ব্বং, তস্ত ভাসা সৰ্ব্বমিদং বিভাস্তি” ইতি শ্রুত্যন্তরপ্রমাণেন
দৃঢ়য়তি—যং ভাস্তমিতি । প্রবিলয়গতয়ঃ অন্তোন্তং ন স্ফিষ্টা গতিঃ
স্বরূপবাবহারাদিস্থিতিঃ যেবাং তে তাদৃশাঃ ক্ষিতিঃ পৃথ্বী জলং তোয়ং
পবনো বায়ুঃ আদিত্যঃ সূর্য্যঃ চন্দ্রঃ সোমঃ আদির্থেবাং বাগাদীনাং
সৰ্ব্বৈ যং সাক্ষিদানন্দধনম্ একং নিরপেক্ষম্ অন্তর্নির্বাহকম্ আত্মানং
ভাস্তং স্বতঃ প্রকাশমানং সন্তম্ অহু পশ্চাত্তাস্তি প্রকাশতে । কিঞ্চ

(অনুবাদ) শরীরে সমুদয় চেষ্টা স্পষ্টভাবে করিতেছে, তিনিই সকলের
সাক্ষী, সকল প্রাণীর প্রাণের ও প্রাণ এবং চক্ষুর ও চক্ষু: অর্থাৎ প্রকাশক । ২০

২০ । যাহাদের স্বরূপবাবহার, স্থিতি ও কার্য পরস্পরভিন্ন
এইরূপ পৃথিবী, জল, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি চিৎস্বরূপ প্রকাশশীল
যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এবং যাহার প্রকাশের দ্বারা প্রকাশিত
হয় এবং তাহারা যাহাতে অবস্থান করে, বিদ্যাংসমূহ, অগ্নিরাশি,
নক্ষত্রশ্রেণী ও প্রকাশস্বরূপ, শাস্ত, ব্যাপক, সৰ্ব্বজ্ঞ, জন্মশূন্য, মৃত্যুরহিত,
নিত্য পরমেশ্বরকে কি প্রকাশিত করিতে পারে ? ২০

তদ্বৈবৈবাহমস্মীত্যমুভব উদিতো যন্ত কস্তাপি চেদ্ বৈ ।

পুংসঃ ত্রীসদৃশরূপামতুলিতকরণাপূর্ণপীযুষদৃষ্টা ।

জীবমুক্তঃ স এব ভ্রমবিধুরমনা নির্গতে চাপ্যুপাধৌ

নিত্যানন্দৈকধাম প্রবিশতি পরমং নষ্টসন্দেহবৃত্তিঃ ॥২১

অর্থঃ । ২১ । বস্য কস্য পুংসঃ অপি চেৎ বৈ ত্রীসদৃশরূপাম্ অতুলিতকরণাপূর্ণ-
পীযুষদৃষ্টা অহং তৎ ব্রহ্ম এব অস্মি—ইতি অনুভবে উদিতো ভ্রমবিধুরমনাঃ নষ্টসন্দেহবৃত্তিঃ
সঃ এব জীবমুক্তঃ [ভবতি] উপাধৌ চ নির্গতে পরমং নিত্যানন্দৈকধাম প্রবিশতি । ২১

(টীকা) তস্মিন্ স্বপ্রকাশসদাশ্রয়নি বসন্তি তিষ্ঠন্তি তৎসত্তাপ্রাপ্ত্যা এব স্ব-
স্বব্যাপারকমাঃ জায়ন্তে ইত্যর্থঃ । তন্ম উক্তলক্ষণং পরেশং সৰ্বজগৎ-
কারণভূতপ্রকৃতিনিয়ন্তারম্, শাস্তং জগদ্বাসনাহম্পৃষ্টম্, অনন্তং নাশ-
নাশান্তথাহুপপত্ত্যা স্বতো নাশহীনম্ । কবিং জ্ঞানস্বরূপং শাস্ত্রযোনির্জেন
সৰ্বজ্ঞত্বোপলক্ষিতম্ ইত্যর্থঃ । অজং জন্মশূন্যম্ । অমরং মৃতিশূন্যম্ ।
জন্মনাশান্তথাহুপপত্ত্যা জন্মমরণহীনম্ ইত্যর্থঃ । তত্রৈব হেতুত্বং
স্পষ্টার্থং শাস্তং নিত্যং জন্মশূন্যং জন্মরহিতম্ । এতেন যাস্কপঠিতা
“জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশতি” ইতি ষড়্বিকারা
অপি নিরস্তা জ্ঞেয়াঃ । তন্ম আত্মানম্ । বিদ্যাংপুঞ্জো বিদ্যুতাং পুঞ্জঃ
সমূহঃ । লোকদৃষ্ট্যাপ্রকাশোহপি তথা অগ্নিসম্ময়ঃ বহুীনাং সমূহঃ, তথা-
ক্ষুতোহপি তথা উড়ুনাং নক্ষত্রাণাং গণস্ত সমূহস্ত বিতর্জিঃ বিস্তারঃ ।
উপলক্ষণমেতৎ । সূর্যাদীনাং তৎসৰ্বং প্রকাশজাতং ভাসয়েৎ কিং
প্রকাশয়েৎ কিং নৈব প্রকাশয়েৎ । লোকেহপি প্রকাশস্ত প্রকাশক-
প্রকাশয়িতৃত্বং ন দৃষ্টমিতি ভাবঃ । এবম্ভূতাত্মাহুভবতো জীবমুক্তিঃ
কলং ভবতীত্যাহ ॥২০

২১ । তদ্বৈবৈতি । যন্ত কস্তাপি ইত্যুক্ত্যা জাতিবর্ণাশ্রমবয়ো-

অনুবাদ । ২১ । মুক্ত সৎস্কর নিরূপম করণাপূর্ণ মরণনিবর্তক

(টীকা) হবহাজীপুরুষোক্তনীচাদিভেদা লোকদৃষ্টাঃ ন শাস্ত্রীয়জ্ঞান-
প্রতিবন্ধকাঃ ইতি স্থচিতম্ । লৌকিকানাম্ অনধিকারিত্বভ্রমভূতানাম্
অপি ব্রাহ্মণসাদৃশ্যমূলকদেশিকাধিকারিত্বনিরূপকবাক্যৈঃ বাধস্ত দৃশ্-
মানহ্যৎ । পুংস ইত্যাক্ত্যা মুমুকোঃ মোক্ষমুখ্যসাধনতত্ত্বজ্ঞানকারণ-
গুরুশ্রবণাপূর্বকশ্রবণাদিপুরুষপ্রযত্ন এব অপেক্ষিতঃ ইতি স্থচিতম্ যস্ত
কস্যাপি অধিকারিণঃ পুরুষস্য শ্রীসদৃশরূপাং মুক্তিশ্রীসহিতানাং সতাং
সজ্ঞপত্রঙ্গসাক্ষ্যংকারবতাং গুরুণাং দেশিকব্যাখ্যাণাং গুরুণাং মুক্তিশ্রীমত্বে
সদে চ শ্রুতিঃ । “ভট্টভ্রবাঃ লক্ষ্মীঃ নিহিতাধিবাচি । অস্তি ব্রহ্মেতি
চেছেদ সন্তমেনং ততো বিদুরিতি ইতি অতুলিতা নিরূপমা যা করুণা
তয়া পূর্ণা ভরিতা” অত এব পীষুষ্ম অমৃতং তদ্ব্যবহরনবিবর্তকা দৃষ্টিঃ
জ্ঞানং তয়া কৃত্বা “দৃশ্যতে ত্র্যয়া বুদ্ধ্যা” ইতি শ্রুতেঃ । গুরুতঃ প্রাপ্তয়া
ব্রহ্মবিদ্যেয়াতঃ । তদুত্তলক্ষণং ব্রহ্মৈব দেশকালবস্তুকৃতপরিচ্ছেদরহিতং
তৎপদলক্ষণম্ অহমেব স্বং পদলক্ষ্যং কূটস্থরূপমেব ততঃ পৃথগহং
ন ভবামি ইত্যেবং নিশ্চয়রূপঃ অসম্ভবঃ । সাক্ষ্যংকারঃ উদিতঃ আবির্ভূতঃ
যদি স্যাৎ তদানীমেব স পুরুষঃ ভ্রমবিধুরমনাঃ ভ্রমেণ বিপরীতজ্ঞানেন
বিধুরং বিযুক্তং মনঃ । জীবমুক্তিব্যবহারযোগ্যপ্রারব্ধশেষঃ যাবৎ মনো
যস্য, অতএব নষ্টসন্দেহবৃত্তিঃ লীনাঃ সংশয়বিশষ্টাঃ বৃত্তয়ো যস্য সঃ
তথাভূতঃ সন্ জীবমুক্তো ভবতি । স এবেতি । স জীবমুক্ত এব
প্রারব্ধান্তে অনাছ্যপাথো নিমূলমাঘোপাথো নির্গতে স্বরূপেণ লয়ঃ
প্রাপ্তে সতি বীজনাশস্য পূর্ণমেব জ্ঞানসমকালং জাতহ্যৎ । পরমং
কার্যাকারণান্ধং নিরূপাধিকম্ ইত্যর্থঃ । নিত্যানন্দঃ নিরতিশয়ঃ

(অনুবাদ) জ্ঞানের দ্বারা যে কোন ব্যক্তির ‘আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ’—
এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হয়, সে ব্যক্তি বিপরীত জ্ঞানশূন্য ও সন্দেহ-
শূন্য হইয়া জীবমুক্ত হইয়া থাকেন ; দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধির লয়
হইলে পরম একমাত্র নিত্যানন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হন । ১২১

নো দেহো নেদ্রিয়াণি করমতি চপলং নো মনো নৈব বুদ্ধিঃ
প্রাণো নৈবাহমস্মীত্যখিলজড়মিদং বস্তুজাতং কথং স্ত্যাম্ ।
নাহঙ্কারো ন দারাগৃহসুতসুজনক্ষেত্রবিস্তাদি দূরং
সাক্ষী চিৎপ্রত্যগাত্মা নিখিলজগদধিষ্ঠানভূতঃ শিবোহম্ ॥২২

অর্থঃ । ২২ । অহং দেহঃ নো, ইন্দ্রিয়াণি ন, করম্ অতিচপলং মনো নো, বুদ্ধি
ন এব, প্রাণঃ ন এব অস্মি, ইদম্ অখিলজড়ং বস্তুজাতং কথং স্যাম্ ? ন অহঙ্কারঃ, দারাগৃহ-
সুতসুজনক্ষেত্রবিস্তাদি দূরং, অহং সাক্ষী চিৎপ্রত্যগাত্মা নিখিলজগদধিষ্ঠানভূতঃ শিবঃ । ২২

(টীকা) বাধহীনং সুখরূপমেকং মুখ্যং ধাম তেজঃ । গৃহঃ চ স্বরূপং
সর্বসুখাদিতেজঃ । প্রকাশকত্বাৎ । সর্বত্রক্ষাদিজীবানাং নিবাসভূতত্বাচ্চ
প্রবিশতি স এব ভবতি ইত্যর্থঃ ॥২১

২২ । ইদানীং তসৌব জ্ঞানিনো যাবৎ প্রারব্ধং সর্বব্যবহারা-
প্রতিবন্ধকত্বেন জীবমুক্তিসুখম্ অমুভবিতুং সর্বদেহান্তসদ্বাসুসন্ধান-
পূর্বকং স্বাসুসুখাসুসন্ধানম্ আহ—নো দেহ ইতি । দেহঃ পঙ্খীকৃত-
ভূতকাৰ্য্যঃ । অত্র বিকারঃ অহং ন । মম চিদ্ধপত্বাৎ, সত্বাচ্চ, দেহস্ত
করম্ অতিচপলম্ ইতি হেতুগতিং বিশেষণবয়ং করত্বাৎ নাশধর্ম্মিত্বাৎ
অন্তথাপরিণামত্বেন অতিচঞ্চলত্বাচ্চ । আত্মা তু সদ্ধপত্বেন স্থিরঃ
চিদ্ধপশ্চ অমুভূয়তে । অতো বৈলক্ষণ্যভূতয়োঃ অহম্ আত্মা, দেহী
ন ভবামি । কিন্তু দেহস্ত নাস্ত্যেব ইত্যর্থঃ । কিং চ অহমাত্মা, ইন্দ্রিয়াণি

অনুবাদ । ২২ । আমি চিদ্ধপ ও সংস্বরূপ বলিয়া দেহ নহি,
জ্ঞান ও ক্রিয়াসাধন দশটী ইন্দ্রিয় নহি, আমি সংশয়াত্মক মনঃ নহি,
নিশ্চয়াত্মিক অস্তঃকরণবৃত্তিরূপ বুদ্ধি নহি এবং পঞ্চবৃত্তাত্মক প্রাণও
নহি, কারণ, ইহারা সকলে বিনাশী ও অস্থির । জী, গৃহ, পুত্র, স্বজন,
ক্ষেত্র, ধনপ্রভৃতি ত দূরের কথা । আমি সাক্ষী, চেতন, প্রত্যগাত্মা,
সকল জগতের অধিষ্ঠান ও সুখস্বরূপ ॥২২

(টীকা) জিহ্বাসাধনানি জ্ঞানসাধনানি চ ইত্যুভয়াত্মকানি, দশাপি ন ভবামি। ইন্দ্রিয়াণাম্ অস্বাচ্ছাত্ত ব্যাবৃত্ত্যা অসম্ভবপ্রতিভে:। বিষয়াণাম্ অসম্ভবেন ইন্দ্রিয়াণাম্ অসম্ভস্য অল্পভূয়মানত্বাচ্চ তান্ত্বহং ন ভবামি। পূর্ববিশেষণদ্বয়মপি অনাস্বাহেতুত্বেন অত্র যোজ্যম্। কিঞ্চ, অহং মনঃ সংশয়াত্মকং ন ভবামি, নাস্মি কামাদিবৃত্তিমত্বেন উৎপত্ত্যাদিমত্বেন চ বিকারবত্বাৎ অসম্বাচ্ছ মনো নাস্ত্যেব, অহং তু মনোবিকারাণাম্ উৎপত্তি-বিনাশয়োশ্চ প্রকাশত্বেন সচ্চিদ্রূপেণ প্রকাশমানঃ অস্ত্যেব অতো মনো নাহম্ ইত্যাহং:। কিং চ বুদ্ধি: নিশ্চয়াত্মিকাস্ত:করণবৃত্তিরপি অহং ন ভবামি। জাগ্রদবস্থাবত্বেন উৎপত্তিবিলয়বত্বাৎ। অহং তু আস্মা অবস্থাত্ময়ত্বদ্ববুদ্ধিসাক্ষী সচ্চিদ্রূপ: মোহঃবুদ্ধি: কথং স্যাৎ নৈব স্যাম্ ইত্যর্থ:। কিং চ প্রাণ: পঞ্চবৃত্ত্যাত্মক: শারীরো বায়ু:। অহং নৈবাস্মি নৈব ভবামি। ইদং মম কূটস্থস্য আস্মিনো প্রকাশম্। অখিলং জগদিদং সর্বম্ অচ্চিদ্রূপং দেহাদি বস্তুজাতং পদার্থসমূহম্ অহং কূটস্থ: সচ্চিদানন্দ:। কথং স্যাৎ কেন প্রকারেণ ভবামি। অত এব অহংকারস্য সর্বস্য দৃশ্যত্বাৎ। জড়ত্বাৎ অসম্বাৎ বিকারিত্বাচ্চ। অহংকারস্যাপি তথা অসম্বাৎ। স অহংকার:। অহং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ: কূটস্থ:। ইতি অতীববৈলক্ষণ্যাৎ ন ভবামি। অতএব দারা: স্ত্রী গৃহং বেশ্য স্ত্রীতা: পুত্রা: স্বজনা: সম্বন্ধিবাক্যবমিত্তভূত্যাদয়: ক্ষেত্র: ভূমি: বিস্ত্রং দ্রব্যম্ আদি মুখাৎ যস্য জাতিকূলবর্ণাশ্রমধর্মাদিধর্মাদে:। তং সকলমপি দেহাদিসাপেক্ষসিদ্ধিক-ত্বাৎ দূরম্ অত: তে নৈব অহমস্মি। অহং তু এতস্য দেহাদিজড়বস্তু-জাতস্য সাক্ষাৎ অব্যাবধানেন প্রকাশকত্বাৎ সাক্ষীতি প্রকাশকত্বাৎ চিৎ জ্ঞানং সর্বাস্তরত্বেন স্বত: প্রকাশমানত্বাৎ প্রত্যগাত্মত্বাৎ সূক্ষ্মত্বাৎ আস্মা যৎ বিনা সর্বোপার্ধিষ্ঠানস্য শবলব্রহ্মণোপি অসিদ্ধে: উপচারেণ নিখিলস্য সমস্তস্য জগতো বিশ্বস্য অধিষ্ঠানভূত অধিষ্ঠানভূতত্বেন উক্ত: শিব: সুখস্বরূপ: অস্মি ॥২২

দৃশ্যং যজ্ঞপমেতৎ ভবতি চ বিশদং নীলপীতাত্ত্বনেকং
সৰ্বসৌতস্য দৃগ্বে ক্ষুরদমুভবতো * লোচনং চৈকরূপম্ ।
তদ্ দৃশ্যং মানসং দৃক্পরিণতবিষয়াকারবীৰ্য্যন্তয়োপি
দৃশ্যা দৃগ্ৰূপ এব প্রভুরিহ স তথা দৃশ্যতে নৈব সাক্ষী ॥২০

অর্থঃ । ২০ । এতৎ নীলপীতাদি বিগদম্ অনেকং যজ্ঞপং দৃশ্যং ভবতি, ক্ষুরদমু-
ভবতঃ এতস্য সৰ্বস্য দৃক্ বৈ লোচনং চ একরূপম্ । তৎ মানসং দৃশ্যং, দৃক্পরিণতবিষয়া-
কারবীৰ্য্যন্তঃ অপি দৃশ্যাঃ, ইহ প্রভুঃ সাক্ষী দৃগ্ৰূপ এব, সঃ তথা ন এব দৃশ্যতে । ২০

টীকা । ২০ । এবং ভীষ্মুক্তস্য অত্মাহুসঙ্কানম্ উক্তং । ইদানীং
প্রকারান্তরেণ তদেব পুনরাঃ—দৃশ্যমিতি । তৎপ্রকারকম্ এতৎ ইদন্তয়া
প্রতীয়মানং, রূপং রূপ্যতে প্রকাশতে ইতি রূপং, প্রকাশিতং তৎ
সৰ্বং দৃশ্যং দৃশ্যবয়বজ্ঞানৈকরূপং, নীলপীতাদি নীলং শ্রামং পীতং
গৌরমিত্যাदि বিবিধগুণবহাৎ । এতস্য প্রতীয়মানস্য সৰ্বস্য অনেক-
বিবিধরূপস্য । দৃগ্দৃশ্যতে রূপম্ অন্য সা দৃষ্টিঃ বৈ নিশ্চয়েন ক্ষুরং অমু-
ভবতঃ ক্ষুরস্তী প্রতীয়ন্তে অমুভবরূপাণি ক্ষুরগানি যস্যাং সা তথোক্তা । সা
লোচনং রূপালোকসাধনত্বাৎ তৎ চ একরূপং একধেব প্রতীয়তে । কিং
চ তৎ লোচনমপি দৃশ্যং প্রতীতিবিষয়ম্ অতো জড়ং তস্যাপি দৃগ্দর্শন-
সাধনং মানসং মনঃ অস্তি, তস্যাপি মানসস্য যদৃশ্যত্বেন অমুভূয়-
মানত্বাৎ তস্য দৃক্ দৃষ্টিঃ ধীঃ নিশ্চয়াত্মকম্ অন্তঃকরণং তস্য অমুভূয়মানত্বাৎ

অনুবাদ । ২০ । এই নীল, পীত প্রভৃতি স্পষ্ট নানাবিধরূপ
দৃশ্য, স্পষ্ট অমুভবযোগ্য এই সকল বস্তুর জট্টা ও দর্শনসাধন চক্ষুঃ এক-
প্রকার । দর্শনসাধন মনঃও দৃশ্য, জট্টার যে বিষয়াকারে পরিণতি ও
বুদ্ধিবৃত্তিসমূহও দৃশ্য, জড়সমূহের মধ্যে সৰ্ব্বপ্রকাশনসমর্থ সাক্ষী আত্মাই
চৈতন্ত্বরূপ, তাহা কখনও জড়ের স্থায় দৃশ্য হয় না । ২০

ভবতি ইতি বা পাঠঃ ।

রজ্জুজ্ঞানাদ্ ভুজঙ্গস্তত্‌পরি সহসা ভাতি মন্দাকীকারে
 স্বাত্মাজ্ঞানাং তথাসৌ ভূশমশুখমভূদাত্মনো জীবভাবঃ ।
 আপ্তোক্ত্যাহিত্রমাস্তে স চ খলু বিদিতা রজ্জুরেকা তথাহং .
 কূটস্থো নৈব জীবো নিজগুরুবচসা সাক্ষিভূতঃ শিবোহম্ ॥২৪

অর্থঃ । ২৪ । [যথা] মন্দাকীকারে রজ্জুজ্ঞানাং তত্‌পরি সহসা ভুজঙ্গঃ ভাতি, তথা স্বাত্মাজ্ঞানাং অসৌ ভূশম্ অশুখম্ আশ্রয়নঃ জীবভাবঃ অভূৎ । যথা আপ্তোক্ত্যা অহিত্রমাস্তে সঃ খলু একা রজ্জুঃ বিদিতা, তথা নিজগুরুবচসা অহং জীবঃ ন এব, কূটস্থঃ সাক্ষিভূতঃ শিবঃ । ২৪

(টীকা) পরিণতবিষয়াকারখীবৃত্তয়োহপি পরিণামেন বিষয়াকৃতিত্বেন অনেকবিধত্বাৎ বিকারত্বাৎ যিহো বৃত্তয়ো দৃশ্তা এব । সৰ্বস্যোত্যস্যা জড়-
 বিকারিত্বেন নানাৎ নিস্চেয়ম্ । ইহ জড়সমূহে সৰ্বস্মিন্ প্রভুঃ সৰ্ব-
 প্রকাশনসমর্থঃ । সাক্ষী অব্যবধানেন সৰ্বপ্রকাশকঃ আত্মা দৃগ্‌রূপ এব
 সৰ্বপ্রকাশসাধনভূতোহপি তথা বিষয়বৎ নৈব দৃশ্ততে অল্পভববিষয়ো
 নৈব ভবতি ইত্যর্থঃ ॥২৩

২৪ । ইদানীং তত্শ্চৈব জীবমুক্তস্ত স্বগুরুবচনবিশ্বাসপূৰ্বকম্
 মুক্ত্যা স্বজীবত্ববোধনস্বাত্মাত্মসন্ধানমাহ—রজ্জুজ্ঞানাদিতি । যথা
 মন্দাকীকারে ইবং অন্ধকারাবৃত্তে আলোকে রজ্জুজ্ঞানাং রজ্জুরূপাব-
 লোকনাং তত্‌পরি তৎসদৃশাজ্ঞানরজ্জ্বাম্ ইত্যর্থঃ, সহসা অকস্মাৎ ভুজঙ্গঃ

অনুবাদ । ২৪ । যেমন অল্প অন্ধকারে রজ্জুর অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুর
 উপর সৰ্প প্রকাশ পায়, সেইরূপ স্বীয় আত্মার অজ্ঞানহেতু এই অত্যন্ত
 ছঃখরূপ আত্মার জীবত্ব হইয়া থাকে । যেমন বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশ-
 বশতঃ রজ্জুতে সৰ্পভ্রম চলিয়া গেলে সেই সৰ্প একমাত্র রজ্জু বলিয়া জানা
 যায়, সেইরূপ নিজ গুরুবাক্যের দ্বারা আমি জীব নহি কিন্তু কূটস্থ সাক্ষী
 শিবস্বরূপ জানিতে পারি । ২৪

কিং জ্যোতিস্তে বদন্ত্যহনি রবিরিহ মে চন্দ্রদীপাদি রাত্রে
 স্যাদেবং ভানুদীপাদিকপরিকলনে কিং তব জ্যোতিরস্তি ।
 চক্ষুস্তন্মীলনে কিং ভবতি চ সূতরাং ধীর্ধিয়ঃ কিং প্রকাশে
 তত্রৈবাহং ততস্তুং তদসি পরমকং জ্যোতিরস্মি প্রভোহম্ ॥৯৫

অর্থঃ । ৯৫ । তে ইহ অহনি রাত্রে কিংজ্যোতিঃ বদন্ত, যে রবিঃ চন্দ্রদীপাদি
 স্যাৎ । ...এবং ভানুদীপাদিকপরিকলনে কিং তব জ্যোতিঃ অস্তি, চক্ষুঃ তন্মীলনে কিং চ
 ভবতি, সূতরাং ধীঃ, ধিয়ঃ প্রকাশে কিম্ ? তত্র এব অহম্, ততঃ তৎ অসি, প্রভো !
 অহং পরমকং জ্যোতিঃ অস্মি । ৯৫

(টীকা) সর্পো ভাতি ভাসতে । তথা তেনৈব প্রকারেণ স্বাত্মজ্ঞানাৎ
 স্বরূপানবলোকনাৎ স্বদৃশেনাবলোকিতে আত্মনি অসৌ সমস্তজ্ঞাতৃ-
 ভূয়মানঃ ভূশম্ অত্যন্তমস্থং দুঃখরূপঃ আত্মনঃ সদাধারঃ বিনারোপা-
 সিদ্ধেঃ আত্মস্বরূপী জীবভাবঃ জীবত্বং ভাতি প্রকাশতে ইত্যর্থঃ । সঃ
 ভ্রান্তিরেব ইতি ভাবঃ । যথা রজ্জুস্পর্শদৃষ্টান্তে আপ্তোক্ত্যা প্রামাণিকপুরুষ-
 বচনবিশ্বাসেন অহিভ্রমাস্তে সর্পভ্রান্তিনিবৃত্তৌ সত্যং সঃ সর্পপ্রত্যয়ঃ পূর্নঃ
 বিদিতা জ্ঞাতা সতী একা রজ্জুরেকাজ্ঞাতরজ্জুঃ অহিরহিতারজ্জুরশনা-
 প্রত্যয়ঃ এব অভূৎ জাতঃ, তথানেন প্রকারেণ নিজগুরুবচসা নিজঃ স্বীয়ঃ
 গুরুঃ দেশিকঃ তন্ত বচসা যুক্ত্যা তত্ত্বমসীত্যাদিবাচ্যার্থবোধরূপং তেন
 কৃত্বা জীবত্বভ্রমাস্তে জীবত্বভ্রমে নষ্টে সতীত্যর্থঃ । অহং জীবঃ স্থখী দুঃখী
 জননমরণকর্ষুভোর্ধূরূপঃ । নৈব নাস্ত্যেব অহং সাক্ষিভূতঃ জীবত্বশ্চ
 ব্যবহিতপ্রকাশকত্বাৎ সাক্ষিছোপচারাৎ বস্তুতন্ত কূটস্থঃ নির্বিকারঃ
 শিবঃ আনন্দরূপঃ অস্মি ॥৯৬

৯৬ । ইদানীং তন্তৈব জীবন্তুস্তত্ত্বমহদি গুরুশিষ্যভাবঃ প্রকল্প্য

অনুবাদ । ৯৬ । গুরু শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শিষ্য !
 এই সংসারে দিনে ও রাত্ৰিতে কোন্ বস্তুর দ্বারা সমস্ত প্রকাশিত হয় ।

(টীকা) সন্ধানেন স্বস্বাপরমজ্যোতিরূপাত্মসন্ধানমাহ—কিং জ্যোতিরिति ।
 হে শিষ্য তে তব অহনি দিবসে ঘটপটাদিপ্রকাশব্যবহারে রাজৌ চ
 নিশি কিং জ্যোতিঃ তেজঃ কিমস্তি তদ্বদন্থ কথয় যেন দিনরাত্রি-
 ব্যবহারঃ সিধ্যতি ইতি পৃষ্টে গুরুণা শিষ্যঃ চক্ষুর্নেত্রমিত্যাহ যেন লোকে
 প্রকাশকং সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিরূপং দ্রব্যং তৎপ্রকাশ্যং দ্রব্যং চ ব্যবহ্রিয়তে
 তৎ চক্ষুরেব জ্যোতিঃ ইত্যর্থঃ । এবম্ উত্তরে শিষ্যেণ দত্তে সতি গুরুঃ
 পৃচ্ছতি তন্মীলন ইতি তন্মীলনে চক্ষুঃ মীলনে কৃতে সতি কিং জ্যোতিঃ
 পশ্যৎ সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিপ্রকাশকতৎপ্রকাশ্যঘটাদিচক্ষুরণশ্চ কিং প্রকাশসাধকং
 তেজঃ তে অস্তি ইতি পৃষ্টে শিষ্য আহ নেত্রনিমীলনানন্তরং
 সর্বব্যবহারক্ষুরণসাধনং জ্যোতিঃ নিতরাম্ অত্যন্তং প্রকাশকং ধীঃ
 বুদ্ধিরস্তি ইত্যুত্তরং দত্তং ততো গুরুঃ পৃচ্ছতি ধিয়ঃ ইতি ধিয়োহপি
 বুদ্ধেঃ নেত্রসূর্য্যাদিবৎ প্রকাশ্যত্বেন অমুভূয়মানায়াঃ তৎপ্রকাশে
 জ্ঞেয়ব্যবহারে তে তব কিং জ্যোতিঃ তেজঃ ইতি পৃষ্টে শিষ্য আহ
 অহমিতি, মম বুদ্ধামুভবিতৃতাৎ তত্র বুদ্ধিপ্রকাশব্যবহারে সাধক-
 মহমস্মি । এবমুক্তে শিষ্যেণ গুরুঃ পৃচ্ছতি তত্ত্বৈতি । তত্রাপি অহং
 তত্রাপি অমুভূয়মানব্যবহারে সাধকং কিং তব জ্যোতিঃ প্রকাশকং তেজঃ
 অস্তি ? ইতি পৃষ্টে শিষ্য আহ—অহমিতি । অহং স্বপ্রকাশকঃ আত্মাস্তি

(অনুবাদ) শিষ্য উত্তর দিলেন—দিবাতে সূর্য্য এবং রাত্রিতে চন্দ্র ও
 দীপাদির দ্বারা সমস্ত প্রকাশিত হয়। গুরু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—
 সূর্য্য ও দীপাদির কল্পনা করিতে তোমার কি জ্যোতিঃ আছে ? শিষ্য
 উত্তর দিলেন—চক্ষুঃ । গুরু বলিলেন চক্ষুঃ মুদ্রিত হইলে কোন
 জ্যোতিঃ থাকে । শিষ্য বলিলেন—বুদ্ধি । গুরু বলিলেন—বুদ্ধির
 প্রকাশে কোন জ্যোতিঃ, শিষ্য বলিলেন আমি । গুরু বলিলেন—তুমি
 সেই প্রকাশরূপ ব্রহ্ম । শিষ্য বলিলেন—হে প্রভো ! আমিও পরম-
 জ্যোতিঃ ব্রহ্ম ৷২৫

কক্ষিং কালং স্থিতঃ কো পুনরিহ ভজতে নৈব দেহাদিসংখ্যং
 যাবৎ প্রারম্ভভোগং কথমপি স স্মৃৎ চেষ্টতেহসঙ্গবুদ্ধ্যা ।
 নির্দ্বন্দ্বো নিত্যশুদ্ধো বিগলিতমমতাহংকৃতির্নিত্যতৃপ্তো
 ব্রহ্মানন্দস্বরূপঃ স্থিরমতিরচলো নির্গতাশেষমোহঃ॥২৬

অর্থঃ । ২৬ । সঃ কক্ষিং কালম্ ইহ কো স্থিতঃ দেহাদিসংখ্যং ন এব ভজতে, যাবৎ
 প্রারম্ভভোগং কথমপি অসঙ্গবুদ্ধ্যা স্মৃৎ চেষ্টতে, নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্যশুদ্ধঃ বিগলিতমমতাহংকৃতিঃ
 নিত্যতৃপ্তঃ ব্রহ্মানন্দস্বরূপঃ স্থিরমতিঃ অচলঃ নির্গতাশেষমোহঃ [ভবতি] । ২৬

(টীকা) ইত্যর্থঃ । এবমুক্তো গুরুঃ আহ—ততঃ ত্বম্ ইতি । তদন্তস্ত
 কস্তাপি প্রকাশকদ্রব্যান্ত অভাবাৎ প্রকাশ্যদ্রব্যান্তাপি তৎপ্রকাশয়িতুম্
 অশক্যত্বাৎ স্বয়ংজ্যোতিশ্চেন প্রকাশমানত্বাৎ তৎপরমকং জ্যোতিঃ কার্য-
 কারণপ্রকাশ্যপ্রকাশ্যাত্মস্পৃষ্টং তেজঃ ত্বং ত্বংপদলক্ষ্যো আত্মা অসি
 ভবসি অতঃ তে জ্যোতিঃ প্রভা প্রকর্ষভানরূপঃ অস্মীত্যহুভবঃ । অত্রার্থে
 বৃহদ্বারণ্যকী ক্রতিঃ অপি । “আত্মৈব অস্ত জ্যোতিঃ” ইত্যাদিকা ॥২৫

২৬ । এবম্ভূতাহুভববতো জীবমুক্তস্ত ব্যবহারমাহ— কিঞ্চিদ্রিতি ।
 স ব্রহ্মবেত্তা জীবমুক্ত ইত্যর্থঃ । কিঞ্চিংকালং কতিচিংকালপর্য্যন্তং
 যথালোকং যথাধিকারিব্যক্তিপরিচ্ছেদককালপর্য্যন্তম্ ইত্যর্থঃ । কো
 স্থলদেহাপেক্ষয়া পৃথিব্যাং বস্তুতন্ত ব্রহ্মবসিষ্ঠাদীনামপি অন্তলোকেষু স্থিতি-

অনুবাদ । ২৬ । পূর্বোক্তপ্রকার অহুভববিশিষ্ট জীবমুক্তের
 ব্যবহার কিরূপ তাহাই বলিতেছেন । সেই ব্রহ্মবেত্তা জীবমুক্ত
 কিছুকাল পৃথিব্যাদি লোকে অন্তঃকরণবিশিষ্টভাবে অবস্থিত হইয়া
 আর এই স্থল দেহ জী পুত্র মিত্র ভ্রাতাদিতে মমতাবুদ্ধি করেন না ।
 যে পর্য্যন্ত প্রারম্ভভোগ আছে, তৎকাল পর্য্যন্ত কোনরূপে দেহাদির
 সহিত অসঙ্গবুদ্ধিতে স্মৃৎ কার্য করিয়া থাকেন । অনন্তর স্মৃৎসংখ্যাদি
 বন্ধরহিত, নিত্যশুদ্ধ, মমতা ও অহংকারবিহীন, সর্বদা তৃপ্ত, ব্রহ্মানন্দ-

(টীকা) ঋত্যা কৌ কেন্দ্রশব্দবাচ্যে অন্তঃকরণে স্থিতঃ বর্তমানঃ ইব লক্ষিতোপি ইহ পৃথিব্যাং কেন্দ্রে চ পুনঃ দেহকেন্দ্রাদিসম্বন্ধনিবৃত্তেঃ পশ্চ্যাৎ দেহাদিসংঘং স্থূলদেহদ্বীপুত্রমিত্রভ্রাতাদিসমূহং নৈব ভজতে নৈব অঙ্গীকরোতি । সন্দেশান্নানি তৎসম্বন্ধবৎপ্রতীতিং ন করোতি ইত্যর্থঃ । কিং চ কেন্দ্রে স্থূলদেহাদিসংঘে চ যাবৎপ্রারকভোগং প্রারকভোগ-পর্যন্তং কথমপি ব্রহ্মবেত্তুঃ স্বীকরতেন মায়াপ্রারকয়োঃ অধীনত্বাভাবাৎ তদ্বিনা চ কর্তৃভোকৃত্বাহুপপত্তেঃ ভোকৃত্বানুত্বাহুপপত্ত্যা প্রারক-ভোগস্ত চ ব্রহ্মজানাঃ ব্রহ্মাদীনাং কর্তৃভোকৃত্বাব্যবহারস্তাপি দৃশ্যমান-ত্বাৎ সর্বব্যবহারস্ত মায়ামাত্রত্বেন অনির্কচনীয়ো ব্রহ্মবেত্ত্বব্যবহার ইতি ভাবঃ । অসঙ্গবুদ্ধ্যা অসঙ্গব্রহ্মাত্মবোধেন স্থপং যথা ভবতি তথা নিঃসংশয়ত্বাৎ নিদুঃখম্ ইত্যর্থঃ । চেষ্টতে চেষ্টাবশেন প্রতীতো ভবতি ইত্যর্থঃ । তস্ত অসঙ্গবোধমেব উক্তবাক্তেন বিশেষণৈঃ বিশদয়তি—নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বহীনঃ । তত্রহেতুঃ—নিত্যশুদ্ধঃ । জীবন্তস্ত পাপপুণ্য-বশেন শুদ্ধবস্ত কদাচিত্তকত্বাৎ ব্রহ্মণো ভেদং প্রাপ্তস্ত জ্ঞানিনঃ কাল-ত্রয়েহপি পুণ্যপাপহীনত্বাৎ নিত্যশুদ্ধত্বম্ ইতি ভাবঃ । অতএব বিগলিতমমতাংকৃতিঃ অত্যন্তম্ উপস্তিবীজরহিতত্বেন নষ্টা মমতা অন্তত্বে পুত্রাদৌ দেহাদৌ চ অহংকৃতিঃ তাদাত্মা যন্ত সঃ । অত এব নিত্যতৃপ্তঃ নিরঙ্কুশসন্তোষবান্ তত্র হেতুঃ ব্রহ্মানন্দস্বরূপঃ অপরিচ্ছিন্না-নন্দরূপঃ । স্থিরমতিঃ স্থিরা ব্রহ্মপি মতিঃ যন্ত স্বতচ্চ ব্রহ্মরূপত্বাৎ অচলঃ

(অনুবাদ) স্বরূপ, স্থিরচিত্ত, নিশ্চল অশেষ মোহবিরহিত হইয়া থাকেন । এস্থলে অসঙ্গবুদ্ধিতে কার্য্য করায় কলে সুখোদয় হয় । তিনি নিত্যশুদ্ধ হন বলিয়া নির্দ্বন্দ্ব হন । আর তাহারই কলে তিনি মমতা ও অহঙ্কারবিহীন হইয়া থাকেন । ইহার কলে তিনি সর্বদা তৃপ্ত ব্রহ্মানন্দ-স্বরূপ ইত্যাদি হইয়া থাকেন । অতএব জ্ঞানিজনে যে চেষ্টাদি লক্ষিত হয়—তাহা মায়া মাত্র । ২৬

জীবাত্মব্রহ্মভেদং দলয়তি সহসা যৎপ্রকাশকরূপং
বিজ্ঞানং তচ্চ বুদ্ধৌ সমুদিতমতুলং যস্য পুংসঃ পবিত্রম্ ।
মায়্যা তেনৈব তস্য * ক্রয়মুপগমিতা সংসৃতে: কারণং বা
নষ্টা সা কার্য্যকর্ত্তী পুনরপি ভবিতা নৈব বিজ্ঞানমাত্রাৎ ॥৯৭

অর্থঃ । ৯৭ । যৎ প্রকাশকরূপং বিজ্ঞানং সহসা জীবাত্মব্রহ্মভেদং দলয়তি, তৎ
চ অতুলং পবিত্রং যস্য পুংসঃ বুদ্ধৌ সমুদিতং তেন এব সংসৃতে: কারণং তস্য বা মায়্যা
ক্রয়ম্ উপগমিতা, সা কার্য্যকর্ত্তী নষ্টা পুন: আপি বিজ্ঞানমাত্রাৎ ন এব ভবিতা । ৯৭

(টীকা) স্থির: । তত্র হেতু:—নির্গতাশেষমোহ: নি:শেষ: নিবৃত্ত:
অশেষ: মূলজ্ঞানপর্যায়: অজ্ঞানসমূহ: বিপরীতজ্ঞানসহিতো যন্ত, অতো
জ্ঞানিনি চেষ্টায়া: প্রতীতি: সা মায়্যামাত্রম্ ইতি ভাব: ॥৯৬

৯৭ । ইদানীং জ্ঞানিনি প্রতীয়মানস্ত চেষ্টামাত্রস্ত সংসার-
জনকত্বাবং সংহেতুকং প্রপঞ্চয়তি—জীবাত্মেতি । যন্নহাবাক্যজন্তুত্ব
সতি গুরুমুখপ্রত্যা অতো যুক্তিপুরুষকসম্ভাবিতত্বেন নিশ্চিতং জ্ঞানং
চরমবৃত্তাখ্যং প্রকাশকরূপং প্রকাশ এব মুখ্যং রূপং যন্ত তাদৃশং সহসা
অকস্মাৎ তৎকালম্ ইত্যর্থ: । জীবাত্মব্রহ্মভেদং জীবাত্মন: স্বংপদ-
লক্ষ্যস্ত কৃটস্থস্ত ব্রহ্মণ: তৎপদলক্ষ্যস্ত চ ভেদং ভিন্নত্বং কারণেন মূল-
জ্ঞানেন সহ দলয়তি নাশয়তি তৎ তাদৃশং পবিত্রং রাগদ্বेषাদি বাসনা-
সহিতসকলমলিনবর্ত্তকত্বাৎ পাবনম্ । “ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ

অজ্ঞানবাহ । ৯৭ । যে প্রকাশকরূপ বিজ্ঞান অকস্মাৎ জীবাত্মা ও
ব্রহ্মব্রহ্মে ভেদ দূরীকৃত করে, সেই নিরুপম পবিত্র জ্ঞান যে পুরুষের
বুদ্ধিতে আবিস্কৃত হয়, তাহার দ্বারা সংসারের কারণীকৃত তাহার দ্বারা
কর প্রাপ্ত হইয়াছে, সমস্ত কার্য্যের উপাধানকারক সেই দ্বারা জ্ঞানের
দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হইয়া আর অজ্ঞানের দ্বারা উৎপন্ন হয় না ॥৯৭

বাক্য ইতি বা পাঠ: ।

বিশ্বং নেতি প্রমাণাদ্ বিগলিতজগদাকাৰভানন্ত্যজ্ঞেদ্বৈ
পীত্বা যৎকং ফলান্ত্যজ্ঞতি * চ সূতরাং তৎকলং সৌরভাচ্যম্ ।
সম্যক্ সচ্চিদ্ব্যনৈকামৃতসুখকবলাস্বাদপূর্ণো হৃদাসৌ
জ্ঞাত্বা নিঃসারমেবং জগদখিলমিদং স্বপ্রভঃ শাস্ত্ৰচিন্তঃ ॥২৮

অর্থঃ । ২৮। বিশ্বং ন ইতি প্রমাণাদ্ বিগলিতজগদাকাৰভানঃ ত্যজ্যেৎ বৈ, যৎকং
ফলান্তঃ পীত্বা সৌরভাচ্যং তৎ ফলং সূতরাং ত্যজ্ঞতি চ । সম্যক্ সচ্চিদ্ব্যনৈকামৃতসুখ-
কবলাস্বাদপূর্ণঃ অসৌ হৃদা ইদং নিখিলং জগৎ এবং নিঃসারঃ জ্ঞাত্বা স্বপ্রভঃ শাস্ত্ৰচিন্তঃ
[জগৎ ত্যজ্যেৎ] ॥ ২৮

(টীকা) বিজ্ঞতে” ইতি ভগবদ্বক্তেঃ । অতুলং নিরূপমং যন্ত অধিকারি-
ধুরীণস্ত পুংসঃ পুরুষপ্রযত্নবতঃ বুদ্ধৌ শুদ্ধাস্বাদকরণে সমুদিতং সংশয়-
বিপর্যায়রতিতম্ আবির্ভূতম্ অভূৎ, তন্ত পুরুষস্ত তেনৈব অগ্রসাধননিব-
পেক্ষেণ জ্ঞানেন কত্রীয়া সংসৃত্তেঃ করণং সংসারস্ত হেতুরূপা মায়া স্বভঃ
কার্যাকারণধীনত্বেন অর্থশূন্যা প্রকৃত্যপৰপৰ্যায়ী ক্ষয়ং নাশম্ উপগমিতা
অবিজ্ঞানমাত্রাৎ আভাসমাত্রত্বেন সা মায়া পুনরপি নাশপ্রাপ্তেঃ পশ্চাৎ
ইত্যর্থঃ । অপি শব্দাৎপূৰ্ব্বমপি কার্যাত্মং কর্তৃজ্ঞানিদৃষ্টা নাসীৎ । কিং
পুনঃ জ্ঞানানন্তরম্ ইত্যর্থঃ । নষ্টা নাশঃ প্রাপিতা সতী কার্যাকর্ত্রী কার্যঃ
ভ্রমঃ তন্ত কত্রীজ্ঞানিকা নৈব ভবিতা ভবিগতীত্যেবং নিশ্চয় এব ॥২৭

২৮। ইদানীং ভাসমানাম্যামপি সংসৃত্তৌ জ্ঞানিনি তৎত্যাগঃ
দৃষ্টান্তেন সম্ভাবয়ন্নাহ—বিশ্বম্ ইতি । অসৌ জ্ঞানী বিশ্বং জগৎ ন নাস্তি
ইতি প্রমাণাৎ এবং বিধস্বতঃ প্রমাণভূতাৎ “নেহ নানাস্তি কিং চ ন ইতি
ঋতিবাক্যাদিত্যর্থঃ । বিগলিতজগদাকাৰভানঃ বিগলিতং বীজসহিতং

অজুবাদ । ২৮। ‘জগৎ নাই’ এইরূপ প্রমাণভূত ঋতিবাক্য
ধাকায় জগদাকাৰে বৃদ্ধি নষ্ট হওয়ায় জগৎকে বর্জন করিবে । যেমন
লোক নারিকেল বা তালফলের জল পান করিয়া সুগন্ধি ফল ত্যাগ

কীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মণ্যপি খলু হৃদয়গ্রন্থিকুন্তিত্তে বৈ
 হিত্তন্তে সংশয়া যে জনিমুতিফলদা দৃষ্টমাত্রৈ পরেশে ।
 তস্মিন্ চিন্মাত্ররূপে গুণমলরহিতে তত্ত্বমস্যা দিলক্ষ্যে
 কূটস্থে প্রত্যগাত্মখিলবিধিমনোগোচরে ব্রহ্মণীশে ॥২৯

অর্থঃ । ২৯ । তস্মিন্ চিন্মাত্ররূপে গুণমলরহিতে তত্ত্বমস্যা দিলক্ষ্যে কূটস্থে প্রত্যগা-
 ত্মনি অখিলবিধিমনোগোচরে ব্রহ্মণি ঈশে পরেশে দৃষ্টমাত্রৈ অন্য কর্ম্মণি অপি খলু চ
 কীয়ন্তে, হৃদয়গ্রন্থিঃ উক্তিত্তে বৈ যে জনিমুতিকলদাঃ সংশয়াঃ [তে] হিত্তন্তে । ২৯

(টীকা) নষ্টঃ জগতঃ আকার ইব আকৃতিমস্তাবৎ ভাসনং যন্ত হৃদা সর্বা-
 বাদেন সম্যক্ চিদ্ব্যনৈকামৃতসুখকবলান্বাদপূর্ণঃ, সমীচীনভয়া চিক্রপঃ
 যদ্ব্য নিবিড়া জ্ঞানজগদাত্মপ্রবেশাৎ সম্যক্ যচ্ছিত্রহীনম্ ইত্যর্থঃ । একঃ
 স্বগতসজ্জাতীয়ভেদরহিতম্ অমৃতঃ নাশরহিতঃ সুখমানন্দঃ তন্ত্ৰ কেবলো
 গ্রাসঃ যথা গ্রাসঃ হস্তেন ক্রিয়তে তদ্বৎ সাংখ্যযোগহস্তেন অন্তঃকরণন্ত
 বিভাক্রপমুখে ক্রুতে আশ্রয়েনোক্তঃ তন্ত্ৰ স্ববিদ্যাহুভবমুখে ক্ষিপ্তগ্রাসস্য
 জিহ্বেযব তেন পূর্ণঃ নিত্যতৃপ্তঃ সন্ । এবমুক্তরীত্যা অখিলং সমস্তং
 জগদ্বিখং নানসারং সত্ত্বমুখ্যত্বহীনম্ অতএবেদং দৃশ্যত্বেন প্রতীয়মানত্বাৎ
 চিৎস্বরহিতং জ্ঞাত্বা অমৃতত্বয় শাস্তচিত্তঃ সন্ শাস্তং ভজিতবীজত্বেন উপরতং
 চিত্তং চেতো যস্য তৎ জগৎ ত্যজ্যেৎ তত্র দৃষ্টান্তঃ—যদ্বাদিতি । লোকে
 যদ্বৎ যথা কোহপি ফলান্তঃ নারিকাদ্বাদেঃ ফলস্যাস্তঃ রসং সুতরাং
 অত্যন্তং নিঃশেষমিত্যর্থঃ । পীত্বা প্রাপ্ত তৎফলম্ পীতরসফলম্ সৌর-
 ভাট্যং স্বগন্ধভরিতমপি বৈ নিশ্চয়েন ফলগতসৌগন্ধস্য তৃপ্তিহেতুত্বা-
 ত্বাবাৎ তৃপ্তস্য তৃপ্ত্যপেক্ষাত্বাবাৎ চ ত্যজতি তদ্বাদতি সধ্বজঃ ॥২৮

(অনুবাদ) করে । সম্যকরূপে সচ্চিদানন্দস্বরূপ এক অমৃত আনন্দ
 গ্রাসের আশ্রয়ের দ্বারা পরিপূর্ণ মানব মনের দ্বারা এই সমস্ত জগৎকে
 আমার জানিয়া স্বয়ংপ্রকাশ ও শাস্তচিত্ত চেষ্টা জগৎকে ত্যাগ করিবে ॥২৮

টীকা। ২২। ইদানীং জ্ঞানিনি ব্যাধিতাহকারাদিগংপ্রতীতা-
বপি বন্ধকঃ কৰ্মণাং ন ভবতি ইত্যন্বিগ্ধে “ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিঃ”
ইত্যাদিকাং প্রতিং প্রমাণয়তি—কীয়ন্তে ইতি। তস্মিন্ সৰ্ববেদান্তোক্ত-
লক্ষণলক্ষিতে তাত্ত্বৈব লক্ষণাত্মা—বিশেষণৈঃ। চিন্মাত্ররূপে চেত্যা-
রহিতচিন্মাত্রে তত্র হেতুঃ গুণমলরহিতে গুণকৃত্যঃ রাগদ্বৈবাদয়ঃ গুণ-
রূপাশ্চ মলাঃ বন্ধনলেপহেতবঃ তৈঃ রহিতে হীনে তৎত্বমস্যা দিলক্ষ্যে
তৎত্বমস্যা দিমহাবাকৈঃ ভাগত্যাগলক্ষণ্যৈব কেবলং লক্ষিতুং যোগো
ব্রহ্মণি অপরিচ্ছিন্নে ক্ৰেপে তং বিনা মায়া তৎকার্য্যায়োঃ অনির্কাহাৎ নিয়ন্তৃ-
ত্বাভ্যুপচরিতে অখিলবিধমনোগোচরে সমস্তবিধবাক্যানাম্ অনিষোজ্যে
অবিষয়ে চ মনসাং চাবিষয়ে কূটস্থে নির্ঝিকারে প্রত্যগাত্মনি অন্ত-
র্দ্বন্দ্ববতৈব অজ্ঞানমাত্রনিরসনে জ্ঞাতে স্বয়মেব প্রকাশমানে আত্মনি
বস্ত্তনি স্বস্মিন্ পরেশে পরেবাং ব্রহ্মাদীনাং মায়ায়াশ্চ নিয়ন্তৃভ্যোপচরিতে
তমাআনং বিনা তেবাং তৎকার্য্যণাং চ অসিদ্ধেঃ। দৃষ্টমাত্রে কেবলম্
অনুভূতে এব অস্যা কূটস্থব্রহ্মরূপভূতাস্তঃকরণবৃত্তিমতঃ কৰ্ম্মাণি সঙ্কিত-
প্রারব্ধক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বাণ্যপি কীয়ন্তে নষ্টানি ভবন্তি। তত্র হেতুমাহ।
অস্তীতি অনুবৃত্ত্যা কূটস্থব্রহ্মাত্মসাক্ষ্যাকারবতঃ পুরুষস্য হৃদয়গ্রন্থিঃ
হৃদন্তঃকরণং তস্য অয়ঃ প্রকাশকঃ আত্মা তয়োঃ গ্রন্থিঃ স্বাত্মজ্ঞানপূৰ্ব্বং
অগ্নোক্তাদাদাত্মারূপেণৈক্যরূপঃ সংশ্লেষঃ স থলু নিশ্চয়েন উদ্ভিত্তিতে তয়োঃ
অন্তঃকরণচিদাত্মনোঃ ভেদপ্রতীত্যা ছিন্নো ভবতি তল্লিঙ্গম্ আহ—ছিত্তন্তে
ইতি। সৰ্বসংশয়াঃ দেহাৎ আত্মা ভিন্নো বা অভিন্ন ইত্যাদয়ঃ অজ্ঞান-

অনুবাদ। ২২। চিন্মাত্রস্বরূপ, সমস্তরজস্তমোগুণের যে মন অর্থাৎ
রাগদ্বৈবাদি তৎশূন্য, তৎত্বমস্যা দিমহাবাক্যের লক্ষ্য কূটস্থ প্রত্যগাত্মা,
সমস্ত বিধি ও মনের অগোচর, ব্রহ্ম, ক্ৰেপ, পরমাআর দর্শনলাভ হইলে
ঐহার কৰ্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, হৃদয়গ্রন্থি কামাদি ভিন্ন জননমরণফল-
প্রদ সংশয়সমূহ নষ্ট হয়। ২২

আদৌ মধ্যে তথাস্তে জনিমুক্তিকলদং কর্মমূলং বিশালং
জ্ঞানং সংসারবৃক্ষং ভ্রমমদমুদিতাশোকতানেকপত্রং * ।
কামক্রোধাদিশাখং সূতপণ্ডবনিতাকণ্ডকাপক্লিসংঘং
ছিদ্বাহসঙ্গাসিনৈনং পটুমতিরভিতশ্চিস্তয়েদ্ বাসুদেবম্ ॥১০০

অর্থঃ । ১০০ । আদৌ মধ্যে তথ্য অস্তে জনিমুক্তিকলদং বিশালং ভ্রমমদমুদিতানেক-
পত্রং কামক্রোধাদিশাখং সূতপণ্ডবনিতাকণ্ডকাপক্লিসংঘং সংসারবৃক্ষং কর্মমূলং জ্ঞানং
অসঙ্গাসিনা এবং ছিদ্বাহ পটুমতিঃ অভিতঃ বাসুদেবং চিস্তয়েৎ । ১০০

(টীকা) গ্রন্থিমূলহাং তেবাং তন্নিবৃত্তৌ তে চিত্তস্তে নশ্বন্তি তৎফলং
চ আহ । বিশেষণেন জনিমুক্তিকলদা ইতি ভ্রমমরণফলনাঃ । অতঃ
তন্নিবৃত্তৌ ভ্রমমরণনিবৃত্তিব্রহ্মজ্ঞানফলম্ ইত্যর্থঃ ॥১০১

১০০ । ইদানীম্ এতাদৃশজ্ঞানিনো ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকারবৃত্তেঃ বাসনা-
জননপর্যন্তঃ দৃষ্টীকরণায় ধ্যানং তৎপূর্ববশ্তকর্তব্যং হিতম্ আহ—
আদাবিতি । আদৌ বৃত্তেঃ প্রাক্ তথাস্তে নাশানন্তরং মধ্যে প্রতীতি-
কালে অসম্মপি জনিমুক্তিকলদং জনিঃ ভ্রম মূর্তিস্বরূপং তে এব কলে
প্রসবে তয়োঃ দাতারং কর্মমূলং কর্ম ক্রিয়া সা মূলং যস্য বিশালং মহান্
ভ্রমো বিপত্তীতজ্ঞানং মদঃ স্বপ্রৈষ্ঠাজ্ঞানং মুদিতা হর্ষবৃত্তিঃ শোকঃ খেদবৃত্তিঃ
ইত্যাদীনি অনেকানি অনন্তানি পত্রাণি পর্ণানীব যস্য কামক্রোধাদি-

অমুবাদ । ১০০ । ব্রহ্মাকারচিত্তবৃত্তির পূর্বে, বৃত্তিনাশের পর
এবং মধ্যে অর্থাৎ ব্রহ্মপ্রতীতিকালে ভ্রমমরণরূপ ফলদ, বিশাল, ভ্রম,
গর্ভ, হর্ষ শোক—বাহার অনেক পত্র, কাম ক্রোধাদি বাহার শাখা,
পুত্র, পণ্ড, জ্ঞী. কণ্ডাপ্রভৃতি বাহার পক্লিসমূহস্থানীয় এরূপ সংশয়
বৃক্ষকে কর্মমূলক জানিয়া ইহাকে অসঙ্গ খণ্ডের দ্বারা ছেদন করিয়া
কুশলমতি পুরুষ বাসুদেবকে চিন্তা করিবেন ॥১০০

জাতং ময্যেব সৰ্বং পুনরপি ময়ি তৎসংস্থিতং চৈব বিধং ।

সৰ্বং ময্যেব যাতি এবিলয়মিতি তদব্রজ চৈবাহমস্মি ॥

যন্ত স্বত্যা চ যজ্ঞাভিলম্বভবিধৌ সুপ্রয়াতীহ কার্যং ।

ন্যূনং সম্পূর্ণতাং বৈ তমহমতিমুদৈবাচ্যুতং সন্নতোস্মি ॥১০১

ইতি শ্রীমদভগবৎপূজাপাদ-গোবিন্দপাদাচার্য-শিষ্য-শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য-
শ্রীশঙ্করভগবৎপূজাপাদ-বিরচিত-বেদান্তকেশরী ।

অর্থঃ । ১০১ । সৰ্বং বিধং ময়ি এব জাতং পুনঃ অপি তৎ ময়ি এব চ সংস্থিতং, সৰ্বং ময়ি এব এবিলয়ঃ যাতি, ইতি অহং তৎ ব্রজ চ অস্মি । যস্য স্বত্যা চ ইহ যজ্ঞাভিলম্বভবিধৌ কার্যং ন্যূনং সম্পূর্ণতাং সুপ্রয়াতি বৈ, অহং তম্ অচ্যুতম্ অতিমূঢ়া এব সন্নতঃ অস্মি । ১০১

(টীকা) শাখঃ কামঃ প্রিয়বিষয়িণি ইচ্ছা, কোধঃ তৎপ্রতিবন্ধকে রোষবৃত্তিঃ, আদিপদেন লোভাদিবৃত্তয়ঃ তা এব শাখা ইব যস্য স্ততপজ্জ-
রনিতাকল্লকাপকিসংঘঃ স্ততাঃ পুঞ্জাঃ পশবঃ গোবৃষাদয়ঃ বনিতাঃ স্থিরঃ
কল্লকঃ ছহিতরঃ তে পক্ষিণঃ পক্ষত্রিণঃ তেষাং সংঘো যস্মিন্ সংসারবৃক্ষং
সংসরণশ্চভাবকং বৃক্ষনীয়ত্বাৎ বৃক্ষম্ “উর্দ্ধমূলোবাক্ষাখঃ” ইতি শ্রুতেঃ ।
“উর্দ্ধমূলম্ অধঃশাখম্” ইতিস্মৃতেচ্চ । অশ্বখাপরপর্যায়ং জাহ্নবা অসঙ্কেত
প্রাতীয় অল্পকুর ইত্যর্থঃ তৎ এনম্ উক্তলক্ষণং সংসারবৃক্ষং পটুমতিঃ পটুর্নী
কুশলা মতিঃ মননবৃত্তিঃ যস্য স পুমান্ অসঙ্গাসিন্য স্বাসঙ্গত্বানুভবঃ অসিঃ
খণ্ডলঃ তেন হিহা বিনাশ্ত অভিতঃ সৰ্বদা বাহুদেবং বা বিকল্লেন অস্থনাং
প্রাণেন্দ্রিয়াদীনাং দেবং প্রকাশকম্ আত্মানং চিন্তয়েৎ অল্পভবেৎ
প্রাণাদীনাং সঙ্গাসঙ্কেত-প্রকাশকে স্ময়ি বিকল্ল ইতি ভাবঃ । ১০০

১০১ । ইদানীং সর্বোৎপত্তিস্থিতিলক্ষণধার্ষ্টেণ স্বস্মিন্ ব্রজত্বাহু-

অনুবাদ । ১০১ । সমস্ত জগৎ আমাতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার
আমাতেই অবস্থান করে এবং আমাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, এই কারণে
আমিই সেই ব্রজ । যাহার স্বরণমাত্রে যজ্ঞাদি সমুদায় শুভ কার্যের

(টীকা) সন্ধানপূর্বকঃ স্বাত্মজ্ঞানস্যৈব অধিলক্ষণমাপ্তিস্থং স্ফোতয়ন্
 আত্মানং নমস্করোতি—জাতমিতি । সৰ্বং সমস্তং বৈতজাতং মযোব
 ব্রহ্মাভিন্নকূটস্থাত্মসহিতে জাতে ব্রহ্মাত্মনি এব কারণেনান্তঃ কোহপি
 আধারে নাস্তীতি স্মৃতিতম্ । জাতমাবির্ভূতং পুনরপি পশ্চাদ্ভূতপশ্চাত্তর-
 মপি তৎ সমস্তং বিশ্বং জগৎ ময়ি শবলে ব্রহ্মাত্মনি স্থিতং সম্যক্ স্থিতিং
 প্রাপ্তং কিং চ তৎ সৰ্বং সমস্তং জগৎ মযোব শবলে ব্রহ্মণ্যেব প্রবিলয়ং
 নিব্রাপ্তলয়ময়ে সবীজং শুদ্ধে ময়ি চ জ্ঞানেন অত্যন্তঃ নাশং তিরোধান-
 মিত্যর্থঃ । বাতি প্রাপ্নোতি ইত্যতো হেতোঃ তৎ “যতো বা ইমানি
 ভূতানি জায়ন্তে” ইত্যাদিকন্মা তদ্ব্রজ্যেতি অত্যন্তয়া প্রত্যয়া উৎপত্তি-
 স্থিতিলয়াদিধারবদ্ব্যাপলক্ষিতোপাদানভেদে নিদিষ্টঃ ব্রহ্ম দেশকালবস্তুকৃত-
 পরিচ্ছেদরহিতঃ বস্তু অহং অঃপদলক্ষিতঃ কূটস্থঃ প্রত্যগাত্মা অশ্মি
 ভবামি চ পুনঃ যস্য ব্রহ্মাভিন্নস্য প্রত্যগাত্মনঃ স্মৃত্য অহংসন্ধানেন যজ্ঞা-
 ত্ত্বিলমুভবিধৌ যজ্ঞোহুমধোদিবিশ্ব বাজপেয়াদেঃ তাদৃশে সমস্তভুক্তকৰ্ম্মণি
 বিধানৈ কাৰ্য্যং কৰ্ত্তব্যবিধিঃ নানং যজ্ঞতত্ত্বাদিভিঃ নানমপি বৈ নিশ্চয়েন
 সম্পূর্ণতাং সমাপ্তিফলপ্রদত্বমিত্যর্থঃ, স্প্রশ্ন্যতি প্রাপ্নোতি অহং ব্রহ্মাভিন্ন-
 কূটস্থাত্মসাক্ষাৎকারবান্ অতিমুদৈবম্ অত্যন্তম্ আনন্দসাক্ষাৎকার-
 বৃত্ত্যেব কেবলং তৎ ব্রহ্মাভিন্নং প্রত্যগাত্মানং অচ্যুতম্ অপ্ৰচ্যুতস্বভাবং
 সন্নতঃ অষ্টাঙ্গভূতাপ্রকৃতিসহিতঃ তত্র লীনঃ অশ্মি ভবামি ৷১০১

(অনুবাদ) অহুষ্ঠান সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, আমি অতি আনন্দের
 সহিত সেই অচ্যুতের পাদতলে প্রণত হইতেছি ৷১০১

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগুহ্যানন্দ-শিষ্য শ্রীমদানন্দগিরিকৃত
 বেদান্তকেশরী (শতশ্লোকী) টীকা সমাপ্তা ।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।

শাক্তপ্রবাহରআবলী ..

(উপদেশপ্রকরণ—দ্বিতীয় ভাগ ।)

—:~::~:—

স্বাত্মনিকপণম্ ।

(৭)

—:~::~:—

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বেদাস্ততীর্থ কর্তৃক
অনুদিত

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্তৃক
সম্পাদিত ।

—

নিবেদন ।

ভগবৎকৃপায় শাক্তগ্রন্থরত্নাবলী উপদেশপ্রকরণ দ্বিতীয়ভাগের অন্তর্গত সপ্তম গ্রন্থ “স্বাত্মনিরূপণ” প্রকাশিত হইল। ইহাতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যাকৃত মূল, অম্বয় ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। এ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই।

এই গ্রন্থে বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি অতি সুন্দর ও সহজভাবে সহজ ভাষায় প্রকাশিত করা হইয়াছে। ইহা পাঠে বেদান্তমননের যে দৃঢ়তা সাধিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ইহার অনুবাদ কার্য্য—পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ বেদান্ততীর্থ মহাশয় অতি যত্নে সম্পন্ন করিয়াছেন। আশা করা যায়—ইহা মূলার্থ প্রকাশক এবং সহজ পাঠ্য হইয়াছে।

বিনীত—

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ

সম্পাদক ।

ও শ্রীগণেশায় নমঃ ।

শাক্তগ্রন্থরত্নাবলী

স্বাত্মনিরূপণম্ । (৭)

—:~:—

শ্রীগুরুচরণদ্বন্দ্বং বন্দেহং মথিতদুঃসহদ্বন্দ্বম্ ।

ব্রাস্তিগ্রহোপশাস্তিঃ পাংসুময়ং যশ্চ ভসিতমাতনুতে ॥১

দেশিকবরং দয়ালুং বন্দেহং নিহতনিখিলসন্দেহম্ ।

যচ্চরণদ্বয়মদ্বয়মনুভবমুপদিশতি তৎপদস্বার্থম্ ॥২

ভাষ্যঃ । ১। অহং মথিতদুঃসহদ্বন্দ্বং শ্রীগুরুচরণদ্বন্দ্বং বন্দে, যস্য ভাবিতং পাংসুময়ং ব্রাস্তিগ্রহোপশাস্তিম্ আতনুতে । ১

২। অহং নিহতনিখিলসন্দেহং দয়ালুং দেশিকবরং বন্দে, যচ্চরণদ্বয়ম্ অদ্বয়ম্ অনুভবং তৎপদস্য অর্থম্ উপদিশতি । ২

অনুবাদ । ১। দুঃসহ শীতোষ্ণ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বনিচয় বিদলন-কারী শ্রীগুরুর সেই পদযুগল আমি বন্দনা করি, যাহার উক্তি আবর্জক-ময় ভ্রমরূপ গ্রহের উপশম করিয়া থাকে । ১

২। যিনি সকল প্রকার সংশয় ছিন্ন করিয়াছেন সেই কারুণিক দেশিকবরকে (সঙ্গুরুশ্রেষ্ঠকে) আমি প্রণাম করি, যাহার চরণদ্বয় অদ্বিতীয় অনুভব 'তৎ'পদের অর্থ উপদেশ দিয়া থাকে । ২

সংসারদাবপাবকসমুপ্তঃ সকলসাধনোপেতঃ ।

স্বাস্থ্যনিরূপণনিপুণৈর্বাক্যৈঃ শিষ্যঃ প্রবোধ্যতে গুরুণা ॥৩

অস্তি স্বয়মিত্যস্মিন্নর্থেষু কস্মাস্তি সংশয়ঃ পুংসঃ ।

অত্রাপি সংশয়শ্চেৎ সংশয়িতা যঃ স এব ভবসি স্বম্ ॥৪

নাহমিতি বেত্তি যোহসৌ সত্যং ব্রহ্মৈব বেত্তি নাস্তীতি ।

অহমস্মীতি বিজানন্ ব্রহ্মৈবাসৌ স্বয়ং বিজানাতি ॥৫

অর্থঃ । ৩। গুরুণা সংসারদাবপাবকসমুপ্তঃ সকলসাধনোপেতঃ শিষ্যঃ স্বাস্থ্য-
নিরূপণনিপুণৈঃ বাক্যৈঃ প্রবোধ্যতে । ৩

৪। (জনঃ) স্বয়ম্ অস্তি ইতি অস্মিন্ অর্থেষু কস্য পুংসঃ সংশয়ঃ অস্তি । অত্র অপি
সংশয়ঃ (বিজ্ঞতে) চেৎ, যঃ সংশয়িতঃ (ভবতি) স এব স্বং ভবসি । ৪

৫। যঃ অসৌ অহং ন (অস্মি) ইতি বেত্তি সঃ সত্যং ব্রহ্ম এব ন অস্তি
ইতি বেত্তি । অহম্ অস্মি ইতি বিজানন্ অসৌ পুরুষঃ স্বয়ং ব্রহ্ম বিজানাতি এব । ৫

অনুবাদ । ৩। সংসাররূপ দাবানলতাপিত শয়নমাদি সকল
প্রকার সাধনসম্পত্তিযুক্ত শিষ্যকে গুরু নিজস্বরূপনির্ণয়ক্ষম বাক্যরাশি
দ্বারা প্রবুদ্ধ করিতেছেন । ৩

৪। ‘আমি স্বয়ং আছি’ এই বাক্যে কোন্ লোকের সংশয়
হয়? অর্থাৎ ‘আমি আছি’ এই প্রকার আত্মবিষয়ক জ্ঞান সকল
বাক্তিরই অসন্দিগ্ধ; কেহ কখনও এরূপ সংশয় করে না যে ‘আমি কি
আছি?’। এ বিষয়েও যদি সংশয় থাকে, তাহা হইলে যিনি সংশয়কর্তা,
তিনিই তুমি হইতেছ । ৪

৫। যে ব্যক্তি জানে ‘আমি নাই’ সে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই নাই—
ইহাও জানে । ‘আমি আছি’ এইরূপ অবগত হইয়া ঐ ব্যক্তি স্বয়ংই
ব্রহ্ম—ইহা জানিতে পারে । ৫

ব্রহ্ম স্বমেব তস্মান্নাহং ব্রহ্মেতি মোহমাত্রমিদম্ ।

মোহেন ভবতি ভেদঃ ক্লেশাঃ সৰ্ব্বৈ ভবন্তি তন্মূলাঃ ॥৬

ন ক্লেশপঞ্চকমিদং ভজতে কৃতকোশপঞ্চকবিবেকঃ ।

অত এব পঞ্চ কোশান্ কুশলধিয়ঃ সন্তুতং বিচিহ্নস্তু ॥৭

অন্নপ্রাণমনোময়বিজ্ঞানানন্দপঞ্চকোশানাম্ ।

একৈকাস্তুরভাজাং ভজতি বিবেকাৎ প্রকাশতামাত্মা ॥৮

অর্থঃ ৬। স্বম্ এব ব্রহ্ম (ভবসি) তস্মাৎ অহং ব্রহ্ম ন (ভবামি) ইতি ইদং মোহমাত্রম্ । মোহেন ভেদঃ ভবতি সৰ্ব্বৈ ক্লেশাঃ (৫) তন্মূলাঃ ভবন্তি । ৬

৭। কৃতকোষপঞ্চকবিবেকঃ (জনঃ) ইদং ক্লেশপঞ্চকং ন ভজতে । অতএব কুশলধিয়ঃ সন্তুতং পঞ্চকোশান্ বিচিহ্নস্তু । ৭

৮। একৈকাস্তুরভাজান্ অন্নপ্রাণমনোময়বিজ্ঞানানন্দপঞ্চকোশানাম্ বিবেকাৎ আত্মা প্রকাশ্যতাং ভজতি । ৮

অনুবাদ । ৬। তুমিই ব্রহ্ম ; অতএব ‘আমি ব্রহ্ম নহি’ এইরূপ জ্ঞান কেবলমাত্র মোহ । মোহবশতঃ ভেদজ্ঞান হয় এবং সৰ্ব্বপ্রকার ক্লেশও মোহবশতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ ভেদজ্ঞান হইতেই সকল প্রকার ক্লেশের সৃষ্টি হয় । ৬

৭। যিনি পঞ্চকোশের পৃথক্ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ উপভোগ করেন না । এই জগৎ প্রকৃষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সৰ্বদা পঞ্চবিধ কোশের পার্থক্য অনুধাবন করিয়া থাকেন । ৭

৮। দেহাস্তর্কর্ষী অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচটা কোশের একটীর বিভেদজ্ঞানে আত্মা (ক্রমশঃ) প্রকাশ্যতা প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ এক একটা কোষ সম্বন্ধে পার্থক্যজ্ঞান যখন স্পষ্ট হইতে থাকে, তখন তাহাদের সহিত অভিন্নভাবে ভাসমান আত্মাও ক্রমে স্বরূপতঃ পৃথক্ হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকেন । ৮

বপূরিদমন্নময়াখ্যঃ কোশো নাত্মা জড়ো ঘটপ্রায়ঃ ।
 প্রাপ্তংপন্তেঃ পশ্চাৎ তদভাবস্তাপি দৃশ্যমানহ্যং ॥৯
 কোশঃ প্রাণময়োহয়ং বায়ুবিশেষো বপুষ্যবচ্ছিন্নঃ ।
 অস্ত্র কথমাশ্রিতা স্ত্রাং ক্ষুত্ৰ্ণাভ্যামুপেযুযঃ পীড়াম্ ॥১০
 কুরুতে বপুষ্যহস্তাং গেহাদৌ যঃ করোতি মমতাং চ ।
 রাগদ্বেষবিধেয়ো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ কোশঃ ॥১১

অর্থঃ । ৯ । ইদং বপু ঘটপ্রায়ঃ জড়ঃ অন্নময়াখ্যঃ কোশঃ আত্মা ন (ভবতি)
 উৎপন্তেঃ প্রাক্ পশ্চাৎ (চ) অভাবস্যাপি দৃশ্যমানহ্যং । ৯

১০ । অয়ং প্রাণময়ঃ কোশঃ বপুবি অবচ্ছিন্নঃ বায়ুবিশেষঃ (ভবতি) । ক্ষুত্ৰ্ণাভ্যামুপেযুযঃ অস্য কথম্ আশ্রিতা স্ত্রাং । ১০

১১ । যঃ বপুষি অহস্তাং করোতি গেহাদৌ চ মমতাং করোতি রাগদ্বেষবিধেরঃ
 অসৌ মনোময়ঃ কোশঃ ন আত্মা (ভবতি) । ১১

অনুবাদ । ৯ । এই শরীর ঘটের প্রায় জড় অন্নময় কোশ, ইহা
 আত্মা নহে, কেন না উৎপত্তির পূর্বে ও (মরণের) পরে তাহার (সেই
 শরীরের) অভাব পরিদৃষ্ট হয় । অর্থাৎ জন্মের পূর্বে ও মরণের পরে
 শরীর না থাকিলেও যখন আত্মা বিद्यমান থাকে, তখন শরীর
 আত্মা নহে । ৯

১০ । এই প্রাণময় কোশ শরীরমধ্যে অবচ্ছিন্ন বায়ুবিশেষ ; ইহা
 (যখন) ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হয় (তখন) ইহার আত্মত্ব
 কিরূপে হইতে পারে, অর্থাৎ ইহা কিরূপে আত্মা হইতে পারে ? (স্তত্রাং
 প্রাণময় কোশও আত্মা নহে) । ১০

১১ । যাহা শরীরের উপর ‘অহংভাব’ স্থাপন করে এবং গৃহাদি
 বস্তুতে মমতা স্থাপন করে, অর্থাৎ যাহা শরীর ও গৃহাদির উপর “আমি”
 ও “আমার” এইরূপ ধারণা জন্মায়, রাগদ্বেষাদির বশবর্তী সেই মনোময়
 কোশ আত্মা নহে । ১১

সুপ্তৌ স্বয়ং লিলীনা বোধে ব্যাপ্তা কলেবরং সকলম্ ।

বিজ্ঞানশব্দবাচ্যা চিৎপ্রতিবিশ্বে ন বুদ্ধিরপ্যাত্মা ॥১২

সুপ্তিগতৈঃ সুখলৈশৈরভিমমুতে যঃ সুখী ভবামীতি ।

আনন্দকোশনামা সোহহংকারঃ কথং ভবেদাত্মা ॥১৩

যঃ ক্ষুরতি বিশ্বভূতঃ স ভবেদানন্দ এব সকলাত্মা ।

প্রাগুর্ধ্বমপি চ সত্ত্বাদবিকারিত্বাদবাধ্যমানত্বাৎ ॥১৪

অর্থঃ । ১২ । সুপ্তৌ স্বয়ং লিলীনা বোধে সকলং কলেবরং ব্যাপ্তা বিজ্ঞান শব্দবাচ্যা চিৎপ্রতিবিশ্বা বুদ্ধিঃ অপি আত্মা ন (ভবতি) । ১২

১৩ । যঃ সুপ্তিগতৈঃ সুখলৈশৈঃ (অহং) সুখী ভবামি ইতি অভিমমুতে আনন্দ-
কোশনামা সঃ অহঙ্কারঃ কথং আত্মা ভবেৎ । ১৩

১৪ । বিশ্বভূতঃ যঃ ক্ষুরতি আনন্দঃ সঃ এব সকলাত্মা ভবতি, প্রাক্ উর্ধ্বম্ অপি চ
সত্ত্বাৎ, অবিকারিত্বাৎ অবাধ্যমানত্বাৎ । ১৪

অনুবাদ । ১২ । সুপ্তিকালে যাহা আপনা আপনিই বিলয়
প্রাপ্ত হয় এবং জাগ্রদবস্থায় যাহা সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া থাকে এবং
'বিজ্ঞান' এই শব্দদ্বারা যাহা নির্দিষ্ট হয়, চৈতন্যের প্রতিবিশ্বযুক্ত সেই
বুদ্ধিও আত্মা নহে । ১২

১৩ । যাহা সুপ্তিকালীন আনন্দকণিকাসমূহদ্বারা 'আমি সুখী
হইতেছি' এই প্রকারে অভিমান করে, অনন্দময় কোশনামক সেই
অহঙ্কার আত্মা নহে । ১৩

১৪ । সকল প্রতিবিশ্বের বিশ্বস্বরূপে যিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন,
সেই আনন্দই সকলের আত্মা হইতেছেন ; কেন না তিনি পূর্বে এবং
পরেও বিজ্ঞমান রহিয়াছেন, এবং তিনি অবিকারী ও সর্বপ্রকারে বাধ-
বিহীন ; অর্থাৎ সমস্তর বাধ অসম্ভব হওয়ায় এবং আত্মা সত্যস্বরূপ
হওয়ায় তাহা কখনও কোন প্রকারে বাধিত হন না । ১৪

অন্নময়াদেবান্দপরং যদি নানুভূয়তে কিঞ্চিৎ ।

অনুভবিতান্নময়াদেবস্তীত্যস্মিন্ন কশ্চিদপলাপঃ ॥১৫

স্বয়মেবানুভবত্বাভ্যুপোতস্ত নানুভাব্যত্বম্ ।

সকৃদপ্যভাবশক্য ন ভবেদ্বোধস্বরূপসত্ত্বায়াঃ ॥১৬

অর্থঃ । ১৫ । অস্মাৎ অন্নময়াদেঃ অপরং কিঞ্চিৎ যদি ন অনুভূয়তে (তহি) অন্নময়াদেঃ অনুভবিতা অস্তি ইতি অস্মিন্ কচ্চিৎ অপলাপঃ ন (অস্তি) । ১৫

১৬ । স্বয়ম্ এব অনুভবত্বাৎ যদ্যপি এতন্মা অনুভবত্বং ন (ভবতি) (তথাপি) বোধস্বরূপসত্ত্বায়াঃ (অস্যাঃ অনুভূত্যাঃ) অভাবশক্য সত্যং অপি ন ভবেৎ । ১৬

অনুবাদ । ১৫ । এই অন্নময় আদি কোষপঞ্চক ব্যতীত অপর কিছু যদিও অনুভূত হয় না, তথাপি অন্নময়াদি পঞ্চকোশের একজন অনুভব কর্তা আছেন এ বিষয়ে কোন অপলাপ নাই । অর্থাৎ অন্নময়াদি কোষপঞ্চকই কেবল যখন ক্রীত ও জ্ঞাত হয়, তখন তদবিস্তৃত আত্মা নাই—এরূপ বলা চলে না ; যেহেতু অন্নময়াদি পাঁচটি কোশ আছে—ইহা যখন ক্রীত ও অনুভবসিদ্ধ তখন এই কোষপঞ্চকের একজন যে অনুভবিতা আছেন—ইহা কেহই স্বীকার করিতে পারিবেন না । আর অনুভাব্য বিষয়কে যদি অনুভবিতা বলা হয়, তাহা হইলে ‘কর্ম্মকর্তৃবিরোধ’ প্রসঙ্গ হয়, এরূপ অনুভাব্য পঞ্চবিধ কোষ হইতে তদনুভবিতা স্বতন্ত্র—ইহা যুক্তিপক্ষপাতী ব্যাক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে । ১৫

১৬ । যেহেতু উহা স্বয়ংই অনুভবস্বরূপ হয়, সেইহেতু উহার আর অনুভাব্যত্ব নাই, অর্থাৎ বোধস্বরূপ আত্মা কর্তা হওয়ায় যদিও উহা অনুভাব্য অর্থাৎ অনুভবক্রিয়ার কর্ম্ম হয় না, তথাপি বোধের স্বরূপসত্তার অভাবশক্য একবারও করা যায় না । অর্থাৎ একথা বলা চলে না যে, আত্মা যখন অনুভবগ্রাহ্য নহে, তখন উহা নাই ; কেন না “আমার জিহ্বা নাই” এই প্রকার উক্তির দ্বারা উহা ব্যাহত । যে ব্যক্তি “আমার জিহ্বা নাই” এতটা বলিতেছে, তাহার আবার জিহ্বা নাই কি প্রকারে ?

অনুভবতি বিশ্বমাত্মা বিদ্বেনাসৌ ন চানুভূয়েত ।

ন খলু প্রকাশ্যতেহসৌ বিশ্বমশেষঃ প্রকাশয়ন্ ভানুঃ ॥১৭

তদিদং তাদৃশমীদৃশমেতাবৎ তাবদিতি চ যন্ন ভবেৎ ।

ব্রহ্ম তদিত্যবধেয়ং নো চেদ্বিষয়ো ভবেৎ পরোক্ষং চ ॥১৮

অর্থঃ । ১৭ । আত্মা বিশ্বম্ অনুভবতি ন চ অসৌ বিদ্বেন অনুভূয়েত ; অসৌ ভানুঃ
অশেষঃ বিশ্বঃ প্রকাশয়ন্ ন প্রকাশ্যতে খলু । ১৭

১৮ । যৎ তৎ ইদং তাদৃশম্ ইদৃশম্ এতীবৎ চ ইতি ন ভবেৎ তৎ ব্রহ্ম ইতি অবধেয়ং
নো চেৎ বিষয়ঃ ভবেৎ পরোক্ষং (চ) (ভবেৎ) ॥ ১৮

(অনুবাদ) সেইরূপ যে “আত্মা নাই” এই কথা বলিতেছে সে, যদি
নিজে না থাকে, তাহা হইলে কেমন করিয়া সে আত্মসত্তার অপলাপ
করে ? ১৬

১৭ । আত্মা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়সমূহ অনুভব করে, কিন্তু উহা
বিশ্বদ্বারা অনুভূত হয় না ; সূর্য্যাসদৃশ উহা অশেষ জগৎ প্রকাশিত
করিতেছেন, কিন্তু উনি স্বয়ং কাহারও দ্বারা প্রকাশিত হন না । ১৭

১৮ । যাহা—“তাহা, ইহা, সেইরূপ, এইরূপ এবং এতখানি”—এই
প্রকার হয় না, তাহাই ব্রহ্ম—ইহা জানা উচিত । তাহা যদি না
হয় তাহা হইলে ব্রহ্ম বিষয় বা পরোক্ষ হইবে । অর্থাৎ যাহা ইদং,
এতৎ বা এতাবৎ শব্দদ্বারা নির্দিষ্ট হয়, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইয়াই
থাকে, এবং যাহা তৎ, বা সেইরূপ ইত্যাদি প্রকার শব্দদ্বারা কথিত
হয়, তাহা পরোক্ষ হইয়া থাকে ; কিন্তু আত্মা বিষয়ী বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য
বস্তু না হওয়ায় ‘ইদম্’ আদি শব্দদ্বারা নির্দেশ্য হইতে পারে না, এবং উহা
সর্বদা অপরোক্ষভাবে অন্তঃকরণে বিরাজমান থাকায়—পরোক্ষ না
হওয়ায় ‘তৎ’ আদি শব্দবাচ্য নহে । সুতরাং আত্মস্বরূপ অনাদৃক্ ও
অতাদৃক্—ইহা জানা উচিত । ১৮

ইদমিদমিতি প্রতীতে বস্তুনি সর্বত্র বাধ্যমানেহপি ।

অনিদমবাধ্যং তস্বং সত্বাদেতস্ম ন চ পরোক্কত্বম্ ॥১৯

নাবেদ্যমপি পরোক্কং ভবতি ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যেতস্ম লক্ষণং প্রথতে ॥২০

সতি কোষশক্ত্যুপাধৌ সম্ভবতস্তস্ম জীবতেশ্বরতে ।

নো চেত্তয়োরভাবাঙ্গিগতবিশেষং বিভাতি নিজরূপম্ ॥২১

অর্থঃ । ১৯ । সর্বত্র ইদম্ ইদম্ ইতি প্রতীতে বস্তুনি বাধ্যমানে অপি তস্ম অনিদম্ অবাধ্যং ; সত্বাৎ এতস্য পরোক্কত্বং ন চ ভবতি) । ১৯

২০ । স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ ব্রহ্ম অবৈদ্যম্ অপি পরোক্কং ন ভবতি । সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম ইতি এতস্য লক্ষণং প্রথতে । ২০

২১ । কোষশক্ত্যুপাধৌ সতি তস্য জীবতেশ্বরতে সম্ভবতঃ । নো চেৎ তয়োঃ অভাবাৎ বিগতবিশেষং নিজরূপং বিভাতি । ২১

অনুবাদ । ১৯ । সকলস্থলে যাহা 'ইদম্' রূপে প্রতীত হয়, সেই বস্তু বাধিত হইলেও যাহা পরমার্থ সেই 'অনিদম্' অর্থাৎ ইদম্ শব্দাতীত বস্তু বাধিত হয় না । আর যেহেতু উহা বিদ্যমান রহিয়াছে সেইহেতু উহার পরোক্কত্বও নাই, অর্থাৎ উহা পরোক্কও নহে, কিন্তু সতত অপরোক্ক । ১৯

২০ । ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ হওয়ায় অবৈদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের অবিষয় হইলেও পরোক্ক নহে । ব্রহ্ম—সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ—ইহার এইরূপ লক্ষণই শ্রুতিমধ্যে কীর্তিত আছে । ২০

২১ । কোষশক্তি ও উপাধি বিদ্যমান থাকিলে তাঁহার (ব্রহ্মের) জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব সম্ভব হয় ; অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই উপাধিভেদে বিভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হন । যখন তিনি কোষপঞ্চকদ্বারা উপস্থিত হন, তৎকালে "জীব" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, আবার যখন মায়ারূপ উপাধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন হন, তখন "ঈশ্বর" নামে কথিত হন । আর তাহা

সতি সকলদৃশ্যবাধে ন কিমপ্যন্তীতি লোকসিদ্ধং চেৎ ।

যন্ন কিমপীতি সিদ্ধং ব্রহ্ম তদেবেতি বেদতঃ সিদ্ধম্ ॥২২

অর্থঃ । ২২ । সকলদৃশ্যবাধে সতি কিমপি ন অস্তি ইতি লোকসিদ্ধং চেৎ যৎ কিমপি ন (ভবতি) ইতি সিদ্ধং তৎ এব ব্রহ্ম ইতি বেদতঃ সিদ্ধম্ । ২২

(অনুবাদ) যদি না হয়, তাহা হইলে সেই (কোষশক্তি ও মায়োপাধির) অভাবে সর্বপ্রকার বিশেষবিবৰ্হিত নিজস্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥২১

২২ । সমস্ত দৃশ্যপদার্থ বাধিত হইলে (মিথ্যা হইলে) কিছুই থাকে না—ইহাই যদি লোকসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে যাহা কিছুই নহে (বলিয়া কথিত হইতেছে) তাহাই ব্রহ্ম ইহা বেদ হইতে প্রমাণিত হয় । অর্থাৎ এস্থলে পূর্বপক্ষীর আশয় এই যে, সকল প্রপঞ্চই যদি বাধিত হয়, তাহা হইলে কিছুই থাকে না—সুতরাং অদ্বৈতবাদিগণের ব্রহ্মও থাকে না, সুতরাং সৰ্ব্বাভাব বা সর্বশূন্যতাই তত্ত্ব হইয়া পড়ে । এমতে অদ্বৈতগণের ব্রহ্ম অসিদ্ধ হওয়ায় তাঁহাদের মতও অসমঞ্জস হইয়া পড়ে । এই প্রকারে আক্ষেপের সমাধানস্বরূপে বলা হয় যে, কোন বস্তুর অভাব বলিতে হইলেই তাহার প্রতিযোগীর সত্ত্বও আবশ্যক ; ঘটাবাদ বলিলে তৎপ্রতিযোগী ঘটের সত্ত্ব আবশ্যক । সেইরূপ ‘কিছু নাই’ এই কথা বলিলে ‘নাই’ এই অভাবের প্রতিযোগী কোন সদ্বস্ত অবশ্যই স্বীকার্য্য । সুতরাং সৰ্ব্বাভাবের প্রতিযোগী একটি সদ্বস্ত সদাই বিদ্যমান থাকে । আরও কথা—‘কিছুই নাই’ এই উক্তির মধ্যে দুইটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় । এস্থলে ‘কিছু’ শব্দ দ্বারা যাহা লক্ষিত হয়, তাহাই সেই সদ্বস্ত । উহা যখন নাই, তখন উহাকে আর সং বলি কিরূপে ? এ আশঙ্কা অধৌক্তিক, কেন না ‘কিছু নাই’ বলিলে ‘কিছু নাই’ এই জ্ঞানের সাক্ষ্যকালীন একজন সাক্ষী বা জ্ঞাতা আবশ্যক ; সেই জ্ঞাতা যদি অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ‘কিছুই নাই’ ইহাও মিথ্যা

এবং মতিরহিতানাং তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যচিস্তনয়া ।

প্রতিভাত্যেব পরোক্ষবদাত্মা প্রত্যক্ প্রকাশমানোহপি ॥২৩

তস্মাৎ পদার্থশোধনপূর্ব্বং বাক্যাস্ত চিস্তয়ন্নর্থম্ ।

দেশিকদয়াপ্রভাবাদপরোক্ষয়তি ক্ষণেন চাত্মানম্ ॥২৪

দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মানাত্মারোপয়ন্নভেদেন ।

কর্তৃত্বাত্তভিমানী বোধঃ স্মাৎ ত্বম্পদস্ত বাচ্যোহর্থঃ ॥২৫

অর্থঃ । ২৩। এবং মতিরহিতানাং তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যচিস্তনয়া এবং প্রত্যক্ আত্মা পরোক্ষবৎ প্রকাশমানঃ অপি প্রতিভাতি । ২৩

২৪। তস্মাৎ তৎপদার্থশোধনপূর্ব্বং বাক্যস্য অর্থঃ চিস্তয়ন্ দেশিকদয়াপ্রভাবাৎ ক্ষণেন চ আত্মানম্ অপরোক্ষয়তি । ২৪

২৫। দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্ম অভেদেন আত্মনি আরোপ্য কর্তৃত্বাত্তভিমানী বোধঃ ত্বম্পদস্য বাচ্যঃ অর্থঃ স্মাৎ । ২৫

(অনুবাদ) হইয়া যায়। সুতরাং ‘সর্ব্বসাক্ষী’ ‘সর্ব্বদ্রষ্টা’ এক সনাতন সদ্বস্ত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। আর যে ব্যক্তি বলে ‘শূন্য ছিল’ বা ‘শূন্য থাকিবে’ তাহার উক্তিভেদে ‘আমার জননী বন্ধা’ এই প্রকার উক্তির জায় ব্যাহত। যেহেতু যাহা অত্যন্ত অসৎ, তাহা আবার সদ্বস্ত্ববাচক ‘আছে’ বা ‘থাকিবে’ ইত্যাদি প্রকারে ‘অস্তি’ শব্দবাচ্য হয় কিরূপে? সুতরাং সৎ ও শূন্য পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হওয়ায় ‘শূন্য ছিল’ বা ‘শূন্য থাকিবে’ এ প্রকার উক্তি ব্যাহতিদোষদৃষ্ট । ২২

২৩। এই প্রকার বুদ্ধিবিহীন লোক সকলের ‘তত্ত্বমসি’ আদি-বাক্যের চিস্তনদ্বারা এই প্রত্যক্ আত্মা পরোক্ষের জায় প্রকাশিত হইলেও (অপরোক্ষভাবে) প্রতিভাত হইয়া থাকেন । ২৩

২৪। অতএব তৎপদার্থ শোধন করিয়া (তত্ত্বমসি) বাক্যের অর্থ চিস্তা করিতে থাকিলে দেশিক (উপদেশক সঙ্গুতর) রূপাবশে ক্ষণকালমধ্যে আত্মাকে অপরোক্ষভাবে সাক্ষাৎ করিতে পারা যায় । ২৪

দেহস্ত চেঞ্জিয়াণাং সাক্ষী তেভ্যো বিলক্ষণত্বেন ।

প্রতিভাতি যোহববোধঃ প্রোক্তোহসৌ স্বংপদস্ত লক্ষ্যোহর্থঃ ॥

বেদাবসানবাচা সম্বন্ধং সকলজগদুপাদানম্ ।

সর্বজ্ঞতাত্ব্যপেতং চৈতন্ত্বং তৎপদস্ত বাচ্যোহর্থঃ ॥২৭

বিবোধোপাধিবিমুক্তং বিশ্বাতীতং বিশুদ্ধমবৈতম্ ।

অক্ষরমনুভববেদ্যং চৈতন্ত্বং তৎপদস্ত লক্ষ্যোহর্থঃ ॥২৮ ॥

অর্থঃ । ২৬ । দেহস্য ইঞ্জিয়াণাং চ সাক্ষী তেভ্যো বিলক্ষণত্বেন প্রতিভাতি (ইতি)
যঃ অববোধঃ (অস্তি) অসৌ স্বংপদস্য লক্ষ্যঃ অর্থঃ । ২৬

২৭ । বেদাবসানবাচা সংবেদ্যং সকলজগদুপাদানং সর্বজ্ঞতাত্ব্যপেতং চৈতন্ত্বং তৎ-
পদস্য বাচ্যঃ অর্থঃ (ভবতি) । ২৭

২৮ । বিবোধোপাধিবিমুক্তং বিশ্বাতীতং বিশুদ্ধম্ অবৈতম্ অক্ষরম্ অনুভববেদ্যং
চৈতন্ত্বং তৎপদস্য লক্ষ্যঃ অর্থঃ । ২৮

অনুবাদ । ২৫ । দেহ ও ইঞ্জিয়াদির ধর্ম সকলকে অভিন্নভাবে
আত্মার উপর আরোপিত করিয়া যে কর্তৃত্ব আদি জ্ঞান হয়, তাহা
‘তত্ত্বমসি’ বাক্যের ‘ত্বং’ পদের ‘বাচ্য’ অর্থাৎ অভিধেয় অর্থ । ২৫

২৬ । দেহ ও ইঞ্জিয়াদির যিনি সাক্ষী তিনি তাহাদের বিপরীত-
ভাবেই প্রকাশিত হন—এই প্রকার যে জ্ঞানস্বরূপ বস্তু তাহা ‘স্বং’ পদের
লক্ষ্য অর্থ । অর্থাৎ ‘স্বং’ পদের বাচ্য অর্থে দেহেঞ্জিয়াদি অধ্যাত্ম আত্মা
বুঝায় এবং উহার লক্ষ্য (লাক্ষণিক) অর্থে সর্বসম্বন্ধবিরহিত শুদ্ধ আত্মা
অভিহিত হয় । ২৬

২৭ । যিনি বেদান্তবাক্যদ্বারা জ্ঞেয়, যিনি নিখিল বিশ্বের কারণ
এবং সর্বজ্ঞতাদি গুণযুক্ত সেই চৈতন্ত্বই ‘তৎ’ পদের বাচ্য অর্থাৎ
অভিধেয় অর্থ । ২৭

২৮ । যিনি সর্বপ্রকার উপাধিবিরহিত, বিশ্বের অতীত, বিশুদ্ধ
ও দ্বিতীয়বিহীন এবং অক্ষর অর্থাৎ কূটস্থ অপরিণামী ও অনুভবজ্ঞেয়

সামানাধিকরণ্যং তদনু বিশেষণবিশেষ্যতা চেতি ।

অথ লক্ষ্যলক্ষকং ভবতি পদার্থাভ্যনাং চ সম্বন্ধঃ ॥২৯

একত্র বৃত্তিরর্থৈ শব্দানাং ভিন্নবৃত্তিহেতুনাং ।

সামানাধিকরণ্যং ভবতীত্যেবং বদন্তি লাক্ষণিকাঃ ॥৩০

প্রত্যক্ৰপরোক্ষেষু পরিপূর্ণত্বং চ সন্ধিতীয়ত্বম্ ।

ইতরেতরং বিরুদ্ধং তত ইহ ভবিতব্যমেব লক্ষণয়া ॥৩১

অর্থঃ । ২৯ । সামানাধিকরণ্যং তদনু বিশেষণবিশেষ্যতা চ ইতি অথ লক্ষ্যলক্ষকং চ পদার্থানাং সম্বন্ধঃ ভবতি ।

৩০ । ভিন্নবৃত্তিহেতুনাং শব্দানাং একত্র অর্থৈ বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যং ভবতি ইতি এবং লাক্ষণিকাঃ বদন্তি । ৩০

৩১ । প্রত্যক্ৰপরোক্ষেষু পরিপূর্ণত্বং সন্ধিতীয়ত্বং চ ইতরেতরং বিরুদ্ধং ততঃ ইহ লক্ষণয়া এব (সামানাধিকরণ্যং) ভবিতব্যম্ । ৩১

(অনুবাদ) সেই চৈতন্য 'তৎ'পদের লক্ষ্য অর্থ । অর্থাৎ তৎপদের বাচ্য অর্থদ্বারা মায়াপাদি সত্ত্বগুণ ব্রহ্ম, যিনি ঈশ্বর নামে জ্ঞাত, তিনি অভিহিত হন ; আর লক্ষ্য অর্থে সর্বোপাধিবিবজ্জিত নিগুণ নির্বিশেষ চিন্মাত্র লাক্ষিত হন । ২৮

২৯ । সামানাধিকরণ্য, তাহার পর বিশেষণবিশেষ্যতা এবং তদনুত্তর লক্ষ্যলক্ষক পদার্থের (এই ত্রিবিধ) সম্বন্ধ হইয়া থাকে । ২৯

৩০ । যে সকল শব্দের 'প্রবৃত্তির নিমিত্ত' ভিন্ন, তাহাদের একই বিষয়ে যে বৃত্তি অর্থাৎ একটি বিষয়েই বোধকতা, তাহাকেই বিষয়গণ 'সামানাধিকরণ্য' বলিয়া থাকেন । ৩০

৩১ । প্রত্যক্ৰ অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির বিপরীতভাবে স্থিত আত্মার অপরোক্ষ ও পরোক্ষ এবং পরিপূর্ণতা অর্থাৎ সর্বপ্রকার বৈতত্ব-রাহিত্য ও বৈতত্ব ইহার পরস্পরবিরুদ্ধ ; সেইজন্য লক্ষণাদ্বারা ইহাদের সামানাধিকরণ্য (একবিষয়াবসানতা) নিশ্চিত হইয়া থাকে । ৩১

মানাস্তরোপরোধে মুখ্যার্থস্যাপরিগ্রহে জ্ঞাতে ।

মুখ্যাবিনাকৃতেহর্থেষু বা বৃত্তিঃ সৈব লক্ষণা প্রোক্তা ॥৩২

নিখিলমপি বাচ্যমর্থঃ ত্যক্তুঃ বৃত্তিস্তদদ্বিতেহন্যার্থে ।

জহতীতি লক্ষণা স্যাদ্ গঙ্গায়াং ঘোষবদ্বিহ ন গ্রাহ্যা ॥৩৩

বাচ্যার্থমত্যজন্ত্যা যস্য বৃত্তেঃ প্রবৃত্তিরন্যার্থে ।

ইয়মজহতীতি কথিতা শোণে ধাবতিবদত্র ন গ্রাহ্যা ॥৩৪

অর্থঃ । ৩২ । 'মানাস্তরোপরোধে মুখ্যার্থস্য অপরিগ্রহে জ্ঞাতে মুখ্যাবিনাকৃতেহর্থেষু বা বৃত্তিঃ সা এব লক্ষণা প্রোক্তা । ৩২

৩৩ । নিখিলমপি বাচ্যমর্থঃ ত্যক্তুঃ তদ্বিতে অন্ত্যার্থে বৃত্তিঃ জহতী ইতি (খ্যাতা) লক্ষণা স্যাৎ ; গঙ্গায়াং ঘোষবৎ, (সা) ইহ ন গ্রাহ্যা । ৩৩

৩৪ । বাচ্যার্থমত্যজন্ত্যা যস্য বৃত্তেঃ অন্ত্যার্থে প্রবৃত্তিঃ ইয়ম্ অজহতী ইতি কথিতা ; শোণঃ ধাবতিবৎ অত্র (লক্ষণা) ন গ্রাহ্যা । ৩৪

অনুবাদ । ৩২ । প্রমাণাস্তরের অবিসংবাদিতায় (যে স্থলে) মুখ্য অর্থ গৃহীত না হইয়া সেই মুখ্যার্থের সহিত অপৃথগ্ভাবে যে অর্থ গৃহীত হয়, সেই প্রকার অর্থে বৃত্তিকে লক্ষণা বলে । অর্থাৎ আপাততঃ প্রতীয়মান অর্থ গ্রহণ করিলে যে স্থলে প্রমাণাস্তরের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া সেই অর্থ পরিত্যাগপূর্বক সেই অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্ত অর্থ যে বৃত্তিবলে গৃহীত হয়, তাহাকে 'লক্ষণা' বলে । ৩২

৩৩ । সমস্ত বাচ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া তদযুক্ত অন্ত অর্থে পর্য্যবসনতা 'জহতী লক্ষণা' এই নামে খ্যাত, অর্থাৎ তাহাকে 'অজহতী লক্ষণা' বলে । 'গঙ্গায় ঘোষ (বাস করিতেছে)' উক্ত লক্ষণার এই উদাহরণের জ্ঞান উহা নহে ; অর্থাৎ অজহতী লক্ষণার এই উদাহরণটি যেমন বাচ্য অর্থ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া স্ব-সম্বন্ধবিশিষ্ট তীররূপ অর্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে । 'তদ্ব্যসি' বাক্যে তাদৃশ লক্ষণা নহে । ৩৩

৩৪ । যে বৃত্তিতে বাচ্য অর্থ পরিত্যাগ না করিয়া অন্ত অর্থে

জহদজহতীতি সা স্যাৎবা বাচ্যার্থৈকদেশমপহায় ।

বোধয়তি চৈকদেশং সোহয়ং দ্বিজ ইতিবদাশ্রয়েদেনাম্ ॥৩৫

সোহয়ং দ্বিজ ইতি বাক্যং ত্যক্ত্ব। প্রত্যক্পরোক্ষদেশাশ্রম্ ।

দ্বিজমাত্রলক্ষকত্বাৎ কথয়তৈক্যং পদার্থয়োরুভয়োঃ ॥৩৬

তদ্বৎ তত্ত্বমসীতি ত্যক্ত্ব। প্রত্যক্পরোক্ষতাদীনি ।

চিদ্বস্ত্ব লক্ষয়িত্বা বোধয়তি স্পষ্টমসিপদেনৈক্যাম্ ॥৩৭

অর্থঃ । ৩৫ । যা বাচ্যার্থৈকদেশম্ অপহায় একদেশং চ বোধয়তি সা জহদজহতী
ইতি স্যাৎ সঃ অয়ং দ্বিজঃ ইতিবৎ এনাম্ আশ্রয়েৎ । ৩৫

৩৬ । সঃ অয়ং দ্বিজঃ ইতি বাক্যং প্রত্যক্পরোক্ষদেশাদাং ত্যক্ত্ব। দ্বিজমাত্র-
লক্ষকত্বাৎ উভয়োঃ পদার্থয়োঃ এক্যং কথয়তি । ৩৬

৩৭ । তদ্বৎ ‘তত্ত্বমসি’ ইতি (বাক্যং) প্রত্যক্পরোক্ষতাদীনী ত্যক্ত্ব। চিদ্বস্ত্ব লক্ষয়িত্বা
অসি পদেন এক্যং স্পষ্টং বোধয়তি । ৩৭

(অমুবাদ) প্রবৃতি হয় তাহাকে ‘অজহলক্ষণা’ বলা হয় । ‘শোণ
(লোহিতবর্ণ) দৌড়াইতেছে’ (অহলক্ষণার) এইরূপ দৃষ্টান্তের জ্ঞায় ইহা
(‘তত্ত্বমসি’ বাক্যের অর্থ) গ্রাহ্য নহে । অর্থাৎ এস্থলে যেমন শোণ গুণ
গমনসমর্থ না হওয়ায় বাক্যের ঐ বিকল্প অংশটুকু ত্যাগ করিয়া ‘শোণ
গুণবান্ অশ্ব’ আদি দৌড়াইতেছে এইরূপ অর্থ করা হয়, ‘তত্ত্বমসি’
বাক্যোতাদৃশভাবে অহলক্ষণায় অর্থ সম্যকরূপে প্রতীত হয় না । ৩৪

৩৫ । যাহা বাচ্য অর্থের একাংশ পরিত্যাগ করিয়া একাংশের
অর্থবোধ জন্মায় তাহাকে ‘জহদজহলক্ষণা’ বলে । ‘সেই এই দ্বিজ’
এই উদাহরণের জ্ঞায় (এস্থলে) ইহাকে আশ্রয় করিবে, অর্থাৎ ‘জহ-
দলক্ষণা’ দ্বারাই তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ নির্ণীত হয় । ৩৫

৩৬ । ‘সেই এই ব্রাহ্মণ’ এই বাক্যটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষদেশ আদি
পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দ্বিজটির স্বরূপবোধক হওয়ায় (‘সেই ও
এই’ পরস্পরবিরোধী এই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষবাচী) দুইটী পদার্থের
একাধকত্ব বুঝাইয়া দেয় । ৩৬

ইথং বোধিতমর্থং মহতা বাক্যেন দর্শিতৈকোঁন ।

অহমিত্যপরোক্ষয়তাং বেদো বেদয়তি বীতশোকহ্ম ॥৩৮

প্রায়ঃ প্রবর্তকহ্মং বিধিবচসাং লোকবেদয়োদৃষ্টম্ ।

সিদ্ধং বোধয়তোহর্থং কথমিব তদ্ববতি তদ্বমস্যাদেঃ ॥৩৯

অর্থঃ । ৩৮ । দর্শিতৈকোঁন মহতা বাক্যেন ইথং বোধিতম্ অর্গম্ অহম্ ইতি
অপরোক্ষয়তাং বীতশোকহ্মং বেদঃ বেদয়তি । ৩৮

৩৯ । বিধিবচসাং প্রবর্তকহ্মং প্রায়ঃ লোকবেদয়োঃ দৃষ্টম্ । সিদ্ধম্ অর্থং বোধয়তঃ
তদ্বমস্যাদেঃ কথমিব তৎ ববতি । ৩৯

অনুবাদ । ৩৭ । সেইরূপ ‘তদ্বমসি’ (তৎ ত্বম্ অসি) এই
বাক্যটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষতাদির বোধক (তৎ ও ত্বম্ এই পদদ্বয়ের)
মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া ‘অসি’ (‘হইতেছে’) এই পদের সহিত ঐক্য
স্পষ্টভাবে অবগত করায় । অর্থাৎ ‘তদ্বমসি’ বাক্যে ‘তৎ’ ও ‘ত্বং’
এই অংশদ্বয় ‘অসি’ (হইতেছে) এই সম্বন্ধেই পঞ্চাবসিত হয় ;
সুতরাং ‘তদ্বমসি’ বাক্য জীব ও ঈশ্বরের ঐক্যরূপ একমাত্র সংপদার্থই
জ্ঞাপন করিয়া থাকে । অতএব সর্বপ্রকার ভেদাভেদ তিরোহিত করিয়া
এক অদ্বিতীয় সচ্চিৎ ব্রহ্মই পরম তত্ত্ব—ইহাই অবগত হওয়া যায় । ৩৭

৩৮ । যাহার একতা প্রদর্শিত হইল, সেই মহাবাক্যদ্বারা এইরূপে
যে অর্থ জ্ঞাপিত হইল, তাহা যে ব্যক্তি অপরোক্ষভাবে অনুভব করে,
বেদ তাহার বীতশোকহ্ম জানাইয়া দেয়, অর্থাৎ “তরতি শোকম্
আত্মবিন্” এই বেদবাক্যে সেই অপরোক্ষানুভবকর্তা সর্বপ্রকার শোক
হইতে নিষ্কৃতি পায় বলা হইয়াছে । ৩৮

৩৯ । লোকমধ্যে ও বেদমধ্যে বিধিবাক্যেরই প্রবর্তকহ্ম বাহুল্য-
ভাবে দেখিতে পাওয়া যায় । সিদ্ধার্থপ্রতিপাদক ‘তদ্বমসি’ আদি
বাক্যের তাহা হইলে কিরূপে তাহা সম্ভব হয় ? অর্থাৎ বিধিবাক্য
ক্রিয়াবোধক কিন্তু ‘তদ্বমসি’ বাক্য ক্রিয়াপ্রতিপাদক নহে, কিন্তু সিদ্ধার্থ

বিধিরেব ন প্রবৃতিঃ জনয়ত্যভিলষিতবস্তুবোধোহপি ।

রাজা যাতি সূতোহভূদিতি বোধেন প্রবর্ততে লোকঃ ॥৪০

ঐক্যপটৈঃ শ্রুতিবাকৌরাত্মা শশ্বৎপ্রকাশ্যমানোহপি ।

দৈশিকদয়াবিহীনৈরপরোক্ষয়িতুং ন শক্যতে পুরুষৈঃ ॥৪১

বিরহিতকাম্যানিষিদ্ধো বিহিতানুষ্ঠাননির্মলস্বাস্ত্যুঃ ।

ভজতি নিজনেব বোধং গুরুণা কিম্বিতি ত্বয়া ন মন্তব্যম্ ॥৪২

অর্থঃ । ৪০ । বিধিঃ এব ন প্রবৃতিঃ জনয়তি অভিলষিতবস্তুবোধঃ অপি (প্রবৃতিঃ জনয়তি) । রাজা যাতি, সূতঃ অভূং ইতি বোধেন লোকঃ প্রবর্ততে । ৪০

৪১ । আত্মা ঐক্যপটৈঃ শ্রুতিবাকৈঃ শশ্বৎপ্রকাশ্যমানঃ অপি দৈশিকদয়াবিহীনৈঃ অপরোক্ষয়িতুং ন শক্যতে । ৪১

৪২ । বিরহিতকাম্যানিষিদ্ধঃ বিহিতানুষ্ঠাননির্মলস্বাস্ত্যুঃ (জনঃ) নিজম্ এব বোধং ভজতি, গুরুণা কিম্ ইতি ত্বয়া ন মন্তব্যম্ । ৪২

(অনুবাদ) প্রতিপাদক ; সূত্রাং তাহার দ্বারা কিরূপে লোক প্রবর্তিত হইবে, কেন না বিধিবাক্য শুনিয়াই লোকের কার্য্য প্রবৃতি হইয়া থাকে । ৩৯

৪০ । কেবল মাত্র বিধিবাক্যেই যে প্রবৃতি জানাইয়া থাকে, এমত নহে, কিন্তু অভিলষিত বস্তুবিষয়ক জ্ঞানও প্রবৃতিজনক হয় । ‘রাজা যাইতেছে’, ‘তোমার পুত্র হইয়াছে’ এই প্রকার (অবিধিপর সিদ্ধার্থ-বোধক বাক্যের) বোধেও লোকে কার্য্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকে । ৪০

৪১ । (এক আর্ষতীয় আত্মবস্তুতে) সমন্বিত শ্রুতিবাক্যানিবহের দ্বারা আত্মা চিরকাল ধরিয়া বোধিত হইলেও উপদেশক গুরুর দয়া বাহার উপর নাই, তাদৃশ পুরুষ উহার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার করিতে পারে না । ৪১

৪২ । যে ব্যক্তি কাম্য ও নিষিদ্ধ কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিহিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠানদ্বারা নিষ্পাপচিত্ত হইয়াছে, সে নিজ জ্ঞানকে (নিজেই) পাইবে, গুরুর আর প্রয়োজন কি—এরূপ তোমার মনে করা উচিত নহে । ৪২

কৰ্ম্মভিরেব ন বোধঃ প্রভবতি গুরুণা বিনা দয়ানিধিনা ।
 আচার্য্যবান্ হি পুরুষো বেদেত্যর্থস্য বেদসিদ্ধহাৎ ॥৪৩
 বেদোহনাদিতয়া বা যদ্বা পরমেশ্বরপ্রণীততয়া ।
 ভবতি পরমং প্রমাণং বাধো নাস্তি স্বতশ্চ পরতো বা ॥৪৪
 নাপেক্ষতে যদন্তদ্ যদপেক্ষন্তেহখিলানি মানানি ।
 বাক্যং তল্লিগমানাং মানং ব্রহ্মাত্ততীশ্রিয়াবগতো ॥৪৫

অর্থঃ । ৪৩ । দয়ানিধিনা গুরুণা বিনা কৰ্ম্মভিঃ এব বোধঃ ন প্রভবতি ।
 “আচার্য্যবান্ পুরুষঃ বেদঃ” ইতি অস্ত বেদসিদ্ধহাৎ । ৪৩
 ৪৪ । বেদঃ অনাদিতয়া বা যদ্বা পরমেশ্বরপ্রণীততয়া পরমং প্রমাণং ভবতি ।
 স্বতঃ চ পরতঃ বা তস্য বাধঃ ন অস্ति । ৪৪
 ৪৫ । যৎ অন্তঃ ন অপেক্ষতে অখিলানি মানানি যৎ অপেক্ষন্তে তৎ বাক্যম্
 ব্রহ্মাত্ততীশ্রিয়াবগতো নিগমানাং মানং (ভবতি) । ৪৫

অনুবাদ । ৪৩ । করুণার আধার গুরু ব্যতীত কেবলমাত্র কৰ্ম্ম-
 সকল দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হয় না । যেহেতু ‘আচার্য্যযুক্ত পুরুষ (ব্রহ্মকে)
 জ্ঞানিতে পারে’ ইহা বেদসিদ্ধ, অর্থাৎ বেদেই যখন বলিতেছেন আচার্য্য-
 বান্ না হইলে জ্ঞান হয় না, তখন গুরুর কৃপা ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ
 হয় না—ইহাই বুঝিতে হইবে । ৪৩

৪৪ । অনাদিহ্রনিবন্ধনই হউক, অথবা পরমেশ্বরকৃত বলিয়াই হউক,
 বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ; নিজ হইতে অথবা অপর হইতে তাহার কোনরূপ
 বাধ নাই । অর্থাৎ সর্বথা অবাধিত হওয়ায় এবং লৌকিক প্রমাণের
 সংবাদসাপেক্ষ না হওয়ায় বেদ স্বতঃপ্রমাণ ; উহার প্রামাণ্য কাহারও
 অপেক্ষিত নহে । ৪৪

৪৫ । বাহ্য অস্ত কোন (প্রমাণের) অপেক্ষা করে না, কিন্তু
 সর্বপ্রকার প্রমাণ যাহাকে অপেক্ষা করিয়া থাকে, সেই বাক্য, ব্রহ্ম আদি
 অভীশ্রিয় তত্ত্ব জানিতে হইলে সর্ব শাস্ত্রের প্রমাণস্বরূপ । ৪৫

মানং প্রবোধয়ন্তঃ বোধং মানেন যে বুভুংসন্তে ।

এধোভিরেব দহনং দক্ষুং বাহুস্তি তে মহাত্মানঃ ॥৪৬

বেদোহনাদিরমুক্ত্যব্যঞ্জক ঈশঃ স্বয়ংপ্রকাশাত্মা ।

তদভিব্যক্তিমুদীক্য প্রোক্তোহসৌ স্মৃতিভিঃ প্রমাণমিতি ॥৪৭

রূপাণামবলোকে চক্ষুরিবাশ্রয় কারণং দৃষ্টম্ ।

তচ্ছদদৃষ্টাবগতো বেদবদন্তো ন বেদকো হেতুঃ ॥৪৮

অর্থঃ । ৪৬ । যে মানং প্রবোধয়ন্তঃ বোধং মানেন বুভুংসন্তে তে মহাত্মানঃ
এধোভিঃ দহনং দক্ষুং ইচ্ছন্তি ইব । ৪৬

৪৭ । বেদঃ অনাদিঃ স্বয়ংপ্রকাশাত্মা ঈশঃ অমৃতব্যঞ্জকঃ । তদভিব্যক্তিম্ উদীক্য
অসৌ স্মৃতিভিঃ প্রমাণম্ ইতি উক্তঃ । ৪৭

৪৮ । রূপাণাম্ অবলোকে চক্ষুঃ ইব অশ্রয় কারণং ন দৃষ্টং, তদ্বৎ অদৃষ্টাবগতো
বেদবৎ অস্তঃ বেদকঃ হেতুঃ ন অস্তি । ৪৮

অনুবাদ । ৪৬ । যে জ্ঞানের দ্বারা প্রমাণ জ্ঞাপিত হয়, যাহারা
সেই জ্ঞানকে প্রমাণদ্বারা জানিতে ইচ্ছা করে, সেই মহাশয় ব্যক্তিগণ যেন
কাষ্ঠরাশিদ্বারা অগ্নিকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করে । অর্থাৎ প্রমাণজ্ঞাপক
জ্ঞানকে প্রমাণদ্বারা জানিতে চেষ্টা করা আর অগ্নিকে কাষ্ঠদ্বারা দগ্ধ
করিবার প্রয়াস করা উভয়ই তুল্য । ৪৬

৪৭ । বেদ অনাদি ; স্বতঃসিদ্ধস্বরূপ, ঈশ্বর উহার অভিব্যঞ্জক
(প্রকাশক), তাঁহার এই স্বয়ংপ্রকাশিতত্ব দেখিয়াই পণ্ডিতগণ তাহাকে
প্রমাণ বলিয়াছেন । ঈশ্বরও যে বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু
তিনি উহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই জন্যই বেদ পরম প্রমাণ । ৪৭

৪৮ । রূপপ্রত্যক্ষে চক্ষুর দ্বারা অস্ত্র কোন কারণ দেখা যায় না ;
সেইরূপ অদৃষ্টবিষয়ের জ্ঞানসম্বন্ধে বেদের দ্বারা অস্ত্র কোন নির্মিত
মীহি । অর্থাৎ চক্ষু ব্যতীত যেমন অস্ত্র কেন বস্তুর সাহায্যে রূপ
দেখা যায় না, সেইরূপ বেদ ব্যতীত অস্ত্র কোন প্রমাণদ্বারা অদৃষ্টবিষয়
সকল নির্ণীত হয় না । ৪৮

নিগমেষু নিশ্চিতার্থঃ তন্ত্বে কশ্চিদ্ যদি প্রকাশয়তি ।
তদিদমভুবাদমাত্রং প্রামাণ্যং তস্য সিধ্যতি ন কিঞ্চিৎ ॥৪৯
অংশদ্বয়বতি নিগমে সাধয়তি দ্বৈতমেব কোহপ্যাংশঃ ।
অদ্বৈতমেব বস্তু প্রতিপাদয়তি প্রসিদ্ধমপরোহংশঃ ॥৫০
অদ্বৈতমেব সত্যং তস্মিন্ দ্বৈতং ন সত্যমধ্যস্তম্ । ..
রজতমিব শুক্তিকার্যাং মৃগভূকায়ামিবোদকক্ষুরণম্ ॥৫১

অর্থঃ । ৪৯ । যদি কশ্চিৎ নিগমেষু নিশ্চিতার্থঃ তন্ত্বে প্রকাশয়তি তৎ ইদম্
অভুবাদমাত্রং তস্য কিঞ্চিৎ প্রামাণ্যং ন সিধ্যতি । ৪৯

৫০ । অংশদ্বয়বতি নিগমে কঃ অপি অংশঃ দ্বৈতম্ এব সাধয়তি অপরঃ অংশঃ
প্রসিদ্ধম্ অদ্বৈতং বস্তু এব প্রতিপাদয়তি । ৫০

৫১ । অদ্বৈতম্ এব সত্যং তস্মিন্ অধ্যস্তং দ্বৈতং শুক্তিকার্যাং রজতম্ ইব মৃগভূকি-
কায়াম্ উদকক্ষুরণম্ ইব ন সত্যম্ । ৫১

অভুবাদ । ৪৯ । যদি কেচ বেদমধ্যে নির্ণীত বিষয় (স্বীয়) তন্ত্বে
অর্থাৎ সিদ্ধান্ত-গ্রন্থে প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহা কেবল অভুবাদ
(পুনরুক্তি অর্থাৎ উক্তির অনুরূপ উক্তি) হইয়া থাকে ; তাহার কোন
(পৃথক্) প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ তাহা যাহার অভুবাদ তাহারই
প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়া থাকে । অপরের সিদ্ধান্তে তাহা কথিত
হইলেও সেই পূর্বপ্রামাণ্য অনুসারেই তাহা প্রমাণভূত হয়, পরবর্তী
অভুবাদকের কৃতি তাহার প্রমাণের ব্যবস্থাপক নহে, অথবা সেই
অভুবাদও নিজে প্রমাণ হয় না । ৪৯

৫০ । অংশদ্বয়বিশিষ্ট শাস্ত্রমধ্যে কোনও কোন অংশ দ্বৈতই সাধন
করিয়া থাকে, আবার অপর ভাগটি প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বস্তুই প্রতিপাদন
করিয়া থাকে । ৫০

৫১ । অদ্বৈতই পরমার্থ ; শুক্তিকার্য রজতপ্রতিভাস যেমন সূক্ষ্ম
নহে, ময়ূরটিকার জলপ্রকাশ যেরূপ পরমার্থ নহে, সেইরূপ সেই অদ্বৈতো-
পরি অধ্যস্ত দ্বৈতও সত্য নহে । ৫১

আরোপিতঃ যদি স্মাদদ্বৈতঃ বস্তুবস্তুনি দ্বৈতে ।

তদযুক্তমেব যস্মাৎ সত্যোহধ্যাসো ভবত্যসত্যানাম্ ॥৫২

যজ্ঞারোপণমুভয়োস্তদ্ব্যতিরিক্তস্য কস্মচিদভাবাৎ ।

আরোপণং ন শূন্তে তস্মাদদ্বৈতসত্যতা গ্রাহ্য ॥৫৩

প্রত্যক্ষাত্তনবগতং শ্রুত্যা প্রতিপাদনীয়মদ্বৈতম্ ।

দ্বৈতং ন প্রতিপাদ্যং তস্মৈ স্মৃত এব লোকসিদ্ধ্যাৎ ॥৫৪

অর্থঃ । ৫২ । অদ্বৈতঃ বস্তু অবস্তুনি দ্বৈতে যদি আরোপিতঃ স্যাৎ তৎ অব্যক্তম্ এব বস্মাৎ সত্যো অসত্যানাম্ অধ্যাসঃ ভবতি । ৫২

৫৩ । যদি উভয়োঃ আরোপণং (তর্হি) তদ্ব্যতিরিক্তস্য কস্মচিৎ অভাবাৎ শূন্তে আরোপণং ন (ভবতি) তস্মাৎ অদ্বৈতসত্যতা গ্রাহ্য । ৫৩

৫৪ । শ্রুত্যা প্রত্যক্ষাত্তনবগতম্ অদ্বৈতং প্রতিপাদনীয়ং দ্বৈতং ন প্রতিপাদ্যং তস্য লোকসিদ্ধ্যাৎ । ৫৪

অনুবাদ । ৫২ । সদৃ বস্তু অদ্বৈত যদি অবস্তু (তুচ্ছ) দ্বৈতোপরি আরোপিত হয় বলা হয়, তাহা হইলে তাহা অসমীচীন, কেন না, সত্য বস্তুতেই অসত্য বস্তুর আরোপ হইয়া থাকে (কিন্তু অসত্য সত্যবস্তুর আরোপ হয় না) । ৫২

৫৩ । যদি দুইটিরই আরোপ অর্থাৎ অধ্যাস হয়, দুইটি বস্তুই অধ্যাস্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে হেতু তদুভয় ব্যতিরিক্ত, অন্তকোন বস্তু না থাকায় তাহার শূন্তে আরোপ হইতে পারে না; (স্মৃতরাং উভয়ের অধ্যাস্ততা না হইয়া একেরই অধ্যাস্ততা যুক্তিযুক্ত হওয়ায় দ্বৈতই আরোপিত); অতএব অদ্বৈতের সত্যতা গ্রহণ করা উচিত । ৫৩

৫৪ । প্রত্যক্ষাদি দ্বারা বাহ্য অবগত হওয়া যায় না, সেই অদ্বৈতই শ্রুতির প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত, কিন্তু দ্বৈত, শ্রুতির প্রতিপাদ্য হওয়া উচিত নহে; যেহেতু উহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা লোকতঃ সিদ্ধই রহিয়াছে। (লোকসিদ্ধ বস্তু জ্ঞাপন করিয়া শ্রুতি কোন প্রয়োজনেই আসিতে পারে না) । ৫৪

অদ্বৈতং সুখরূপং হৃঃসহহৃঃখং সদা ভবেৎ দ্বৈতম্ ।

যত্র প্রয়োজনং স্যাৎ প্রতিপাদয়তি ঋতিস্তদেবাসৌ ॥৫৫

নিগমগিরা প্রতিপাত্তং বস্ত্র যদানন্দরূপমদ্বৈতম্ ।

স্বাভাবিকং স্বরূপং জীবৎ তস্ম কেচন ক্রবতে ॥৫৬

স্বাভাবিকং যদি স্মাজ্জীবৎ তস্ম বিশদবিজ্ঞপ্তেঃ ।

সকৃদপি ন তদ্বিনাশং গচ্ছেদুৎপ্রকাশবদ্বহুঃ ॥৫৭

যদ্বদয়ো রসবিদ্ধং কাকনতাং যাতি তদ্বদেবাসৌ ।

জীবঃ সাধনশক্ত্যা পরতাং যাতিতি কেচিদিচ্ছন্তি ॥৫৮

অর্থঃ । ৫৫ । অদ্বৈতং সুখরূপং (ভবেৎ) দ্বৈতং সদা হৃঃসহহৃঃখরূপং ভবেৎ ।
যত্র প্রয়োজনং স্যাৎ অসৌ ঋতিঃ তৎ এব প্রতিপাদয়তি । ৫৫

৫৬ । নিগমগিরা যৎ আনন্দরূপম্ অদ্বৈতং বস্ত্রপ্রতিপাদ্য, কেচন জীবৎ তস্য
স্বাভাবিকং স্বরূপং ক্রবতে । ৫৬

৫৭ । যদি জীবৎ বিশদবিজ্ঞপ্তেঃ তস্য স্বাভাবিকং স্যাৎ তৎ বহুঃ উৎপ্রকাশবৎ
সকৃৎ অপি বিনাশং ন গচ্ছেৎ । ৫৭

৫৮ । যৎ অর্থঃ রসবিদ্ধং (সৎ) কাকনতাং যাতি তৎ এব অসৌ জীবঃ সাধন-
শক্ত্যা পরতাং যাতি ইতি কেচিং ইচ্ছন্তি । ৫৮

অনুবাদ । ৫৫ । অদ্বৈত সুখরূপ এবং দ্বৈততা সর্বদা হৃঃসহ হৃঃখাত্মক
হয় । যে বিষয়ে প্রয়োজন থাকে, ঐ ঋতি, তাহাই প্রতিপাদন করে । ৫৫

৫৬ । শাস্ত্রবচন যে আনন্দস্বরূপ অদ্বৈত বস্ত্র প্রতিপাদন করিয়া
থাকেন, কেহ কেহ বলেন—জীবভাব তাহার স্বাভাবিক স্বরূপ । ৫৬

৫৭ । জীবত্ব যদি সেই বিমল বিজ্ঞানস্বরূপের স্বাভাবিক স্বরূপ হয়,
তাহা হইলে বহির উৎকৃতা ও প্রকাশত্ব যেমন একবারও বিনষ্ট হয় না
তাহাও সেইরূপ একবারও নাশ প্রাপ্ত হইত না । ৫৭

৫৮ । কেহ কেহ এরূপ মনে করেন যে, লৌহ যেমন রসবিদ্ধ অর্থাৎ
পারদসংযুক্ত হইয়া (রসায়নিক প্রক্রিয়াদ্বারা) স্ববর্ণভাবে প্রাপ্ত হয়,
সেইরূপই ঐ জীবও সাধনশক্তিবলে পরমাত্মভাবে প্রাপ্ত হয় । ৫৮

তদিদং ভবতি ন যুক্তং গতবতি তস্মিন্ চিরেণ রসবীৰ্য্যে ।

প্রতিপত্ততে প্রণাশং হৈমো বর্ণোহপ্যয়ঃসমাক্রুতঃ ॥৫৯

জীবন্তমপি তথৈদং বহুবিশ্বখদুঃখলক্ষণোপেতম্ ।

গতমিব সাধনশক্ত্যা প্রতিভাতোব প্রয়াতি ন বিনাশম্ ॥৬০

তস্মাৎ স্বতো যদি স্তাজ্জীবঃ সততং স এব জীবঃ স্তাৎ ।

এবং যদি পরমাত্মা পরমাত্মৈবায়মিতি ভবেদ্ যুক্তম্ ॥৬১

যদি বা পরেণ সাম্যং জীবশ্চেচ্ছজ্জতি সাধনবলেন ।

কালেন তদপি ক্রিয়তা নশ্চাত্যোবেতি নিশ্চিতং সকলৈঃ ॥৬২

অর্থঃ । ৫৯ । তং ইদং ন যুক্তং ভবতি রসবীৰ্য্যে তস্মিন্ চিরেণ গতবতি অর্থঃ-
প্রণাশং প্রতিপত্ততে হৈমঃ বর্ণঃ অপি সমাক্রুতঃ । ৫৯

৬০ । তথা বহুবিশ্বখদুঃখলক্ষণোপেতম্ ইদং জীবন্তম্ অপি সাধনশক্ত্যা গতম্ ইব
প্রতিভাতি এব বিনাশং ন প্রয়াতি । ৬০

৬১ । তস্মাৎ যদি স্বতো জীবঃ সাতং স সততম্ এব জীব সাতং ; এবঃ যদি (অর্থঃ)
পরমাত্মা (তদা) অর্থঃ পরমাত্মা এব ভবেৎ (ইতি) যুক্তম্ । ৬১

৬২ । যদি বা জীবঃ সাধনবলেন পরেণ সাম্যং তজ্জতি চেৎ (তর্হি) তৎ অপি
ক্রিয়তা কালেন নশ্চতি এব ইতি সকলৈঃ নিশ্চিতম্ । ৬২

অনুবাদ । ৫৯ । কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, পারদশক্তিমধ্যে উহা
চিরতরে লীন হইলে লৌহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ অদৃশ্য হয়, (কিন্তু
তাহা হয় না,) বস্তুতঃ সুবর্ণবর্ণ উহাতে সমাক্রুত হইয়া থাকে । ৫৯

৬০ । সেইরূপ বহুবিশ্ব স্বখদুঃখচিরযুক্ত এই জীবভাবও সাধন-
শক্তিবশে অপগতের স্তায়ই প্রতিভাত হয়, বিনাশ প্রাপ্ত হয় না । ৬০

৬১ । অতএব জীব যদি স্বভঃই জীব হয়, তবে তাহা সতত জীবই
থাকিবে, আর যদি উহা পরমাত্মা হয়, তবে ইহা পরমাত্মাই হইবে । ৬১

৬২ । আর যদি জীব সাধনাবশে পরমাত্মার সমানতা প্রাপ্ত হয়,
তাহা হইলে কিছুকালমধ্যেই উহা নষ্ট হইয়া যাইবেই, ইহা সকলেই
নিশ্চিতভাবে অবগত আছে । (যেহেতু যাহা কৃতক হয় তাহা অনিত্যই

তস্মাৎ পরং স্বকীয়ং দেহং মোহাস্বকং চ সংসারম্ ।
 স্বজ্ঞানেন গ্রসিষ্য পূর্ণঃ স্বয়মেব শিষ্যতে নান্নত্ ॥৬৩
 সত্যং জ্ঞানমনন্তং প্রকৃতং পরমাস্বরূপমদ্বৈতম্ ।
 অববোধয়ন্তি নিখিলাঃ ক্রতয়ঃ স্মৃতিভিঃ সমং সমস্তাভিঃ ॥
 অদ্বৈতবোধকানাং নিখিলানাং নিগমবাক্যজালানাম্ ।
 বাক্যান্তরাণি সকলান্ভূতিধীয়ন্তেহস্ত শেবত্বতানি ॥৬৫

অর্থঃ । ৬৩। তস্মাৎ পরং মোহং মোহাস্বকং সংসারং চ স্বজ্ঞানেন উহিষ্য পূর্ণঃ স্বয়মেব শিষ্যতে নান্নত্ (শিষ্যতে) । ৬৩

৬৪। সমস্তাভিঃ স্মৃতিভিঃ সহ নিখিলাঃ ক্রতয়ঃ প্রকৃতং সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং পরমাস্বরূপম্ অদ্বৈতম্ অববোধয়ন্তি । ৬৪

৬৫। সকলানি বাক্যান্তরাণি অস্যা একত্ববোধকানাং নিখিলানাং নিগমবাক্য-
 জালানাং শেবত্বতানি ভূতিধীয়ন্তে । ৬৫

(অজ্ঞানবাদ) হইয়া থাকে) আর সাধনশক্তিবলে ঈশ্বরসাম্যপ্রাপ্তিও কৃতক
 হওয়ায় অবজ্ঞাই নষ্ট হইবে ; সুতরাং ঐহাদের মতে সাম্য বা সাধুজ্ঞা
 অথবা সালোকা আদিই মুক্তি, যুক্তি অতুসারে তাঁহাদের মোক্ষকে
 অনিত্য ও অনাত্মাত্মিক বলিতে হয়, কিন্তু মোক্ষের অনিত্যতা ও
 অনাত্মাত্মিকতা আদৌ যুক্তি ও ক্রতিলিঙ্গ নহে । ৬২

৬৩। অতএব পরম মোহ ও মোহস্বরূপ সংসারকে আত্মজ্ঞানদ্বারা
 বাধিত করিয়া পরিপূর্ণস্বরূপ নিজেই (আত্মাই) অবশিষ্ট থাকে, অপর
 কোন বস্তু থাকে না । ৬৩

৬৪। সকল স্মৃতি শাস্ত্রের সহিত সমগ্র ক্রতিবাক্যানিচয় প্রকৃত
 অর্থাৎ প্রকরণপ্রতিপাদ্য প্রধান সত্যজ্ঞানস্বরূপ অনন্ত পরমাস্বরূপ
 অদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে । ৬৪

৬৫। সকল প্রকার বাক্যান্তরই অর্থাৎ যত প্রকার বাক্য আত্মার
 একত্ব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে না, তৎসমুদয়ই, আত্মার একত্বপ্রতিপাদক

যস্মিন্মিহিরবহুদিতে তিমিরবদপযাস্তি কর্তৃতাদীনি ।

জ্ঞানং বিরহিতভেদঃ কথমিব তদ্বতি তদ্বমস্মাদেঃ ॥৬৬

কর্মপ্রকরণনিষ্ঠং জ্ঞানং কর্ম্মাক্রমিশ্রুতে প্রাজ্ঞৈঃ ।

ভিন্নপ্রকরণভাজঃ কর্ম্মাক্রমঃ কথং ভবেজ্ জ্ঞাপ্তেঃ ॥৬৭

অধিকারিবিষয়ভেদৌ কর্ম্মজ্ঞানাত্মকবুভৌ কাণ্ডৌ ।

এবং সতি কথমনয়োরঙ্গাদিস্বঃ পরস্পরং ঘটতে ॥৬৮

অর্থঃ। ৬৬। যস্মিন্ মিহিরবং উদিতে কর্তৃতাদীনি তিমিরবৎ অপযাস্তি বিরহিত-
ভেদঃ তৎ জ্ঞানং তদ্বমস্মাদেঃ কথমিব ভবতি । ৬৬

৬৭। কর্ম্মপ্রকরণনিষ্ঠং জ্ঞানং প্রাজ্ঞৈঃ কর্ম্মাক্রম ইত্যুচেৎ ; ভিন্নপ্রকরণভাজঃ জ্ঞাপ্তেঃ
কথং কর্ম্মাক্রমঃ ভবেৎ । ৬৭

৬৮। উভৌ কাণ্ডৌ অধিকারিবিষয়ভেদৌ কর্ম্মজ্ঞানাত্মকৌ এবং সতি কথম্ অনয়োঃ
পরস্পরম্ অঙ্গাদিস্বঃ ঘটতে । ৬৮

(অনুবাদ) সকল বেদবাক্যরাশির শেষভূত বা অন্তস্বরূপ, অর্থাৎ
তাহারা সকলেই গৌণভাবে ব্যবহৃত, আত্মার একত্বপ্রতিপাদনই শ্রুতির
তাৎপর্য। ৬৫

৬৬। সূর্য্যের স্তায় যাহা উদিত হইলে কর্তৃত্বাদি সাংসারিক বৈত-
ভাবনিচয় অন্ধকারের স্তায় অপমৃত হয়, সর্ব্বপ্রকার ভেদবিহীন সেই
জ্ঞান তদ্বমসি আদি বাক্য হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে ? ৬৬

৬৭। যে জ্ঞান কর্ম্মপ্রকরণে কথিত হইয়াছে পণ্ডিতগণ তাহাকে
কর্ম্মাক্রম বলিতে অভিলাষ করেন, কিন্তু যে জ্ঞান ভিন্নপ্রকরণমধ্যে
সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার কিরূপে কর্ম্মাক্রম হইতে পারে ? ৬৭

৬৮। বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ যে দুইটি কাণ্ড আছে তাহা
অধিকারী ও বিষয়ভেদে ভিন্ন ; তাহার একটি কর্ম্মাত্মক এবং অপরটি
জ্ঞানাত্মক । ৬৮

জ্ঞানং কৰ্ম্মণি ন স্তাজ্ জ্ঞানে কৰ্ম্মেদমপি তথা ন স্তাৎ ।

তৎকল্পমনয়োরুভয়োস্তপনতমোবৎ সমুচ্চয়ো ঘটতে ॥৬৯

তন্মাত্মোহনিবৃন্তৌ জ্ঞানং ন সহায়মশ্রদৰ্শয়তে ।

যদ্বৎ ঘনতরতিমিরপ্রকরপরিধ্বংসনে সহস্রাংগুঃ ॥৭০

অর্থঃ । ৬৯ । কৰ্ম্মণি জ্ঞানং ন স্যাৎ তথা জ্ঞানে কৰ্ম্ম ইদম্ অপি ন স্যাৎ ; তৎ কথং তপনতমোবৎ অনয়োঃ উভয়োঃ সমুচ্চয়ঃ ঘটতে । ৬৯

৭০ । তন্মাত্ম যদ্বৎ ঘনতরতিমিরপ্রকরপরিধ্বংসনে সহস্রাংগুঃ (তথা)• জ্ঞানং মোহনিবৃন্তৌ অস্তং সহায়ং ন অর্থয়তে । ৭০

অনুবাদ । ৬৯ । কৰ্ম্ম থাকিলে জ্ঞান হয় না, আবার সেইরূপ জ্ঞান হইলে কৰ্ম্ম থাকে না । অতএব সূর্য্য ও অন্ধকারের জ্ঞান (পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন) এই দুইটি বস্তুর কিরূপে সমুচ্চয় সংঘটিত হয় ? ৬৯

৭০ । অতএব সূর্য্য যেমন অতিনিবিড় অন্ধকাররাশি নষ্ট করিতে কোন সহায়াস্তর অপেক্ষা করে না, সেইরূপ জ্ঞানও অবিজ্ঞাবিনাশবিষয়ে অপর কোন সহায় আবশ্যক করে না ।

তাৎপর্য্য

এস্থলে কৰ্ম্মজ্ঞানের যে বিরোধ কথিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কেহ যেন না মনে করেন যে, কৰ্ম্ম একেবারেই অননুষ্ঠেয় ; অধৈৰ্য্য-বৈদ্যাস্তিকগণ এরূপ কথা বলেনও না । তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে, প্রত্যেক আশ্রমীরই স্ব স্ব আশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম কর্তব্য ; অধিক কি ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও কৰ্ম্মত্যাগ করিতে পারেন না, তবে তাঁহারা যে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা নিজাম হওয়া চাই । বৈদ্যাস্তিকগণ যে কৰ্ম্মের প্রতিবেদ করেন, তাহাতে তাঁহাদের আশয় এই যে, অন্ধকার নষ্ট করিতে হইলে যেমন আলোকের আবশ্যক, তদ্ব্যতীত অস্ত্র শতসহস্র বস্ত্র আনিলেও যেমন অন্ধকার অপসারিত করা যায় না, সেইরূপ অবিজ্ঞানাশে মুক্তিলাভ করিতে হইলে একমাত্র জ্ঞানই আবশ্যক হইয়া

জ্ঞানং তদেবমমলং সাক্ষী বিশ্বস্যা ভবতি পরমাত্মা।

সম্বধ্যতে ন ধর্মৈঃ সাক্ষী তৈরেব সচ্চিদানন্দঃ ॥৭১

রজ্জ্বাদে রূপগাদ্যৈঃ সম্বন্ধবদস্য দৃশ্যসম্বন্ধঃ।

সততমসঙ্কোহয়মিতি ক্রতিরপ্যমুমর্থমেব সাধয়তি ॥৭২

অর্থঃ। ৭১। তৎ এবম্ অমলং জ্ঞানং পরমাত্মা বিশ্বস্যা সাক্ষী ভবতি। সচ্চিদানন্দঃ সাক্ষী তৈঃ এব ধর্মৈঃ ন সম্বধ্যতে। ৭১

৭২। উরগাদ্যৈঃ রজ্জ্বাদেঃ সম্বন্ধবৎ অস্যা দৃশ্যসম্বন্ধঃ ভবতি। অরং সততম্ অমলঃ ইতি অমুম্ অর্থম্ এব ক্রতিঃ সাধয়তি। ৭২

(ভাৎপর্য্য) থাকে, অত্ৰ কোন বস্তুই সে স্থলে আবশ্যক নহে, যেহেতু কেবলমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞান বা অবিজ্ঞা নাশ করিতে সমর্থ। কর্ণের দ্বারা অবিজ্ঞার নাশ অসম্ভব; কেন না, কর্ণ অবিজ্ঞারই সম্ভাব্য, যেহেতু কর্ণ করিতে হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আদি, জাত্যভিমান এবং দেহেন্দ্রিয়াদির উপর অভিমান আবশ্যক হয় ও আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আদি জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন হয়। কিন্তু অবিজ্ঞা না থাকিলে সর্বপ্রকার ভেদজ্ঞান তিরোহিত হওয়ায় আত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব আদি জ্ঞানও লুপ্ত হইয়া যায়; আর তাহা হইলে কর্ণ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেন না, যে ব্যক্তি জানে যে, আমি কলভোগ করিব না, বা মৎকৃতফল অন্ত্রেও ভোগ করিবে না, তাহা হইলে সে কি আর কোন কর্ণে প্রবৃত্ত হয়? হৃতব্রহ্ম বৈদান্তিকগণ যে কর্ণের নিবেশ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা বৈদিক কর্ণের সর্বথা অপ্রামাণ্য আপত্তিত হয় না, কিন্তু তাঁহাদের মতে কর্ণের অজ্ঞাননাশিত্ব অসম্ভব বিধায় কর্ণের চরমসাধনত্ব অস্বীকার্য।

অনুবাদ। ৭১। অতএব এই প্রকার যে বিশুদ্ধ জ্ঞান, বাহ্য পরমাত্মা, তিনি বিশ্বের সাক্ষী অর্থাৎ জ্ঞেয় হইয়া থাকেন। সচ্চিদানন্দ-বস্তু সেই জ্ঞেয় সেই সকল ধর্মের সহিত বিজড়িত হন না। ৭১

৭২। রজ্জ্বতে যে সর্পজন্ম হয়, সেস্থলে সেই সর্পের সহিত রজ্জ্ব

কৰ্ত্ত্ব চ কৰ্ম্ম চ যন্ত স্মরতি ত্রৈলোক্যে তন্ন জানাতি ।

যন্ত ন কৰ্ত্ত্ব ন কৰ্ম্ম স্মৃতিতরময়মেব বেদিতুং ক্রমতে ॥৭০

কৰ্ত্ত্বাদিকমেতন্মাসাশক্ত্যা প্রাপত্ততে নিখিলম্ ।

ইতি কেচিদাহরেবা ত্রাস্তিব্রহ্মাতিরেকতো নাস্তং ॥৭১

তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিদিতে বিশ্বমশেষং ভবেদিদং বিদিতম্ ।

কারণমুদি বিদিতায়াং ঘটকরকাত্মা যথাবগম্যাস্তে ॥৭২

অর্থঃ । ৭০। যস্য চ কৰ্ত্ত্বকৰ্ম্ম চ স্মরতি (স) তৎ ব্রহ্ম ন জানাতি এব । যস্য ন কৰ্ত্ত্ব ন কৰ্ম্ম (অস্তি) অয়ম্ এব স্মৃতিতরং বেদিতুং ক্রমতে । ৭০

৭১। নিখিলম্ এতৎ কৰ্ত্ত্বাদিকং মাসাশক্ত্যা প্রতীয়তে ইতি কেচিং আহঃ, এবা ত্রাস্তিঃ (যতঃ) ব্রহ্মাতিরেকতঃ অস্তং ন (অস্তি) । ৭১

৭২। কারণমুদি বিদিতায়াং যথা ঘটকরকাত্মাঃ অবগম্যতে (তথা) তস্মিন্ ব্রহ্মণি বিদিতে ইদম্ অশেষং বিশ্বং বিদিতং ভবেৎ । ৭২

(অনুবাদ) সম্বন্ধ যেরূপ, দৃশ্য প্রপঞ্চের সহিত এই পরমাত্মার সম্বন্ধও তাদৃশ । ইনি সকল সময়েরই অসঙ্গ—এই কথাই শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়া থাকে । ৭২

৭০। বাহার মধ্যে কৰ্ত্ত্ব অথবা কৰ্ম্ম স্মরতি হয়, সে সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারে না । আর বাহার কৰ্ত্ত্ব বা কোন কৰ্ম্ম নাই, সেই তাঁহাকে জানিবার পথে অগ্রসর হয় । ৭০

৭১। কেহ কেহ বলেন—এই কৰ্ত্ত্ব আদি সকল ভাবনিচয় মায়া-শক্তিপ্রভাবেই প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ মায়াও যেন পরমার্থতঃ বিচ্যমান রহিয়াছে । ইহা কিছু ভ্রমমাত্র, যেহেতু ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই পরমার্থ সৎ নহে । ৭১

৭২। সর্বপ্রকার সুখদুঃখের কারণীকৃত সৃষ্টিকা স্বরূপতঃ জ্ঞাত হইলে যেমন তাৎপর্য ঘট ও করকাদি জ্ঞাত হওয়া যায়, সেইরূপ সেই ব্রহ্ম বিদিত হইতে পারিলে এই কৃত্ত্ব জগৎও অবগত হওয়া যায় । ৭২

তদ্দিং কারণমেকং বিগতবিশেষং বিগতচিহ্নপম্ ।

তস্মাৎ সদেকরূপায়া যোগহিতাদভূদিং বিশ্বম্ ॥৭৬

কারণমসদ্বিত্তি কেচিৎ কথয়ন্ত্যসতো ভবেন্ন কারণতা ।

‘ অঙ্কুরজননী শক্তিঃ সতি খলু বীজে সমীক্ষ্যতে সকলৈঃ ॥৭৭

কারণমসদ্বিত্তি কথয়ন্ বক্ষ্যাপুত্রোণ নির্বাহেৎ কার্যম্ ।

কিং চ যুগতৃক্ষিকান্তঃ পীত্বোদভ্যাস্তাঃ মহীয়সীং শময়েৎ ॥৭৮

অর্থঃ । ৭৬ । তৎ ইদং কারণম্ একং বিগতবিশেষং বিগতচিহ্নপম্, মা যোগহিতাৎ সদেকরূপাৎ তস্মাৎ ইদং বিশ্বম্ অভূৎ । ৭৬

৭৭ । কেচিৎ কথয়ন্তি কারণম্ অসৎ ইতি । অসতঃ কারণতা ন ত্বেৎ (যতঃ) সতি বীজে খলু অঙ্কুরজননী শক্তিঃ সকলৈঃ সমীক্ষ্যতে । ৭৭

৭৮ । কারণম্ অসৎ ইতি কথয়ন্ বক্ষ্যাপুত্রোণ কার্যং নির্বাহেৎ, কিং যুগতৃক্ষিকান্তঃ পীত্বা মহীয়সীং উদভ্যাস্তাঃ শময়েৎ । ৭৮

অনুবাদ । ৭৬ । সেট এই জগৎকারণ এক (সজাতীয় ও বিজাতীয় দ্বিতীয় বিরহিত), সর্বপ্রকার বিশেষবিরহিত ও নির্মল চৈতন্যরূপ । মায়া রূপ উপাধিযুক্ত একই প্রকারে স্থিত অর্থাৎ বিকারবিরহিত সেই জগৎকারণ হইতে এট জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । ৭৬

৭৭ । কেহ কেহ বলেন—কারণ অসৎ অর্থাৎ অতি তুচ্ছ (আকাশ-কুহুমকল্প) । অসৎ বস্তুর কখনও কারণত্ব হইতে পারে না, অর্থাৎ অতি তুচ্ছ বস্তু কখন কাহারও কারণ হয় না (যেহেতু) সত্য বীজ-মধ্যেই সকলে অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি দেখিতে পাইয়া থাকে ; অর্থাৎ বাহ্য আকাশকুহুমের জায় একেবারে অসত্য হয়, তাহা কোন কালে কোন কার্য জন্মাইতে পারে না । বাহ্য হইতে কোন কার্য হইবে তাহা সত্য হওয়া চাই-ই । ৭৭

৭৮ । যে ব্যক্তি বলে—কারণ অসৎ, সে বক্ষ্যাপুত্রদ্বারা সকল

বস্মান্ন সোহয়মসতো বাদঃ সম্ভবতি শাস্ত্রযুক্তিত্যাম্ ।
 তস্মাৎ সদেব তত্ত্বং সৰ্ব্বেষাং ভবতি কারণং জগতাম্ ॥৭২
 জগদাকারতয়াপি প্রথমে গুরুশিষ্যবিগ্রহতয়াপি ।
 ব্রহ্মাকারতয়াপি প্রতিভাতীদং পরাংপরং তত্ত্বম্ ॥৮০
 সত্যং জগদিতি ভানং সংসৃতয়ে স্মাদপকচিত্তানাম্ ।
 তস্মাদসত্যমেতন্নিখিলং প্রতিপাদয়ন্তি নিগমাস্তাঃ ॥৮১

অর্থঃ । ৭২ । বস্মাৎ সঃ অয়ম্ অসত্যঃ বাদঃ শাস্ত্রযুক্তিত্যাং ন সম্ভবতি তস্মাৎ সৎ
 তত্ত্বম্ এব-সৰ্ব্বেষাং জগতাং কারণং ভবতি । ৭২

৮০ । ইদং পরাংপরং তত্ত্বং জগদাকারতয়া অপি গুরুশিষ্যবিগ্রহতয়া অপি ব্রহ্মাকার-
 তয়া অপি প্রতিভাতি । ৮০

৮১ । জগৎ সত্যম্ ইতি ভানম্ অপকচিত্তানাং সংসৃতয়ে স্যাৎ । তস্মাৎ নিগমাস্তাঃ
 এতৎ নিখিলম্ অসত্যং প্রতিপাদয়ন্তি । ৮১

(অসুবাদ) কার্য্য নির্বাহ করিতে পারে ; অধিক কি মরীচিকার
 জলপান করিয়া বলবতী তৃষ্ণা নিবৃত্ত করিতে পারে । ৭৮

৭৯ । যেহেতু সেই এই অসংবাদ, শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা সম্ভব হয়
 না, সেই কারণে সৎ তত্ত্বই সকল জগতের কারণ হইতেছে । ৭৯

৮০ । এই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বই (সৎ পদার্থই) জগৎ আকারে,
 প্রকাশ পায় এবং গুরুশিষ্য শরীররূপে ও ব্রহ্মভাবে প্রকটিত হইয়া
 থাকে । ৮০

৮১ । যাহাদের চিত্ত জানে পরিপক হয় নাই, তাহাদের যে
 এই জগৎ সত্য জান হয়, তাহা তাহাদের সংসরণের জন্য, অর্থাৎ তাহা
 দ্বারা তাহারা অবিন্দ্যবদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুপ্রবাহে পতিত হয় ।
 এই জন্য বেদাস্তবাক্যসকল এই সমগ্র জগৎকে অসত্য বলিয়া প্রতিপাদন
 করিয়া থাকেন । ৮১

পরিপক্বমানানাং পুরুষবরাণাং পুরাতনৈঃ স্কৃতৈঃ ।

ঐশ্বৰ্য্যবেদং সৰ্বং জগদিতি ভূয়ঃ প্রবোধয়তোষঃ ॥৮২

অনবগতকাঞ্চনানাং ভূষণধীরেব ভূষণে হৈমে ।

এবমবিবেকভাজাং জগতি জনানাং ন তাত্ত্বিকী ধিষণা ॥৮৩

অহমালম্বনসিদ্ধং কস্য পরোক্ষং ভবেদিদং ব্রহ্ম ।

তদপি বিচারবিহীনৈরপরোক্ষয়িতুং ন শক্যতে মুঠৈঃ ॥৮৪

অর্থঃ । ৮২ । পুরাতনৈঃ স্কৃতৈঃ পরিপক্বমানানাং পুরুষাণাম্ ইদং সৰ্বং জগৎ ব্রহ্ম এব ইতি এষঃ প্রবোধয়তি । ৮২

৮৩ । অনবগতকাঞ্চনানাম্ এব হৈমে ভূষণে ভূষণধীঃ (ভবতি) এবঃ জগতি অবিবেকভাজাং জনানাং জগতি ধিষণা তাত্ত্বিকী ন (ভবতি) । ৮৩

৮৪ । অহমালম্বনসিদ্ধম্ ইদং ব্রহ্ম কস্য পরোক্ষং ভবেৎ ; বিচারবিহীনৈঃ মুঠৈঃ তৎ অপিরোক্ষয়িতুং ন শক্যতে । ৮৪

অনুবাদ । ৮২ । এই বেদান্তই এই উপদেশ দেন যে, পূর্বতন সুপুণ্যবশে ঐহাদের অস্তঃকরণ পরিপক্ব হইয়াছে, অর্থাৎ সংসারবাসনাশূন্য হইয়াছে, তাহাদের নিকট এই কৃত্ত্ব ভূবন ব্রহ্মস্বরূপই, অর্থাৎ ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে এই জগতের আর স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই । ৮২

৮৩ । যে সকল ব্যক্তি স্ববর্ণের প্রকৃত স্বরূপ অবগত নহে, হিরণ্ময় অলঙ্কার দেখিয়া তাহার। তাহাকে আভরণই মনে করে (বাস্তবিক পক্ষে সেই আভরণটি স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, সুতরাং তাহার উপর যে অলঙ্কারবুদ্ধি তাহা যেমন যথার্থ নহে) এইরূপ অবিবেক-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের জগৎবিষয়ক যে বুদ্ধি তাহা তাত্ত্বিক অর্থাৎ যথার্থ নহে । ৮৩

৮৪ । এই ব্রহ্ম বাহা ‘অহং’ এই জ্ঞানদ্বারা সিদ্ধ তাহা কাহার পরোক্ষ ? (কিন্তু হায় !) বিচারবিরহিত মূর্খ লোকগণ তাহারও অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার করিতে পারে না । ৮৪

অহমিদমিতি চ মতিভ্যাং সততং ব্যবহরতি সৰ্বলোকোহপি ।

প্রথমা প্রতীচি চরমা নিবসতি বপূরিল্লিয়াদিবাহার্থে ॥৮৫

বপূরিল্লিয়াদিবিষয়ে যাহংবুদ্ধিশ্চহতাসৌ ভ্রান্তিঃ ।

তদ্বুদ্ধিরতশ্চিন্মিত্যধ্যাসদ্বেন শাস্তমানহাং ॥৮৬

তস্মাদশেষসাক্ষী পরমাত্মৈবাহমর্থ ইত্যুচিতম্ ।

অজড়বদেব জড়োহয়ং সংসম্পর্কাদ্ ভবত্যহঙ্কারঃ ॥৮৭

অমরঃ । ৮৫ । সৰ্বলোকঃ অপি অহম্ ইদং চ ইতি মতিভ্যাং সততং ব্যবহরতি ।
প্রথমা প্রতীচি (নিবসতি) চরমা বপূরিল্লিয়াদিবাহার্থে নিবসতি । ৮৫

৮৬ । বপূরিল্লিয়াদিবিষয়ে যা অহং বুদ্ধিঃ অসৌ মহতী ভ্রান্তিঃ ; অতশ্চিন্মিত্যধ্যাসদ্বেন শাস্তমানহাং । ৮৬

৮৭ । তস্মাৎ অশেষসাক্ষী পরমাত্মা এব অহমর্থঃ ইতি উচিতম্ । জড়ঃ অমরঃ
অহঙ্কারঃ সংসম্পর্কাত্ অজড়বৎ ভবতি এব । ৮৭

অনুবাদ । ৮৫ । সকল লোকই ‘আমি’ ও ‘ইহা’ এই রূপ
সৰ্বদা ব্যবহার নিরূহ করিয়া থাকে । ইহার মধ্যে প্রথম অর্থাৎ
‘অহং’ ব্যবহারটি প্রত্যেক আত্মায় বাস করে, অর্থাৎ তাহাতেই
পর্যবসিত ; আর অন্তিম ‘ইদম্’, ব্যবহারটি দেহ ও ইন্দ্রিয় আদি
বহির্বিষয়ে ভাসমান হয় ॥৮৫

৮৬ । শরীর ও ইন্দ্রিয় আদি পদার্থে যে অহংজ্ঞান অর্থাৎ আত্মিক
সমারোপ, উহা মহা ভ্রান্তি, যেহেতু যে বস্তু যাহা নহে তাহার উপর সেই
বস্তুর জ্ঞান হওয়ার নাম অধ্যাস—এই প্রকার অধ্যাসদ্বারা উহা
অজ্ঞানিত হইতেছে ॥৮৬

৮৭ । অতএব সমস্ত বিষয়ের যিনি স্রষ্টা সেই পরমাত্মাই ‘অহং’
পদের অর্থ হওয়া উচিত । এই অহঙ্কার জড় হইলেও সেই সদ্ বস্তুর
সম্পর্কে অজড়ের গ্রাম প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥৮৭

তস্মাৎ সৰ্ব্বশরীরেষহমহমিত্যেব ভাসতে স্পষ্টঃ ।

যঃ প্রত্যয়ো বিশুদ্ধস্তস্মৈ ব্রহ্মৈব ভবতি মুখ্যোহর্থঃ ॥৮৮

গোশকার্থো গোহঃ তদপি ব্যক্তিঃ প্রতীয়তেহর্থতয়া ।

অহমর্থঃ পরমাত্মা তদ্বদ্ ভ্রাস্ত্যা ভবত্যাহকারঃ ॥৮৯

দঙ্কৃৎ আদিকময়সঃ পাবকসঞ্জন ভাসতে যদ্বৎ ।

তদ্বদ্ চেতনসঙ্গাদহমি প্রতিভাস্তি কর্তৃত্বাদীনি ॥৯০

অর্থঃ । ৮৮ । তস্মাৎ বিশুদ্ধঃ যঃ প্রত্যয়ঃ সৰ্ব্বশরীরেষু অহম্ ইতি স্পষ্টঃ ভাসতে
এব ব্রহ্ম এব তস্য মুখ্যঃ অর্থঃ ভবতি । ৮৮

৮৯ । গোশকার্থঃ গোহঃ (ভবতি) তৎ অপি অর্থতয়া ব্যক্তিঃ প্রতীয়তে তদ্বৎ
ভ্রাস্ত্যা অহমর্থঃ পরমাত্ম অহকারঃ ভবতি । ৮৯

৯০ । যদ্বৎ পাবকসঞ্জন অয়সঃ দঙ্কৃৎ আদিকঃ ভাসতে তদ্বৎ কর্তৃত্বাদীনি চেতনসঙ্গাৎ
অহমি প্রতিভাস্তি । ৯০

অনুবাদ । ৮৮ । অতএব যে বিশুদ্ধ জ্ঞান, সকল দেহমধ্যে
'অহম্' ('আমি') এইরূপে স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া থাকে, ব্রহ্মই তাহার
প্রধান বিষয় হইতেছে, অর্থাৎ অবিজ্ঞাকৃত সম্বন্ধ সকল পরিত্যাগ করিলে
তাহা শুদ্ধ ব্রহ্মরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে ॥৮৮

৮৯ । গো-শব্দের অর্থ যেমন গোহ, অর্থাৎ গোসামান্ন, কিন্তু গো-
বিশেষ নহে, অথচ তাহাও অর্থতঃ গো-ব্যক্তিরূপে প্রতীত হইয়া থাকে,
সেইরূপ ভ্রান্তিবশতঃই যে অহংশব্দ পরমাত্মবাচী, তাহা অবিজ্ঞাপরিচ্ছন্ন
অহকাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥৮৯

৯০ । যেমন অগ্নির সংস্পর্শে লৌহের দাহকত্ব প্রতীত হয়, অর্থাৎ
লৌহ দাহক না হইলেও অগ্নিনিঃক্লিপ্ত লৌহ যেমন ভ্রমবশতঃ অগ্নির
সহিত অভিন্নভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ কর্তৃত্ব আদি জড়-
সংঘাতনিচয় চেতনসাহচর্য্যে চেতনাসঙ্গবশতঃ অহঃ পদার্থে প্রতীত হয়,
অর্থাৎ মনে হয় যেন অহংভাবই কর্তৃত্ব আদি গুণবিশিষ্ট ॥৯০

দেহেন্দ্রিয়াদিদৃশ্যব্যতিরিক্তং বিমলমতুলমদ্বৈতম্ ।

অহমর্থ ইতি বিদিত্বা তদব্যতিরিক্তং ন কল্পয়েৎ কিঞ্চিৎ ॥২১

যদ্বৎ সূক্ষ্মঃস্থানামবয়বভেদাদনেকতা দেহে ।

তদ্বদিহাসতি ভেদেহপ্যনুভববৈবিধ্যমাত্মনামেষাম্ ॥২২

কিমিদং কিমস্মা রূপং কথমিদমাসীদমুশ্য কো হেতুঃ ।

ইতি ন কদাপি বিচিন্ত্যং চিন্ত্যং মায়েতি ধীমতা বিশ্বম্ ॥২৩

অর্থঃ । ২১। অহমর্থঃ দেহেন্দ্রিয়াদিব্যতিরিক্তং বিমলম্ অতুলম্ অদ্বৈতম্ ইতি বিদিত্বা তদ্যতিরিক্তং কিঞ্চিৎ ন কল্পয়েৎ । ২১

২২। যদ্বৎ অবয়বভেদাৎ দেহসূক্ষ্মস্থানাম্ অনেকতা তদ্বৎ ইহ ভেদে অসতি অপি এষাম্ আত্মনাম্ অনুভববৈচিত্র্যং (ভবতি) । ২২

২৩। ইদং কিম্ অস্মা রূপং কিম্ ইদং কথম্ আসীৎ, অস্মা হেতুঃ কঃ, ইতি কদাপি ন বিচিন্ত্যম্ । ধীমতা বিশ্বং মায়া ইতি চিন্ত্যম্ । ২৩

অনুবাদ । ২১। যাহা অহং-পদার্থের অর্থ, তাহা দেহ ও ইন্দ্রিয় আদি হইতে ব্যক্তিরিক্ত এবং তাহা সর্বপ্রকার মলবিহীন ও তুলনা-রহিত ; তাহাই অদ্বৈত—ইহা জানিয়া ইহা হইতে ভিন্ন অন্য কোনরূপ কল্পনা করিবেক না । ২১

২২। যেমন দেহমধ্যে সূক্ষ্ম ও দৃশ্য আদি অবয়বভেদে অনেক বলিয়া প্রতীত হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক সূক্ষ্ম ও দৃশ্য আদি ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ এস্থলে ভেদ না থাকিলেও এই অহংভাবে সকলের অনুভবের বিচিত্রতা লক্ষিত হয়, অর্থাৎ অহমর্থ ব্রহ্ম এক হইলেও অবচ্ছেদক-ভেদে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে । ২২

২৩। ইহা কি ? ইহার স্বরূপ কি ? ইহা কিরূপ ছিল ? ইহার কারণই বা কি ? এই প্রকার কখনও চিন্তা করা উচিত নয় । (যেহেতু একরূপ চিন্তার আর শেষ নাই, জগতের যতই চিন্তা করা যাইবে, ততই ইহার অনীকচর্চনীয় উপলব্ধি হইবে ।) জ্ঞানী ব্যক্তি জগৎকে মায়া

দন্তিনি দারুবিকারে দারু তিরোভবতি সোহপি তত্রৈব ।

জগতি তথা পরমায়া পরমাশ্রুতপি জগৎ তিরোধন্তে ॥২৪

• আশ্রময়ে মহতি পটে বিবিধজগচ্চিত্রমাশ্রনা লিখিতম্ ।

স্বয়মেব কেবলমসৌ পশুন্ প্রমুদং প্রয়াতি পরমায়া ॥২৫

অর্থঃ । ২৪ । দারুবিকারে দন্তিনি (যথা) দারু তিরোভবতি সঃ (বিকারঃ)
অপি ভত্র এব (তিরোধন্তে) তথা জগতি পরমাশ্রুতি অপি জগৎ তিরোধন্তে । ২৪

২৫ । আশ্রময়ে মহতি পটে আশ্রনা বিবিধজগচ্চিত্রং লিখিতং ; অসৌ পরমায়া
স্বয়ম্ এব কেবলম্ পশুন্ প্রমুদং প্রয়াতি । ২৫

(অনুবাদ) বলিয়া ভাবনা করিবেন । অর্থাৎ ঐক্সজালিকের মায়াক্রীড়া
দেখিয়া যেমন তাহার স্বরূপ আদি চিন্তা করা অনর্থক, কেন না তাহা
মায়াময় মিথ্যা, সেইরূপ এই বিশ্বও মায়াময় হওয়ায় মণীষা ব্যক্তিগণ
ইহার স্বরূপ চিন্তা করিবার জন্ত ব্যগ্র হইবেন না, কিন্তু যাহা শাস্ত,
এই জগতের অতীত, তাহার স্বরূপই চিন্তা করিবেন । ২৩

২৪ । যেমন দারুময় হস্তীমধ্যে কাষ্ঠভাব তিরোহিত হয়, আবার
বিনাশকালে সেই হস্তীও সেই কাষ্ঠমধ্যেই তিরোহিত হয়, সেইরূপ
পরমায়া এই জগতে তিরোহিত হইয়া আছেন, আবার এই জগৎও
পরমায়ায় তিরোহিত হয়, অর্থাৎ হস্তীর অবস্থান এবং কাষ্ঠের তিরো-
ভাবটি যেমন মায়াকল্পিত, কিন্তু কাষ্ঠ হস্তীর তুলনায় সকল সময়েই
বিজ্ঞমান থাকে, সেইরূপ অবিজ্ঞাপ্রভাবে ব্রহ্ম যেন জগতে তিরোহিত
হইয়া থাকেন, বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম চিরকালই সমানভাবে বিজ্ঞমান
আছেন, কিন্তু জগৎই তন্মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া থাকে । ২৪

২৫ । আয়া নিজেই আশ্রময় বৃহৎ পটমধ্যে বহুপ্রকার জগদ্বৈচিত্র্য
লিখিয়াছেন । অর্থাৎ অবিজ্ঞাবশে আয়া নিজেই বিবিধ ভাব কল্পনা
করিয়াছেন । সেই পরমায়াই আবার নিজেই কেবল ঐ সমস্ত দেখিয়া
আনন্দিত হইয়া থাকেন । ২৫

চিন্মাত্রমমলমক্ষয়মদ্বয়মানন্দমভুভবাক্রটম্ ।

ব্রহ্মৈবাস্তি তদন্তঃ কিমপ্যন্তীতি নিশ্চয়ো বিহ্বাম্ ॥১৬

ব্যবহারস্ত দশেয়ং বিজ্ঞাবিজ্ঞেতি ভেদপরিভাষা ।

নাস্ত্যেব তত্ত্বদৃষ্ট্যা তত্ত্বং ব্রহ্মৈব নান্যদস্ত্যস্মাৎ ॥১৭

অস্ত্যন্ত্যদিতি মতং চেত্তদপি ব্রহ্মৈতদস্তিতারূপম্ ।

ব্যতিরিক্তমস্তিতায়া নাস্তিতয়া শূন্যমেব তৎসিদ্ধম্ ॥১৮

অর্থঃ । ১৬ । চিন্মাত্রম্ অমলম্ অক্ষয়ম্ অনন্দম্ অভুভবাক্রটম্ ব্রহ্ম এব অস্তি তদন্তঃ কিম্ অপি ন অস্তি ইতি বিহ্বাং নিশ্চয়ঃ । ১৬

১৭ । বিজ্ঞা অবিজ্ঞা ইতি ভেদপরিভাষা ইয়ং ব্যবহারস্য দশা ন এব অস্তি ; তত্ত্বদৃষ্ট্যা ব্রহ্ম এব তত্ত্বম্ অস্মাৎ অন্তঃ ন অস্তি । ১৭

১৮ । অন্তবৎ অস্তি ইতি মতং চেৎ অস্তিতারূপং তৎ অপি ব্রহ্ম এব । অস্তিতায়াঃ ব্যতিরিক্তং নাস্তিতয়া তৎ শূন্যম্ এব সিদ্ধম্ । ১৮

অনুবাদ । ১৬ । জ্ঞানস্বরূপ, নির্মল, ক্ষয়বিরহিত, সজাতীয় ও বিজাতীয় দ্বৈতবিরহিত, আনন্দস্বরূপ, অভুভববেত্ত, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, তাহা ব্যতীত আর কিছুই নাই—ইহা পণ্ডিতগণের স্থির সিদ্ধান্ত । ১৬

১৭ । বিজ্ঞা অথবা অবিজ্ঞা এই প্রকার ভেদসংজ্ঞা । ইহা ব্যবহারের দশা, অর্থাৎ ব্যবহারকালেই এই প্রকার ভেদ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে ইহাদের কিছু নাই । তত্ত্বদৃষ্টিতে একমাত্র ব্রহ্মই তত্ত্ব, তদতি-রিক্ত অত্র কিছু নাই । ১৭

১৮ । আর এরূপ যদি কাহারও অভিमत হয় যে, অত্র বস্তুর জ্ঞায় (ভেদ) আছে, তাহা হইলে অস্তিত্বরূপ তাহাও ব্রহ্মই হইতেছে ; যে হেতু অস্তিতা ব্যতিরিক্ত বস্তু নাস্তিত্ববশতঃ শূন্যই হয়, ইহা সিদ্ধ হইল । অর্থাৎ যদি সেই ভেদকে অস্তিত্বরূপ বলা যায়, তাহা হইলে অস্তিত্ব ও ব্রহ্ম অভিন্ন হওয়ায় তাহাও ব্রহ্মই, আর যদি তাহা অস্তিত্ব না

তদ্বাববোধশক্ত্যা স্মৃতিতয়া বাধিতাপি সা মায়া ।

আদেহপাতমেবামাতাত্যাত্মানমপি নিজং বিদুৰাম্ ॥৯৯

এষ বিশেষো বিদুৰাং পশুন্তোহপি প্রপঞ্চসংসারম্ ।

• পৃথগাত্মনো ন কিঞ্চিৎ পশ্যেয়ুঃ সকলনিগমনির্ণীতাং ॥১০০

কিং চিন্ত্যং কিমচিন্ত্যং কিং কথনীয়ং কিমপ্যকথনীয়ম্ ।

কিং কৃত্যং কিমকৃত্যং নিখিলং ব্রহ্মেতি জ্ঞানতাং বিদুৰাম্ ।

অর্থঃ । ৯৯ । সা হি মায়া স্মৃতিতয়া তদ্বাববোধশক্ত্যা বাধিতা । এষাং বিদুৰাম্ অয়ম্ আত্মা অপি আদেহপাতং নিজঃ আভাতি । ৯৯

১০০ । বিদুৰাম্ এষঃ বিশেষঃ (যৎ তে) প্রপঞ্চসংসারং পশুন্তঃ অপি সকলনিগম-নির্ণীতাং আত্মনঃ পৃথক্ কিঞ্চিৎ ন পশ্যেয়ুঃ । ১০০

১০১ । নিখিলং ব্রহ্ম ইতি জ্ঞানতাং বিদুৰাং কিং চিন্ত্যং কিম্ অচিন্ত্যং কিং কথনীয়ম্ কিম্ অপি অকথনীয়ং কিং কৃত্যং কিং (বা) অকৃত্যং ভবতি । ১০১

(অনুবাদ) হয় তাহা হইলে অস্তিত্বের বিপরীত নাস্তিত্ব হওয়ায় তাহা নাস্তি (নাই), অর্থাৎ অত্যন্ত অসৎ আকাশকুহুমস্বরূপ হইয়া পড়ে । ৯৮

৯৯ । সেই মায়া অনপায়ী তত্ত্বজ্ঞানশক্তিবশে বাধিত হইয়া যায় । এই সকল জ্ঞানিগণের এই আত্মা দেহনাশকাল পর্য্যন্ত নিজভাবে প্রকাশিত হয় । ৯৯

১০০ । জ্ঞানব্যক্তিগণের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, তাঁহারা বিশ্বসংসার দেখিতে থাকিলেও, সকল শাস্ত্রে যে আত্মা নির্দিষ্ট আছেন, কোন বস্তুকে তাঁহা হইতে ভিন্নভাবে দেখেন না । অর্থাৎ তাঁহারা জানেন—আত্মা হইতে ভিন্ন কোন পদার্থই নাই । যত কিছু বস্তু জ্ঞানগোচর হয় সকলই আত্মার অভিব্যক্তি । ইহাদের মধ্য হইতে আত্মানামক এই পদার্থটি ত্যাগ করিলে সকলই মিথ্যা হইয়া যায় । ১০০

১০১ । যে ব্যক্তি জ্ঞাত আছেন যে, সকল জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ—সেই জ্ঞানীর নিকট কোন্ বস্তুই বা চিন্তার যোগ্য আর কোন্ বস্তুই বা

নিখিলং দৃশ্যবিশেষং দৃগ্ৰূপত্বেন পশ্চতাং বিদুষাম্ ।
বন্ধো নাপি ন মুক্তির্ন পরাত্মত্বং ন চাপি জীবত্বম্ ॥ ১০২
অসকৃদনুচিস্তিতানাং অব্যাহততরনিজোপদেশানাং ।
প্রামাণ্যপরমসীমাং নিগমনমিদমেব নিখিলনিগমানাম্ ॥

অর্থঃ । ১০২ । নিখিলং দৃশ্যবিশেষং দৃগ্ৰূপত্বেন পশ্চতাং বিদুষাং বন্ধঃ ন (অস্তি)
মুক্তিঃ অপি ন (অস্তি) পরাত্মত্বং ন (অস্তি) ন চ জীবত্বম্ অপি (অস্তি) । ১০২
১০৩ । ইদম্ এব অসকৃৎ অনুচিস্তিতানাং অব্যাহত তরনিজোপদেশানাং প্রামাণ্য-
পরমসীমাং নিখিলনিগমানাম্ নিগমনং (ভবতি) । ১০৩

(অনুবাদ) চিন্তার অযোগ্য ? কি বলিবার বিষয়, আর কিই বা
বলিবার অবিসয় ? কোন্ কার্য্য করণীয়, আর কোন্ কার্য্যই বা অকরণীয়
হইয়া থাকে । অথাৎ নিষ্টৈশ্চণ্ড্যা পথবিচারী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে কোন
বিধি অথবা কোন নিষেধই গণ্য নাই । ১০১

১০২ । যাহারা সকল দৃশ্যপদার্থবিশেষকেই দৃক্ অর্থাৎ আত্মরূপে
দর্শন করিয়া থাকেন, সেই সকল মনীষীব্যক্তিগণের বন্ধ নাই, মুক্তিও
নাই, পরমাত্মরূপ নাই, অথবা জীবত্বও নাই, (তিনি যাহা তাহাই) ।
অথাৎ বন্ধ, মুক্তি, পরমেশ্বর ও জীব—এ সমস্তই অবিচ্ছিন্ন। যাহা
প্রকৃত আত্মতত্ত্ব তাহা বন্ধ, মোক্ষ, জীব ও ঈশ্বর এ সকলের
বাহিরে । শ্রুতি সেই তত্ত্বকে তুরীয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।
তাহা অন্তপ্রজ্ঞ নহে, বহিঃপ্রজ্ঞ নহে, অন্তর ও বাহির এষ্ট উভয়স্বরূপ,
উভয়তঃ প্রজ্ঞ নহে এবং প্রজ্ঞানঘনও নহে, আর প্রজ্ঞও নহে ও প্রাজ্ঞও
নহে, তাহা অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, গ্রহণের অযোগ্য, লক্ষণের অবিসয়,
চিন্তার অতীত, এবং ব্যপদেশেরও অগোচর—সকল প্রকার দ্বৈতভাব
তথায় বিলুপ্ত । (মাণ্ডুক্যোপনিষৎ) । ১০২

১০৩ । যে সকল শাস্ত্র অনেকবার অনুচিস্তিত হইয়াছে, মন্থ্যে
আত্মোপদেশ অক্ষুণ্ণভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহাদের প্রামাণ্য

ইতি বোধিতঃ স গুরুণা শিষ্যো হৃষ্টঃ প্রণম্য তং পদয়োঃ ।

স্বানুভবসিদ্ধমর্থং স্বয়মেবাস্তুবিচারয়ামাস ॥১০৪

• অজরোহহমক্ষরোহহং প্রাজ্ঞোহহং প্রত্যগাত্মবোধোহহম্ ।

পরমানন্দময়োহহং পরমশিবোহহং ভবামি পরিপূর্ণঃ ॥১০৫

আছোহহমাত্মভাজামাত্মানন্দানুভূতিরসিকোহহম্ ।

‘আবালগোপমখিলৈরহমিত্যনুভূয়মানমহিমাহম্ ॥১০৬

গুরুঃ । ১০৪ । সঃ শিষ্যঃ গুরুণা ইতি বোধিতঃ (সন্) হৃষ্টঃ (সন্) তং পাদয়োঃ
প্রণনা স্বয়ম্ এব স্বানুভবসিদ্ধম্ অর্থম্ অন্তঃ বিচারয়ামাস । ১০৪

১০ । অহম্ অজরঃ অহম্ অক্ষরঃ, অহং প্রাজ্ঞঃ, অহং প্রত্যগাত্মবোধঃ, অহং পরমা-
নন্দময়ঃ অহং পরমশিবঃ পরিপূর্ণঃ ভবামি । ১০৫

১০৬ । অহম্ আত্মভাজাম্ আদ্যঃ, অহম্ আনন্দরসিকঃ, অহম্ আবালগোপম্
অখিলৈঃ অহম্ ইতি অনুভূয়মানমহিমা (অশ্মি) । ১০৬

(অনুবাদ) পরাকাষ্ঠায় গিয়াছে, ইহাই সেই সকল শাস্ত্রের নিগমন
অর্থাৎ সিদ্ধান্ত । ১০৩

১০৪ । সেই শিষ্য গুরুদ্বারা এইরূপে উপদ্রষ্ট হইয়া হৃষ্টচিত্তে
উৎসাহে পাদদ্বয় প্রণাম করিল । তদনন্তর নিজেই সেই নিজ অনুভূতি-
সিদ্ধ বিষয়টি মনে মনে গমন করিতে থাকিল । ১০৪

১০৫ । আমি জরাবিগীন, আমি নাশবিগীন, আমি প্রাজ্ঞ, আমি
দেহেন্দ্রিয়াদির বিপরীতভাবে স্থিত আত্মজ্ঞানস্বরূপ, আমি নিরতিশয়
আনন্দস্বরূপ, এবং আমিই বিশ্বতোব্যাপী পরম মঙ্গলস্বরূপ
হইতেছি । ১০৫

১০৬ । আমি আত্মজ্ঞানগণের মধ্যে প্রথম অর্থাৎ প্রধান, আমি
আনন্দরসপ্রিয়, এবং আমিই বালক হইতে গোপ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে
অর্থাৎ যাবতীয় মানবমধ্যে ‘আমি’ এইরূপে যাহা অনুভূত হয়, সেই
অনুভূয়মান মহিমাস্বরূপ হইতেছি । ১০৬

ইহপরসুখবিমুখোহং নিজসুখবোধানুভূতিভরিতোহহম্ ।

ইতিমতিদূরতরোহং ভাবেতরসুখনিষক্তচিত্তোহহম্ ॥১০৭

ঈশোহমীশ্বরানামীৰ্য্যাদ্বেষান্নুষঙ্গরহিতোহহম্ ।

ঈক্ষণবিষয়মতীনামীপ্তিতপুরুষার্থসাধনপরোহহম্ ॥১০৮

উদয়োহহমেব জগতামুপনিষদুত্থানকৃতবিহারোহহম্ ।

উদ্বেলশোকসাগরবাড়বমুখহব্যবাহনান্টিরহম্ ॥১০৯

অর্থঃ । ১০৭ । অহম্ ইহপরসুখবিমুখঃ, অহং নিজসুখবোধানুভূতিভরতিঃ, অহম্ ইতি মতিদূরতরঃ, অহং ভাবেতরসুখনিষক্তচিত্তঃ (ভবামি) । ১০৭

১০৮ । অহম্ ঈশ্বরানাম্ ঈশঃ, অহম্ ঈর্ষ্যাদ্বেষাদিরহিতঃ, অহং (চ) ঈক্ষণবিষয়-মতীনাম্ (পুরুষানাম্) ঈপ্তিতপুরুষার্থসাধনপরঃ (ভবামি) । ১০৮

১০৯ । অহম্ এব জগতাম্ উদয়ঃ, অহম্ উপনিষদুত্থানকৃতবিহারঃ, অহম্ উদ্বেল-শোকসাগরবাড়বমুখহব্যবাহনান্টিঃ (ভবামি) । ১০৯

অনুবাদ । ১০৭ । আমি ইহলোকের সুখে এবং পরলোকের সুখে বিমুখ, আমি নিজ সুখ ও জ্ঞানের অনুভবে পূর্ণ, আমি “ইতি” জ্ঞান হইতে অর্থাৎ এই পদবাচ্য বিষয়বোধ হইতে বহুদূরে বর্তমান, এবং আমি ক্ষণিকরূপভাব ভিন্ন বস্তুর সুখে মগ্নচিত্ত হইতেছি । ১০৭

১০৮ । আমি ঈশ্বরগণেরও অধীশ্বর ; আমি অক্ষান্তি অথবা হিংসা আদি বিবজ্জিত । যে সকল ব্যক্তির আত্মদর্শনে অভিলাষ আছে, আমি তাহাদের বাঞ্ছিত সেই পুরুষার্থসাধনের পরম সহায় । ১০৮

১০৯ । আমিই জগতের উদয় অর্থাৎ প্রকাশ, এবং আমি উপনিষৎ-রূপ উত্তানমধ্যে বিহার করিয়া থাকি, অর্থাৎ উপনিষদ্ব্যমধ্যে আমার তত্ত্ব কিছু কিছু প্রকটিত আছে । আমি এই বেলা-অতিক্রমকারী শোক-সাগরের পক্ষে বাড়বানলের শিখান্বরূপ হইতেছি, অর্থাৎ বাড়বানল যেমন উদ্বেলসমুদ্রের জলশোষণ করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ শোকসিন্ধু নাশ করিয়া থাকি । ১০৯

উর্জ্জ্বলনিজবিভবৈরুধ্বমধস্তিৰ্য্যগশ্চুবানোহহম্ ।

উহাপোহবিচারৈরুররীকৃতবৎ প্রতীয়মানোহহম্ ॥১১০

ঋষিরহম্মুগণোহহং দৃষ্টিরহং দৃশ্যমানমহমেব ।

ঋদ্ধিরহং বুদ্ধিরহং তৃপ্তিরহং তৃপ্তিদীপদীপ্তিরহম্ ॥১১১

একোহহমেতদীদৃশমেবমিতিশ্ফুরিতভেদরহিতোহহম্ ।

এষ্টব্যোহহমনীহৈরন্তঃ স্কৃতানুভূতিভূতোহহম্ ॥১১২

অর্থঃ । ১১০ । অহম্ উর্জ্জ্বলনিজবিভবৈঃ উর্জ্জ্ব অধঃ তিৰ্য্যগ্ অনুবানঃ (ভবামি)
অহম্ উহাপোহবিচারৈঃ উররীকৃতবৎ প্রতীয়মানঃ (ভবামি) । ১১০

১১১ । অহং ঋষিঃ ঋষিগণকঃ (চ), অহং সৃষ্টিঃ অহম্ এব (চ) সৃজ্যমানঃ অহম্
ঋদ্ধিঃ অহং বুদ্ধিঃ অহং তৃপ্তিঃ, অহং তৃপ্তিদীপদীপ্তিঃ (ভবামি) । ১১১

১১২ । অহম্ একঃ, অহম্ এতৎ স্ফূটশম্ এবম্ ইতি শ্ফুরতিভেদরহিতঃ, অহম্
অনীহৈঃ অন্তঃ এষ্টব্যঃ, অহং স্কৃতানুভূতিরহিতঃ (ভবামি) । ১১২

অনুবাদ । ১১০ । আমি অতিপ্রভাবিশিষ্ট নিজমহিমরাশিদ্বারা
উর্জ্জ্ব, অধঃ ও তিৰ্য্যক্—সমস্ত দিক্‌গুলি ব্যাপ্ত করিয়া আছি এবং আমি উহ
ও আপোহবিচার অর্থাৎ অদ্বয় ও ব্যতিরেকরূপ বিচার সমূহদ্বারা
সর্বত্র স্থাপিত হইয়াছি । ১১০

১১১ । আমি ঋষি (মন্ত্রদ্রষ্টা), আমি ঋষিসংঘ অথবা ঋষিগণের
নাগরী, আমি সৃষ্টি, আমি সৃজ্যমান পদার্থ, আমি ঋদ্ধি (উন্নতি),
আমি বুদ্ধি, আমি তৃপ্তি এবং আমি তৃপ্তিদীপের দীপ্তি অর্থাৎ প্রকাশ-
রূপ । ১১১

১১২ । আমি এক, আমি—ইহা, ইহার মত, এইরূপ—ইত্যাদি
প্রকার যে সকল ভেদ শ্ফুরিত হয়—তাহা বিরহিত অর্থাৎ আমি সর্ব-
বিধভেদপরিশূন্য ; যাহারা সকল প্রকার চেষ্টাবিরহিত তাদৃশ পুরুষগণের
অন্তঃকরণমধ্যে আমি অব্ধেবণীয়, এবং আমি (পাপ) পুণ্য আদি
অনুভূতিবিহীন হইতেছি । ১১২

ঐক্যাবভাসকোহহং বাক্যপরিজ্ঞানপাবনমতীনাম্ ।

ঐশমহমেব তৎস্বং নৈশতমঃপ্রায়মোহমিহিরোহহম্ ॥১১৩

ওজোহহমোষধীনামোতপ্রোতায়মানভুবনোহহম্ ।

ওঁকারসারসোল্লসদাঅসুখামোদমন্তভূজোহহম্ ॥১১৪

ঔষধমহমন্তভানামোপাধিকধর্মজালরহিতোহহম্ ।

ঔদার্য্যাতিশয়োহহং বিবিধচতুর্বর্গবিতরণপরোহহম্ ॥১১৫

অর্থঃ । ১১৩ । অহং বাক্যপরিজ্ঞানপাবকমতীনাম্ ঐক্যাবভাসকঃ, অহম্ এব ঐশং তৎস্বম্, অহং নৈশতমঃপ্রায়তমো-মিহিরঃ (ভবামি) । ১১৩

১১৪ । অহম্ ঔষধীনাম্ ওজঃ, অহম্ ওতপ্রোতায়মানভুবনঃ (ভবামি), অহম্ ওঁকারসারসোল্লসদাঅসুখামোদমন্তভূজঃ (ভবামি) । ১১৪

১১৫ । অহম্ অন্তভানাম্ ঔষধম্ অহম্ উপাধিকধর্মজালরহিতঃ (ভবামি), অহম্ ঔদার্য্যাতিশয়ঃ, অহং বিবিধচতুর্বর্গতারণপবঃ (ভবামি) । ১১৫

অনুবাদ । ১১৩ । তৎস্বমি বাক্যার্থ পরিজ্ঞাত হওয়ায় ষাঁহাদের চিত্ত পূত হইয়াছে, আমি তাঁহাদের একতাজ্ঞানের অর্থাৎ অষ্টৈতজ্ঞানের বিকাশক ; আমিই ঐশ্বরত্ব এবং আমিই নিশাকালীন অন্ধকারের গ্রায় ঘনীভূত অতি নির্বিড় মোহের পক্ষে আমিই সূর্যাস্বরূপ অর্থাৎ অজ্ঞানের নাশক । ১১৩

১১৪ । আমি ঔষধিগণের ওজঃস্বরূপ, আমি জগতে (বস্ত্রে সূত্রের গ্রায়) ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছি । আমি ওঁকাররূপ কমল হইতে যে আত্মস্বরূপ অতিনির্হারী গন্ধ উল্লসিত হয়, তাহা দ্বারা উন্নত ভ্রমরসদৃশ । ১১৪

১১৫ । আমি সকল অমঙ্গলের ঔষধস্বরূপ, অর্থাৎ সর্বপ্রকার অন্ততধ্বংসী ; আমি অশেষবিধ উপাধিক ধর্ম অর্থাৎ আরোপিত গুণ-বিবর্জিত । আমি উদারতার পরাকাষ্ঠা এবং আমি বিভিন্ন প্রকার সেই চতুর্বর্গের উদ্ধারে নিরত । ১১৫

অক্লুশমহমখিলানাং মহন্তয়া মন্তবারণেন্দ্ৰাণাম্ ।

অশ্বরমিব বিমলোহং শশ্বররিপুজ্ঞাতবিকৃতিরহিতোহহম্ ॥

• অস্তবিকল্পমতী নামস্থলদুপদেশগম্যমানোহহম্ ।

অস্থিরস্থখবিমুখোহং স্থস্থিরস্থখবোধসম্পদুচিতোহহম্ ॥

করণারসভরিতোহং কবলিতকমলাসনাদিলোকোহহম্ ।

কলুযাকৃতিবিধুরোহং কল্মষশুকুতোপলেপরহিতোহহম্ ॥

খানামগোচরোহং খাতীতোহং খপুষ্পভবগোহহম্ ।

খলজনদুরাসদোহং খণ্ডজ্ঞানাপনোদনপরোহহম্ ॥ ১১৯

অবরঃ । ১১৬ । অহম্ অখিলানাং মহন্তয়া মন্তবারণেন্দ্ৰাণাম্ অক্লুশঃ, অহম্
অশ্বরম্ ইব বিমলঃ, অহং শশ্বররিপুজ্ঞাতবিকৃতিরহিতঃ (ভবামি) । ১১৬

১১৭ । অহম্ আস্থবিকল্পমতী নাম্ অস্থলদুপদেশগম্যমানঃ (ভবামি), অহম্ অস্থির-
স্থখবিমুখঃ, অহং স্থস্থিরস্থখবোধসম্পদুচিতঃ (ভবামি) । ১১৮

১১৮ । অহং করুণারসভরিতঃ, অহং কবলিতকমলাসনানিলোকঃ (ভবামি), অহং
কলুযাকৃতিরহিতঃ, অহং কল্মষশুকুতোপলেপরহিতঃ । ১১৮

১১৯ । অহং খানাম্ অগোচরঃ, অহং খাতীতঃ, অহং খপুষ্পভবগঃ, অহং খলজন-
দুরাসদঃ, অহং খণ্ডজ্ঞানাপনোদনপরঃ (ভবামি) । ১১৯

অনুবাদ । ১১৬ । যে সমস্ত স্ত্রী স্বীয় মহৎপ্রযুক্ত উন্নত হয় আমি
তাহাদের অক্লুশ অন্তঃস্বরূপ । আমি অশ্বর অর্থাৎ আকাশের ন্যায়
কলুষবিহীন এবং শশ্বরারি মদনজনিত বিকারাবরহিত । ১১৬

১১৭ । যাহাদের চিত্ত আত্মচিন্তায় উৎসুক, তাহাদের নিকট আমি
অস্থলিত উপদেশবাক্যে প্রকাশিত হই ; আমি সর্বপ্রকার চঞ্চলস্থখ-
বিমুখ এবং আমি শাস্ততস্থখসম্পন্ন অনুভবে নিরত । ১১৭

১১৮ । আমি করুণারসে পরিপূর্ণ ; আমি ব্রহ্মা আদি লোকও
স্বায়ত্ত করিয়া আছি । আমি পাপাকৃতিশূন্য এবং আমি পাপ ও পুণ্যের
সংস্পর্শবিহীন । ১১৮

১১৯ । আমি ইন্দ্রিয়সকলের অগোচর এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত ।

গলিতদ্বৈতকথোহং দেহীভবদখিলমূলহৃদয়োহহম্ ।

গন্তব্যোহহমনীহৈর্গত্যাগতিরহিতপূর্ণবোধোহহম্ ॥১২০

ঘনতরবিমোহতিমিরপ্রকরপ্রধ্বংসভানুনিকরোহহম্ ।

ঘটিকাবাসররজনীবৎসরযুগকল্পকালভেদোহহম্ ॥১২১

চরদচরদাশ্রকোহং চতুরমতিশ্লাঘনীয়চরিতোহহম্ ।

চপলজনদুর্গমোহং চঞ্চলভবজলধিপারদেশোহহম্ ॥১২২

অর্থঃ । ১২০ । অহং গলিতদ্বৈতকথঃ, অহং গেহীভবদখিলমূলহৃদয়ঃ, অহম্ অনীহৈঃ গন্তব্যঃ, অহং গত্যাগতিরহিতপূর্ণবোধঃ (অশ্মি) । ১২০

১২১ । অহং ঘনতরবিমোহতিমিরপ্রকরপ্রধ্বংসভানুনিকরঃ, অহং ঘটিকাবাসররজনী-বৎসরযুগকল্পকালভেদঃ (ভবামি) । ১২১

১২২ । অহং চরদচরদাশ্রকঃ, অহং চতুরমতিশ্লাঘনীয়চরিতঃ, অহং চপলজনদুর্গমঃ, অহং চঞ্চলভবজলধিপারদেশঃ (ভবামি) । ১২২

(অনুবাদ) আমি আকাশকুসুমময় সংসারে প্রবিষ্ট, আমি ক্রুর ব্যাক্ত-
গণের দুশ্রাপ্য এবং আমি খণ্ডজ্ঞানবিনাশে তৎপর অর্থাৎ আমি
অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় আমার নিকট খণ্ডজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা নাই । ১১৯

১২০ । সকল দ্বৈত কথা আমার নিকট হইতে অপগত, এবং আমি
সকলের অন্তঃকরণকে নিজগৃহস্বরূপ করি । যাহাদের কোন ঈশা অর্থাৎ
সাংসারিক চেষ্টা নাই, আমি তাহাদেরই প্রাপ্য বস্তু এবং আমি, যাহার
গমন বা আগমন নাই এবজ্জুত পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ হইতেছি । ১২০

১২১ । আমি অতি নিবিড় যে মোহরূপ অন্ধকাররাশি আছে,
তাহার উচ্ছেদকারী সূর্য্যাস্বরূপ হইতেছি, এবং ঘটিকা, দিবস, রাত্রি,
বৎসর, যুগ ও কল্পাদিরূপে কালের যে ভেদ আছে তাহাও আমি
হইতেছি । ১২১

১২২ । আমি চরাচরস্বরূপ ; এবং পরিপক্বপ্রজ্ঞ জ্ঞানিগণ আমারই
স্বরূপের শ্লাঘা করিয়া থাকেন । আমি চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তিগণের দুশ্রাপ্য
এবং আমিই সত্য অস্থির সংসারসাগরের পরপার হইতেছি ॥ ১২২

ছন্দঃসিদ্ধুনিগূঢ়জ্ঞানসুখাস্বাদমোদমানোহহম্ ।

ছলপদবিহিতমতীনাং ছন্মোহহং শাস্তিমার্গগম্যোহহম্ ॥১২৩

• জলজাসনাদিগোচরপঞ্চমহাভূতমূলভূতোহহম্ ।

জগদানন্দকরোহহং জন্মজরামরণরোগরহিতোহহম্ ॥১২৪

ঝঙ্কতিহুঙ্কতিশিঞ্জিতবুংহিতমুখবিবিধনাদভেদোহহম্ ।

ঝটিতিঘটিতাত্মবেদনদীপপরিষ্কুরিতহৃদয়ভবনোহহম্ ॥১২৫

অর্থঃ । ১২৩ । অহং ছন্দঃসিদ্ধুনিগূঢ়জ্ঞানসুখাস্বাদমোদমানঃ, অহং ছলপদবিহিতমতীনাং ছন্দঃ, অহং শাস্তিমার্গগম্যঃ (অগ্নি) । ১২৩

১২৪ । অহং জলজাসনাদিগোচরপঞ্চমহাভূতমূলভূতঃ (অগ্নি) ; অহং জগদানন্দ-
করঃ, অহং জন্মজরামরণরোগরহিতঃ (চ ভবামি) । ১২৪

১২৫ । অহং ঝঙ্কতিহুঙ্কতি শিঞ্জিতবুংহিতমুখবিবিধনাদভেদঃ (অগ্নি) অহং (চ)
ঝটিতিঘটিতাত্মবেদনদীপপরিষ্কুরিতহৃদয়ভবনঃ (ভবামি) । ১২৫

অমুবাদ । ১২৩ । সামবেদরূপ সমুদ্রমধ্যে যে জ্ঞানসুখ নিগূঢ়-
ভাবে বিদ্যমান আছে, আমি তাহাতেই আনন্দিত হই । যে সকল
ব্যক্তির বুদ্ধি, ছলনাময় পদপ্রয়োগে আসক্ত, অর্থাৎ যাহারা নিতান্ত
অসরলপ্রকৃতি, আমি তাহাদিগের নিকট স্বরূপতঃ গোপিত, অর্থাৎ
তাদৃশ ব্যক্তিগণ আমায় যথাথভাবে জানিতে পারে না, আমি শাস্তিস্বরূপ
পথের গম্যস্থল ১২৩

১২৪ । কমলাসন ব্রহ্মা আদি দেবগণ যাহা প্রত্যক্ষ করেন, আমি
সেই মহাভূতপঞ্চকেরও আদিকারণস্বরূপ ; আমি জগতের আনন্দ-
দায়ক এবং আমি জরা, মৃত্যু ও রোগবিহীন ১২৪

১২৫ । ঝঙ্কার, হুঙ্কার, শিঞ্জিত (বস্ত্র অথবা পত্রাদির শব্দ) এবং
বুংহিত (হস্তীর শব্দ) প্রভৃতি যে শব্দভেদ আছে, তাহাও আমি ।
আত্মজ্ঞানস্বরূপ দীপদ্বারা যে হৃদয়রূপ গৃহ অতিক্রান্ত পরিষ্কুরিত হয়
আমি তাহাও হইতেছি ১২৫

জ্ঞানমহং জ্ঞেয়মহং জ্ঞাতাহং জ্ঞানসাধনগণোহহম্ ।

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিনাকৃতমস্তিত্বমাত্রমেবাহম্ ॥১২৬

তত্ত্বাতীতপদোহহম্ তন্মুরহমস্মীতি ভাবরহিতোহহম্ । .

তামসদ্বরধিগমোহহং তত্ত্বস্পদবোধবোধ্যহ্নদয়োহহম্ ॥১২৭

দৈবতদৈত্যানিশাচরমানবতির্য্যাক্সহীধরাতিরহম্ ।

দেহেন্দ্রিয়রহিতোহহং দক্ষিণপূর্বাদিদিগ্‌বিভাগোহহম্ ॥১২৮

অর্থঃ । ১২৬ । অহং জ্ঞানম্, অহং জ্ঞেয়ম্, অহং জ্ঞাতা, অহং জ্ঞানসাধনগণঃ, অহম্
এব জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিনাকৃতম্ অস্তিত্বমাত্রম্ । ১২৬

১২৭ । অহং তত্ত্বাতীতপদঃ, অহং তন্মুঃ অস্মি ইতি ভাবরহিতঃ, অহং তামস-
দ্বরধিগমঃ, অহং তত্ত্বস্পদবোধবোধ্যহ্নদয়ঃ (ভবামি) । ১২৭

১২৮ । অহং দেবদৈত্যানিশাচরমানবতির্য্যাক্সহীধরাতিঃ, অহং দেহেন্দ্রিয়াতিরহিতঃ
অহং দক্ষিণপূর্বাদিদিগ্‌বিভাগঃ । ১২৮

অনুবাদ । ১২৬ । আমি জ্ঞান, আমি জ্ঞেয়, আমি জ্ঞাতা
এবং আমি (প্রত্যক্ষ অনুমিতি, উপমিতি, শব্দ প্রভৃতি যাবতীয়)
জ্ঞানলাভের সাধনগণ অর্থাৎ করণ বা উপায়সমূহ । আমিই জ্ঞাতা, জ্ঞেয়
ও জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত কেবলমাত্র অস্তিত্বস্বরূপ অর্থাৎ নির্বিশেষ
সত্ত্বামাত্র বা সংস্বরূপ । ১২৬

১২৭ । সর্বতত্ত্বের অতীতস্বরূপ, এবং ‘আমি দেহস্বরূপ’ এই
প্রকার ভাববিহীন । আমি মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের হুস্প্রাপ্য এবং ‘তৎ’
ও ‘ত্বং’ পদের যে জ্ঞান সেই জ্ঞান হইতে যাহার স্বরূপ অবগত হওয়া
যায়, আমি তাহা । ১২৭

১২৮ । আমি দেবতা, দৈত্য, রাক্ষস, মনুষ্য, পশুপক্ষী আদি
তির্য্যগ্‌যোনি এবং পৰ্ব্বত আদি স্থাবর বস্তু হইতেছি ; আমি দেহ ও
ইন্দ্রিয় আদি বিবর্তিত ; এবং আমিই দক্ষিণ, পূর্ব আদি যে দিক্
বিভাগ আছে, তাহাও হইতেছি । ১২৮

ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মময়োহং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদিবন্ধরহিতোহহম্ ।

ধার্ম্মিকজনশূলভোহং ধন্তোহং ধাতুরাদিভূতোহহম্ ॥১২৯

নামাদিবিরহিতোহং নরকস্বর্গাপবর্গরহিতোহহম্ ।

নাদাস্তবেদিতোহং নানাবিধনিখিলনিগমসারোহহম্ ॥১৩০

পরজীবভেদবাধকপরমার্থজ্ঞানশুদ্ধচিত্তোহহম্ ।

প্রকৃতিরহং বিকৃতিরহং পরিণতিরহমস্মি ভাগধেয়ানাং ॥

ফণধরভূধরবারণবিগ্রহবিধৃতপ্রপঞ্চসারোহহম্ ।

ফালতলোদিতলোচনপাবকপরিভূতপঞ্চবাণোহহম্ ॥১৩২

অবয়বঃ । ১২৯ । অহং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মময়ঃ, অহং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাদিবন্ধরহিতঃ, অহং ধার্ম্মিকজন-
শূলভঃ, অহং ধন্তঃ, অহং ধাতুঃ আদিভূতঃ (ভবামি) । ১২৯

১৩০ । অহং নামাদিবিরহিতঃ, অহং নরকস্বর্গাপবর্গরহিতঃ, অহং নাদাস্তবেদিতঃ,
অহং নানাগমনিখিলবিষয়ঃ (অস্মি) । ১৩০

১৩১ । অহং পরজীবভেদবাধকপরমার্থজ্ঞানশুদ্ধচিত্তঃ, অহং প্রকৃতিঃ, অহং বিকৃতিঃ,
অহং ভাগধেয়ানাং পরিণতিঃ অস্মি । ১৩১

১৩২ । অহং ফণধরভূধরবারণবিগ্রহবিধৃতপ্রপঞ্চসংসারঃ (ভবামি) অহং ফাল-
তলোদিতলোচনপাবকপরিভূতপঞ্চবাণঃ (অস্মি) । ১৩২

অনুবাদ । ১২৯ । আমি ধর্ম ও অধর্ম্মময় এবং আমিই আবার
ধর্ম ও অধর্ম্মজনিত যে বন্ধন সেই বন্ধনশূণ্য ; আমি ধার্ম্মিক ব্যক্তির
শূলভ এবং আমি বিধির আদিস্বরূপ হইতেছি । ১২৯

১৩০ । আমার কোন নামাদি নাই এবং আমার নরক, স্বর্গ
অথবা অপবর্গ অর্থাৎ মোক্ষও নাই । আমি প্রণবনাদাস্তদ্বারা জ্ঞাত
হই এবং আমিই বিবিধ শাস্ত্র ও নিখিল ভুবনের সারাংশস্বরূপ । ১৩০

১৩১ । যে পরমার্থজ্ঞানদ্বারা ঈশ্বর ও জীব ইত্যাদি ভেদজ্ঞান
বাধিত হয়, আমি সেই জ্ঞানদ্বারা পূতাস্তঃকরণ ; এবং আমি প্রকৃতি,
আমি বিকৃতি (বিকার) এবং আমি ভাগধেয় অর্থাৎ ভাগ্য বা অদৃষ্টের
পরিণামস্বরূপ হইতেছি । ১৩১

বন্ধো ভবামি নাহং বন্ধান্মুক্তস্তথাপি নৈবাহম্ ।
 বোধো ভবামি নাহং বোধোহহং নৈব বোধকো নাহম্ ॥
 ভক্তিরহং ভজনমহং ভুক্তিরহং ভুক্তিমুক্তিরহমেব ।
 ভূতানুশাসনোহহং ভূতভবদ্ব্যমূলভূতোহহম্ ॥১৩৪
 মাণ্ডোহহমস্মি মহতাং মন্দমতীনাংমাননীয়োহহম্ ।
 মদরাগমানমোহিতমানসদুর্কাসনাছুরাপোহহম্ ॥১৩৫

অর্থঃ । ১৩৩ । অহং বন্ধঃ ন ভবামি তথাপি অহং বন্ধাৎ মুক্তঃ ন (অস্মি), অহং বোধঃ ন ভবামি, অহং ন এব বোধঃ, অহং বোধকঃ ন । ১৩৩

১৩৪ । অহং ভক্তিঃ, অহং ভজনম্, অহং ভুক্তিঃ, অহম্ এব ভুক্তিমুক্তিঃ, অহং ভূতানুশাসনঃ, অহং ভূতভবদ্ব্যমূলভূতঃ । ১৩৪

১৩৫ । অহং মহতাং মাণ্ডঃ অস্মি, অহং মন্দমতীনাং অমাননীয়ঃ, অহং মদরাগ-মানমোহিতমানসদুর্কাসনাছুরাপঃ (ভবামি) । ১৩৫

অনুবাদ । ১৩২ । আমি নাগরূপ অনন্ত পর্বত এবং দশদিগ্গজ
 আদি বিগ্ৰহে জগৎপ্রপঞ্চ ধারণ করিয়া অংছি এবং কপালনেত্রের অগ্নি-
 দ্বারা পঞ্চশর কামকে পরাজিত করিয়া রাখিয়াছি । ১৩২

১৩৩ । আহি বন্ধনমুক্ত এবং তথাপি আমি বন্ধন হইতে মুক্ত নহি,
 অর্থাৎ আমি বন্ধ ও মুক্তির বাহিরে বর্তমান । আমি জ্ঞেয় নহি, আমি
 জ্ঞানও নহি এবং আমি বোধকও নহি । ১৩৩

১৩৪ । আমি ভক্তি, আমি ভজন, আমি মুক্তি এবং আমিই
 মুক্তির প্রাপ্তি । আমি জীবগণের অনুশাসন অর্থাৎ উপদেশকস্বরূপ এবং
 আমিই অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আদিস্বরূপ । ১৩৪

১৩৫ । আমি মহৎ ব্যক্তিগণের মাননীয়, আমি দৃষ্টব্য ব্যক্তি-
 গণের অমাননীয় । যাহাদের মানস মদ, রাগ, ও অভিমানদ্বারা
 বিমোহিত তাহাদের দুর্কাসনায় আমি দুস্ত্রাপ্য অর্থাৎ তাদৃশ ব্যক্তিগণ
 আমায় পাইতে পারে না । ১৩৫

যজনযজ্ঞমানযাজকযাগময়োহং যমাদিরহিতোহহম্ ।

যমবর্ণণযক্ষবাসবরাক্ষসমরুদীশবহ্নিরূপোহহম্ ॥ ১৩৬

• রক্ষাবিধানশিক্ষাবীক্ষিতলীলাবলোকমহিমাহম্ ।

• রজনীদিবসবিরামক্ষুরদমুভূতিপ্রমাণসিদ্ধোহহম্ ॥ ১৩৭

লক্ষণলক্ষ্যময়োহং লাক্ষণিকোহং লয়াদিরহিতোহহম্ ।

লাভালাভময়োহং লব্ধব্যানামলভ্যমানোহহম্ ॥ ১৩৮

অর্থঃ । ১৩৬ । অহং যজনযজ্ঞমানযাজকযাগময়ঃ, অহং যমাদিরহিতঃ, অহং যম-
বর্ণণযক্ষবাসবরাক্ষসমরুদীশবহ্নিরূপঃ (অগ্নি) । ১৩৬

১৩৭ । অহং রক্ষাবিধানশিক্ষাবীক্ষিতলীলাবলোকমহিমা, অহং রজনীদিবসবিরাম-
ক্ষুরদমুভূতিপ্রমাণসিদ্ধিঃ । ১৩৭

১৩৮ । অহং লক্ষণলক্ষ্যময়ঃ, অহং লাক্ষণিকঃ, অহং লয়াদিরহিতঃ, অহং লাভালাভ-
ময়ঃ, অহং লব্ধব্যানাম্ অলভ্যমানঃ । ১৩৮

অনুবাদ । ১৩৬ । আমি যজন, যজ্ঞমান, যাজক ও যজ্ঞস্বরূপ ;
আমি যম আদি সাধন সম্পন্নবিরহিত এবং আমি যম, যক্ষ, ইন্দ্র, রাক্ষস,
বায়ু, রুদ্র ও বহ্নিস্বরূপ । ১৩৬

১৩৭ । যে শিক্ষা হইতে রক্ষাবিধান হয় সেই শিক্ষা দ্বারা আমি
লীলাবলোকে নিজে মহিমা দেখিয়া আছি এবং যাহা রাত্রি ও দিবা
সতত পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে, আমি সেই অমুভূতিরূপ প্রমাণ দ্বারা
সিদ্ধ হইয়া আছি । অর্থাৎ জ্ঞান দ্বারা আমি বুঝিতে পারি যে সমস্ত
লীলাময় এবং আমি স্বয়ং সকলপ্রকার প্রমাণের অমুভূতি দ্বারা ই
সিদ্ধ । ১৩৭

১৩৮ । আমি লক্ষ্য ও লক্ষণস্বরূপ এবং আমিই আবার লাক্ষণিক
অর্থাৎ লক্ষণকর্তা ; আমি লয় আদি বিবর্জিত, আমি লাভ ও
অলাভ উভয়াত্মক এবং আমিই লব্ধব্য বস্তু সকলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা
দুর্লভ । ১৩৮

বর্ণাশ্রমরহিতোহং বর্ণময়োহং বরণ্যগণ্যোহম্ ।
 বাচামংগোচরোহং বচসামর্থেন গম্যমানোহম্ ॥১৩৯
 শমদমবিরহিতমনসাং শাস্ত্রশতৈতরপ্যগম্যমানোহম্ ।
 শরণমহমেব বিদ্ববাং শকলীকৃতবিবিধসংশয়গণোহম্ ॥১৪০
 ষড়্ভাববিরহিতোহং ষড়্গুণরহিতোহমহিতরহিতোহম্ ।
 ষট্কোশবিরহিতোহং ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বজালরহিতোহম্ ॥১৪১

অন্বয়ঃ । ১৩৯ । অহং বর্ণাশ্রমরহিতঃ, অহং বর্ণময়ঃ, অহং বরণ্যগণ্যঃ, অহং বাচামংগোচরঃ, অহং বচসামর্থেন গম্যমানঃ (অস্মি) । ১৩৯

১৪০ । অহং শমদমবিরহিতমনসাং শাস্ত্রশতৈঃ অপি অগম্যমানঃ ; অহম্ এব বিদ্ববাং শরণম্, অহং শকলীকৃতবিবিধসংশয়গণঃ (ভবামি) । ১৪০

১৪১ । অহং ষড়্ভাববিরহিতঃ, অহং ষড়্গুণরহিতঃ, অহম্ অহিতরহিতঃ, অহং ষট্কোশবিরহিতঃ, অহং ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বজালরহিতঃ । ১৪১

অনুবাদ । ১৩৯ । আমি বর্ণাশ্রমবিহীন, আমি কিন্তু বর্ণস্বরূপ, অর্থাৎ যশঃস্বরূপ ; অথবা সর্ববর্ণেরই প্ররোচক ; আমি পূজনীয় ব্যক্তিগণেরও মাননীয় । আমি বাক্যের অগোচর, কিন্তু আমি বাক্যার্থের দ্বারা গম্যমান, অর্থাৎ বাক্যার্থ আমাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে, (ঠিক ঠিক ভাবে অন্তবাক্যের মত বুঝাইতে পারে না ।) ১৩৯

১৪০ । যাহাদের চিত্ত শমদমাদিযুক্ত নহে, অর্থাৎ বেদান্তোক্ত সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন নহে, আমি তাহাদের নিকট শত শত শাস্ত্রোপদেশেও প্রকট হই না । আমিই বিদ্বদ্বর্গের আশ্রয় এবং আমি বিবিধসংশয়-রাশিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া থাকি । ১৪০

১৪১ । আমি ষড়্ভাববিকার বিবর্জিত, আমি ষড়্গুণবিহীন এবং আমি অমঙ্গলশূন্য । আমি ষট্কোশবিমুক্ত এবং আমি ষট্ত্রিংশৎ তত্ত্বরূপ জালের বহির্ভূত । (ষট্ ভাববিকার যথা—জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ ।) ১৪১

সন্নিংসুখাঅকোহং সমাধিসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষোহহম্ ।

সংসারবিরহিতোহং সাক্ষাৎকারোহমাত্মবিজ্ঞায়াঃ ॥১৪২

হব্যমহং কব্যমহং হেয়োপাদেয়ভাবশূন্যোহহম্ ।

হরিরহমস্মি হরোহং বিধিরহমেবাস্মি কারণং তেষাম্ ॥

কালিতকলুষভয়োহং ক্ষপিতভবক্লেশজালহৃদয়োহহম্ ।

কাস্তাত্তক্ষরস্বঘটিতবিবিধব্যবহারমূলমহমেব ॥১৪৪

অর্থঃ । ১৪২ । অহং সংবিৎসুখাশ্রয়কঃ, অহং সমাধিসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষঃ, অহং সংসার-বিরহিতঃ, অহম্ আত্মবিদ্যায়াঃ সাক্ষাৎকারঃ । ১৪২

১৪৩ । অহং হব্যম্, অহং কব্যম্, অহং হেয়োপাদেয়ভাবশূন্যঃ, অহং হরিঃ অস্মি, অহং হরঃ, অহম্ এব বিধিঃ অস্মি, (অহম্ এব) তেষাং কারণম্ (অস্মি) । ১৪৩

১৪৪ । অহং কালিতকলুষভয়ঃ, অহং ক্ষপিতভবক্লেশজালহৃদয়ঃ, অহম্ এব কাস্তা-তাক্ষরস্বঘটিতবিবিধব্যবহারমূলম্ (অস্মি) । ১৪৪

অনুবাদ । ১৪২ । আমি সন্নিং (জ্ঞান) ও সুখস্বরূপ এবং আমি সমাধিসঙ্কল্পের কল্পবৃক্ষ । আমি সংসারবিহীন এবং আমি আত্মজ্ঞানের সাক্ষাৎকার, অর্থাৎ সাক্ষাৎকারাত্মক যে আত্মজ্ঞান তাহাই ব্রহ্মস্বরূপ এবং তাহাই আমি । ১৪২

১৪৩ । আমি হব্য (দেবোদ্দেশে হবনীয় দ্রব্য) এবং আমি কব্য (পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদেয় বস্তু) । আমি হেয় (ত্যাগযোগ্য) অথবা উপাদেয় (গ্রহণযোগ্য) প্রভৃতি ভাববিরহিত । আমি বিষ্ণু, আমি শিব, আমিই বিধি (প্রজাপতি) এবং আমিই আবার তাহাদের কারণ হইতেছি । ১৪৩

১৪৪ । আমি সর্বপ্রকার পাপ এবং ভীতি হইতে বিধৌত, আমি ক্ষয়মধ্য হইতে ভবযন্ত্রনারাশি বিদূরিত করিয়াছি এবং অ-কারাদি ক-কারান্ত যে সকল অক্ষর আছে, সেই সকল অক্ষরদ্বারা সর্ববিধ ব্যবহার স্বঘটিত হয়, আমিই তাহার মূল অর্থাৎ সকল শব্দ আমাকেই বুঝাইয়া থাকে । ১৪৪

বহুভিঃ কিমেভিরুজ্জৈরহমেবেদং চরাচরং বিশ্বম্ ।

শীকরফেনতরঙ্গাঃ সিদ্ধোরপরাণি ন খলু বস্তুনি ॥১৪৫

শরণং ন ভবতি জননী ন পিতা ন স্নাতা ন সোদরা নাশ্চে ।

পরমং শরণমিদং স্রাচ্চরণং মম মূর্ধ্নি দেশিকন্তম্ ॥১৪৬

আন্তে দেশিকচরণং নিরবধিরান্তে তদীক্ষণে করুণা ।

আন্তে কিমপি তদুক্তং কিমতঃ পরমস্তি জন্মসাক্ষ্যম্ ॥১৪৭

অর্থঃ । ১৪৫ । এভিঃ বহুভিঃ উজ্জৈঃ কিম্? অহম্ এব ইদং চরাচরং বিশ্বম্ । ন খলু শীকরফেনতরঙ্গাঃ সিদ্ধোঃ অপরাণি বস্তুনি (ভবন্তি) । ১৪৫

১৪৬ । জননী শরণং ন ভবতি, পিতা ন, স্নাতা ন, সোদরা ন, আন্তে ন, মম মূর্ধ্নি দেশিকন্তম্ ইদং চরণং পরমং শরণং স্রাৎ । ১৪৬

১৪৭ । দেশিকচরণং (মম শরণম্) আন্তে, তদীক্ষণে নিরবধিঃ করুণা আন্তে, কিমপি তৎ উক্তম্ আন্তে, অতঃপরং কিং জন্মসাক্ষ্যম্ অস্তি । ১৪৭

অনুবাদ । ১৪৫ । এই সমস্ত বহু কথায় কাজ কি? আমিই এই স্বাবরজ্জমাঅক জগৎ । জলকণা, ফেন ও তরঙ্গরাশি সমুদ্র হইতে পৃথক বস্তু নহে । অর্থাৎ সমুদ্রে জলকণা ফেন ও তরঙ্গ দেখিলে মনে হয় যেন উহারা স্বতন্ত্র এক একটি বস্তু, কিন্তু উহারা যেমন সমুদ্রস্বরূপই, সেইরূপ জগতের সকল পদার্থই আমার স্বরূপ—তাহারা আমা হইতে অতিরিক্ত নহে, আমাকে বাদ দিলে সবই আকাশকুন্তলমকল্প হইয়া পড়ে । ১৪৫

১৪৬ । জননী ত্রাণকর্ত্রী হন না, পিতা রক্ষাকর্ত্রী হন না, কস্তা নহে, সখোদরা নহে এবং অপর কেহ কাহারও পরিত্রাণকর্ত্রী হয় না । কিন্তু আমার মস্তকে তত্ত্বজ্ঞানেপদেশক গুরুর দ্বারা স্থাপিত এই চরণ-ষয়ই আমার পরমপরিত্রাণকর্ত্রী হইবে । ১৪৬

১৪৭ । গুরুর পাদপদ্ম আমার সন্মুখে আছে, তাঁহার নয়নের সেই অপার করুণা আমার অবলম্বন আছে এবং তাঁহার সেই অপূর্ব অনির্বচনীয় বচন আমার পরিপোষক আছে—ইহা অপেক্ষা জীবনের আর কি সফলতা আছে? ১৪৭

কারুণ্যসারসাল্লাঃ কাক্ষিতবরদানকল্পকবিশেষাঃ ।

শ্রীগুরুচরণকটাক্ষাঃ শিশিরাঃ শময়ন্তি চিত্তসস্তাপম্ ॥১৪৮

কবলিতচঞ্চলচেতো গুরুতরমণ্ডুকজাতপরিতোষা ।

শেতে হৃদয়গুহায়াং চিরতরমেকৈব চিন্ময়ী ভুজগী ॥১৪৯

ময়ি স্নখবোধপয়োদধৌ মহতি ব্রহ্মাণ্ডবৃদ্ধসহস্রম্ ।

মায়াময়েন মরুতা ভূত্বা ভূত্বা মুহুস্তিরোধন্তে ॥১৫০

অর্থঃ । ১৪৮ । কারুণ্যসারসাল্লাঃ কাক্ষিতবরদানকল্পকবিশেষাঃ শিশিরাঃ শ্রীগুরু-
চরণকটাক্ষাঃ চিত্তসস্তাপং শময়ন্তি । ১৪৮

১৪৯ । কবলিতচঞ্চলচেতো গুরুতরমণ্ডুকজাতপরিতোষা চিন্ময়ী ভুজগী একা এব
হৃদয়গুহায়াং চিরতরং শেতে । ১৪৯

১৫০ । মহতি স্নখবোধপয়োদধৌ ময়ি ব্রহ্মাণ্ডবৃদ্ধসহস্রং মায়াময়েন মরুতা ভূত্বা ভূত্বা
পুনঃ তিরোধন্তে । ১৫০

অনুবাদ । ১৪৮ । করুণারসে ঘনীভূত অভীষ্টবরপ্রদানে কল্পতরু-
কল্প সেই শ্রীগুরুর শীতল চরণকটাক্ষ শময়ন্ত মনোবেদনা উপশমিত
করিয়া দেয় । ১৪৮

১৪৯ । সতত অস্থির চিত্তরূপ বৃহৎ ভেকটিকে গ্রাস করিয়া
পরিতোষপ্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানরূপিণী ফণিনী হৃদয়রূপ গহ্বরমধ্যে চিরকাল
ধরিয়া স্তম্ভ রহিয়াছে । ১৪৯

১৫০ । স্নখজ্ঞানরূপ মহা সমুদ্রে ব্রহ্মাণ্ডরূপ অনন্ত বৃদ্ধদ্রাশি
মায়াময় বায়ুবশতঃ উৎপন্ন হইয়া পুনরায় তিরোহিত হইতেছে । অর্থাৎ
অনন্ত সমুদ্র চিরকাল একভাবেই আছে বটে, কিন্তু তাহার উপরে
বায়ুর বিক্ৰান্তবশতঃ কত সহস্র সহস্র বৃদ্ধ উৎপন্ন হয়, আবার
অস্তহিতও হয়, সেইরূপ স্নখজ্ঞানরূপ আত্মাও চিরকাল একই ভাবে
বিদ্যমান রহিয়াছেন, কিন্তু মায়াবশে তাহার উপরে কতবার জগৎরূপ
মহা স্রম সৃষ্ট হইতেছে, আবার তাহা অস্তহিতও হইতেছে । ১৫০

- গুরুকরণ্যৈব নাবা প্রাক্তনভাগ্যানুকূলমাক্রতয়া ।
 দুঃসহদুঃখতরঙ্গৈস্তৃষ্ণাঃ সংসারসাগরস্তীর্ণঃ ॥১৫১
- সতি তমসি মোহরূপে বিশ্বমপশ্যং তদেতদিত্যখিলম্ ।*
 উদিতবতি বোধভানৌ কিমপি ন পশ্যামি কিংঘিৎ চিত্তম্ ॥
 ইত্যাশ্ববোধলাভং মুহুরনুচিন্ত্য প্রমোদমানেন ।
 প্রারব্ধকৰ্ম্মণোহস্তে পরং পদং প্রাপ্যতে হি কৈবল্যম্ ॥১৫৩

অর্থঃ । ১৫১ । প্রাক্তনভাগ্যানুকূলমাক্রতয়া গুরুকরণ্য নাবা এব তৃষ্ণাঃ দুঃসহ-
 দুঃখতরঙ্গাঃ সংসারঃ তীর্ণঃ । ১৫১

১৫২ । মোহরূপে তমসি সতি তৎ এতৎ ইতি অখিলং বিশ্বম্ অপশ্যম্ । বোধভানৌ
 উদিতবতি কিম্ অপি ন পশ্যামি কিম্ ইৎ চিত্তং মু । ১৫২

১৫৩ । ইতি আশ্ববোধলাভং প্রমোদমানেন মুহুঃ অনুচিন্ত্য প্রারব্ধকৰ্ম্মণঃ অস্তে
 পরং পদং কৈবল্যং প্রাপ্যতে হি । ১৫৩

অনুবাদ । ১৫১ । পূৰ্ব্বেজন্মার্জিত সৌভাগ্যরূপ অনুকূল বায়ুবিশিষ্ট
 গুরুরূপ নৌকাদ্বারাই অতি উচ্চ অসহ্য দুঃখতরঙ্গময় সংসার পার
 হইলাম । ১৫১

১৫২ । অবিদ্যারূপ অন্ধকার বতক্ষণ বিদ্যমান ছিল, ততক্ষণ এই
 বিশ্বসংসারকে 'ইহা এইরূপ' এই ভাবে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু জ্ঞানসূর্য্যের
 উদয় হইতেই আর কিছুই দেখিতেছি না—ইহা কি বিচিত্র ! ১৫২

১৫৩ । আনন্দচিত্তে এই আত্মজ্ঞানলাভ পুনঃ পুনঃ চিন্তা
 করিয়া প্রারব্ধকৰ্ম্মের অবসানে সেই পরমপদ কৈবল্য (কৈবলীভাব,
 মুক্তি) প্রাপ্ত হওয়া যায় । ১৫৩ *

* এখানে জীবমুক্ত পুরুষের যেরূপ আনন্দের অনুভূতি হয়—তাহাই বর্ণিত
 হইয়াছে । বিদেহমুক্তিতে বা লব্ধ-সমাধিতে আনন্দের অনুভব হয় না, কিন্তু আনন্দ-
 স্বরূপ হইয়া যায়—ইহাই প্রভেদ ।

মোহাক্ষকারহরণং সংসারোদ্বলসাগরোত্তরণম্ ।

স্বাস্থ্যনিরূপণমেতৎপ্রকরণমন্তুর্বিচিন্ত্যতাং সন্তিঃ ॥১৫৪

ইতি শ্রীভগবৎপূজাপাদ-শ্রীগোবিন্দপাদাচার্য্য-শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীশঙ্করভগবৎপূজাপাদবিরচিতস্বাস্থ্যনিরূপণম্ ।

অর্থঃ । ১৫৪ । মোহাক্ষকারহরণং সংসারসাগরোত্তরণম্ এতৎ স্বাস্থ্যনিরূপণং
প্রকরণং-সন্তিঃ অন্তঃ বিচিন্ত্যতাম্ । ১৫৪

অনুবাদ । ১৫৪ । অজ্ঞানরূপে অক্ষকারহারী সংসার-সাগরের
পারকারী এই স্বাস্থ্যনিরূপণ নামক এই প্রকরণ গ্রন্থ সাধু ব্যক্তিগণ অন্তরে
বিশেষরূপে চিন্তা করুন । ১৫৪

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজাপাদনিয়-
শ্রীমৎশঙ্করভগবৎকৃত স্বাস্থ্যনিরূপণ নামক প্রকরণের
অর্থ ও অনুবাদ সমাপ্ত ।

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।

